

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



# কুরআন মজীদ

(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা)

নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা  
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আই:)-এর  
পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত

# THE HOLY QUR'AN

## ARABIC TEXT WITH BENGALI TRANSLATION

First published in Bangla Desh in 1989  
Reprinted in Bangla Desh  
Present edition printed in India in 2001

© Islam International Publications Limited

*Published by :*

Nazarat Nashro Isha'at  
Sadr Anjuman Ahmadiyya,  
Qadian-143516 (Punjab) India

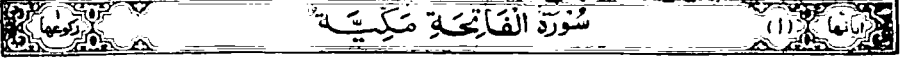
*Printed at :*

Printwell,  
146, Industrial Focal Point,  
Amritsar-143001 (Punjab) India

**ISBN : 1 85372 676 1**

***You may contact the following for further information :***

1. Ahmadiyya Muslim Jama'at  
4 Bakshi Bazar Road,  
Dhaka-1211, Bangla Desh
2. Ahmadiyya Movement in Islam Inc.  
15000 Good Hope Road, Silver Spring,  
MD 20905, U.S.A.  
Tel. : +301 879 0110  
Fax : +301 879 0115
3. The London Mosque  
16 Gressenhall Road,  
London SW18 5QL, England.  
Tel. : +020 8870 8517  
Fax : +020 8874 4779
4. Ahmadiyya Movement in Islam  
10610 Jane Street, Maple,  
Ontario L6A 1S1, Canada
5. Nazarat Nashro Ishaat  
Qadian, Distt. Gurdaspur,  
Punjab (India)  
Tel. : 91-1872-22870  
Fax : +91-1872-20749
6. Ahmadiyya Muslim Mission  
205 New Park Street,  
Kolkata-17, West Bengal



## ১-সূরা আল্ ফাতেহা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

- |   |   |
|---|---|
| ১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।  | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①   |
| ২। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক   | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ②   |
| ৩। অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়  | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③  |
| ৪। বিচার দিবসের মালিক ।   | مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④  |
| ৫। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি ।  | إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤  |
| ৬। তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর,  | اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥  |
| ৭। তাহাদের পথে, যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ,<br>[৭] কোপপ্রসূদের (পথে) নহে, এবং পথভ্রষ্টদেরও (পথে) নহে । | صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦ |

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدِينَةٌ (২)

২-সূরা আল্‌ বাকারা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৮৭ আয়াত এবং ৪০ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ্‌ লাম মীম

الْم ②

৩। ইহা সেই কামিল (পূর্ণতম) কিতাব, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যাহা হেদায়াত (পথ-নির্দেশ) মুক্তাকীগণের জন্য,

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ③

৪। যাহারা গায়েবের (অদৃশ্যের) উপর ঈমান আনে এবং নামায কয়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয়ক্‌ দিয়াছি উহা হইতে খরচ করে;

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ④

৫। এবং যাহারা ঈমান আনে উহার উপর যাহা তোমার প্রতি নামেন (অবতীর্ণ) করা হইয়াছে এবং যাহা তোমার পূর্বে নামেন করা হইয়াছিল, এবং তাহারা পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ।

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ⑤

৬। ইহারাই তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহারাই সফলকাম হইবে ।

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑥

৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে — তাহাদিগকে তুমি সতর্ক কর বা সতর্ক না কর, ইহা তাহাদের জন্য সমান— তাহারা ঈমান আনিবে না ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑦

৮। আল্লাহ্‌ তাহাদের হাদয় সমূহের উপর এবং কর্ণ সমূহের উপর মোহর মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুর উপর রহিয়াছে পর্দা এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে এক মহা আযাব ।

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑧

৯। এবং মানুষের মধ্যে কতক এমনও আছে, যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখি'; অথচ তাহারা আদৌ মো'মেন নহে ।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ⑨

১০। তাহারা আল্লাহ্‌কে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ধোকা দিতে চাহে, কিন্তু তাহারা নিজেদেরকে ছাত্রা অন্য কাহাকেও ধোকা দেয় না, বস্তুতঃ তাহারা ইহা বলে

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ⑩

১১। তাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি রহিয়াছে, ফলে আল্লাহ তাহাদের ব্যাধিকে আরও বাড়াইয়া দিলেন; এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে, কারণ তাহারা মিথ্যা বলিয়া আসিতেছিল।

১২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, 'তোমরা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিও না'; তাহারা বলে 'আমরা তো কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী।'

১৩। সতর্ক হও! নিশ্চয় তাহারা ই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না।

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা সেইরূপে ঈমান আন যেইরূপে অন্য লোকেরা ঈমান আনিয়াছে'; তাহারা বলে, 'আমরা কি সেইরূপে ঈমান আনিব যেইরূপে নির্বোধ লোকেরা ঈমান আনিয়াছে?' সর্ব্বরশ রাখিও! নিশ্চয় তাহারা ই নির্বোধ কিন্তু তাহারা জানে না।

১৫। এবং যখন তাহারা ঐ সকল লোকের সহিত মিলিত হয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি'; কিন্তু যখন তাহারা নিজেদের দল-দলতাদের সহিত নিভৃতে মিলিত হয়, তাহারা বলে, 'আমরা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা শুধু উপহাসকারী।'

১৬। আল্লাহ তাহাদিগকে (তাহাদের) উপহাসের শাস্তি দিবেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যে দিশা-হারা হইয়া ঘুরিবার জন্য ছাড়িয়া দিবেন।

১৭। ইহারা ঐ সকল লোক যাহারা হেদায়াতের (পথপ্রাপ্তির) বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের বাবসা তাহাদের জন্য লাভজনক হয় নাই, এবং তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হইয়া যায় নাই।

১৮। তাহাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যে আশ্রম স্বালাইল, অতঃপর, যখন উহা তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল, তখন আল্লাহ তাহাদের জ্যোতিঃ হরণ করিয়া গইলেন এবং তাহাদিগকে অন্ধকারাশির মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন, তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না।

১৯। তাহারা বধির, মূক (এবং) অন্ধ; সূতরাং তাহারা ফিরিবে না।

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۗ وَاللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٢﴾

إِنَّا نَحْنُ الْمُغْسِقُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٣﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ إِنَّا إِنَّمَا نَحْنُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا بِحَسْبِ الْخَلْقِ إِلَىٰ سَيِّئَاتِهِمْ ۗ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَفْزِعُونَ ﴿١٥﴾

اللَّهُ يَسْتَفْزِعُ بِهِمْ وَيَسُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٦﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِأَلْهَادِيٍّ فَمَا رَحِمَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٧﴾

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ ۗ لَّا يَبْصُرُونَ ﴿١٨﴾

صُمٌّ بَلْمٌ عَمَىٰ فَبُؤْسٌ لَّهُمْ لَّا يَرْجِعُونَ ﴿١٩﴾

২০। অথবা মেঘ হইতে বর্ষণরত সেই রুটি ধারার ন্যায়  
যাহার মধ্যে অজ্জকারাশি, বজ্জ্বধনী এবং বিদ্যুৎ-চমক  
রহিয়াছে; তাহার বজ্জ্বধনী হেতু মৃত্যু-ভয়ে নিজেদের কর্ণে  
অঙ্গুলি রাখে, অথচ আল্লাহ্ সকল কাফেরকে পরিবেষ্টন করিয়া  
আছেন।

২১। বিদ্যুৎ-চমক তাহাদের দৃষ্টি শক্তিকে কাড়িয়া লইয়া  
যাওয়ার উপক্রম হয়; যখনই উহা তাহাদের উপর চমকায়,  
তখন তাহার উহার আলোককে চিনিতে থাকে, এবং যখন  
অজ্জকার তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন তাহারা  
দাঁড়াইয়া পড়ে, এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি  
তাহাদের শ্রবণ শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিতেন,  
নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে (যাহা তিনি চাহেন)

২১৩) সর্বশক্তিমান।

২২। হে মানব মণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতি-  
পালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের  
পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন  
করিতে পার;

২৩। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা এবং আকাশকে  
ছাদ স্বরূপ করিয়াছেন, এবং মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ  
করিয়াছেন এবং তদ্বারা তিনি তোমাদের জন্য রিষক স্বরূপ  
নানাবিধ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করিয়াছেন, অতএব তোমরা  
আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করিও না, এমতাবস্থায় যে তোমরা জ্ঞাত  
আছ।

২৪। এবং যদি তোমরা উহার সঙ্ক্ষেপে সন্দেহে থাক যাহা  
আমরা আমাদের বান্দার উপর নাযেল করিয়াছি তাহা হইলে  
তোমরা ইহার অনুরূপ একাটি সূরা উপস্থাপন কর, এবং আল্লাহ্  
ব্যতীত তোমাদের অন্যান্য সাহায্যকারীকে আহ্বান কর, যদি  
তোমরা সত্যবাদী হও।

২৫। কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ করিতে না পার— এবং  
তোমরা কখনও এইরূপ করিতে পারিবে না— তাহা হইলে সেই  
অগ্নি হইতে আশ্রয় করা, যাহার ইজান মানুষ এবং  
প্রস্তরসমূহ, যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ  
يَجْعَلُونَ أَصَابَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ  
الْمَوْتِ وَاللَّهُ مَجِيبٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٢٠﴾

يَكَادُ الْبَرْقُ يُغْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا  
فِيهِ إِذْ أَنْظَمَ عَلَيْهِمْ قَالُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ  
بِهِمْ سَعِيرُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً  
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ  
رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لَهُ آئِدًا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا  
بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٤﴾

إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَانْتَفَعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُودِعَ  
النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ فِيهَا يُدْعَتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। "এবং তুমি সুসংবাদ দাও তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনে এবং নেক আমল (সৎকর্ম) করে যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ আছে যাহার তলাদেশ দিয়া নহর (স্রোতস্থিনী) সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, যখনই উহা হইতে তাহাদিগকে রিয্কস্বরূপ ফল-ফলাদির কিছু দেওয়া হইবে, তাহারা বলিবে, 'ইহাতো সেই রিয্ক যাহা আমাদের ইহার পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল,' এবং তাহাদিগকে উহার অনুরূপও দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের জন্য সেখানে পবিত্র জোড়া সমূহ থাকিবে এবং তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

২৭। আল্লাহ্ কখনও মশা অথবা উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর (বস্তুরও) উপমা দিতে কুষ্ঠা বোধ করেন না, অতএব যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা জানে যে, ইহা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে সত্য, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'এইরূপ উপমা দিয়া আল্লাহ্ কি বুঝাইতে চাহেন?' ইহার দ্বারা তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট সাবাস্ত করেন এবং অনেককে তিনি ইহার দ্বারা হেদায়াত দান করেন, বস্তুতঃ তিনি ইহার দ্বারা দুষ্কৃতিপরায়ণদের বাতিরেকে অন্য কাহাকেও পথভ্রষ্ট করেন না;

২৮। যাহারা আল্লাহ্‌র অস্বীকারকে, উহা সূদৃঢ় করিবার পর, উল্ল কড় এবং যেই সম্পর্ককে অটুট রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন উহাকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

২৯। তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার করিতে পার? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে প্রাণ দান করিলেন, আবার তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন, অতঃপর তাহারা ই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে।

৩০। তিনিই তো পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর, তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং উহাকে সাত আসমানে সুবিন্যস্ত করিলেন; এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞাত।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَآتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا تُوقِعُهَا نَامًا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا بِضَلِّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٧﴾

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٨﴾

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ لِلَّهِ تَرْجِعُونَ ﴿٢٩﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَنَائِدًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং (সমরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্তা-গণকে বলিলেন 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিতে চানিয়াছি; তাহারা বলিল, 'তুমি কি ইহাতে এমন কাহাকেও নিযুক্ত করিবে যে ইহাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবে এবং রক্তপাত করিবে? অথচ আমরাই তোমার প্রশংসাসহ ওপ কীর্তন করিতেছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি।' তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।'

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيفَةً  
قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ  
وَنَحْنُ سٰخِطٌ بِمَعۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْۤ اَعۡلَمُ  
مَا لَا تَعۡلَمُوْنَ ﴿۳۱﴾

৩২। এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর উহাদিগকে ফিরিশ্তাগণের সম্মুখে রাখিলেন এবং বলিলেন, 'তোমরা আমাকে এই গুলির নাম বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰى الْمَلٰئِكَةِ  
قَالَ اَنْۢبِئُوْنِىۤ بِاَسۡمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنۡتُمْ صٰدِقِيۡنَ ﴿۳۲﴾

৩৩। তাহারা বলিল, 'তুমি পবিত্র ও মহান! তুমি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছ উহা বাতীত আমাদের কোন জান নাই; নিশ্চয় তুমি সর্বজানী, পরম প্রভাময়।'

قَالُوْا سُبۡحٰنَكَ لَاۤ اَعۡلَمُ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ  
الۡعَلِيۡمُ الْحَكِيۡمُ ﴿۳۩﴾

৩৪। তিনি বলিলেন, 'হে আদম! তুমি তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দাও; অতঃপর যখন সে তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দিল, তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে বত্নি নাই যে, নিশ্চয় আমি আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর গোপন বিষয়সমূহ অবগত আছি এবং যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর, আমি সবই জানি?'

قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئۡهُمۡ بِاَسۡمَآئِهِمۡ فَلَمَّاۤ اٰتٰهُمۡ بِاَسۡمَآئِهِمۡ  
قَالَ اَلَمْۤ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْۤ اَعۡلَمُ غِيۡبَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ  
وَۤاَعۡلَمُ مَا تَبۡدُوۡنَ وَمَا كُنۡتُمْ تَكۡتُمُوۡنَ ﴿۳৪﴾

৩৫। এবং (সেই সময়কে সমরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্তাগণকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা আদমের আনুগত্য কর'; তখন তাহারা আনুগত্য করিল। কেবল ইবলীস বাতিরেকে, সে অমান্য করিল এবং নিজেকে অনেক বড় মনে করিল; বস্তুতঃ সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلٰئِكَةِ اِسۡجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبۡلِیۡسَ  
اَبٰى وَاسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيۡنَ ﴿۳৫﴾

৩৬। এবং আমরা বলিলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বাগানটিতে বসবাস কর, এবং উহা হইতে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্ত সহকারে আহার কর, কিন্তু এই গাছটির নিকট যাইও না, নচেৎ তোমরা যালমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।'

وَقُلۡنَا يٰۤاٰدَمُ اسۡكُنۡ اَنْتَ وَزَوجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا  
رَغَدًا حَیۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوۡنَا  
مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۳৬﴾



৩৭। কিন্তু শয়তান ইহা দ্বারা (উহা হইতে) তাহাদের উভয়ের পদস্বলন ঘটাইল এবং তাহাদিগকে উহা (অবস্থান) হইতে রহিত করিল যাহাতে তাহারা ছিল এবং আমরা বলিলাম, 'তোমরা সকলে এখান হইতে চলিয়া যাও; তোমরা একে অপরের শত্রু এবং তোমাদের জন্য এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বসবাসের স্থান এবং জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) আছে।'

৩৮। 'অতঃপর আদম স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে কিছু (দোয়া বিষয়ক) বাক্য শিক্ষালাভ করিল (এবং তদনুযায়ী দোয়া করিল)। ফলে তিনি তাহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। নিশ্চয় তিনিই পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

৩৯। আমরা বলিলাম, 'চলিয়া যাও তোমরা সকলে এখান হইতে। অতঃপর, যদি কখনও তোমাদের নিকট আমার সন্নিধান হইতে হেদায়াত আসে, তখন যাহারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করিবে, তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুর্গম্বিতও হইবে না।'

৪০। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাস করিবে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে, ইহরাই আগ্রনের অধিবাসী; তখন তাহারা বসবাস করিতে থাকিবে।

৪১। হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর, যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং তোমরা আমার (সহিত কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও (তোমাদের সহিত কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করিব, এবং আমাকেই ভয় কর।

৪২। এবং তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আমি নাযেল করিয়াছি, যাহা তসদীক করে উহার যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে, এবং তোমরা ইহার সর্বপ্রথম অবিশ্বাসী হইও না, এবং আমার আয়াতসমূহকে অল্পমূল্যে বিক্রী করিও না, এবং তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।

৪৩। এবং তোমরা জানিয়া বুঝিয়া সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং সত্যকে গোপন করিও না।

৪৪। এবং নামায কয়েম কর এবং যাকাত দাও এবং রুকু কর রুকুকারীগণের সহিত।

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ  
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي  
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ  
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى  
فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
۝ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

يَذَرِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا بَعْدَٰيَ الَّتِي اتَّعْتُمْ عَلَيْكُمْ  
وَأَقْرُبُوا بَعْدَٰيَ أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَرَأَىٰ مَا هَيَّبُوا ۝

وَأَمَّا مِمَّا تَتْلُونَ مِمَّا قَدْ تَلَّامَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا  
أُولَٰئِكَ كَانُوا فِيهَا وَلَا تُشْرِكُوا بِآيَاتِي شَيْئًا وَلِيًّا وَلَا يَتَّبِعُونَ  
فَأَتَّقُونِ ۝

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ  
تَكْتُمُونَ ۝

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَمِعُوا بِالْحُرِيِّينَ ۝

৪৫। তোমরা কি লোকদিগকে সৎ কাজের উপদেশ দাও এবং নিজদিগকে ভুলিয়া যাও, অথচ তোমরা কি তাব (তওরাত) আরতি কর? তবুও কি তোমরা বিবেক-বৃদ্ধি ষাটাইবে না?

৪৬। এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; এবং নিশ্চয় বিনয়ীগণ বাতিরেকে (অন্যান্যদের জন্য) ইহা বড়ই কঠিন,

৪৭। যাহারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং অবশ্যই তাহারা তাহাদেরই দিকে ফিরিয়া যাইবে।

৪৮। হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার নেয়ামতকে সম্মরণ কর যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং আমি তোমাদিগকে (তৎকালীন) বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠ দান করিয়াছিলাম।

৪৯। এবং সেই দিনকে ভয় কর যখন কোন আত্মা বিনিময়ে কোন আত্মা কাছে আসিবে না, এবং তাহার নিকট হইতে কোন শাফায়াত কবুল করা হইবে না এবং তাহার নিকট হইতে কোন মুক্তিপণও গ্রহণ করা হইবে না এবং তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না।

৫০। এবং (সম্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহারা তোমাদের উপর নির্মমভাবে উৎপীড়ন করিতেছিল, তাহারা তোমাদের পুত্র সন্তানদিগকে নশংসভাবে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত এবং ইহাৰ মধ্যে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে ছিন এক মহা পরীক্ষা।

৫১। এবং (সম্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং আমরা ফেরাউনের দলবলকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় যে, তোমরা (ইহা) প্রত্যক্ষ করিতেছিলে।

৫২। এবং যখন আমরা মুসার সহিত চলিষ্ণ রাস্তার ওয়াদা করিয়াছিলাম, তখন তাহার অনুপস্থিতিতে তোমরা (উপাসনার নিমিত্তে) একটী গো-বৎসকে গ্রহণ করিয়াছিলে, এবং তোমরা ছিলে যালেম।

أَتْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ  
تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٥﴾

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى  
الْمُشْعَبِينَ ﴿٤٦﴾

الَّذِينَ يظنون أَنَّهُم مُّلقُوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ  
رُجْعُونَ ﴿٤٧﴾

يَبْنَئِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا وَبِعَذَابِنَا أَسْمَتُ عَلَيْكُمْ  
وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٨﴾

وَأَنْتُمْ يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا  
يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْعَدُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا مُمْسِكُ  
يُصْرُونَ ﴿٤٩﴾

وَإِذْ جَعَلْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُوكَ مُؤَمِّلِينَ مِنَ الْعُلَا  
يُدْبِحُونَ أَبْنَاءَ كُومٍ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُومٍ فِي ذِ  
بَلَاءٍ مِنْ رَبِّكَ عَظِيمٍ ﴿٥٠﴾

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَجْمَعِنَاكُمْ دَاغِقًا آلِ فِرْعَوْنَ  
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥١﴾

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْجِبَلَ  
مِنْ بَعْدِي وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। তখন আমরা তোমাদিগকে ইহার পরও ক্রমা করিয়াছিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং (সম্মরণ কর) যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়াছিলাম যাহাতে তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা গো-বৎসকে (মাবদরূপে) গ্রহণ করিয়া নিশ্চয় নিজেদের আস্থার উপর যুলুম করিয়াছ, অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর, এবং তোমরা তোমাদের আস্থা (এর কুপ্ররতি) সম্বন্ধে হত্যা কর, তোমাদের সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম হইবে; (যখন তোমরা আদেশ পালন করিলে) তখন তিনি তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন; নিশ্চয় তিনি পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قُلُوبُكُمْ مَغْفُورَةٌ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং (সম্মরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে; 'হে মূসা! আমরা তোমার উপর আদৌ ঈমান আনিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আলাহকে সামনাসামনি দেখিব,' ফলে বক্তৃপাত তোমাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং তোমরা (নিজেদের আচরণের পরিণতি) অবলোকন করিতেছিলে।

وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ هَاهُنَا ﴿٥٦﴾

৫৭। অতঃপর, আমরা তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদিগকে উদ্ভিত করিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং আমরা তোমাদের উপর মেঘমানার ছায়া দান করিলাম এবং আমরা তোমাদের জন্য 'মাম্ব' এবং 'সালুওয়া' নামেল করিলাম (এবং বলিলাম) 'তোমরা সেই পবিত্র রিস্ক হইতে আহাৰ কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি।' তাহারা (অবাক্যতা করিয়া) আমাদের উপর কোন যুলুম করে নাই, বরং তাহারা নিজেদের উপরই যুলুম করিয়াছিল।

وَوَهَبْنَا لَكُمْ السَّمَاءَ وَآتَيْنَاكُمْ مِنْهَا مَاءً فَاشْرَبُوا ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং (সম্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন আমরা বলিয়াছিলাম, 'এই জনপদে প্রবেশ কর এবং উহা হইতে

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্তি সহকারে আহার কর, এবং (উহার) দ্বারে আনুগত্যের সহিত প্রবেশ কর এবং তোমরা বল, (হে আল্লাহ্!) 'আমাদের পাপের বোঝা নামাও'। আমরা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিব এবং আমরা নিশ্চয় সৎকর্ম পরায়ণদিগকে বাড়াইয়া দিব।

৬০। কিন্তু যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে যে কথা (বলিতে) বলা হইয়াছিল তাহারা উহা বদলাইয়া অন্য কথা বলিল। ফলে যাহারা যুলুম করিয়াছিল আমরা তাহাদের উপর আসমান হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিলাম এইজন্য যে তাহারা

[১৩] অবাধ্যতা করিত।

৬১। এবং (সেই সময়কে সমরণ কর) যখন মুসা তাহার কণ্ঠের জন্য পানি চাহিল, তখন আমরা বলিলাম, 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরটির উপর আঘাত কর'; ইহার ফলে উহার মধ্য হইতে বারটি ঝরণা উদ্গত হইয়া প্রবাহিত হইল, (তখন) প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল, (এবং তাহাদিগকে বলা হইল) 'তোমরা আল্লাহ্‌র রিয়ক হইতে খাও এবং পান কর এবং যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।'

৬২। এবং (সমরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'হে মুসা! আমরা একই প্রকার খাদ্য আদৌ ধৈর্য ধারণ করিতে পারিব না, সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য দোয়া কর যেন যমীন যাহা উৎপন্ন করে উহা হইতে তিনি কতক আমাদের জন্য উৎপন্ন করেন, যথা - উহার শাক-সব্জী, উহার শসা এবং উহার গম এবং উহার মূসুর এবং উহার পিঁয়াজ। তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সঙ্গে বদল করিতে চাহ?' 'চিনিয়া যাও কোন শহরে, এবং তোমরা যাহা চাহিয়াছ তাহা সেখানে অবশ্যই রহিয়াছে'; এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র অবধারিত করিয়া দেওয়া হইল, এবং তাহারা আল্লাহ্‌র গম্বের পাত্র হইল, ইহা এই জনা হইল যে, তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দশনাবলীকে অস্বীকার করিত এবং নবীগণকে অনায়াস ভাবে হত্যা করিতে চেষ্টা করিত; ইহা এই জনা যে, তাহারা অবাধ্যতা এবং সীমানংঘন করিত।

৬৩। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং যাহারা ইহদী হইয়াছে এবং খুশ্টানগণ এবং সাবীগণ — (তাহাদের মধ্যে) যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর (পূর্ণ) ঈমান আনিয়াছে

رَغَدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا أَوْ قَوْلًا حِطَّةً نَعْفَمُ لَكُمْ  
خَطِيئَتِكُمْ وَسنَزِيدُ الْحَسَنِينَ ﴿٦٠﴾

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا  
كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٦١﴾

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ  
الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا مَّقَدِّ  
عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كَلُومًا وَاشْرَبُوا مِمَّن رَزَقَ  
اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٢﴾

وَإِذِ قُلْتُمْ يُوسَىٰ إِنَّ نَجْدَ عَلَيَّ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ  
لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثَمِّرُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَرَاهَا  
وَعِجَالِهَا وَقَوْمِهَا وَعَدْوِيهَا وَبِضَالِهَا قَالَ اسْتَبْدِلْ لِي  
الَّذِي هُوَ أَزْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطْنَا مِصْرًا فَإِنِ  
لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمُوهَا وَصَبَّ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلُ وَالسَّكِينَةُ  
وَبَاءُ وَبَعْضُ مِمَّنَ اللَّهُ ذَلِكُ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ  
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكُ بِمَا  
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦٣﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ  
الضَّالِّينَ مَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ

এবং নেক আমন (পূণা কর্ম) করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের প্রভুর নিকট (মধ্যযোগা) পুরস্কার, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

৬৪ । এবং (সমরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অস্বীকার নইয়াছিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের উপর সমুচ্চ করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম), 'আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা তোমরা মশবুত ভাবে ধর এবং ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা সমরণ রাখ যেন তোমরা মৃত্যুকী হইতে পার ।'

৬৫ । অতঃপর, তোমরা ইহার (হেদায়াত প্রাপ্তির) পরও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে, অতঃপর, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর ফয়ল এবং তাহার রহমত না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে ।

৬৬ । এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা সাবাতের বিষয়ে সৌমানঃঘন করিয়াছিল তাহাদের (পরিণাম) সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চয় অবগত হইয়াছ । সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা লাক্ষিত বানর হইয়া যাও ।'

৬৭ । অতঃপর, আমরা ইহাকে তাহাদের সমসাময়িক এবং তাহাদের পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত এবং মৃত্যুকীগণের জন্য উপদেশ স্বরূপ করিয়াছিলাম ।

৬৮ । এবং (সমরণ কর) যখন মুসা তাহার কওমকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গাভী যবাহু করার আদেশ দিতেছেন,' তাহারা বলিয়াছিল, 'তুমি কি আমাদিগকে ঠাট্টার পাত্র পাইয়াছ ?' সে বলিল, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি যাহাতে আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই ।'

৬৯ । তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেন যে, উহা কিরূপ ।' সে বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন একটি গাভী, যাহা বৃদ্ধাও নহে এবং অল্প-বয়স্কাও নহে, বরং ঐ দুই-এর মাঝামাঝি পূর্ণ যৌবনা; সুতরাং তোমাদিগকে যাহা আদেশ দেওয়া হইতেছে তাহা পালন কর ।'

৭০ । তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেন যে, উহার রং কি ।' সে বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা একটি হলুদ বর্ণের গাভী, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যাহা দর্শক দিগকে আনন্দ দেয় ।'

صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٤﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا  
مَا آتَيْنَاكُمْ بَقْوَةً وَادَّكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٦﴾

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذِّبْنَ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي السَّبْتِ  
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِرِينَ ﴿٦٧﴾

وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَ  
مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٨﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا  
بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوءًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ  
مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٩﴾

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا مَنِ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ  
إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِصٌ وَلَا بَكْرَةٌ عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ  
فَاتَّعَلُوا مَا تَأْمُرُونَ ﴿٧٠﴾

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ  
إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعُ لَوْهَا كَسَرَ الظُّرِينَ ﴿٧١﴾

৭১। তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদেরকে অবহিত করেন যে, উহা কিরূপ; কারণ আমাদের নিকট সকল গাভী পরস্পর একই রকম মনে হইতেছে এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হইব।'

قَالُوا اِنَّا لَنَارِيكَ يٰسَيِّدِنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْهِمْ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧١﴾

৭২। সে বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গাভী, না উহাকে ভূকর্মণের জন্য হালে জোতা হইয়াছে, না উহাকে খোতে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে; উহা সূক্ষ্ম কায়, উহাতে কোন দাগ নাই।' তাহারা বলিল, 'তুমি এখন প্রকৃত বিষয় পেশ করিয়াছ।' তখন তাহারা উহাকে যবাহ করিল, যদিও

قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا اَلَا اِنَّنَا بِحَبْلِ جَنَّتٍ بِالْحَقِّ فَمَا كَانَ مَا كَادُوا يَقْعَلُونَ ﴿٧٢﴾

১০৮] তাহারা ইহা করিতে ইচ্ছুক ছিল না।

৭৩। এবং (সমরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন তোমরা এক বাজিকে হত্যা করিয়াছিলে, অতঃপর, তোমরা উহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিলে, অথচ যাহা তোমরা গোপন করিতেছিলে, আল্লাহ্ উহার উদ্ঘাটনকারী ছিলেন।

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرٰنُمْ فِيهَا وَاللهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪। অতঃপর, আমরা বলিলাম, 'এই ঘটনাকে (অপরাধের অনুরূপ) কতক ঘটনাবলীর সহিত মিনাইয়া দেশ (তাহা হইলে তোমরা প্রকৃত স্বরূপ বৃথিতে পারিবে),' এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদিগকে তিনি নিজ নির্দেশাবলী দেখান যেন তোমরা বিবেক-বুদ্ধি ষাটো।

فَقُلْنَا اَمْزُؤُهُ بِنِعْمَتِنَا كَذٰلِكَ يَجِي اللهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫। অতঃপর, তোমাদের হাদয় ইহার পর কঠিন হইয়া গেল—এমন কি উহা প্রস্তরের ন্যায় বরং তদপেক্ষাও কঠিনতর, অথচ প্রস্তরের মধ্যে নিশ্চয় কতক এমন আছে যেগুলি হইতে নহর সমূহ নির্গত হয়, এবং নিশ্চয় উহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যখন উহারা বিদীর্ণ হয় তখন উহাদের মধ্য হইতে পানি উৎসারিত হয়। এবং নিশ্চয় উহাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্র ভয়ে বিনত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ তোমরা যাহা কিছুই কর আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে গাফেল নহেন।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فِهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَخَرَّجُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَسْقٰنَ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তোমরা কি আশা কর যে, তাহারা তোমাদের কথায় বিশ্বাস আনয়ন করিবে? অথচ তাহাদের মধ্যে একদল এমন আছে, যাহারা আল্লাহ্র কালাম শুনে এবং উহা বৃথিবার পরও উহাকে বিকৃত করিয়া দেয়, অথচ তাহারা (উহার মন্দ পরিণাম সবিশেষ) অবগত আছে।

اَتَقْتَضُونَ اَنْ يُؤْمِنُوْا بِكُمْ وَاَقْدًا كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلِمَةَ اللهِ ثُمَّ يَحْرِفُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং যখন তাহারা সাক্ষাৎ করে তাহাদের সাথে যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি,' এবং যখন তাহারা পরস্পর নিভৃত্তে সাক্ষাৎ করে, তাহারা বলে, 'তোমরা কি তাহাদিগকে (যাহারা ঈমান আনিয়াছে) ঐ সকল কথা বলিয়া দাও যাহা আল্লাহ্ তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার ফলে তাহারা এই উল্লির সাহায্যে তোমাদের প্রভুর সমীপে তোমাদের সহিত তর্ক-বিতর্কে নিপুণ হয়। তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?'

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮। তাহারা কি জানে না যে, তাহারা যাহা কিছু গোপন করে এবং যাহা কিছু প্রকাশ করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবই জানেন ?

أَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُرْسِدُونَ وَمَا يُعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং তাহাদের মধ্যে কতক নিরক্ষর লোক আছে যাহারা মিথ্যা ধারণা ব্যতীত কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না এবং তাহারা কেবল অনুমান করে।

وَمِنْهُمْ أَصَابُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِينَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٩﴾

৮০। সূত্রের পরিতাপ তাহাদের জন্য যাহারা স্বহস্তে কিতাব লিখে, অতঃপর তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহ্র নিকট হইতে,' যাহাতে তাহারা ইহা দ্বারা স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিতে পারে; অতঃপর পরিতাপ তাহাদের জন্য উহার কারণে যাহা তাহাদের হাত লিখিয়াছে এবং পরিতাপ তাহাদের জন্য উহার কারণে যাহা তাহারা অর্জন করে।

قَوْلٍ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِالْيَمِينِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٍ لَّهُمْ قِيمَاتُ كِتَابٍ أَيدِيهِمْ وَقَوْلٍ لَهُمْ قِيمَاتُ كِتَابٍ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং তাহারা বলে, 'আগুন আমাদিগকে আদৌ স্পর্শ করিবে না কেবল কয়েকদিন বাতিরেকে।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট হইতে কোন অসীকার লইয়াছ ? তাহা হইলে আল্লাহ্ কখনও তাহার অসীকার ভঙ্গ করিবেন না, অথবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা এমন কথা বলিতেছ যাহা তোমার জ্ঞান না ?'

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتُحَدِّثُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفُوا عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

৮২। হাঁ, যে কেহ মন্দ কর্ম করে এবং তাহার পাপ তাহাকে পরিবেষ্টন করে — তাহারাই আগুনের অধিবাসী, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে।

بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে — তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪। এবং (সমরপ কর সেই সময়কে) যখন আমরা বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অসীকার নইয়াছিলাম, 'তোমরা আল্লাহ্ বাতীত অন্য কাহারো ইবাদত করিবে না, এবং সদয় ব্যবহার করিবে পিতা-মাতার সহিত এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত এবং এতীমদের সহিত এবং মিসকীনদের সহিত, এবং তোমরা লোকের সহিত সুন্দর ও উত্তমভাবে কথা বলিবে এবং নামায কায়ম করিবে এবং যাকাত দিবে,' কিন্তু তোমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক বাতিরেকে বাকি সকলেই পরামুখ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَرَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّلَامِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا لَئِيْلًا فَتَنَكَّمْتُمْ فَاعْرِضْونَ ۙ

৮৫। এবং (সেই সময়কে সমরপ কর) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অসীকার নইয়াছিলামঃ 'তোমরা একে অপরের রক্তপাত করিবে না এবং নিজ (জাতির লোক) দিগকে স্ব স্ব গৃহ হইতে বহিষ্কার করিবে না,' এবং তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে, এবং তোমরা ইহার সাক্ষ্য দিতেছিলে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهِدُونَ ۙ

৮৬। তথাপি তোমরাই সেই লোক যাহারা একে অপরকে হত্যা করিতেছ এবং নিজেদের মধ্যে হইতে এক দলকে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের শত্রুগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া পাপ ও যুলুমের মাধ্যমে তাহাদিগকে তাহাদের আবাসগৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতেছ। এবং যদি তাহারা বন্দী হইয়া তোমাদের নিকট আসে, তখন তোমরা তাহাদিগকে মুক্তিপণ দিয়া উদ্ধার করিয়া থাক অথচ তাহাদিগকে বহিষ্কার করাই তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হইয়াছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের এক অংশের উপর ঈমান রাখ এবং অপর অংশকে অস্বীকার কর ? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা প্ররূপ কার্য করে, পার্থিব জীবনে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা বাতীত আর কি শাস্তি হইতে পারে ? কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা কঠোরতর শাস্তির দিকে তাড়াইয়া নইয়া যাওয়া হইবে, এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ সেই বিষয়ে গাফেল নহেন।

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ قَرِيبًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بِاللَّحْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ فَتُذَوِّهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتُكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا جُزْءٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا تَعْمَلُونَ ۙ

৮৭। ইহারা ই এমন লোক যাহারা পরজীবনের বিনিময়ে ইহজীবনকে ভ্রম করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের উপর হইতে না শাস্তি নাঘব করা হইবে এবং না তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ ۙ



৮৮। এবং নিশ্চয় আমরা মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, এবং তাহার পর পরমাণুক্রমে তাহার অনুসরণে রসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকেও আমরা সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী দিয়াছিলাম এবং রুহুল কুদুস (পবিত্র আয়া) দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম; তবে কি ইহা সত্য নহে যে, যখনই তোমাদের নিকট কোন রসূল এমন শিক্ষা নইয়া আসিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপুত হয় নাই, তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ এবং তাহাদের কতককে তোমরা মিথ্যাবাদী বানিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ ?

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقِينَا مِنْ بَعْدِهِ بِالزُّمُرِ  
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ  
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ  
فَفَرِحْنَا كَذِبَتُمْ وَفَرِحْنَا بِنَقْتَلُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯। তাহারা বলিল, 'আমাদের হৃদয়গুলি পদায়া আরত আছে।' না, বরং তাহাদের অস্বীকারের কারণে আল্লাহ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহারা অল্প ঈমানই রাখ।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا  
مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٩﴾

৯০। এবং যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট এক কিতাব আসিল যাহা উহার তসদীক (সত্যায়ন) করে যাহা তাহাদের নিকট রহিয়াছে, এবং ইতিপূর্বে তাহারা কাফেরদের উপর বিজয় লাভের প্রার্থনা করিত; অতঃপর, যখন তাহাদের নিকটে উহা আসিল যাহা তাহারা (সত্য বানিয়া) চিনিল, তখন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং কাফেরদিগের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ  
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا  
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى  
الْكَافِرِينَ ﴿٩٠﴾

৯১। উহা বড়ই নিকৃষ্ট, যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজেদের আত্মকে বিক্রয় করিয়াছে — উহা এই যে, আল্লাহ যে কালান নাশেন করিয়াছেন, তাহারা বিদ্রোহ করিয়া উহাকে অস্বীকার করে এই জন্য যে, আল্লাহ তাহাদের বান্দাগণের মধা হইতে যাহাকে চাহেন তাহার প্রতি স্বীয় ফয়ল নাশেন করেন। সুতরাং তাহারা (আল্লাহর) ক্রোধের পর ক্রোধভাজন হইল, এবং কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আঘাব রহিয়াছে।

بِئْسَمَا اسْتَرَوَاهُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا آتَاهُ اللَّهُ  
بَيِّنَاتٍ أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ  
عِبَادِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْصِيَهُمْ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ  
مُهِينٌ ﴿٩١﴾

৯২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আল্লাহ নাশেন করিয়াছেন;' তখন তাহারা বলে, 'আমরা উহার উপর ঈমান আনি যাহা আমাদের উপর নাশেন করা হইয়াছে,' এবং তাহারা উহাকে অস্বীকার করে যাহা উহার পরে (নাশেন) হইয়াছে, অথচ ইহা পূর্ণ সত্য, তাহাদের নিকট যাহা আছে উহার ইহা তসদীক করে। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যই মুমেন হইতে তাহা হইল তোমরা উহার পূর্বে আল্লাহর পক্ষ হইতে সমাগত নবীগণকে কেন হত্যা করিত (তেষ্টারত থাকিত)?'

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا  
أُنزِلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ  
مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ  
مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٢﴾

১৩। এবং নিশ্চয় মুসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ আদিয়াছিল, তথাপি তাহার অনুপস্থিতিতে তোমরা গো-বৎসকে (মাবুদ রূপে) গ্রহণ করিয়াছিলে, বহুতঃ তোমরা ছিলে যালেম।

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ لِفُلِهِ  
مِن بَدْرَةٍ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٣﴾

১৪। এবং (সম্মুখ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অস্বীকার লইয়াছিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের উর্ধদেশে সমুচ্চ করিয়াছিলাম (এই বনিয়া) 'আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং প্রবণ কর; তাহারা বনিম, 'আমরা প্রবণ করিলাম এবং অমান্য করিলাম; এবং তাহাদের অস্বীকারের কারণে তাহাদের অন্তরসমূহ গো-বৎস প্রীতিতে পরিপ্লুত হইয়া গেল। তুমি বন, 'তোমাদের ঈমান তোমাদিগকে যাহার আদেশ দেয় উহা অতি নিকৃষ্ট, যদি তোমরা মুমেন হও।'

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا  
مَا آتَيْنَاكُمْ بَقْوَةً وَاسْعَوْا قَالُوا سِعْنًا وَعَصَيْنَا  
وَأَشْرَيْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الْوَجَلَ يُكْفِرِينَ قُلْ يَنْسَا  
يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِبْرَاهِيمُ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

১৫। তুমি বন, যদি আল্লাহর নিকট পরকানের আবাস অন্য লোককে বাদ দিয়া কেবল মাত্র তোমাদেরই জন্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমরা মুত্বা কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن  
دُونِ النَّاسِ فَسَبِّحُوا لَهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥﴾

১৬। কিন্তু, তাহাদের হস্তসমূহ অস্ত্রে যাহা কিছু প্রেরণ করিয়াছে উহার কারণে তাহারা কখনও ইহা (মুত্বা) কামনা করিবে না এবং যালেমদিগকে আল্লাহ উত্তমভাবে জানেন।

وَكُنْ يَسْتَوُونَ أَيْدِيًا إِنَّمَا كَفَّ مَتَّ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾

১৭। এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে সকল লোকের মধ্যে সর্বাধিক আয়ুলোভী পাইবে, এমন কি যাহারা শিরক করিয়াছে তাহাদের অপেক্ষাও। তাহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যেন তাহাকে হাজার বৎসরের আয়ু দান করা হয়, অথচ উহা (দৌখায়ু প্রাপ্তি) তাহাকে আঘাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ উহার সম্যকদ্রষ্টা।

وَلْيَعِدُّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ  
أَشْرَكُوا إِذْ يُؤَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ  
بِمُرْخِضِهِ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ يُعْتَرَهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ  
بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

১১  
[১০]  
১১

১৮। তুমি বন, যে ব্যক্তি এই জন্য জিবরাঈলের শত্রু হইয়াছে যে, সে তোমার হৃদয়ের উপর আল্লাহর আদেশে ইহা (কুরআন) নাশেন করিয়াছে, যাহা তাহার পূর্ববর্তী কানামের সত্যায়নকারী এবং মুমেনদের জন্য হেদায়াত (পথ নির্দেশ) ও সুসংবাদ স্বরূপ।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ عَدُوًّا لِقَلْبِكَ  
يَأْذَنُ اللَّهُ مَصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًا  
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾

১৯। যে কেহ আল্লাহর এবং তাহার ফিরিশ্বাগণের এবং তাহার রসুলগণের এবং জিবরাঈলের এবং মীকালগণের শত্রু, সেইক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ ও কাফেরদের শত্রু।'

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ  
وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

১০০। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী নাযেল করিয়াছি এবং দুষ্কৃতপরায়াগরা বাতিরেকে কেহ ও ঐলিকে অস্বীকার করে না।

১০১। কী! যখনই তাহারা কোন অস্বীকারে অস্বীকারাবদ্ধ হয়, তখনই তাহাদের একদল উহা দূরে নিক্ষেপ করে; বরং তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

১০২। এবং যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট এমন এক রসূল আসিল, যে তাহাদের নিকট যাহা আছে উহার সত্যায়নকারী, তখন যাহাদিগকে কি-তাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একদল আল্লাহর কি-তাবকে নিজেদের পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা (ইহা) আদৌ জানে না।

১০৩। এবং তাহারা (ইহদীগণ) উহার অনুসরণ করিল যাহা সুলায়মানের রাজত্ব কালে বিদ্রোহীরা অবলম্বন করিয়াছিল। বস্তুতঃ সুলায়মান অস্বীকার করে নাই বরং বিদ্রোহীরাই অস্বীকার করিয়াছিল। তাহারা নোকদিগকে প্রতারণামূলক যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিত, এবং (দাবী করিত যে তাহারা অনুসরণ করিতেছে) উহাকে (কুটকৌশল) যাহা বাবিল শহরে হারাত এবং মারাত

ফিরিশ্‌তায়ের উপর নাযেল করা হইয়াছিল, অথচ তাহারা উভয়ই কোন ব্যক্তিকে কিছুই শিক্ষা দিত না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা বলিত, 'আমরাতো কেবল (আল্লাহর পক্ষ হইতে) পরীক্ষা স্বরূপ; অতএব, তুমি কুফরী করিও না।' তদনুযায়ী নোকেরা তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে এমন কিছু শিক্ষা লাভ করিত যদ্বারা তাহারা পুরুষ এবং তাহার স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া দিত, এবং আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তাহারা উহার দ্বারা কাহারও ক্ষতিসাধন করিত না, পক্ষান্তরে ইহারা (হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীরা) এমন শিক্ষা লাভ করিতেছে যাহা লোকের ক্ষতি সাধন করে এবং তাহাদের কোন উপকার করে না; এবং তাহারা নিশ্চয় জানিয়া নইয়াছে যে, যে কেহ উহা অবলম্বন করিবে তাহার জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না; এবং উহা অতি জঘন্য যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে; হায়! যদি তাহারা জানিত।

১০৪। এবং যদি তাহারা ঈমান আনিত এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত, তাহা হইলে আল্লাহর নিকট হইতে নির্ধারিত প্রতিদানই উৎকৃষ্টতর হইত; হায়! তাহারা যদি জানিত।

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ آيَاتِنَا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا  
الْفٰسِقُونَ ﴿١٠٠﴾

أَوْ كَلَّمَا عَهْدًا وَعَهْدًا تَبَدَّلَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَل  
الْكَرْهُمَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا  
مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ  
اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ  
وَمَا يَكْفُرُ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّاطِطِينَ كَفَرُوا يُعْلَمُونَ  
النَّاسِ السَّخِرَةَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ إِلَّا  
هَارُونَ وَمَارُونَ وَمَا يُعْلِمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ

يَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ سَمَاءٍ  
مَّا يُفْقَرُونَ بِهِ يُبَيِّنُ الْغُرُوبَ وَرُوحَهُ وَأَمْرُهُمْ  
بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ  
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي  
الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ثُمَّ لَا يَمَسُّهُمُ مَا سَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ  
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
كَبِيرًا ﴿١٠٤﴾ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াহ্ ! 'তোমরা (নবীকে) 'রায়েনা' বলিও না, বরং 'উনযুরনা' বলিও এবং (তাহার কথা) শুনিও। বস্তুতঃ কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আয়াব রহিয়াছে।

১০৬। আহলে কিতাবের (কিতাবধারীদের) মধ্য হইতে এবং মুশরেকদের (অংশীবাদীদের) মধ্য হইতে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা চাহে না যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ নাযেন করা হউক, অথচ আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ রহমতের জন্য মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহা ফয়লের অধিকারী।

১০৭। আমরা যেকোন আয়াতকে রহিত করি অথবা ভুলাইয়া দিই, আমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর অথবা উহার সমতুল্য আয়াত আনয়ন করি, তুমি কি অবগত নহ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ?

১০৮। তুমি কি অবগত নহ যে, নিশ্চয় আকাশ সমূহর ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌রই ? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্য না কোন বন্ধু আছে এবং না কোন সাহায্যকারী আছে।

১০৯। তোমরা কি তোমাদের রসুলকে সেই ভাবে প্রন্ন করিতে চাহ যেভাবে ইতিপূর্বে মুসাকে প্রন্ন করা হইয়াছিল ? এবং যে কেহ ঈমানকে অস্বীকারের সহিত বদন করিয়া নয়, নিঃসন্দেহে সে সোজা পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

১১০। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে অনেক লোক, যাহাদের উপর সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর, তাহাদের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষের কারণে, এই আকাশা করে যেন তোমাদের ঈমান আনার পর তাহারা তোমাদিগকে পুনরায় কাফের বানাইয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু স্বতন্ত্র পথ্য না আল্লাহ্ তাহার আদেশ নাযেন করেন তোমরা তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১১১। এবং তোমরা নামায কয়েম কর এবং যাকাত দাও এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য যে কোন উত্তম কাজ অপ্রেরণ করিবে, উহা তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট পাইবে, তোমরা যাহা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ উহার সর্বপ্রদী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا  
وَاسْمَعُوا وَلِكُلِّفَيْنَا عَذَابَ الْآلِيمِ ﴿١٠٥﴾

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الشِّرْكَانِ  
أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ  
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٦﴾

مَا تَسْتَسْخِعُونَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيئَةٍ نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ  
مِنْهَا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٧﴾

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ  
مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٨﴾

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلُوا مُوسَىٰ مِنْ  
قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ  
السَّبِيلِ ﴿١٠٩﴾

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ  
إِيمَانِكُمْ كُفْرًا ۚ حَسَدًا ۚ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ  
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْتَرِفُوا بِمَا صَعَلْتُمْ  
حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١١٠﴾

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا نَفَعْنَا بِكُمْ  
مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ﴿١١١﴾

১১২ । এবং তাহারা বলে, 'যাহারা ইহদী অথবা খৃষ্টান তাহারা বাড়িরেকে অন্য কেহ জানতে আদৌ প্রবেশ করিবে না। ইহা তাহাদের রুখা আকাংখা মাত্র। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।'

১১৩ । না, বরং যে কেহ আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সংকর্মণীল হয় সেইক্ষেত্রে তাহার জন্য তাহার প্রভুর নিকট প্রতিদান রহিয়াছে এবং না তাহাদের উপর কোন [১] ভয় আসিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

১৩  
১৩

১১৪ । ইহদীগণ বলে, 'খৃষ্টানগণ কোন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে' এবং খৃষ্টানগণ বলে, 'ইহদীগণ কোন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে,' অতচ তাহারা একই কিতাব পাঠ করে। যাহারা কোন জান রাখে না তাহারাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিত। সূতরাং কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়া আসিতেছে।

১১৫ । এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর মানেন আর কে যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাহার নাম নইতে বাধা দেয়, এবং সেইগুলির ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়? তাহাদের জন্য আদৌ সংগত ছিল না যে (আল্লাহ্‌র) ভয়ে ভীত না হইয়া তাহারা ঐগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাদের জন্য পৃথিবীতেও নাস্তানা আছে এবং তাহাদের জন্য পরকালেও মহা আযাব নির্ধারিত আছে।

১১৬ । এবং পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই জন্য, অতএব তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও সেই দিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজানী।

১১৭ । এবং তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি পবিত্র। (গুধু তাহাই) নহে, বরং আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার জন্য। সকলই তাঁহার অন্তর্গত।

১১৮ । তিনি আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর আদি-স্রষ্টা, এবং যখন তিনি কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন তখন তিনি উহাকে গুধু বলেন, 'হও'; অতঃপর উহা হইয়া যায়।

وَقَالُوا لَنْ نَبْدُخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ  
نَصْرَىٰ بِكَ أَمَا بُرِّهْمُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٢﴾

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ  
عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٣﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ  
النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكَيْفَ  
كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالَ اللَّهُ  
يُحْكِمُ يَنْهَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٤﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ صَيْحِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا  
اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ  
يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُ لَهْمُ فِي النَّيَاخِزِيِّ وَلَهُمْ  
فِي الْأُخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٥﴾

وَلِلَّهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهٌ  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَالِيمٌ ﴿١١٦﴾

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ  
وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَيْتُونَ ﴿١١٧﴾

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا  
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٨﴾

১১৯। এবং যাহারা কোন জ্ঞান রাখে না, তাহারা বলে, 'কেন আল্লাহ্ আমাদের সহিত (সরাসরি) কথা বলেন না, অথবা আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে না?' এইরূপেই তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিয়াছিল। তাহাদের হৃদয়গুলি পরস্পর একইরূপ হইয়া গিয়াছে, নিশ্চয় আমরা সর্ব প্রকার নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি ঐ জাতির জন্য যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا  
آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ  
تَنَزَّلَتْ فَلَوْ لَهُمْ فَدَيَاتُ آيَاتِ الْغُورِ يُؤْفُونَ ﴿١١٩﴾

১২০। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুস্বাদাদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং তুমি দোষখের অধিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْئَلُ عَنْ  
أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١٢٠﴾

১২১। এবং ইহদীগণ কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না এবং খুষ্টানগণও না, যতরূপ পর্যন্ত না তুমি তাহাদের ধর্মের অনুসরণ করিবে। তুমি বন, নিশ্চয় আল্লাহ্ হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত। এবং তোমার নিকটে যে জ্ঞান আসিয়াছে উহার পরও যদি তুমি তাহাদের কুপ্রবৃত্তি সমূহের অনুসরণ কর তাহা হইলে আল্লাহ্ পরক হইতে তোমার জন্য না কোন বন্ধ হইবে এবং না কোন সাহায্যকারী।

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ  
مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَا كُفْرَ  
اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَصِيٍّ ﴿١٢١﴾

১২২। যাহাদিগকে আমরা কিতাব (আল্ কুরআন) দান করিয়াছি, তাহারা যথাযথ ভাবে উহা আরাধিত ও অনুসরণ

১৪ করে, তাহারা ইহার উপর প্রকৃত স্টিমান রাখে। এবং যাহারা  
[২] ইহাকে অস্বীকার করে তাহারা ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

১৪

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَتَّىٰ تَلَوتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ  
يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নেয়ামতকে সম্মরণ কর যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং আমি (তৎকালীন) সকল বিশ্ববাসীর উপর তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ দান করিয়াছিলাম।

يُنَبِّئُكَ إِسْرَائِيلُ أَنْزَلْنَا بِنِعْمَتِي الرِّسَالَاتِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ  
وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। এবং সেই দিনকে ভয় কর যখন কোন আশ্বার বিমিমেয়ে অন্য কোন আশ্বা কাজে আসিবে না, এবং তাহার নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ কবন করা হইবে না এবং কোন শাক্ষায়াত তাহার কোন উপকার সাধন করিবে না এবং তাহাদের কোন সাহায্যও করা হইবে না।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ۗ  
لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ۗ وَلَا هُمْ  
يُنصَرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। এবং (সম্মরণ কর) যখন ইব্রাহীমকে তাহার প্রভু কতিপয় আদেশবাণী দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সে প্রকৃতি পূর্ণ করিয়াছিল; তিনি বলিলেন, 'আমি নিশ্চয় তোমাকে মানব জাতির জন্য ইমাম নিযুক্ত করিতে চনিয়াছি' সে বলিল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হইতেও ?' তিনি বলিলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি যালেমদের উপর বর্তিবে না।'

১২৬। এবং (সম্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন আমরা এই গৃহকে (কা'বাকে) মানবজাতির জন্য পুনঃপুনঃ মিলন কেন্দ্র এবং নিরাপদ স্থান করিয়াছিলাম এবং (বলিয়াছিলাম) 'তোমরা মুকামে ইব্রাহীমকে (ইব্রাহীমের দাঁড়াইবার স্থানকে) নামাযের স্থান রূপে গ্রহণ কর' এবং আমরা ইব্রাহীম এবং ইসমাঈলকে তাকীদ করিয়াছিলাম, 'তোমরা উভয়েই আমার গৃহকে তাওয়াফকারী (প্রদক্ষিণকারী) এবং এ'তেকাফকারী এবং রুকুকারী এবং সিজদাকারীগণের জন্য পবিত্র রাখিও।'

১২৭। এবং (সম্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু ! ইহাকে এক নিরাপদ শহর করিও এবং ইহার বাসিন্দাগণের মধ্যে যাহারা আল্লাহর এবং পরকালের উপর ঈমান রাখিবে তাহাদিগকে ফল-ফলাদির রিয়ক দান করিও।' তিনি বলিলেন, 'এবং যে অস্বীকার করিবে তাহাকেও আমি কিছুকাল উপভোগ করিতে দিব, অতঃপর আমি তাহাকে আগুনের আঘাবের দিকে মাইতে বাধ্য করিব এবং ইহা কত মন্দ গন্তব্য-স্থান !'

১২৮। এবং (সম্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল এই গৃহের ভিত্তি উঠাইতেছিল (এবং দোয়া করিতেছিল) 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদের নিকট হইতে (এই সেবা) গ্রহণ কর; নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী;

১২৯। হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার জন্য আত্মসমর্পণকারী কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হইতেও তোমার এক আত্মসমর্পণকারী উদ্ভূত সৃষ্টি কর, এবং তুমি আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি প্রদর্শন কর; এবং আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর, কারণ তুমিই পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

وَاذْ بَنَّا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ نَمَتَّكَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

وَاذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَابْنُ آدَمَ ۖ وَابْنُ آدَمَ ۖ وَمِنْ قَعَارِ إِبْرَاهِيمَ مُضَلًّا ۖ وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا لِّبَنِي الْإِسْلَامِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَالرَّابِعَ الشُّجُورِ ۝

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ فَلْيُوَفِّهِمْ وَأَلِيمٌ ۖ وَالْآخِرُ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لِّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ ۝

আলিফ-লাম-মীম-১

১৩০। যে আমাদের প্রভু! তুমি তাহাদের মশা হইতে তাহাদের জন্য এক রসূল আবির্ভূত কর, যে তাহাদের নিকট তোমার আশ্রয়সমূহ আর্হতি করিবে এবং তাহাদিগকে পূর্ণ কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পরিগুঢ় করিবে; নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রভাময় ।'

১৫  
[৮]  
১৫

رَبَّنَا وَإِنَّا فِيهِمْ لَشَاوِرُونَ عَلَيْهِمْ  
الْبُرْهَانُ وَيَوْمَئِذٍ تُنزلُ لَهُمْ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ  
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٣٠﴾

১৩১। যে নিজেকে নির্বোধ করিয়াছে সে বাতিরেকে আর কে ইব্রাহীমের ধর্ম হইতে বিমুখ হইবে? এবং নিশ্চয় আমরা তাহাকে ইহজগতে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং পরজগতে সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ قَوْلِ إِبرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَعْبَادٌ لَهُمْ إِنِّي إِذْ نَادَيْتُ رَبِّيَ لَمَكُنَّ مِنَ الْعَادِينَ ﴿١٣١﴾

১৩২। এবং যখন তাহার প্রভু তাহাকে বলিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর,' সে বলিল, 'আমি (পূর্বেই) সকল জগতের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি।'

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْمِعْ قَالَ اسْمِعْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং এই বিষয়ে ইব্রাহীম নিজ সন্তানদিগকে পূর্ণ তাকীদ করিল এবং ইয়াকুবও, (এই বলিয়া), 'হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করিয়াছেন, সুতরাং পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় থাকি বাতিরেকে আদৌ মৃত্যু বরণ করিবে না।'

وَوَضِيَ بِهَا إِبرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يُبَيِّنُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের উপর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল, যখন সে তাহার সন্তানগণকে বলিয়াছিল, 'আমার পরে তোমরা কাহার উপাসনা করিবে?' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা উপাসনা করিব তোমার উপাসনার, তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসমাসীলের এবং ইসহাকের উপাসনার, এক-অধিতীয় উপাসনার, এবং আমরা তাহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

أَمْ لَنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاكَ إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। ইহা সেই উম্মত, যাহারা মৃত্যু বরণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য উহা, যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছে এবং তোমাদের জন্য উহা, যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ, এবং তোমরা উহার জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে না যাহা তাহারা করিত।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكْمًا مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। এবং তাহারা ইহাও বলে, 'তোমরা ইহদী অথবা খৃষ্টান হও, তাহা হইলে তোমরা হেদয়াত পাইবে' তুমি বল, 'নহে, বরং তোমরা ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসরণ কর যে সতানিষ্ঠ হইয়া আল্লাহর প্রতি যুক্তিয়া থাকিত, এবং সে মশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبرَاهِيمَ حَنِيفًا وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٦﴾



১৩৭। তোমরা বল, 'আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর উপর এবং যাহা আমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহীম এবং ইসমাইল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহারা) বংশধরগণের উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং যাহা কিছু মুসা এবং ঈসাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহা কিছু অন্য সকল নবীগণকে তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল উহার উপরও (ঈমান রাখি)। আমরা তাহাদের কাহারও মধ্যে প্রভেদ করি না, এবং আমরা তাঁহারই নিকট আশ্বসমর্পণকারী।

বলিঃ ১৩৭

১৩৮। অতএব, যদি তাহারা সেইভাবে ঈমান আনে যেভাবে তোমরা ইহার উপর ঈমান আনিয়াছ, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে, কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তাহারা শুধু বিরুদ্ধাচরণে (বন্ধপরিকর); অতএব, তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তোমার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট; এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞানী।

১৩৯। (বল তাহাদিগকে) 'আল্লাহর ধর্মকে আমরা গ্রহণ করিয়াছি এবং ধর্ম (শিক্ষা দেওয়ার) বিষয়ে আল্লাহ্ হইতে উৎকৃষ্টতর কে হইতে পারে? এবং আমরা তাঁহারই ইবাদতকারী।'

১৪০। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বিতর্ক করিতেছ, অথচ তিনি আমাদেরও প্রভু তোমাদেরও প্রভু? আমাদের জন্য আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম এবং আমরা বিশ্বাস্তে তাঁহারই অনুরাগী।'

১৪১। তোমরা কি বলিতেছ যে, ইব্রাহীম এবং ইসমাইল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহাদের) বংশধরগণ ইহদী অথবা খৃষ্টান ছিল? তুমি বল, 'তোমরা কি বেশী জান অথবা আল্লাহ্? এবং ঐ ব্যক্তি আপেক্ষা অধিকতর যানেম কে যে ঐ সাক্ষ্যকে গোপন করে যাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার নিকট রহিয়াছে? এবং তোমরা যাহা আমল কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ গাফেল নহেন।'

১৪২। ইহা সেই জাতি, যাহারা যত্ন বরণ করিয়াছে; তাহাদের জন্য উহা, যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছে, এবং তোমাদের জন্য উহা, যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ, এবং তোমরা

১৬

[১২] উহার জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে না যাহা তাহারা করিত।

قُولُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ  
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ  
وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ  
لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٧﴾

وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ  
كَفَرُوا وَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ  
الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٨﴾

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ  
لَهُ عِبْدُونَ ﴿١٣٩﴾

قُلْ إِنَّمَا جُؤِنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ وَرَثَتُنَا وَرَبُّكُمْ وَكُنَّا  
أَعْمَالُكُمْ وَإِنَّمَا أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مَخْلُوعُونَ ﴿١٤٠﴾

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ  
يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَجْرًا قُلْ  
إِنَّمَا أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ  
شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَكَرَّمَا  
كَسَبْتُمْ وَلَا تَمْسَلُونَهَا كَانُوا يَمْعَلُونَ ﴿١٤٢﴾

১৭

২য় পায়

১৪৩। লোকদের মধ্য হইতে নির্বোধেরা অবশ্যই বলিবে, 'তাহাদিগকে তাহাদের কিব্বলা হইতে, যাহার উপর তাহারা (ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিল, কিসে ফিরাইয়া দিল?' তুমি বল, 'পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ  
قِبَلِهِمُ الْمَسْجِدَ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ  
وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

১৪৪। এবং এইভাবেই আমরা তোমাদিগকে এক উত্তম জ্ঞাতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি যেন তোমরা সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপর তদ্বাবধায়ক হও এবং এই রসূল তোমাদের উপর তদ্বাবধায়ক হয়। এবং ঐ কিব্বলাকে যাহার উপর তুমি (ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিলে, আমরা শুধু এইজন্য নির্ধারিত করিয়াছিলাম যেন এই রসূলের যে অনুসরণ করে তাহাকে ঐ সকল লোক হইতে (স্বতন্ত্র রূপে) জানিয়া নই যাহারা নিজেদের গোড়ালিতে ( উষ্টাদিকে ) ফিরিয়া যায়। এবং যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দিয়াছেন তাহারা বাতিরেকে অন্যদের জন্য ইহা অবশ্যই কঠিন। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করিয়া দিবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ মানবমণ্ডলীর প্রতি অতি মমতাময়, পরম দয়াময়।

وَلَذَلِكَ جَعَلْنَا آيَةً وَسَطًا لِّلَّذِينَ شَاءُوا عَلَى  
النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا  
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ  
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا  
عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ أِيمَانَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

১৪৫। অবশ্য আমরা তোমাকে পুনঃ পুনঃ আকাশ পানে মুখ তুলিয়া চাহিতে দেখিতেছি, অতএব আমরা নিশ্চয় তোমাকে সেই কিব্বলার দিকে ফিরাইয়া দিব যাহা তুমি পসন্দ কর। সুতরাং (এখন) তুমি মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও এবং (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও যেখানেই থাক না কেন, উহার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। এবং নিশ্চয় যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা ইহা নিশ্চিত ভাবে জানে যে, ইহা তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে প্রেরিত সত্য; এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ গাফেল নহেন।

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ  
قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِن  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ  
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

১৪৬। এবং যাহাদিগকে (তোমার পূর্বে) কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তুমি যদি তাহাদের নিকট সকল নিদর্শন পেশ করিয়া দাও তথাপি তাহারা তোমার কিব্বলার অনুসরণ করিবে না, এবং তুমিও তাহাদের কিব্বলার অনুসরণ করিতে পার না, এবং তাহাদেরও কেহ অন্যদের কিব্বলার অনুসরণ করিবে না। এবং যদি তুমি তোমার নিকট জান আসার পরও তাহাদের প্ররক্তির অনুসরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِحُجَّتِ اللَّهِ مَا يَتَّبِعُونَ  
قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ  
قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَكَ مِنَ الْوَحْيِ إِنَّكَ إِذَا لَسْتَ الظَّالِمِينَ ۝

১৪৭। ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, ইহাকে সেইভাবেই চিনে যেভাবে তাহারা নিজেদের পুত্রদেরকে চিনিয়া থাকে; এবং তাহাদের মধ্য কিছু সংখ্যক লোক নিশ্চয় সত্যকে জানিয়া বুঝিয়া গোপন করিতেছে।

১৭  
[৬]  
১

১৪৮। এই সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত; সূতরাং তুমি কিছুতেই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১৪৯। এবং প্রত্যেকের জন্যই কোন না কোন লক্ষ্যস্থল রহিয়াছে যাহার প্রতি সে (সমস্ত) মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে; সূতরাং (তোমাদের লক্ষ্যস্থল এই যে) তোমরা পূণ্য অর্জনে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আনিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

১৫০। এবং তুমি যেখান হইতে বাহির হও না কেন তোমার মুখ মসজিদদন হারামের (পবিত্র মসজিদ — কা'বার) দিকে ফিরাও কারণ নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য। এবং তোমরা যাহা কিছু কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ আদৌ অসতর্ক নহেন।

১৫১। এবং তুমি যেখান হইতেই বাহির হও না কেন তোমার মুখ মসজিদদন হারামের দিকে ফিরাও, এবং (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও যেখানেই থাক না কেন তোমাদের মুখ উহার দিকে ফিরাও যেন (বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য হইতে) ঐ সকল লোক বাতীত যাহারা মূলম করিয়াছে অন্য লোকদের পক্ষ হইতে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি খাড়া না হয়; সূতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর, এবং যেন আমি আমার নেয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করি এবং যেন তোমরা হেদায়াত পাও।

১৫২। যেভাবে আমরা তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট এক রসূল পাঠাইয়াছি, যে তোমাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনা এবং তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিক্মত, শিক্ষা দেয়, এবং তোমরা পূর্বে যাহা জানিতে না, তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়।

১৫৩। সূতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, এবং অকৃতজ্ঞ হইও না আমার প্রতি।

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ  
وَأَن فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٧﴾

بِ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٨﴾

وَرَبُّكَ وَجْهَةٌ هُوَ مَوْلَاهَا فَأَسْتَفِهَا الْخَيْرَاتُ أَيْنَ  
مَا تَكُونُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٩﴾

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ  
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  
إِنَّمَا يُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا  
مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَ رَغِبِي  
عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥١﴾

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا  
وَيُزِيلُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ  
فَمَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥٢﴾

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاسْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٣﴾

১৭  
[৫]  
২

১৫৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাহাদের সম্বন্ধে বলিও না যে তাহারা মৃত; বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না।

وَلَا تَقُولُوا لِمَن قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে উয়-উীতি ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, প্রাপসমূহ এবং ফল-ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করিব; এবং তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও

وَلَنَبِّئَنكُمْ بِمَا فِي الصُّدُورِ وَالْمَرْجُوعِ وَالْمَقْصُوفِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشُّمُورِ وَلَنَبِّئَنكُمْ بِمَا لَمْ يَحْضُرُوا ﴿١٥٦﴾

১৫৭। যাহারা, তাহাদের উপর বিপদ আসিলে বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই, এবং নিশ্চয় আমরা তাহারা হই দিকে প্রত্যাভর্তনকারী।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮। ইহারা হই ঐ সকল লোক যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আশীষ এবং রহমতসমূহ বর্ষিত হয়, এবং ইহারা হই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَسُوْرٌ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯। নিশ্চয় সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম; সুতরাং যে কেহ এই গৃহের হজ্জ করে অথবা উমরাহ্ করে, অতঃপর সে যদি ঐ দুইটির তাওয়াক্ফ (প্রদক্ষিণ) করে তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না, এবং যে কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নেক কাজ করে, তাহা হইলে (সে জানিয়া রাখুক) আল্লাহ্ নিশ্চয় ঐগণপ্রাধী, সর্বজনীন।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٩﴾

১৬০। নিশ্চয় সূক্ষ্ম নিদর্শনাবলী ও হেদায়াত হইতে আমরা যাহা কিছু নাযেল করিয়াছি, উহাকে এই কিতাবে মানব জাতির জন্য স্পষ্টভাবে আমাদের বর্ণনা করিয়া দেওয়ার পরও যাহারা উহা গোপন করে, তাহারা হই ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْجَاهِلُونَ ﴿١٦٠﴾

১৬১। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং মিঞাদের সংশোধন করে এবং (সত্যকে) প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করে — এই সকল লোকের প্রতিই আমি সদয় দৃষ্টিপাত করিব, এবং আমি পুনঃপুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦١﴾

১৬২। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং অস্বীকারকারী অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহারা এই এমন লোক যাহাদের উপর নিশ্চয় আল্লাহর এবং ফিরিশ্তাগণের এবং সমগ্র মানবজাতির অভিধাপ;

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬৩। তাহারা উহার মধ্যে অবস্থান করিবে, তাহাদের উপর হইতে আযাব লাঘব করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।

خُلِدِينَ فِيهَا ۗ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٣﴾

১৬৪। বস্তুতঃ তোমাদের মা'বুদ একমাত্র মা'বুদ, তিনি বাতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦٤﴾

১২  
১১  
৩

১৬৫। নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজন, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন এবং নৌযানসমূহ, যাহা সমুদ্রে এমন দ্রব্যাদি নইয়া বিচরণ করে যাহা মানবমণ্ডলীর উপকার সাধন করে, সেই বারিধারা, যাহা আল্লাহ আকাশ হইতে বর্ষণ করেন, যাহারা তিনি পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন, ও উহাতে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তার ঘটান, বায়ু প্রবাহের পরিবর্তন এবং আকাশ ও পৃথিবীর সেবায় নিয়োজিত মেঘমালায় — অবশ্যই সেই জাতির জন্য নিদর্শনাবলী আছে যাহারা বিচার-বৃদ্ধি ঋণায়।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمَلَائِكَةِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبِحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْرَجَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৬। এবং মানুষের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে তাহার সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে, তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহকে ডানবাসার নাম ডানবাসে, কিংবা যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা আল্লাহর প্রতি ডানবাসায় দৃঢ়তম; এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা যদি। আযাব এখনই প্রত্যক্ষ করিত যেমন তাহারা আযাব (পরে) প্রত্যক্ষ করিবে, (তাহা হইলে তাহারা বৃথিত) যে সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُجِبُونَ لَهُمْ عِبَادَةَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ لَا أَنَّهُمْ لَبُؤٌ لَّهُ جَمِيعًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٦﴾

১৬৭। (হায় ! তাহারা যদি সেই সময়কে দেখিতে পাইত) যখন অনুসৃতগণ অনুসারীগণের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করিবে এবং তাহাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে।

إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَأَوَّلُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٧﴾

১৬৮। এবং যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা বলিবে, 'যদি আমরা একবার ফিরিয়া যাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমরাও তাহাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া পড়িতাম; যেভাবে তাহারা (আজ) আমাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।' এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কর্মসমূহ তাহাদের সমক্ষে মনস্তাপ রূপে দেখাইবেন, এবং তাহারা আগুন হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

২০  
[৪]  
৪

১৬৯। হে মানব মগুনী! পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে উহা হইতে হালান এবং পবিত্র বস্তু খাও, এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৭০। সে তোমাদিগকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল কার্যের আদেশ দেয়, আরও যে, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা রচনা করিয়া বন, যাহা তোমরা জান না।

১৭১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন, তোমরা উহার অনুসরণ কর,' তখন তাহারা বলে, 'না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাহার উপর পাইয়াছি, উহারই অনুসরণ করিব। কী! যদিও তাহাদের পিতৃপুরুষগণ বৃদ্ধিহীন ছিল এবং সঠিকপথে চলিত না, তথাপিও ?

১৭২। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যে এমন কিছুকে ডাক যাহা কেবল ধনি এবং চীৎকার বাতীত আর কিছুই শুনে না; তাহারা বখির, মুক, অন্ধ; সূতরাং তাহারা বিবেক-বৃদ্ধি খাটায় না।

১৭৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি; এবং আল্লাহ্ শোকরগুযারী কর, যদি তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাক।

১৭৪। তিনি তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন (যাডাবিক) মৃত জীব-জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্ বাতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি (প্রয়োজনে) বাধ্য হইয়াছে অথচ সে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী নহে, তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমামূল, পরম দয়াময়।

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا لَنَأْكُلُوهَا فَتَتَّبَعُوا مِنهِنَّ  
كَمَا تَبَعُوا وَمَا لَكُنَّا لَهُم بِشَايٍ  
عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا حَلَالًا وَلَا  
تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِن تَقُولُوا عَلَى  
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ  
نُتَّبِعُ مَا لَفَيْنَا عَلَيْهِ آبَائِنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ  
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْوِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ  
إِلَّا دُعَاءٌ وَنِدَاءٌ صَمُّهُ بِنُكْمٍ عَنِّي فَهُمْ لَا  
يَعْقِلُونَ ۝

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّهَا مِن طَيِّبَاتِ مَا سَرَفْتُمْ  
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخِمْ الْخِنْزِيرِ  
وَمَا أَهْلَ بِهِ يَغْيِرُ اللَّهُ فَمَن اضْطُرَّ عَلَيْهِ بَالِغٌ وَ  
لَا عَادَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৭৫ । নিশয় আল্লাহ্ কিভাবে হইতে যাহা নামেয় করিয়াছেন, উহাকে যাহারা গোপন করে, এবং ইহার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, ইহারাই নিজেদের উদরে শুধু অগ্নিই উচ্চারণ করে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। বস্তুতঃ তাহাদের জন্য যন্ত্রপাদায়ক আযাব রহিয়াছে ।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْتَرُونَ بِهِ نَسًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكْرِمَهُمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

১৭৬ । ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতাকে এবং ক্রমার বিনিময়ে আযাবকে ক্রয় করিয়াছে, দেখ! অগ্নির উপর তাহারা কতই না ধৈর্যশীল ।

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْغَفْوَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿٥٨﴾

১৭৭ । ইহা এইজন্য হইবে যে, আল্লাহ্ সত্যসহ এই কিতাব নামেয় করিয়াছেন, এবং যাহারা এই কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছে নিশয় তাহারা ঘোর শত্রুতায় (নিঃ) আছ ।

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَينِهِمْ ﴿٥٩﴾

১৭৮ । ইহা পূণ্যকর্ম নাহে যে, তোমরা পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে নিজেদের মুখ ফিরাও, বরং প্রকৃত পূণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ এবং পরকাল এবং ফিরিশতাগণ এবং কিতাব সম্বন্ধে এবং নবীগণের উপর ঈমান আনে, এবং সে তাহারই প্রেমে আত্মীয়স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীগণের এবং বন্দী মুক্তির জন্য ধন-সম্পদ খরচ করে, এবং তাহারা নামায কায়ম করে এবং যাকাত দেয় এবং নিজেদের অসীকারকে পূর্ণ করে যখন তাহারা কোন অসীকার করে, এবং দারিদ্রে এবং কষ্টে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল থাকে, ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা নিজদিগকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং ইহারাই প্রকৃত মুতাকী ।

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالسَّلْوَٰةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَهْتَدُونَ لَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّيْرِينَ فِي بَأْسٍ سَارٍ وَالضَّرَّاءَ وَجِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٦٠﴾

১৭৯ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিহত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তোমাদের উপর 'কিসাস' (সমান সমান প্রতিশোধ) গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ হইল; স্বাধীন পুরুষদের পরিবর্তে স্বাধীন পুরুষ, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী, কিন্তু যাহার জন্য তাহার (নিহত) ভ্রাতার পক্ষ হইতে (রক্ত-পণের) কিয়দংশ ক্রমা করিয়া দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে (রক্ত-পণের বাকী অংশ উসূল করিবার জন্য) ন্যায়-সংগত নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে, এবং (হত্যাকারীর পক্ষ হইতে) তাহাকে (নিহত ব্যক্তির পক্ষকে) ন্যায্যভাবে (রক্ত-পণের বাকী অংশ) আদায় করিতে হইবে; ইহা হইতেছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে (দণ্ডভার) লাঘব-বাবস্থা এবং রহমত, কিন্তু ইহার পর যে ব্যক্তি সীমানাঘন করিবে তাহার জন্য যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে ।

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كِتَابَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَلْحَزُوا لِحَرْبِ الْعَبْدِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاؤُهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

১৮০। হে বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য 'কিসাস' গ্রহণের বিধানের মধ্যে জীবন-বাবস্থা রহিয়াছে যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিতে পার।

১৮১। তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইল যে, যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় এবং সে যদি প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছাড়িয়া যায় তাহা হইলে সে পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে কান্দ করিবার ওসীয়াত করিয়া যাইবে, যাহা মৃত্যুকালগণের উপর অবশ্য কর্তব্য।

১৮২। কিন্তু যে ব্যক্তি উহা (ওসীয়াত) শ্রবণ করিবার পর উহাকে পরিবর্তন করিবে, তাহা হইলে উহার অপরাধ তাহাদের উপরই বর্তিবে, যাহারা উহা পরিবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বপ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

১৮৩। কিন্তু যে ব্যক্তি মূসীর (ওসীয়াতকারীর) পক্ষ হইতে পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশংকা করে এবং সে যদি তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৮৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিতে পার।

১৮৫। (ফরম রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে; এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাশীল, তাহাদের উপর ফিদিয়া — এক মিসকীনেকে আহ্বাশ্য দান করা। অতএব, যে কেহ স্বৈচ্ছায় পণ্যকর্ম করিবে, উহা অবশ্য তাহার জন্য উত্তম হইবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জান রাখ তাহা হইলে জানিও যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর।

১৮৬। রুমযান সেই মাস যাহাতে নাযেন করা হইয়াছে কুরআন যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সম্পূর্ণ প্রমাণাদি স্বরূপ। সূত্রায় তোমাদের

وَلَكُمْ فِي النِّسَاءِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٠﴾

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨١﴾

مَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِنَّهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨٢﴾

مَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِتْمَانًا فَأَلْحَ بِهِمُ مَخْرُجًا فَلَا أثمَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٤﴾

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٥﴾

شَهْرٍ مَّضَى الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ مَن شَهِدَ



মধো যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেহ রক্ত অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বাক্ষর চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিনা চাহেন না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহর মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৮৭। এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), "আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাহাতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।"

১৮৮। রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী-গমন বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক, এবং তোমরা তাহাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক। আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমরা তোমাদের নিজদের অধিকার খর্ব করিতেছিলে, অতএব আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয়দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তোমাদের এই অবস্থার সংশোধন করিলেন। অতএব, এখন তোমরা তাহাদের নিকট গমন কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন উহা অনুসন্ধান কর; এবং তোমরা আহাির কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উম্মার ওড়রেখা কৃষ্ণরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর, রাত্রি (আগমন) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর; এবং তোমরা মসজিদ সমূহে যখন এতকাফে থাক তখন তোমরা স্ত্রী-গমন করিও না। এই উল্লি হইতেছে আল্লাহর সীমাসমূহ, অতএব তোমরা ইহাদের নিকটে যাইও না; এইভাবে আল্লাহ তাহার নিদর্শনাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

১৮৯। এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অনায়্য ভাবে গ্রাস করিও না, এবং উহাকে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিও না যাহাতে নোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জানিয়া গুনিয়া অনায়্যভাবে আত্মসাৎ করিতে পার।

مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَتُنَكِّلُوا الْعِدَّةَ وَيُرِيدُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٧﴾

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِي يُرِيدُونَ ﴿١٨٨﴾

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَغَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ

مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٩﴾

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٩٠﴾

১৯০। তাহারা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'ইহা লোকদের (সাধারণ কাজের) জন্য এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ণয়ের উপকরণ স্বরূপ' এবং ইহা উত্তম নেকী নাহে যে তোমরা গৃহে উহার পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রবেশ কর, বরং পূর্ণ পূণাবান সেই ব্যক্তি যে তাকওয়া অবলম্বন করে। এবং তোমরা গৃহে উহার দ্বার দিয়া প্রবেশ কর এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

১৯১। এবং আল্লাহর পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, কিং তোমরা সীমানাঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমানাঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

১৯২। এবং যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে (অন্যায়ভাবে যুদ্ধকারীদিগকে) পাইবে হত্যা করিবে এবং তোমরাও তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া দিবে যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বাহির করিয়াছে, কেননা ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। এবং তোমরা মসজিদদ্বয় হারামের (মধ্যে এবং উহার) নিকট তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না-যে পর্যন্ত না তাহারা উহাতে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। ইহাই কাফেরদের সম্মুচিত প্রতিফল।

১৯৩। অতঃপর, তাহারা যদি বিরত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব রুমাশীল, পরম দয়াময়।

১৯৪। এবং তোমরা তাহাদের সহিত ততরূপ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতরূপ পর্যন্ত না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দীন আল্লাহ্রই জন্য (কালেম) হয়। অতঃপর, যদি তাহারা নিরত হয় তাহা হইলে (জানিও যে) কাহারও বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নাই, কেবল যালেমদের ব্যতিরেকে।

১৯৫। পবিত্র মাস (এর অবমাননার প্রতিশোধ) পবিত্র মাসেই, এবং সমস্ত পবিত্র বস্তুর (অবমাননার) জন্য প্রতিশোধ লওয়ার বিধান রহিয়াছে, অতঃপর কেহ যদি তোমাদের প্রতি অন্যায় করে তাহা হইলে সে তোমাদের প্রতি যে পরিমাণ অন্যায় করিবে তোমরাও তাহাকে সেই পরিমাণেই অন্যায়ের শাস্তি দিবে, এবং তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মৃত্যুকীগণের সঙ্গে আছেন।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِدُ لِلنَّاسِ  
وَالْحَيْجُّ وَكَيْسَ الْبِرِّ يَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا  
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ الْإِثْقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٩٠﴾

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا  
تَمْتَدُّوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩١﴾

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ  
حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ وَالْوُجُوهَ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَ  
لَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُخْرِجُوكُمْ  
فِيهِ ۚ وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ ﴿١٩٢﴾

وَإِنْ أَنْتَهُوا فَبِئْسَ الْفِتْنَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٣﴾

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ بِلِئْلِ  
وَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ ۗ وَالْأَعْلَىٰ لِلظَّالِمِينَ ﴿١٩٤﴾

الْشَّهْرِ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْمَرْءُ بِمَا صَحَّ  
فَمِنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ يَنْبَلُ مَا أَعْتَدَ  
عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٥﴾

১১৬। এবং তোমরা আল্লাহর পক্ষে (জীবন ও ধন) খরচ কর, এবং তোমরা যথেষ্ট নিজস্বদিকে ধ্বংসের মধ্যে নিষ্ক্রেপ করিও না, এবং তোমরা সংকর্ষ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সংকর্ষ পরায়ণগণকে ভালবাসেন।

১১৭। এবং তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ এবং উমরাহ্ সুসম্পন্ন কর, অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহা হইলে যে কোন কুরবানীর পণ্ড, যাহা সহজে পাওয়া যায় (যবহ্ করিও), এবং যতদূর পর্যন্ত কুরবানী স্বস্থানে না পৌছে তোমরা নিজেদের মাথা মুড়াইও না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ যদি পীড়িত হয় অথবা তাহার মাথায় কোন কষ্ট থাকে (এবং এই কারণে সে পূর্বেই মাথা মুড়ায়) তাহা হইলে রোযা অথবা সাদকাহ অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদিয়া বিধেয় হইবে। কিন্তু যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সহিত উমরাহ্কে মিলাইয়া উপকার লাভ করিতে চাহে তাহার জন্য সহজলভ্য কুরবানী বিধেয় হইবে। কিন্তু কেহ যদি (কুরবানীর তৌফিক) না পায় তাহা হইলে (তাহার উপর) রোযা বিধেয় হইবে, হজ্জের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা (নিজ গৃহে) ফিরিয়া আসিবে তখন সাতদিন, এই পূর্ণ দশ (দিন) রোযা রাখিতে) হইবে, এই আদেশ তাহার জন্য, যাহার পরিবারবর্গ মসজিদুল হারামের নিকট বসবাসকারী নহে, এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শান্তি দান কর্তার।

১১৮। হজ্জের মাস সম্বন্ধে সুবিদিত; অতএব, যে কেহ ইহার মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে, তাহা হইলে হজ্জের মধ্যে না স্ত্রী-গমন, না অপকর্ম এবং না কলহ-বিবাদ করা যাইবে। এবং তোমরা যে কোন পূণ্যকর্ম কর আল্লাহ্ উহা জানেন। এবং তোমরা পাপে লিপ্ত নহিও, সন্মরণ রাখিও, আল্লাহর তাকওয়া হইতেছে সর্বোত্তম পাপে। অতএব, হে বন্ধুমান লোকসকল! তোমরা একমাত্র আমার তাকওয়া অবলম্বন কর।

১১৯। তোমাদের জন্য কোন পাপ নহে যে, (হজ্জের দিনগুলিতে) তোমরা নিজেদের প্রভুর অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর। কিন্তু যখন তোমরা আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহ্কে সন্মরণ করিবে এবং যেভাবে তিনি তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন সেইভাবে তোমরা তাঁহাকে সন্মরণ করিবে, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা নিশ্চয় পথপ্রদর্শনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

وَأَقِمُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ  
بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٦﴾

وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْزِرْتُمْ فَامْتَسِرُوا  
مِنَ الْهُدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا زُرُوسَكُمْ عَنِ الْهُدْيِ  
مَجْلَهُ، فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ  
فَعِدْيَةٌ مِنْ صِيَامِهِ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ سَكِّ فَاذًا أَوْ نَسَمَةٌ  
فَمَنْ تَمَسَّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ  
الْهُدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ  
وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ  
لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَافِرِي السَّجْدِ الْحَرَامِ وَأَقِمُوا اللَّهَ  
عِبَادًا وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١٧﴾

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ  
فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقًا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا  
تَعْلَمُونَ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ تَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ  
الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا بِأُولَى الْأَبْيَابِ ﴿١١٨﴾

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ  
فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْرِ  
الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ  
قَبْلِهِ لِمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١١٩﴾

২০০। অতঃপর, যেখন হইতে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীত ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২০১। অতঃপর, যখন তোমরা ইবাদতের যাবতীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহকে সম্বরণ কর তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে সম্বরণ করার নাম, অথবা তদপেক্ষা অধিকতর সম্বরণ কর। এবং লোকদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে এই পৃথিবীতে (সুখ) দাও, বস্তুতঃ তাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ হইবে না।'

২০২। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে, যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহকালেও কন্যাণ এবং পরকালেও কন্যাণ দান কর, এবং আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর।'

২০৩। ইহারা এমন লোক, তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে, উহার দরুন তাহাদের জন্য এক বড় অংশ আছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

২০৪। এবং তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহকে সম্বরণ কর, কিন্তু যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনের মধ্যেই (ফিরিয়া মাইতে), তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না, এবং যদি কেহ বিলম্ব করে, তাহা হইলে তাহার উপরও কোন পাপ বর্তিবে না। ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের সকলকে তাহার সমীপে একত্রিত করা হইবে।

২০৫। এবং লোকদের মধ্য হইতে কেহ এমনও আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তাহার হৃদয়ে যাহা আছে সেই সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, অথচ সে কলহপরায়ণ লোকের মধ্যে সর্বাধিক কলহ পরায়ণ।

২০৬। এবং যখন সে শাসন ক্ষমতায় আসে তখন সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিবার এবং ক্ষেত-শ্যামার ও সৃষ্টিকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ অশান্তিকে ভালবাসেন না।

ثُمَّ ارْتَدُّوا مِنْ حَيْثُ أَكَّأَسَ النَّاسُ وَاسْتَعْرَبُوا  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

وَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ  
آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْدَّ وَكَرَاهِيَةَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ  
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ عَشَقٍ ﴿٢٠١﴾

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ  
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠٢﴾

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٣﴾

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ مِمَّنْ تَعْبَلُ فِي  
يَوْمَيْنِ فَلَا أَمْرَ عَلَيْهِمْ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أَمْرَ عَلَيْهِ  
لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُعْرَبُونَ ﴿٢٠٤﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُحِبُّ قَوْلَهُ فِي الْخَيْرَاتِ الدُّنْيَا  
وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَافِي قَلْبِهِ وَهُوَ الَّذِي الْخَصَاوُ ﴿٢٠٥﴾

وَإِذَا تَوَلَّى سَفَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ  
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسَادَ ﴿٢٠٦﴾

সায়ী কুলু-২

২০৭। এবং যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর,' তখন আত্মগরিমা তাকে পাগে নিপ্ত করে। সূতরাং তাহার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান; এবং নিশ্চয় উহা অতি মন্দ, আবাসস্থল।

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ بِالْمَكَارِمِ ۝

২০৮। এবং নোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাসীল।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْوَدْوِ بِالْعِبَادِ ۝

২০৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُرْهُدٌ وَهُوَ يُبِينُ ۝

২১০। অতঃপর, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসিবার পরও যদি তোমাদের পদস্বলন ঘটে, তাহা হইলে জানিও যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَإِن زُلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

২১১। তাহারা কি কেবল ইহারই প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ্ মেঘের আবরণে তাহাদের নিকট আগমন করুন এবং ফিরিশ্‌তাগণও, এবং সকল বিষয়ের ফয়সালা করিয়া দেওয়া হউক? এবং নিশ্চয় সকল বিষয়ই আল্লাহ্র নিকট প্রতাবর্তিত হইবে।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُمٍ لَّيْلٍ مُّبِينٍ فَالسَّمَاءُ بِالسَّيْفِ وَقَضَى الْأَمْرُ وَاللَّهُ يُرْسِلُ الْأَمْثِلُ ۝

২১২। তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, আমরা তাহাদিগকে কত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু যে বাজি আল্লাহ্র নেয়ামতকে, তাহার নিকট উহা আসিবার পর, পরিবর্তন করে, তাহা হইলে (সে যেন জানিয়া রাখে যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ وَمَنْ يَبْدُلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

২১৩। যাহারা অস্বীকার করে তাহাদিগকে পার্থিব জীবন সুন্দর করিয়া দেখানো হয়, এবং তাহারা তাহাদিগকে

رُبَّ مَن لَّيْزِينَ كَفَرُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَخْرُونِ مِنَ الدُّنْيَا آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا فَوقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যাহারা ঈমান আনে। বস্তুতঃ যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহারা কেয়ামতের দিন তাহাদের উৎকর্ষ থাকিবে; এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন অগণিত রিয়ক প্রদান করেন।

২১৪। মানবজাতি একই উদ্ভূত হইল; অতঃপর আল্লাহ্ মবীগণকে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদের সহিত সত্য সম্বলিত কিতাব নায়েন করিলেন যেন তিনি মানবজাতির মধ্যে সেই বিষয় মীমাংসা করেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়াছে। বস্তুতঃ কেবল তাহারা হই, যাহাদিগকে ইহা (কিতাব) দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ নিদর্শনসমূহ আসিবার পর পরস্পর বিদ্রোহ করিয়া ইহার সম্বন্ধে মতভেদ করিল। কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, আল্লাহ্ নিজ আদেশে তাহাদিগকে ঐ সত্যের পথে পরিচালিত করিলেন যাহার সম্বন্ধে তাহারা (অস্বীকারকারীরা) মতভেদ করিয়াছিল; এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

২১৫। তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমরা জামাতে প্রবেশ করিবে অথচ তোমাদের উপর প্রশ্নও তাহাদের অবস্থা আসে নাই যাহারা তোমাদের পর্বে অতীত হইয়াছে? অভাব-অনটন এবং দুঃখ-কষ্ট তাহাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে ভীত-কম্পিত করা হইয়াছিল, এমনকি রসূল ও তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, 'কখন আল্লাহ্ সাহায্য আসিবে?' স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহ্ সাহায্য সন্নিকট।

২১৬। তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহারা কি খরচ করিবে? তুমি বল, 'উত্তম ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতীম এবং মিস্কীন এবং মুসাফিরগণের জন্য হইবে। এবং তোমরা যে কোন নেক কাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা উত্তম জানেন।'

২১৭। তোমাদের জন্য যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল এমতাবস্থায় যে, উহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর, কিন্তু ইহা খুব সম্ভব যে, তোমরা কোন বস্তুকে ঘৃণা কর, অথচ উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; এবং ইহাও সম্ভব যে, তোমরা কোন জিনিসকে ভালবাস, অথচ উহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

২৬  
[৬]  
১০

২১৮। তাহারা তোমাকে পবিত্রমাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'উহাতে যুদ্ধ করা গুরুতর অন্যায এবং আল্লাহ্ পথ হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখা এবং তাঁহাকে অস্বীকার করা এবং মসজিদুল হারাম হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখা এবং উহার অধিবাসীকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্ দৃষ্টিতে সর্বাধিক অন্যায; এবং ফিৎনা

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْمَقِيِّنَ لِيُخَلِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتِخَذُوا الْيَتِيمَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَتَنَهُمُ الْيَتَامَىٰ وَالسَّوَادُ وَرُزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ الْأَلَّ إِنَّ نَصَرَ اللَّهُ قَوْمِي ۝

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالْيَوْمِئَاتِ وَالأَقْرَبِينَ وَالأَيْتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَلَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَلَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ سُوءٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، وَصَدٌّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ

হতা অপেক্ষা গুরুতর অনায়া যদি তাহাদের ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের দীন হইতে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত তোমাদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইত। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ নিজ দীন হইতে ফিরিয়া যাইবে এবং কাফের অবস্থায়ই মারা যাইবে সে যেন সন্নয়ন রাখে যে, ইহারাই এমন লোক যাহাদের আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে বার্থ হইবে। এবং ইহার আশ্রমের অধিবাসী, তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল থাকিবে।

২১৯। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা আলাহর পথে হিজরত করে এবং জেহাদ করে, ইহারাই আলাহর রহমতের আশা রাখে; বস্তুতঃ আলাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২২০। তাহারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বন, 'এতদুভয়ের মধ্যে মহাপাপ (এবং ক্ষতি) আছে, এবং মানুষের জন্য উহাদের মধ্যে অল্প কিছু উপকারও আছে; কিন্তু উহাদের পাপ (ও ক্ষতি) উহাদের উপকার অপেক্ষা গুরুতর। এবং তাহারা তোমাকে ইহাও জিজ্ঞাসা করে যে, তাহারা কি স্বরচ করিবে, তুমি বন, 'যাহা উত্তম; এইভাবে আলাহ তাঁহার আদেশাবলী তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা কর —

২২১। ইহকাল সম্পর্কে এবং পরকাল সম্পর্কে। এবং তাহারা তোমাকে এতীমদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে। তুমি বন, 'তাহাদের কল্যাণার্থে সংশোধন ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা উত্তম কাজ। এবং তোমরা যদি তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাক, তাহা হইলে তাহারা তোমাদেরই হাই। এবং আলাহ ফাসাদকারীকে সংশোধনকারীর মোকাবেলায় ডাল জানেন। এবং যদি আলাহ চাহিতেন তাহা হইলে তোমাদিগকেও কষ্টে ফেলিতে পারিতেন। নিশ্চয় আলাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজাময়।'

২২২। এবং তোমরা মোশরেক নারীগণকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করিও না, বস্তুতঃ একজন মো'মেন দাসী একজন মোশরেক মহিলা অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম। যদিও সে (তাহার সৌন্দর্য দ্বারা) তোমাদিগকে মুগ্ধ করুক না কেন। এবং মোশরেক পুরুষগণ যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান আনে, তাহাদের সহিত (মো'মেন নারীগণের) বিবাহ দিও না; বস্তুতঃ একজন মো'মেন দাস একজন মোশরেক পুরুষ অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম, যদিও সে

اللَّهُ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالرِّيَافِئَةُ  
يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ امْتُزِنُوا  
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَسْتَوْفِرْ  
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالنَّبِيرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ  
كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَمَّا  
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ  
كُلَّ الْأَيَّامِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٢١﴾

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ  
لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ عَمِلُوا ظُلْمًا فَإِنَّا نُكْفِرُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
السُّعْيِدَ مِنَ الصُّلْحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَغَنَمْنَاكَ إِنْ  
عَزَيْتَ حَكِيمًا ﴿٢٢٢﴾

وَلَا تَنْكِحُوا الشُّرَكَاءَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا مَلَائِكَةً مُؤْمِنَةً  
خَيْرٌ مِنْ شُرَكَاءَ وَلَا أُعْجِبْتُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الشُّرُكِينَ  
حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلِبَدٌ مِنْ خَيْرٍ مِنْ شُرُوكِ وَ لَوْ

তোমাদিগকে মুফ্ফ করুক না কেন। ইহারা তোমাদিগকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, এবং আলাহ্ নিজ আদেশ দ্বারা (তোমাদিগকে) জান্নাত ও রুম্মার দিকে আহ্বান করেন। এবং তিনি মানবমণ্ডলীর জন্য নিজ নিদর্শনাবলী সুষ্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

২৭

[৫]

১১

২২৩। এবং তাহারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'ইহা এক অনিষ্টকর বিষয়, সুতরাং তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট হইতে পৃথক থাক, এবং যতরূপ পর্যন্ত না তাহারা পবিত্র হয় তোমরা তাহাদের নিকট গমন করিও না। সুতরাং যখন তাহারা পবিত্র হয় তখন তোমরা তাহাদের নিকট সেইভাবে গমন কর যেভাবে আলাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন। নিশ্চয় আলাহ্ তওবাকারীগণকে জানবাসেন এবং পবিত্রতা রক্ষাকারীগণকেও জানবাসেন।'

২২৪। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ, সুতরাং তোমরা যখন যেভাবে চাহ তোমাদের ক্ষেত্রে গমন কর, এবং তোমরা নিজেদের জন্য (উত্তম কিছু) অগ্রে প্রেরণ কর, এবং তোমরা আলাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এবং তুমি মো'মেনগণকে সুসংবাদ দাও।

২২৫। এবং তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আলাহ্‌কে (প্রতিবন্ধকরূপে) লক্ষ্যস্থল করিও না—তোমাদের পূণ্যকর্ম করার এবং তাকওয়া অবলম্বন করার এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে। বস্তুতঃ আলাহ্ সর্বপ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

২২৬। আলাহ্ তোমাদের রুখা শপথগুলির জন্য তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন উহার জন্য যাহা তোমাদের অন্তর সংকল্পপূর্বক অর্জন করিয়াছে। এবং নিশ্চয় আলাহ্ অতীত রুম্মাশীল, পরম সহিষ্ণু।

২২৭। যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে (তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হওয়ার) শপথ করে, তাহাদের জন্য অপেক্ষার সময় চার মাস (বিধেয়) হইবে; অতঃপর, যদি তাহারা (এই সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনকল্পে) প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে আলাহ্ অতীত রুম্মাশীল, পরম দয়াময়।

أَجْبَبْتُكُمْ أَوْلِيَكُمْ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَيْمُونِ قُلْ هُوَ إِذَى لَا فَاعِلَ لَوْلَا الْيَسَاءُ فِي الْمَيْمُونِ وَلَا تَقْرُبُونَهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٥٢﴾

يَسْأَلُكُمْ حَرْثُكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ يَشْتِمُوا قَدْ مَوْلَا أَنْفُسِكُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلْفُؤَةٌ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْسَابِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلُّوا يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْفُجُورِ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ لِكَيْنَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَانكَبَ قَلْبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ نِكَاحًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٦﴾



২২৮। এবং যদি তাহারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

২২৯। এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ নিজেদের ব্যাপারে তিন খতুকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে, এবং যদি তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, তাহা হইলে তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ্ তাহাদের গর্ভাশয়ে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা গোপন করা তাহাদের জন্য বৈধ হইবে না, এবং তাহাদের স্বামীগণ ইহার (নির্ধারিত সময়ের) মধ্যে তাহাদিগকে (নিজেদের স্ত্রীকে) পুনরায় গ্রহণ করার সমধিক হকদার হইবে যদি তাহারা আপোস মীমাংসা করিতে চাহে। এবং ন্যায়সংগতভাবে কতক অধিকার নারীদের জন্য (পুরুষদের উপর) আছে যেভাবে কতক অধিকার (পুরুষদের জন্য) নারীদের উপর আছে; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের (এক প্রকার) প্রাধান্য আছে।

২৮  
[৭]  
১২

২৩০। এইরূপ তালাক দুইবার (ঘোষিত) হইতে পারে; অতঃপর, (স্ত্রীকে) ন্যায়সংগতভাবে রাখিতে হইবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিতে হইবে। এবং তোমাদের জন্য উহা হইতে কিছু (ফেরৎ) গ্রহণ করা বৈধ হইবে না যাহা তোমরা তাহাদিগকে দিয়াছ, কেবল সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে যখন তাহারা উভয়ে আশংকা করে যে, তাহারা আল্লাহ্ সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে না। অতঃপর, তোমরা যদি আশংকা কর যে তাহারা (স্বামী ও স্ত্রী) দুইজন আল্লাহ্ সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে কোন পক্ষেরই পাপ হইবে না যদি স্ত্রী মুক্তিপণ হিসাবে কিছু দিয়া দেয়। এইগুলি আল্লাহ্ সীমা, সূতরাং তোমরা উহা লংঘন করিও না; এবং যাহারা আল্লাহ্ সীমাসমূহ লংঘন করে প্রকৃতপক্ষে তাহারা ই যালেম।

২৩১। অতঃপর, যদি সে স্ত্রীকে (উক্ত দুই তালাকের সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর তৃতীয়) তালাক দেয় তাহা হইলে ঐ স্ত্রী ইহার পর তাহার জন্য হালাল হইবে না যতরূপ পর্যন্ত না সে অপর স্বামীকে বিবাহ করিবে, ইহার পর সেও যদি তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে তাহাদের দুইজনের পুনরায় প্রত্যাবর্তন করায় কোন পাপ হইবে না, যদি তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহ্ সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে। এইগুলি আল্লাহ্ সীমা, যাহা তিনি জ্ঞানীগণের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

وَالطَّلَاقُ يَرْتَبِعُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ  
لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتَسِبْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي زَوَاجِهِنَّ  
إِنَّ لَنْ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُوَلِّتَهُنَّ مِنْ  
بِرِّ ذِهْنٍ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّيْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٩﴾

২৮  
[৭]  
১২

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمَّا سَأَلْتُمُوهُنَّ لِيُتْرِكَنَّ  
وَلَا يَحِلَّ لَكُنَّ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَهُنَّ شَيْئًا إِلَّا  
أَنْ يَخَافَا إِلاَّ يَفِيضَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ إلاَّ يَفِيضَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ  
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَهَنْ يَنْعَدَكُ حُدُودَ اللَّهِ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يَكْتَسِبَ  
عِزَّةً فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ طَلَّقَا أَنْ يَفِيضَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
يُبَيِّنُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣١﴾

২৩২। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তানাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইন্দ্রতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌঁছে, তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় নায়সংগত ডাবে রাখ অথবা নায়সংগতভাবে তাহাদিগকে বিদায় দাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া আটকাইয়া রাখিও না, যাহাতে তোমরা (তাহাদের উপর) অত্যাচার করিতে পার। এবং যে এইরূপ করে সে নিজের আস্থার উপরই যুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহর আদেশসমূহকে উপহাসের ক্ষেত্র করিও না; এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর এবং উহাকে, যাহা তিনি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন—কিতাব এবং প্রজ্ঞা, যছারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দান করেন। এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

২২  
[৩]  
১৩

وَلِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفَقْنَ آجَلَهُنَّ فَلا تُمْسِكُوهُنَّ  
بِمَتْرُوفٍ أَوْ سَزْوَاهُ مِنْ مَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ  
ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
وَلا تَحْضُوا أَيْتَابَ اللَّهِ هَرُوعًا وَادْكُرُوا لِحَسْبِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُوعِظُكُمْ  
بِهِ وَأَنْفُوا لِلَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَبِئْسَ عَزِيزٌ

২৩৩। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তানাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইন্দ্রতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌঁছে তখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের স্বামীদের সহিত বিবাহ করিতে বাঁধা দিও না যদি তাহারা নায়সংগতভাবে পরস্পর সম্মত হয়। এই আদেশ দ্বারা তোমাদের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে আল্লাহর উপর এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে। ইহা তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বরকত পূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা পবিত্র, বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

وَلِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفَقْنَ آجَلَهُنَّ فَلا تَتَمَسَّكُوهُنَّ  
أَنْ يَتَّكِلْنَ أَرْواحَهُنَّ إِذَا تَرَاضَا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ  
لَا تَعْلَمُونَ

২৩৪। এবং মাতাগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসরকাল স্তন্য পান করাইবে, (এই বিধান) তাহার জন্য যে স্তন্য দানের কাল পূর্ণ করিতে চাহে। এবং যাহার সন্তান, তাহার উপর নায়সংগতভাবে তাহাদের খাদ্য ও তাহাদের বস্ত্রের দায়িত্বভার নাস্ত। কাহারও উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার নাস্ত করা যায় না। কোন মাতাকে যেন তাহার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া না হয়, এবং কোন পিতাকেও যেন তাহার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া না হয় এবং ওয়ালিসসপনের উপরও এইরূপই কর্তব্য। এবং যদি তাহারা উভয়ে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে স্তন্য পান বন্ধ করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাদের কোন পাপ হইবে না। এবং তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদিগকে (অন্য কোন স্ত্রীলোক দ্বারা) স্তন্য পান করাইতে চাহ, তাহা হইলেও তোমাদের কোন পাপ হইবে না, যদি তোমরা নায়সংগতভাবে তোমাদের ধার্যকৃত পারিত্রমিক দিয়া দাও। এবং

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِضَاعُهُمْ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ  
إِلَّا وَسْعَهاً لا تُضَارُّ وَالِدَةً يَوْلِيهاً وَلا مَوْلُودٌ  
لَهُ يَوْلِيهاً وَعَلَى الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَسْرَمَا  
فِصْالًا عَنْ تَرْضَائِهِمَا وَتَشَاوَرَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَتَى أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْفُوا  
لِلَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সম্যক দ্রষ্টা ।

২৩৫ । এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং তাহারা স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায়, তাহারা যেন নিজেদের বিষয়ে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করে। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তখন তাহারা ন্যায়সংগতভাবে নিজেদের জন্য যাহা কিছু করিবে উহার জন্য তাহাদের কোন পাপ হইবে না। এবং তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্‌ সেই সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ।

২৩৬ । এবং তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা স্ত্রীলোকদের নিকট বিবাহ প্রস্তাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দাও, অথবা তোমরা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ। আল্লাহ্‌ জানেন যে, তোমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে সন্মরণ করিবে। কিন্তু তাহাদের সহিত তোমরা গোপনে কোন চুক্তি করিও না, ইহা ছাড়া যে, তোমরা কেবল কোন ন্যায়সংগত কথা বন। এবং যে পর্যন্ত না ইদ্দতকাল উহার পূর্ণতায় পৌছে, তোমরা বিবাহ বন্ধনের পাকা সংকল্প করিও না। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের অন্তরে যাহা কিছু আছে তাহা জানেন, অতএব তোমরা তাহার সম্বন্ধে সতর্ক হও। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু ।

২৩৭ । তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা স্ত্রীদিগকে ঐ সময়েও তানাক দাও যখন তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ কর নাই, অথবা তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য কর নাই। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে উপকার স্বরূপ কিছু দিও বিত্তবানের উপর তাহার ক্ষমতানুযায়ী এবং বিত্তহীনের উপর তাহার ক্ষমতানুযায়ী—ন্যায়সংগতভাবে উপকার করা বিধেয়। ইহা সৎকর্মশীলগণের কর্তব্য ।

২৩৮ । এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তানাক দাও এবং তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য করিয়া থাক, তাহা হইলে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ উহার অর্ধেক (তাহাদিগকে) দিতে হইবে, যদি না তাহারা ক্ষমা করিয়া দেয় অথবা ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দেয় তাহার হাতে বিবাহ বন্ধন (এর ভার) রহিয়াছে। এবং তোমাদের ক্ষমা করা তাক্‌ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং তোমরা পরস্পরের মধ্যে হিতসাধন করিতে ভুলিও না। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ নিশ্চয় সম্যক দ্রষ্টা ।

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنكُمْ وَ يَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرْتَمِنَ  
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٥﴾

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنَ خِطَابِ النِّسَاءِ  
أَوْ كُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ  
وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ  
الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ  
فَأَعْذِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٦﴾

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ  
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَ مَعْرُوفٌ عَلَى النِّسَاءِ  
قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرًا مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٧﴾

وَ إِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ  
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرِيضَةٌ مَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ  
يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَ  
أَنْ يَعْفُوا أَوْ قَرَّبَ لِلتَّقْوَى وَ لَا تَسْأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٨﴾

২৬৯। তোমরা সকল নামাযের, বিশেষ করিয়া মধ্যাহ্ন নামাযের সংরক্ষণ কর, এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে অনুগত হইয়া দণ্ডায়মান হও।

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قِيَّتِينَ ﴿٢٦٩﴾

২৮০। তবে যদি তোমরা আশংকা কর তাহা হইলে (নামায আদায় কর) পায় চলা অথবা আরোহণ অবস্থাতেই, অতঃপর, যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না।

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجًا لَا أَدْرَاكُمْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

২৮১। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং তাহারা স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায়, তাহারা (ওয়ারিসগণকে) তাহাদের স্ত্রীগণের জন্য ওসীয়াত করিয়া যাইবে যে, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কার না করিয়া এক বৎসর পর্যন্ত ভরণপোষণ দিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহারা স্বেচ্ছায় চলিয়া যায় তাহা হইলে ন্যায়সংগতভাবে তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে উহাতে তোমাদের কোন পাপ হইবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজাময়।

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمُ وَيَدْرُؤْنَ الْأَرْجَالَ وَالصَّوْمَةَ لَا دُونَهُمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فِي مَا تَكُنْ فِي نَفْسِكَ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨١﴾

২৮২। এবং তানাকপ্রাপ্তা নারীদিগকে ন্যায়সংগতভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী দান করিতে হইবে— ইহা মৃত্যুকালগণের উপর বাধ্যকর।

وَالْمُطَلَّعَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٨٢﴾

২৮৩। এই ভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাহার নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ কর।

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨٣﴾

৩১  
[৭]  
১৫

২৮৪। তোমার নিকট কি তাহাদের সংবাদ পৌছে নাই যাহারা সংখ্যান্ন হাজার হাজার হইয়াও মৃত্যু ভয়ে নিজেদের গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল? ইহাতে আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন, 'মর তোমরা'; অতঃপর, তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْعَبِيدِ وَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٨٤﴾

২৮৫। এবং আল্লাহর পথে তোমরা যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বপ্রোক্তা, সর্বজানী।

وَمَا تَلَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٨٥﴾

২৮৬। কে এমন আছে যে আল্লাহকে নিজ ধন-সম্পদ হইতে উত্তম ঋণ দিবে যেন তিনি উহাকে তাহার জন্য বহু গুণে বাড়াইয়া দেন? এবং আল্লাহ্ ধন-সম্পদ গ্রহণ করেন এবং বাড়াইয়া থাকেন, এবং তোমাদিগকে তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضَاعًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨٦﴾

২৪৭। তুমি কি বনী ইসরাঈলের ঐ সকল প্রধানের বিষয় অবগত হও নাই যাহারা মুসার পরে গত হইয়াছে, যখন তাহারা তাহাদের এক নবীকে বলিয়াছিল, 'আমাদের জন্য কোন বাদশাহ নিযুক্ত করিয়া দাও যেন আমরা (তাহার অধীন হইয়া) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিতে পারি?' সে বলিল, 'এমনতো হইবে না যে তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হইলে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না?' তাহারা বলিল, 'আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিব না, অথচ আমাদেরকে আমাদের গৃহ হইতে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে?' কিন্তু যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল তখন তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক বাতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। এবং আল্লাহ্ যানেমদিগকে সবিশেষ জানেন।

২৪৮। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা বলিল, 'সে কি প্রকারে আমাদের উপর হুকুমত লাভ করিতে পারে, অথচ তাহার চাইতে আমরা হুকুমতের বেশী হকদার, এবং তাহাকে এমন কিছু আর্থিক প্রচুর্যও দেওয়া হয় নাই?' সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাকে তোমাদের উপর মনোনীত করিয়াছেন, এবং তিনি তাহাকে জানে এবং দৈহিক বলে অধিক সমৃদ্ধ করিয়াছেন।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তাঁহার শাসনক্রমতা দান করেন, এবং আল্লাহ্ প্রচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞানী।

২৪৯। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, 'নিশ্চয় তাহার শাসনক্রমতার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট এক তাবৃত আসিবে যাহার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে মনের প্রশান্তি থাকিবে এবং মুসার বংশধরগণ এবং হারুনের বংশধরগণ যাহা ছাড়িয়া গিয়াছে উহার উত্তম অবশিষ্টাংশ থাকিবে, ফিরিশতাগণ উহা বহন করিবে। যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক তাহা হইলে হইতে অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।'।

২৫০। অতঃপর, যখন, তালুত সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল তখন সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক নদীর দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। অতএব, যে কেহ উহা হইতে পানি পান করিবে সে আমার মধ্য হইতে নহে, এবং যে কেহ উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে না, নিশ্চয় সে আমার মধ্য হইতে হইবে, কেবল সেই ব্যক্তি বাতীত যে তাহার হস্ত দ্বারা এক অতলী পানি পান করিবে (সে-ও আমারই মধ্য হইতে হইবে); অতঃপর,

الَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ إِنَّهُمُ ابْنُ لَنَا لِكُلِّ أَقْوَاطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُنِبَ عَلَيْكُمْ أَنْتَقَالُوا إِلَّا تَعَابِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَنْ نَعَابِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٧﴾

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَوْلًى قَالُوا لَأَن نَّيْكُونَ لَهُ الْاَمَلُكَ عَسَيْنَا وَ نَحْنُ اَحْتَى بِالْاَمَلِكِ مِنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اَللّٰهُ اَصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهُ سَطَوةً فِى الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اَللّٰهُ يُؤْتِى مَلِكَةً مَّن يَّشَاءُ وَ اَللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٨﴾

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ مَن كَانَ مَوْمِنًا ﴿٢٤٩﴾

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بِبَطْنِكُمْ إِنِمْهُمْ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَفَرَسُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ

তাহাদের মধ্য হইতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত বাকী সকলেই উহা হইতে পান করিল। এবং যখন সে স্বয়ং এবং তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহারা নদী অতিক্রম করিল, তখন তাহারা বলিল, 'আজ আমাদের মধ্যে জান্নত এবং তাহার সৈন্যবাহিনীর সহিত মোকাবেলা করিবার আদৌ ক্ষমতা নাই।' কিন্তু যাহারা বিশ্বাস রাখিত যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহারা বলিল, 'কত ছোট ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় বড় দলের উপর জয়যুক্ত হইয়াছে; এবং আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে আছেন।

২৫১। অতঃপর, যখন তাহারা জান্নত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইল, তখন তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর ধৈর্য-শক্তি বর্ষণ কর এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের কদমকে সাহায্য কর।'

২৫২। অতএব, আল্লাহ্‌র হুকুমে তাহারা উহাদিগকে পরাস্ত করিল, এবং দাউদ জান্নতকে হস্তা করিল, এবং আল্লাহ্‌ তাহাকে হুকুমত ও হিকমত দান করিলেন এবং তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন। এবং আল্লাহ্‌ যদি মানব জাতিকে তাহাদের এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই পৃথিবী ফাসাদপূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্‌ সকল ঙগদ্বাসীর উপর অতীব অনুগ্রহশীল।

২৫৩। এইগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, যাহা আমরা সত্যসহ তোমার নিকট আরাতি করিয়া শুনাইতেছি, এবং নিশ্চয় তুমি রসূলগণের অন্যতম।

৩ম পাতা

২৫৪। এই রসূলগণ— যাহাদের মধ্য হইতে আমরা কতককে কতকের উপর প্রেত্ব প্রদান করিয়াছি—তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহাদের সহিত আল্লাহ্‌ বাক্যলাপ করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে কতককে মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। এবং আমরা ঈসা ইবনে মরিয়মকে স্পষ্ট প্রমাণসমূহ দিয়াছিলাম এবং রুহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তাহাকে শক্তি দান করিয়াছিলাম। এবং যদি আল্লাহ্‌ চাহিতেন তাহা হইলে যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছে তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ

يَجَاوِزُ وَجُنُودُهُ قَالَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَنَّهُمْ مَقْتُولُونَ  
اللَّهُ كَرِيمٌ فَإِنَّهُ قِيلَ غَلَبَتْ فِيهِ كَثِيرَةٌ يَا أَيُّهَا  
اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٥١﴾

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجِبَالِوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا  
عَلَيْنَا صِدْقًا وَكَذَّبْتَ آيَاتِنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  
الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٢﴾

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالِوتَ وَ  
آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَنَّا يَشَاءُ وَ  
لَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ  
الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥٣﴾

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ  
الرَّسُولِينَ ﴿٢٥٤﴾

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ  
مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَخْتَبْنَا  
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَتُّونَ وَإِذْ نُنَّا الْقُدُسُ  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اتَّخَذَ الَّذِينَ مِنْ بَدِهِمْ مِنْ  
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا وَلَكِنْ اختلفوا فَمِنْهُمْ مَنْ

সমাগত হওয়ার পর তাহারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করিত না, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিল। ফলে তাহাদের মধ্যে কতক লোক ঈমান আনিল এবং তাহাদের মধ্যে কতক লোক অস্বীকার করিল। এবং আল্লাহ্ যদি চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করিত না; কিন্তু আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই তিনি করেন।

৩৬  
[৫]  
১

২৫৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমরা তোমাদিগকে হে রিয্ক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ কর সেই দিন আসিবার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব এবং শাফায়াত (সুপারিশ) চলিবে না; বস্তুতঃ কাফেরগণই যালেম।

২৫৬। আল্লাহ্— তিনি বাতীত কোন মাব্দ নাই, তিনি চিরজীব-জীবনদাতা, চিরস্থায়ী- স্থিতিদাতা; না তন্মাত্র তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে এবং না নিস্ত্রা। যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, সবই তাহার। কে আছে যে তাহার অনুমতি ব্যতীত তাহার নিকট শাফায়াত (সুপারিশ) করিতে পারে? তাহাদের সম্মুখে যাহা কিছু আছে এবং তাহাদের পশ্চাতে যাহা কিছু আছে সবই তিনি জানেন; তাহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না, কেবল তাহা বাতীত যাহা তিনি চাহেন। তাহার জ্ঞান ও শাসনক্রমতা

আকাশ সমূহকে ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাহাকে ক্লাস্ত করে না, বস্তুতঃ তিনি অতি উচ্চ, মহিমান্বিত।

২৫৭। ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই। (কারণ) সৎপথ ও দ্রাষ্টি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; সূতরাং যে ব্যক্তি তাড়াতকি (পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতনকে মঘবৃত্ত করিয়া ধরিয়াকে যাহা কখনও ডালিবার নহে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

২৫৮। আল্লাহ্ প্রী সকল লোকের অভিভাবক যাহারা ঈমান আনে; তিনি তাহাদিগকে অঙ্গকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোকের দিকে আনে। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাড়াত তাহাদের অভিভাবক, তাহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে বাহির করিয়া অঙ্গকাররাশির দিকে নাইয়া যায়। এই সকল লোকই অগ্নির অধিবাসী, তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিবে।

৩৮  
[৪]  
২

أَعَنَ وَمِنْهُمْ مَن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنُوا  
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٦﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسًا وَمَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ يَأْتِي يَوْمَ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ  
وَالتَّكْفُورُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٧﴾

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ  
وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ  
ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ  
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ

عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٨﴾

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ تَدَدَّ بَيْنَ الرُّشْدِ مِنَ الْغَىِّ  
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ  
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٩﴾

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى  
النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ  
يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦٠﴾

২৫৯। তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে ইব্রাহীমের সহিত তাহার প্রভু সম্বন্ধে এই কারণে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল যে, আল্লাহ্ তাহাকে শাসনক্ষমতা দিয়াছিলেন? যখন ইব্রাহীম বলিল, 'তিনি আমার প্রভু, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন।' সে বলিল, 'আমিও জীবিত করি এবং মৃত্যু দিই।' ইব্রাহীম বলিল, 'বেশ কথা আল্লাহ্ তাহাকে সূর্যকে পূর্বদিক হইতে নইয়া আসেন, এখন তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে নইয়া আস দেখি।' ইহাতে যে অবিশ্বাস করিয়াছিল সে হতভম্ব হইয়া গেল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না।

২৬০। অথবা সেই ব্যক্তির নাম (তুমি কাহাকেও কি লক্ষ্য করিয়াছ?) যে এমন এক শহরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল যাহার ছাদসমূহ ধ্বংসিয়া ভূপাতিত হইয়াছিল (এই দৃশ্য দেখিয়া) সে বলিল, 'ইহার ধ্বংসের পর আল্লাহ্ কখন ইহাকে পুনরুজ্জীবন দান করিবেন?' ইহাতে আল্লাহ্ তাহাকে একশত বৎসরের জন্য মৃত্যু দিলেন; অতঃপর, তিনি তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি (এই অবস্থায়) কত কাল ছিলে?' সে বলিল, 'একদিন বা এক দিনের কিয়দংশ অবস্থান করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, (ইহাও ঠিক), বরং তুমি এই অবস্থায় একশত বৎসর ছিলে (ইহাও ঠিক); তুমি তোমার খাদ্য দ্রব্যের এবং পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, ঐগুলি পচে নাই, এবং তুমি তোমার গদাডের প্রতিও লক্ষ্য কর।' এবং আমরা (এইরূপ এই জন্য করিয়াছি) যেন তোমাকে মানব জাতির জন্য এক নিদর্শন করিতে পারি। এবং তুমি অস্থিগুলির প্রতিও লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা উহাদিগকে সংযোজিত করি, অতঃপর, আমরা উহাদিগকে মাংসের আবরণ পরিধান করাই।' অতঃপর, যখন প্রকৃত তত্ত্ব তাহার নিকটে প্রকাশ হইয়া গেল, তখন সে বলিল, 'আমি জানি যে নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।'।

২৬১। এবং (স্মরণ কর সেই ঘটনাকেও) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে দেখাও, কিরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর।' তিনি বলিলেন, 'তুমি কি ঈমান আন নাই?' সে বলিল, 'হাঁ, (ঈমান অবশ্যই আনিয়াছি,) কিন্তু (প্রশ্ন এই জন্য করিয়াছি) যেন আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ

الْمُرْتَالِ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُبْتِغِي قَالَ أَنَا نَحِي وَأُمِّيْتٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ ﴿٢٦٠﴾

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِبَةٌ عَلَى غُرُوبِهَا قَالَ أَنَّى يُغِي هَذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَامْسَاتَهُ اللَّهُ مَائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ

مِائَةً عَامٍ فَأَنْظُرْ إِلَى صَعَابِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَّخِذْ وَأَنْظُرْ إِلَى حَبَابِكَ وَإِنَّ جَمَلَكَ أَيْةٌ لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَبَّشْنَاهَا ثُمَّ نَكَّسْنَاهَا ثُمَّ فَتَنَّا بَيْنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦١﴾

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّ نُوُجُنَ قَالِ بَلْ وَكُنَّ لِيُطَمِّنِينَ قَلْبِي قَالَ



করিতে পারে। তিনি বনিজেন, 'তুমি চারটি পানী নও এবং উহাদিগকে নিজের প্রতি পোষ মানাও। অতঃপর, তুমি উহাদের মধা হইতে এক এক অংশ এক এক পাহাড়ের উপর রাখিয়া দাও, তারপর উহাদিগকে ডাক, তাহারা তোমার নিকট ছুটিয়া আসিবে।' এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, অতীব প্রতাময়।

৩৫  
৩  
৩

২৬২। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত এক শসাবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষ একশত শসাবীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন ( ইহা অপেক্ষাও) রক্ষি করিয়া দেন; এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

২৬৩। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করে, অতঃপর, তাহারা যাহা খরচ করে উহার সম্বন্ধে পিছনে খোঁটা দিয়া ও কষ্ট দিয়া বেড়ায় না; তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সম্মিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে; তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

২৬৪। নায়সংগত কথা এবং ক্ষমা সেই দান হইতে উত্তম যাহার পরে কষ্ট-ক্লেশ আরম্ভ হইয়া যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-প্রশংসানী, পরম সহিষ্ণু।

২৬৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা দানের খোঁটা দিয়া এবং কষ্ট দিয়া নিজেদের দান সম্বন্ধে ঐ ব্যক্তির ন্যায় বাধা করিও না যে নিজের ধন-সম্পদ নোক দেশানোর জন্য ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না। তাহার উপমা ঐ মন্থন-শত্ৰু প্রস্তরের অবস্থার ন্যায়, যাহার উপর অল্প মাটি পড়িয়া আছে, অতঃপর, উহার উপর প্রবল রূষ্টিপাত হয় এবং উহাকে পরিষ্কার শক্ত প্রস্তররূপেই রাখিয়া যায়। তাহারা যাহা কিছু উপার্জন করে উহার কোন অংশই তাহারা রক্ষা করিতে পারে না। বস্তুত কাকের জাতিকে আল্লাহ্ হেদায়াত দেন না।

২৬৬। এবং যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তাহাদের আবার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার ন্যায় যাহার উপর প্রবল রূষ্টিপাত হইলে উহা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। এবং যদি উহাতে প্রবল রূষ্টিপাত নাও হয় তাহা হইলে অল্প রূষ্টিই যথেষ্ট এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

فَخَذُ أَرْبَعَةً مِنَ الْكَلْبِ فَصْرَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٥﴾

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَلْبَنَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةً حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَوِّفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَذَكَّرُونَ مَا اتَّفَقُوا مَعًا وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرَهُمْ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٧﴾

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ تُبْغَىٰ بِهَا آذَىٰ وَاللَّهُ غَفِيْرٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَكَرَّهُ صَدَقَةٌ لَا يَصُدُّوْنَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا كَسِبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٩﴾

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْيِئَاتٍ مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ يَرْبُو وَ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكْثَاهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُضِبْهَا وَابِلٌ ظَلَّمَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

২৬৭। তোমাদের মধ্যে কেহ কি ইহা চাহে যে, তাহার জন্য খজুর ও আঙ্গুরের এমন একটি বাগান থাকুক, যাহার উদ্দেশ্য দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকে, উহাতে তাহার জন্য সর্বপ্রকার ফল থাকে, অতঃপর তাহাকে বার্ষিক আসিয়া আক্রমণ করে এবং তাহার দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকে; এমন সময়ে সেই বাগানের উপর দিয়া এক অগ্নিময় ঘূর্ণিঝড় বহিয়া যায়, ফলে উহা পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়? এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন

৩৬  
[৬]  
৪

যেন তোমরা চিন্তা করিয়া কাজ কর।

أَيُّودَ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَنْتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضَعُفٌ إِنَّهُ فَاصِلُهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٧﴾

২৬৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু হইতে যাহা তোমরা উপার্জন কর, এবং উহা হইতেও যাহা আমরা তোমাদের জন্য হযীম হইতে উৎপন্ন করি, এবং তোমরা এমন নিকৃষ্ট বস্তুর সংকল্প করিও না, যাহা হইতে তোমরা খরচ কর বটে, কিন্তু তোমরা স্বয়ং চক্ষু বন্ধ না করিয়া আদৌ উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহ। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-প্রসন্নশালী, সকল প্রশংসার যোগ্য।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا يَتَسَوَّاهُ الْبَخِيلُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُمَّا بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُنْفِقُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ حَسِيدٌ ﴿٦٨﴾

২৬৯। শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং সে তোমাদিগকে অশ্রীলতার আদেশ দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ নিজ পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ক্ষমা এবং ক্ষমার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাত্যহদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

الشَّيْطَانُ يُعَذِّبُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالفِتْنَةِ وَاللَّهُ يُعَذِّبُكُم مِّنْ غَيْرِهَا إِنَّهُ وَقِيلٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٩﴾

২৭০। তিনি যাহাকে চাহেন হিকমত প্রদান করেন, এবং যাহাকে হিকমত প্রদান করা হয়, তাহাকে প্রভূত কন্যা প্রদান করা হয়; প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধিমান লোক ব্যতীত অন্য কেহ উপদেশ গ্রহণ করে না।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧٠﴾

২৭১। এবং যাহাকিছু তোমরা খরচ কর অথবা যাহাকিছু তোমরা মানত কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা জনেন; এবং যাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হইবে না।

وَمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ نَّفَقَةٍ إِنْ ذُرِّعْتُمْ تَنْذِيرًا إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧١﴾

২৭২। যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকাহ দান কর, তাহা হইলে ইহাও খুব ভাল; এবং যদি তোমরা উহা গোপনে দান কর এবং উহা দরিদ্রগণকে দাও, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর, এবং তিনি (ইহার কারণে) তোমাদের অনেক অনিষ্ট তোমাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন। এবং তোমরা যাহা কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন।

إِنْ تَبَدَّلَ الْوَالِدُ الْأَوْلَادَ الَّذِينَ فَتَمْنَا مِنْهُنَّ وَإِنْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٧٢﴾

তিলকার রুসুলু-৩

২৭৩। তাহাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব তোমার উপর নাস্ত নহে, বরং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন। এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা খরচ কর উহা তোমাদেরই আস্থার কলাণের জন্য, কারণ তোমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই খরচ করিয়া থাক। এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِكُوهُ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا  
ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ رُوِّفَ إِلَيْكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٣﴾

২৭৪। (উপরোক্ত দান সমূহ) ঐ অভাবীগণের জন্য তাহাদিগকে আল্লাহর পক্ষে (অমান্য কাছ হইতে) এমনভাবে আবদ্ধ করা হইয়াছে যে, তাহারা ভুগুষ্ঠে চলাফেরা করিতে পারে না। (তাহারা সাহায্য) চাওয়া হইতে বিরত থাকার কারণে অস্ত্র লোক তাহাদিগকে ধনী মনে করে। তুমি তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে; তাহারা মানুষের নিকট নাড়াহেঁচাবাদ্দা হইয়া কিছু চাহে না। এবং তোমরা ধন-সম্পদ হইতে যাহা কিছু খরচ কর, আল্লাহ্ নিশ্চয় উহা সম্বন্ধে সমাক অবগত আছেন।

لِيَقْرَأَ الَّذِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ  
عَذَابَ فِي الْأَرْضِ بِحَسَبِ جَاهِلٍ أَغْيَاءَ مِنَ  
الْمَغْمُومِ تَعْرِفُهُمْ بَيْنَهُمْ لَا تَسْأَلُونَ النَّاسَ  
عَنِ الْحَقِيقَاتِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٤﴾

৩৭  
[৭]  
৫

২৭৫। তাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাত্রে এবং দিবসে গোপনে এবং প্রকাশে খরচ করে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সম্মিথানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

الَّذِينَ يَتَّقُونَ أَمْوَالَهُم بِالْإِخْتِصَارِ  
عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٥﴾

২৭৬। তাহারা সূদ খায় তাহারা সেইভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাহাকে শয়তান সংস্পর্শে আনিয়া ডান-বৃদ্ধি হারা করিয়া ফেলে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয়ও সূদেরই মত'; অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সূদকে হারাম করিয়াছেন। সূতরাং তাহার নিকট তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন উপদেশ আসে এবং সে বিরত হয়, তাহা হইলে অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে উহা তাহারই এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহর নিকট নাস্ত। এবং তাহারা পুনরায় ইহা করিবে, তাহারা নিশ্চয় অগ্নিবাসী হইবে, সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ  
يَكْفُرُونَ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا سَلَفَ  
وَأْمُرْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٦﴾

২৭৭। আল্লাহ্ সূদকে বিলুপ্ত করেন এবং দানকে সমৃদ্ধ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কোন কাকের, পাপীকে আদৌ ভালবাসেন না।

يَسْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَرُبِّي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٧﴾

২৭৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহাদের জন্য পুরস্কার তাহাদের প্রভুর নিকট আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ شَرًّا خَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٨﴾

২৭৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে তোমরা সুদের যাহা কিছু বকেয়া আছে উহা ছাড়িয়া দাও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَيْنَ يَدَيْ  
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٩﴾

২৮০। এবং যদি তোমরা ইহা না কর, তাহা হইলে আল্লাহ এবং তাহার রসুলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা শ্রবণ কর, কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তাহা হইলে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রহিয়াছে; (এইরূপে) তোমরা কাহারও উপর যুলুম করিবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হইবে না।

إِن لَّمْ تَقْتُلُوا فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَإِن يَتَّبِعُوا فَلَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ  
لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

২৮১। এবং যদি কোন (খণী) ব্যক্তি দুদশান্ত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্বলতা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হইবে, আর তোমাদের দান করিয়া দেওয়া তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

وَإِن كَانَ ذُو عِرْقٍ فَانظُرْهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِن  
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

২৮২। এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদিগকে আল্লাহর দিকে ফিরাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে; অতঃপর, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের উপর যুলুম করা হইবে না।

وَأَتُوا نَوْمًا تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ  
بِطَلْحِقُومِهَا فَاصْبُرْ لِمَا كُنتَ تَكْفُرُ ﴿٢٨٢﴾

২৮  
২৮  
২৮

২৮৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা নির্দিষ্টকালের জন্য ঋণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে লেন-দেন কর, তখন তোমরা উহা লিখিয়া লও। এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন নায়সংগতভাবে লিখিয়া দেয়, এবং লেখক যেন লিখিতে অস্বীকার না করে, কারণ আল্লাহ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, অতএব সে যেন লিখে; এবং যাহার উপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব সে যেন (সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু) লেখায়, এবং তাহার প্রভু আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, এবং উহার মধ্যে যেন সে কিছু কম না করে; কিন্তু ঋণ গ্রহণকারী যদি নিবোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা স্বয়ং (বিষয়বস্তু) লিখাইতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার অভিভাবক যেন নায়সংগতভাবে (বিষয়বস্তু) লেখায়। এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য হইতে দুই জনকে সাক্ষী রাখ, কিন্তু যদি দুইজন পুরুষ না জোটে তাহা হইলে উপস্থিত দর্শকগণের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমরা পসন্দ কর একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক (সাক্ষী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ  
مُّسَمًّى فَآكُتِبُوا وَكُتِبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ  
لَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ  
وَالْيَمِينُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَحْسَبَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلَّ  
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ  
وَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن رَّضَوْنَ  
مِنَ الشَّهَادَةِ إِن تَوَجَّلَ احْدَاهُمَا فَتَدَارَا احْدَاهُمَا

থাকিবে), এই জনা যে, দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি একজন তুলিয়া যায় তাহা হইলে অপরজন সমরণ করাইয়া দিবে। এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হয় তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে; এবং মেন-দেন ছোট হউক বা বড় হউক তোমরা উহাকে মিয়াদসহ লিখিতে অবহেলা করিও না। ইহা আলাহর নিকট সর্বাধিক ন্যায়সংগত এবং প্রমাণের জন্য সর্বাধিক দৃঢ় এবং সমধিক নিকটবর্তী পক্ষা যাহাতে তোমরা সন্দেহে না পড়; কিন্তু যদি নগদ কারবার হয় যাহাতে তোমরা পরস্পর (মান ও মূল্যের) বিনিময় কর, এইরূপ ক্ষেত্রে ইহার কোন লেখা-পড়া না করিলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। এবং যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে বেচা-কেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও; এবং লেখক ও সাক্ষী কাহাকেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের অবাধতা বনিয়া গণ্য হইবে। এবং তোমরা আলাহর তাকওয়া অবনয়ন কর। এবং আলাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন; বশুতঃ আলাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

الْاُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤًا  
 اَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا اَوْ كَبِيرًا اِلَىٰ اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ  
 عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَاذْنِي اِلَّا تَرَ تَابُوا اِلَّا اَنْ  
 تَكُوْنَ بَیْعًا رَّ حَاضِرًا تَدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ اِلَّا اَنْ تَكْتُمُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَاَلَّا  
 يُضَارَّ كَتٰبِيْ وَلَا شَهِيدًا هٗ وَاِنْ تَقَاعَلُوْا فَاِنَّهُ لَمُسْوَقٌ  
 بِكُمْ وَاَتَقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اللّٰهَ وَاَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْ  
 عٍ عَلِيْمٌ

عَلِيْمٌ

২৮৪। এবং যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক ন  
 পাও তাহা হইলে দখলসহ কোন বস্তু বন্ধক রাখা বিধেয়। এবং  
 তোমাদের মধ্যে যদি কেহ অন্যের নিকট কিছু আমানত (গচ্ছিত)  
 রাখে তাহা হইলে যাহার নিকট আমানত রাখা হইয়াছিল সে  
 যেন তাহার আমানত প্রত্যর্পণ করে; এবং স্বীয় প্রভু আলাহর  
 তাকওয়া অবনয়ন করে। এবং তোমরা সাক্ষীকে গোপন করিও  
 না; এবং যে কেহ উহা গোপন করে নিশ্চয় সে এমন মানুষ  
 যাহার অন্তর পাপী। এবং তোমরা যে কাজকর্ম কর  
 তদসম্বন্ধে আলাহ্ সর্বজ্ঞানী।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّكَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهْنِ  
 مَّقْبُوْضَةً ؕ وَاَنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَاَلْيُوْا اِلٰى  
 اٰمٰنَتِكُمْ وَاَلْيَقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا تَكْفُرُوْا الشُّهَادَةَ  
 وَاَمِنْ يَكْتُمُهَا فَاِنَّهٗ اِيْمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ  
 عَلِيْمٌ

২৯  
 ৫

৩৯  
 [২]  
 ৭

২৮৫। যাহা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু ভূমণ্ডলে  
 আছে সবই আলাহর; তোমাদের অন্তরে যাহা কিছু আছে, যদি  
 তাহা তোমরা প্রকাশ কর বা তাহা গোপন কর, আলাহ্ তোমাদের  
 নিকট হইতে উহার হিসাব গ্রহণ করিবেন; অতঃপর, তিনি  
 যাহাকে চাহিবেন ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে চাহিবেন শাস্তি  
 দিবেন; এবং আলাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর  
 সর্বশক্তিমান।

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبَدُّوْا  
 مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحٰسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَنْفُرُ  
 لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْ  
 قَدِيْرٌ

قَدِيْرٌ

২৮৬। এই রসূল স্বয়ং ঈমান রাখে উহার উপর যাহা তাহার প্রতি তাহান প্রভু পক্ষ হইতে নাযেন করা হইয়াছে এবং অপরাপের মো'মে'নগণও; তাহারা সকলেই আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফিরিশ্তা এবং তাঁহার কিতাবসমূহ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান রাখে; (এবং তাহারা বলে) 'আমরা তাঁহার রসূলগণের কাহারও মধো কোন পার্থক্য করি না,' এবং তাহারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং আমরা আনুগত্য করিলাম; হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন।'

২৮৭। আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত (কষ্টকর) দায়িত্বভার নাস্ত করেন না। সে যাহা ভাল উপার্জন করিবে উহা তাহারই জন্য কল্যাণকর হইবে এবং যাহা মন্দ-উপার্জন করিবে উহা তাহারই বিপাক্য যাইবে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাকড়াও করিও না যদি আমরা ভুলিয়া যাই অথবা ভুলি-বিচুটি করি; হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর এমন দায়িত্বভার অর্পণ করিও না যেরূপ দায়িত্বভার তুমি আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর অর্পণ করিয়াছিলে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাইও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই; তুমি আমাদের মার্জনা কর এবং আমাদের ক্ষমা কর এবং তুমি আমাদের উপর রহম কর, (কারণ) তুমিই আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফের জাতির বিরুদ্ধে তুমি আমাদের

৪০

[ ৩ ] সাহায্য কর'।

৮

أَمَّنَ الرَّسُولَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ  
كُلٌّ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ وَرُسُلِهِمْ لَا تَقْرَبُ  
بَيْنَ أَهْلِ قَوْمٍ رَسُولٌ مِنْهُمْ إِلَّا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ  
رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۳۸﴾

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا  
مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا لِقَاءَ لَنَا بِهِ  
وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا  
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۳۹﴾

## سُورَةُ الْاٰلِ اِمْرَانَ مَكَّةَ مَبْتُةٌ

### ৩-সূরা আ লে 'ইমরান

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২০১ আয়াত এবং ২০ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

২। আনিফ নাম মীম اَلَمْ ②

৩। আল্লাহ (সেই সত্তা), যিনি ব্যতিরেকে কোন মা'ব্দ নাই, তিনি চিরজীব-জীবনদাতা, চিরস্বামী-স্থিতিদাতা اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ الْقَيُّوْمُ ③

৪। তিনি সত্যসহ তোমার উপর এই কিতাব নাযেন করিয়াছেন, উহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া যাহা ইহার পূর্বে (আসিয়া) ছিল; এবং তিনি ইহার পূর্বে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তওরাত ও ইনজীল নাযেন করিয়াছিলেন; এবং তিনি ফুরকান নাযেন করিয়াছেন । نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ④ مِنْ قَبْلُ هٰدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقٰنَ ⑤

৫। যাহারা আল্লাহর নির্দশনাবলীকে অস্বীকার করে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য কঠোর আযাব (অবধারিত) আছে । এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী । اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذٰبٌ شَدِیْدٌ وَّاِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ ذُوْا نِقٰمٍ ⑥

৬। নিশ্চয় আল্লাহ (সেই সত্তা), যাহার নিকট হইতে কোন বস্তুই গোপন নহে, না পৃথিবীতে এবং না আকাশে । اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰی عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمٰوٰتِ ⑦

৭। তিনিই মাহুগর্ভে যেভাবে চাহেন তোমাদিগকে আকৃতি দান করেন; তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'ব্দ নাই, তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময় । هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ كَيْفَ یَشَآءُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ⑧

৮। তিনিই, তোমার উপর এই কিতাব নাযেন করিয়াছেন, যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট-স্বার্থহীন, যেগুলি এই কিতাবের মূল; এবং অনাগুলি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, রূপক هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاَحْوَ مُشَبِّهٰتٌ ۙ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِی

(এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যাবাহী), কিন্তু যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে তাহারা ফিৎনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ইহার (অপ)ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ঐ অংশের অনুসরণ করে যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, রূপক; অথচ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন কেবল আল্লাহ্, এবং জানে পরিপক্ব লোকগণ; তাহারা বলে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান রাখি, সবই আমাদের প্রভুর তরফ হইতে সমাগত। বস্তুতঃ ধীমান ব্যক্তিগণ বাতীত অন্য কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না।

৯। 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের হাদয়কে বক্র হইতে দিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমি মহান দাতা;

১০। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় তুমি মানব জাতিকে সেইদিন একত্রিত করিবে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আল্লাহ্ (নিজ) প্রতিশ্রুতিকে আদৌ ভঙ্গ করেন না।'

১১। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে— তাহাদের ধন-সম্পদ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কখনও তাহাদের কোন কাজে আসিবে না; এবং ইহারা ইয়ির ইফ্বান।

১২। (তাহাদের আচরণ) ফেরাউনের সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের আচরণের অনুরূপ; তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; ইহাতে আল্লাহ্ তাহাদের পাপ সমূহের দরুন তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলেন; এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতীব কঠোর।

১৩। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে তুমি বল, 'অচিরেই তোমরা পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এবং উহা বড়ই মন্দ বাসস্থান।'

১৪। ঐ দুই দলের মধ্যে, যাহারা পরস্পর যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছিল, নিশ্চয় তোমাদের জন্য এক নিদর্শন ছিল; একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতেছিল এবং অপর দল কাফের ছিল;

قُلُوبِهِمْ زَلَّغَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ  
الْوَعْدَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ  
إِلَّا اللَّهُ وَالزَّالِمُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كَمَا  
كُنَّا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ①

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا  
مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَكِيلُ ①

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُخْلِفُ الْعَهْدَ ①

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُفِي عَنْهُمْ نُؤَاهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ  
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ①

كَذَابُوا أَلْفِ دَعْوَتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا  
بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ①

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتَةٌ وَأَنْتُمْ سَعْتَةٌ وَأَنْتُمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ  
وَابْسِ الْيَمَادُ ①

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَةِ النَّعَمِ فَقَدْ تَعَابَلْتُمْ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَالْآخِرَىٰ كَأَفْوَىٰ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَىٰ



যাহাদিগকে তাহারা (নিজেদের) চোখের দৃষ্টিতে নিজেদের তুলনায় বিশৃঙ্খল দেখিতেছিল । এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিমান করেন । নিশ্চয় ইহার মধ্যে দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে ।

الَّذِينَ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

১৫ । মানুষের নিকট কামনার বস্তুগুলির যথা, রমনীগণের, সন্তান-সন্ততির, স্ত্রুপে স্ত্রুপে পূজ্যকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের, চিহ্নিত অস্ত্রাস্ত্রির, পূহপালিত পশুসমূহের এবং শস্যক্ষেত্রের প্রতি আসক্তিকে মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে । এই গুলি সব পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী; কিন্তু আল্লাহ্ তিনি, যাঁহার নিকট উত্তম আবাসস্থল আছে ।

رَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاللَّيْلِ السُّؤْمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۝

১৬ । তুমি বল, 'আমি কি তোমাদিগকে উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তুর সংবাদ দিব ?' যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট রহিয়াছে জন্মাতসমূহ, যাহাদের তনুদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তাহারা শুধায় বাস করিবে এবং (তোমাদের জন্য সেখানে) পবিত্র জোড়া সমূহ এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সন্তুষ্টি (নির্ধারিত) আছে । এবং আল্লাহ্ (তাঁহার) বান্দাগণ সম্বন্ধে সর্বদ্রষ্টা ।

قُلْ أُو۟سٓٔٓٔكُمْ يَخْبِرُونَ ذٰلِكَ الَّذِيۙنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ۝

১৭ । যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি; অতএব, তুমি আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর, এবং আগুনের আযাব হইতে আমাদের রক্ষা কর;

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا كُنَّا دُۢنُو۟نَا وَعَنَّا ۝

১৮ । যাহারা ধৈর্যশীল, এবং সত্যবাদী, এবং অনুগত, এবং (আল্লাহ্র পক্ষে স্থায়ী ধন-সম্পদ) বায়কারী এবং সান্ত্বিত শেষ ভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী ।'

الضَّٰعِقِينَ وَالصَّٰدِقِينَ وَالْقٰنِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسَّحٰوٰٓءِ ۝

১৯ । আল্লাহ্ সাক্ষা দিতেছেন যে, তিনি বাতীত কোন মা'ব্দ নাই—এবং ফিরিশ্তাগণও এবং জ্বানীগণও ন্যায়ের উপর কায়ম হইয়া (এই সাক্ষা দেয়); তিনি বাতীত কোন মা'ব্দ নাই, যিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রত্যায়ম ।

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالشَّيْءَةُ وَأُولُو الْأُلْمِ قَالِمًا بِأَلْفِظٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

২০ । নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট ইসরাইমই পরিপূর্ণ দীন । এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পরই পরস্পর বিদ্রোহবশতঃ তাহারা মতভেদ করিল । এবং যে কেহ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তাহা হইলে (সে জানিয়া রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর ।

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَأَشْكُرُۙنَّ وَمَا اٰخْتَلَفَ الَّذِينَ اٰتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مَنۢ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا يَبِئْسَهُمْ ۝ وَمَن يَكْفُرۙ بِآيٰتِ اللَّهِ وَآنَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

২১। কিন্তু যদি তাহারা তোমার 'সহিত বিতর্ক করে তাহা হইলে তুমি বল, 'আমি আল্লাহর নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছি এবং যাহারা আমার অনুসরণ করে তাহারাও।' এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকে এবং উম্মী দিগকে বল, 'তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করিয়াছ ?' অতঃপর, তাহারা যদি আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে, এবং যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নয় তাহা হইলে তোমার কর্তব্য কেবল (পন্নগাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া। এবং আল্লাহ্ (তাঁহার) বাশ্বাগণের সম্বন্ধে সর্বপ্রণী।

২  
[১১]  
১০

২২। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করিতে চাহে এবং লোকদের মধ্য হইতে যাহারা ন্যায় বিচারের আদেশ দেয় তাহাদিগকেও হত্যা করিতে চাহে, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে যন্তুণাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।

২৩। তাহারা ই সেই সকল লোক যাহাদের কর্ম সমূহ ইহকালে ও পরকালে বার্থ হইবে এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী হইবে না।

২৪। যাহাদিগকে কিতাবের একাংশ দেওয়া হইয়াছিল, তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর নাই? (যখন) তাহাদিগকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয় যেন ইহা তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেয়, তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল উপেক্ষা করিয়া মুখ ফিরাইয়া নয়।

২৫। ইহা এই জনা যে, তাহারা বলে, 'নির্দিষ্ট কতক দিন ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে আদৌ স্পর্শ করিবে না।' এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রচনা করিয়া আসিতেছিল তাহাই তাহাদিগকে তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে প্রতারণিত করিয়াছে।

২৬। অতএব, যখন আমরা তাহাদিগকে সেই দিন একত্রিত করিব যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই তখন অবস্থা কেমন হইবে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাহা সে অর্জন করিবে উহার পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং তাহাদের উপর কিছু মাত্র যুলুম করা হইবে না ?

২৭। তুমি বল, 'হে রাজাধিপতি আল্লাহ্ ! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও; এবং যাহাকে চাহ ইজ্জত দান কর এবং যাহাকে চাহ

فَإِنْ حَاجَبَكَ فَقُلْ أَسَلْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنْ أَعْبَىٰ  
وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسَلْتُمْ فَلَنْ  
أَسَلُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ كُنْتُمْ لَأَنْتُمْ عَلَيَّ الْبَاطِلِ  
يَوْمَ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢١﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ  
يَعْرِضُونَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ  
النَّاسِ لَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ آيَاتِ الْبُحُورِ ﴿٢٢﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٣﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ  
إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ فِرْقًا مِّنْهُمْ  
وَهُمْ ضَالُّونَ ﴿٢٤﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَسْتَأْذِنَكَ الْتَأْذِنًا وَلَا إِنَّا لَمَعَدُونَ  
وَغَرَّهم فِى دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾

فَلَكَيْفَ إِذَا جَنَّاهُمْ يَوْمَ لَا رَبَّ فِيهِمْ وَوَقَّيْتِ  
كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

قُلِ اللَّهُمَّ لِيكَ تُوْفَىٰ الْمَلِكُ مَن تَشَاءُ وَتُنزِجِ  
الْمَلِكُ مَن تَشَاءُ وَتُؤْزِرُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن

লাঞ্ছিত কর। সকল কল্যাণ তোমারই হস্তে। নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

২৮। তুমি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট কর এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট কর; এবং তুমি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির কর এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির কর। এবং যাহাকে চাহ তুমি বেহিসাব রিষক দান কর।'

২৯। মো'মেনসগ যেন মো'মেনসগকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধ হিসাবে গ্রহণ না করে, এবং (তোমাদের মধ্যে) যেকোন ইহা করিবে, আল্লাহর সহিত কোন বিষয়ে তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না; হাঁ, কেবল তোমরা তাহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা (তাঁহার শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছেন এবং আল্লাহরই দিকে (সকলকে) প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

৩০। তুমি বন, 'তোমাদের বন্ধুদেশে যাহা কিছু আছে উহা তোমরা প্রকাশ কর অথবা উহা গোপন কর, আল্লাহ উহা জানেন; এবং তিনি জানেন যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে। এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।'

৩১। (সেই দিনকে উয়্য কর) যেদিন প্রত্যেক আত্মা যে কোন উত্তম কাজ করিয়া থাকিবে উহা নিজের সম্মুখে হামির পাইবে এবং যে কোন মন্দ কাজ করিয়া থাকিবে উহাও (হামির পাইবে)। সে তখন কামনা করিবে, হায়! যদি উহার এবং তাহার মধ্যে দীর্ঘ বাবধান হইত। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা (তাঁহার শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁহার বান্দার প্রতি অতি মমতাসীল।

৩  
১০১  
১১

৩২। তুমি বন, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহা হইলে তোমরা আমার অনুসরণ কর; আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াদিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীত ক্ষমাসীল, পরম দয়াময়।'

৩৩। তুমি বন, 'আল্লাহ ও এই রসূলের আনুগত্য কর; কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নয় তাহা হইলে (জানিও) আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।

نَسَاءً يَبِيدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۝  
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۝  
وَتَرزُقُ مَنْ نَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ

الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ  
فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ  
اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

قُلْ إِنْ تَحْفَوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَرْتَدُّوا بِعُنُقِهِ  
اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السُّبُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ  
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

يَوْمَ يَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضًّا ۙ  
وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ  
أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ وَوَفَّ  
بِالْعِبَادِ ۝

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ  
اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝

৩৪। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদমকে এবং নূহকে এবং ইব্রাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের বংশধরকে (সমসাময়িক) জগৎদ্বারীর উপর মনোনীত করিয়াছিলেন—

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এমন এক বংশধরকে, যাহারা একে অপর হইতে উত্তৃত হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ সর্বপ্রাভা, সর্বজ্ঞানী।

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। (স্মরণ কর) যখন ইমরানের স্ত্রী বলিল, 'হে আমার প্রভু! যাহা কিছু আমার গর্ভে আছে উহাকে আমি (সংসার) মুক্ত করিয়া তোমার (ধর্মের খেদমতের) জন্য উৎসর্গ করিলাম। সূতরাং তুমি আমার নিকট হইতে ইহা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বপ্রাভা, সর্বজ্ঞানী।'

إِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতঃপর, যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমি যে এক কন্যা প্রসব করিয়াছি! অথচ আল্লাহ্ উহা সর্বাপেক্ষা অধিক জানিতেন যাহা সে প্রসব করিয়াছিল, বস্তুত; (তাহার কামা) পুত্র সন্তান (এই প্রসূত) কন্যা সন্তানের সমতুল্য নহে; এবং আমি তাহার নাম মরিয়ম রাখিয়াছি, এবং তাহাকে এবং তাহার বংশধরগণকে বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করিতেছি।'

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَوٰةُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ﴿٣٧﴾

৩৮। সূতরাং তাহার প্রভু তাহাকে উত্তমভাবে কবুল করিলেন এবং তাহাকে উত্তম ভাবে বর্ধিত করিলেন এবং যাকারিয়াকে তাহার অভিভাবক করিলেন। যখনই যাকারিয়া তাহার নিকট মেহরাবে (ইবাদতস্থানায়) যাইত, সে তাহার নিকট খাদ্য সামগ্রী পাইত। সে (একদা) বলিল, 'হে মরিয়ম! ইহা তোমার জন্য কোথা হইতে আসে?' সে বলিল, 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।' নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহেন বেহিসাব দান করেন।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَبٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَوَقَّعْنَا زَكَرِيَّا فِيهَا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْعَرْصَ وَجَدَ عِنْدَ هَارِزِقًا قَالَ يَمْرِؤُا أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। তখন সেখানেই যাকারিয়া তাহার প্রভুকে ডাকিয়া বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর, নিশ্চয় তুমি বড়ই দোয়া শ্রবণকারী।'

هَٰذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾

৪০। যখন সে মেহরাবে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল তখন ফিরিশ্তাগণ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহুইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, সে আল্লাহ্‌র এক বাক্যের সত্যায়নকারী, নেতা, সচ্চরিত্র এবং সৎকর্মশীলগণের মধ্য হইতে নবী হইবে।

فَتَادَّاهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْغَيْبِ أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِبَخِيٍّ مُّصَدِّقًا لِّمَا جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿٤٠﴾

৪৯। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার পুত্র কিরূপে হইবে, অথচ বার্বকা আমাকে পরাভূত করিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা? ' তিনি বলিলেন 'এই রূপেই, আল্লাহ্ যাহা চাহেন করেন।'

قَالَ رَبِّ اَنْى يَكُون لِى عُلْمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِى الْاِكْبَرُ  
وَ اَمْرَانِى عَاقِبَةٌ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝

৪২। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য (আদেশ পূর্বক) কোন নিদর্শন দান কর।' তিনি বলিলেন, 'তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন যাবৎ লোকের সহিত ইস্তিতে ব্যতীত কথা বলিবে না। এবং তুমি তোমার প্রভুকে বেশী বেশী সম্মরণ কর এবং সন্ধ্যা ও প্রভাতে তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لى آيَةً قَالَ اَيْتُكَ الْاَلَمْ يَكْمُرِ النَّاسُ  
ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمًا وَاذْكُرْ نَبَاكَ كَثِيْرًا وَّ سَخِرْ بِالسَّيْفِ  
۝ وَالْاِذْكَارِ ۝

৪৩। এবং (সম্মরণ কর) এখন ফিরিশতাগণ বলিল, 'হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমাকে পবিত্র করিয়াছেন এবং তোমাকে (তৎকালীন) বিশ্বের মহিলাগণের উপরে মনোনীত করিয়াছেন।'

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَا  
طَهَّرَكِ وَاَصْطَفٰكِ عَلَى نِسَاِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৪। হে মরিয়ম! তুমি তোমার প্রভুর আনুগত্য কর এবং সেজদা (পরম দীনতা প্রকাশ) কর এবং রুকূকারীগণের (এক আল্লাহ্র ইবাদত কারীগণের) সহিত মিলিত হইয়া রুকূ কর।'

يٰمَرْيَمُ اقْنُصِيْ لِربِّكِ وَاَسْجُدِيْ وَاذْكُرِيْ مَعَ  
الْوٰعِيْنَ ۝

৪৫। ইহা গায়েবের সংবাদ সমূহের অন্তর্গত, যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিতেছি। এবং তুমি তখন তাহাদের নিকটে ছিলে না যখন তাহারা আপন আপন তীর নিক্ষেপ করিতেছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে কে মরিয়মের অভিভাবক হইবে; এবং যখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকটে ছিলে না।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاِ الْغَيْبِ نُوْحِيْۤ اِلَيْكَ وَا مَا كُنْتَ  
لَدَيْهِمْ اِلَّا يَلْقَوْنَ اَفْلا مَهُمْ اِيْهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ  
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِلَّا يَخْتَصِمُوْنَ ۝

৪৬। যখন ফিরিশতাগণ বলিল, 'হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজের এক কালামের দ্বারা তোমাকে (একটি সন্তানের) সুসংবাদ দিতেছেন, তাহার নাম হইবে মসীহ্ ইসা ইবনে মরিয়ম, সে ইহকাল এবং পরকালে সম্মানের অধিকারী এবং (আল্লাহ্র) নৈকট্য-প্রাপ্ত লোকগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ  
مِّنْهُ هِىَ اِسْمُهُ النَّسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَا وَجِدْهَا  
فِى الدُّنْيَا وَا الْاٰخِرَةِ وَا مِنَ الْمَرْسُوْلِيْنَ ۝

৪৭। এবং সে দোননায় এবং প্রৌঢ়াবস্থায় লোকদের সহিত কথা বলিবে এবং সৎকর্মপরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَا كَهْلًا وَا مِنَ الْمَرْسُوْلِيْنَ ۝

৪৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু। কিরূপে আমার সন্তান হইবে অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই? ' তিনি বলিলেন, 'এই ভাবেই, আল্লাহ্ যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন, যখন কোন বিষয় তিনি ফয়সালা করেন তখন উহার সম্বন্ধে তিনি শুধু বলেন, 'হও', তখন উহা হইয়া যায়,

قَالَتْ رَبِّ اَنْىٰ يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشْرٌ  
قَالَ كَذٰلِكَ يَخْلُقُ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ اِذَا قَضٰهُ اَمْرًا فَاَمَّا  
يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۷۸﴾

৪৯। এবং তিনি তাহাকে কিতাব এবং হিকমত এবং তওরাত এবং ইনজীল শিক্ষা দিবেন;

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰتَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿۷ۯ﴾

৫০। এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি রসূল রূপে (এই পয়গাম সহ প্রেরণ করিবেন)যে, আমি নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক নিদর্শনসহ আসিয়াছি (উহা এই) যে, তোমাদের জন্য কাদা হইতে আমি পাখীর অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করিব, অতঃপর উহার মধ্যে আমি ফুৎকার করিব, ফলে উহা আল্লাহর আদেশে উদ্ভয়নশীল হইয়া যাইবে, এবং আল্লাহর আদেশে আমি অন্ধ এবং কূট রোগীকে নিরাময় করিব এবং মৃতগণকে জীবন দান করিব, এবং তোমরা কি খাইবে এবং তোমাদের ঘরে কি সংগ্ৰহ করিবে সেই বিষয়ে তোমাদিগকে আমি অবহিত করিব। নিশ্চয় ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য এক নিদর্শন রহিয়াছে যদি তোমরা মো'মেন হও।

وَرَسُوْلًا لِّىْ بَنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ لَهٗ اَتٰى مَدَّجِنًا كُرْبًا يٰۤاٰتِيْهُ  
مِن رَّبِّكُمْ اَتٰى اَخْلَقُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْرِ جَنِيْدًا فَالطَّيْرِ  
مَا نَفْعُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ كَلِيْمًا يٰۤاٰذِنُ اللّٰهُ وَاَنْبَرِيْٓ  
اِنَّ كَلِمَةً وَّاَلْبَرَصَ وَاَنْبٰى النَّوٰى يٰۤاٰذِنُ اللّٰهُ وَا  
اُنْتَجَمَكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدْحُرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ  
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لٰآيٰةٍ لِّكُلِّ اُمَّةٍ لِّئَلَّا يُكْفَرَنَّ الَّذِيْنَ  
كٰفَرُوْا اِنَّهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۸۰﴾

৫১। এবং আমি তসদীককারী উহার যাহা আমার সম্মুখে আছে অর্থাৎ তওরাতের, এবং এইজন্য (আসিয়াছি) যেন আমি তোমাদের জন্য হালাল করি কতক বস্তুকে যাহা (পূর্বে) তোমাদের উপর হারাম করা হইয়াছিল, এবং তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে আমি এক নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি, অতএব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

وَمَصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰتِ وَاِلٰٓحٰٓظٍ  
لِّكُلِّ بَعْضِ الَّذِيْنَ حٰزَمَ عَلَيْنٰكُمْ وَاَنْتُمْ لَكُمْ اٰيٰتٍ  
مِّن رَّبِّكُمْ فَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا ﴿۸۱﴾

৫২। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, সুতরাং তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ  
مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۸ۨ﴾

৫৩। অতঃপর যখন ঈসা তাহাদের মধ্যে কুফরী অনুভব করিল, সে বলিল, 'আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে?' হাওয়ারীসগণ বলিল, 'আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছি। এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা আহমসমর্পককারী।

فَلَمَّا اَحْسَٓ عٰنِيْ مِنْهُمْ اَكْفَرُ قَالَ مَنْ اٰنصُرُوْنِىْ  
اِلٰى اللّٰهِ قَالَ النَّوٰرِيْثُوْنَ نَحْنُ اٰنصَارُ اللّٰهِ اَمْسَا  
بِاللّٰهِ وَاَشْهَدُ بِاَنَّكَ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۩﴾

৫৪। হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান আনিয়াছি উহার উপর যাহা তুমি নাযেল করিয়াছ এবং এই রসূলের অনুসরণ করিয়াছি। স্তব্ধ এবং, তুমি আমাদিগকে সাক্ষীগণের মধ্যে লিখিয়া রাখ।'

رَبِّنَا إِنَّا نَبِئُكَ بِمَا أَنْزَلْنَا الرُّسُولَ مَا كُنَّا نَبِئُكَ  
مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং তাহারা (ঈসার শত্রুগণ) পরিকল্পনা করিল এবং আল্লাহ্‌ও পরিকল্পনা করিলেন এবং আল্লাহ্‌ পরিকল্পনা কারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَرَّهُوا اللَّهُ خَيْرَ الْمَكْرُورِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬। (সত্রর কর সেই সময়কে) যখন আল্লাহ্‌ বলিলেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মুত্তা দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উন্নীত করিব এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের (দোষারোপ) হইতে তোমাকে পবিত্র করিব এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের উপর তোমার অনুসরণকারীদিগকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রধান্য দান করিব, অতঃপর আমার সম্মিথানেই হইবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তোমাদের মধ্যে ঐ বিষয়ে ফয়সালা করিব যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিয়া আসিতেছিলে।

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِنِّي فَاعِكَ إِنِّي  
مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ  
اتَّبَعُوكَ تَوْفَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ  
إِنِّي مُرْجِعُكُمْ فَأَنْتُمْ بَيْنَهُمْ فَمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। অতঃপর, যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহাদের পরিণাম এই যে, আমি তাহাদিগকে কাঠোর শাস্তি দিব—ইহকালেও এবং পরকালেও, এবং তাহাদের জন্য কেহই সাহায্যকারী হইবে না;

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْدِدْ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنِّي  
الَّذِينَ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮। বাকী রহিল তাহাদের বিষয় যাহারা ঈমান আনে এবং পূর্ণা কর্ম করে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ণা কর্মের পূর্ণ পুরস্কার দান করিবেন। এবং আল্লাহ্‌ যানেমাদিগকে ভালবাসেন না।'

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجْرَهُمْ  
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯। ইহা সেই বিষয় যাহা আমরা তোমার নিকট আয়াত সমূহ এবং হিকমতপূর্ণ উপদেশবাণী হইতে আৱতি করিতেছি।

ذَلِكَ نُنزِّلُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٩﴾

৬০। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার অবস্থা আদমের অবস্থার অনুরূপ। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, 'হও' এবং সে হইয়া গেল।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ  
تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٠﴾

৬১। (ইহা) তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে পূর্ণ সত্য, সূত্রাং সন্দেহ গোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

الْحَقِّيْ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَدِّينَ ﴿٦١﴾

৬২। সূতরাং তোমার নিকট জান আসিবার পরে যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে তাহাকে তুমি বল, আস, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে, এবং আমাদের লোকগণকে এবং তোমাদের লোকগণকে, অতঃপর কাম্বাকাটি করিয়া দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত যাচনা করি।'

৬৩। নিশ্চয় ইহাই সত্য বিবরণ, এবং আল্লাহ্ বাতীত কোন মা'বুদ নাই এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬৪। কিন্তু যদি তাহারা মুশ ফিরাইয়া নয়, তাহা হইলে নিশ্চয় [৯] আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সর্বজননী।

৬৪

৬৫। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় আস যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান— আমরা যেন আল্লাহ্ বাতীত কাহারও ইবাদত না করি এবং তাহার সহিত কোন কিছুকেই আমরা শরীক না করি এবং যেন আমাদের মধ্যে কতক অপর কতককে আল্লাহ্ বাতীত প্রভু স্বরূপ গ্রহণ না করে।' অতঃপর, যদি তাহারা মুশ ফিরাইয়া নয়, তাহা হইলে তোমরা বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (আল্লাহ্র নিকট) আত্মসমর্পণকারী।'

৬৬। হে আহলে কিতাব! তোমরা ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তর্ক কর, অথচ তওরাত ও ইনজীল নিশ্চয় তাহার পরে নাযেল করা হইয়াছে, তবু কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

৬৭। দেখ! তোমরাইতো সেই বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়াছিলে যে বিষয়ে তোমাদের (কিছু) জান ছিল, কিন্তু তোমরা সেই বিষয়ে কেন বাদানুবাদ কর যে বিষয়ে তোমাদের কোন জান নাই? বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

৬৮। ইব্রাহীম ইহুদীও ছিল না এবং খৃষ্টানও ছিল না, সে ছিল (আল্লাহ্র প্রতি) সত্যনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণকারী, এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

৬৯। নিশ্চয় ইব্রাহীমের সহিত নিকটতম সম্বন্ধ বিংশটি লোক তাহারা ই যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে এবং এই নবী এবং (তাহার উপর) যাহারা ঈমান আনিয়াছে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মো'মেনগণের অভিভাবক।

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَ  
نِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْهَلْ فَتَجْعَلْ  
عَنْتَ اللَّهُ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦٢﴾

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ  
وَلَا تَتَّبِعُوا مَا يَتَّبِعُونَ اللَّهُ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمُغْنِمٌ الْعَالَمِينَ ﴿٦٣﴾

﴿٦٤﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٥﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ  
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا  
بَعْضًا أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا  
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٦﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي دِينِكُمْ وَمَا أَنْزَلَتْ  
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

هَاتُمْتُمْ هُوَادًا حَاجَجْتُمْ فِينَا كُفْرَهُ وَعِلْمَهُ فَلِمَ  
تُحَاجُّونَ فِينَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يُلْعَمُ وَ  
أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ  
حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٩﴾

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَتَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا  
الْحَقُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٠﴾



৭০। আহলে কিতাবের মধ্যে একদল আকাঙ্ক্ষা করে, হয়! যদি তাহারা তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিত; বস্তুতঃ তাহারা কেবল নিজদিগকেই পথভ্রষ্ট করিতেছে, কিন্তু তাহারা ইহা উপলব্ধি করে না।

৭১। হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিতেছ, অথচ তোমরাই ইহার (সত্যতার) সাক্ষ্য দান করিতেছ?

৭২। হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা জানিয়া বৃথিয়া সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্যকে গোপন কর?

৭৩। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে একদল বলে, 'ঈমান আনিয়াছে যাহারা তাহাদের উপর স্বাধা কিছু নাথেন করা হইয়াছে উহার উপর তোমরা দিবসের প্রথম ভাগে ঈমান আন এবং উহার শেষ ভাগে অস্বীকার কর, যেন তাহারা ফিরিয়া আসে;

৭৪। এবং (তাহারা ইহাও বলে) ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, অন্য কাহাকেও মানা করিও না।' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত, উহা এই যে, কাহাকেও তদনুযায়ী দেওয়া হউক বাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, অথবা তাহারা তোমাদের প্রভুর সম্মুখে তোমাদের নিকট দলিলাদি পেশ করুক।' তুমি বল, 'নিশ্চয় সকল ফয়ল আল্লাহর হাতে, তিনি যাহাকে চাহেন উহা দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী;

৭৫। তিনি যাহাকে চাহেন আপন রহমতের জন্য বাছিয়া লন, এবং আল্লাহ্ মহা ফয়লের অধিকারী।'

৭৬। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে কেহ কেহ এমন আছে যাহার নিকট তুমি রাশীকৃত ধন-সম্পদ আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিয়া দিবে, তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ এমনও আছে, যাহার নিকট তুমি এক দীনার আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিবে না যতরূপ পর্যন্ত না তুমি তাহার (মাথার) উপর দাঁড়াইয়া থাক। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'নিরাকরগণের ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে কোন কৈফিয়ৎ নাই; এবং তাহারা জানিয়া গুনিয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে।

وَذَتْ ظَلَامَةً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٧٠﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُشْهَدُونَ ﴿٧١﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبُسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٢﴾

وَقَالَتْ ظَلَامَةً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيْنَا آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا لَيْلًا لَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٣﴾

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِالَّذِي نَحْنُ الْهُدَىٰ وَالَّذِي نَحْنُ الْهُدَىٰ اللَّهُ أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مَّا أَوْتَيْتُمْ أَوْ يُجَاوِزْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٤﴾

يُخَصِّصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٥﴾

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِنْ تَأَمَّنْهُ بِعِنَايَةِ يَوْمِ إِلَيْكَ وَوَعْدُكَ مَن إِنْ تَأَمَّنْهُ بِدِينَانَا لَا يُؤَدُّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّاتِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। না, বরং যে নিজের অস্বীকার পূর্ণ করে এবং আল্লাহর তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীসগকে ভালবাসেন।

৭৮। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর সংগে কৃত (নিজেদের) অস্বীকারকে এবং কসমসমূহকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করে তাহারা এমন লোক যাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না এবং কিয়ামতের দিনে না আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন এবং না তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন এবং না তিনি তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন; পরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আশাব।

৭৯। এবং নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে এমন এক দল আছে যাহারা কিতাব (পাঠ)-এর সঙ্গে নিজেদের জিহ্বাসমূহকে এমন ভাবে মোচড়ায় যেন তোমরা উহাকে কিতাবের অংশ বলিয়া মনে কর, অথচ উহা কিতাবের অংশ নহে। এবং তাহারা বলে, 'উহা আল্লাহর তরফ হইতে; অথচ উহা আল্লাহর তরফ হইতে নহে; এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে।

৮০। কোন সত্যপরায়ণ মানুষের পক্ষেই ইহা সমীচীন নহে যে, আল্লাহ তাহাকে কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুওয়্যাত দান করেন, অতঃপর সে লোকদিগকে বলে, 'আল্লাহকে ছাড়িয়া তোমরা আমার ইবাদতকারী হও, বরং (সে ইহাই বলিবে) তোমরা রব্বানী: (প্রভুর ইবাদতকারী) হও, কেননা তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়া থাক এবং এইজন্য যে, তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করিয়া থাক।'

৮১। এবং ইহাও (তাহার জন্য সমীচীন) নহে যে, সে তোমাদিগকে এই রূপ আদেশ দিবে যে, তোমরা ফিরিশ্‌তাগণকে এবং নবীগণকে প্রভু রূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলমান হওয়ার পর কি সে তোমাদিগকে কাফের হইবার আদেশ

৮  
[৯]  
১৬  
দিবে ?

৮২। এবং (সমরপ কর) যখন আল্লাহ নবীদের (মাধ্যমে লোকদের) নিকট হইতে অস্বীকার লইয়াছিলেন (এই বলিয়া), 'কিতাব এবং হিকমত হইতে যাহা কিছু আমি তোমাদিগকে দিই, অতঃপর তোমাদের নিকট এমন রসূল আসে যে সেই বাণীর সত্যায়ন করে যাহা তোমাদের নিকট আছে, তখন তোমরা নিশ্চয় তাহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَآتَىٰ لَكُمْ اللَّهُ جُثَّةَ الْثَوَابِ ۝

إِنَّ الدِّينَ يُشْرِكُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَإِيَّانِهِمْ ثُمَّ مَا لَكُمْ أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأُخْرَىٰ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنَادِيهِمْ ۝ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفِرْقًا بَلَّوْنَا أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَ السُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيُنَا بِمَا كُنْتُمْ تُعْبُدُونَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدُسُّونَ ۝

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُكْفِرُوا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِمَّةَ وَالتَّيْبِينَ أَرْبَابًا ۝ أَيْ أَمْرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ لَمَّا أَنْتُمْ كُفْرًا مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَبُكُمْ

হইলে, এবং এই বিষয়ে তোমরা তোমাদের প্রতি নাস্ত আমার প্রদত্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিলে ?' তাহারা বলিল, 'আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রহিলাম।'।

وَ أَخَذْنَا عَلَىٰ ذٰلِكُمْ اٰمِرًاۙ قَالُوۡۤا اٰقْرَبْنَاۙ قَالَ  
فَاَشْهَدُوۡۤا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّٰهِدِيۡنَ ﴿۷۰﴾

৮৩। অতঃপর, যাহারা ইহার পর ফিরিয়া যাইবে, অবশ্য তাহারা হইবে দৃষ্টিপরায়াগ।

فَمَنْ تَوَلَّىۢ بَعْدَ ذٰلِكَۙ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوۡنَ ﴿۷۱﴾

৮৪ : অতঃপর, তাহারা কি আল্লাহর দৌনের পরিবর্তে অন্য কিছু চাহে, অথচ আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে সে কেহ আছে সকলেই ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তাহাদের সকলকেই তাহার নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ?

اَفَاغْيٰرُ وَاِنَّ اللّٰهَ يَبۡغُوۡنَ وَاَلَاۤ اَسۡلَمَ مِنۡ فِى السَّمٰوٰتِ  
وَ الْاَرْضِ طٰوَعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِۙ يُرۡجَعُوۡنَ ﴿۷২﴾

৮৫। তুমি বল, 'আমরা ঈমান আনি আল্লাহর উপর এবং উহার উপর যাহা আমাদের উপর নায়েন করা হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহীম এবং ইসমাইল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহাদের) বংশধরগণের উপর নায়েন করা হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে মুসাকে এবং ঈসাকে এবং নবীগণকে প্রদান করা হইয়াছে। আমরা তাহাদের কাহারও মখে পার্থক্য করি না, এবং আমরা তাহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।'।

قُلۡ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَّمَاۤ اُنۡزِلَ عَلَيْنَا وَّمَاۤ اُنۡزِلَ عَلٰٓى اٰیۡمِیۡمٍ  
وَ اَسۡمٰعِیۡلَ وَّ اِسۡحٰقَ وَّ یٰقُوۡبَ وَّ الْاِسۡبَاطِ وَّمَاۤ اٰتٰى مُوسٰى وَّ عِیۡسٰى وَ النَّبِیُّوۡنَ مِنۡ رَّبِّهِۚ لَا نَعۡرِفُ  
بَیۡنَ اَحَدٍ مِّنْهُمۡ وَ نَحۡنُ لَهٗ مُسۡلِمُوۡنَ ﴿۷৩﴾

৮৬। এবং যদি কেহ ইসলাম বাতীত অন্য কোন ধর্মকে গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা হইলে উহা তাহার নিকট হইতে কখনও কবুল করা হইবে না, এবং পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَمَنۡ يَّبۡتَغِ غَیۡرَ الْاِسۡلَامِ دِیۡنًا فَلَٰنَ یُقَبَّلَ مِنۡهُ  
وَ هُوَ فِى الْاٰجِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِیۡنَ ﴿۷৪﴾

৮৭। কেমন করিয়া আল্লাহ ঐ জাতিকে হেদায়াত দিবেন যাহারা ঈমান আনিবার পর অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা সাক্ষা দিয়াছে যে, এই রসূল সত্য এবং তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহ আসিয়াছে ? বস্তুতঃ আল্লাহ যানেম জাতিকে হেদায়াত দেন না।

كَيْفَ یَهۡدِی اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوۡۤاۙ بَعۡدَ اٰیٰمِنَاهُمۡ وَّ  
شَٰهَدًاۙ اِنَّ الرُّسُوۡلَ حَقٌّ وَّ جَاءَهُمُ الْبَیِّنٰتُ مِنَ اللّٰهِ  
لَا یَهۡدِی الْقَوْمَ الظَّٰلِمِیۡنَ ﴿۷۫﴾

৮৮। ইহারা এমন লোক যাহাদের প্রতিফল এই যে, তাহাদের উপর আল্লাহ এবং ফিরিশ্তাগণ এবং মানব জাতি সকলেরই নামত (অভিসম্পাত)।

اُوۡلٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمۡ اَنۡ عَلَیۡهِمۡ لَعۡنَةُ اللّٰهِ وَّ اَلۡسَلٰتِ  
وَ النَّاسِ اَجۡمَعِیۡنَ ﴿۷۬﴾

৮৯। তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল থাকিবে, তাহাদের উপর হইতে শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না ;

خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَاۙ لَا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَّ  
لَا هُمْ یُنظَرُوۡنَ ﴿۷ۭ﴾

১০। কিন্তু এ সকল লোক ব্যতীত যাহারা ইহার পর তওবা করিবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১১। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ঈমান আনার পর, অনন্তর অস্বীকারে আরও বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের তওবা আদৌ কবুল করা হইবে না; বস্তুতঃ তাহারা ই পথ-ভ্রষ্ট।

১২। নিশ্চয় যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং কাফের থাকা অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহাদের কাহারও নিকট হইতে পৃথিবী-ভরা স্বর্ণও আদৌ কবুল করা হইবে না যদিও সে উহা মুক্তি-পন হিসাবে পেশ করে। ইয়ারাই এমন যাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হইবে না।

১১১  
১১২

১১৩  
১১৪  
১১৫

১৩। তোমরা কখনও পূণ্য অর্জন করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে শরচ কর; এবং যাহা কিছু তোমরা শরচ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা উত্তমরূপে স্বগত আছে।

১৪। সকল খাদাই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল— কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহা ইসরাঈল (ইয়াকুব) তওরাত নাযেল হওয়ার পূর্বে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছিল। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তওরাত আন এবং উহা পাঠ কর।'

১৫। অতএব, ইহার পরও যাহারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে, বস্তুতঃ তাহারা ই যালম।

১৬। তুমি বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন; সুতরাং (আল্লাহ্‌র প্রতি) একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের দীনের অনুসরণ কর, সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

১৭। নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল তাহা হইল বাক্বাতে, উহা বরকত পূর্ণ এবং হেদায়াতের কারণ— সমগ্র জগতের জন্য।

১৮। ইহাতে অনেকগুলি সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে,— মাকামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের আবাস স্থল), এবং যে ইহাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ করা সেই সকল লোকের উপর ফরয যাহারা উহা পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে ইহা অস্বীকার করে সে জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ্ জগতসমূহের আদৌ ম্বাশপক্ষী নহেন।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑩

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ نَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ⑪

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَتَوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ نَقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلًّا فِي الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا فِئْدَى بِهِ ⑫  
إِنَّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑬ وَأَلَهُمْ فِي نَارِهِمْ ⑭

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ⑮

كُلُّ الظَّالِمِ كَانَ جَلًّا لِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑯  
فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑰

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الشِّرْكِينَ ⑱

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ⑲

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ⑳ وَوَلِّهِ عَلَى النَّاسِ جُنْحُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ㉑ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ㉒

৯৯। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিতেছ এমতাবস্থায় যে, তোমরা গাছা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহার সাক্ষী?'

قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابَ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

১০০। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! যে বাস্তব ঈমান আনে, তোমরা কেন তাকে আল্লাহর পথে বাধা দিতেছ উহাকে বক্র করিবার উদ্দেশ্যে অথচ তোমরা (ইহার সত্যতার) সাক্ষী? এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ সে বিষয়ে গাফেল নহেন।'

قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابَ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنَ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের মধ্য হইতে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে কোন এক দলের আনুগত্য কর (তাহা হইলে) তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের ঈমান আনিবার পর পুনরায় কাফের করিয়া লইবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَإِنِ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿١٠١﴾

১০২। এবং তোমরা কিরূপে অবিশ্বাস করিতে পার, এমতাবস্থায় যে, তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াত সমূহ আৱণ্ণি করা হইতেছে এবং তাঁহার রসূল তোমাদের মধ্যে (বিদ্যমান) আছে? এবং যে কেহ আল্লাহকে সূদৃঢ় ভাবে অবলম্বন করে, বস্তুতঃ

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُبَيِّنُ لِلَّهِ مَا تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ

১০১] তাহাকে অবশ্যই সরল-সূদৃঢ় পথে পরিচালিত করা হইয়াছে।

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠٢﴾

১০৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহর তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেভাবে তাঁহার তাক্ওয়া অবলম্বন করা উচিত, এবং তোমরা কখনও মৃত্যু বরণ করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হইও না, এবং সঙ্গর কর তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি-সঞ্চার করিলেন, এবং তোমরা তাঁহারই নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হইয়া গেলেন, এবং তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে তখন তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিলেন। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার আয়াত সমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদয়াত প্রাপ্ত হও।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا فَمَتَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। এবং তোমাদের মধ্যে (সদা) এমন এক জামায়াত থাকুক দরকার যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত কাজ হইতে নিষেধ করিবে। বস্তুতঃ ইহারা ই সফলকাম হইবে।

وَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ  
بِالْعُرْوَةِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُقِيمُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসিবার পর দলে দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং পরস্পর মতভেদ করিয়াছিল, এবং ইহাদের জন্যই এক মহা আযাব (নির্ধারিত) রহিয়াছে।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ  
مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

১০৭। সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হইবে এবং কতক চেহারা হইবে মলিন। অতএব, যাহাদের চেহারা মলিন হইবে, (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমরা কি তোমাদের ঈমান আনয়ন করিবার পর অস্বীকার করিয়াছিলে? সুতরাং আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর এই জন্য যে, তোমরা অস্বীকার করিতে।'

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ  
انْسَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَلْفَرَّتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا  
العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। এবং যাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে, বস্তুতঃ তাহারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকিবে, তাহারা সেখানে চিরকাল থাকিবে।

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। এইগুলি আল্লাহর সত্য সম্বলিত আয়াত, যাহা আমরা তোমার নিকট আনুভূতি করিতেছি, এবং আল্লাহ বিশ্ব জগত সমূহের উপর যুলুম করিতে চাহেন না।

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَوَاهَا عَلَيْكَ يَا نوحُ وَاللَّهُ يَرِيدُ  
ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

১১০। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলই আল্লাহর, এবং আল্লাহর নিকটই সকল বিষয়কে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلِلَّهِ يُرْجَعُ  
الْاُمُورُ ﴿١١٠﴾

১১  
১৮  
২

১১১। তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উদ্ভিত করা হইয়াছে; তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক, এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত তাহা হইলে নিশ্চয় ইহা তাহাদের জন্য উত্তম হইত। তাহাদের মধ্যে কতক মো'মেন এবং তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَةِ  
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا اٰمَنَ  
اَهْلَ الْكِتٰبِ كَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ لَوْ اٰمَنُوا وَ  
اَشْرَهُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿١١١﴾

১১২। তাহারা সাধারণ কষ্ট দেওয়া বাতীত তোমাদের কখনও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, এবং যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে। অতঃপর, তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না।

لَنْ يَضُرَّكُمْ اِلَّا اَذًى وَاِنْ يَفْعَلُوْكُمْ يُوْلُوْكُمْ  
الادباْرَتُمْ لَا يَضُرُّوْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩। যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে তাহাদিগকে নাস্তানায় জর্জরিত করা হইবে যদি না তাহারা আল্লাহর সঙ্গে অস্বীকার অথবা মানুষের সঙ্গে অস্বীকারে আবদ্ধ হয়। তাহারা আল্লাহর ক্রোধভাজন হইয়াছে এবং দর্ভাগ্য তাহাদের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করিত এবং নবীদিগকে অনায়ভাবে হত্যা করিতে চাহিত। ইহা এই জন্যও যে, তাহারা অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং তাহারা সীমানংঘন করিত।

১১৪। তাহারা সকলে সমান নহে। আহলে কিতাবের মধ্যে এমন এক দলও আছে যাহারা (তাহাদের অস্বীকারে) কায়ম আছে, তাহারা রাগ্নির বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর আয়াত সমূহ আর্ভূত করে এবং তাহারা (তাঁহাদের সম্মুখে) সেজদা করে।

১১৫। তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করে, এবং নেক কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। বস্তুতঃ ইহারা ই সংকর্ষশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।

১১৬। এবং তাহারা যে কোন নেক কাজই করুক, তাহাদিগকে উহার প্রতিদানে কখনও অস্বীকার করা হইবে না; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মুত্তাকীগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

১১৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে, তাহাদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততি তাহাদিগকে আল্লাহর (আযাব) হইতে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহারাই অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তাহারা অবস্থান করিবে।

১১৮। তাহারা এই পার্থিব জীবনের জন্য যাহা কিছু খরচ করে উহার দৃষ্টান্ত ঐ বায়ুর নাম যাহার মধ্যে আছে প্রচলিত শৈত্য, উহা এমন এক জাতির শস্য ক্ষেত্রের উপর দিয়া যায় যাহারা নিজেদের উপর যত্ন করিয়াছে; অতঃপর তাহা উহাকে (শস্য ক্ষেত্রকে) ধ্বংস করিয়া দেয়। এবং আল্লাহ্ তাহাদের উপর কোন যত্ন করেন নাই, বরং তাহারাই নিজেদের উপর যত্ন করিয়াছে।

১১৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নিজেদের লোকদিগকে ছাড়িয়া অন্যদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না; তাহারা তোমাদের ক্ষতি সাধনে কোন ভ্রুটি করিবে না। তাহারা কামনা করে যেন তোমরা কষ্টে পতিত হও। তাহাদের মুখ হইতে বিদ্রোহ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةَ إِنَّمَا تَقْفُوا إِلَّا يُجِبِلُّ مِنَ اللَّهِ  
وَجِبِلُّ مِنَ النَّاسِ وَأَبَدُو يُغَضِّبُ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ  
عَلَيْهِمُ الْمَسْكَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ  
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٣﴾

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ  
آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى أُنزِلَ وَهُمْ يُتَّخَذُونَ ﴿١١٤﴾

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ  
وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٥﴾

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ  
بِالْبَشِيرِينَ ﴿١١٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُفْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا  
أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٧﴾

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ  
رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ فَلَمَّا انْفَسَمَ  
فَأَهْلَكْتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفَسَهُمْ  
يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْنُوا بِطَانَةَ فِرْدَوْسِكُمْ  
لَا يَأْتِيَنَّكُمْ جِبَالٌ وَّوَدُومًا وَعَيْشُهُمْ قَدْ بَدَتْ  
الْبِقْضَاءُ مِنْ أَوْهَامِهِمْ وَمَا تُحْفِي صُدُورُهُمْ

তাহাদের বন্ধুদেশ গোপন রাখিতেছে উহা আরও গুরুতর । আমরা তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যদি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ কর ।

اَكْبُرُهُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٠﴾

১২০ । হুন! তোমরা এমন নোক যে, তোমরা তো তাহাদিগকে ভালবাস, কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না; এবং তোমরা সকল কিতাবের উপর ঈমান রাখ। এবং যখন তাহারা তোমাদের সহিত মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনি,' এবং যখন তাহারা পৃথক হয় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশ অঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাগ দংশন করিতে থাকে । তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরিয়া যাও, নিশ্চয়, তোমাদের বন্ধুঃদেশে যাহা কিছু নিহিত আছে উহা সম্বন্ধে আল্লাহ সর্বিশেষ অবহিত ।'

هَآنَتُمْ اَوْلَاءَ تَحِبُّوهُمْ وَلَا يُحِبُّوْكُمْ وَتُوْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ طٰهٍ وَاِذَا الْقَوْمُ قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا حُلُوْا عَضُوْا عَلَيْنٰكُمْ اَلَا تَاْمِلُوْنَ مِنَ الْعٰظِمَةِ قُلْ مَوْتُوْا بِعَيْظِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِدٰاِئِ الصُّدُوْرِ ﴿٢١﴾

১২১ । যদি তোমাদের কোন মঙ্গল ঘটে তাহা হইলে ইহা তাহাদিগকে দুঃখ দেয় এবং যদি তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটে তাহা হইলে ইহাতে তাহারা আনন্দিত হয় । কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না; তাহারা যাহা করে আল্লাহ নিশ্চয় উহার পরিবেষ্টনকারী ।

اِنْ تَسْتَكْبِرُوْا فَسِنَّةٌ لِّسُوْهُمْ وَاِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُوْا بِهَا وَالْوٰرِ اَنْ تَصِيْرُوْا وَتَشْتَقُوْا اَلَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَمْشُرُوْنَ مُجِيْطٌ ﴿٢٢﴾

১২  
[১১]

১২২ । এবং (স্মরণ কর) যখন তুমি তোমার পরিবারের নিকট হইতে ভোর বেলা বাহির হইয়াছিলে, তুমি মো'মেনদিগকে যুদ্ধের জন্য যথাস্থানে মোতায়েন করিতেছিলে । বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বপ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

وَاِذْ عَدُوْتُ مِنْ اَهْلِكَ تَتُوْنِي الْمُوْمِنِيْنَ مَعٰلِدِ الْفِتٰنِ وَاللّٰهُ سَيِّعٌ عَلَيْنٰمْ ﴿٢٣﴾

১২৩ । (স্মরণ কর) যখন তোমাদের মধ্যে দুই দল (এই অবস্থা দেখিয়া) ভীকৃত্য প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিল, অথচ আল্লাহ তাহাদের উভয়ের অভিভাবক ছিলেন । এবং আল্লাহর উপরই মো'মেনগণকে ভরসা করা উচিত ।

اِذْ هَمَّتْ خٰلِفَتَيْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْسَلَا وَاللّٰهُ وَلِيْمٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ قَلْبِيْ وَكُلِ الْمُوْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

১২৪ । এবং (ইতিপূর্বে) বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে তখন আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন । সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার ।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ وَاَنْتُمْ اَوْلٰءُ فَانْقَرُوا اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٥﴾

১২৫ । যখন তুমি মো'মেনদিগকে বলিতেছিলে, 'ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নহে যে, তোমাদের প্রতিপালক নায়েনকৃত তিন সহস্র ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন ?'

اِذْ تَقُوْلُ لِمُوْمِنِيْنَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُنٰدِيَكُمْ رَّبُّكُمْ بِسَلٰةٍ الْبِ مِنَ السَّمٰوٰتِ مُزَلٰلِيْنَ ﴿٢٦﴾



১২৬। 'হাঁ, বরং, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাহারা উত্তেজিত হইয়া এই মুহূর্তেই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহা হইলে তোমাদের প্রভু পাঁচ সহস্র দূর্ধর্ম ফিরিশতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُوَدِّعُكُمْ بِيضَةً أَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُّسَوِّمِينَ ﴿٦٦﴾

১২৭। এবং আল্লাহ্ ইহাকে তোমাদের জন্য কেবল সুসংবাদ রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন এবং যেন তোমাদের হৃদয় ইহা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে; বস্তুতঃ সাহায্য কেবল মহাপরাক্রমশালী প্রভুময় আল্লাহ্র নিকট হইতেই আসিয়া থাকে।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَسَطَنَ فَلْيُكْرِمُوا بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٦٧﴾

১২৮। (ইহা এই জন্য) যে তিনি ঐ সমস্ত লোকদের মধ্য হইতে একাংশকে কর্তন করিয়া দেন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে অথবা তাহাদিগকে লোহিত করেন, ফলে তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়।

لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآئِبِينَ ﴿٦٨﴾

১২৯। এই ব্যাপারে তোমার কোন কিছু করণীয় নাই, হয় তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন অথবা তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দিবেন, কেননা তাহারা যানেয়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿٦٩﴾

১৩০। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহ আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্রুত্তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন আযাব দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾

১৩১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সূদ স্বাইও না যাহা (খন-সন্দদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

يَأْتِيهَا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧١﴾

১৩২। এবং তোমরা সেই অগ্নিকে উয় কর যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٧٢﴾

১৩৩। এবং তোমরা আল্লাহ্ ও ঐ রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٧٣﴾

১৩৪। এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে ক্ষমা এবং সেই জালাত লাভের জন্য দ্রুত ধাবিত হও, যাহার মূলা আকাশসমূহ এবং পৃথিবী, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে মৃত্যুকীর্ণের জন্য—

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٧٤﴾

১৩৫। যাহারা খরচ করে সম্বলতায় এবং অসম্বলতায়ও এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাসীন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভালবাসেন সংকর্মশীলগণকে;

১৩৬। এবং যাহারা যখন কোন অন্নীয় কার্য করে অথবা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাহারা সম্বরণ করে আল্লাহকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজেদের অপরাধসমূহের জন্য— এবং কে অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে আল্লাহ্ বাতিরেকে— এবং তাহারা যাহা করে, জানিয়া গনিয়া উহাতে (কায়ম থাকিত) জিদ্ ধরে না।

১৩৭। ইহা হইবে এমন, যাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাত সমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাহারা বাস করিতে থাকিবে, এবং কত উত্তম পুরস্কার—সংকর্মশীলদের জন্য।

১৩৮। নিশ্চয়, তোমাদের পূর্বে বহু বিধান অতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর যাহারা (নবীগণকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কেমন (মন্দ) হইয়াছিল।

১৩৯। ইহা (এই কুরআন) মানব জাতির জন্য এক সুস্পষ্ট বর্ণনা, এবং মুক্তাকীগণের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ।

১৪০। তোমরা শিথিল হইও না, এবং দুঃখিতও হইও না; যদি তোমরা মোমেন হও, তাহা হইলে তোমরাই প্রবল থাকিবে।

১৪১। যদি তোমাদের কোন আঘাত লাগে, তাহা হইলে নিশ্চয় অনুরূপ আঘাত ঐ জাতিরও লাগিয়াছে। এই (জয়-পরাজয়ের) দিনগুলি এমন যে, আমরা মানব জাতির মধ্যে পর্যায়ক্রমে উহাদের আবর্তন ঘটাই (যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে) এবং যেন আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তিকে সাক্ষী রূপে গ্রহণ করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেমদিগকে ভালবাসেন না।

১৪২। এবং যেন আল্লাহ্ পরিতোষ করেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং কাফেরদিগকে নিপাত করেন।

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحٰمِلِينَ ﴿٣٥﴾

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ فَسَاءَ لِمَنْ يَصِيحُ وَأَعْلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ فَمَنْ ذَرَاهُمْ وَجُنَّتْ نَجْمٌ مِنْ نَجْمِهَا إِلَّا نَهَرٌ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِينَ ﴿٣٧﴾

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٣٨﴾

هٰذَا بَيِّنَاتٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٩﴾

وَلَا تَهْمُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٠﴾

إِن تَسْتَكْمِرُوا كُفْرًا فَفَعَلْتُمْ مَتَى الْقَوْمُ كُفْرًا ۖ وَإِنَّهَا لَأَيَّامٌ نُّدَّ وَأُولَٰئِكَ يَنْتَظِرُونَ ۖ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَجْزِيهِمْ مَتَلَ شَهَادَةٍ ۖ وَاللَّهُ لَاحِقٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

وَلِيَمِخَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَخْرُجَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾

১৪৩। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জামাতে প্রবেশ করিবে, অথচ তোমাদের মধ্যে যাহারা জেহাদ করিয়াছে তাহাদিগকে এখনও আল্লাহ্ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন নাই এবং ধৈর্যশীলগণকেও স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন নাই।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّعِيفِينَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। এবং তোমরা এই মুত্হার কামনা ইহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেও করিয়া আসিতেছিলে, সুতরাং তোমরা (এখন) উহার সম্মুখীন হইয়াছ এমতাবস্থায় যে, তোমরা (উহার ডান-মন্দ দিক) প্রত্যক্ষ করিতেছ (অতএব, তোমাদের মধ্যে কতক কেন ১৪৪] পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছ)।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ لَكُفْرَانَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ﴿١٤٤﴾ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫। এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তাহার পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই মারা গিয়াছে। অতএব, সে যদি মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহা হইলে তোমরা কি তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরিয়া যাইবে? এবং যে ব্যক্তি তাহার গোড়ালিঘয়ের উপর ফিরিয়া যাইবে সে আদৌ আল্লাহর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এবং অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিবেন।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَنْ تَأْتُوا الْقِتْلَ أَوْ قَاتِلَكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَيَجْزِيَهُ اللَّهُ الشُّكْرِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬। এবং আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন আত্মা মরিতে পারে না—(মৃত্যুর জন্য) মেয়াদ নির্দিষ্ট করা আছে। এবং যে কেহ ইহকালের পুরস্কার কামনা করিবে, আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব, এবং যে কেহ পরকালের পুরস্কার কামনা করিবে আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব; এবং অচিরেই আমরা কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিব।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَشَاءِ مُؤْتَلِفًا. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشُّكْرِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। এবং এমন অনেক নবী অতীত হইয়াছে যাহাদের সঙ্গী হইয়া বহু রক্ষানী লোক যুদ্ধ করিয়াছিল। অতঃপর, আল্লাহর পক্ষ তাহাদের উপর যে বিপৎপাত হইয়াছিল উহার কারণে তাহারা শিথিলতা প্রদর্শন করে নাই বা দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই এবং নতশিরও হয় নাই। এবং ধৈর্যশীলগণকে আল্লাহ্ ডানবাসেন।

وَكُلَّيْنِ مِنْ بَنِي قَيْنَانَ قَتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرًا. فَسَاءَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الضَّعِيفِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮। এবং এই কথা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কথা ছিল না যে, 'হে আমাদের প্রভূ! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমানংঘন ক্ষমা কর, এবং আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।'।

وَمَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِنْسَانِيَّتَنَا فِي آمَانَةٍ وَنُؤْتِنَا أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহকালের পুরস্কার এবং পরকালের উৎকৃষ্টতর পুরস্কার দান করিলেন, এবং আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ডালবাসেন।

১৫  
[৫]  
৬

১৫০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের আনুগত্য কর যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের সোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরাইয়া লইবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।

১৫১। বরং, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সাহায্যকারীদের মধ্যে উত্তম।

১৫২। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে অচিরেই আমরা তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিব যেহেতু তাহারা আল্লাহ্র সহিত এমন বস্তুকে শরীক করিয়াছে যাহার স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ নাযেন করেন নাই। তাহাদের আবাসস্থল আঙন, আর যালেমদের অবস্থানস্থল কতই না মন্দ!

১৫৩। এবং নিশ্চয় তোমাদের সহিত আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছিলেন যখন তোমরা তাহার অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে মারিয়া বিনাশ করিতেছিলে, (তাঁহার এই সাহায্য ততক্ষণ পর্যন্ত বনবৎ রহিল) যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ভগ্নোৎসাহ হইলে এবং তোমরা (রসূলের) আদেশ সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ করিলে এবং অবাধ্যতা করিলে ইহার পর যে, তিনি তোমাদিগকে উহা দেখাইয়া দিলেন যাহা তোমরা ডালবাসিত। তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তি ইহকালের কামনা করিত এবং কতক পরকালের কামনা করিত। অতঃপর, তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের (আক্রমণ) হইতে দূরে সরাইয়া লইলেন এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে মার্জনা করিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মোমেনগণের প্রতি পরম কৃপাময়।

১৫৪। যখন তোমরা ছুটিয়া পলাইতেছিলে এবং পিছনে ফিরিয়া কাহারও দিকে তাকাইতেছিলে না, অথচ এই রসূল তোমাদের সর্ব পিছনের দলে থাকিয়া তোমাদিগকে ডাকিতে ছিল, ইহার ফলে তিনি তোমাদিগকে এক দুঃখের পরিবর্তে আর এক দুঃখ দিলেন, যেন তোমরা যাহা হারাইয়াছ এবং যাহা তোমাদের উপর আপতিত হইয়াছে তাহার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। বস্তুতঃ যাহা তোমরা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

فَأْتَهُمُ اللَّهُ تَوَابًا دُونَ الَّذِي قَدَّمْتُمْ لِالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٩﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٥٠﴾

بَلَىٰ لِلَّهِ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥١﴾

سَأَلْتُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا ۖ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥٢﴾

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوهُم بِأُذُنَيْهِ ۖ فَكَفَىٰ إِذْ فَتَحْتُمُوهُمْ فِي الْأَمْثِرِ وَعَصَيْتُمْ مَنۢ بَعْدَ مَا أَرْسَلْنَا بِمُجِبِّينَ ۚ وَمِنكُم مَّنۢ يُرِيدُ الدُّنْيَا ۖ وَمِنكُم مَّنۢ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَدَقَكُمُ عَنْهُم لَيْسَ لِيَكْفِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٣﴾

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الرُّسُلِ ۚ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ فَأَتَابَكُمْ فَأَخَذَ بِكُمْ لِيَكِلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ جَبَّارٌ ۖ بَسًا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫। অতঃপর, তিনি ঐ দুঃখের পরে তোমাদের উপর তদ্বারূপে প্রশান্তি নাযেন করিলেন যাহা তোমাদের এক দলকে আশ্বস্ত করিতেছিল এবং আর এক দল এমন ছিল যাহাদের অন্তর (তাহাদের জীবন সম্বন্ধে) তাহাদিগকে উদ্ভিন্ন করিতেছিল। তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অস্ত-যুগে, ধারণার অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছিল, তাহারা বলিতেছিল, 'কোন বিষয়ে কি আমাদের কিছু অধিকার আছে?' তুমি বল, 'নিশ্চয় সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছাভায়ে।' তাহারা নিজেদের অন্তরে যাহা পোষণ করিতেছে, তোমার নিকট উহা তাহারা প্রকাশ করিতেছে না। তাহারা বলে, 'যদি কোন বিষয়ে (সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার) অধিকার আমাদের থাকিত তাহা হইলে এখানে আমরা নিহত হইতাম না।' তুমি বল, 'যদি তোমরা স্বগৃহেও থাকিতে (অবস্থান করিতে) তবুও যাহাদের উপর যুদ্ধ অবধারিত করা হইয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় তাহাদের মৃত্যু-শয্যার দিকে ধাবিত হইত; এবং যেন আল্লাহ্ উহার পরীক্ষা করেন যাহা তোমাদের বন্ধুদেশে লুণ্ঠায়িত আছে; এবং যাহা তোমাদের হৃদয়ে আছে উহা পরিত্যক্ত করেন। এবং বন্ধুদেশে নিহিত বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন।

১৫৬। যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই দিন তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল, নিশ্চয় শরতান তাহাদের কোন কোন কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে পদস্থলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাদিগকে মার্জনা করিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমালীন, সচিব।

১৫৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং যখন তাহারা পৃথিবীতে সফর করে অথবা যুদ্ধের জন্য বাহির হয়, তখন তাহারা তাহাদের ভ্রাতাদের সম্পর্কে বলে, 'যদি তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকিত তাহা হইলে তাহারা মরিত না এবং নিহতও হইত না,' (তাহারা ইহা এই জন্য বলে) যেন আল্লাহ্ তাহাদের এই কথাকে তাহাদের অন্তরে আক্ষেপের কারণ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন; এবং তোমরা যাহা কিছু কর্ম কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা।

১৫৮। এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যু বরণ কর তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং রহমত উহা হইতে অনেক উত্তম যাহা তাহারা সঞ্চয় করিতেছে।

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَدَا الْقَوْمِ آمَنَةٌ تَأْتِيكُم  
طَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَمَنَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ

يُظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ  
هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ  
يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ  
كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ  
كُنْتُمْ فِي يُسُوبِكُمْ لَكِبْتُمْ مِنَ الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ  
إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَنَبِّئِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ  
وَلِيُنْخَصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ  
الصُّدُورِ ۝

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَمَى الْجَمْعُ إِتْنَا  
اسْتَرَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَقَدْ عَفَا  
اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا  
لَاخِرَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرُبًا لَوْ  
كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُ  
حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

وَلَكِنْ تَتْلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَتَّحْتُمْ لِمَغْرَبٍ ۚ وَ  
اللَّهُ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۝

১৫৯। এবং যদি তোমরা যুতামুখে পতিত হও অথবা নিহত হও তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদিগকে আল্লাহর নিকট সমবেদ করা হইবে।

১৬০। বস্তুতঃ আল্লাহর তরফ হইতে পরম রহমতের কারণে তুমি তাহাদের প্রতি সদয়-চিন্ত হইয়াছ, যদি তুমি রুক্ষ এবং কঠোর-চিন্ত হইতে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তোমার চারিপার্শ্ব হইতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। অতএব, তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং (শাসন) কার্যের ব্যাপারে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর, যখন তুমি সংকল্প কর তখন আল্লাহর উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ নির্ভরশীলগণকে ভালবাসেন।

১৬১। যদি আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে কেহই তোমাদের উপরে জয়যুক্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু তিনি যদি তোমাদিগকে বিপদে নিঃসঙ্গরূপে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি বাতীত কে আছে যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? এবং আল্লাহর উপরই মো'মেনগণকে নির্ভর করা উচিত।

১৬২। কোন নবীর পক্ষে ইহা সম্ভবই নহে যে, সে খিয়ানত করিবে; এবং যে কেহ খিয়ানত করিবে, সে যাহা খিয়ানত করিয়া থাকিবে তাহা কিয়ামত দিবসে নইয়া উপস্থিত হইবে। অতঃপর, প্রত্যেক আত্মাকে পূর্ণরূপে উহা দেওয়া হইবে যাহা সে অর্জন করিয়া থাকিবে, এবং তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না।

১৬৩। অতএব, যে কেহ আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে, যে আল্লাহর জোখডাঙন হইয়াছে এবং যাহার আবাসস্থল জাহান্নাম? এবং উহা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

১৬৪। আল্লাহর নিকট তাহারা (বিভিন্ন) শ্রেণীভুক্ত; এবং তাহারা যাহা কিছু কর্ম করে উহা সম্বন্ধে আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা।

১৬৫। নিশ্চয় আল্লাহ মো'মেনগণের উপর অনুগ্রহ করিলেন যখন তিনি তাহাদের মধা হইতে তাহাদের জন্য এমন এক রসূল আবির্ভূত করিলেন, যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আরতি করে ও তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং তাহাদিগকে কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দেয়, এবং নিশ্চয় তাহারা ইহার পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিল।

وَلَكِنْ مَثْمُورًا وَتَمَّتْ لِرِآلِ اللَّهِ تَحْسُرُونَ ﴿١٥٩﴾

فِيمَا رَحِمْتُمْ مِنَ اللَّهِ لَيْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَخْلًا  
عَلَيْطَ الْقَلْبِ لَا تَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ  
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٦٠﴾

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ  
فَلَنْ يَكُنَ ذَلِكَ يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  
الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦١﴾

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِبَ وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا  
عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَمْ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٢﴾

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ  
وَمَا وَدَّ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ النَّصِيرُ ﴿١٦٣﴾

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٤﴾

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا  
مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَ  
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ  
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٥﴾

১৬৬। কী (ইহা কি সত্য নহে যে), যখনই তোমাদের উপর কোন মুসীবত আসিয়াছে ঘাহার দিওন মুসীবত তোমরা (শত্রুর উপর) ঘটাইয়াছিলে, তখনই তোমরা বলিয়াছ, 'ইহা কোথা হইতে আসিল?' তুমি বল, 'ইহা তোমাদের নিজেদেরই কারণে আসিয়াছে।' নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে (যাহা তিনি চাহেন) সর্বশক্তিমান।

১৬৭। এবং যেদিন দুই দল পরস্পর মুখাম্বা হইয়াছিল সেদিন যে মুসীবত তোমাদের উপর আসিয়াছিল, জানিও, উহা আল্লাহর আদেশেই আসিয়াছিল, এবং এই জন্য আসিয়াছিল যেন তিনি মো'মেনগণকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন ;

১৬৮। এবং ঘাহারা মোনাফেকী করিয়াছে তাহাদিগকেও যেন তিনি স্বতন্ত্ররূপে পৃথক করিয়া দেন। এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'আস তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং প্রতিরোধ কর'; তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি আমরা যুদ্ধ করিতে জানিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগমন করিতাম।' সেদিন তাহারা তাহাদের ঈমানের তুলনায় কুফরীর অধিকতর নিকটবর্তী ছিল। তাহারা নিজেদের মুখে এমন কিছু বলে যাহা তাহাদের অন্তরে নাই এবং তাহারা যাহা কিছু গোপন করে তাহা আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন।

১৬৯। (তাহারা ঐ সকল লোক) ঘাহারা (পিছনে) বসিয়া থাকিল এবং আপন ভাইদের সম্বন্ধে বলিল, 'যদি তাহারা আমাদের কথা মানা করিত তাহা হইলে তাহারা মারা যাইত না।' তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তোমরা নিজেদের উপর হইতে মৃত্যুকে সরাইয়া দেখাও।'।

১৭০। এবং ঘাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে তুমি কখনও মৃত মনে করিও না। বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সম্মুখানে জীবিত, (এবং) তাহাদিগকে রিমুক দেওয়া হইতেছে ;

১৭১। তাহারা উহাতে আনন্দিত যাহা আল্লাহ তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করিয়াছেন; এবং ঘাহারা তাহাদের পিছন হইতে আসিয়া এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই ঐ সকল লোকের সম্বন্ধেও তাহারা আনন্দিত— কারণ তাহাদের জন্য কোন ডয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

أَوَلَمْ نَكُنَّا أَعْيُنَكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ فَمَا كُنَّا  
تَلْتُمُونَ أَنَا هَذَا قَدْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٦﴾

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ فَمَادَنَ اللَّهُ  
وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٧﴾

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا أَيُّهُمْ مُعَاوَا  
فَاتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ أَذْقُوا أَلْوَالِيؤُنَّ كَمَا  
لَا اتَّبَعْتُمْهُمْ لِيُكْفِرَ يَوْمَ يَمِيزُ الْاَقْرَبُ مِنْهُمْ زِيمَانَ  
يَعْقُونَ بَأْفَاءِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ  
أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٨﴾

الَّذِينَ قَالُوا لَوْ أَنَّهُمْ وَاوَدَعُوا لَوَاطِعُونَ مَا  
فَاتُوا قُلُودَهُمْ وَوَدَعُوا أَنْفُسَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
صَادِقِينَ ﴿١٦٩﴾

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ  
أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٧٠﴾

فَرِحِينَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْرِئُونَ بِالَّذِينَ  
لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ﴿١٧١﴾

১৭২। তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে দেওয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণে আনন্দিত, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মো'মেনগণের পুরস্কারকে কখনও বিনষ্ট করেন না।

১৭  
(১৬)  
৮

১৭৩। যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে তাহাদের আঘাত নাগিবার পরও— তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা পূন্য কাজ করিয়াছে এবং তাকুওয়া অবনমন করিয়াছে তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে :

১৭৪। তাহারা, যাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন সমবেত হইয়াছে, অতএব, তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর,' কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমানকে আরও বাড়াইয়া দিল, এবং তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্য নিবাহক !'

১৭৫। সূত্রায় তাহারা আল্লাহর নেয়ামত এবং ফয়যসহ প্রত্যাবর্তন করিল (এমতাবস্থায় যে), কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই; এবং তাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করিয়াছিল; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা ফয়যের অধিকারী।

১৭৬। ইহা একমাত্র শয়তানই যে তাহার বন্ধুগণকে 'ভয় দেখায়, সূত্রায় যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে তাহাদিগকে ভয় করিও না বরং আমাকেই ভয় কর।

১৭৭। এবং যাহারা কুফরীর মধ্যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহারা যেন তোমাকে বিষন্ন না করে, তাহারা কখনও আল্লাহর কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ রাখিতে চাহেন না, এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব রহিয়াছে।

১৭৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী জয় করিয়াছে, তাহারা আদৌ আল্লাহর কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না; এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক সযান।

১৭৯। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা যেন কখনও এইরূপ মনে না করে যে, তাহাদিগকে আমরা যে অবকাশ দিয়া যাইতেছি ইহা তাহাদের নিজের জন্য মঙ্গলজনক; বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে কেবল এইজন্য অবকাশ দিতেছি যেন তাহারা

يَسْتَبِشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَقَضِيلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٢﴾

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرُّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٣﴾

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ الْكَافِرُ إِنَّ الْكَافِرَ كَذَّابٌ أَكْثَرُ فَآخَسُوا لَهُمْ فَرَادَهُمْ إِنْسَابًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٤﴾

فَأَنْفَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَقَضِيلٍ لَمْ يَسْمَعْهُمْ سُوًى ۖ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٥﴾

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الْقَبْضُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٦﴾

وَلَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يَسْتَعْجِلُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيُجَنَّبُكَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ حِطَابًا فِي الْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٧﴾

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ سُنِّيْلَهُمْ لَمْ يَخِرْ لِقَابِهِمْ إِنَّ سُنِّيْلَهُمْ لَيَزِيدُهُمْ لُؤْلُؤًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٧٩﴾



পাপে আরও বাড়িয়া যায়, এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে নাফ্ফাজনক আযাব ।

১৮০ । আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি মো'মেনদিগকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, যে অবস্থায় তোমরা আছ, যে পর্যন্ত না তিনি অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া দেন । এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তিনি তোমাদিগকে গায়েবের বিষয় অবহিত করেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাহারা রসূলগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন মনোনীত করিয়া থাকেন । সূতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাহারা রসূলগণের উপর ঈমান আন । এবং যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে ।

১৮১ । এবং যাহারা উহার (ধন-সম্পদ খরচ করার) ক্ষেত্রে—যাহা আল্লাহ্ আপন ফয়ল দ্বারা তাহাদিগকে দিয়াছেন—রূপগতা করে, তাহারা উহাকে যেন নিজেদের জন্য কন্যাগণজনক মনে না করে, বরং ইহা তাহাদের জন্য অকন্যাগণজনক হইবে । যাহা সম্বন্ধে তাহারা রূপগতা করে উহাকে নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তাহাদের পন্যার বেড়ি করা হইবে । এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর পূর্ণ সর্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবং যাহা তোমরা করিতেছ তদসম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত ।

১৮২ । নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়াছেন যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ দরিদ্র এবং আমরা ধনী' ; তাহারা যাহা বলিয়াছে আমরা উহা এবং তাহাদের অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করার (চেষ্টার) বিষয় লিখিয়া রাখিব; এবং আমরা বলিব, 'তোমরা দক্ষকারী আঙনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর;

১৮৩ । ইহা উহার কারণে যাহা তোমাদের হাত অগ্র প্রেরণ করিয়াছে ।' বশুতঃ আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি আদৌ যানেম নহেন ।

১৮৪ । যাহারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদিগকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রসূলের উপর ঈমান না আনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাদের জন্য এমন কুরবানী (করার আদেশ) লইয়া আসে যাহা অগ্নি গ্রাস করে ।' তুমি বল, 'অবশ্য আমার পূর্বে সম্পূর্ণ নিদর্শন এবং যাহা তোমরা বল উহা লইয়া তোমাদের নিকট অনেক রসূল আসিয়াছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে কেন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে ?'

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْعِمَهُمْ عَلَىٰ الْفَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَنْ يُشَاءُ ۗ فَمَا مَوْءَاظُهُمْ وَرَسُولُهُ ۗ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٨٠﴾

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَبْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ سَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨١﴾

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِ دُونِ عَذَابِ الْحَرِيقِ ﴿١٨٢﴾

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّعَالَمِينَ ﴿١٨٣﴾

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ الْبَيْتِ الْأَنْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بَقْرَبَانَ تَالَهُ النَّارُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قِبَلِ الْبَيْتِ ۗ وَالَّذِينَ قَتَلْتُمْ لَهُمْ قَتْلَهُمْ ۗ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٤﴾

১৮৫। অতএব, যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে (সমরণ রাখিও) তোমার পূর্বেও রসূলগণকে, যাহারা সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হিকমতপূর্ণ পুস্তকসমূহ এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ আগমন করিয়াছিলেন, মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

১৮৬। প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। তখন যাহাকে আগুন হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রত্যাহার সামগ্রী বাতীত কিছুই নহে।

১৮৭। নিশ্চয় তোমাদিগকে তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের জীবন স্বয়ংক্রম পরীক্ষা করা হইবে, এবং যাহাদিগকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতেও এবং যাহারা শিরূক করিয়াছে তাহাদিগের নিকট হইতেও তোমারা নিশ্চয় অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনিবে। এমতাবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকুওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পের বিষয় হইবে।

১৮৮। এবং (সমরণ করা) যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে যখন আলাহ্ অস্বীকার নইয়াছিলেন (এই বলিয়া), 'তোমরা অবশ্যই নোকারদের নিকট ইহা বিশদভাবে বর্ণনা করিবে এবং ইহা গোপন করিবে না।' কিন্তু তাহারা ইহাকে তাহাদের পিঠের পিছনে নিরূপ করিল এবং ইহার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করিল। বস্তুতঃ তাহারা যাহা ক্রয় করে উহা কত নিরূপ!

১৮৯। তুমি মনে করিও না যে, যাহারা নিজেদের কৃত-কর্মের জন্য উল্লাস করে, এবং তাহারা যে কাজ করে নাই সে সম্পর্কেও তাহারা পসন্দ করে যেন তাহাদের প্রশংসা করা হয়— তুমি আদৌ মনে করিও না যে তাহারা শাস্তি হইতে নিরাপদ, বরং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আঘাব।

১৯০। এবং আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর শাসন-কর্তৃত্ব আলাহ্‌রই এবং আলাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا  
بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٥﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّا تَوَوُّونَ أَجْرَكُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن نُّزِجْ عَنِ النَّارِ وَأَنْزِلِ الْجَنَّةَ  
فَقَدْ قَرَأَهُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴿١٨٦﴾

لَتَجَلِيَنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ  
أَوْفُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى  
كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ  
الْأُمُورِ ﴿١٨٧﴾

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ  
لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ  
وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَلِيلًا فَيَسَّ مَأْتِرُونَ ﴿١٨٨﴾

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ  
يُحَدِّثُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ بِمَقَادِرٍ مِّنَ  
الْعَذَابِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٩﴾

وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ﴿١٩٠﴾



১১৭। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে দেশের ভিতরে তাহাদের (স্বাধীন ভাবে) চলাফেরা করা যেন তোমাকে আদৌ ধোকায় না ফেলে।

لَا يَغْرَبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١١٧﴾

১১৮। ইহা স্বল্প ভোগ-সামগ্রী, ইহার পর তাহাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম, ইহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল!

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وُجُوهٌ ﴿١١٨﴾

১১৯। কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য জাহান্নামসমূহ রহিয়াছে যাহার ভূমিদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, ইহা আল্লাহর তরফ হইতে আতিথ্য স্বরূপ হইবে। এবং যাহা কিছু আল্লাহর নিকট আছে, তাহা পূণ্যবান লোকের জন্য আরও উত্তম হইবে।

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ ﴿١١٩﴾

২০০। এবং নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে অবশ্য এমন লোকও আছে যাহারা আল্লাহর উপর এবং উহার উপর যাহা তোমাদের প্রতি নামেল করা হইয়াছে এবং উহার উপর যাহা তাহাদের প্রতি নামেল করা হইয়াছে, আল্লাহর প্রতি বিনয়বনত হইয়া ঈমান আনে; আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে না; ইহারা এমন লোক যাহাদের জন্য তাহাদের (কর্মের) পুরস্কার তাহাদের প্রভুর নিকট সংরক্ষিত আছে। নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর।

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لَهُ لَا يَسْتَرْوُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَسْتَأْذِنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٠﴾

২০১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, এবং ধৈর্যশীলতায় (শত্রুদের সহিত) প্রতিযোগিতা কর এবং সীমান্ত রক্ষায় তোমরা সদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا صِبْرًا وَصَابِرًا وَإِطِيعَتُهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠١﴾

## سُورَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ

(৩)

### ৪-সূরা আন-নিসা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হে মানব মণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের প্রভূর তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে উহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উভয় হইতে বহু নর ও নারী বিস্তার করিয়াছেন; এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন কর, এইরূপে আত্মীয়তার বন্ধনের ক্ষেত্রেও (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষণকারী ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ②

৩। এবং তোমরা এতীমদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ দাও এবং পবিত্র ধন-সম্পদের সহিত অপবিত্র ধন-সম্পদ বদলাইও না, এবং তাহাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সহিত মিনাইয়া খাইও না। নিশ্চয় ইহা মহা পাপ।

وَأُولُو الْيَسْمِيِّ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْيَسْمِيَّ بِالْيَسْمِيَّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَيْدًا ③

৪। যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা এতীমদের ব্যাপারে ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তোমরা (অনা) নারীদের মধ্য হইতে (যাহারা এতীম নহে) তোমাদের পসন্দমত দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে বিবাহ কর; তবে তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে একজনকে অথবা তোমাদের দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্তগণকে বিবাহ কর। ইহা নিকটবর্তী (বাবস্থা) যাহাতে তোমরা অবিচার না কর।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْضُوا فِي الْيَسْمِيِّ فَاتَّكُمَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِنْهُ وَتِلْكَ وَسِعَتْ إِيَّاهُ فَانْخَفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ④

৫। এবং তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের দেন-মহর স্বৈচ্ছায় প্রদান কর। অতঃপর, তাহারা যদি স্বতঃপ্ররভ হইয়া উহা হইতে কিয়দংশ তোমাদিগকে দিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমরা উহা সানন্দে ও তৃপ্ত সহকারে ভোগ কর।

وَأُولُو النِّسَاءِ صَدَّقْتِهِنَّ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَانْفُسًا كَمَا كُنْتُمْ هُنَّ مَرْثِيًا ⑤

৬। এবং তোমরা অব্বাদিগকে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না যাহা আলাহ্ তোমাদের জন্য অবলম্বন স্বরূপ করিয়াছেন, কিন্তু উহা হইতে তাহাদিগকে রিযক দান কর এবং পোষাক-পরিচ্ছদ দান কর এবং তাহাদের সহিত নায়-সঙ্গত কথা বল ।

৭। এবং তোমরা এতীমদের (বৃদ্ধিমত্যা) পরীক্ষা করিত থাক যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহের বয়সে উপনীত হয়, অতঃপর, যদি তোমরা তাহাদের মধ্যে পরিণত বিচার-বৃদ্ধি অনুভব কর, তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ অর্পণ কর, এবং তাহারা বড় হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তোমরা উহা অপব্যয় করিয়া এবং তাড়াতাড়ি করিয়া ভোগ করিও না । এবং যে ধনী সে যেন নিরুক্ত থাকে এবং যে দরিদ্র সে যেন নায়-সঙ্গতভাবে ভোগ করে । অতঃপর, যখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ প্রত্যর্পণ কর তখন তাহাদের উপস্থিতিতে সাক্ষী রাখ । এবং আলাহ্ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট ।

৮। পুরুষদের জন্য উহাতে অংশ রহিয়াছে যাহা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, এবং নারীদের জন্যও উহাতে অংশ রহিয়াছে যাহা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, অল্প হইলেও অথবা বেশী হইলেও উহা হইতে একটি নির্ধারিত অংশ রহিয়াছে ।

৯। এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদের সহিত নায়-সঙ্গত কথা বলিও ।

১০। এবং তাহারা যেন (আলাহ্কে) ভয় করে, যদি তাহারা নিজেদের পিছনে দুর্বল সন্তান-সন্ততি ছাড়িয়া যাইত, (তাহা হইলে) তাহারাও তাহাদের সম্বন্ধে আশঙ্কা করিত (যে তাহাদের কি হইবে)। অতএব, তাহারা যেন আলাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে এবং (এতীমদের সহিত) সঠিক কথা বলে ।

১১। নিশ্চয় যাহারা যুলুম করিয়া এতীমগণের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করে, তাহারা তাহাদের উদরে কেবল অগ্নি ভক্ষণ করে এবং অচিরেই তাহারা লেলিহান শিখা বিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করিবে ।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاَسْوَأُهَا الَّذِي كَفَرْتُمْ بِهَا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَصْنَعُونَ ﴿٦﴾

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْهُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٧﴾

لِلرِّجَالِ نَسِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَسِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لَوْ كُنَّ نِسَاءً مَقْرِبَاتٍ ﴿٨﴾

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَادْفَعُوا لَهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٩﴾

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ خُلْفًا إِنَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١١﴾

১২। আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে তাকিদপূর্ণ আদেশ দিতেছেন; একজন পুরুষের জন্য দুইজন নারীর অংশের সমান; কিন্তু যদি নারী দুই-এর অধিক হয়, তাহা হইলে সে (মৃত ব্যক্তি) যাহা ছাড়িয়া যায় উহার দুই-তৃতীয়াংশ তাহাদের জন্য; এবং যদি নারী একজনই থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য অর্ধেক। এবং তাহার পিতামাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য উহা হইতে ষষ্ঠাংশ হইবে যাহা সে ছাড়িয়া পিয়াছে, যদি তাহার সন্তান থাকে; কিন্তু যদি তাহার সন্তান না থাকে এবং তাহার পিতা মাতাই উত্তরাধিকারী হয় তাহা হইলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; এবং যদি তাহার একাধিক ভ্রাতা-ভগ্নী থাকে তাহা হইলে তাহার মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; (এই সকল অংশ) সে যাহা ওসীয়াত করে সেই ওসীয়াত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। তোমাদের পিতৃপুরুষ এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের ক্ষেত্রে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নহ। আল্লাহ্ পক্ষ হইতে ইহা ফরয করা হইয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ الْإُنثَىٰ  
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوْثِقُ يَكْفِي  
وَإِحْدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ  
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ فَلَهُمِ الثُّلُثُ  
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُمِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ  
يُؤْتُونَ بِهَا أَوْ دِينَ أَوْ آيَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَدْرُونَ  
إِنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْسًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ  
عَلَيْهَا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

১৩। এবং তোমাদের স্ত্রীস্বপ্ন যাহা কিছু ছাড়িয়া যায় উহার অর্ধেকাংশ তোমাদের জন্য যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে; কিন্তু যদি তাহাদের কোন সন্তান (বর্তমান) থাকে তাহা হইলে তোমাদের জন্য এক-চতুর্থাংশ উহা হইতে যাহা তাহারা ছাড়িয়া পিয়াছে, (এই সকল অংশ) তাহারা যাহা ওসীয়াত করে সেইসব ওসীয়াত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। এবং তাহাদের জন্য উহা হইতে এক-চতুর্থাংশ যাহা তোমরা ছাড়িয়া যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে; কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান (বর্তমান) থাকে তাহা হইলে তোমরা যাহা ছাড়িয়া যাও তাহারা পাইবে উহার এক-অষ্টমাংশ, (এই সকল অংশ) তোমরা যাহা ওসীয়াত কর সেই ওসীয়াত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। এবং যদি কালান্ অবস্থায় কোন পুরুষ বা মহিলার 'মিরাস' (পরিভ্রাজ্য সম্পত্তি) বন্টন করিতে হয়, এবং তাহার এক ভ্রাতা অথবা ভগ্নী থাকে তাহা হইলে উভয়ের প্রত্যেক ষষ্ঠাংশ পাইবে। কিন্তু তাহারা যদি ততোধিক হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই এক-তৃতীয়াংশে (সমান সমান) অংশীদার হইবে, (এই সকল অংশ) ওসীয়াত যাহা করা হয় সেই ওসীয়াত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। (এই বন্টন) কাহারও ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে নহে। (ইহা) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ  
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِمْ يُؤْتُونَ بِهَا أَوْ دِينَ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ  
مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  
فَلَهُنَّ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ  
بِهَا أَوْ دِينَ وَإِنْ كَانَ جُحْلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً  
وَلَهُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ إِنْ  
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُؤْتَى بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرَ مَصْرَءٍ وَصِيَّتِهِ  
مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٣﴾

১৪। এইগুলি আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমাসমূহ, এবং যে কেহ আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের আনুগত্য করে, তিনি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করিবেন, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; ইহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিতে থাকিবে এবং উহাই মহা সফলতা।

১৫। এবং যে কেহ আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের অব্যাহতা করে এবং তাঁহার (নির্ধারিত) সীমাসমূহ লংঘন করে, তিনি তাহাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন, সেখানে সে দীর্ঘকাল বাস করিতে থাকিবে, এবং তাহার জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাজনক আযাব।

১  
[৪]  
১৬

১৬। এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ঘোরতর অশ্লীল আচরণ করে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব কর, যদি তাহারা সাক্ষা দেয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখ যে পর্যন্ত না তাহাদের যুক্তা ঘাটে অথবা আল্লাহ তাহাদের জন্য অন্য কোন পথ করিয়া দেন।

১৭। এবং যদি তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন পুরুষ উহাতে লিপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের উভয়কে শাস্তি দাও। কিন্তু তাহারা যদি তওবা করে এবং সংশোধন করে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, নিশ্চয় আল্লাহ সদয় দৃষ্টিদানকারী, পরম দয়াময়।

১৮। আল্লাহ কেবল সেই সকল লোকের তওবা গ্রহণ করেন যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দকর্ম করে, অতঃপর সত্বরই তওবা করে। ইহাদের প্রতিই আল্লাহ সদয় দৃষ্টিপাত করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১৯। এবং ঐ সকল লোকের তওবা গ্রহণযোগ্য নাহে, যাহারা মন্দকর্ম করিতে থাকে এমনকি যখন তাহাদের কাহারও সম্মুখে যুক্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, 'এখন আমি নিশ্চয় তওবা করিলাম'; এবং তাহাদের জন্যও নহে যাহারা কাফের অবস্থায় মারা যায়। ইহারা ই প্রসকল লোক, যাহাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

২০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! ইহা তোমাদের জন্য হালাল নহে যে, তোমরা বলপূর্বক নারীগণের উত্তরাধিকারী হইয়া যাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ উহার কতক

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ  
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٤﴾

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ  
فِي النَّارِ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٥﴾

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكَ فَاسْتَشْهِدُوا  
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ  
فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْكُفُوتُ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ  
لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٦﴾

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّاهُمْ مِنْكُمْ فَادُّوهُنَّ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا  
 فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٧﴾

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ  
 ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٨﴾

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا  
 حَصَصَ أَحَدُهُمُ امْرَأَتًا لِرَافِي تَبَتِ النَّفْسُ وَ لَكَ  
 الَّذِينَ يَتُوبُونَ وَهُمْ كَمَا دَرَأَ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا  
 لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٩﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَتُوبَهُ  
 وَلَا تَتَّصِلُوهُنَّ لِيَتَذَكَّرُوا يَبْغِضُوا مَا أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ



ছিনাইয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিও না, যদি না তাহারা প্রকাশ্যভাবে অস্বীকৃত্যয় লিপ্ত হয়; এবং তাহাদের সহিত সত্তাবে বসবাস কর; যদি তোমরা তাহাদিগকে অপসন্দ কর, তাহা হইলে (সম্মত রাখিও) এমনও হইতে পারে যে, তোমরা যে বস্তুকে অপসন্দ কর আল্লাহ্ উহার মধ্যে প্রভূত কন্যা রাখিয়াছেন ।

২১। এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে মনস্থ কর এবং তাহাদের কাহাকেও প্রচুর সম্পদ দিয়া থাক, তথাপি উহা হইতে কিছুই (ফিরাইয়া) লইও না । তোমরা কি অপবাদ দিয়া ও প্রকাশ্য পাপাচার করিয়া উহা ফিরাইয়া লইবে ?

২২। এবং কিভাবে তোমরা ইহা গ্রহণ করিতে পার যখন তোমরা একে অপরের সহিত মেলা মেশা করিয়াছ এবং তাহারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের নিকট হইতে সুদৃঢ় অস্বীকার লইয়াছে ?

২৩। এবং নারীদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, তবে পূর্বে যাহা হইয়াছে উহা ব্যতীত; নিশ্চয় ইহা অস্বীকার এবং ঘৃণা এবং একটি নিষ্কৃত প্রথা ।

২৪। তোমাদের উপর হারাম করা হইল, তোমাদের মাতা এবং তোমাদের কন্যা এবং তোমাদের ভগ্নী এবং তোমাদের ফুফু এবং তোমাদের খালা এবং ভ্রাতৃপুত্রী এবং ভাগিনেয়ী এবং তোমাদের দুধ-মাতা যাহারা তোমাদিগকে দুধ পান করাইয়াছে এবং তোমাদের দুধ-বোন এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাতা এবং তোমাদের কোলে লালিত পালিত তোমাদের সৎ-কন্যা যাহারা তোমাদের সেই স্ত্রীদের গর্ভভাত যাহাদের সহিত তোমরা উপগত হইয়াছে — কিন্তু যদি তোমরা তাহাদের সহিত উপগত না হইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না — এবং তোমাদের গুরুসজাত পুত্রের বধু এবং ইহাও যে, তোমরা দুই ভগ্নীকে (বিবাহ দ্বারা) একত্র কর; কিন্তু যাহা পূর্বে হইয়াছে উহা ব্যতীত; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীত ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حَشَىٰ مُبْتَدَأٍ وَعَاقِبَةٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ  
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَتَحَسَبْ أَنْ تَكَرَّهُمْ مُتَيَبِّئًا وَيَجْمَلَ اللَّهُ  
فِيهِ عَذَابًا كَثِيرًا ﴿٢١﴾

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَسْتَبَدَّالَ دَوْجَ مَكَانَ سَرَاجٍ لَوْ  
أَتَيْتُمْ رِجَالَهُمْ وَقَطَّارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُونَ بِهِمَا يَا وَرَثَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢﴾

وَكَيفَ تَأْخُذُونَ وَكَذَلِكَ فَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غِظْلًا ﴿٢٣﴾

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ  
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٤﴾

عَزِمْتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ  
وَعَلَائِكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي الْأَرْضُ فَوْقَكُمْ وَأَخُوتُكُمْ مِنَ الْإِصْحَاقِ وَأُمَّهُنَّ  
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ  
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ إِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمُوهُنَّ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَهَلَالٌ لَكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا الَّذِينَ مِنْ  
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَتَّخِذُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ  
سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

৫ম পক্ষ

২৫। এবং মহিলাদের মধ্য হইতে সখবা মহিলাগণ (তোমাদের উপর হারাম করা হইল), তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত। ইহা আলাহ্ কর্তৃক তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ এবং উহারা (উপরে বর্ণিত মহিলাগণ) ব্যতিরেকে বাকী সকলকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে, এইভাবে যে তোমরা আপন অর্থ দ্বারা পবিত্রতা রক্ষার্থে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ কর, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে। অতএব, এই পন্থায় তাহাদের মধ্যে যাহাদের দ্বারা তোমরা উপকৃত হইয়াছ তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত দেন-মহর দাও; দেন-মহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে তোমরা পরস্পর সন্মত হইলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। নিশ্চয় আলাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজাময়।

২৬। এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মো'মেন মহিলাগণকে বিবাহ করিবার সামর্থ্য না রাখে সে তোমাদের দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্ত তোমাদের মো'মেন দাসীদের মধ্য হইতে কাহাকেও বিবাহ করিবে। বস্তুতঃ আলাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন; তোমরা একে অপর হইতে (উদ্ধৃত), স্তত্রায় তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং তাহাদিগকে ন্যায়-সঙ্গতভাবে তাহাদের দেন-মহর দাও, তাহাদের সতীত্ব রক্ষাকারিনী হওয়ার উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারিণী হওয়ার উদ্দেশ্যেও নহে এবং গোপন বন্ধ গ্রহণকারিনীরূপেও নহে। অতঃপর, যখন তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাহারা অশ্লীলতার লিপ্ত হইলে তাহাদের জন্য স্বাধীন নারীদের উপর যে শাস্তি উহার অর্ধেক। ইহা তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির জন্য যে পাপকে ভয় করে। এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য উত্তম; বস্তুতঃ আলাহ্ অতীব ক্ষমশীল, পরম দয়াময়।

২৭। আলাহ্ তোমাদিগকে বিশ্বদভাবে বর্ণনা করিয়া দিতে এবং তোমাদিগকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পন্থাসমূহ দেখাইয়া দিতে এবং তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন। এবং আলাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজাময়।

২৮। বস্তুতঃ আলাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন, কিন্তু যাহারা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহারা চাহে

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلَ لَكُمْ وَأَوْدَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَانْزِلْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ قَرِيبَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا رَأَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَيْنِ الْأَيْدِيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ④

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَنُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْعُرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفُوحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ فَاذًا أَحْصِينَ فَإِنْ اتَّخَذْنَ بِفَاحِشَةٍ فَقَدْ هَوَيْنَ رِضْفًا مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيدُوا غَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي بَدَأَ بِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑥

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

8  
[৩]  
১

যেন তোমরা (গর্হিত কাজের দিকে) একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়।

২৯। আল্লাহ্ তোমাদের বাত্মা লঘু করিতে চাহেন, কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।

৩০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ পরস্পরের মধ্যে অন্যান্যভাবে খাইও না, কিন্তু যদি উহা তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বতন্ত্র। এবং তোমরা নিজদিগকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়াময়।

৩১। এবং যে কেহ সীমানাঘন ও যুলুম করিয়া ইহা করিবে, আমরা অচিরেই তাহাকে আগুনে প্রবিষ্ট করিব; এবং ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

৩২। তোমাদিগকে সাহা হইতে নিষেধ করা হইতেছে যদি তোমরা সেগুলির মধ্যে গুরুতর পাপ হইতে বিরত থাক, তাহা হইলে আমরা তোমাদের কর্মের অনিষ্টসমূহকে তোমাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করিব।

৩৩। এবং তোমরা উহার আকাঙ্ক্ষা করিও না যদ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। পুরুষদের জন্য উহা হইতে অংশ রহিয়াছে যাহা তাহারা অর্জন করে এবং মহিলাগণের জন্যও উহা হইতে অংশ রহিয়াছে যাহা তাহারা অর্জন করে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট কামনা কর তাহার ফল হইতে। আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থিত।

৩৪। এবং আমরা প্রত্যেককে উত্তরাধিকারী করিয়াছি উহাতে সাহা পরিত্যাগ করে পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন এবং তাহারাও যাহাদের সহিত তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছ। সূতরাং তাহাদিগকে তাহাদের অংশ দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে সাক্ষী।

৩৫। পুরুষগণ স্ত্রীলোকগণের উপর অভিভাবক কেননা আল্লাহ্ তাহাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন এবং এই কারণেও যে, তাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ হইতে

الشَّهَوَاتِ أَنْ يَمْسُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٣٠﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣١﴾

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّهِ أَزًّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٢﴾

إِنْ تَخْتَفِتُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ مُكْفِرِينَ عَنَّمْ سَاءَ مَا يَكُمُ وَنَذَلْنَاكُمْ مَدْحَلًا كَرِيمًا ﴿٣٣﴾

وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَعْلًا شَعِيًّا عَالِمًا ﴿٣٤﴾

وَلِكُلِّ جُنَّةٍ مَوْلَىٰ وَمِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٥﴾

الرِّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالضَّالِحَاتُ

(স্ত্রীলোকের জন্য) খরচ করে। সূতরাং পূণ্যবতী স্ত্রীলোক তাহারা যাহারা অনুগতা, (স্বামীদের) ঐসকল গোপনীয় বিষয়ের হিফায়তকারিণী যাহার হিফায়ত আল্লাহ্ করিয়াছেন; এবং তোমরা যে সব স্ত্রীলোকের অবাধাতার আশঙ্কা কর তাহাদিগকে সদূপদেশ দাও এবং তাহাদিগকে শয়ান পৃথক করিয়া দাও এবং তাহাদিগকে প্রহার কর। অতঃপর, তাহারা যদি তোমাদের অনুগতা করে তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব উচ্চ, মহা সৌরবান্ধিত।

৩৬। এবং যদি তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহা হইলে স্বামীর স্বজনগণ হইতে একজন সালিস এবং স্ত্রীর স্বজনগণ হইতে একজন সালিস নিযুক্ত কর। যদি তাহারা উভয়ে (সালিস) আপোষ করাইতে চাহে তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদের উভয়ের মধ্যে মিল করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৩৭। এবং তোমরা আল্লাহ্ ইবাদত কর এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না এবং সদয় ব্যবহার কর— পিতামাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশী গণের সহিত এবং সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীগণের সহিত এবং তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে, তাহাদের সহিত। আল্লাহ্ তাহাদিগকে আদৌ ভালবাসেন না যাহারা অহংকারী, দান্তিক,

৩৮। যাহারা স্বয়ং রূপনতা করে এবং লোকাদিগকেও রূপনতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ ফয়ল হইতে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহা গোপন করে। বস্তুতঃ আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি;

৩৯। এবং যাহারা লোকদিগকে দেশস্বাইবার উদ্দেশ্যে নিজ ধন-সম্পদ খরচ করে এবং তাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখেন না (তাহারা শয়তানের সঙ্গী)। এবং শয়তান যাহার সঙ্গী হয়, ফলতঃ সে মন্দ সঙ্গী হইল।

৪০। এবং তাহাদের উপর কি (বিপৎপাত) হইত যদি তাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান আনিত এবং আল্লাহ্

فَتَبَّتْ حِفْظَكَ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي عَمَّاؤُنَ  
تُؤْزَمُونَ فَعُظُّوهُمْ وَأَهْبِرُوا هُنَّ فِي الصَّاحِبِ  
وَأَضْرِبُوهُمْ فَإِنِ اطْمَأَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ  
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

وَلَا تَخْضَعْنَ سُقَّةَآ بَيْنَهُمَا فَبِعَيْنَا حَكْمًا وَمِن  
أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِمَا إِن يُرِيدَ إِضْلَامًا يُخْفَى  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا لَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ  
إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبْيِ وَالْحَارِ  
زِيِّ الْقُرْبَىٰ وَالْحَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِن اللَّهَ لَاحْتِبِ  
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ  
مَا أَنهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا  
مُّهِينًا ۝

وَالَّذِينَ يُؤْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا  
سَاءَ قَرِينًا ۝

وَمَا دَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْتَفَعُوا

তাহাদিগকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহা হইতে তাহারা খরচ করিত ? এবং আল্লাহ তাহাদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন ।

وَمَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝

৪৯ । আল্লাহ কখনও (কাহারও প্রতি) অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং যদি কাহারও কোন সংকর্ম থাকে, তিনি উহাকে বাড়াইয়া দিবেন এবং তিনি স্বীয় সন্নিধান হইতেও মহা পুরস্কার দিবেন ।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكَ حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

৪২ । অতএব, তখন (তাহাদের) কেমন অবস্থা হইবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকেও এইসব নোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব ?

كَلَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝

৪৩ । যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং এই রসূলের অবাধতা করিয়াছে তাহারা সেই দিন কামনা করিবে যে, হায় ! যদি তাহাদিগকে ভূপৃষ্ঠে মিশাইয়া দেওয়া হইত; এবং তাহারা আল্লাহ হইতে কোন কথা গোপন করিতে পারিবে না ।

يَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْسُؤِي بِقَوْمِ الْأَرْضِ وَلَا يَلْكُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝

৪৪ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছে ! তোমরা অসচেতন অবস্থায় নামাযের নিকট যাইও না যতরূপ পর্যন্ত না তোমরা যাহা বল তাহা অনুধাবন কর, এবং অপবিত্র হইলেও (নামাযের নিকট যাইও না) যতরূপ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করিয়া লও, ইহা ব্যতিরেকে যে তোমরা মোসাসফের অবস্থায় থাক; এবং যদি তোমরা পীড়িত থাক অথবা সফরে থাক (এবং অপবিত্র অবস্থায় হও) অথবা তোমাদের মধ্যে যদি কেহ শৌচাগার হইতে আসিয়া থাকে অথবা তোমরা স্ত্রী-স্পর্শ করিয়া থাক এবং তোমরা পানি না পাও তাহা হইলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা স্নানাত্মক কর, এবং তোমাদের মুখ মণ্ডল এবং হস্ত সমূহকে মুছিয়া ফেল । নিশ্চয় আল্লাহ পরম মার্জনাকারী, ক্রমাশীল ।

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ مِمَّا تَكْتُمُونَ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا بِرِي سَبِيلٍ مِّنْكُمْ وَأَنْ كُنْتُمْ فَرِحْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ۝

৪৫ । তোমরা কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর না যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল ? তাহারা পথ ভ্রষ্টতা ক্রয় করে এবং আকাঙ্ক্ষা করে যেন তোমরাও পথ ভ্রষ্ট হও ।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُولُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُشْتَرُونَ الصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَبْلُغُوا السَّبِيلَ ۝

৪৬ । এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুদিগকে অধিক জানেন, এবং বন্ধু হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ যথেষ্ট ।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَبِآيَاتِهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝

৪৭। ইহুদীদের মধ্য হইতে কতকজন (আল্লাহর) কানাম সমূহকে মথাস্থান হইতে অদল-বদল করে এবং তাহারা বলে, 'আমরা গুনিলাম এবং অমান্য করিলাম' এবং (আরও বলে) 'তুমি আমাদের কথা শুন, (আল্লাহর কানাম) তোমাকে যেন কখনও গুনানো না হয়,' এবং তাহারা তাহাদের জিহ্বাকে বিকৃত করিয়া এবং দীনের প্রতি খোঁচা দিয়া বলিত, 'রায়েনা' এবং তাহারা যদি এইরূপ বলিত, 'আমরা গুনিলাম এবং মান্য করিলাম, এবং তুমি শুন এবং 'উনয়রনা' (আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দাও); তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য উত্তম এবং সুসংগত হইত। কিন্তু আল্লাহ তাহাদের অবিশ্বাসের জন্য তাহাদের উপর অভিসম্পাত করিলেন; অতএব, তাহারা অল্প সংখ্যক বাতিরেকে ঈমান আনে না।

৪৮। হে যাহারা কিতাব প্রদত্ত হইয়াছে! তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আমরা নায়েল করিয়াছি, ইহা উহার সত্যায়ন করে যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে, সেই সময় আসিবার পূর্বে যখন আমরা (তোমাদের কতক) নেতাকে ধ্বংস করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের পশ্চাতে ফিরাইয়া দিব বা তাহাদিগকে সেইরূপে অভিশপ্ত করিব যেইভাবে আমরা 'সাবাত'-এর নোকাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছিলাম, এবং আল্লাহর আদেশ নিশ্চয় কার্যকরী হইবে।

৪৯। আল্লাহ ইহা আদৌ ক্ষমা করিবেন না যে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করা হউক; এবং ইহা অপেক্ষা লঘু অপরাধকে তিনি যাহার জন্য চাহিবেন ক্ষমা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করে সে এক মহা পাপ করে।

৫০। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যাহারা নিজদিগকে পবিত্র বনিয়া দাবী করে? বরং আল্লাহ তাহাকে চাহেন পবিত্র করেন, এবং তাহাদের উপর স্বর্জুর-বীজের বিঘ্নী পরিমাণও যত্ন করা হইবে না।

৫১। দেখ! তাহারা আল্লাহর উপর কিরূপ মিথ্যা আরোপ করিতেছে, এবং ইহা সম্পূর্ণ পাপ হিসাবে যথেষ্ট।

৫২। তুমি কি এক সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল? তাহারা জিব্বত (দুই সত্যসমূহ) এবং তান্তত (বিদ্রোহী সত্যসমূহ)-এর উপর ঈমান রাখ এবং তাহারা কাকেরদের সম্বন্ধে বলে, 'ইহারা

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  
وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَ  
رَاعِنَا لَيْتَ بِلِسَانِهِمْ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ لَوْ أَنَّهُمْ  
قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا  
لَّهُمْ وَأَقْوَمًا وَلَٰكِن لَّمْ يَكْفُرْهُمْ فَلَا  
يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٧﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آؤُوا الْكُتُبَ إِنَّمَا يَنْزَلُنَا مَصَدَقًا  
لِّمَا مَعَكُمْ قَدْ قِيلَ إِنَّ تَطْيِيسَ وُجُوهًا فَتَرَاهَا عَلَىٰ  
أَذْيَابِهَا أَوْ تَلْعَنُوهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَهْبَابَ التَّابُوتِ وَكَانَ  
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٨﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ  
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ  
إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٩﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُرِي  
مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ قَلِيلًا ﴿٥٠﴾

أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ  
إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥١﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ آؤُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ  
بِالْحَبِيبِ وَالظَّالِمَاتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ

ধর্ম পথে ঐ সকল লোকের অপেক্ষা অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত যাহারা ঈমান আনিয়াছে।

أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۝

৫৩। ইহারা ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিশপ্ত করিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে অভিশপ্ত করেন তুমি কখনও তাহার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝

৫৪। শাসনক্রমতায় কি তাহাদের কোন অংশ আছে? তাহা হইলে তাহারা জনগণকে খড়্গের বীজের পৃষ্ঠদেশের খাত পরিমাণও কিছু দিবে না।

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمَلِكِ إِذْ أَلَّيْتُمُ النَّاسَ نَصِيرًا ۝

৫৫। অথবা তাহারা কি এই কারণে লোকদিগকে সঁফা করে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ ক্রয়ল হইতে কিছু দান করিয়াছেন? (যদি ইহাই হইয়া থাকে) তাহা হইলে আমরা ইব্রাহীমের বংশধরকেও কিটাব এবং হিকমত দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে আমরা দিয়াছিলাম বিশাল সাম্রাজ্য।

أَمْ يُحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝

৫৬। অতঃপর, তাহাদের মধ্যে কতক তাহার উপর ঈমান আনিল; এবং তাহাদের মধ্যে কতক তাহা হইতে বিরত থাকিল এবং (তাহাদের শাস্তির জন্য) প্রচ্ছন্নিত আঙন হিসাবে জাহান্নাম যথেষ্ট।

فِيهِمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝

৫৭। নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে শীঘ্রই আমরা তাহাদিগকে আঙনে প্রবিষ্ট করিব, যখনই তাহাদের চর্ম স্কলিয়া যাইবে আমরা উহার স্থলে তাহাদিগকে অন্য চর্ম বদলাইয়া দিব যেন তাহারা শাস্তির স্বাদ ভোগ করিতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَمَا كُنَّا نَصَلِّيٰ جُلُودَهُمْ بَدًا لَهُمْ جُلُودًا أُخْرَىٰ ۚ وَعَیْرَهَا لِيَدُورُوا فِي الْعَذَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

৫৮। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে, আমরা শীঘ্রই তাহাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিব যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, যেখানে তাহারা সদা বসবাস করিবে; উহাতে তাহাদের জন্য পবিত্র জোড়াসমূহ থাকিবে এবং আমরা তাহাদিগকে ঘন স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবিষ্ট করিব।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدَّ لَهُمْ جَنَّتَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلًا ۝

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ উহাদের প্রাপককে অর্পণ কর, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْتَابَ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

নামপরায়ণতার সহিত বিচার কর। আল্লাহ তোমাদিগকে যাহার উপদেশ দিতেছেন নিশ্চয় উহা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বপ্রণী।

৬০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর, যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তাহা হইলে তোমরা উহা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। ইহা বড়ই কন্যাগজনক এবং পরিণামের দিক দিয়া অতি উত্তম।

৮  
[৯]  
৫

৬১। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা দাবী করে যে, যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল উহাদের উপর তাহারা ঈমান আনিয়াছে? তাহারা 'তাওত' (বিদ্রোহকারী) দ্বারা বিচার করা হইতে আকাশা করে অথচ তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল তাহারা যেন তাহার কথা অস্বীকার করে, কারণ শয়তান তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে চায়—যোর পথভ্রষ্টতায়।

৬২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা কিছু আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন, উহার দিকে এবং এই রসূলের দিকে আস,' তখন তুমি মোনাফেকদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরূপ ভাবাপন্ন হইয়া সরিয়া যাইতেছে।

৬৩। তখন কেমন অবস্থা হয় যখন তাহাদের কৃতকর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন তাহারা আল্লাহর কসম খাইতে খাইতে তোমার নিকট আসিয়া বলে, 'আমরা সন্মাহার এবং পরস্পর সম্প্রীতি বাতীত আর কিছুই চাই নাই।'

৬৪। ঐ সকল লোকের অন্তরে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ উহা জানভাবে জানেন, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে পরিহার করিয়া চল এবং তাহাদিগকে সদৃশদেহ দাও এবং তাহাদের নিজদের কন্যাগার্থে তাহাদিগকে মর্যস্পশী কথা বল।

يَعْتَابُ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَبِيحًا بَصِيرًا ﴿٦٠﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ  
أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦١﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلْنَا  
إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَمَنَّوْا  
إِلَى الظَّالِمِينَ وَقَدْ أُورِئُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ  
الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٢﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ  
رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦٣﴾

فَكَيْفَ إِذَا آصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ  
ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا إِتْسَانًا  
وَتَوْفِيقًا ﴿٦٤﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ  
عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَلَا لِيَلْيَا ﴿٦٥﴾



ওয়াল মুহসানাতু-৫

৬৫। এবং আমরা কোন রসূল প্রেরণ করি নাই এই উদ্দেশ্যে বাতীরেকে যে আল্লাহর আদেশে যেন তাহার আনুগত্য করা হয়। এবং যখন তাহারা নিজেদের উপর অন্যায় করিয়া ছিল, তখন যদি তাহারা তোমার নিকট আসিত এবং আল্লাহর নিকট তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রসূলও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহকে অত্যন্ত সদয় দৃষ্টিদানকারী, পরম দয়াময় হিসাবে পাইত।

৬৬। কিন্তু না, তোমার প্রভুর কসম, তাহারা মো'মেন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সেই সকল বিষয়ে তোমাকে বিচারক রূপে মানা করিবে যে সকল বিষয়ে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং যে সকল বিষয়ে তুমি ফয়সালা কর উহাতে তাহারা নিজেদের অন্তরে সংকোচ বোধ না করিবে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে।

৬৭। এবং আমরা যদি তাহাদের উপর বিধিবদ্ধ করিতাম যে, 'তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর অথবা আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও', তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যতীত কেহই ইহা করিত না; এবং তাহারা যদি উহা করিত তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণজনক এবং (ঈমানের) অনেক মন্বতির কারণ হইত;

৬৮। এবং তখন আমরা নিশ্চয় নিজ সন্নিধান হইতে তাহাদিগকে মহা পুরস্কার দান করিতাম;

৬৯। এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় আমরা সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিতাম।

৭০। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করিবে তাহারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে शामिल হইবে যাহাদিগকে আল্লাহ পুরস্কার দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্ধীগণ এবং শহীদগণ এবং সালেহগণের মধ্যে। এবং ইহারা ই সঙ্গী হিসাবে উভয়।

৭১। ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে বিশেষ ফয়ল; এবং সর্বস্বামী হিসাবে আল্লাহ্ ফখরিত।

৭২। যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে! তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর, অতঃপর, ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হও অথবা সম্মিলিতভাবে বাহির হও।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَطَاعُ يَأْذِنُ اللَّهُ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَابًّا تَوَّابًا ﴿٦٥﴾

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٦﴾

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ وَأُخْرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثَابًا ﴿٦٧﴾

وَإِذَا لَا تِنَّهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٨﴾

وَلَهَدَيْنَاهُمْ سَبِيلًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٩﴾

وَمَنْ يُضِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّاهِدِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٧٠﴾

ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ﴿٧١﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا شُبَّانًا وَانْفِرُوا حِينِيحًا ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহারা গড়িমসি করিয়া পিছনে থাকিয়া যায়, অতঃপর যদি তোমাদের উপর বিপদ আসে তখন সে বলে, 'আল্লাহ্ আমার উপর অবশ্যই অগ্রহ করিয়াছেন যেহেতু আমি তাহাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না।

৭৪। কিন্তু যদি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তোমাদের উপর কোন ফয়ল হয় তখন সে অবশ্য এমনভাবে বলে, যেন তোমাদের এবং তাহার মধ্যে কোন বন্ধুস্নত সম্পর্কই ছিল না, 'হায় ! আমিও যদি তাহাদের সহিত থাকিতাম, তাহা হইলে আমি (আজ) মহা সাফলা অর্জন করিতাম !'

৭৫। সূতরাং যাহারা পরকালের জন্য পার্থিব জীবনকে বিক্রয় করে, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা উচিত। এবং যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর সে নিহত হয় অথবা জয়লাভ করে, অট্টরেই আমরা তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব।

৭৬। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে এবং ঐ সকল অসহায় দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য যুদ্ধ কর না, যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদিগকে এই শহর হইতে বাহির করিয়া নইয়া যাও, যাহার অধিবাসীগণ বড়ই মালোম এবং তুমি নিজের সম্বন্ধান হইতে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক নিযুক্ত কর, এবং তোমার সম্বন্ধান হইতে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।'

৭৭। যাহারা ঈমান আনে তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহারা তাওহদের (কিপ্রাধী-শয়তানের) পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, শয়তানের (যুদ্ধ) কৌশল নিশ্চয় দুর্বল।

৭৮। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংযত কর এবং নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও, অতঃপর, যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল তখন দেখ ! তাহাদের মধ্যে হইতে এক দল মানুষকে এইরূপ ভয় করিতে লাগিল যেইরূপ আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত, বরং তদপেক্ষা অধিক ভয়, এবং তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর কেন যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করিলে ? কেন তুমি আমাদিগকে আরও

وَرَأَىٰ مِنْكُمْ لَمَن لَّمْ يَلْعَلْنَ ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُّؤِيبَةٌ ۖ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شِيعَتًا ۝

وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبَسَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتْ أَوْ يُغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِن دُونِكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِن دُونِكَ نَصِيرًا ۝

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا آلِيَابِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ يَكِيدُ الشَّيْطَانُ كَانَ ضَعِيفًا ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَكَلَّمْنَا نَسَبًا عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذْ أَرَادُوا فِرْقًا فَيَنْهَضُوا يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا إِنَّا لِمُرْكَبَاتٍ عَيْنَانَا الْقِتَالُ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ

৯৬  
[৬]

কিছু দিনের জন্য অবকাশ দিলে না?’ তুমি বল, ‘পার্থিব ভোগ-বিনাস তুচ্ছ, কিন্তু পরকাল তাহার জন্য অধিকতর উত্তম যে (আল্লাহর) তাকওয়া অবলম্বন করে, এবং তোমাদের উপর পূর্জর-বীজের বিলী পরিমাণও অনায়াস করা হইবে না।’ \*

৭৯। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্তা তোমাদের নাগাল পাইবেই যদিও তোমরা সুদূর-দূর্গে অবস্থান কর না কেন। এবং যদি তাহাদের কোন কন্যাগণ ঘটে তখন তাহারা বলে, ‘ইহা আল্লাহর সম্মিধান হইতে;’ এবং যদি তাহাদের কোন অনিষ্ট হয় তখন তাহারা বলে, ‘ইহা তোমার নিকট হইতে;’ তুমি বল, ‘সবই আল্লাহর নিকট হইতে; এহি লোকগুলির কি হইয়াছে যে, তাহারা কোন কথা বুঝিবার কাছ দিয়াও যায় না?’

৮০। তোমার নিকট যে কন্যাগণ আসে তাহা আল্লাহর নিকট হইতে; এবং তোমার যে অকন্যাগণ ঘটে তাহা তোমার নিজের কারণে। বস্তুতঃ আমরা তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্য রসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

৮১। যে কেহ এই রসূলের আনুগত্য করে বস্তুতঃ সে আল্লাহরই আনুগত্য করে, এবং যে কেহ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সেইক্রমে আমরা তোমাকে তাহাদের উপর রক্ষক হিসাবে পাঠাই নাই।

৮২। এবং তাহারা বলে, ‘আনুগত্যই (আমাদের আদর্শ নীতি),’ কিন্তু যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায় তখন তাহাদের মাঝে একদল, তুমি যাহা বলিয়া থাক, উহার বিরুদ্ধে রাত্রি সনা-পরামর্শ করে। এবং তাহারা রাগিত্তে যে সনা পরামর্শ করিতেছে উহা আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। অতএব, তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। বস্তুতঃ কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

৮৩। তবে কি তাহারা কুরআনের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করে না? এবং যদি ইহা আল্লাহ্ বাতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা উহার মাঝে বহু গরমিল পাইত।

৮৪। এবং যখন তাহাদের নিকট নিরাপত্তার অথবা উয়-ভীতির কোন সংবাদ আসে তখন তাহারা ইহাকে খুব প্রচার

الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَكَأَيُّ ظُلْمُونَ فَبَيِّنَالًا ۝

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي رُبْعٍ مُّشِيدَةٍ ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَاٰرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَوِيضًا ۝

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ۖ فَإِذَا بَرَأُوا مِنَ اللَّهِ عِبْدَتِ طَافَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۚ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكَرِيمًا ۝

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا

করিয়া বেড়ায়; তখন যদি তাহারা উহা রসুলের নিকট এবং তাহাদের কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা তথা অনুসন্ধান করিতে পারে তাহারা নিশ্চয় ইহা জানিয়া লইত। যদি আল্লাহর ক্ষমণ এবং তাহারা রহমত তোমাদের উপর না হইত, তাহা হইলে অল্প সংখ্যক লোক বাতীত তোমরা সকলেই শয়তানের অনুসরণ করিতে।

৮৫। অতএব, তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তোমাকে তোমার নিজের জন্য ছাড়া দায়ী করা হয় নাই— এবং তুমি মো'মেনদিগকে (যুদ্ধের জন্য) উৎসাহিত করিতে থাক। হয় তো অচিরেই আল্লাহ কাফেরদের যুদ্ধ প্রতিরোধ করিয়া দিবেন বস্তুতঃ আল্লাহ শক্তিতে অতীব কর্তার এবং শাস্তি দানেও অতীব কর্তার।

৮৬। যে কেহ সৎ (কাজের) সুপারিশ করিবে, তাহার জন্য উহা হইতে একাংশ থাকিবে, এবং যে কেহ মন্দ (কাজের) সুপারিশ করিবে, তাহার জন্য উহার তুল্য অংশ থাকিবে, এবং আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৮৭। এবং যখন তোমাদিগকে সাদর-সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয়, তখন তোমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর সাদর-সম্ভাষণ জানাইও, অথবা (কমপক্ষে) উহাই প্রত্যার্পণ করিও, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

৮৮। আল্লাহ সেই সজ্ঞা যিনি বাতীত কোন উপাসা নাই, তিনি নিশ্চয় কিয়মত দিবস পর্যন্ত তোমাদিগকে একত্রিত করিতে থাকিবেন যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এবং আল্লাহ অপেক্ষা কথায় অধিক সত্যবাদী কে ?

৮৯। তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমরা মোনাফেকদের বিষয়ে দুই দল হইয়াছ ? অথচ আল্লাহ তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদিগকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ যাহাকে পথদ্রষ্ট করিয়াছেন তোমরা কি তাহাকে হেদায়াত দিতে চাহিতেছ ? এবং আল্লাহ যাহাকে পথদ্রষ্ট হইতে দেন তুমি তাহার জন্য কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَشِيطُونَكَ مِنْهُمْ وَلَوْ أَضَلَّ اللَّهُ عَيْنَكُمْ وَرَحْمَتَهُ لَا تَبِعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِيصِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الدِّينِ كَفْرًا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۝

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ۝

وَإِذَا حُيِّنْتُمْ بِحِجَابٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِيكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْجِزُكَ رَبِّي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فُتْنَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْتَدُوا مِنْ أَضَلِّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ يَهْدِيَهُ إِلَّا سَبِيلًا ۝

৯০। তাহারা কামনা করে যে, তোমরাও সেইরূপ অস্বীকার কর যেইরূপ তাহারা অস্বীকার করিয়াছে যেন তোমরা সকলেই সমান হইয়া যাও। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। অতঃপর, যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে ধৃত কর এবং হত্যা কর যেখানে তোমরা তাহাদিগকে পাও; এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং সাহায্যকারী রূপেও না;

৯১। কেবল ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা ঐ জাতির সহিত সম্পর্ক রাখে যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রহিয়াছে, অথবা যাহারা তোমাদের নিকট আসে এমনতরকায় যে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অথবা তাহাদের জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে তাহাদের অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হয়। এবং যদি আল্লাহ চাহিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দিতেন, তখন তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত। অতএব, যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি-প্রস্তাব পেশ করে তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে (আক্রমণের) কোন পথ বাকী রাখেন নাই।

৯২। শীঘ্রই তোমরা অন্য এমন কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের নিকট হইতে নিরাপদ থাকিতে চাহে এবং তাহাদের নিজেদের জাতির নিকট হইতেও নিরাপদ থাকিতে চাহে। যখনই তাহাদিগকে ফিতনার দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তখনই তাহাদিগকে উহাতে নিম্নমুখী করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক না হয় এবং তোমাদের নিকট শান্তি-প্রস্তাব পেশ না করে এবং নিজেদের হাত সংযত না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধৃত কর এবং তাহাদিগকে হত্যা কর যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে পাও। এবং তোমরাই এমন লোক যে, আমরা তাহাদের উপর তোমাদিগকে সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব দান করিয়াছি।

وَدُّوا لَوْ كَفَرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيَاءَ وَلَا نَصِيرًا ﴿٩٠﴾

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَبْرَأَاتٌ أَوْ جَاءَوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطْنَا عَلَيْهِمُ عَلَيْكُمْ فَنَلَقْتَنَا لَوْ كَرِهْنَا لَأَنزَلْنَا بِكُمُ الْقَوْلَ إِنَّا لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ عَلَيْهِمْ سَيِّئًا ﴿٩١﴾

سَيِّئًا وَنَآخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا رَّزَوْا إِلَىٰ الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِن تَمَّ بِعَدَاؤِكُمْ وَبَلَّغُوا إِلَيْكُمْ السَّلْمَ وَبَلَغُوا إِلَيْدِيهِمْ فَخُذُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩٢﴾

১৩। কোন মো'মেনের উচিত নহে যে, সে কোন মো'মেনকে হত্যা করে কেবল ভুল বাতিরেকে এবং কেহ ভুল বশতঃ কোন মো'মেনকে হত্যা করিলে একজন মো'মেন দাসকে মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্ত-পণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তাহারা উহা সদকাহ্ (হিসাবে মাফ) করিয়া দেয়। কিন্তু সেই (নিহত) ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু পক্ষের হয় এবং সে মো'মেন হয় তাহা হইলে একজন মো'মেন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যদি সেই (নিহত) ব্যক্তি এমন এক জাতির লোক হয় যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রহিয়াছে তাহা হইলে তাহার পরিজনবর্গের নিকট রক্ত-পণ অর্পণ করা এবং একজন মো'মেন দাস মুক্ত করা বিধেয়। কিন্তু যে (সামর্থ্য) রাখে না তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিতে হইবে— আল্লাহর তরফ হইতে দয়ার দৃষ্টি স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজনীন, প্রজাময়।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ يَبْغُونَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مُنَافِقًا فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَوْمًا يُشَاهِدُونَ مِن مَّتَابِعِهِ فَمَنْ تَبِعَ مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَكِيمًا ﴿١٣﴾

১৪। -এবং কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মো'মেনকে হত্যা করিলে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম, যাহাতে সে বসবাস করিতে থাকিবে। এবং আল্লাহ তাহার প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করিবেন এবং তিনি তাহাকে অভিসম্পাত করিবেন এবং তাহার জনা মহা আযাব প্রস্তুত করিবেন।

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٤﴾

১৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে সফর কর, তখন তোমরা ভালরূপে তদন্ত করিয়া লও; এবং যে তোমাদিগকে সালাম বলে, তাহাকে বলিও না যে তুমি মো'মেন নহ'। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ কামনা করিতেছ, অথচ আল্লাহর নিকট রহিয়াছে প্রচুর সম্পদ। তোমরাও ইতিপূর্বে এইরূপ ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অগ্রহ করিলেন; সুতরাং তোমরা ভালরূপে তদন্ত করিয়া লও। তোমরা যাহা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ উহা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَيْنَا وَأَنتُمْ بِلَدُنَا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ آتَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَارِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٥﴾

১৬। মো'মেনগণের মধ্যে অক্রম ব্যতিরেকে যাহারা পিছনে বসিয়া থাকে তাহারা এবং যাহারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়া জিহাদ করে তাহারা সমান হইতে পারে না। ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়া জিহাদকারীগণকে আল্লাহ ঐ সকল লোকের উপর, যাহারা (গৃহে) বসিয়া থাকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, এবং তাহাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ

لَا يَسْتَوِي الْقُعُودُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرْفِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعُودِينَ دَرَجَةً ۗ وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْخَنَّاسِينَ فَضَّلَ

কলাপ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহারা (গৃহে) বসিয়া থাকে তাহাদের উপর আল্লাহ মুজাহিদগণকে মহা পুরস্কারের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন—

৯৭। তাহার সন্নিধান হইতে পদমর্যাদা, এবং ক্রমা এবং রহমত দ্বারা। এবং আল্লাহ্ অতীব ক্রমাশীল এবং পরম দয়াময়।

১৩  
৫]  
১০

৯৮। নিশ্চয় যাহাদিগকে ফিরিশতাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দান করে, যখন তাহারা নিজেদের উপর অনায়াম করিতেছিল, তাহারা (ফিরিশতাগণ) বলিবে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে দুনিয়াতে দুর্বল বলিয়া গণ্য করা হইত।' তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্‌র পৃথিবীকি প্রশস্ত ছিল না যে উহাতে তোমরা হিজরত করিতে?' সুতরাং এই সব নোকের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম, ইহা কতই না মন্দ বাসস্থান!

৯৯। কেবল পুরুষ এবং মহিলা এবং বালক-বালিকাদের মধ্য হইতে দুর্বলগণ ব্যতীত যাহারা কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না এবং (উদ্ধারের) কোন পথও খুঁজিয়া পায় না।

১০০। এই সকল লোককে অর্চিরেই 'আল্লাহ্ মার্জনা করিয়া দিবে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী, পরম ক্রমাশীল।

১০১। এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে, সে পৃথিবীতে বহু সমৃদ্ধজন এবং প্রাচুর্য পাইবে। এবং যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের উদ্দেশ্যে, নিজ গৃহ হইতে হিজরত করার জন্য বাহির হয়, অতঃপর তাহার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র উপর বর্তিয়াছে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্রমাশীল, পরম দয়াময়।

১৪  
[৪]  
১১

১০২। এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর এবং আশঙ্কা কর যে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা তোমাদিগকে ফিতনায় ফেলিয়া দিবে তখন যদি তোমরা নামায সংক্ষেপ কর তাহা হইলে ইহাতে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। কাফেররা নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْفُجُورِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٧﴾

دَرَجَاتٍ فِيْهِ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

﴿٩٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ تُوَفِّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِبِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لَكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ طَسَاءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٩﴾

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ جِدْلًا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿١٠٠﴾

قَالُوا لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَفْعُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَفُورًا ﴿١٠١﴾

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْوَيْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٢﴾

وَإِذَا صَرَسْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفْرَانَ كَانُوا كَرَمًا عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠٣﴾

১০৩। এবং যখন তুমি নিজে তাহাদের মধ্যে থাক এবং তুমি তাহাদিগকে নামায পড়াও তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন তাহাদের অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। এবং যখন তাহারা সিজদা সম্পন্ন করে তখন যেন তাহারা তোমাদের পশ্চাতে (শত্রুর সম্মুখে) দণ্ডায়মান হয়; এবং অন্য দল যাহারা এখনও নামায পড়ে নাই তাহারা যেন আগাইয়া আসে এবং তোমার সঙ্গে নামায আদায় করে এবং তাহারা যেন আশ্রয়স্থানের উপকরণ অবলম্বন করে ও অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকে, এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা কামনা করে যে তোমরা যদি তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হইতে অসতর্ক হও তাহা হইলে তাহারা যেন অতর্কিতে এক যোগে তোমাদের উপর বাপাইয়া পড়িতে পারে। এবং রুষ্টিপাতের কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তখন তোমাদের উপরে কোন পাপ বর্তিবে না যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্রাদি খুলিয়া ফেল, এবং তোমরা (সদা) আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ কর। আল্লাহ নিশ্চয় কাফেরদের জন্য নান্নাজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

১০৪। অতঃপর, যখন তোমরা নামায শেষ কর তখন দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া এবং নিজেদের পাশ্বে শুইয়া তোমরা আল্লাহকে সম্মরণ কর, এবং যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন (স্বাভাবিক শর্তানুযায়ী) তোমরা নামায কয়েম কর, নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কয়েম করা মো'মেনদের উপর ফরয।

১০৫। এবং (শত্রু) জাতির অনুসন্ধান তেমনরা শৈথিল্য প্রদর্শন করিও না, যদি তোমাদের কষ্ট হয় তাহা হইলে তোমাদের সেরূপ কষ্ট হয় তাহাদেরও সেরূপ কষ্ট হয়। এবং তোমরা তো আল্লাহ হইতে উহার আশা রাখ যাহার আশা তাহারা রাখে না; এবং আল্লাহ সর্বস্তানী, প্রজাময়।

১০৬। আমরা নিশ্চয় সত্য সহ এই পূর্ণ কিতাব তোমার প্রতি এই জন্য নাযেল করিয়াছি যেন আল্লাহ তোমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তদ্বারা তুমি লোকদের মধ্যে বিচার কর। এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হইও না।

১০৭। এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا آسِلِحَتَهُمْ فَتَآذًا تُحْجِدُوا فَلَئِكَ ذُو نُورَيْنِ وَمِنْ ذَٰلِكَ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَذَٰلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْعَانِكُمْ فَيُعَيِّنُونَ عَلَيْكُمْ صَيْدَةً وَّاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ إِذَىٰ مِنْ مَطَرٍ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِذْ أَسْلَحْتُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٣﴾

وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ تَعْبِيرًا وَقُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّقْشُورًا ﴿١٠٤﴾

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمِنُونَ لَكُمْ تَأْمِنُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٥﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْغَائِبِينَ حَصِينًا ﴿١٠٦﴾

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٧﴾



১০৮। এবং তুমি তাহাদের পক্ষ হইয়া বিতর্ক করিও না যাহারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না তাহাকে যে চরম বিশ্বাসঘাতক, মহাপাপী।

১০৯। তাহারা মানুষ হইতে নিজেদের (পরিকল্পনা) গোপন করে, কিন্তু আল্লাহ হইতে তাহারা গোপন করিতে পারে না, অথচ তিনি তখনও তাহাদের সহিত থাকেন যখন তাহারা রাত্ৰিকালে এমন কথা সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করে যাহা তিনি পসন্দ করেন না। বস্তুতঃ তাহারা যে কর্ম করে আল্লাহ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

১১০। দেখ! তোমরা এমনই লোক যে ইহজীবনে তাহাদের পক্ষ হইয়া বিতর্ক করিতেছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাহাদের পক্ষ হইয়া আল্লাহর সহিত কে বিতর্ক করিবে অথবা কে হইবে তাহাদের পক্ষে অভিভাবক ?

১১১। এবং যে কেহ মন্দ কর্ম করে অথবা নিজের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় হিসাবে পাইবে।

১১২। এবং যে কেহ পাপ অর্জন করে, সে উহা কেবল নিজের বিরুদ্ধেই অর্জন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১১৩। এবং যে কেহ কোন ভুলি বা পাপ অর্জন করে, অতঃপর উহা কোন নিদোষ ব্যক্তির উপর আরোপ করে, ভ্রাহা হইলে নিশ্চয় সে মিথ্যা এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।

১১৪। এবং যদি না তোমার উপর আল্লাহর ফয়ল এবং রহমত হইত তাহা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে একদল দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল যেন তোমাকে ধ্বংস করে, কিন্তু তাহারা নিজদিগকে বাতীত অন্য কাহাকেও ধ্বংস করে না এবং তাহারা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। এবং আল্লাহ তোমার উপর কামিল কিতাব এবং হিকমত নাযেল করিয়াছেন এবং যাহা তুমি জানিতে না তাহা তোমাকে শিখাইয়াছেন এবং তোমার উপর আল্লাহর মহা ফয়ল রহিয়াছে।

১১৫। তাহাদের অধিকাংশ পরামর্শের মধ্যে কোন কল্যান নাই—কেবল ঐ ব্যক্তির (পরামর্শ) ছাড়া যে দান-খয়রাত অথবা সংকাজ অথবা লোকের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়। এবং

ذَلَّ يُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَحْتَبُونَ أَنَّهُم مُّرْسَلُونَ اللَّهُ لَا يَجِبُ مَنْ كَانَ خَوَاتِمًا ۖ

يَسْتَعْمُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَعْمُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرَوْنَ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَظِيمًا ۝

هَآئِنَّمْ هُوَ لَآءُ جَدِّ لَمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ اَلَّذِيْنَ تَمَنَّىٰ فَمَنْ يُجَادِلُ اَللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ اَلْقِيٰمَةِ اَمَّ مَنْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكَيْفًا ۝

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا لَّمْ يَسْتَعْمِرِ اَللّٰهَ يَجِدِ اَللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

وَمَنْ يَكْسِبْ اِنْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلٰى نَفْسِهِ وَكَانَ اَللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

وَمَنْ يَكْسِبْ حَظِيْمَةً اَوْ اِنْمًا لَّمْ يَزِمْ بِهٖ بَرِيْرًا ۚ فَعَدُوٌّ اِخْتَلَبَ بِهٖمَا تَا وَ اِنَّمَا مُسِيْرًا ۙ

وَلَوْ اَنَّ فَضْلَ اَللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَتَّ ظَاوِفُهُ مِنْهُمْ اَنَّ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصْعَدُوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ وَّاَنْزَلَ اَللّٰهُ عَلَيْكَ اَلْكِتٰبَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ تَجْوِيْهِمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ رٰضَا لَآجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ

যে বাজি আলাহুর সত্ত্বটি লাভের উদ্দেশ্যে উহা করে অচিরেই আমরা তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব ।

১১৬ । এবং যে কেহ তাহার নিকট হেদায়াত পূর্ণভাবে প্রকাশ হওয়ার পর এই রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যাইবে এবং মো'মেনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করিবে, আমরা তাহাকে সেই পথেই ফিরাইয়া দিব যে পথে সে ফিরিয়া গিয়াছে এবং আমরা তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব; বস্তুতঃ উহা বড়ই মন্দ বাসস্থান ।

১৭  
[৩]  
১৪

১১৭ । আলাহ্ ইহা কখনও ক্ষমা করিবেন না যে তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করা হউক, এবং ইহা অপেক্ষা লঘুতর পাপ যাহার জন্য তিনি চাহিবেন ক্ষমা করিবেন । বস্তুতঃ যে বাজি আলাহুর সহিত কোন কিছুকে শরীক করে সে অবশ্যই চরম ভাবে পথভ্রষ্ট হয় ।

১১৮ । তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া জীবনহীন-অসার বস্তু ব্যতীত কাহাকেও ডাকে না, বরং তাহারা বিদ্রোহী শয়তান ব্যতীত কাহাকেও ডাকে না,

১১৯ । আলাহ্ তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন; এবং সে বলিয়াছিল, 'আমি নিশ্চয় তোমার বান্দাগণের মধা হইতে এক নির্দিষ্ট অংশকে ছিনাইয়া লইব;

১২০ । এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পঞ্চভ্রষ্ট করিব, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে প্রলোভন দিব, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে (মন্দ কাজে) উত্তেজিত করিব, ফলে তাহারা পশুর কর্ণচ্ছদ করিবে, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিব, ফলে তাহারা অবশ্যই আলাহুর সৃষ্টির পরিবর্তন করিবে ।' এবং যে কেহ আলাহ্ ব্যতীত শয়তানকে অভিজ্ঞাবক রূপে গ্রহণ করিবে, সে নিশ্চয় প্রকাশ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।

১২১ । সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদিগকে নানা প্রলোভন দেয়; বস্তুতঃ শয়তান তাহাদিগকে প্রকাশ্য ছননা ব্যতিরেকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না ।

১২২ । এই সব লোক এমন যাহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং তাহারা উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না ।

ذَٰلِكَ اِتِّخَذَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ لَسَوْفَ نُوْتِيْهِ اَجْرًا

عَظِيْمًا ﴿١١٦﴾

وَمَنْ يَتَّخِذِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدٰى وَيَسْتَعْجِلْ عَذْرٰى سَيِّئِ الْمُوْمِنِيْنَ لُوْلٰهٖ مَا تُوْلٰ وَنُصَلِّهِ

جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٧﴾

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ

ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ

سَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٨﴾

اِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ اِلٰهًا مَّاۤ اَنْشَاۤءُوْا لَيُدْعُوْنَ اِلٰہِيْہُمْۗ يَدْعُوْنَ

لَعَنَهُ اللّٰهُ ۗ وَقَالَ لَا تَتَّخِذْنَ مِنْ عِبَادِکَ نَصِيْبًا

مَقْرُوْرًا ﴿١١٩﴾

وَلَا ضَلٰہُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْتَبَةً فَلْيَبْخِکُنْ

اِذَا نَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَةً فَلْيَغِيْرَنَّ حَلْقَ اللّٰهِ ۗ

وَمَنْ يَغْدِبِ الشَّيْطٰنَ وَلِيَاقِيْنَ دُوْنَ اللّٰهِ فَقَدْ

خَسِرَ خُسْرًا نَّاصِيْبًا ﴿١٢٠﴾

يَعِدُّهُمْ وَيَعِيْبُهُمْ ۗ وَمَا يُوْعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا

عُرُوْرًا ﴿١٢١﴾

اُوْلٰٓئِكَ مَاۤ اُولٰٓئِهِمْ جَهَنَّمَ ۗ وَلَا يَجِدُوْنَ عِنَّا

مَجِيْصًا ﴿١٢٢﴾

১২৩। কিন্তু যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে জান্নাতসমূহে দাখিল করিব, যাহাদের তলাদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, সেখানে তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে। ইহা আল্লাহ্‌র অমোঘ প্রতিশ্রুতি; এবং আল্লাহ্‌ অপেক্ষা কথায় কে অধিকতর সত্যবাদী হইতে পারে ?

১২৪। ইহা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ীও হইবে না এবং আহ্লে-কিতাবদের ইচ্ছানুযায়ীও হইবে না; (বরং) যে ব্যক্তি কোন মন্দ কর্ম করিবে তাহাকে তদনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং সে নিজের জন্য আল্লাহ্‌ বাতীল না কোন বন্ধু পাইবে, না কোন সাহায্যকারী।

১২৫। এবং যে কেহ সৎকাজ করে, নর হউক বা নারী এবং সে মো'মিন — এই প্রকারের ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদের উপর শত্ভূর-আঁটির ছিদ্র পরিমাণও অনায়াস করা হইবে না।

১২৬। এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে উৎকৃষ্টতর হইতে পারে যে আল্লাহ্‌র সমীপে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সে সৎকর্মশীল হয় এবং একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ইব্রাহীমকে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১২৭। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

১২৮। এবং তাহারা তোমার নিকট (একাধিক) নারীর (সহিত বিবাহ) সম্বন্ধে নির্দেশ চাহিতেছে। তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদিগকে নির্দেশ দান করিতেছেন এবং যাহা তোমাদিগকে এই কিতাবের অন্তর্গত আর্হুতি করিয়া শুনান হইতেছে উহা ঐ সকল এতীম নারীদের সম্বন্ধে, যাহা-দিগকে তোমারা সেই অধিকার দিতেছ না যাহা তাহাদের জন্য বিধিভঙ্গ করা হইয়াছে, অথচ তোমারা আগ্রহ রাখ যেন তোমারা তাহাদিগকে বিবাহ কর, এবং দুর্বল সন্তানদের সম্বন্ধেও। এবং (তোমাদিগকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল) যে, এতীম বালিকাদের সহিত তোমারা ন্যায় বিচারের উপর কায়ম হও।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْتُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٣﴾

لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمْوَالِكُمْ أَهْلِي الْكِتَابِ مَنْ يَفْعَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يُعِيرُوا

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْتُمْ وَهَوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظَلُمُونَ نَبِيًّا ﴿١٢٤﴾

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَرَأَىٰ مَلَكَ رَبِّهِمْ حِينَ شَاءَ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَوْلِيًّا ﴿١٢٥﴾

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿١٢٦﴾

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِنُكُمْ فِيهِنَّ وَ مَا يَنْظُرُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي نِسَاءِ الَّذِينَ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ النَّسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَاتِ وَأَنْ تَعْمُوا لِلنِّسَاءِ بِالْقِسْطِ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٨﴾

এবং যে কোন উত্তম কাজ তোমরা কর আল্লাহ্ উহা সবিশেষ জানেন ।

১২৯ । এবং যদি কোন নারী তাহার স্বামীর পক্ষ হইতে মন্দ ব্যবহার এবং উপেক্ষার আশংকা করে, তাহা হইলে তাহাদের উপর কোন অপরাধ বর্তাইবে না, যদি তাহারা আপোষে সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়া লয় । বস্তুতঃ আপোষ-মীমাংসা উত্তম । মনুষ্য প্রকৃতিতে কুপনতা (নিহিত) রাখা হইয়াছে ।

এবং যদি তোমরা সংকাজ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে তোমরা যে কর্ম কর সেই বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ।

১৩০ । এবং স্ত্রীগণের মধ্যে তোমরা কখনও (পূর্ণ) সমতা রক্ষা করিতে পারিবে না, তোমরা যতই আকাঙ্ক্ষা কর না কেন । সুতরাং তোমরা (একই স্ত্রীর প্রতি) পূর্ণ রূপে ঝুঁকিয়া যাইও না যাহার ফলে তোমরা তাহাকে (অনা স্ত্রীকে) দোদুল্যমান বস্তুর ন্যায় ছাড়িয়া দাও । এবং যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

১৩১ । এবং যদি তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হয় তাহা হইলে আল্লাহ্ (তাহাদের মধ্যে) প্রত্যেককে নিজ পক্ষ হইতে প্রাচুর্য দিয়া স্বনির্ভরশীল করিয়া দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, প্রভাময় ।

১৩২ । এবং যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র । এবং যাহাদিগকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকেও এবং তোমাদিগকেও আমরা এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর ; কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (সম্মরণ রাখিও) যাহা কিছু আকাশ — মণ্ডলে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা ব্রহ্মবিশালী, প্রশংসাজনক ।

১৩৩ । এবং যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র এবং কার্শনিবাহক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

১৩৪ । হে মানব মণ্ডলী ! যদি তিনি চাহেন তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন এবং (তোমাদের স্থলে)

وَلَا أَمْرًا حَاقَتْ مِنْ بَعْهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ  
خَيْرٌ وَأُخْزِيتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ وَإِنْ تُحْسِنُوا  
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَسْلُونَ حَكِيمًا ﴿١٢٩﴾

وَلَنْ تَتَّوْبَعُوا أَنْ تَمُدُّوا بَيْنَ النَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  
فَلَا يَمْلِكُ كُلُّ الْمَنِيَّةِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُلْحَقَةِ وَإِنْ  
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣٠﴾

وَلَنْ يَتَّخِذَ قَوْمًا يَغْنِي اللَّهُ كَلِمَةً سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ  
وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣١﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَقَدْ وَهَبْنَا  
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاَقَامْنَا الْقَوْلَ الَّذِيْ  
وَازِنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَاِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ  
وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَكِيمًا ﴿١٣٢﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
وَكَفِيًّا ﴿١٣٣﴾

اِنْ يَشَا يُدْبِرْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاتِ بِاٰخِرِيْنَ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٤﴾



১৪১। এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে নাযেল করিয়াছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর আয়াত সমূহ সম্বন্ধে গুন যে ঐওলিকে অস্বীকার করা হইতেছে এবং উহাদের প্রতি বিদ্‌বন্দ করা হইতেছে তখন তাহাদের সহিত বসিও না যে পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়, নচেৎ তোমরা অবশ্যই তাহাদের অনুরূপ হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ সকল মোনাফেক এবং কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করিবেন;

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سِئِلْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِمْ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا أَنِشْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ

جَنِينًا

১৪২। যদি আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমাদের কোন বিজয় লাভ হয় তাহা হইলে যাহারা তোমাদের ধ্বংসের অপেক্ষা করিতেছে তাহারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে হিন্দাম না?' এং যদি কাফেররা (বিজয়ের) কোন অংশ পায় তখন তাহারা (কাফেরদিগকে) বলে, 'আমরা কি (পূর্বে) তোমাদের উপর জয়যুক্ত হই নাই এবং আমরা কি তোমাদিগকে মো'মেনদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই?' সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করিবেন এবং আল্লাহ কাফেরদিগকে মো'মেনদের উপর কখনও আধিপত্য দিবেন না।

الَّذِينَ يَكْرِضُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ مَخْرَجٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ يَسْتَوْذِرْ عَلَيْكُمْ وَنَسَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ

لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَيِّئًا

২০  
[৭]  
১৭

১৪৩। নিশ্চয় মোনাফেকরা আল্লাহকে প্রতারণিত করিতে চাহে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতারণার শাস্তি দিবেন, এবং যখন তাহারা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তাহারা শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, তাহারা নোকাদিগকে দেখায়, এবং তাহারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

১৪৪। তাহারা ইহার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় রহিয়াছে— তাহারা ইহাদের (মো'মেনগণের) মধ্যেও নহে এবং তাহাদের (কাফেরদের) মধ্যেও নহে। এবং আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ إِلَىٰ آلِهِ هَالِكًا ۚ إِنَّ إِلَىٰ آلِهِ هَالِكًا ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَهْدِيَهُ إِلَّا سَيِّئًا

১৪৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে কখনও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ কর্তৃক ষোনাখলি অভিযোগ আনার সুযোগ দিতে চাহ?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرْبِيدُونَ أَنْ تَجْمَعُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا قَبِينًا

১৪৬। নিশ্চয় মোনাফেকরা আঙনের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করিবে এবং তুমি তাহাদের জন্য কখনও কোন সাহায্যকারী পাইবে না,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّرِكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

১৪৭। তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করে এবং আল্লাহকে মনস্তত্ব ভাবে ধরে এবং তাহারা আল্লাহর

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا

জন্ম তাহাদের দীনকে আন্তরিকভাবে পালন করে— ইহারা ই মো'মেনগণের অস্তিত্ব। এবং অচিরেই আল্লাহ মো'মেনদিগকে মহা পুরস্কার দান করিবেন।

وَيَنَّهُمْ رَبُّهُ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي  
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

১৪৮। কেনইবা আল্লাহ তোমাদিগকে আযাব দিবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন? নিশ্চয় আল্লাহ অতীব গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞানী।

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَ  
كَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿٤١﴾

১৪৯। আল্লাহ মন্দ কথার প্রকাশকে ভালবাসেন না, কেবল সেই বাস্তব বাস্তবেরেই যাহার উপর যত্নম করা হইয়াছে নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

لَا يَجِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا  
مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿٤٢﴾

১৫০। যদি তোমরা কোন পুণ্যকর্ম প্রকাশ কর, অথবা উহা গোপন কর, অথবা কোন দোষগ্রহীত ক্ষমা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই মার্জনাকারী, সর্বশক্তিমান।

إِنْ تَبُدُّوْا خَيْرًا أَوْ تَخْفَوْهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا ﴿٤٣﴾

১৫১। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিতে চাহে এবং বলে, 'আমরা কতকের উপর ঈমান আনি এবং কতককে অস্বীকার করি,' এবং তাহারা চাহে যেন তাহারা ইহার মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে;

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ  
يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ  
وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا بَيْنَ  
ذَلِكَ سِيبِيلًا ﴿٤٤﴾

১৫২। ইহারা ই প্রকৃত কাফের এবং আমরা কাফেরদের জন্য লাজনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٤٥﴾

১৫৩। এবং যাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে এবং তাহাদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য করে না, ইহারা ই ঐসকল লোক যাহাদিগকে তিনি শায়ীই তাহাদের পুরস্কার দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ  
أَحَدٍ مِنْهُمْ فَأُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُم مَّرْهُ  
﴿٤٦﴾ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤٦﴾

১৫৪। আহলে কিতাব তোমার নিকট দাবী করিতেছে যে, তুমি তাহাদের উপর আকাশ হইতে এক কিতাব নাযেল কর। তাহারা মুসার নিকট ইহা হইতেও গুরুতর দাবী করিয়াছিল। যেমন তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদিগকে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ দেখাও। ফলে তাহাদের যত্নমের কারণে তাহাদিগকে বস্ত্রপাত আঘাত হানিয়াছিল। অতঃপর, তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরও তাহারা

يَسْأَلُكَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تَنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ  
السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا  
أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعْفَةُ بِظُلْمِهِمْ  
ثُمَّ انْتَدُوا الْعِجْلَ مِنَ الْبَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ  
فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا

গো-বৎসকে (মা'বুদ রূপে) গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহাও আমরা  
ক্ষমা করিয়াছিলাম। এবং আমরা মূসকে প্রকাশ্য ক্ষমতা দান  
করিয়াছিলাম।

১৫৫। এবং আমরা তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অস্বীকার গ্রহণ  
করিবার সময় তুরপর্বতকে তাহাদের উর্ধ্ব সম্বল করিয়াছিলাম  
এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা পূর্ণ আনুগত্যের সহিত  
এই ফটক দিয়া প্রবেশ কর', এবং তাহাদিগকে আরও  
বলিয়াছিলাম, 'তোমরা সাবাতের বিষয়ে সীমানংঘন করিও  
না।' এবং আমরা তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অস্বীকার গ্রহণ  
করিয়াছিলাম।

১৫৬। অতঃপর, তাহাদের অস্বীকার ভঙ্গের কারণে এবং  
আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করার ও নবীগণকে  
অনায়ভাবে হত্যার চেষ্টা করার কারণে, এবং তাহাদের এই  
বজ্রবোর কারণে, 'আমাদের হৃদয়গুলি পদারত',— বরং  
আল্লাহ্ উহাদের উপর মোহর করিয়া দিয়াছেন তাহাদের  
অস্বীকারের কারণে, সূত্রাং তাহারা ঈমান আনে অতি  
অল্পই—

১৫৭। এবং তাহাদের অস্বীকারের কারণে এবং মরিয়মের প্রতি  
তাহাদের ডয়ানক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কারণে;

১৫৮। এবং তাহাদের এই বজ্রবোর কারণে, 'আমরা আল্লাহর  
রসূল মরিয়মের পুত্র টসা মসীহকে নিশ্চয় হত্যা করিয়াছি, অথচ  
না তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল এবং না তাহারা তাহাকে  
ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছিল, বরং তাহাদের নিকটে  
তাহাকে (ক্রুশ-বিদ্ধ মৃতের) অনুরূপ করা হইয়াছিল; এবং  
নিশ্চয় যাহারা তাহার ব্যাপারে মতভেদ করে তাহারা ঘোর  
সন্দেহের মধ্যে নিপতিত; তাহাদের এই বিষয়ে কোন (নিশ্চিত)  
জ্ঞান নাই, কেবল অনুমানের অনুসরণ ব্যাপীত এবং  
নিশ্চিতরূপে তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই।

১৫৯। বরং আল্লাহ তাহাকে তাহার দিকে উন্নীত  
করিয়াছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

১৬০। আহলে কিশাব হইতে প্রত্যেক বাস্তিই তাহার নিজ  
মৃত্যুর পূর্বে ইহার (ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুর) উপর অবশ্যই বিশ্বাস  
রাখিবে এবং সে (ঈসা) কিয়ামতের দিনে তাহাদের বিরুদ্ধে  
সাক্ষী হইবে।

مُيْتًا ۞

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِبَيْتَاتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ  
ادْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي  
السَّبْتِ وَالْحَدِيثِ مِنْهُمْ مُشَاقًا عَظِيمًا ۞

فَيْسًا نَقَضِهِمْ مُيْتًا فَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بَابِ آيَةِ اللَّهِ  
وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيًا حَتَّى وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا  
غُلُومٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ  
إِلَّا قَلِيلًا ۞

وَيَكْفُرُ هُمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا  
عَظِيمًا ۞

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  
رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ سُبُّهُ  
لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ  
مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّلْمِ وَمَا قَتَلُوهُ  
يَقِينًا ۞

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ  
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞



১৬১। সূতরাং যাহারা ইহদী হইয়াছে তাহাদের যুল্মের কারণে আমরা তাহাদের জন্য সেই সব পবিত্র বস্তু হারাম করিয়াছি যাহা তাহাদের জন্য (পূর্বে) হালাল করা হইয়াছিল এবং বহু লোককে আল্লাহর পথে তাহাদের বাধা দেওয়ার কারণেও (তাহাদের এই শাস্তি হইয়াছিল)।

১৬২। এবং তাহাদের সূদ গ্রহণের কারণে, অর্থাৎ ইহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, এবং তাহাদের অনায়াসভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণেও। এবং তাহাদের মধ্যে কাফেরদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

১৬৩। কিন্তু তাহাদের মধ্যে হইতে জানে পরিপক্বগণ এবং মো'মেনগণ ঈমান আনে উহার উপর যাহা তোমার উপর নাযেন করা হইয়াছে এবং উহার উপরও যাহা তোমার পূর্বে নাযেন করা হইয়াছিল, এবং তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং ঈমান আনে আল্লাহর উপর এবং শেষ দিবসের উপর, এই সব লোকই এমন যাহাদিগকে আমরা মহা পুরস্কার দান করিব।

১৬৪। নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি যেরূপে আমরা নূহ এবং তাহার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী করিয়াছিলাম; এবং আমরা ইব্রাহীম, ইসমাজিল, ইসহাক্, ইয়াকুব এবং (তাহার) বংশধরগণ এবং সীসা, আইউব, ইউনুস, হারুন এবং সূলায়মানের উপর ওহী করিয়াছিলাম, এবং দাউদকেও আমরা যব্ব্ব দিয়াছিলাম।

১৬৫। এবং (আমরা প্রেরণ করিয়াছি) এমন অনেক রসূল, যাহাদের রুত্বাত্ত ইতিপূর্বে আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং এমন অনেক রসূল, যাহাদের রুত্বাত্ত আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করি নাই, এবং আল্লাহ্ মূসার সহিত অনেক বাক্যলাপ করিয়াছিলেন।

১৬৬। (এবং প্রেরণ করিয়াছি) রসূলগণ, শুভ সংবাদ বহনকারী এবং সতর্ককারী রূপে যেন রসূলগণের (আগমনের) পরে মানব জাতির জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন ওযর-আপত্তি না থাকে। এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

يُظَاهِرُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَزَمًا عَلَيْهِمْ طَائِفَاتٌ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كِبْرًا ۝

وَآخِذْهُمْ بِالْزِيَارَةِ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

لَكِنِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْتُونَ بِنَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ سُرُورًا ۝

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَلَوَاتًا ۝

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

১৬৭। কিন্তু আল্লাহ্ ইহা (এই প্রণীবাণী) দ্বারা, যাহা তিনি তোমার উপর নাযেল করিয়াছেন, সাক্ষা দিতেছেন যে, তিনি ইহাকে নিজ জানে পরিপূর্ণ করিয়া নাযেল করিয়াছেন, এবং ফিরিশ্‌তাগণও সাক্ষা দিতেছে; বস্তুতঃ সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

لِكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ اللَّهُ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ  
وَالسَّمِيعَ يَشْهَدُونَ وَكُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

১৬৮। যাহারা অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র পথে (নোকদিগকে) বাধা দেয়, নিশ্চয় তাহারা চরম পর্যায়ের পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا  
ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

১৬৯। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে এবং ঘলুম করে, আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না এবং তিনি তাহাদিগকে কোন হেদায়াতের পথ দেখাইবেন না;

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَفُورَ لَهُمْ  
وَلَا يَهْدِي لَهُمْ طَرِيقًا ۝

১৭০। জাহান্নামের পথ বাতিরেকে, সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়্য বাস করিবে। এবং আল্লাহ্‌র জন্য ইহা সহজ।

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ  
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

১৭১। হে মানব মঞ্জুনী। নিশ্চয় এই রসূল তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্য সহ আগমন করিয়াছে; সুতরাং তোমরা ঈমান আন, ইহা তোমাদের জন্য কন্যাগজনক হইবে। কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয় যাহা কিছু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে রহিয়াছে সবই আল্লাহ্‌র:বস্তুতঃ তিনি সর্বজানী, পরম প্রজাময়।

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرُّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ  
رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ كَفَرُوا فَإِنَّ لَهُ مَا  
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১৭২। হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দান সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না, এবং আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে সত্য বাতিরেকে কিছু বলিও না। নিশ্চয় মরিয়মের পুত্র ঈসা মসৌহ আল্লাহ্‌র এক রসূল মাত্র, এবং তাহার কালানাম (-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী) ছিল যাহা তিনি মরিয়মের উপর নাযেল করিয়াছিলেন এবং তাহার তরফ হইতে একটি রূহ (রহমত) ছিল; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌ এবং তাহার রসূলগণের উপর ঈমান আন, এবং বলিও না যে, 'আল্লাহ্‌ তিন।' তোমরা (এইরূপ কথা হইতে) বিরত হও, ইহা তোমাদের জন্য উত্তম, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই এক-অধিতীয় মা'বুদ। তিনি ইহা হইতে পবিত্র যে, তাহার কোন পুত্র থাকিবে, যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলই তাহার; এবং কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্‌ যথেষ্ট।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى  
اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّا السَّمِيعُ عَيْنِي ابْنُ مَرْيَمَ  
رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَّمْتَهُ أَنْفَعًا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحَ فِئَةٍ  
فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۝ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ  
خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ  
لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى  
بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

১৭৩। মসীহ্ আলাহ্‌র বান্দা হওয়াতে কখনও ঘুণা বোধ করে না, আলাহ্‌র নৈকটাপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌ফৈগণও না, এবং যাহারা তাঁহার ইবাদত করিতে ঘুণাবোধ করিবে এবং অহংকার করিবে, অচিরেই তিনি তাহাদের সকলকে নিজের নিকটে একত্রিত করিবেন।

১৭৪। অতঃপর, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে অবশ্যই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দান করিবেন, অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে স্বীয় ফয়ল হইতে অতিরিক্ত দান করিবেন। কিন্তু যাহারা ঘুণা করে এবং অহংকার করে তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আশাব দিবেন। এবং তাহারা নিজেদের জন্য আলাহ্‌ ব্যতিরেকে না পাইবে বন্ধু এবং না পাইবে সাহায্যকারী।

১৭৫। হে মানব মস্তনী! তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসিয়াছে, এবং আমরা তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলোক নামেন করিয়াছি।

১৭৬। বাকি রহিল তাহাদের অবস্থা যাহারা আলাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং তাঁহাকে মস্বতভাবে অবলম্বন করে, অচিরেই তিনি তাহাদিগকে নিজের রহমতের এবং ফয়লের মধ্যে প্রবিষ্ট করিবেন, এবং তিনি তাহাদিগকে নিজের দিকে আসিবার সরল-সুন্দর পথে পরিচালিত করিবেন।

১৭৭। তাহারা তোমার নিকট (কালানাহ্‌ সম্বন্ধে) নির্দেশ চাহিতেছে, তুমি বল, 'আলাহ্‌ কালানাহ্‌ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং তাহার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং তাহার একজন ভগ্নী থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য হইবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক; এবং (যদি ভগ্নী মারা যায় তাহা হইলে) ভ্রাতা ভগ্নীর (সম্পূর্ণ সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী হইবে, যদি ভগ্নীর কোন সন্তানাদি না থাকে; এবং যদি দুই ভগ্নী থাকে তাহা হইলে উভয়ের জন্য ভ্রাতা যাহা পরিত্যক্ত করিয়া যাইবে উহা হইতে দুই-তৃতীয়াংশ এবং যদি (উত্তরাধিকারী) ভ্রাতৃবন্দ হয় — পুরুষ এবং মহিলা, তাহা হইলে একজন পুরুষের জন্য দুইজন মহিলার অংশের সমান। আলাহ্‌ (এই কথাগুলি) তোমাদের জন্য বর্ণনা করিতেছেন, পাছে তোমরা পশ্চাৎ হইয়া যাও, এবং আলাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বিশেষ অবহিত।

لَنْ يَسْتَكْفَرَ السَّيِّئُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا  
الْمَلِكَةُ الْقَرُونَ وَمَنْ يَسْتَكْفِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ  
يَسْتَكْبِرْ يَسْخَرُهُمُ إِلَهُ جِنَانًا ۝

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ  
وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَ  
اسْتَكْبَرُوا فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ  
لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمُ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۝

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ  
فِي رَحْمَتِهِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمُ اللَّهُ إِلَى صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمًا ۝

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ إِنِ امْرُؤًا  
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ  
وَ هُوَ بِرِثَتِهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ  
فَلَهُمَا النِّصْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتَا إِخْوَةً رَجَعَا  
وَ نِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ الْإُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
لَكُمْ أَنْ تَضَلُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّامِعِينَ ۝



## ৫-সূরা আল্ মায়েরদা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২১ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা (তোমাদের) অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর, তোমাদের জন্য গবাদি চতুষ্পদ জন্তু, কেবল ঐ সকল জন্তু বাতিরেকে যাহাদের বিবরণ তোমাদের নিকট আরুত্তি করিয়া গুনানো হইতেছে, হালান করা হইল, কিন্তু এই শর্তে যে, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হালান করিতে পারিবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ হুকুম করেন যাহা তিনি চাহেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ  
بِهَيْئَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُطْلَعُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ②

৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহর নির্দিষ্ট চিহ্নগুলির অবমাননা করিও না, পবিত্র মাসেরও না, কুরবানীর জন্তুগুলিরও না, এবং ঐ জন্তুগুলিরও না যেগুলির গলায় (কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ) মালা পরানো হয়, বায়তুল হারামের পথে অভিমাত্রীগণেরও না যাহারা নিজেদের প্রভুর ফয়ল ও তাঁহার সন্তুষ্টির অনুসন্ধান ব্যাপ্ত থাকে। যখন তোমরা ইহরাম খুলিয়া ফেল তখন তোমরা শিকার করিতে পার; এবং কোন জাতির এইরূপ শত্রুতা যে, তাহারা তোমাদিগকে মসজিদে-হারাম হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, তোমাদিগকে যেন সীমানংঘন করিতে প্ররোচিত না করে। এবং তোমরা পৃথাকাজে এবং তাক্‌ওয়্যার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমানংঘনে পরস্পর সহযোগিতা করিও না। আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়্যার অবনমন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ  
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آيَاتِ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ  
صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ③

৪। তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত-জীব, এবং রক্ত এবং শূকরের মাংস এবং উহা, যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম ব্যতিরেকে অপরের নাম উচ্চারণ করা হয়, এবং হাসরোধ করিয়া নিহত জীব, এবং প্রহারে নিহত জীব এবং উচ্চ স্থান হইতে নিপতনে মৃত-জীব, এবং শূশ্মাঘাতে মৃতজীব, এবং ঐ জন্তু যাহাকে হিংস্র পশু খাইয়াছে, কেবল উহা ছাড়া যাহাকে

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ  
وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمُؤْتَرَةُ  
وَالْمُتْرَبَةُ وَالنَّطِيخَةُ وَمَا أَكَلَ الشَّيْخُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ  
وَمَا ذُكِّرْتُمْ عَلَى النَّطِيخَةِ وَمَا أَكَلَ الشَّيْخُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ  
عَلَى النَّطِيخَةِ وَأَنْ تَتَّقُوا بِالْأَذْلَامِ ذُكِّرْتُمْ

তোমরা (মরার আগে) যাবহ করিয়া লইয়াছ, এবং যে জীবকে কোন দেব-দেবীর স্থানে বলি দেওয়া হয় এবং ইহা (নিষিদ্ধ) যে, তোমরা ভাগ্য নির্দেশক তীর সমূহের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় কর। এই সব তোমাদের নাফরমানীর ও পাপকার্যের অন্তর্গত। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা আজ তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন রূপে মনোনীত করিলাম। কিন্তু কেহ যদি ক্ষুধার তাড়নায় বাধা হয়, স্বেচ্ছায় পানের দিকে না ঝুঁকে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্রমাশীল, পরম দয়াময়।

৫। তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, তাহাদের জন্য কি কি হালাল করা হইয়াছে। তুমি বল, সকল পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে, এবং শিকারী পশু-পাখী হইতে যাহাদিগকে তোমরা শিকারের শিক্ষা দিয়া বশ কর, যেহেতু তোমরা তাহাদিগকে উহাই শিক্ষা দাও যাহা আল্লাহ তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব, উহারা তোমাদের জন্য যাহা ধরে উহা হইতে খাও এবং উহার উপর আল্লাহর নাম লও। এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

৬। অদা তোমাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তু হালাল করা হইল। এবং প্রে সকল লোকের খাদ্য-বস্তু যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তোমাদের জন্য হালাল। এবং তোমাদের খাদ্যবস্তু তাহাদের জন্য হালাল। এবং সতী-সাম্বী মো'মেন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে সতী-সাম্বী নারী (তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল) যখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের দেন-মহর দিয়া দাও বিবাহের উদ্দেশ্যে, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে, এবং গোপন প্রণয়িনী গ্রহণকারীরূপেও নহে। এবং যে কেহ ঈমানকে অস্বীকার করে, তাহার কর্ম নিফল হয় এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

الْيَوْمَ يَسِّرُ الْاٰلِدِيْنَ لَقَرًا وَاَمِنَ وَاِيْنِكُمْ فَلَا تَحْزَنُوْهُمْ  
وَآخِشُوْا اَيُّوْمَ اَلْمَلِكِ لَكُمْ وَاِيْنِكُمْ وَاَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ  
رِغْبَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ وَاِيْنًا فَمِنْ اَضْطَرُّوْا  
مَخْصَصَةٌ غَيْرَ مَجْتَابٍ لِاِيْنِكُمْ فَاِنَّ اِلٰهًا غَوْرًا رَّحِيْمًا

يَسْتُوْنَكَ مَا اَدَّا اِحْلَ لَهْمُ كُلِّ اِحْلَ لَكُمْ الطَّيْبَتِ  
وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْبَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ لَعَلَّوْهُنَّ وَمَا  
عَلَّمْتُمْ اِلٰهًا نَفَلُوْا وَمَا اَسْكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوْا اِنَّ  
اِلٰهًا عَلَيْهِ وَاَتَقُوا اِلٰهًا اِنَّ اِلٰهًا سَرِيْعُ الْحِسَابِ

اَيُّوْمَ اِحْلَ لَكُمْ الطَّيْبَتِ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ  
حَلٰلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٰلٌ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ  
الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِيْنَ  
غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ وَاَلَا تُحٰذِرُوْنَ اَخْذًا وَاَمِنْ تَكْفُرًا  
بِالْاَيْبَانِ فَقَدْ حِطَّ عَمَلُهُ وَاَلَا تَحٰذِرُوْنَ

اَلْخٰسِرِيْنَ ۝

৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন তোমরা ধৌত কর তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হস্ত কনুই পর্যন্ত এবং তোমরা (সিন্ত হস্ত দ্বারা) তোমাদের মস্তক মুছিয়া ফেল এবং (ধৌতকর) তোমাদের পা গিরা পর্যন্ত। এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহা হইলে (গোসল করিয়া) পূর্ণরূপে পবিত্র হও; এবং যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ শৌচাগার হইতে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী-স্পর্শ করিয়া থাক এবং তোমরা পানি না পাও, তাহা হইলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, এই ভাবে যে, উহা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হাত মুছিয়া ফেল। আল্লাহ্ তোমাদিগকে অসুবিধায় ফেলিতে চাহেন না বরং তিনি তোমাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় নেয়ামতকে পূর্ণ করিতে চাহেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৮। এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র নেয়ামতকে সম্মরণ কর, এবং তাহার ঐ অঙ্গীকারকেও যাহা তিনি তোমাদের নিকট হইতে তখন লইয়াছিলেন যখন তোমরা বলিয়াছিলে যে, 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং আনুগত্য করিলাম।' সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বঙ্গদেশে নিহিত সকল বিহয় সম্বয়ে সর্বিশেষ অবহিত।

৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে এই অপরাধ করিতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা যে কার্জ-কর্ম করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত।

১০। যাহারা ঈমান আনে এবং পূণ্যকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

১১। এবং যাহারা অঙ্গীকার করে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহারা ই জাহান্নামের অধিবাসী হইবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسُوا بِرُءُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا  
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ  
الْمَغَائِبِ أَوْ لَسْتُمْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُنَّ  
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ  
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَكُمْ تَكُونُونَ ﴿٥﴾

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ مُبْتَغِيَةً  
وَلَا يَمُوتُكُمْ شَيْءٌ قَوْمٍ عَلَى الْأَعْدَاءِ أُولَئِكَ  
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَآتِيَهُمْ  
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٥﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٥﴾

১২। হে হাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন এক জাতি তোমাদের উপর তাহাদের (মূল্যের) হাত বাড়াইতে চাইয়াছিল তখন তিনি তোমাদের উপর হইতে তাহাদের হাত রুখিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহর উপরই মো'মেনগণকে নির্ভর করা উচিত।

১৩। এবং অবশ্যই আল্লাহ বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অস্বীকার নইয়াছিলেন, এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে বার জন নেতা উত্থিত করিয়াছিলাম। এবং আল্লাহ বনিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সংগে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আমার রসূনগণের উপর ঈমান আন এবং তাহাদিগকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে ঋণ দাও—উৎকৃষ্ট ঋণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট হইতে তোমাদের যাবতীয় দোষ দূরীভূত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে এমন জামাতসমূহে দাখিল করিয়া দিব যাহার তনদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ অস্বীকার করিবে অবশ্যই সে সোজা পথ হইতে বিদ্রান্ত হইবে।

১৪। সুতরাং তাহাদের নিজেদের দৃঢ় অস্বীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম এবং তাহাদের হাদয়গুলিকে কঠিন করিয়া দিয়াছিলাম। (ফলে) তাহারা (কিতাবের) শব্দগুলিকে উহাদের আসন স্থান হইতে রদ-বদল করে এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল উহার কতক অংশ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। এবং তুমি তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন বাতীত তাহাদের পক্ষ হইতে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করিতে থাকিবে। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং উপেক্ষা করিয়া চল। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

১৫। এবং হাহারা বলে, 'আমরা খুশ্টান, আমরা তাহাদের নিকট হইতেও তাহাদের অস্বীকার নইয়াছিলাম, কিন্তু যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারাও উহার কতক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত করিয়া দিয়াছি। এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছিল সেই সম্বন্ধে শীঘ্রই আল্লাহ তাহাদিগকে অবহিত করিবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ يَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

وَلَقَدْ آخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَنَنكَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٣﴾

فَمَا نَقِضَهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَاسِرَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ الْمُغْتَابُونَ كَذَبُوا بَيْنَاهُمْ فَسُوا حَقًّا وَمِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْوَدَادَ وَالْبَصَاةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٥﴾

১৬। হে আহলে কিতাব! আগাদের রসুল তোমাদের নিকট আসিয়াছে এবং তোমারা কিতাবের মধ্য হইতে যাহা কিছু গোপন করিতেছিলে সে উহার বহনাংশ তোমাদের নিকটে পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিতেছে এবং বহনাংশ মার্জনা করিতেছে; নিশ্চয় আল্লাহর নিকট হইতে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে।

১৭। আল্লাহ্ উহা দ্বারা ঐ সকল লোককে যাহারা তাহার সত্ত্বটি চাহে, শাস্তির পথে পরিচালিত করেন, এবং তিনি নিজ আদেশে তাহাদিগকে (প্রত্যেক প্রকার) অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আনোর দিকে নইয়া যান এবং তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

১৮। তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্—তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ'। তুমি বল, 'আল্লাহর মোকাবিলায় কাহার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি মরিয়মের পুত্র মসীহ ও তাহার মাতাকে এবং যাহারা জগতে আছে তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিতে চাহেন?' এবং আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সকলের উপর আধিপত্য আল্লাহর। তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৯। এবং ইহদী এবং খৃষ্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাহার প্রিয় পাত্র'। তুমি বল, 'তাহা হইলে কেন তিনি তোমাদের পাপসমূহের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি দেন? না, বরং তোমরাও সেই সকল মানুষের অন্তর্গত যাহাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।' তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন। এবং আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার উপর আল্লাহরই আধিপত্য এবং তাহারই সমীপে প্রত্যাবর্তন।

২০। হে আহলে কিতাব! রসুলগণের (আবির্ভাবের) বিরতির পর তোমাদের নিকট আমাদের রসুল আসিয়াছে, যে তোমাদের নিকট (সকল বিষয়) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিতেছে পাছে তোমরা বল যে, 'আমাদের নিকট না কোন সুসংবাদদাতা আসিয়াছে এবং না কোন সতর্ককারী।' সতরাং তোমাদের নিকট অবশ্যই সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী আসিয়াছে। এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

يَا هَلْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٦﴾

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٧﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَآمَةٌ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يُخْلِقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۗ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلَ بَشَرٍ مَّن خَلَقَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ صَاحِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٩﴾

يَا هَلْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾



২১। এবং (সম্মুখ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিলেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর সেই নেয়ামতকে সম্মুখ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীসগকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে এমন কিছু দান করিয়াছিলেন যাহা তিনি (তদানিন্তন) জগতের অন্য কোন জাতিকে দেন নাই;

وَاذْ قَالَتْ مَوَسَّىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءً وَجَعَلَ لَكُمْ مَلُوْكًا ۙ  
وَ اَشْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَوْمَ اَحَدًا مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

২২। হে আমার জাতি! তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর যাহা আল্লাহ তোমাদের জন্য অবধারিত করিয়াছেন এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া যাইও না, অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।'

يُقَوْمِ اَدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ  
وَلَا تَرْجِعُوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

২৩। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! নিশ্চয় তথায় এক দুর্ঘর্ষ জাতি রহিয়াছে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া যাইবে, আমরা তথায় কখনও প্রবেশ করিব না। সুতরাং যদি তাহারা সেখান হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তথায় প্রবেশ করিব।'

قَالُوْا بَلُوْا نَحْنُ اِنْ فِيْهَا قَوْمًا جَبّٰرِيْنَ ۙ وَاِنَّا لَنْ  
نَّدْخُلَهَا حَتّٰى نَخْرُجُ مِنْهَا ۙ وَاِنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا  
فَاِنَّا وَجَدُوْنَ ۝

২৪। যাহারা (আল্লাহকে) ভয় করিত তাহাদের মধ্য হইতে দুই জন, যাহাদিগকে আল্লাহ নেয়ামত দান করিয়াছিলেন, বলিল, 'তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলাইয়া এই দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, যখন তোমরা ইহাতে প্রবেশ করিবে, তখন তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হইবে। এবং যদি তোমরা মো'মেন হও, তাহা হইলে তোমরা আল্লাহর উপর নির্ভর কর।'

قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِيْنَ جَافَوْْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا  
اَدْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۙ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَانْكَبُوْا عَلَيْهِمْ  
وَ عَلٰى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا ۙ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

২৫। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা সেখানে অবস্থান করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কখনও তথায় প্রবেশ করিব না। সুতরাং তুমি ও তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দুইজনেই যুদ্ধ কর, নিশ্চয় আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব।'

قَالُوْا بَلُوْا نَحْنُ اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا وَاذْمُوْا قِيَمَتَهَا  
فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا ۙ اِنَّا هَهُنَا قٰوِدُوْنَ ۝

২৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমি আমার নিজের ও আমার দ্রাতার উপর ব্যতীত কাহারও উপর অধিকার রাখি না, সুতরাং তুমি আমাদের এবং বিদ্রোহপরায়ণ লোকদের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দাও।'

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَ اِنِّيْ قٰتِلُوْكَ بَيْنَنَا  
وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

২৭। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় তাহাদের উপর ইহা চলিবে বৎসরের জন্য নিষিদ্ধ করা হইল, তাহারা পৃথিবীতে দিশাহারা

قَالَ فَاِنَّهَا حُرْمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ يَّهْمُوْنَ

8  
[৭]  
৮

হইয়া যুরিয়া বেড়াইবে। সুতরাং তুমি বিদ্রোহপরায়ণ লোকদের জন্য দুঃখ করিও না।'

২৮। এবং তুমি তাহাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের রক্ত সঠিকভাবে বর্ণনা কর, যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী দিয়াছিল তখন তাহাদের একজনের নিকট হইতে ইহা কবুল করা হইয়াছিল এবং অপরজনের নিকট হইতে কবুল করা হয় নাই। ইহাতে সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করিব।' সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ কবুল করেন মৃত্যুকীর্ণের নিকট হইতে;

২৯। যদিও তুমি আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়ায়, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার হাত তোমার দিকে বাড়াইব না। নিশ্চয় আমি সমগ্র বিশ্ব ভ্রগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি;

৫০। আমি চাহি যে, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ বহন কর এবং এইভাবে তুমি আত্মনের অধিবাসী হও, এবং ইহাই যানেমদের প্রতিফল।'

৩১। অতঃপর, তাহার (দুই) চিত্ত তাহাকে তাহার ভাইকে হত্যা করিতে প্ররত করিল; অতএব, সে তাহার ভাইকে হত্যা করিল এবং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

৫২। তখন আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করিলেন, সে মাটি খুঁড়িত লাসিল। যাহাতে সে তাহাকে দেখায় যে কিভাবে সে তাহার ভ্রাতার লাশকে ঢাকিয়া দেয়। সে বলিল, 'হায় পরিতাপ আমার জন্য! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারি নাই যে, আমি আমার ভ্রাতার লাশ ঢাকিয়া দিই?' অতঃপর, সে অনুতাপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

৫৩। এই কারণে আমরা বনী ইসরাঈলের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম যে, কেহ কোন ব্যক্তিকে—কোন ব্যক্তির (হত্যার) বদলা ব্যতিরেকে অথবা দেশে কলহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ব্যতিরেকে—হত্যা করিলে, সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে হত্যা করিল; যে কেহ একটি জীবনকে বাঁচাইল সে যেন সমগ্র মানব মণ্ডলীকে বাঁচাইল। এবং আমাদের রসূদগণ অবশ্যই তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল, কিন্তু ইহার পরেও তাহাদের মধ্যে অনেক লোকই দেশে বাড়াবাড়ি করে।

﴿ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾

﴿ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُقْبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أُقْبَلُكَ قَالَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ التَّقِيْنَ ﴾

﴿ لَيْتَ بَسَلْتَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾

﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ كَتُبَآ بِأَيْمِي وَأَيْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاُ الظَّالِمِينَ ﴾

﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِثُ سُوءَ أَخِيهِ قَالَ يُورِثُنِي أُعْزِزْتُ أَنْ أَكُونَ وَمِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِثُ سُوءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ لَآنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَسِرَافُونَ ﴾

৩৪। যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ান্নাৎ বিশুদ্ধতা সৃষ্টি করার চেষ্টায় দৌড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কর্মের প্রতিফল ইহাই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে বা ক্রুশবিদ্ধ করিয়া নিহত করা হইবে বা (তাহাদের শত্রুতা মূলক কাজের জন্য) তাহাদের হাত পা বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। ইহা হইবে তাহাদের জন্য ইহকালের লাঞ্ছনা, এবং পরকালেও তাহাদের জন্য মহা শাস্তি (অবধারিত) রহিয়াছে;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَكَهَمَّ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তাহাদের উপর তোমাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করার পূর্বে তওবা করিবে, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرَ عَلَيْهِمْ كَيْدُ الْعُلُوِّ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্ তাহাকে অবলম্বন কর এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অনুরোধ কর এবং তাঁহার পথে জিহাদ কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَهَ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, জগতে যাহা কিছু আছে যদি উহা সবই এবং তৎসঙ্গে উহার সমতুল্য আরও তাহাদের নিকট থাকিত যাহাতে তাহারা কিয়ামতের দিনের আযাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য উহা মুক্তি-পণ স্বরূপ দিতে পারিত, তবু উহা তাহাদের নিকট হইতে কবুল করা হইত না; বস্তুতঃ তাহাদের জন্য যন্ত্রপাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا نَقْبِلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

৩৮। তাহারা আঙন হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না, এবং তাহাদের জন্য এক স্থায়ী আযাব রহিয়াছে।

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَأْتَهُمُ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং যে পুরুষ চোর এবং যে নারী চোর, তোমরা তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ তাহাদের হাত কাটিয়া দাও, ইহা আল্লাহ্ তাহাদের তরফ হইতে দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ مَا كَسَبَا كِتَابًا مِمَّا كَانَتْ تَحْتَهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٩﴾

৪০। কিন্তু তবু কেহ তাহার যুলুম করার পর তওবা করে এবং সংশোধন করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাহার প্রতি দয়ালু দৃষ্টিপাত করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪১। তুমি কি অবগত নহ, আল্লাহ্ এমন সত্তা যে আকাশ-মণ্ডল এবং পৃথিবীর আধিপত্য তাঁহারই? তিনি যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন এবং যাহাকে চাহেন ক্ষমা করিয়া দেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

﴿قَدِيرٌ﴾

৪২। হে রসূল! যাহারা মুখে বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ ঈমান আনে নাই, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা কুফরী করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে, তাহারা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে, এবং ইহুদীদের মধ্য হইতেও কতক এমন আছে যাহারা মিথ্যা কথা কান পাতিয়া শোনে, এমন এক জাতির (কর্ণগোচর করিবার) জন্য শোনে যাহারা এখনও তোমার নিকট আসে নাই। তাহারা কথাত্তি যথাস্থানে বিনাস্ত হওয়ার পর অদল-বদল করিয়া দেয়, এবং বলে, 'যদি তোমাদিগকে ইহা দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা গ্রহণ করিও, কিন্তু যদি তোমাদিগকে ইহা দেওয়া না হয় তাহা হইলে সাবধান থাকিও।' আল্লাহ্ যাহাকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তুমি তাহার জন্য আল্লাহ্র মোকাবেলায় কিছুই করিতে পারিবে না। ইহারা এমন লোক যাহাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ পরিপূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই; তাহাদের জন্য ইহজগতে নান্দনা আছে এবং পরকালেও তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহা শাস্তি।

يَأْتِيهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي  
الْكَفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنِ  
قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَهُمْ سَعُونَ لِلْكَذِبِ  
سَعَعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ بِكَلِمَةٍ  
مِّنْ بَعْدِ مَا ضَعَبَهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِينَاهُمْ هَذَا فَخَدُّوا  
وَإِنْ لَمْ نُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ  
فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ  
اللَّهُ أَنْ يَطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ عَظِيمٌ  
لَّهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٠﴾

৪৩। তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী এবং হারাম ওক্ষণে অত্যধিক তৎপর। অতএব, যদি তাহারা তোমার নিকট (বিচার প্রার্থী হইয়া) আসে তাহা হইলে তুমি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর অথবা তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও। যদি তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া নও তাহা হইলে তাহারা আদৌ তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এবং যদি তুমি ফয়সালা কর তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ন্যায়-পরায়ণতার সহিত ফয়সালা করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকগণকে ডালবাসেন।

سَعَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ  
فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ  
عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ  
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْقَسِيطِينَ ﴿٥١﴾

৪৪। এবং তাহারা কিরূপে তোমাকে (তাহাদের) বিচারক নিযুক্ত করিবে, যখন তাহাদের নিকট তওরাত আছে, যাহাতে আল্লাহ্র আদেশাবলী মওজুদ রহিয়াছে? ইহা সত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া নয়; এবং তাহারা আদৌ মো'মেন নহে।

وَكَيفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمٌ  
اللَّهُ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ  
بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾

৪৫। নিশ্চয় আমরা তওরাত নামেন করিয়াছিলাম—উহাতে হেদায়াত এবং নূর ছিল, ইহা দ্বারা নবীগণ যাহারা আত্মসমর্পণকারী ছিল, এবং তহজ্জামী পুরুষগণ এবং ইহাদী পণ্ডিতগণ ইহাদীদের জন্য ফয়সালা করিত, যেহেতু তাহাদের উপর আল্লাহর কিতাবের হিফায়তের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা উহার তত্ত্বাবধায়ক ছিল। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করিও না, বরং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ স্বর মূলা বিক্রয় করিও না। এবং আল্লাহ্ যাহা নামেন করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, বস্তুতঃ তাহারা ই কাফের।।

৪৬। এবং আমরা উহাতে তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং ‘অন্যানা’ জখমের সমান সমান বদলা। এবং যে বাস্তি দাবী প্রত্যাহার করে, সেক্ষেত্রে ইহা তাহার জন্য কাফ্যফারা (পাপ মুক্তির উপায়) হইবে এবং আল্লাহ্ যাহা নামেন করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, প্রকৃত পক্ষে তাহারা ই যালেম।

৪৭। এবং আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে তাহার পূর্ববর্তী তওরাতে যাহা ছিল উহার সত্যায়নকারী করিয়া তাহাদের (পূর্ববর্তী নবীগণের) পদাঙ্ক অনুসরণে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এবং তাহাকে ইনজীল প্রদান করিয়াছিলাম যাহাতে হেদায়াত ও নূর ছিল এবং উহা তাহার পূর্ববর্তী তওরাতে যাহা ছিল উহার সত্যায়নকারী এবং মূতাকীগণের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ স্বরূপ ছিল।

৪৮। এবং ইনজীলের অনুসরণকারীদের উচিত, উহাতে আল্লাহ্ যাহা নামেন করিয়াছেন তদনুযায়ী যেন তাহারা ফয়সালা করে, এবং আল্লাহ্ যাহা নামেন করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, প্রকৃত পক্ষে তাহারা ই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

৪৯। এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব সত্য সহকারে নামেন করিয়াছি, যাহা ইহার পূর্বে যে কিতাব রহিয়াছে উহার সত্যায়নকারী এবং উহার উপর তত্ত্বাবধায়নকারী রূপে; অতএব, তুমি তদনুযায়ী তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর যাহা আল্লাহ্ নামেন করিয়াছেন এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে উহা ছাড়িয়া তুমি তাহাদের মন্দ কামনা বাসনার

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَخْتَمُّ بِهَا الشَّيْطَانُ الَّذِينَ اسْلَمُوا لِكَيْدِنِ هَٰذَا وَالرَّافِضِينَ وَالْأَحْبَارَ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا وَ لَا تَشْرَوْا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَخْتَمِرْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٥﴾

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَخْتَمِرْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٦﴾

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٧﴾

وَلِيُخْتَمِرَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَخْتَمِرْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٤٨﴾

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ قَاعَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَنَّا جَاءَكَ مِنَ النَّاسِ فَكُلِّ جَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ جَهَنَّمَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ

অনুসরণ করিও না। আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত (বিধান) এবং (স্পষ্ট) কার্য-পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছি। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে এক উম্মত করিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের উপর যাহা নাযেল করিয়াছেন তদসম্বন্ধে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। অতএব, তোমরা সংকাজে একে তপরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে; তখন তিনি তোমাদিগকে ঐ বিষয়ে অবহিত করিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিয়া আসিতেছিলে;

৫০। এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন, তদ্বারা তুমি তাহাদের মধ্যে ফয়সালার কর এবং তুমি তাহাদের মন্দ কামনা বাসনার অনুসরণ করিও না, এবং তুমি তাহাদের নিকট হইতে সাবধান হও যেন আল্লাহ্ যাহা তোমার উপর নাযেল করিয়াছেন উহার অংশ বিশেষ হইতে তাহারা তোমাকে বিচ্যুত করিয়া বিপাকে না ফেলে। কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে জানিও যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য শাস্তি দিতে চাহেন। এবং নিশ্চয় নোকদের মধ্য হইতে অনেকেই দৃষ্টিপরায়ণ।

৫১। তবে কি তাহারা অশ্রুগুণের ফয়সালার চাহে? এবং যে জাতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাহাদের জন্য আল্লাহ্ অপেক্ষা কে সর্বাধিক উত্তম ফয়সালাকারী?

৫২। হে সাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ইহদী এবং ঋষ্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা একে অপরের বন্ধু। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে সে নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে (গণা) হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

৫৩। এবং সাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি রহিয়াছে তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা তাহাদের (কাফেরদের) দিকে দ্রুত ছুটিয়া যায়, তাহারা বলে, 'আমরা ভয় করি যে আমাদের উপর কোন বিপৎপাত ঘটিবে।' সূতরাং হইতে পারে আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) বিজয় আনয়ন করিবেন অথবা নিজ সন্নিধান হইতে অন্য কোন বিষয় প্রকাশ করিবেন যাহার ফলে তাহারা যে কথা তাহাদের অন্তরে গোপন রাখিয়াছিল উহার জন্য অন্তর্গত হইবে।

أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِن نَّبَيَّلُوا كُرْمِي مَا أَشْكُرُ فَاسْتَبِقُوا  
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَفُونَ ﴿٥٠﴾

وَ إِن أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ عَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  
وَاحِدًا زَهُمَ إِنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ  
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّا بُرِيدُ اللَّهِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ بَعْضَ  
ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفٰسِقُونَ ﴿٥١﴾

أَفَحَكَمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ  
حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٢﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ  
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ فَإِنَّهُ  
مِنْهُمْ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ  
يَقُولُونَ خَشِئْنَا أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَسَعَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ  
بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصِصِحُوا عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي  
أَنْفُسِهِمْ فَلْيَذَمُوا ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিবে, 'ইহারা ই কি সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহ্‌র নামে কসম খাইয়াছিল— নিজেদের গুণ্ড কসম যে, তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে ছিল ? তাহাদের সাজ কর্ম নিশ্চয় হইয়া গেল, ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ هَذَا  
إِنَّمَا نَعْتَمِدُ بِهِمْ لَمَّا كُنْتُمْ حَيُّتُمْ أَغْمَأْتُمْ فَاصْبِرُوا  
لِحُكْمِ رَبِّكُمْ

৫৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের মধ্যে যে কেহ নিজের দীন হইতে ফিরিয়া যাইবে, (সে যেন সমুদ্র রাখে যে) আল্লাহ্‌ অচিরেই (তাহার পরিবর্তে) এমন এক জাতিকে আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে, যাহারা মো'মিনগণের প্রতি মম্ব হইবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হইবে। তাহারা আল্লাহ্‌র পাথে জিহাদ করিবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করিবে না। ইহা আল্লাহ্‌র ফয়ল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ প্রাচ্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

يَأْتِيهَا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَزِيدَ مِنْكُمْ عَنْ زِينَةِ قَوْمِهِ  
يَأْتِي اللَّهُ بِعَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
أَعْدَاءٍ عَلَى الْكُفْرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا  
يَأْفَاقُونَ لَوْمَةَ لَأِيْمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

৫৬। তোমাদের বন্ধ কেবল আল্লাহ্‌, এবং তাহার রসূল এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা নামায় কায়ম করে এবং যাকাত দেয় এবং তাহারা (আল্লাহ্‌র নিকটে) বিনয়ানবত।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُعْتَبُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْغَيْبِ

৫৭। এবং যাহারা আল্লাহ্‌ এবং তাহার রসূলকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে বন্ধরূপে গ্রহণ করে, তাহারা সমুদ্র রাশুক যে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দনই বিজয়ী হইবে।

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ  
اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

৫৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা-তামাসার বস্তু বানাইয়া নইয়াছে তাহাদিগকে এবং অন্যান্য কাফেরদিগকে তোমারা বন্ধরূপে গ্রহণ করিও না। এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর যদি তোমারা মো'মিন হও।

يَأْتِيهَا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْكُمْ  
هُزُؤًا وَكِبْرًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاللَّفْكَارُ  
أَوْلِيَاءُ وَأَتَوْا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

৫৯। যখন তোমারা (লোকদিগকে) নামাযের জন্য আহ্বান কর তখন তাহারা ইহাকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়া-কৌতুক মনে করে। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বিবেক-বুদ্ধি ষাটায় না।

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَكِبْرًا  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

৬০। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব ! তোমারা কি আমাদের উপর গুণ্ড এই কারণে দোষারোপ কর যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ্‌র উপর এবং উহার উপর যাহা আমাদের প্রতি

قُلْ يَأْمُرُ الْكِتَابُ بِهَلْ يُعْبَدُونَ وَمَا إِلَٰهٌ إِلَّا اللَّهُ وَمَا نَزَّلَ  
إِلَيْنَا وَمَا نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ أَلْتَرَكُمُ فَيَقُولُونَ

নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপর যাহা পূর্বে নাযেল করা হইয়াছে? অথচ তোমাদের অধিকাংশই দৃষ্টি-পরায়ণ।'

৬১। তুমি বন, 'আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রতিফলের দিক দিয়া উহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ব্যক্তির সংবাদ দিব? (সুন) যাহাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং যাহার উপর তিনি জ্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, এবং যাহাদের কতককে তিনি বানর ও শূকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগুতের (বিদ্রোহী শয়তানের) ইবাদত করে—ইহারা ই মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং সোজা পথ হইতে সর্বাধিক দ্রষ্ট।

৬২। এবং যখন তাহারা তোমাদের নিকট আসে তখন তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি, অথচ তাহারা কুফরী সহ প্রবেশ করিয়াছিল, এবং তাহারা উহা নহিয়াই বাহির হইয়া গেল; এবং তাহারা যাহা গোপন করে আল্লাহ তাহা সর্বাধিক জানেন।

৬৩। এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে দেখিতেছ যে, তাহারা পাপ করার, সীমা লঙ্ঘন করার এবং হারাম খাওয়ার জন্য দ্বরা করিতেছে। তাহারা যে কাজ-কর্ম করিতেছে তাহা অতিশয় নিকৃষ্ট।

৬৪। তহজানীগণ এবং ইহুদী পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে পাপ কর্মের কথা-বার্তা বলিতে এবং হারাম খাইতে কেন নিষেধ করে না? তাহারা যাহা কিছু করিতেছে নিশ্চয় উহা অত্যন্ত মন্দ কাজ।

৬৫। এবং ইহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত বাঁধা।' বরং তাহাদের হাত বাঁধা এবং তাহারা অভিশপ্ত হইবে উহার কারণে যাহা তাহারা বলিতেছে। বরং, তাহাদের উভয় হাতই সুপ্রশস্ত। তিনি যেভাবে চাহেন খরচ করেন। এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা অবশ্যই তাহাদের অনেককে বিদ্রোহ ও অস্বীকারে বাড়াইয়া দিবে। এবং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত করিয়া দিয়াছি; যখনই তাহারা সমরায়ণ প্রস্থানিত করে তখনই আল্লাহ উহা নির্বাপিত করিয়া দেন। এবং তাহারা পৃথিবীতে উপদ্রব সৃষ্টি করার জন্য দৌড়িয়া বেড়ায়, অথচ আল্লাহ উপদ্রব সৃষ্টিকারীদিগকে ভালবাসেন না।

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكَ مُتَوَبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ  
لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ  
الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ①

وَلَا جَاءَ دَوْمَرٌ قَالُوا أَمْثَلُ وَقَدْ خَلَوْنَا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا  
يَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ②

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَ  
أُولَئِكَ الضَّالَّةَاتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ③

لَا يَهْتَمُّهُمُ الرَّبِّيبُونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِنَّمِ  
وَأُولَئِكَ الضَّالَّةَاتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ④

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ عَلَتْ أَيْدِيهِمْ  
وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ  
يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ  
رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَبِيحَاتُ بَيْنَهُمُ الْعَادَةُ  
وَالْبَعْضُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا  
لِلْحَرْبِ أَظْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا  
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ⑤



৬৬। এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে অবশ্যই আমরা তাহাদের যাবতীয় দোষ তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিতাম এবং তাহাদিগকে বিবিধ নেয়ামতের জামাত সমূহে দাখিল করিতাম।

৬৭। এবং যদি তাহারা উওরাত ও ইন্জীল এবং তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে তাহাদের প্রতি যাহা নাযেন করা হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেও এবং তাহাদের পদতল হইতেও (নেয়ামত) ভোগ করিত। অবশ্য তাহাদের মাধা একদল মধাপন্থী লোক আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক যে কাজ-কর্ম করিতেছে উহা অতিশয় মন্দ।

৬৮। হে রসূল! তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেন করা হইয়াছে তাহা (লোকদের নিকট) পৌছাইয়া দাও, এবং যদি তুমি এইরূপ না কর তাহা হইলে তুমি তাহার পয়গাম আদৌ পৌছাইলে না। এবং আল্লাহ তোমাকে মানুষের কবল হইতে রক্ষা করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ কাফের জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

৬৯। তুমি বন, হে আহলে কিতাব! তওরাত এবং ইন্জীল এবং তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের প্রতি (এখন) যাহা নাযেন করা হইয়াছে উহাকে যতরূপ পর্যন্ত না প্রতিষ্ঠিত করিবে ততরূপ পর্যন্ত তোমরা কোন কিছু উপর (প্রতিষ্ঠিত) নহ। এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেন করা হইয়াছে উহা অবশ্যই তাহাদের অনেককেই বিদ্রোহে ও অস্বীকারে বাড়াইয়া দিবে; সতরাং তুমি কাফের জাতির জন্য দৃষ্ণ করিও না।

৭০। নিশ্চয় মাদারা ঈমান আনিয়াছে এবং মাদারা ইহদী হইয়াছে তাহারা এবং সানীপন এবং খুঠানগণ— যে কেহ ঈমান আনে আল্লাহর উপর এবং পরকালের উপর এবং সৎকর্ম করে, না তাহাদের কোন ভয় থাকিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

৭১। নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অস্বীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রতি অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু যখনই কোন রসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু নইয়া আসিয়াছে যাহা তাহাদের মনঃপূত হয়

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ سَاهِبِينَ ﴿٦٦﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَمُوا تَوْرَتَهُ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْفُرُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ أَعْيُنِهِمْ مِنْهُمْ أَفَكُفْرُوكُمْ أَكْبَرُ ۗ وَسَاءَ مَا يَصْنَعُونَ ﴿٦٧﴾

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَنْ يَبْلُغْ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَصْطَلِكُ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا تَوْرَتَهُ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَلَا هُدًى ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالصَّابِقَاتُ مِنَ الْأُمَّمِ الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَعَمِلُوا صَالِحًا كَانَ خِطَابُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٧٠﴾

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَأَيْنَا آلِيهِمْ رَسُولًا ۗ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ

নাই, তখনই তাহাদের মধ্যে কতককে তাহারা মিথ্যাবাদী বনিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং কতককে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছে ।

فَرِيْقًا كَذِبًا وَّفَرِيْقًا يَقْتُلُوْنَ ۝

১২ । এবং তাহারা মনে করিয়াছিল যে, ইহাতে কোন ফিতনা হইবে না, সুতরাং তাহারা অক্র ও বধির হইয়া গেল । অতঃপর, আল্লাহ তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে অনেকেই পুনরায় অক্র ও বধির হইয়া গেল; এবং তাহারা যে কাজ-কর্ম করে তদসম্বন্ধে আল্লাহ সর্বদৃষ্টা ।

وَحَسِبُوْا اَلَا تَكُوْنُ وِثْنَةٌ فَعَمَوْا وَصَوَّأْتُمْ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَوْا وَصَوَّأْتُمْ كَثِيْرًا فَهُمْ وَا اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৩ । অবশ্যই তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ—তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ;’ অথচ মসীহ স্বয়ং বনিয়াছিলেন, ‘হ বনী ইসরাঈল ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু । প্রকৃত বিষয় এই যে, যে কেহ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তাহার জন্য জামাত হারাম করিয়া দেন এবং আঙুনই তাহার আবাসস্থল । বস্তুতঃ যানেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই ।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَاَقَالَ الْمَسِيْحُ بَنِيْٓ اِسْرٰٓءِيْلَ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ سَرِيْرًا وَّرَبِّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وُجِهَ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصٰٓءٍ ۝

১৪ । নিশ্চয় তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, ‘আল্লাহ তিনের মধ্যে তৃতীয়;’ অথচ এক মা’ব্দ ব্যতীত কোন মা’ব্দ নাই । এবং তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তাহারা যদি নিরুত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা তস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করিবে ।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَلٰثَةٌ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاِنْهُمْ عَذٰبُ الْيَوْمِ ۝

১৫ । তাহারা কি আল্লাহর নিকট তওবা করিবে না এবং তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না ? বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ وَا اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৬ । মরিয়মের পুত্র মসীহ ছিল কেবল এক রসূল; তাহার পূর্বে সকল রসূল মারা গিয়াছে । এবং তাহার মাতা একজন সত্যাবাদিনী ছিল । তাহারা উভয়েই খাদ্য খাইত । দেখ ! আমরা কিরূপে তাহাদের (কল্যাণের) জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি; পুনরায় দেখ ! কিরূপে তাহাদিগকে সত্য হইতে ফিরাইয়া লওয়া হইতেছে ।

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌۢ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهٖ الرُّسُلُ وَاُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ مَا كُنَّا يَأْكُلْنَ الْطَعَامَ اِنْظُرْ كَيْفَ بُيِّنْ لَهُمُ الْآيٰتِمْ اَنْظُرْ اِنِّيْ يُوَفُّوْنَ ۝

১৭ । তুমি বল, ‘তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুই ইবাদত করিতেছ যাহা না তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারে, না কোন উপকার, এবং আল্লাহই সর্বশ্রোতা, সর্বজানী ।

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَّلَا نَفْعًا وَا اللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৭৮। তুমি বল, 'হে আহ্লে কিতাব! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করিও না এবং ঐ জাতির প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না যাহারা ইতিপূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং আরও অনেককে পথ-ভ্রষ্ট করিয়াছে এবং তাহারা সোজা পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে।

১০  
১১।  
১৪

৭৯। বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে দাউদ এবং মরিয়মের পুত্র ঈসার ভাষায় অভিশপ্ত করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা অবাধাতা করিয়াছিল এবং সীমানংঘন করিত।

৮০। তাহারা যে অন্যায় আচরণ করিত তাহা হইতে তাহারা একে অন্যকে নিবৃত্ত করিত না। তাহারা যাহা কিছু করিত নিশ্চয় উহা অত্যন্ত মন্দ।

৮১। তুমি তাহাদের মধ্যে হইতে অনেককে দেখিবে যে, তাহারা তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতেছে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা নিজেদের জন্য অগ্র যাহা প্রেরণ করিয়াছে তাহা অত্যন্ত মন্দ, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারা আমাব পড়িয়া থাকিবে।

৮২। এবং যদি তাহারা আল্লাহ্ এবং এই নবী এবং যাহা তাহার উপর নাযেন করা হইয়াছে উহার উপর ঈমান আনিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

৮৩। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে ইহদীদিগকে এবং যাহারা শিরুক করিয়াছে তাহাদিগকে নোকের মধ্যে সর্বাধিক কঠোর দেখিতে পাইবে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রতি ভালবাসার ব্যাপারে নোকদের মধ্যে তুমি নিশ্চয় সর্বাধিক নিকটবর্তী তাহাদিগকে পাইবে যাহারা বলে, 'আমরা স্ত্রীজন' ইহা এই জন্য যে, তাহাদের মধ্যে কিছু নোক পণ্ডিত এবং কিছু নোক সম্মাসী রহিয়াছে এবং এই কারণেও যে, তাহারা অহংকার করে না।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ⑤

لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ⑥

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ⑦

رَأَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خُلْدٌ ⑧

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا نَزَّلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثُرُوا مِنْهُمْ فَسُفُّوا ⑨

لَتَجِدَنَّ أُمَّةً تُشَدُّ عَادَاةَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى الْيَهُودِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُهُمْ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ مِنْ تَيْمِينٍ وَرَهْبَانًا وَآتَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ⑩

৮৪। এবং যখন তাহারা উহাকে প্রবণ করে যাহা এই রসূনের প্রতি নাযেন করা হইয়াছে তখন তুমি তাহাদের চক্ষুগুলি দেখিবে যে, ষড়ঠুক্র সত্য তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে উহার কারণে ঐগুলি অশ্রুপ্লাবিত হইতেছে। তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু, আমরা ঈমান আনিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষীগণের তালিকাভুক্ত কর।

وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُمَا إِلَى الْوَالِدِ بَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ  
تَفِيضًا مِّنَ الذَّمِّ وَمَا غَفُورًا مِّنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ  
رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

৮৫। এবং আমাদের কি কারণ থাকিতে পারে যে, আমরা আল্লাহর এবং যে সত্য আমাদের নিকট আসিয়াছে উহার উপর ঈমান আনিব না, অথচ আমরা আকাঙ্ক্ষা করি যে, আমাদের প্রভু আমাদেরকে সৎকর্মশীল জাতির অন্তর্ভুক্ত করেন ?

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَ  
نَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝

৮৬। সুতরাং তাহারা যাহা বলিয়াছে উহার বিনিময়ে আল্লাহ তাহাদিগকে জামাত দান করিলেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তাহারা সেখানে বসবাস করিবে; এবং ইহাই সৎকর্মশীলগণের জন্য পুরস্কার।

فَاثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝

৮৭। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ইহারা ই জাহান্নামের অধিবাসী।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

৮৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম করিও না, যেগুলিকে আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং তোমরা সীমানংঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমানংঘনকারীদিগকে ডানবাসেন না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ  
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

৮৯। এবং যাহা কিছু আল্লাহ তোমাদিগকে রিহক দিয়াছেন উহা হইতে তোমরা হানাল ও পবিত্র বস্তু খাও। এবং আল্লাহর তাকওয়া, অবলম্বন কর, যাহার উপর তোমরা ঈমান আনয়নকারী।

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

৯০। তোমাদের কসম সমূহের মধ্যে নিরর্থক কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না কিন্তু তোমরা যে দৃঢ় কসম খাও উহার (ডেসের) জন্য তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন। সুতরাং ইহার কাক্‌ফারা হইবে দশজন দরিদ্র বাস্ত্রকে মধ্যম শ্রেণীর শাবার দেওয়া যাহা তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে খাওয়াইয়া থাক, অথবা তাহাদিগকে বস্ত্র দেওয়া, অথবা একজন গোলামকে মুক্ত করা, কিন্তু যে বাস্ত্র

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْعَافِي إِتْيَانِكُمْ وَلَكِنَّ يُؤَاخِذُكُمْ  
بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْإِبْتِغَاءِ فَلَئِنَّ أَكْثَرَكُمْ لَظَّالِمُونَ  
مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْمِئِنُّونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتِكُمْ أَوْ جَمْرِكُمْ  
رَبِّهِ فَمَنْ لَمْ يُجِدْ فَوْصِيماً تَلَئِنَ فَأُولَٰئِكَ كَفَّارُهُ

সামর্থ না থাকে তাহা হইলে (তাহার জন্য) তিন দিনের রোযা ধার্য। ইহাই হইবে তোমাদের কসমের কাফ্ফারা যখন তোমরা কসম খাও। তোমরা তোমাদের কসমসমূহের হিফায়ত কর। এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিজ আয়াতসমূহকে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৯১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! মদ এবং জুয়া এবং প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ একান্ত নাপাক শয়তানী কার্য-কলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা এইগুলিকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

৯২। শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্ মিকর এবং নামায হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চাহে; অতএব তোমরা কি নিরুত্ত থাকিবে?

৯৩। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর, যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমাদের রসূলের উপর দায়িত্ব শুধু মাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌছাইয়া দেওয়া।

৯৪। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পূণ্য কর্ম করিয়াছে তাহারা যাহা শাইয়াছে উহার কারণে তাহাদের উপর কোন দোষ বর্তিবে না যদি তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে এবং পূণ্য কর্ম করে, পুনরায় তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে, পুনরায় তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্ম করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন

৯৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিশ্চয় এমন শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করিবেন, যাহা তোমাদের হাত ও বর্শাসমূহ ধরিয়া থাকে যেন আল্লাহ্ ঐ সকল লোককে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন যাহারা গোপনেও তাহাকে ভয় করে। অতঃপর, যে ব্যক্তি ইহার পরও সৌমালংঘন করিবে সে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাইবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يَتِينَ اللَّهُ لَكُمْ إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْبَيْعُ وَالْأَصْنَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٢﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُفَوِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَا وَدَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْبَيْعِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٣﴾

وَاطِعُوا اللَّهَ وَاللَّهَ وَالطَّيْعُوا الرَّسُولَ وَأَذْرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلُوا إِنَّا عَلَى رُسُولِنَا الْبَلِغُ الْمُبِينِ ﴿٩٤﴾

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ إِنَّمَا طَعِفُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٥﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسُوِّغَ اللَّهُ لَكُمْ بَيْعِي مِنَ الصَّيْدِ تِلْكَ آيَاتُكُمْ وَرِصَالِكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ جُنَاحِكُمْ بِالْغَيْبِ مِمَّنْ اعْتَدَى بِغَدِّكَ فَلَهُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ﴿٩٦﴾

২৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারের জন্তুকে হত্যা করিও না। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহাকে হত্যা করিবে, সেক্ষেত্রে যে চতুর্দ দ জন্তু সে হত্যা করিয়াছে উহার অনুরূপ বিনিময় হইবে, যাহার ক্ষয়সানো তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোক করিবে, যাহাকে কুরবানীরূপে কা'বা পর্যন্ত পৌছাইতে হইবে, অথবা কাফ্ফারা হইবে কিছু মিসকীনকে খাদ্য দান বা সেই অনুপাতে রোজা পালন যেন সে নিজের কাজের পরিণাম ফল আশ্রয় করে। যাহা পূর্বে হইয়াছে আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় যে কেহ ইহা করিবে, তাহার নিকট হইতে আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী।

২৭। তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে সমুদ্রের শিকার এবং উহার উচ্চ, ভোগ-সামগ্রী স্বরূপ তোমাদের জন্যও এবং মুসাকেরদের জন্যও; এবং যতরূপ পর্যন্ত তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাক, স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে। এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর—যাহার নিকট তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

২৮। আল্লাহ মানব জাতির জন্য চিরস্থায়ী উন্নতির উপায় করিয়াছেন পবিত্র গৃহ কা'বাকে এবং পবিত্র মাসকে এবং কুরবানীসমূহকে এবং গনায় মানা পশ্চিহিত পণ্ডুলিকেও। ইহা এই জন্য যেন তোমরা জানিতে পার যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ সবই অবগত আছেন এবং আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

২৯। জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ শাস্তি দানে অতি কঠোর এবং নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১০০। এই রসূলের উপর দায়িত্ব কেবল (পয়গাম) পৌছাইয়া দেওয়া এবং আল্লাহ অবগত আছেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

১০১। তুমি বল, 'অপবিত্র এবং পবিত্র সমান হইতে পারে না,' যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে।

অতএব, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, হে বন্ধিমান ব্যক্তিবর্গ! যেন তোমরা সফলকাম হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ  
وَمَنْ قَتَلَهُ وَمَنْ ذَمَّهُ فَتَمَتُّدًا فَجَزَاءٌ مِّمَّا قَتَلَ مِنْ  
الَّتِي كَفَرْتُمْ بِهَا ۖ ذَوَا عَٰلٍ يَنْفِكُ هَدْيًا بِلِغِ الْكَعْبَةِ  
أَوْ كَفَّارَةً طَعَامًا مِّمَّا كَانَتْ مِنْ أُولَٰئِكَ ۖ سِيَّئًا  
مَّا كَانَتْ لِيَدُوكُمْ وَأَبَالٍ أَمْرٌ عِنْدَ اللَّهِ عَنَّا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ  
يُنْفِكْهُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٢٦﴾

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَ  
لِلنَّيَّارِ ۖ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٧﴾

جَعَلَ اللَّهُ الْكَبَّةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِبْلًا لِّلنَّاسِ وَ  
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ  
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٢٩﴾

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ  
وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٣٠﴾

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ  
الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

১০২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না, যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইলে তোমাদের কষ্টের কারণ হইবে এবং যদি তোমরা কুরআন নাযেন করার সময়ে ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন কর, তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হইবে। আলাহ্ উহা সম্বন্ধে বিরত আছেন। বস্তুতঃ আলাহ্ অতীত ক্রমাগত, পরম সচিষ্ণু।

১০৩। তোমাদের পূর্বেও একজাতি এইরূপ (বিষয়াদি সম্বন্ধে) প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহার অস্বীকারকারী হইয়া গেল।

১০৪। আলাহ্ কোন বাহীরা, সাইবাহ্, ওয়াসীলাহ্, এবং হাম নির্ধারণ করেন নাট, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা আলাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছে এবং তাহাদের আধকাংশই ক্বি-বিবেচনা করে না।

১০৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, "আলাহ্ যাহা নাযেন করিয়াছেন তাহার দিকে এবং এই রসূলের দিকে আস", তাহারা বলে, "আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।" কী! যদিও তাহাদের পিতৃ-পুরুষগণ না কোন জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে এবং না কোন হেদায়াত গ্রহন করিয়া থাকে, তথাপিও তাহারা অন্ধ অনুকরণ করিবে?!

১০৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা তোমাদের কর্তব্য। যখন তোমরা হেদায়াত-প্রাপ্ত হও তখন যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমাদের সকলকেই আলাহ্‌র দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে; তখন তিনি তোমাদিগকে তাহা অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিতে।

১০৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু কাল উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়াত করিবার সময় তোমাদের মধ্যে সাক্ষা-দানের ব্যবস্থা এই হইবে যে, তোমাদের মধ্যে হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষী হইবে; অথবা তোমাদের ছাড়া অন্যদের মধ্যে হইতে দুইজন হইবে, যদি তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর করিতে থাক এবং তোমাদের উপর মৃত্যুর বিপদ নামিয়া আসে। তোমরা নামাযের পর উড়য়কে (সাক্ষা দেওয়ার জন্য) আটকাইবে, যদি তোমরা (তাহাদের সাক্ষা সম্বন্ধে) সন্দেহান হও তাহা হইলে তাহারা আলাহ্‌র কসম খাইয়া

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُونَ عَنْ أَسْمَاءَ إِنْ تَبَدَّلَ لَكُمْ تَنُوكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ عَمَّا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠٢﴾

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كُفُورِينَ ﴿١٠٣﴾

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذُوبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٤﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٥﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَبْغُونَ مِنْكُمْ شَيْئًا إِذَا أَهْتَدْتُمْ إِلَى اللَّهِ فَوَجَّهْتُمْ جِهَتَكُمْ فَيُنْزِلْ عَلَيْكُمْ بِمَا لَكُمْ تَسْمَعُونَ ﴿١٠٦﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَشْرَافًا عَدْلًا مِنْكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَفْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَكُمْ مَوْجِبَةٌ مِنَ الْمَوْتِ فَحَسِبْنَاهُمْ مِنْ بَدْوِ السَّلْوَ وَفَيْسِينِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتُمْ أَنْ تَشْرَى بِهِ نَفْسًا وَأَنْتُمْ لَا تَدْرُونَ وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ

বলিবে, 'আমরা ইহা দ্বারা কোন মূল্য গ্রহণ করিব না যদিও সে (যাহার সম্বন্ধে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি আমাদের) নিকট আত্মীয়ই হউক না কেন; আমরা আলাহর (নির্দিষ্ট সত্তা) সাক্ষ্য গোপন করিব না, করিলে নিশ্চয় আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

১০৮। কিন্তু যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহারা দুইজন (সাক্ষীদ্বয়) পাপের ভাগী হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত দুই জনের স্থলে অন্য দুই ব্যক্তি তাহাদের মধ্য হইতে দাঁড়াইবে যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছিল এবং তাহারা আলাহর কসম খাইয়া বলিবে, 'নিশ্চয় আমাদের সাক্ষ্য (পূর্ববর্তী) ঐ সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নাই; যদি আমরা ইহা করিয়া থাকি তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যালেমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

১০৯। ইহা উত্তম পদ্ধতি, যদ্বারা তাহারা সঠিক রূপে সাক্ষ্য দিবে, অথবা এই কথার ভয় করিবে যে, তাহাদের কসমকে অন্য কসমের দ্বারা রদ্ করা হইবে। এবং তোমরা আলাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং কান পাতিয়া শ্রবণ কর। কারণ আলাহ্ বিদ্রোহপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

১১০। (সেই দিনকে সম্বরণ কর) যে দিন আলাহ্ রসূলগণকে একত্রিত করিবেন এবং বলিবেন, 'তোমাদিগকে কি জবাব দেওয়া হইয়াছিল?' তাহারা বলিবে, 'আমরা জানি না; নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞাত।'

১১১। যখন আলাহ্ বালিবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ইসা! তুমি তোমার উপর এবং তোমার মাতার উপর আমার নেয়ামতকে সম্বরণ কর, যখন আমি রূহন কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তোমাকে সামর্থ্য দান করিয়াছিলাম, তুমি দোলনায় ও পৌড় বয়সে লোকদের সহিত কথা বলিতে, এবং যখন আমি তোমাকে কিতাব এবং হিকমত এবং তওরাত এবং ইনজীল শিক্ষা দিয়াছিলাম, এবং যখন তুমি আমার আদেশে কাদা হইতে পানীয় অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করিতে, অতঃপর উহাতে (নব-জীবন) ফুৎকার করিতে তখন আমার আদেশে উহা উড্ডয়নশীল হইত, এবং আমার আদেশে তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করিতে, এবং আমার আদেশে তুমি মৃত্যুকে উদ্বৃত্ত করিতে, এবং যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমা হইতে

إِنَّا إِذَا لَسْنَا الْإِنْسَانِ ۝

فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنهْمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَجْنَا مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقُّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَادِينَ فَمَقْبَحٌ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّا عَدُّنَا إِنَّا إِذَا لَسْنَا الْفَالِغِينَ ۝

ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِنَا أَوْ يَخْلَفُوا أَنْ تَرُدَّ آيْمَانُ بَعْدَ آيْمَانِهِمْ وَأَتُوا اللَّهَ وَسَمْعُهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِئِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُسَىٰ بِنْتِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَيْتِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَبَدْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ نَكْلُهُ النَّاسُ فِي السَّهْوِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْنَاكِ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَإِذْ خَلَقْنَا مِنْ طِينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَرْزِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَرْزِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَ الْأَبْرَصَ بِأَرْزِي وَإِذْ نُوحِيَ الْأَمْرُ بِأَرْزِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ



রুখিয়া রাখিয়াছিলাম, যখন তুমি তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহসহ আসিয়াছিলে ; এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, 'ইহা প্রকাশ্য যাদু বাতীত কিছুই নহে ।'

بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا  
سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٧﴾

১১২ । এবং সম্মরণ কর আমার নেয়ামতকে যখন আমি হাওয়ারীদের প্রতি ওহী করিয়াছিলাম ; 'আমার উপর এবং আমার রসূলের উপর ঈমান আন,' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারী ।'

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ أُؤْتُوا بِي وَرَسُولِي  
قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٨﴾

১১৩ । (সম্মরণ কর) যখন হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা ! তোমার প্রভু কি আকাশ হইতে আমাদের জন্য খাদ্য-ভরতি খাফা নাযেল করিতে পারেন ?' সে বলিল, 'তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক ।'

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ  
رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ أَتَوَلَّوْا  
اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٩﴾

১১৪ । তাহারা বলিল, 'আমরা চাহি যে, আমরা উহা হইতে খাই, এবং আমাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে এবং আমরা জানিতে পারি যে, তুমি আমাদেরকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা যেন উহার উপর সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত হই ।'

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ  
رَبِّهَ أَنْ قَدْ صَدَّقْنَا وَكُنُوا عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٦٠﴾

১১৫ । মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিল, 'হে আল্লাহ আমাদের প্রভু! তুমি আকাশ হইতে আমাদের জন্য খাদ্য ভরতি খাফা নাযেল কর যেন উহা আমাদের প্রথমাংশের জন্য এবং আমাদের শেষ অংশের জন্য ঈদ স্বরূপ হয় এবং তোমার নিকট হইতে এক নিদর্শন হয় এবং তুমি আমাদেরকে রিয্ক দান কর এবং তুমি সর্বোত্তম রিয্কদাতা ।'

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً  
مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا إِلاَ وَرَيْنَا وَأَخِيراً وَآيَةً  
مِنْكَ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٦١﴾

১১৬ । আল্লাহ বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর ইহা নাযেল করিব ; কিন্তু তোমাদের মধ্যে হইতে যে কেহ ইহার পর অকৃতজ্ঞতা করিবে, আমি তাহাকে এমন কাঠোর শাস্তি দিব যে, বিশ্ব-জগতের অপর কাহাকেও এমন শাস্তি দিব না।'

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ  
مِنْكُمْ إِنِّي أَصْدَقُ عَدِلًا لَئِن لَّمْ أَصْدِقْهُ أَصْدَقُ عَدِلًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٦٢﴾

১১৭ । এবং যখন আল্লাহ বলিবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা ! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, আল্লাহকে ছাড়াইয়া আমাকে এবং আমার মাতাকে দুই মা'ব্দ রূপে গ্রহণ কর ?' সে বলিবে, 'তুমি পরম পবিত্র, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ آءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ  
اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ الْهَيْئَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ بَلْ جَعَلْتُهُ  
مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ بِي بِحَقِّقٍ إِنْ كُنْتُ

না যে, আমি এমন কিছু বলি যাহা বন্যার অধিকার আমার নাই। যদি আমি ইহা বলিয়া থাকিতাম তাহা হইলে অবশ্য তুমি উহা জানিতে। তুমি জান যাহা আমার অন্তরে আছে, কিন্তু আমি তাহা জানি না যাহা তোমার অন্তরে আছে। নিশ্চয় তুমিই অদৃশ্য বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞাতা ;

১১৮। আমি তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহার আদেশ তুমি আমাকে দিয়াছিলে, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, এবং আমি যতদিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম আমি তাহাদের উপর সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই সকল বিষয়ের উপর সাক্ষী ;

১১৯। যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তাহা হইলে তাহারা তো তোমারই বান্দা এবং যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তাহা হইলে নিশ্চয় তুমিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময় ।

১২০। আল্লাহ বলিবেন, 'এই দিনটি এমন যে, সত্যবাদীগণের উপকারে আসিবে তাহাদের সত্যবাদিতাই। তাহাদের জন্য এমন জন্মাতসমূহ রহিয়াছে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত ; উহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিবে। আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ; ইহাই মহান সফলতা ।'

১২১। আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের আধিপত্য আল্লাহরই ; এবং তিনিই সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ।

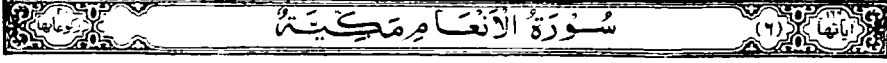
قُلْتُهُ فَتَدَّ عَلَيَّتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ  
مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ⑤

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي  
وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَكُنَّا  
تَوَفِيكُنِّي كُنْتُ أَنْتَ الْوَعْدِ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑤

إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعَوَّذْتَهُمْ فَإِنَّكَ  
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ  
لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ  
فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ  
الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ⑤

لِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤



## ৬-সূরা আল্ আন'আম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ১৬৬ আয়াত এবং ২০ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অন্ধকাররাশি এবং আলোকের উদ্ভব করিয়াছেন; ইহা সত্ত্বেও যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা তাহাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থিরকৃত করে ।

الْحَدُّ لِيَوْمِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ②

৩। তিনিই তোমাদিগকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর, তিনি এক নির্দিষ্ট মিয়াদ নির্ধারিত করিয়াছেন । এবং তাঁহার নিকট অপর একটি নির্দিষ্ট মিয়াদ রহিয়াছে । তথাপি সন্দেহ কর তোমরা ।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَهُ وَأَجَلٌ مُّسْتَعْتَبٌ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تُسْرَوْنَ ③

৪। এবং আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ্ । তিনি তোমাদের গুণ্ড এবং তোমাদের প্রকাশ্য সব কিছু জানেন । এবং তিনি উহাও জানেন যাহা তোমরা অর্জন কর ।

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ④

৫। এবং তাহাদের নিকট তাহাদের প্রভুর নিদর্শনাবলী হইতে যে নিদর্শনই আসে তাহারা উহা হইতু মুখ ফিরাইয়া লয় ।

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ⑤

৬। সূতরাং যখন পূর্ণ সত্য তাহাদের নিকট আসিল তখন ইহাকেও তাহারা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল; সূতরাং অচিরেই উহার সংবাদসমূহ তাহাদের নিকট পৌঁছাবে যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল ।

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَا نَبِيهِمْ آتِيُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑥

৭। তাহারা কি দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্বে আমরা কত যুগের মানুষকে ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদিগকে আমরা পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এবং তাহাদের উপর আমরা মুশনধারে বর্ষণশীল মেঘমালা পাঠাইয়াছিলাম; এবং এমন নহরসমূহ জারী করিয়াছিলাম যাহা তাহাদের তনদেশ দিয়া প্রবাহিত হইত;

أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَوْمٍ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ وَالرَّسُلَآءُ عَلَيْهِمْ فُزِّدُوا كَذِبًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَكَفَرُوا بِيَوْمِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ قَرْنًا مَخْرُوبِينَ ⑦

অতঃপর তাহাদের পাপ সমূহের জন্য আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম, এবং তাহাদের পরে অন্য ধংশধরকে উদ্ভব করিয়াছিলাম ।

৮ । এবং যদি আমরা তোমার উপর কাগজে লিখিত কিতাব নামেল করিতাম এবং উহাকে তাহারা নিজেদের হাত দিয়া স্পর্শ করিত, তবুও যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা অবশ্যই বলিত, 'ইহা যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে ।'

৯ । এবং তাহারা বলে, 'তাহার উপর কোন ফিরিশতা কেন নামেল করা হয় নাই ?' এবং যদি আমরা কোন ফিরিশতা নামেল করিতাম, তাহা হইলে তো বিষয়বস্তুর ফয়সালাই করিয়া দেওয়া হইত, অতঃপর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না ।

১০ । এবং যদি আমরা তাহাকে (এই রসূলকে) ফিরিশতা করিতাম, তাহা হইলেও আমরা নিশ্চয় তাহাকে একজন পুরুষই করিতাম এবং তাহাদের উপর বিষয়টি আমরা সংশয়াম্হম করিয়া দিতাম যাহাকে তাহারা নিজেরাই সংশয়াম্হম করিতেছে ।

১১ । এবং তোমার পূর্বেও রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদূষ করা হইয়াছে, ফলে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা হাসি-বিদূষ করিয়াছিল তাহাদিগকে উহাই পরিবেষ্টন করিয়াছিল যাহা নহিয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদূষ করিত ।

১২ । তুমি বল, 'তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল ?'

১৩ । তুমি বল, 'আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ঐ সকল কাহার ?' তুমিই বল, 'আল্লাহ্‌রই ।' রহমতকে তিনি নিজের উপর অবধারিত করিয়া লইয়াছেন । নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত একত্রিত করিয়া যাইতে থাকিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । যাহারা নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহারা ই ঈমান আনিবে না ।

১৪ । রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু অবস্থান করিতেছে, সকলই তাহার । বস্তুতঃ তিনি সর্বপ্রাণী, সর্বজ্ঞানী ।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِالْأَيْدِي  
لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ①

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُذِبْ  
إِلَّا مَرْتَبًا لَا يَنْظُرُونَ ①

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ  
مَا يَلْبَسُونَ ①

وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُؤَسَاءِ قَوْمِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ  
سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ①

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُكذِّبِينَ ①

قُلْ لَيْسَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلٌّ إِلَهُكَ كَتَبَ عَلَيَّ  
نَفْسِي الرَّحْمَةِ لَا يَجْعَلُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِارْتِيبٍ  
فِيهِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ①

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي النَّبْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ①

১৫। তুমি বল, 'আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়া অন্য কাহাকেও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব অথচ তিনি আকাশ মশুল ও পৃথিবীর আদিভ্রষ্টা, এবং তিনিই (অন্যকে) আহার করান এবং তাঁহাকে আহার করানো হয় না?' তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি তাহাদের মধ্যে প্রথম হই যাযারা আত্মসমর্পণ করে।' এবং তুমি আদৌ মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১৬। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি উয় করি এক মহা দিনের আযাবকে, যদি আমি আমার প্রভুর অবাখাতা করি।'

১৭। সেই দিন যাহার উপর হইতে ইহা (আযাব) টলাইয়া দেওয়া হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তিনি (আল্লাহ) তাহার প্রতি রহম করিয়াছেন; এবং ইহাই প্রকাশ্য সফলতা।

১৮। এবং যদি আল্লাহ তোমাকে ক্রেশে জড়াইয়া ফেলেন তাহা হইলে তিনি ছাড়া কেহই উহা দূর করিতে পারে না; এবং যদি তিনি তোমাকে কন্যাগমণ্ডিত করেন তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপরে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৯। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার বান্দাগণের উপর প্রবল; এবং তিনি পরম প্রজাময়, সর্বজ্ঞাত।

২০। তুমি বল, 'সাক্ষাদানে কোন অস্তিত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ?' তুমি বল, 'আল্লাহ; তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। এবং এই কুরআন আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে যেন আমি ইহা দ্বারা তোমাদিগকে এবং যাহাদের নিকট ইহা পৌঁছে (ভাবী আযাব সম্বন্ধে) সতর্ক করিতে পারি। কী! তোমরা কি বাস্তবিকই সাক্ষ্য দিতেছ যে, আল্লাহ ব্যতিরেকে আরও অন্য মা'বুদ আছে?' তুমি বল, 'আমি (এইরূপ) সাক্ষ্য দিব না।' তুমি পুনরায় বল, 'তিনি নিজ সত্তায় এক অদ্বিতীয় মা'বুদ, এবং তোমরা যে সকল বস্তুকে (তাঁহার সহিত) শরীক কর, নিশ্চয় আমি ঐ সকল হইতে মুক্ত।'

২১। যাহাদিগকে আমরা এই কিতাব দিয়াছি তাহারা উহাকে সেইভাবে চিনে যেভাবে তাহারা নিজ সন্তান-সন্ততিকে চিনে।

যাহারা নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা ই ইমান আনিবে না।

قُلْ اَعْبَدُوا اللَّهَ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَهُوَ يُطْعَمُهُمْ وَلَا يُمْرِتُهُمْ اَنْ يَّكُوْنُوْا اَوْلٰى مِنْ اِسْلَمٍ وَلَا تَكُوْنُوْنَ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝۱۵

قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝۱۶

مَنْ يُضَرْفُ عَلَيْهِ يُؤَمِّدُ فَقَدْ رَجِمَهُ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝۱۷

وَاِنْ يَنْسَسَكَ اللّٰهُ بِضَرْفٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يَنْسَسَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۸

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝۱۹

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَاَنْتُمْ اِلٰكٌ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لَانْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اَنْذَرْتُمْ لَسْتُمْ مَعَهُ اِنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلَهَةٌ اُخْرٰى قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَاِنِّيْ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تَشْرِكُوْنَ ۝۲ۦ

الَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ

اَبْنَآءَهُمْ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ لَمْ يُوْمِنُوْا ۝۲ۧ

২২। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যানেম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে? নিশ্চয় যানেমরা কখনও সফলকাম হয় না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ  
بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং (চিত্তা কর সেই দিনের) যে দিন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব; অতঃপর যাহারা (আল্লাহর সহিত) শরীক করিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে বলিব, 'তোমাদের ঐ সকল শরীক কৌণায়, যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা (শরীক বলিয়া) বিশ্বাস করিতে?

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِينًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا  
أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। তখন এই কথা বলা ছাড়া তাহাদের আর কোন অজুহাত থাকিবে না যে, 'আমাদের প্রভু, আল্লাহর কসম আমরা মোশরেক ছিলাম না।'

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا  
كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। দেখ! কিভাবে তাহারা তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিবে। এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিত, তাহাদিগ হইতে প্রসব উধাও হইয়া যাইবে।

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا  
يَفْتَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখি; কিন্তু আমরা তাহাদের হৃদয়ের উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উহা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা (সৃষ্টি করিয়াছি)। অবস্থা এই যে, তাহারা যদি সকল প্রকার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তবুও তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে না; এমন কি যখন তাহারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করিতে করিতে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'ইহা প্রাচীন লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ  
أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا  
كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ مُجَادِلُونَكَ  
يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾

২৭। তাহারা ইহা হইতে (অন্যদেরকেও) রোধ করে এবং নিজেরাও ইহা হইতে দূরে থাকে। বস্তুতঃ তাহারা নিজদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ধ্বংস করে না, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ  
إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং তুমি যদি দেখিতে পাইতে, যখন তাহাদিগকে আগুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন তাহারা বলিবে, 'হায়! যদি আমাদিগকে ক্ষেত্রং পাঠানো হইত, তাহা হইলে আমরা আমাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতাম না, এবং আমরা মো'মেনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُفِعُوا عَلَى النَّارِ لَقَالُوا بَلِيغْنَا نُورًا  
لَّا نَكْذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَكَانُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾

২৯। বরং তাহারা যাহা পূর্বে গোপন করিতেছিল উহা (এখন) তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়াছে। এবং যদি তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া হইত, তবুও তাহারা পুনরায় নিশ্চয় সেই বিষয়ের দিকে ফিরিয়া যাইত যাহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল। এবং নিশ্চয় তাহারা ই মিথ্যাবাদী।

৩০। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন কিছু নাই, এবং আমরা পুনরুত্থিতও হইব না।'

৩১। এবং তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে এবং তিনি বলিবেন, 'ইহা কি সত্য নহে?' তাহারা বলিবে, 'কেন নহে, আমাদের প্রভুর শপথ।' তিনি বলিবেন, 'তাহা হইলে তোমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর যেহেতু তোমরা অস্বীকার করিতে।'

৩২। যাহারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন কি যখন সহসা তাহাদের উপর নির্দিষ্ট মুহূর্ত আসিবে তখন তাহারা বলিবে, 'হায়! আমরা এই (মুহূর্ত) সম্বন্ধে যে অবহেলা করিয়াছিলাম উহার জন্য আমাদের পরিতাপ।' এবং (তখন) তাহারা নিজেদের বোঝা নিজেদের পিঠের উপর বহন করিবে। শোন! তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতিশয় মন্দ।

৩৩। এবং পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এবং যাহারা তাকওয়া অবনমন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাস নিশ্চয় উৎকৃষ্টতর। তবুও কি তোমরা বৃদ্ধি প্রয়োগ করিবে না?

৩৪। আমরা অবশ্যই জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহা নিশ্চয় তোমাকে দুঃখ দেয়; কারণ তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে না বরং যানেমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

৩৫। এবং নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট আমাদের সাহায্য আসিয়া

بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رَفَضُوا  
لَكَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٣٠﴾

وَقَالُوا إِنَّمَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا غِنُ بِمِعْوِنَتِنَا ﴿٣١﴾

وَلَوْ تَرَى إِذُ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَيْسَ هَذَا بِالْحَيَاتِ  
قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ  
تَكْفُرُونَ ﴿٣٢﴾

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ كَذَّبَتْ إِذَا جَاءَتْهُمْ  
السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَسْرُبْنَا عَلَىٰ مَا قَرَّبْنَا مِنْهَا  
وَهُمْ يَحْسِلُونَ أَوْرَادَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ إِلسَاءًا  
يُورُونَ ﴿٣٣﴾

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَعِبٌ وَلَهُوَ الَّذِي الْاٰخِرَةُ  
حَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَشْفُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٤﴾

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا  
يَكْتُمُونَكَ وَكَرِهَ الظَّالِمِينَ إِنَّا إِلَهُ يَجْعَلُونَ ﴿٣٥﴾

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرًا وَعَلَىٰ مَا كَذَّبُوا  
وَأُودُوا عَنْهُمْ نَصْرًا وَلَا مُبَدِّل لِكَلِمَاتِ اللَّهِ  
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَايِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٦﴾

পৌছিন। আল্লাহর কথাকে পরিবর্তনকারী কেহ নাই। এবং তোমার নিকট রসূলগণের কতক সংবাদ অবশ্যই পৌছিয়াছে।

৩৬। এবং যদি তোমার জনা তাহাদের বিমুখতা দৃঃসহ হইয়া থাকে তাহা হইলে ভূগর্ভে কোন সূত্র অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান কর যদি তোমার সাধা থাকে, অতঃপর তাহাদিগকে কোন নিদর্শন আনিয়া দাও। এবং যদি আল্লাহ চাহিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তাহাদের সকলকে হেদায়াতের উপর সমাবেশ করিতেন। সূত্রাৎ তুমি অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

وَإِنْ كَانَ كِبْرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اشْتَغَلْتَ أَنْ تَبْيَضَّ بِنْفًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتُنَادِيَهُمْ بِآيَةٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭। যাহারা শুনে, একমাত্র তাহারাই ডাকে সাড়া দেয়। এবং মৃতদের ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাহাদিগকে উদ্ভিত করিবেন; অতঃপর তাহাদিগকে তাহারই নিকটে প্রত্যাবর্তন করা হইবে।

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ ۗ وَالْوَالِيُّ يَبْعَثُهُمْ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং তাহারা বনে; 'তাহার উপর তাহার প্রভুর নিকট হইতে কোন নিদর্শন কেন নাহেল করা হয় নাই?' তুমি বল, 'আল্লাহ নিশ্চয় নিদর্শন নাহেল করিতে ক্ষমতাবান, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।'

وَمَا لَوْ لَوْلَا نُزُلٌ عَلَيْهِ آيَةٌ قَوْلَهُ قُلْ إِنْ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً ۖ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণশীল জন্তু আছে এবং এমন যত পাখী আছে যাহারা স্ব স্ব ডানাধর্মের সাহায্যে উড়য়ন করে, তাহারাও তো তোমাদের মতই জাতি বিশেষ। আমরা এই কিতাবে কোন বিষয়ই বাদ দেই নাই। অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর নিকট সমাবেশ করা হইবে।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَّمٌ أُمَّةٌ لَكُمْ ۖ مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা বধির ও মূক, অন্ধকাররাশির মাধ্যম নিপতিত। আল্লাহ যাহাকে চাহেন তাহাকে পথদ্রষ্ট হইতে দেন, যাহাকে চাহেন তাহাকে সরল-সূদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত করেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَكُمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ ۗ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٠﴾

৪১। তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আসে অথবা সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্ত আসিয়া পড়ে তখন তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও ডাকিবে?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ اتَّكُمُ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَيْنَا السَّمَاءَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤١﴾



৪২। বরং তোমরা কেবল তাঁহাকেই ডাকিবে, অতঃপর যে কারণে তোমরা তাঁহাকে ডাকিবে, তিনি ইচ্ছা করিলে উহা নিশ্চয় দূর করিয়া দিবেন এবং তোমরা যাহা (তাঁহার সঙ্গে) শরীক করিতেছ তাহা তোমরা-বিসমৃত হইবে।

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ  
ج وَتَسْتَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলির নিকট (রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে আর্থিক সংকট এবং শারীরিক কষ্টে আক্রান্ত করিয়াছিলাম যেন তাহারা বিনয়াবনত হয়।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ  
وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَعُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। অতএব, যখন তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি আসিল তখন তাহারা কেন বিনীত হইল না? বরং তাহাদের অন্তর আরও কঠিন হইয়া গেল এবং তাহারা যে কাজকর্ম করিত শয়তান উহা তাহাদের জন্য আরও সুশোভন করিয়া দেখাইল।

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ  
وَكَانَتْ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। অতঃপর, তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল যখন তাহারা উহা-বিসমৃত হইল, তখন আমরা তাহাদের উপর সকল বিষয়ের দুয়ার খুলিয়া দিলাম—এমন কি তাহাদিগকে যাহা প্রদান করা হইয়াছিল উহাতে যখন তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, তখন আমরা অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধৃত করিলাম; তখন দেখ! তাহারা একেবারে নিরাশ হইয়া গেল।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ  
شَيْءٍ يَخْتَفُونَ إِذَا فَرَجُوا يَمًّا أَوْتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً  
فَإِذَا هُمْ مُبْتَلُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। অতএব, সেই জাতির মনোচ্ছেদ করা হইল যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল; বস্তুতঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

فَطَمَعُ دَائِرِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعٰلَمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণ-শক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি কাড়িয়া লন এবং তোমাদের অন্তরের উপর মোহরাক্তিত করিয়া দেন, তাহা হইলে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'ব্দ আছে কি যে উহা তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিবে?' দেখ, আমরা কিরূপে আয়াতসমূহকে বার বার বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করি, কিন্তু তবুও তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

قُلْ أَدْرَيْتُمْ لِمَ آخَذَ اللَّهُ سَعْيَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ  
عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مِّن لَّهِ عَيْرٌ اللَّهُ يَأْتِيكُم بِهِ أَنْظُرْ  
كَيْفَ تَصْرَفُ الْأَيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَقُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি আল্লাহর আশ্বাব তোমাদের উপর অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যভাবে আপতিত হয় তাহা হইলে যালেম জাতি ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও কি ধ্বংস করা হইবে?'

قُلْ أَدْرَيْتُمْ لِمَ آخَذَ اللَّهُ عَذَابًا لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا  
عَذَابًا هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظٰلِمِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং আমরা রসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করিয়া থাকি। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং সংশোধন করে— সেই অবস্থায় তাহাদের জন্য কোন ভয়ও থাকিবে না এবং তাহারা চিন্তিতও হইবে না।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ  
فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, আযাব তাহাদিগকে আক্রান্ত করিবে যেহেতু তাহারা দূর্যম করিত।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَتَسَابَهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا  
يُفْسِقُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে বলি না : আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডারসমূহ রহিয়াছে, না আমি অদৃশ্য বিষয় অবগত আছি; এবং না আমি তোমাদিগকে বলি, 'আমি নিশ্চয় ফিরিশতা; আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি যাহা আমার প্রতি ওহী করা হয়।' তুমি বল, 'অল্প ও চক্ষুমান কি সমান হইতে পারে?' তবুও তোমরা কি চিন্তা কর না?

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ  
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن آتَيْتُكَ إِلَّا مَا  
يُوحَىٰ إِلَيَّ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ إِنَّمَا  
يُبْصِرُ مَن تَعَقَّلُونَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং তুমি ইহা দ্বারা সেই সকল লোককে সতর্ক কর যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে সমবেত করা হইবে, তখন তিনি বাতীত তাহাদের কোন অভিভাবক হইবে না এবং কোন শাফাতকারীও (সুপারিশকারী) হইবে না, (সতর্ক কর) যেন তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ  
لَيْسَ لَهُمْ فَرْجٌ دُونَهُ وَلَا يَسْفِيعُ لَعْلَهُمْ  
يَتَعَوَّنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং তুমি ঐসকল লোককে তাড়াইও না যাহারা নিজেদের প্রভুকে তাহার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে। তোমার উপর তাহাদের হিসাবের কোন দায়িত্ব নাই এবং তোমার হিসাবেরও কোন দায়িত্ব তাহাদের উপর নাই। অতএব, তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলে অবশ্যই তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَيْتِ  
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ  
 مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং এইরূপে আমরা তাহাদের কতকজনকে অন্য কতকজন দ্বারা পরীক্ষা করি যেন তাহারা বলে, 'আমাদের মধ্য হইতে কি এই সকল (তুচ্ছ) লোকই রহিয়াছে যাহাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন?' আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকগণকে সর্বপেক্ষা বেশী জানেন না?

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيُتَوَلَّوْا أَهْوَاءَهُمْ  
مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ بَيْنِنَا ۗ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ  
بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং যখন ঐ সকল লোক তোমার নিকট আসে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক ! তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু নিজের উপর রহমতকে নির্ধারিত করিয়া লইয়াছেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ মন্দ কাজ করে এবং উহার পর সে তওবা করে এবং নিজের সংশোধন করিয়া লয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।'

৫৬। এবং আমরা এইরূপে আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করি এবং যেন অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হইয়া যায় ।

৫৭। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাক, আমাকে ঐগুলির ইবাদত করিতে নিষেধ করা হইয়াছে ।' তুমি বল, 'আমি তোমাদের হীন বাসনার অনুসরণ করি না । এইরূপ করিলে আমি বিপথগামী হইব এবং আমি হেদয়াতপ্রাপ্ত লোকসপের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না ।'

৫৮। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর আছি—তথাপি তোমরা উহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ । যাহা লইয়া তোমরা তাড়াহড়া করিতেছ উহা আমার নিকট নাই । সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহর আয়ত্তে আছে; তিনি সত্যকে ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি ফয়সালাকারীগণের মধ্যে সর্বোত্তম ।'

৫৯। তুমি বল, 'যে বিষয় লইয়া তোমরা তাড়াহড়া করিতেছ যদি উহা আমার নিকট থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমার এবং তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত । এবং আল্লাহ্ যালেমদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।'

৬০। এবং অদৃশ্যর চাবিসমূহ তাঁহারই নিকট ; তিনি বাতিরকে উহা কেহ জানে না । এবং জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে তিনি উহা জানেন । এবং একটি পাতাও পড়ে না যাহা তিনি জানেন না ; এবং ভূ-গর্ভের অন্ধকারাশির মধ্যে এমন কোন শসাবীজ নাই এবং এমন কোন রসালো বস্তু নাই এবং এমন কোন গুহ্র বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) নাই ।

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِأَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٥﴾

عُ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

قُلْ إِنِّي نُهِيتٌ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ مَا لَمْ يَلْحَقْ أَهْوَاءَهُمْ لَوْ كَانُوا قَدْ صَلَتُوا وَإِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٧﴾

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عَزَايَ مَا تَنْتَحِلُونَ بِهِ إِنْ أَلْمَمْتُمْ إِلَّا إِلَهُ يُقْضَى الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ ﴿٥٨﴾

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَرَاهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং তিনিই রাব্বিকানে নিদ্রায় তোমাদিগকে মৃত্যু দেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কিছু অর্জন কর তাহা তিনি জানেন; অতঃপর তিনিই উহাতে (নিদ্রায় পর) তোমাদিগকে উস্থিত করেন যেন নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তোমরা যে কাজ-কর্ম করিতে উহা সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ  
بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِبُقْضِ أَجَلٍ مُّسْتَعْتَبٍ ثُمَّ  
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦١﴾

৬২। এবং তিনিই তাঁহার বান্দাগণের উপর প্রবল, এবং তিনি তোমাদের উপর হিংস্রতাকারী প্রেরণ করেন—এমন কি যখন তোমাদের কাহারও উপর মৃত্যু আসে তখন আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশ্তাগণ) তাহাকে মৃত্যুদেয় এবং তাহারা কোন গুটি করে না।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً  
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّاكُم مِّنْ أَلْفِ  
لَا يُفْرِطُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। অতঃপর, তাহাদিগকে আলাহুর দিকে ফিরাইয়া লওয়া হয়, যিনি তাহাদের প্রকৃত প্রভু। শুন! সিদ্ধান্ত তাঁহারই আয়ত্তে। এবং হিসাব গ্রহণকারীগণের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা তৎপর।

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۗ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ  
أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তুমি বল, 'কে তোমাদিগকে স্থল ও জলের অন্ধকার রাশি (বিপদাবলী) হইতে রক্ষা করেন, যখন তোমরা তাঁহাকে সকাতে এবং সংস্পর্শনে (এই বলিয়া) ডাক যে, যদি তিনি আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

قُلْ مَنْ يَتَّقِيكُمْ فَمِنْ ظُلْمِ الْبَرِّ وَالْبَرِّ تَدْعُونَهُ  
تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً ۗ لَّيْنًا نَّجْمًا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ  
مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫। তুমি বল, 'আলাহু তোমাদিগকে উহা হইতে এবং সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা করেন, তন্স্বাপি তোমরা (তাঁহার সহিত) শরীক কর।'

قُلِ اللَّهُ يَتَّقِيكُمْ فِيهَا وَمِنْ كُلِّ لُذِيبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ  
تُشْكِرُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। তুমি বল, 'তিনি ইহার উপরও শক্তিমান যে তিনি তোমাদের উপর তোমাদের উর্ধ্ব দেশ হইতে অথবা তোমাদের পদতল হইতে শাস্তি প্রেরণ করেন অথবা তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে (বিভক্ত করিয়া) সংঘর্ষে লিপ্ত করেন এবং তোমাদের কতকজনকে কতকজনের আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করান।'

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ  
فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يُبَدِّلَكُمْ سَيْفًا  
وَيُرِيكُمْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ أَنْظُرُوا نَصِيفًا  
الَّذِي لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٦﴾

লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা আয়াতসমূহ বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করি যেন তাহারা বুঝিতে পারে।

৬৭। এবং তোমার জাতি ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাহান করিয়াছে, অথচ ইহাই সত্য; তুমি বল, 'আমি তোমাদের উপর কোন অভিভাবক নহি।'

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَنْتُ عَلَيْكُمْ  
يَوْمَ كَيْفٍ ۝

৬৮। প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাগীর (পূর্ণতার) জন্য এক নির্দিষ্ট মিয়াদ আছে, এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرُّرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

৬৯। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ যাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহ সম্বন্ধে বাজে কথায় মগ্ন হয়, তখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও যতরূপ পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এবং যদি শয়তান তোমাকে ডুলাইয়া দেয় তাহা হইলে সন্ন্যাস হওয়ার পর তুমি কখনও যানেম জাতির সঙ্গে বসিবে না।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ  
عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا  
يُنْيِتُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدَ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ  
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

৭০। এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের উপর উহাদের হিসাব-নিকাশের কোন অংশ বর্তিবে না, কিন্তু (তাহাদের জিম্মায়) উপদেশ দান করার দায়িত্ব রহিয়াছে যাহাতে তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَقْتُونَ مِنْ جِسْمِهِمْ شَيْءٌ  
وَلَكِنْ وَكُفَىٰ لَهُمْ يَقْتُونَ ۝

৭১। এবং তুমি তাহাদিগকে বর্জন কর যাহারা নিজেদের ধর্মে ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। এবং তুমি তাহাদিগকে ইহা (কুরআন) দ্বারা উপদেশ দিতে থাক যেন কোন আস্থা তাহার কৃত-কর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যাহার জন্য আল্লাহ্ বাতীত না কোন অভিভাবক হইবে এবং না কোন শাস্ত্র-আতকারী হইবে; এবং যদি সে সকল প্রকার মস্তি-পপণ্ড পেশ করে তথাপি তাহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করা হইবে না। ইহা হইবে এমন লোক তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের দরুন ধ্বংস করা হইবে। তাহাদের জন্য পানীয় হইবে উত্তম পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যেহেতু তাহারা অবিদ্বাস করিত।

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا فِيهِمْ لُبًّا وَهُمْ لَا يُبَالِي مَا كُنْتُمْ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِ أَنْ تُنْسَلَفُوا قَسَمَ مَا كُنْتُمْ  
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلُوهٌ وَلَا سَفِيحٌ ۚ وَإِنْ  
تَعَدَّلَ كُلٌّ عَدْلًا لَأُؤْخَذَ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ  
أَسْلَمُوا بِنَا كَسِبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَيْمِهِمْ وَمَالِهِمْ  
الْيَوْمَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

৭২। তুমি বল, 'আমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুকে ডাকিব যাহা না আমাদের কোন উপকার করিতে পারে এবং না আমাদের কোন অপকার করিতে পারে; এবং আল্লাহ্ আমাদের উপর হেদায়াত দেওয়ার পরও কি আমরা আমাদের গোড়ানির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) সেই বাজির ন্যায় প্রত্যাবর্তিত হইব, যাহাকে শয়তানরা প্রলুব্ধ করিয়া ডুপুটে

قُلْ أَسْأَلُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا لِأَيْدِيكُمْ  
وَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي  
اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ خِزَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ

হতবুদ্ধি করিয়াছে ? তাহার কতক সঙ্গী আছে, যাহারা তাহাকে হেদায়াতের দিকে এই বলিয়া ডাকে, 'আমাদের নিকট আস।' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত ; এবং আমরা আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালকের সমীপে আত্মসমর্পণ করি।'

يَدْعُونَكَ إِلَى الْهُدَىٰ اُنْتَبَاهُ قُلْ اِنَّ هُدَىٰ اللّٰهِ  
هُوَ الْهُدَىٰ وَاْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

৭৩। এবং (আমরা আরও আদিষ্ট হইয়াছি) যে, 'তোমরা নামায কয়েম কর এবং তাঁহার তাকওয়া অবলম্বন কর ; এবং তিনিই সেই সত্তা যাঁহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوْهُ وَهُوَ الَّذِيۡ اِلَيْهِ  
تُخْشَرُوْنَ ۝

৭৪। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে যথাযথ প্রকার সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যেদিন তিনি বলিবেন, 'হও,' তখন উহা হইয়া যাইবে। তাঁহার কথাই সত্তা ; এবং যেদিন শিলায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেদিন সর্বাধিপত্য একমাত্র তাঁহারই হইবে। তিনি গুপ্ত ও বাস্তব সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত। বস্তুতঃ তিনি পরম প্রজাময়, সবিশেষ অবহিত।

وَهُوَ الَّذِيۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَنُومِرَ  
يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ هُوَ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَاِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ  
يُنْفِخُنَّ فِي الصُّوْرِ عَلٰمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ  
الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

৭৫। এবং (সমরণ কর) যখন ইব্রাহীম তাহার পিতা আশ্বরকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি কি মূর্তিসমূহকে মা'বদক্বেপে গ্রহণ করিতেছ ? নিশ্চয় আমি তোমাকে এবং তোমার জাতিকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি।'

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِرَبِّهٖ اُذْرَ اَتَّخِذُ اَصْنٰمًا اِهٰٓؤِهٖ  
اِنِّيۡ اَرٰكَ وِقَوْمَكَ فِيۡ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৭৬। এবং এইভাবে আমরা ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর পরিচালন-বাবস্থা দেখাইলাম (যেন তাহার জ্ঞান পূর্ণ হয়) এবং যেন সে দৃষ্ট বিশ্বাসীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়।

وَكَذٰلِكَ رُئِيَ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ  
وَالْاَرْضِ وَرَبُّكَوْنِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৭৭। এবং যখন রাষ্ট্র তাহার উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, তখন সে একটি নক্ষত্র দেখিল। সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে) ?' কিন্তু উহা যখন অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, 'আমি অন্তিমামাদিগকে ভ্রান্তবাসি না।'

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْكَبًا ؕ قَالَ هٰذَا رَبِّيۡ  
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا اِحْبَابَ الْاٰفَلِيْنَ ۝

৭৮। অতঃপর, যখন সে চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখিল, সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে) ?' অতঃপর, যখন উহা অস্তমিত হইল, সে বলিল, 'যদি আমার প্রভু আমাকে হেদায়াত না দিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি পথভ্রষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম।'

فَلَمَّا سَرَ اَلْقَمَرَ بَاْرِعًا قَالَ هٰذَا رَبِّيۡ فَلَمَّا أَفَلَ  
قَالَ لِيْن لَّمْ يَهْدِيْنِيۡ رَبِّيۡ لَآ كُوْنَنَّ مِنَ الْقٰوِمِ  
الصّٰلِيْنَ ۝

৭৯। অতঃপর, যখন সে সূর্যকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখিল, তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে)? ইহা সর্বাপেক্ষা বড়।' অতঃপর, যখন উহাও অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা যাহা (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক কর আমি উহা হইতে মূক্ত;

৮০। নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ তাহারই দিকে ফিরাইতেছি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মোনরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

৮১। এবং তাহার জাতি তাহার সহিত বিতর্ক করিল। তখন সে বলিল, 'তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে তর্ক করিতেছ, অথচ তিনি আমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন? এবং তোমরা যাহাকে তাহার সহিত শরীক করিতেছ উহাকে আমি আদৌ ভয় করি না,—আমার প্রভু যাহা চাহিবেন তাহা বাড়িরেকে। আমার প্রভু জান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?'

৮২। এবং আমি বিরূপে উহাকে ভয় করিতে পারি যাহাকে তোমরা (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক করিতেছ, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত এমন কিছুকে শরীক করিতে ভয় কর না যাহার সম্বন্ধে তিনি তোমাদের উপর কোন প্রমাণ নাযেন করেন নাই? যদি তোমরা জান রাখ তাহা হইলে বল, উভয় পক্ষের মাধো কোন পক্ষ নিরাপত্তা লাভের অধিক অধিকারী?'

৮৩। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নিজেদের ঈমানকে অন্যায়ের সহিত মিশ্রিত করে নাই ইহারা এই এমন লোক যে তাহাদের জন্য নিরাপত্তা নির্ধারিত আছে এবং তাহারা এই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

৮৪। এবং ইহা ছিল আমাদের যুক্তি-প্রমাণ, যাহা আমরা ইব্রাহীমকে তাহার জাতির বিরুদ্ধে প্রদান করিয়াছিলাম। আমরা যাহাকে চাহি মর্যাদায় উন্নীত করি, নিশ্চয় তোমার প্রভু পরম প্রজাময়, সর্বজ্ঞানী।

৮৫। এবং আমরা তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব; আমরা তাহাদের প্রত্যেককে হেদায়াত দিয়াছিলাম; এবং ইতিপূর্বে আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম নূহকে এবং তাহার বংশধর হইতে দাউদ এবং সুলতানমান এবং আইউব এবং ইউসুফ এবং মুসা এবং হারুনকে। এবং এইরূপে আমরা সৎকর্মশীলদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبَرُ  
فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُرِيْمُ رَبِّي بِرَبِّي وَمَا تُشْرِكُونَ ﴿٧٩﴾

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٠﴾

وَحَاجَّةَ قَوْمِهِ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ  
هَدَيْتُ وَلَا أَحَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ  
رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨١﴾

وَكَيفَ أَحَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ  
أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا  
فَأَيُّ الْقَرِيفِينَ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٢﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ  
لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٣﴾

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ لَتَرْفَعَنَّ  
رُجَّتَ مَنْ نَشَاءُ إِنْ رَبُّكَ خَلِيمٌ ﴿٨٤﴾

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا  
هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ  
وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ  
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম) যাকারিয়া এবং ইয়াহুয়া এবং ইসা এবং ইলইয়াসকে; তাহারা সকলেই সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَذِكْرَنَا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٦﴾

৮৭। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম) ইসমাইল এবং আলইয়াসায়্যা এবং ইউনুস এবং লুতকে; এবং তাহাদের প্রত্যেককেই আমরা বিশ্ববাসীগণের উপর প্রেচত্ব দিয়াছিলাম।

وَأِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾

৮৮। এবং (প্রেচত্ব দিয়াছিলাম) তাহাদের পিতৃপুরুষগণ এবং তাহাদের বংশধরগণ এবং তাহাদের প্রাত্যহিক হইতে অনেককেই, এবং আমরা তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে হেদায়াত দান করিয়াছিলাম।

وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَالِهِمْ وَأَجْنَابِهِمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٨﴾

৮৯। ইহাই আল্লাহর হেদায়াত, তিনি নিজ বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন ইহা দ্বারা হেদায়াত দান করেন; এবং যদি তাহারা শিরুক করিত, তাহা হইলে তাহারা যে কর্ম করিত সবই নিফল হইত।

ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

৯০। ইহা হইতেছে ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা কিতাব এবং শাসনরূমতা এবং নবুওয়াত দান করিয়া ছিলাম। অতএব, যদি এই সকল লোক ইহাকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ইহা অন্য এক জাতির উপর নাস্ত করিয়াছি যাহারা ইহার অস্বীকারকারী নহে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالتَّوْبَةَ ۖ فَإِن يُكْفَرُوا بِهَا فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

৯১। ইহা হইবে ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ হেদায়াত দান করিয়াছেন, সূতরাং তুমি তাহাদের হেদায়াতের অনুসরণ কর। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন পারিশ্রমিক চাই না; ইহা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বই কিছু নহে।'

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْمِهِمْ اقْتَدَبَهُ قُلُوبَنَا ۖ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

৯২। তাহারা আল্লাহকে সোণা মর্মাণা দেখে নাই, যখন তাহারা এই কথা বলিল, 'আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযেন করেন নাই।' তুমি বল, 'কে ঐ কিতাব নাযেন করিয়াছিল যাহা মুসা নইয়া আসিয়াছিল যাহা মানুষের জন্য নূর এবং হেদায়াত-স্বরূপ — তোমরা ইহাকে পাতায় পাতায় (খণ্ড-বিখণ্ড) করিতেছ, উহার কতকাংশ তোমরা প্রকাশ করিতেছ এবং অনেকাংশ গোপন করিতেছ; অথচ তোমাদিগকে এমন কিছু শিক্ষা হইয়াছে যাহা না তোমরা জ্ঞানিতে এবং না তোমাদের পিতৃপুরুষগণ?' তুমি বল, 'আল্লাহ!' অতঃপর তুমি তাহাদিগকে তাহাদের বৃথা পক্ষ-পূজবের মধ্যে খেলাধুলা করিতে ছাড়িয়া দাও।

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ لِيَجْعَلُوهُنَّ حُرَاقًا مِّن تَبَدُّدِهَا وَتَخَذَ بَن كَثِيرًا ۖ وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا ۖ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ تَعَزَّزَ هُم فِي حُوفِهِمْ لِيُعَذِّبُوا ۖ ﴿٧٢﴾



৯৩। এবং ইহা এমন এক অতীব বরকতপূর্ণ কিতাব, যাহাকে আমরা নাযেল করিয়াছি, যাহা উহার পর্বতীর (বাণীর) সত্যায়নকারী, আর যেন 'তুমি ইহার দ্বারা জনপদ-জননী (মক্কাবাসী)কে এবং তাহাদিগকে সতর্ক করিতে পার যাহারা ইহার চতুঃপার্শ্বে রহিয়াছে। এবং যাহারা ঈমান আনে পরকালের উপর, তাহারা ঈমান আনে ইহার (কুরআনের) উপর এবং তাহারা তাহাদের নামায়ের হিফায়ত করে।

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكًا مُصَدِّقًا لِّذِي بَيْنَ  
يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ  
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ  
مُعِظُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে জানিয়া বৃথিয়া আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে অথবা বলে, 'আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে,' অথচ তাহার প্রতি কিছুই ওহী করা হয় নাই, এবং যে বলে, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন উহার অনুরূপ (বাণী) আমিও নিশ্চয় নাযেল করিব ?' এবং তুমি যদি (সেই সময়কে) দেখিতে, যখন অত্যাচারীগণ মৃত্যুর যন্ত্রণায় থাকিবে এবং ফিরিশ্তাগণ তাহাদের হাত (এই বলিয়া) বাড়াইবে, 'তোমরা তোমাদের প্রাণ বাহির কর। তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে যে সকল অসঙ্গত কথা বলিতে এবং তাহার আয়াত সম্বন্ধে বিরুদ্ধে যে অহংকার করিতে, আজিকার দিন তোমাদিগকে উহার প্রতিফলে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দেওয়া হইবে।'

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ  
إِلَيَّ وَلَمْ يُوْحِ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ  
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ  
تُجْرَتُونَ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى  
اللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং (এখন) তোমরা আমাদের সম্মুখে তেমনি একা একা উপস্থিত হইয়াছে যেভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং আমরা তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করিয়াছিলাম উহা তোমরা তোমাদের পিঠের পিছনে ছাড়িয়া আসিয়াছ; এবং আমরা যে (এখন) তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সেই সকল সুপারিশকারীকে দেখিতে পাইতোছি না যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা ধারণা করিতে যে, তাহারা তোমাদের ব্যাপারে (আল্লাহর) শরীক। এখন তোমাদের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তোমরা যাহা কিছু ধারণা করিতে এখন সে সব তোমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَنَا فَمَا لِذِي كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  
وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ  
شُفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَؤَاد  
لَقَدْ نَقَعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٥﴾

৯১  
[৪]  
১৭

৯৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ শস্য-বীজ ও আঁটিসমূহের অংকুর উদ্ভেদকারী। তিনি মৃত হইতে জীবিতকে বাহির করেন এবং তিনিই জীবিত হইতে মৃতের বহিষ্কারকারী। এইতো তোমাদের আল্লাহ্; অতএব, তোমাদিগকে কোন দিকে

إِنَّ اللَّهَ قَالِبُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  
النَّبَاتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ النَّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ قَالِي  
تُؤَفِّكُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭। তিনি উহার উন্মেষকারী। এবং তিনিই রাত্রিকে আরামের জন্য এবং চন্দ্র ও সূর্যকে (সময়) গণনার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানীর অমোঘ পরিমাপ।

৯৮। এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করিয়াছেন যেন উহাদের সাহায্যে তোমরা স্থলের ও জলের অন্ধকাররাশির মধ্যে পথ নির্ণয় করিতে পার। আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

৯৯। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে উদ্ভূত করিয়াছেন, এবং (তোমাদের জন্য) এক অস্থায়ী আবাস ও এক স্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে। আমরা বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি।

১০০। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমরা ইহার দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্ভূত করি এবং প্রভৃতি হইতে সব্জ তরুলতা বাহির করি, যাহা হইতে স্তরে স্তরে সুবিনাস্ত শস্য দানা উৎপন্ন করি। এবং খেজুর বৃক্ষ হইতে অর্থাৎ উহার মাথি হইতে কাঁদিসমূহ (বাহির) হয়, যাহা ভারে ঝুকিয়া পড়ে। এবং আমরা আসুর ও মায়তুন এবং ডানিমের বাগানসমূহ সৃষ্টি করি, যাহাদের মধ্যে কিছু পরস্পর সদৃশ এবং কিছু বিসদৃশ। তোমরা লক্ষ্য কর উহার ফলের প্রতি যখন উহাতে ফল ধরে এবং উহার পরিপক্ব হওয়ার প্রতিও। নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেন জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।

১০১। এবং তাহার আলাহর সঙ্গে জিন্মকে শরীক স্থির করে, অথচ তিনিই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার প্রতি পুত্র ও কন্যা আরোপিত করে। তাহার যাহা বর্ণনা করে উহা হইতে তিনি পবিত্র এবং বহু উর্ধ্ব।

১০২। তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর আদি-প্রতি। কিরাপে তাঁহার পুত্র হইতে পারে যখন তাঁহার কোন স্ত্রী-ই নাই, এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী ?

فَالَّذِي إِصْبَاحٌ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حِسَابًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٧﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٨﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٩﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قُوتٌ وَنَابِتٌ وَعَجْتٌ مِن آعْتَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ مَشْتَبَهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثَرَ وَيُبْغِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٠١﴾

بَدِيعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۡىٰ يَكُوۡنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَدُوۡ لَمۡ تَكُنۡ لَهٗ صٰحِبَةٌ وَّ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيۡمٌ ﴿١٠٢﴾

ওয়া ইয়া সামি'উ-৭

১০৩। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু, তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বুদ নাই, তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা, অতএব তোমরা তাঁহার ইবাদত কর। এবং তিনিই প্রত্যেক বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ لِأَلَّا تَهْتَكُوا كُتُبَهُ  
فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٣﴾

১০৪। দৃষ্টি তাঁহার নাগান পাইতে পারে না, কিন্তু তিনি দৃষ্টির নাগান পাইয়া থাকেন বস্তুতঃ তিনি স্ফুমতিস্ফুম, সম্যক অবহিত।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ  
الْغَيْبُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٤﴾

১০৫। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে চক্ষু উন্মীলনকারী প্রমাণসমূহ অবশ্যই সমাগত হইয়াছে; অতএব, যে ব্যক্তি দেখে ইহা তাহারই জন্য কন্যাগজনক, এবং যে অন্ধ থাকে ইহা তাহারই জন্য অকন্যাগজনক। বস্তুতঃ আমি তোমাদের উপর অভিভাবক নহি।

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ  
وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং এইরূপে আমরা নিদর্শনাবলী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি, (যেন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়) এবং যেন তাহারা বলেন, 'তুমি পড়িয়া শুনাইয়া দিয়াছ (যাহা তুমি শিখিয়াছ); এবং যেন আমরা ইহা জানসম্পন্ন জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিই।

وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। এবং যাহা কিছু তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে তোমার প্রতি ওহী করা হয়, তুমি উহার অনুসরণ কর, তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বুদ নাই; এবং মোশরেকদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

اتَّبِعْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لِأَلَّا تَهْتَكُوا  
أَعْرَضَ عَنِ الشِّرْكِينَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। এবং যদি আল্লাহ্ (জোরপূর্বক) চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা শিরক করিত না। বস্তুতঃ আমরা তোমাকে তাহাদের উপর কোন হিফায়তকারী নিযুক্ত করি নাই; এবং তুমি তাহাদের উপর কোন তত্ত্বাবধায়কও নহ।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ  
حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং তোমরা তাহাদিগকে গালি দিও না যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া (মা'বুদরূপে) ডাকে, নতুবা তাহারা শত্রুতাবশতঃ অজ্ঞতার কারণে আল্লাহকে গালি দিবে। এইরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাহাদের কৃত-কর্ম মনোরম করিয়া দেখাইয়াছি। অতঃপর, তাহাদের প্রভুর পানে তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে, তখন তিনি তাহাদিগকে তাহারা যে কাজকর্ম করিত তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا  
اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٩﴾

১১০। এবং তাহারা তাহাদের দৃঢ় শপথরূপে আল্লাহ্‌র (নামে) শপথ করিয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে। তুমি বল, 'নিশ্চয় নিদর্শনাবলী আল্লাহ্‌র আয়ত্বাধীন এবং তোমাদিগকে কিসে উপনক্তি দান করিবে যে, ইহা যখন আসিবে তখনও তাহারা ঈমান আনিবে না?'

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ  
لَّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ مَا يَشَاءُ اللَّهُ  
إِنهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١٠﴾

১১১। এবং আমরা তাহাদের অন্তর ও চক্ষুকে ঘুরাইয়া দিব, যেহেতু তাহারা প্রথমবার ইহার উপর ঈমান আনে নাই, এবং আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অবাধাতায় দিশাহারা হইয়া হুরিতে ছাড়িয়া দিব।

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ  
مَرَّةٍ وَنَدْرُهم فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١١﴾

১৩৩  
১৩৩

৮ম পাতা

১১২। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর ফিরিশতাগণকে নাযেল করিতাম এবং মৃতগণ তাহাদের সহিত কথা বলিত এবং আমরা সকল বস্তুকেও যদি তাহাদের সামনাসামনি একত্রিত করিয়া দিতাম, তবুও তাহারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কখনও ঈমান আনিত না। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

وَلَوْ أَنَّمَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَاتُ الْوَالِيَاتُ  
وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا إِلَّا  
أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِن كَثَرَهُمْ يُجَاهِلُونَ ﴿١١٢﴾

১১৩। এবং এইরূপে আমরা ইনসান ও জিন্‌ হইতে শয়তানদিগকে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করিয়াছি। তাহারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা একে অন্যের (অন্তরের) মধ্যে সঞ্চারিত করে। যদি তোমার প্রভু চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা ইহা করিত না; অতএব, তুমি তাহাদিগকেও এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে উহাকেও বর্জন কর।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الْإِنْسِ  
وَإِلَّهِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا  
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٣﴾

১১৪। এবং (আল্লাহ্‌ ইহা এই জন্য চাহিয়াছেন) যেন পরকালের উপর যাহারা ঈমান আনে না তাহাদের অন্তর ইহার (এই প্রকার কথার) প্রতি ঝুঁকে এবং যেন ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে এবং যেন তাহারা যাহা অর্জন করিতেছে উহা অর্জন করিতে থাকে।

وَلِيَضْحَكُوا إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
وَلِيَحْسَبُوا أَنَّهَا مُؤْتَاةٌ فَلْيَاذَنْبُوا ﴿١١٤﴾

১১৫। (তুমি বল) তাহা হইলে কি আমি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন বিচারকের অনুসন্ধান করিব, অথচ তিনি তোমাদের প্রতি বিশদভাবে বর্ণিত কিতাব নাযেল করিয়াছেন? এবং ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, জানে যে নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সত্যসহ নাযেল করা হইয়াছে; সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

أَفَعَدِيَ اللَّهُ ابْنِي حَمَلًا وَهُوَ الذِّي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ  
الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ  
أَنَّهُ مُنزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْزَوِّينَ ﴿١١٥﴾

১১৬। এবং তোমার প্রভুর কথা পূর্ণ হইয়াছে সত্যতার দিক দিয়াও এবং নায়-বিচারের দিক দিয়াও। (কারণ) তাঁহার কথার কেহ পরিবর্তনকারী নাই; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٦﴾

১১৭। এবং ভূপৃষ্ঠে যাহারা আছে তুমি যদি তাহাদের অধিকাংশের অনুসরণ কর, তাহা হইলে তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে দ্রষ্ট করিবে। তাহারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তাহারা কেবল অনুমানের উপর কথা বলে।

وَأِنْ تُطِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُخَلِّدْكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَشَاءُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٧﴾

১১৮। নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদের সম্বন্ধেও সর্বাধিক অবহিত আছেন যাহারা তাঁহার পথ হইতে দ্রষ্ট হয় এবং তিনি তাহাদের সম্বন্ধেও সর্বাধিক অবহিত যাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٨﴾

১১৯। অতএব, তোমরা উহা হইতে আহার কর যাহার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে, যদি তোমরা তাঁহার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়া থাক।

فَكُلُوا مِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٩﴾

১২০। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমরা উহা হইতে আহার কর না, যাহার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে? অথচ তিনি উহা তোমাদের জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যাহা তিনি তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন কেবল উহা ছাড়া যাহাতে তোমরা বাধ্য হও। এবং নিশ্চয় অনেকে জানাভাবে আপন কুপ্রবৃত্তিবশে (লোকদিগকে) বিভ্রান্ত করে; তোমার প্রভু নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সমাক অবহিত।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا يَلْعَنُونَ بِأَهْوَابِهِمْ بَعِيرِ عَلَيْهِمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১। এবং তোমরা পাপের বাহ্যিক দিক এবং উহার অভ্যন্তরীণ দিক উভয় বর্জন কর। নিশ্চয় যাহারা পাপ অর্জন করিতেছে তাহাদিগকে অচিরেই উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তাহারা অর্জন করিতেছে।

وَدَرُّوا ظَاهِرَ الْأَعْمَى وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثْمَ سُبُجْرُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٢١﴾

১২২। এবং তোমরা উহা হইতে কখনও আহার করিও না, যাহার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় নাই, কারণ ইহা অবশ্যই দুষ্কর্ম; এবং নিশ্চয় শয়তানরা তাহাদের বন্ধুদের

وَلَا تَأْكُلُوا مِنَّمَا لَمْ يُذَكِّرْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُوْحُونَ إِلَىٰ آوَالِيهِمْ

অন্তরে প্ররোচনা যোগায় যেন তাহারা তোমাদের সহিত বিবাদ করে। এবং যদি তোমরা তাহাদের আনুগত্য কর তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা মোশরেক হইবে।

১৪  
[১১]

১২৩। যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাহাকে জীবিত করিলাম এবং তাহার জন্য এমন আলো সৃষ্টি করিলাম যাহার সাহায্যে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হইতে পারে যাহার অবস্থা এমন যে, সে অন্ধকাররাশির মধ্যে পড়িয়া আছে যাহা হইতে সে বাহির হইতে পারে না? এইরূপেই কাফেরদের জন্য, তাহারা যে কাজকর্ম করে উহা সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে।

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا  
يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ  
بِمَخْرُجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ نُزِّنُ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। এবং প্রত্যেক জনপদের অপরাধীদের নেতৃবৃন্দকে আমরা এইরূপই করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উহাতে (নবীদের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করে, বস্তুতঃ তাহারা কেবল নিজেদেরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَادًا يَمْشُونَ  
فِيهَا وَمَا يَتَذَكَّرُونَ إِلَّا بَأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। এবং যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন তাহারা বলে, 'আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদিগকে উহার অনুরূপ দেওয়া হইবে যাহা আল্লাহর রসূলগণকে দেওয়া হইয়াছে।' আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞানে যেন তাহাদের রিসালত কোথায় অর্পণ করিবেন। তাহারা অপরাধ করিতেছে তাহাদের উপর অচিরেই আপত্তি হইবে আল্লাহর নিকট হইতে লাঞ্ছনা এবং কঠোর শাস্তি এই জন্য যে, তাহারা ষড়যন্ত্র করিত।

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا تُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ نُؤْتِي  
مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ  
رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ  
اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। অতএব, আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়াত দিতে চাহেন ইসলামের জন্য তাহার বন্ধকে তিনি উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং যাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহেন তাহার বন্ধকে তিনি সংকীর্ণ, সংকুচিত করিয়া দেন— যেন সে আকাশে আরোহণ করিতেছে। এইরূপেই আল্লাহ্ তাহাদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত করেন যাহারা ঈমান আনে না।

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِإِسْلَامِهِ  
وَمَنْ يُرِدْ أَن يَضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرْمًا  
كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۗ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْوَجْهَ  
عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। এবং ইহাই তোমার প্রভুর সরল-সুদৃঢ় পথ; আমরা উপদেশগ্রহণকারী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি।

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَضَّلْنَا الْآلِيَّةَ  
لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট শান্তির আवास অবধারিত রাখিয়াছে, এবং তিনি তাহাদের জন্য সেইসব কৃত-কর্মের ব্যাপারে অভিভাবক যাহা তাহারা করিত।

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۸﴾

১২৯। এবং (সমরণ কর) যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে সমবেত করিবেন; (এবং বলিবেন) 'হে জিম্মদের দল! তোমরা ইনসানের অধিকাংশকে নিজেদের (সঙ্গী) করিয়া লইয়াছিলে। এবং ইনসানের মধ্য হইতে তাহাদের বন্ধুরা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের কতক অন্য কতক দ্বারা উপকৃত হইয়াছে এবং আমরা আমাদের সীমায় পৌঁছিয়াছি যাহা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছিলে।' তিনি বলিবেন, 'আগুনই তোমাদের বাসস্থান, যাহাতে তোমরা দীর্ঘকাল থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ অন্য ইচ্ছা করিবেন।' তোমার প্রভু নিশ্চয় পরম প্রজাময়, সর্বভানী।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَنَّةً يَنْعَثِرُ الْجِنَّةَ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيُوهُمْ مِنْ أَلِيِّنَا أَلِئِنَّ الَّذِينَ آجَلْتُمْ لَنَا قَالُوا قَدْ كُنَّا خُلْدِيْنَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲ۯ﴾

১৩০। এবং এইরূপে আমরা যালোমদের পরস্পরকে পরস্পরের বন্ধু করিয়া দিই সেই কর্মের দরুন যাহা তাহারা অর্জন করে।

وَكَذَلِكَ نُؤَيُّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۳০﴾

১৩১। 'হে জিম্ম ও ইনসানের দল! তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ কি তোমাদের নিকট আসে নাই যাহারা তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইত এবং তোমাদিগকে তোমাদের আজিকার দিবসের এই সাক্ষ্যে সম্বন্ধে সতর্ক করিত?' তাহারা বলিবে, 'আমরা আমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছি।' এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারণিত করিয়াছিল; এবং তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষ্য দিবে যে নিশ্চয় তাহারা কান্ধের ছিল।

يَنْعَثِرُ الْجِنَّةَ وَالْإِنْسِ الْمَرِيَاتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَفْقَهُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَعَزَّزْتُهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا الْكَافِرِينَ ﴿۱۳১﴾

১৩২। (রসূলগণকে পাঠানোর) উদ্দেশ্য ইহাই যে, তোমার প্রভু জনপদসমূহকে উহাদের অধিবাসীগণের অসতর্ক থাকার অবস্থায় অনায়ত্তভাবে ধ্বংস করিতে পারেন না।

ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ وَيَطْلُمُوهَا وَهَلَاكُ الْغَالُونَ ﴿۱৩২﴾

১৩৩। এবং প্রত্যেকের জন্য সেই কৃত-কর্ম অনুযায়ী পদমর্যাদা রাখিয়াছে যাহা তাহারা করে; এবং তোমার প্রভু সে সম্বন্ধে অসতর্ক নহেন যাহা তাহারা করিতেছে।

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّنَّا عَمَلٌ وَأَمَّا ذَٰلِكَ فَطَائِفٌ مِّنَّا يَمُؤُونَ ﴿۱৩৩﴾

১৩৪। বস্তুতঃ তোমার প্রভু পরম ঐশ্বর্যশালী, রহমতের অধিকারী। তিনি চাহিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন; এবং তোমাদের পরে যাহাদিগকে তিনি চাহিবেন

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يُذَوِّبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم

তোমাদের স্থানাভিমুখ করিতে পারেন ; যেভাবে তিনি অন্য জাতির বংশধর হইতে তোমাদের উদ্ভব করিয়াছেন ।

১৩৫ । নিশ্চয় তোমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে, উহা আসিবেই আসিবে এবং তোমরা কিছুতেই উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না ।

১৩৬ । তুমি বল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা (যে স্ব স্ব স্থানে) আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী কর্ম কর । আমিও (আমার) কাজ করিব ; অতঃপর অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, এই আবাস গৃহের পরিণাম কাহার পক্ষে যায়; প্রকৃত কথা এই যে, অত্যাচারী কখনও সফলকাম হয় না ।

১৩৭ । এবং তাহারা আল্লাহর জন্য সেই সকল শসা-ক্ষেত্র এবং চতুস্পদ জন্তু হইতে, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এক অংশ নিদিষ্ট করে ; অতঃপর তাহারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে যে, 'ইহা আল্লাহর জন্য এবং ইহা আমাদের শরীকদের জন্য ।' কিন্তু যে অংশ তাহাদের শরীকগণের জন্য, উহা আল্লাহর নিকট পৌছে না, এবং যে অংশ আল্লাহর জন্য উহা তাহাদের শরীকদের নিকট পৌছে । তাহারা যাহা ফয়সালা করে তাহা কতই না মন্দ !

১৩৮ । এইরূপে মোশরেকদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে তাহাদের সম্ভানদিগকে হত্যা করাকে তাহাদের শরীক দেবতার সূন্দর সুশোভন করিয়া দেখাইল তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাহাদের ধর্মকে তাহাদের নিকট সন্দেহযুক্ত করার জন্য । এবং যদি আল্লাহ চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা ইহা করিত না ; অতএব তুমি তাহাদিগকেও এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রচনা করিতেছে উহাকেও ছাড়িয়া দাও ।

১৩৯ । এবং তাহারা তাহাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, অমুক অমুক চতুস্পদ জন্তু ও শসা (খাওয়া) নিষিদ্ধ । যাহার সম্বন্ধে আমরা চাহিব কেবল সেই উহা খাইবে ; এবং (তাহারা বলে যে) কতক চতুস্পদ জন্তু আছে যাহাদের পৃষ্ঠদেশ (আরোহণ করার জন্য) হারাম করা হইয়াছে, এবং কতক চতুস্পদ জন্তু আছে যবহ করার সময় তাহারা যেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, (তাহাদের এইসব কার্যকলাপ) তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা স্বরূপ । তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে উহার প্রতিফল তিনি অচিরেই তাহাদিগকে দিবেন ।

قُلْ ذُرِّيَّتِي قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٥﴾

إِنْ مَا تُوْعَدُونَ لَأَيُّ وَمَا آتَمْرُ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٦﴾

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَابِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٧﴾

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِثْلَ دَمِ الْحَرثِ وَالْأَنْعَامِ نَبِيئًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِيعِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٨﴾

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الشُّرَكِيِّ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرُدُّوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَرُدُّوهُمْ وَمَا يُفْعَلُونَ ﴿١٣٩﴾

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرثٌ جِجْرٌ أَ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِرِيعِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذُرُّونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ يَجْعَلُونَ بِهَا كِتَابًا يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٣٩﴾



১৪০। এবং তাহারা বলে, 'এই সকল চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভে যাহা কিছু আছে, উহা আমাদের পুরুষগণের জন্য বিশেষরূপে নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীগণের জন্য হারাম; কিন্তু যদি উহা মৃত হয় তাহা হইলে তাহারা (স্ত্রী-পুরুষ) সকলেই উহাতে অংশীদার হয়। অচিরেই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের এইসব কথার প্রতিফল দিবেন। নিশ্চয় তিনি পরম প্রজাময়, সর্বজ্ঞানী।

১৪১। নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে যাহারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ না জানিয়া নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ তাহাদিগকে যাহা রিয়ক্ দান করিয়াছেন, তাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করিয়া উহা হারাম করে। তাহারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্তই ছিল না।

১৪২। এবং তিনিই তো উৎপন্ন করেন বাগানসমূহ, কতক মাচার উপর চড়াইয়া (আল্লুর জাতীয় গুলম-নতা) এবং কতক মাচার উপর চড়াইয়া নাহে (বৃক্ষরাজি), এবং খজুর-বৃক্ষ এবং শস্য-ক্ষত, যাহাদের স্রাদ বিডিম, এবং যায়তুন এবং ডালিম যাহাদের কতক সদৃশ এবং কতক অসদৃশ। যখন উহাতে ফল ধরে তখন উহার ফল হইতে আহার কর এবং উহা কাটার দিনে তাঁহার প্রাপ্য আদায় কর, এবং তোমরা অপব্যয় করিও না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীদিগকে ভালবাসেন না।

১৪৩। এবং (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য কতক ভারবাহীরূপে এবং কতক ক্ষুদ্রকায়রূপে। আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা রিয়ক্ দান করিয়াছেন উহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শগুতানের পদাঙ্গ অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৪৪। (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) আট জোড়া, মেয় হইতে দুইটি এবং ছাগল হইতে দুইটি। তুমি বল, 'তিনি কি হারাম করিয়াছেন দুইটি পুংপণ্ডকে অথবা দুইটি স্ত্রীপণ্ডকে কিংবা দুইটি স্ত্রীপণ্ডের গর্ভসমূহ যাহা ধারণ করিয়াছে উহাকে? তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে অবগত কর।'

১৪৫। এবং (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) উটের মধ্য হইতে দুইটি এবং গরুর মধ্য হইতে দুইটি। তুমি বল, 'তিনি কি হারাম করিয়াছেন দুইটি পুংপণ্ডকে অথবা দুইটি স্ত্রীপণ্ডকে কিংবা দুইটি

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُنُوبِنَا  
وَمَحْرُومٌ عَلَىٰ أَرْوَاحِنَا وَإِنْ يَكُن مِيعَةً فَهُمْ فِيهِ  
شُرَكَاءُ سَيَجْرِبُ بِهِمُ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَيِّمٌ عَلِيمٌ ﴿١٤٠﴾

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فَبَرَاءَ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا  
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤١﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُغْتَسِلَاتٍ لَّهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ  
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثَرَ  
وَأَنشَأَ لَهُ يَوْمَ حَصَادِهِمْ وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤٢﴾

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَرِشَاءٌ كُلُّهَا وَمَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ  
وَلَا تَتَّبِعُوا خُلُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  
مُبِينٌ ﴿١٤٣﴾

لَبْيَنِيَّةٍ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ  
اثْنَيْنِ قُلْ ذَا الذَّكَوَيْنِ حَرَّمَ أَمْرَ الْأُنثِيَيْنِ أَمَّا  
اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ يُتَوَنَّى بِعِلمٍ  
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٤﴾

مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَعَرِ اثْنَيْنِ قُلْ لِّلذَّكَوَيْنِ  
حَرَّمَ أَمْرَ الْأُنثِيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ

স্বীপত্তর গর্ভসমূহ যাহা ধারণ করিয়াছে উহাকে ? তোমরা কি সেই সময় উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে এই আদেশ দেন ? ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে যাহাতে সে মানুষকে বিনা জানে পথভ্রষ্ট করিতে পারে ? আল্লাহ্ অত্যাচারী জাতিকে আদৌ হেদয়াত দেন না ।

১৭  
[8]  
8

১৪৬ । তুমি বল, 'যাহা কিছু আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে উহাতে আমি কোন বস্তু আহারকারীর জন্য যাহা যে আহার করিতে চাহে, হারাম পাই না কেবল মুতজীব অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস ব্যতীত, কেননা ইহা অপবিত্র অথবা অবাধাতা পূর্বক এমন বস্তু আহার করা যাহার উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে । কিন্তু যে ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া বাধা হয়, বিদ্রোহী এবং সীমানলংঘনকারী না হয়, তাহা হইলে (ইহা স্বতন্ত্র ব্যাপার); নিশ্চয় তোমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

১৪৭ । এবং যাহারা ইহদী হইয়াছে তাহাদের জন্য আমরা সকল নশ্বরবিশিষ্ট পণ্ড হারাম করিয়াছিলাম, এবং গরু ও ছাগলের মধ্য হইতে উভয়ের চৰ্বি আমরা তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম কেবল ঐ চৰ্বি ব্যতীত যাহা উহাদের পৃষ্ঠদেশ অথবা অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে অথবা হাড়ের সহিত সংযুক্ত থাকে । এই প্রতিফল আমরা তাহাদিগকে তাহাদের বিদ্রোহিতার কারণে দিয়াছিলাম । এবং নিশ্চয় আমরাই সত্যবাদী ।

১৪৮ । কিন্তু যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তুমি বলিয়া দাও, 'তোমাদের প্রভু অসীম দয়ার অধিকারী, এবং তাঁহার শাস্তি অপরাধী জাতি হইতে অপসারিত করা যায় না ।'

১৪৯ । যাহারা শিরক করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে না আমরা শিরক করিতাম এবং না আমাদের পিতৃপুরুষগণ, এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করিতাম ।' এই রূপেই তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও (রসূলদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে থাকিল এমন কি তাহারা আমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিল । তুমি বল, 'তোমাদের নিকট কি কোন জ্ঞান আছে ? তাহা হইলে তোমরা

الْأَنْثِيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ۚ اذْوَصَّكُمْ اللَّهُ بِهَذَا  
مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَقْرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُفْضِلُ النَّاسَ  
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَائِفَةٍ تَطْعَمُهُ  
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزِيرٍ  
فَاتَهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمِنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا كُلَّ ذِي ظُفْرٍِ وَمِنَ  
الْبَقَرِ وَالْفَنَرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا  
حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ  
جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَدُوقُونَ ۝

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا  
يُرِيدُ بِأْسَاءِ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا  
وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ نَأْتُوا بِآيَاتِنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ  
مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ

উহা আমাদের সম্মুখে পেশ কর ; তোমরা কেবল ধারণার অনুসরণ করিতেছ । বস্তুতঃ তোমরা কেবল অনুমানের উপর কথা বনিতোছ ।'

১৫০ । তুমি বল, 'অকাটা প্রমাণ একমাত্র আল্লাহর অধিকারে আছে, তিনি চাহিলে তোমাদের সকলকে অবশ্যই হেদায়াত দিতেন ।'

১৫১ । তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের ঐ সকল সাক্ষীকে উপস্থিত কর যাহারা সাক্ষা দেয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুক অমুক বস্তুকে হারাম করিয়াছেন ।' অতঃপর, যদি তাহারা এরূপ সাক্ষা দেয় তাহা হইলে তুমি তাহাদের সহিত সাক্ষা দিও না, এবং তুমি ঐ সকল লোকের কুবাসনাসমূহের অনুসরণ করিও না যাহারা আমাদের অম্মাতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না এবং তাহারা তাহাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থির করে ।

১৫২ । তুমি বল, 'এস, আমি উহা পড়িয়া শুনাই যাহা তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন—উহা এই যে, তোমরা তাহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না, এবং পিতামাতার সহিত সম্বাবহার করিও, এবং নারিত্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিও না ; আমরাই রিমুক দিয়া থাকি তোমাদিগকে এবং তাহাদিগকেও, এবং তোমরা কখনও অঙ্গীলতার নিকট যাইও না, উহা প্রকাশ্য হউক বা অপ্রকাশ্য; এবং কোন আত্মাকে হত্যা করিও না যাহাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন, কেবলমাত্র ন্যায়বিচার বাতিরেকে । ইহা সেই বিষয় যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর ।

১৫৩ । এবং কেবল সেই নিয়ম বাতীত যাহা সর্বোত্তম, তোমরা এতীমের ধন-সম্পদের নিকটে যাইও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সাবালক হয় । এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপ ও ওজন পূরাপূরি দাও । আমরা কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব ভার অর্পণ করি না । এবং যখন তোমরা কথা বল তখন তোমরা ন্যায়বিচার কর—যদিও (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) নিকট-আত্মীয়ই হউক না কেন ; এবং আল্লাহর অস্বীকারকে পূর্ণ কর ইহা সেই বিষয় যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর ।

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَعْرُضُونَ ﴿٦٠﴾

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦١﴾

قُلْ هَلْ مَعَكُمْ شُهَدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرِيهَم يَعْطُونَ ﴿٦٢﴾

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كَمَا عَلَّمْتُكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۚ مِنْ إِمَّاكٍ نَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَضَعْنَا لَكُمْ لَعْنَةً ۚ تَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَيْثِ ۚ وَالْبَيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكُلُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ مَاعِدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِمَهْدِ اللَّهِ الْوَفْوَ ۚ ذَلِكُمْ وَضَعْنَا لَكُمْ لَعْنَةً ۚ نَدُّكُمْ نَدًّا ﴿٦٤﴾

১৫৪। এবং (বল,) 'নিশ্চয় ইহা আমার সরল-সুদৃঢ় পথ, সূত্রাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করিও না, নাচেৎ সেইগুলি তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। ইহা সেই বিষয়, যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا  
السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذُكِّرْكُمْ وَنُذِرْكُمْ بِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٨﴾

১৫৫। উপরন্তু আমরা মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম সেই ব্যক্তির উপর নেয়ামত পূর্ণ করার জন্য যে সৎকর্ম করে এবং প্রত্যেক বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এবং হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ, যেন তাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাতের উপর ঈমান আনে।

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ  
تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعِبَادِهِ لِيُقِ  
رِبَّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٩﴾

১৫৬। এবং এই কিতাব, যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি, অতীত বরকতপূর্ণ, সূত্রাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُونَ ﴿٩﴾

১৫৭। পাছে তোমরা এই কথা বন যে, কিতাব কেবল আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং আমরা উহাদের পাঠ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসতর্ক ছিলাম ;

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ  
قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٠﴾

১৫৮। অথবা তোমরা বল, 'যদি আমাদের উপর কোন কিতাব নাযেল করা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হইতাম।' অতএব (এখন) তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ এবং হেদায়াত এবং রহমত আসিয়াছে। সূত্রাং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাশ্বান করে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়? আমরা অচিরেই প্রেসকল লোককে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, নিকৃষ্ট শাস্তি দিব এইজন্য যে, তাহারা (অনবরত) মুখ ফিরাইয়া আসিয়াছিল।

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى  
مِنْهُمْ فَكَذَّبْنَا بِآيَاتِ اللَّهِ وَهَدَىٰ وَ  
رَحْمَةً ۗ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّقَ  
عَنْهَا ۗ سَجِيزَىٰ الَّذِي يَصْدِقُونَ عَنْ آيَاتِنَا سَوَاءَ  
الْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِقُونَ ﴿١٠﴾

১৫৯। তাহারা কেবল ইহারই অপেক্ষা করিতেছে যে তাহাদের নিকট ফিরিশতাগণ আসুক অথবা তোমার প্রভু আসুক অথবা তোমার প্রভুর নিদর্শনসমূহের কতক আসুক; যেদিন তোমার প্রভুর নিদর্শনসমূহের কতক আসিবে সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই অথবা ঈমান দ্বারা কলাপ অর্জন করে নাই, তাহার ঈমান তাহার কোন উপকারে আসিবে না। তুমি বল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করিতেছি।'।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ  
رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ  
آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أُمَّتًا  
مِنْ قَبْلٍ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انظُرُوا  
إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١١﴾

১৬০। নিশ্চয় যাহারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ড-বিশ্বস্ত করিয়াছে এবং দলে-উপদলে (বিভক্ত) হইয়াছে তাহাদের সহিত কোন বিষয়ে তোমার সম্পর্ক নাই। তাহাদের বিষয় একমাত্র আল্লাহর হাতে, অতঃপর তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তিনি তাহাদিগকে অবহিত করিবেন।

إِنَّ الَّذِينَ قَوْمًا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ فِي شَيْءٍ مِنَّا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٠﴾

১৬১। যে কেহ সৎকর্ম করিবে তাহার জন্য উহার দশগুণ পুরস্কার হইবে, এবং যে কেহ মন্দ কাজ করিবে তাহাকে কেবল উহারই অনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا خَيْرَ لَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥١﴾

১৬২। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রভু আমাকে সরল-সূক্ষ্ম পথে পরিচালিত করিয়াছেন— সূপ্রতিষ্ঠিত দীনের দিকে, একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মান্বশের দিকে এবং সে মোশরেকদের অন্তর্গত ছিল না।'

قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَبْلًا وَهُوَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٥٢﴾

১৬৩। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার কুরবানী এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছুই আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٣﴾

১৬৪। তাঁহার কোন শরীক নাই; এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি; এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম।'

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٤﴾

১৬৫। তুমি বল, 'আমি কি আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য কোন প্রতিপালক খুঁজিব, অথচ তিনি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক?' এবং প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু অর্জন করিবে উহার দায়িত্বভার তাহারই উপর বর্তিবে এবং কোন ভারবাহী অন্যের ভার বহন করিবে না। অতঃপর, তোমাদের প্রভুর দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদিগকে সেই বিষয়ে অবহিত করিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতেছ।

قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْفُرُوا كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَىٰ نَفْسِهَا وَلَا تَرُدُّ وَادِرُّهُ ذَرْأًا أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

১৬৬। এবং তিনিই তো তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন যেন তিনি তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহার সম্বন্ধে তোমাদের পরীক্ষা করিতে পারেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু শাস্ত্রদানে তৎপর এবং নিশ্চয় তিনিই অতীব ক্ষমশীল, পরম দয়াময়।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خِلَافَ الْأَرْضِ وَرَبَّعَ بِعَفْوِكُمْ قَوْمَ بَعْضٍ وَرَجَّبَ لِيَبْلُوَكُمْ فَمَا أَشْكُرُونَ رَبِّي سَرِيعَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٦﴾

سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ

৭-সূরা আল্ আ'রাফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ লাম মীম সাদ ।

س ٤  
النص ②

৩। (ইহা) এক মহা গ্রন্থ, যাহা তোমার উপর নামেল করা হইয়াছে । অতএব ইহার কারণে তোমার বন্ধে; যেন কোন প্রকার সংকীর্ণতার সৃষ্টি না হয় — যেন তুমি ইহার দ্বারা (মানবজাতিকে) সতর্ক কর; বস্তুতঃ ইহা মো'মেনগণের জন্য মহা উপদেশ স্বরূপ ।

كُتِبَ أَنْزَلْ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صُدْرِكَ حَزَجٌ وَتَنْهَ لِيُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ③

৪। তোমরা উহার অনুসরণ কর যাহা তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে নামেল করা হইয়াছে এবং তিনি ব্যতীত অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না । তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর ।

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ④

৫। এবং কত জনপদ এমন যাহা আমরা ধ্বংস করিয়াছি ! এবং আমাদের শাস্তি ইহার উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্ৰিকালে অথবা দুপুরে যখন তাহারা ঘুমাইতেছিল ।

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ هَمَّكُنَّا بِإِجَاءِهَا بَأْسًا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ⑤

৬। সূতরাং যখন তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি আসিয়াছিল, তাহাদের চিৎকার ইহা বাতীরেকে আর কিছু ছিল না যে তাহারা বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরাই যালেম ছিলাম ।'

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ⑥

৭। এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যাহাদের নিকট (রসুলগণ) প্রেরিত হইয়াছিল এবং আমরা অবশ্যই রসুলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব ।

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ ⑦

৮। অতঃপর, আমরা অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিতে তাহাদিগকে (তাহাদের কার্যকলাপের) তথা বর্ণনা করিব এবং আমরা কখনও অনুপস্থিত ছিলাম না ।

فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ عِلْمَهُمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ⑧

৯। এবং সেই দিনে ওজন হইবে নিশ্চিত সত্য । অতএব, যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারা ই সফলকাম হইবে ।

وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ يُسْقَىٰ فَتَنْقَلَتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑨

১০। এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে প্রকৃতপক্ষে তাহারা ই নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, কেননা তাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহের প্রতি অন্যায়চরণ করিত।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ  
بِمَا كَانُوا يَأْتِينَنا يَظْلُمُونَ ﴿١٠﴾

১১। এবং আমরা নিশ্চয় তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্পৃতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য ইহাতে জীবিকা নির্বাহের উপরকরণসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ  
بَلْ لَيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١١﴾

১২। নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছি, অতঃপর আমরা ফিরিশ্বাদিগকে বলিয়াছি, 'তোমরা আদমের আনুগত্য কর', ইহাতে তাহারা সকলে আনুগত্য করিল, ইবনৌস বাতিরেকে, সে আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল না।

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا  
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٢﴾

১৩। তিনি বলিলেন, 'যখন আমি তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম, তখন আনুগত্য করিতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়াছিল?' সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আশুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ।'

قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا اسْتَعْبَدْتُ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ  
خَلْقِكَ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٣﴾

১৪। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে তুমি দূর হইয়া যাও এখান হইতে, এখানে অহংকার করা তোমার জন্য ঠিক নহে। সূতরাং তুমি বাহির হইয়া যাও; নিশ্চয় তুমি লাস্ত্রিতদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ فَاهْرَبْ مِنْهَا فَكَأَنَّكَ كَتُوبٌ فَاتَّخَذَ  
إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿١٤﴾

১৫। সে বলিল, 'সেই দিবস পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।'

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٥﴾

১৬। তিনি বলিলেন, 'তুমি নিশ্চয় অবকাশপ্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٦﴾

১৭। সে বলিল, 'মেহেতু তুমি আমাকে বিপ্রান্ত সাবাস্ত করিয়াছ, এই জন্য আমি অবশ্যই তাহাদের অপেক্ষায় তোমার সরল-সুদৃঢ় পথে বসিয়া থাকিব;

قَالَ فِيمَا آغْرَيْنِي لِأَفْعَدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ  
الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٧﴾

১৮। অতঃপর আমি অবশ্যই তাহাদের নিকট আসিব— তাহাদের সম্মুখ হইতে এবং তাহাদের পশ্চাত হইতে এবং তাহাদের ডানদিক হইতে এবং তাহাদের বাম দিক হইতে; এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না।'

ثُمَّ لَا تَبْهَتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ  
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ  
شَاكِرِينَ ﴿١٨﴾

১৯। তিনি বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে তিরস্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে আমি নিশ্চয় তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করিব।'

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْرُومًا مَدْمُومًا لَنْ يَتَّبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلْنَا جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ①

২০। 'এবং হে আদাম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তোমরা যথেষ্ট আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকট যাইও না, অন্যথায় তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ②

২১। কিন্তু শয়তান তাহাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিন, যেন সে (শয়তান) তাহাদের লজ্জার বিষয়াবলী, যাহা তাহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়, এবং সে বলিল, 'তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে এই বৃক্ষ হইতে শুধু এই জন্য নিষেধ করিয়াছেন যেন তোমরা উভয়ে ফিরিশ্তা হইয়া না যাও অথবা অমর হইয়া না যাও।'

فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَابِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ③

২২। এবং সে তাহাদের নিকট কসম খাইল (এই বলিয়া), 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের জন্য হিতাকাংশী।'

وَقَسَمْنَا لِي كَمَا لَمِنَ التَّوْحِيغِينَ ④

২৩। অতঃপর, সে ধোকা দিয়া উভয়কে পথচ্যুত করিল। অতঃপর, যখন তাহারা ঐ বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহাদের লজ্জার বিষয়াবলী তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং তাহারা উভয়েই জান্নাতের পাতাসমূহের দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে (এই বলিয়া) ডাকিলেন, 'আমি কি তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষ হইতে নিষেধ করি নাই এবং তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু?'

فَدَلَّهُمَا بِقُرْوَةٍ فَلَمَّا دَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَابُهُمَا وَطَفِقَا يَخْضِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرُقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ⑤

২৪। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রাণের উপর অত্যাচার করিয়াছি এবং তুমি যদি আমাদের দ্বারা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

قَالَا رَبَّنَا ظَنَنَّا أَنفُسَنَا آمِنًا لَمْ نَعْتَدْ لِنَا وَتَرَحُّمِنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ⑥

২৫। তিনি বলিলেন, 'তোমরা সকলে এখান হইতে চলিয়া যাও, তোমাদের কতক কতকের দূশমন হইবে এবং তোমাদের জন্য এক (নির্দিষ্ট) কাল পর্যন্ত এই পৃথিবীতে

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ⑦



বসবাসের স্থান ও জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) রহিয়াছে।'

২৬। তিনি (পুনরায়) বলিলেন, 'তোমরা ইহাতে জীবন ধারণ করিবে এবং এখানেই তোমরা মৃত্যু বরণ করিবে এবং এখান হইতে তোমাদিগকে বাহির করা হইবে।

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। হে আদম সন্তানগণ! আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক নায়েল করিয়াছি, যাহা তোমাদের লজ্জাস্থান সমূহকে আবৃত করে এবং (যাহা) সৌন্দর্য স্বরূপ; কিন্তু তাকুওয়ার পোশাক উহা সর্বোত্তম। ইহা আল্লাহর আদেশাবলীর অন্যতম যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

بَيْنِي أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَيِّنُكُمْ سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَيَأْمُرُ النَّفْسَ الطَّغْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। হে আদম সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদিগকে বিপথগামী না করে, যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে জন্মাত হইতে বহিষ্কার করিয়াছিল, সে উভয়ের নিকট হইতে তাহাদের পোশাক হরণ করিয়াছিল যেন তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থানগুলিকে দেখাইয়া দেয়। নিশ্চয় সে এবং তাহার গোত্র তোমাদিগকে এমন স্থান হইতে দেখে যেখান হইতে তোমরা তাহাদিগকে দেখ না। নিশ্চয় আমরা শয়তানদিগকে উহাদের বন্ধু করিয়া দিয়াছি যাহারা ঈমান আনে না।

بَيْنِي أَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং যখন তাহারা কোন অন্নীয় কাজ করে, তখন তাহারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ আমাদিগকে ইহারই আদেশ দিয়াছেন।' তুমি বল, 'আল্লাহ কখনও অন্নীয় কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বল যাহা তোমারা জান না?'

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّعَزَلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। তুমি বল, 'আমার প্রভু ন্যায়-বিচারের আদেশ দিয়াছেন। এবং (আরও যে,) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় মনযোগ নিবদ্ধ কর এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে দীনকে বিশুদ্ধ করিয়া কেবল তাঁহাকেই ডাক। যেভাবে তিনি তোমাদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইভাবে তোমরা (তাঁহার পানে) ফিরিয়া যাইবে।

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ حَيْثُ قُلْتُمْ مَسْجِدًا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٣٠﴾

৩১। একদলকে তিনি হেদায়াত দিয়াছেন, কিন্তু আর একদল আছে— তাহদের জন্য পথভ্রষ্টতা নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া শয়তানদিগকে বন্ধু বানাইয়া লইয়াছে এবং তাহারা মনে করে যে, তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে।

قَوْمًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

৩২। হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় সৌন্দর্য অবলম্বন কর, এবং আহার কর এবং পান কর, কিন্তু অপব্যয় করিও না, কারণ তিনি অপব্যয়-কারীগণকে ভালবাসেন না।

৩  
(৬)  
১০

৩৩। তুমি বল, 'আল্লাহর সৌন্দর্য (-এর বস্তু সমূহ)কে, যাহা তিনি নিজ বান্দাগণের জন্য উৎপন্ন করিয়াছেন এবং (তাঁহার প্রদত্ত) জীবনোপকরণ হইতে পবিত্র বস্তুগুলিকে কে হারাম করিয়াছে?' তুমি বল, 'এই সকল এই দুনিয়ার জীবনেও মু'মেনগণের জন্য (এবং) বিশেষভাবে কিয়ামতের দিনেও (তাহাদের জন্যই)।' এইভাবেই আমরা জানী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া থাকি।

৩৪। তুমি বল, 'আমার প্রভু হারাম করিয়াছেন— শুধু অশ্লীল কাজকর্মকে উহা প্রকাশাই হউক বা গোপন এবং পাপকে ও অন্যায়ভাবে বিদ্রোহকে এবং ইহাকে যে, তোমরা আল্লাহর সহিত কোন বস্তুকে শরীক কর যাহার জন্য তিনি কোন দলিল-প্রমাণ নাযোল করেন নাই এবং ইহাকেও যে, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা বল, যাহা তোমরা জান না।'

৩৫। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, অতএব যখন তাহাদের সময় আসে তখন তাহারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকিতে পারে না কিংবা ইহার আগেও বাড়িতে পারে না।

৩৬। হে আদম সন্তানগণ! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ আসিয়া তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায়ে, তখন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিবে এবং সংশোধন করিবে সেক্ষেত্রে তাহাদের জন্য না কোন ডয় থাকিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

৩৭। কিন্তু যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়— ইহারা ই আড়নের অধিবাসী, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।

৩৮। অতএব, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে, যে মিথ্যা রচনা করিয়া আল্লাহর প্রতি আরোপ করে, অথবা তাঁহার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে? তাহারা এমন লোক যাহারা তাহাদের আমননামা হইতে নির্ধারিত (শাস্তির)

يَبْقَىٰ أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا  
وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٢﴾

قُلْ مَنْ حَزَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ  
مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
حَاصِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
وَإِلَّاهُ وَالنَّفْيَ بَعِيرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ  
يُنزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَجِزُونَ  
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٥﴾

يَبْقَىٰ أَدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ  
آيَاتِي قَبْلَ أَنْ تَقْبَلَهَا وَلَا تَخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يُخْزِنُونَ ﴿٣٦﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ  
أَحْصَىٰ النَّارَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٧﴾

مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ  
بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَتَّخِذُهُم مُّصِيبُهُمْ مِنْ الْكَذِبِ حَتَّىٰ

অংশ পাইতে থাকিবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের নিকট আমাদের ফিরিশতাগণ তাহাদের প্রাণ বাহির করিবার জন্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে, তাহারা বলিবে, 'উহারা কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা আলাহুকে ছাড়িয়া ডাকিতে?' তাহারা বলিবে, 'তাহারা আমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে।' এবং তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তাহারা কাফের ছিল।

৩৯। তিনি বলিবেন, 'তোমরা গিয়া আগুনের মধ্যে জিন্ম ও ইনসানের প্র সকল জাতির মধ্যে প্রবেশ কর, যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে।' যখনই কোন জাতি আগুনে প্রবেশ করিবে, তখনই তাহারা তাহাদের ডগ্নাকে (পূর্ববর্তী জাতিকে) অভিসম্পাত করিবে যে পর্যন্ত না সকল জাতি উহাতে পর্যায়ক্রমে পৌছিবে, তখন তাহাদের মধ্যে শেষ জাতি তাহাদের প্রথম জাতি সম্বন্ধে বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! ইহারাই আমাদের বিপথগামী করিয়াছিল, সূতরাং তুমি তাহাদিগকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দাও। তিনি বলিবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ (শাস্তি) আছে কিন্তু তাহা তোমরা জান না।'

৪০। এবং তাহাদের মধ্যে প্রথম জাতি তাহাদের পরবর্তী জাতিকে বলিবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, অতএব, তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের জন্য শাস্তির আস্থাদ গ্রহণ কর।'

৪১। নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং অহংকার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, না তাহাদের জন্য আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হইবে এবং না তাহারা জাহান্নতে প্রবেশ করিবে যে পর্যন্ত না একটি উদ্ভূ সূচের ছিদ্র দিয়া অতিক্রম করে। এবং এই ভাবে আমরা অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

৪২। তাহাদের জন্য জাহান্নামের বিছানা হইবে এবং তাহাদের উপরে আচ্ছাদনও (জাহান্নামের) হইবে। এবং এই ভাবেই আমরা অত্যাচারীদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

৪৩। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং পূণ্য কর্ম করে— আমরা কোন আশ্বাস উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না। ইহারাই জাহান্নতের অধিবাসী, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَهُمْ مَا كَانَتْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَهُمْ يَدْعُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٩﴾

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا فِيهَا جُمُوعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلِيهِمْ رَبِّنَا هُوَ الَّذِي أَضَلَّنَا فَأَتَيْهِمُ عَدَاؤُنَا أَهْلًا بِأُجُفًا مِنَ النَّارِ قَالِ لِلَّهِ عُتَقَةٌ لَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

وَقَالَتْ أُولَٰئِكَ لَئِنْ كُنَّا نَبِيًّا لَآتَيْنَهُم مَّا يَدْعُونَهُمْ وَإِن كُنَّا لَنرَاهُمْ لَمُتَّعِينَ ﴿٤١﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجِبَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٢﴾

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ قُرُوبِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤٣﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪। এবং আমরা তাহাদের অন্তর হইতে বিদ্বেষের যাহা কিছু থাকিবে উহা দূর করিয়া দিব। নহরসমূহ তাহাদের তনাদেশ দিয়া প্রবাহিত হইবে। এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই যিনি আমাদেরকে এই (জামাতের) দিকে পরিচালিত করিয়াছেন; যদি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত না দিতেন, তাহা হইলে আমরা কখনও হেদায়াত পাইতাম না; নিশ্চয় আমাদের প্রভুর রসূলগণ সত্য নহিয়া আসিয়াছিল'। এবং তাহাদের নিকট ঘোষণা করা হইবে, 'ইহা সেই জামাত যাহার উত্তরাধিকারী করা হইল তোমাদিগকে (পুরস্কারস্বরূপ), সেই কর্মের জন্য যাহা তোমরা করিতে।

وَرَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ  
الْأَنْهَارَ وَقَالُوا الْحَسَدُ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا  
كُنَّا لَهُمْ تَدْبِيرًا لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءتْ  
رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تَتْلُمُوا الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং জামাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে, 'আমাদের প্রভু আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমরা উহাকে সত্যরূপে পাইয়াছি। সূতরাং তোমরাও কি তোমাদের প্রভু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন উহাকে সত্যরূপে পাইয়াছ'। তাহারা বলিবে, 'হাঁ'; তখন একজন ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্য উচ্চঃস্বরে (এই বলিয়া) ঘোষণা করিবে, 'আল্লাহর অভিসম্পাত অত্যাচারীদের উপর—

وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ النَّارِ أَنْ كَذَّبْنَا  
مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ  
حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِذَنْ مَوَدَّةً بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ  
عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। যাহারা (লোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে রুখিয়া রাখিত এবং উহার মধ্যে বক্তৃতার অনুসন্ধান করিত এবং তাহারা পরকালকে অস্বীকার করিত।

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا  
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং উভয়ের মধ্যে একটি পদা থাকিবে এবং আ'রাফে কিছু সংখ্যক লোক থাকিবে, যাহারা সকলকে তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া চিনিয়া লইবে। এবং তাহারা জামাতের অধিবাসীগণকে ডাকিয়া বলিবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক' যদিও তখন পর্যন্ত তাহারা তথ্য প্রবিশ্ত হইবে না, কিন্তু তাহারা (ইহার) আশা করিতে থাকিবে।

وَبَيْنَهُمَا جَبَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا  
بِسِينَتِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ  
لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং যখন তাহাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের প্রতি ফিরানো হইবে তখন তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির সঙ্গী করিও না।' ৫  
৮

وَلَمَّا عُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا  
لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং আ'রাফবাসীগণ ব্রহ্মসকল লোকদিগকে ডাকিবে, যাহাদিগকে তাহারা তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া চিনিবে এবং বলিবে 'না তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে আসিল, এবং না উহা যাহার অহংকার তোমরা করিতে।' ৫  
৯

وَنَادَى أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِينَتِهِمْ  
قَالُوا مَا لَكُمْ عَلَيْنَا جَعَلْتُمْ سَنَّاءَ رَبِّكُمْ ﴿٤٩﴾

৫০। ইহারা কি ঐ সকল লোক যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে, আল্লাহ্ কখনও তাহাদের সহিত রহমতপূর্ণ ব্যবহার করিবেন না? (তাহাদিগকে আল্লাহ্ বলিবেন), 'তোমরা জালাতে প্রবেশ কর, না তোমাদের কোন ভয় থাকিবে আর না তোমাদের কোন দুঃখ হইবে।'

أَهْوَلَهُ الَّذِينَ الَّذِينَ أَنْتُمْ لَا يَتْلُوهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ  
أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং জাহান্নামবাসীরা জালাতবাসীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢালিয়া দাও অথবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন উহা হইতে কিছু দাও'। তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ উভয় বস্তু কাফেরদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন'—

وَأَذَىٰ أَضْحَبِ النَّارِ أَضْحَبِ الْجَنَّةِ أَنْ يَفُضُوا عَلَيْنَا  
وَمِنَ النَّارِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ خَرَمَهُمَا  
عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥١﴾

৫২। যাহারা নিজেদের ধর্মকে আমোদ-প্রমোদ এবং অসার ক্রীড়া-কৌতুক স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছিল। সূত্রান্তঃ আজ আমরাও তাহাদিগকে সেইরূপে ভুলিয়া যাইব যেইরূপে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং এই জনা যে, তাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে জিদ্দ বশতঃ অস্বীকার করিত।

الَّذِينَ اتَّخَذُوا وَيْنَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَزَّوْهُمْ أَلْيُوهُ  
الذِّيَابَ قَالُوا نَسْتَكْفُرُ بِهِمْ لَمَّا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا  
وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের নিকট এক কিতাব আনয়ন করিয়াছি, যাহা আমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি, যাহা মো'মেন জাতির জন্য হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ।

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً  
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা কি কেবল (সতর্কবাণী) পূর্ণতার অপেক্ষা করিতেছে, যেদিন উহার পূর্ণতা প্রকাশ পাইবে, সেদিন ঐ সকল লোক যাহারা ইতিপূর্বে ইহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল, বলিবে, 'নিশ্চয় আমাদের প্রভুর রসূলগণ সত্যসহ আসিয়াছিল। আমাদের কি কোন সুপারিশকারী আছে, যাহারা আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদের গিকে ফেরৎ পাঠানো যাইতে পারে যেন পূর্বে আমরা যে সকল কর্ম করিতাম, উহার পরিবর্তে (পুণ্য) কর্ম করিতে পারি?' নিশ্চয় তাহারা নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং তাহারা যে সকল মিথ্যা রচনা করিত তাহা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়াছে।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ  
الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ  
فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ يَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُزِدُ مَعَهُمْ  
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ  
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٤﴾

৬  
[৬]  
১৩

৫৫। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু আল্লাহ্, যিনি আকাশমালা এবং পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আরশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি রাস্ত্র দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي  
سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ

করেন যাহা দ্রুতগতিতে উহাকে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রাজিকে (এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে) উহারা তাহার আদেশে সেব্যয় নিয়োজিত আছে। নিশ্চয় সৃষ্টি করার এবং আদেশ দেওয়ার স্বত্বাধিকার তাহারই, আল্লাহ্ অতীব বরকতময়, সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

يَطَّلِبُهُ حَيَاتًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَخْفِيَةً  
بِأَمْرِ آلِهِ الْخَالِقُ وَالْأَمْرُ تَبَرُّكَ اللَّهُ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬। তোমরা তোমাদের প্রভুকে কাকুতি-মিনতি সহকারে এবং সংসাপনে ডাক। নিশ্চয় তিনি সৌমান্দ্যঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭। এবং তোমরা পৃথিবীতে উহার শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের পর বিশৃঙ্খলা করিও না এবং তাহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাক। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত সৎকর্মশীলগণের নিকটবর্তী।

وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ  
خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং তিনি সেই সত্তা, যিনি নিজ রহমতের পূর্বে বায়ুরাশিকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠান, এমন কি উহা ভারী মেঘ বহন করে, তখন আমরা উহাকে কোন মৃত ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি; অতঃপর উহা হইতে আমরা পানি বর্ষণ করি, অতঃপর উহা দ্বারা সকল প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি — এই ভাবে আমরা মৃতগণকে বহির্গত করি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ  
كَذَٰلِكَ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ يَلِدُكَ تَبِيَّتٍ فَآتَيْنَاكَ  
بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرِجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ  
الْبُوتَى لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯। আর যে উত্তম ভূখণ্ড— উহার প্রতিপালকের আদেশ-ক্রমে উহাতে (প্রচুর) উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যাহা নিকট, উহা হইতে উৎপন্ন হয় কেবল নগণ্যই। এই ভাবেই আমরা কৃতজ্ঞ জাতির জন্য নিদর্শনাবলী সন্নিবেশ করি।

وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ؕ وَالَّذِي  
خَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا كَذَٰلِكَ ۗ كَذَٰلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَّاتِ  
لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

৬০। নিশ্চয় আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি বাতিরেকে তোমাদের কোন মা'ব্দ নাই। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিনের শাস্তি সম্বন্ধে ভয় করি'।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا  
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٦١﴾

৬১। তাহার জাতির প্রধানগণ বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট দ্রাবির মধ্যে দেখিতেছি'।

قَالَ السَّلَامُونَ قَوْمِي إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٢﴾

৬২। 'সে বলিল, 'হে আমার জাতি! আমার মধ্যে কোন দ্রাবির নাই, বরং আমি সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন রসূল;

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ  
الْعَالَمِينَ ﴿٦٣﴾

৬৩। আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌছাইতেছি এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং আমি আল্লাহ হইতে এমন কিছু জানি যাহা তোমরা জান না;

أَبْلَغُكُمْ رَسُولِي رَّبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তোমরা কি এই কথায় বিসময় বোধ করিতেছ যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এক উপদেশবাণী আসিয়াছে যেন সে তোমাদিগকে সতর্ক করে এবং যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং যেন তোমাদের উপর রহম করা যায় ?

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَاعْلَمَكُمْ تَرَحُّونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে যাহারা নৌকায় ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম। নিশ্চয় তাহারা ছিল এক অন্ধ জাতি।

كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَاعْرَفْنَا بِعَذَابِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং (আমরা) আদজাতির নিকট তাহাদের ভাই হৃদকে (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি বাতীত তোমাদের কোন মা'ব্দ নাই; তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করিবে না ?'

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا عَنْهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭। তাহার জাতির প্রধানপণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে নির্বন্ধিতায় নিপতিত দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।'

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظَنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! আমার মধ্যে কোন নির্বন্ধিতা নাই, বরং নিশ্চয় আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন রসূল;

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَبَلِّغْتَنِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّي الْعَالَمِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯। আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর পয়গামসমূহ পৌছাইতেছি, বস্তুতঃ আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতোপদেশদাতা।

أَبْلَغُكُمْ رَسُولِي رَّبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٩﴾

৭০। তোমরা কি এই কথায় বিসময় বোধ করিতেছ যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এক উপদেশবাণী আসিয়াছে, যেন

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ

সে তোমাদিগকে সতর্ক করে ? এবং স্মরণ কর (সেই সময়কে) যখন তিনি নূহের জাতির পর তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে দৈহিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করিয়াছেন । অতএব, তোমরা আল্লাহ্র নেয়ামত সমূহকে স্মরণ কর, যেন তোমরা সফলকাম হও ।'

بَعْدَ قَوْمِ نُوحٍ وَرَأَى كُفْرَ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَأَذْكُرُوا  
الَّاءَ اللَّهُ لَعَنَكُمْ تَقْلِيحُونَ ﴿٧٠﴾

৭১ । তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যেন আমরা কেবল এক আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যাহাদের উপাসনা করিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি ? স্ততরাং তুমি যে বিষয়ে আমাদের উয় দেখাইতেছ, যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তুমি উহা আমাদের নিকট আন ।'

قَالُوا إِنَّمَا نُبَدِّدُ مَا كَانَ  
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآبَاؤُنَا يَمَّا تَدْنَانَا إِن كُنْتُمْ  
الضَّادِقِينَ ﴿٧١﴾

৭২ । সে বলিল, 'অবশ্যই তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর শাস্তি ও ক্রোধ পতিত হইয়াছে । তোমরা কি ঐ সকল নাম সম্বন্ধে আমার সহিত তর্ক কর, যেগুলি নামকরণ করিয়াছ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, অথচ আল্লাহ্ উহাদের পক্ষ কোন দলীল নাযেন করেন নাই; অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর এবং নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ।'

قَالَ قَدْ وَعَىٰ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ  
أُنْتَادِ لَوْ تَتَّقُونَ فِي آسَاءِ سَيِّئَتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ  
مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَاَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ  
مِنَ النَّاتِظِرِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩ । অবশেষে আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীগণকে আপন অনুগ্রহে উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা আমাদের আয়্যাতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং মো'মেন ছিল না, আমরা তাহাদের মূল শিকড় পর্যন্ত কাটিয়া দিলাম ।

فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪ । এবং আমরা সামুদ্র জাতির নিকট তাহাদের ভাই সালেহকে (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি বাতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নাই, নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে—ইহা আল্লাহ্র উদ্ভূত, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন; স্ততরাং তোমরা ইহাকে ছাড়িয়া দাও যেন আল্লাহ্র যমীনে ইহা চরিয়া বেড়ায় এবং ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, অন্যথায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদিগকে ধৃত করিবে;

وَإِلَىٰ نُؤُدِ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَوْمَئِذٍ قَالَ اللَّهُ مَا  
لَكُمْ مِنْ آلِهِ عِزَّةٌ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ  
هَذِهِ نَافَةٌ اللَّهُ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَاكُلْ فِي أَرْضِ  
اللَّهِ وَلَا تَسْؤَوْهَا يَوْمَئِذٍ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٤﴾

৭৫ । এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর যখন তিনি আ'দ জাতির পর তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিলেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে,

وَأَذْكُرُوا أَنَّى جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَنُبَاكُم  
فِي الْأَرْضِ تَعْبُدُونَ مِنْ سِوَاهَا صُورًا وَتَحْمِلُونَ



তোমরা উহার সমতল ভূমিতে প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করিতে এবং পাহাড়সমূহকে খনন করিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতে । সূতরাং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহর নেয়ামতসমূহ এবং বিশৃঙ্খলাকারী হইয়া পৃথিবীতে বিভেদ সৃষ্টি করিও না ।'

الْجِبَالِ يَوْتَاتُ فَادْكُرُوا الْآرَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَسُوا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

৭৬ । তাহার জাতির ঐসকল প্রধানগণ যাহারা অহংকার করিয়াছিল ঐসকল নোককে বলিল, যাহারা দুর্বল বলিয়া গণ্য হইত— যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে ঈমান আনিয়াছিল— 'তোমরা কি জান যে সানেহ তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে রসূল ?' তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় , সে যাহা নহিয়া প্রেরিত হইয়াছে উহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি ।'

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ  
اسْتُضِعُوا لِمَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ اتَّعَلَمُونَ أَنْ طِيحًا  
مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

৭৭ । যাহারা অহংকার করিয়াছিল, তাহারা বলিল, 'যাহার উপর তোমরা ঈমান আনিয়াছ, আমরা নিশ্চয় উহাকে অস্বীকার করি ।'

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝

৭৮ । অতঃপর, তাহারা উস্তীর হাঁটুর তস্তী কাটিয়া দিল এবং তাহাদের প্রভুর আদেশের অবাধ্যতা করিল এবং বলিল, 'হে সানেহ ! যদি তুমি রসূলদের অন্তর্গত হইয়া থাক তাহা হইলে তুমি আমাদের উপর উহা আনয়ন কর যে সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাইতেছ ।'

تَقَرُّوْا وَالنَّافَةَ وَعَنْوَاعِنَ أُمِرَ رَبِّيُمْ وَقَالُوا لِيُطِيعِ  
إِنِّيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

৭৯ । অতঃপর, এক ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহে উপড় হইয়া পড়িয়া রহিল ।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ۝

৮০ । তখন সে (সানেহ) তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া নইল এবং বলিল, 'হে আমার জাতি ! অবশ্যই আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌছাইয়াছি এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তোমরা হিতোপদেশগণকে পসন্দ কর না ।'

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ  
رَبِّي وَنَصَّحْتُكُمْ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ۝

৮১ । এবং (আমরা পাঠাইয়াছিলাম) লুককেও, যখন সে তাহার সাতিকে বলিল, 'তোমরা কি এমন নির্লজ্জ কাজ ' করিতেছ, যাহা তোমাদের পূর্বে জগদ্বাসীর মধ্যে কেহই করে নাই ?

وَلَوْ كُنَّا إِذْ قَالْ يَقَوْمِے إِنَّا نُنُوتُ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَّكُم  
بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝

৮২ । তোমরাই স্ত্রীলোকদের পরিবর্তে কাম- বাসনায় পুরুষদের নিকট গমন কর । বরং তোমরা এক সৌমালংঘনকারী জাতি ।

إِن كُمْ تَتَّاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ  
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝

৮৩। তখন ইহা ছাড়া তাহার জাতির আর কোন উত্তর ছিল না যে, তাহারা (নোকদিগকে) বলিল, 'তোমরা তোমাদের শহর হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দাও, কেননা তাহারা এমন লোক যে, নিজেদের পবিত্রতার বড়াই করিতেছে।'

৮৪। সূতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিলাম—কেবল তাহার স্ত্রী ব্যতীত, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮৫। আমরা তাহাদের উপর এক প্রবল (শিলা-) রুষ্টি বর্ষণ করিলাম; অতএব দেখ, অপরাধীদের পরিণাম কি হইয়াছিল।'

১০  
[১২]  
১৭

৮৬। এবং মিদিয়ান বাসীদের নিকট (পাঠাইয়াছিলাম) তাহাদের ভাই শোআয়্বকে। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নাই। অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। সূতরাং তোমরা মাপ এবং ওজন পূরা দাও এবং নোকদিগকে তাহাদের জিনিষপত্র কম দিও না এবং পৃথিবীতে উহার সংশোধনের পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিও না; ইহা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর, যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক;

৮৭। এবং তোমরা রাস্তায় রাস্তায় (এই উদ্দেশ্যে) বসিয়া থাকিও না যাহাতে তোমরা তাহাদিগকে ভয় দেখাও এবং আল্লাহর পথ হইতে নিরুত্ত রাখ যাহারা তাহার উপর ঈমান আনে, এবং উহাকে বন্ধ করার চেষ্টা কর। এবং সমরণ কর যখন তোমরা স্বল্প ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি করিলেন। এবং লক্ষ্য কর, বিশৃঙ্খলাকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল!

৮৮। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যদি কোন দল এরূপ থাকে, যাহারা উহার উপর ঈমান আনিয়াছে, যাহা দিয়া আমি প্রেরিত হইয়াছি এবং কোন দল এমন থাকে যাহারা ঈমান আনে নাই, তাহা হইলে ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন। এবং তিনিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ  
فَمَنْ قَرَّبَيْكُمْ لِنُفْسِهِمْ أَنْتُمْ لَا تَنْظُرُونَ ﴿٨٣﴾

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٤﴾

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٥﴾

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ  
مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عِزَّةٌ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ  
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْوِزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا الْبِئْسَ عَذَابٌ  
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ  
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٦﴾

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوهَا عِوَجًا  
وَإِذْ كُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَشَرْتُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ  
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٧﴾

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ  
بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ  
بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٨﴾

৮৯। তাহার জাতির প্রধান ব্যক্তিবর্গ যাহারা অহংকার করিত, বলিল, 'হে শোআয়্ব! অবশ্যই আমরা তোমাকে এবং ৩ সকল লোককে যাহারা তোমার সহিত ঈমান আনিয়াছে, আমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া দিব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে।' সে বলিল, যদি আমরা অপসন্দ করি, তবু ও কি ?

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُحْيِيَنَّكَ  
يُسْعِيْبٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَوْمِنَا لَتَتَّوَدُنَّ  
فِي مَلِيْنَانَا قَالِ اَوْ لَوْ كُنَّا كَوْمِيْنَ ۝

৯০। যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরিয়া যাই, ইহার পরও যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে উহা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইলে (ইহার অর্থ হইবে যে), আমরা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছিলাম। এবং আমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বাতীত উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে, আমাদের প্রভু সকল বস্তুকে জান দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আল্লাহ্‌র উপরই আমরা নির্ভর করি। (সূত্রঃ) হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে মধ্যস্থভাবে মীমাংসা করিয়া দাও, কেননা তুমি উত্তম মীমাংসাকারী।

قَدْ اَفْرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ  
اِذْ جَعَلْنَا اللّٰهَ مِنْهَا وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا  
اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا  
عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا  
بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ۝

৯১। এবং তাহার জাতির প্রধান ব্যক্তিবর্গ যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'যদি তোমরা শোআয়্বকে অনুসরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'।

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيْنَ اَبْعَثْنَهُ  
سُعِيْبًا اِنْ كُنْتُمْ اِذًا لَّخَيْرُوْنَ ۝

৯২। অতঃপর, এক ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহে উপড় হইয়া পড়িয়া রহিল;

فَاَخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَمِيْنًا ۝

৯৩। যাহারা শোআয়্বকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা যেন কখনও সেখানে বাস করে নাই। যাহারা শোআয়্বকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا سُعِيْبًا كَانَ لَمْ يَفْعَلُوْا فِيْهَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا  
سُعِيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৯৪। তখন সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নইল এবং বলিল, 'হে আমার জাতি! অবশ্যই আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বানী পৌছাইয়া দিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম। অতএব, এখন আমি কিরাপে কাফের জাতির জন্য দুঃখ করিব।'।

فَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلِيْ رَبِّيْ  
وَاصْصَبْتُ لَكُمْ كَلِيْمًا اَنْتُمْ عَلَى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

৯৫। এবং আমরা কখনও এমন কোন জনপদে কোন নবী পাঠাই নাই যাহার অধিবাসীদিগকে আমরা অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা ধৃত করি নাই যেন তাহারা বিনয়ানত হয়।

وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَوْمِيْهِ مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا  
بِالْبٰسِ اَسْوَا وَالْفِتْرٰةِ لَعَلَّهُمْ يَضُرُّوْنَ ۝

১৬। অতঃপর, আমরা (তাহাদের) মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় বদলাইয়াছিলাম, যে পর্যন্ত না তাহারা (ধনে-জনে) বাড়িয়া গিয়াছিল; তখন তাহারা বলিতে লাগিল, “আমাদের পিতৃ-পুরুষগণের উপর দুঃখ ও সূখ আসিত (আমাদের জন্য ইহা নূতন নহে)। অতএব, অকস্মাৎ আমরা তাহাদিগকে প্রমত্তাবস্থায় ধৃত করিলাম যে তাহারা বৃথিতেও পারে নাই।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ النَّيْتَةِ الْحَسَنَةَ خِمْعَمَوًا وَقَالُوا  
قَدْ مَنَّ آبَاؤُنَا الضَّرَّاءَ وَالسَّرَّاءَ فَأَعْمَلْنَا لَكُمْ بَعَثَةً  
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦﴾

১৭। এবং যদি সেই সকল শহরের অধিবাসীরা ঈমান আনিত এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তাহাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ার খুলিয়া দিতাম, কিন্তু তাহারা (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, সুতরাং তাহারা যাহা অর্জন করিয়া আসিতেছিল উহার জন্য আমরা তাহাদিগকে ধৃত করিলাম।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم  
بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم  
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

১৮। এই সকল শহরের অধিবাসীরা কি এই বিষয়ে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি রাক্তিকালেও আসিতে পারে যখন তাহারা ঘুমন্ত থাকিবে ?

أَقَامِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٨﴾

১৯। অথবা এই সকল শহরের অধিবাসীরা কি এই বিষয়ে নিরাপদ হইয়াছে যে, তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি পূর্বাঙ্কেও আসিতে পারে যখন তাহারা খেলা-ধনায় মত্ত থাকিবে ?

أَوْ أَمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفًا وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿١٩﴾

১০০। তাহারা কি আল্লাহর পরিকল্পনা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে ? সন্নরপ রাখ, আল্লাহর পরিকল্পনা হইতে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি বাতিরেকে কেহ নিজদিগকে নিরাপদ মনে করে না।

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ  
الْخَاسِرُونَ ﴿٢٠﴾

১০১। যাহারা (বংশানুক্রমে) ভূমির উত্তরাধিকারী হইয়াছে উহার (পূর্ব) অধিবাসীদের পরে, তাহাদিগকে কি ইহা হেদায়াত দেয় নাই যে, আমরা চাহিলে তাহাদের পাপসমূহের জন্য তাহাদিগকেও শাস্তি দিতে পারি এবং তাহাদের হাদয়ের উপর মোহরও মারিয়া দিতে পারি, ফলে তাহারা (হেদায়াতের কথা) শুনিবে না।

أَوْ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَدْوِهَا  
أَن لَّوْنَاءُ أَصْنَبُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَطَبَعْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ  
فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾

১০২। এইগুলি হইল ঐ সকল জনপদ, যাহাদের রক্তান্ত হইতে কতকংশ আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং অবশ্যই তাহাদের নিকট তাহাদের রস্নগণ স্পষ্ট

بَلَىٰ الْقُرَىٰ تَقَصُّ عَلَيْكَ مِن آبَائِهَا ۗ وَلَقَدْ  
جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا

নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা সৈমান আনয়ন করার মত নোক ছিল না—যেহেতু তাহারা ইতিপূর্বে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। আল্লাহ্ এইভাবে কাফেরদের হাদয়ের উপর মোহর মারিয়া দেন।

كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ  
الْكَافِرِينَ ①

১০৩। আমরা তাহাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকারে (পালনকারী) পাই নাই, বরং তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা দুষ্কৃতিপরায়ণ পাইয়াছি।

وَمَا وَجَدْنَا إِلَّا كَثْرَهُمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا  
أَكْثَرَهُمْ لَفَٰسِقِينَ ②

১০৪। অতঃপর, তাহাদের পরে আমরা মুসাকে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন এবং তাহার নেতৃবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহাদের প্রতি অনায় আচরণ করিল। অতএব দেশ, বিশ্বশ্রমিকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ  
وَمَلَائِكَةٍ فَظَلَمُوا بِهَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ ③

১০৫। এবং মুসা বলিল, 'হে ফেরাউন! নিশ্চয় আমি সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত রসূল;

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعَوْنَ أَنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ④

১০৬। ইহাই ন্যায়-সঙ্গত যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য বাস্তব আমি যেন কোন কিছু না বলি। আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতেই এক সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি। অতএব, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে যাইতে দাও।

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ  
بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ⑤

১০৭। সে (ফেরাউন) বলিল, 'তুমি যদি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তাহা হইলে উহা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।'

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ  
الصَّٰدِقِينَ ⑥

১০৮। সূতরাং সে তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, এবং কি আশ্চর্য! নিমিষে উহা এক স্পষ্ট অজগর রূপে পরিদৃষ্ট হইল।

فَأَلْفَ عَصَاةٍ وَإِذَا هِيَ تُجِبُّكَ فَجِئْنَا ⑦

১০৯। এবং সে তাহার হাত বাহির করিয়াছিল এবং কি আশ্চর্য! উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে ধূ ধূপে শুভ্র (দৃশ্যমান) হইয়া গেল।

وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ⑧

১১০। ফেরাউনের জাতির নেতৃবর্গ বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর,

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ⑨

১১১। সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে চাহে; এখন কি পরামর্শ দাও তোমরা?'

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَأَذًا تَأْمُرُونَ ⑩

১১২। তাহারা বলিল, 'তাহাকে এবং তাহার ডাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং শহরে-বন্দরে সমবেতকারীদিগকে পাঠাও,

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَبِيرِينَ ﴿١١٢﴾

১১৩। তাহারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে যেন তোমার সমীপে নইয়া আসে।'

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٣﴾

১১৪। এবং যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইল, (এবং) বলিল, 'আমরা জয়লাভ করিলে অবশ্যই আমাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দিতে হইবে।'

وَجَاءَ النَّحْوَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٤﴾

১১৫। সে বলিল, 'হাঁ, তদুপরি তোমরা আমার দরবারে নৈকটাপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٥﴾

১১৬। তাহারা বলিল, 'হ মুসা! তুমি কি (প্রথমে) নিষ্ক্রেপ করিবে অথবা আমরা (প্রথম) নিষ্ক্রেপকারী হইব?'

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى رِأْسًا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُلْقِينَ ﴿١١٦﴾

১১৭। সে বলিল, 'তোমরা নিষ্ক্রেপ কর' অতঃপর, যখন তাহারা নিষ্ক্রেপ করিল, তাহারা লোকদের চক্ষু যাদু করিল এবং তাহাদিগকে ভীতি-বিহ্বল করিয়া ফেলিল এবং তাহারা এক মহা যাদু উপস্থাপন করিল।

قَالَ الْفُؤَاءُ فَلَمَّا الْقَوْاسُ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِخِزْيَانِ عُنُقِهِمْ ﴿١١٧﴾

১১৮। এবং আমরা মুসার প্রতি ওহী করিলাম যে, তুমি তোমার মাঠি নিষ্ক্রেপ কর; এবং কি আশ্চর্য! উহা গ্রাস করিতে লাগিল উহাকে যাহা তাহারা মিথ্যারূপে উপস্থাপন করিতেছিল।

وَأَوْجِبْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٨﴾

১১৯। তখন সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়াছিল উহা বৃথা সাবাস্ত হইল।

مَوَعَظَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٩﴾

১২০। এই রূপে তাহারা তথায় পরাস্ত হইল এবং পরিণামে নাস্তিত হইল।

فَقُلْنَا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صُغُرٍ ﴿١٢٠﴾

১২১। এবং যাদুকরেরা সেজদায় পড়িতে বাধ্য হইল।

وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِهْرَهُمْ ﴿١٢١﴾

১২২। তাহারা বলিল, 'আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম,

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। যিনি মুসা এবং হারুনের প্রভু।'

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। ফেরাউন বলিল, 'আমি তোমাদিগকে অনর্থাৎ দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছ। নিশ্চয় ইহা এক গভীর চক্রান্ত, যাহা তোমরা সকলে মিলিয়া এই শহরে করিয়াছ, যাহাতে তোমরা সেখান হইতে ইহার অধিবাসীদিগকে বহিষ্কার করিয়া দিতে পার, অতএব তোমরা অচিরেই (ইহার ফল) জানিতে পারিবে।

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمْتَمْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَذُنَ لَكُمْ اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْهَا مِنْهَا اَهْلَهَاۙ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের হাত-পা (অবাধতার জন্য) আড়াআড়িভাবে কাটিয়া দিব। অতঃপর, অবশ্যই তোমাদের সকলকে ক্রুশ বিদ্ধ করিব।'

لَا قَطْعَنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِيْ ثُمَّ لَا مَسِيْرَ لَكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই ফিরিয়া যাইব।

قَالُوْا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ নইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন এগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের দৈর্ঘ্য দান কর এবং আমাদের আশ্রয়-সমপর্নকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

وَمَا تَتَّقُمْ مِّنَّا اِلَّا اَنْ اَمَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّاَتُوْقُنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। এবং ফেরাউনের জাতি হইতে নেতৃবর্গ বলিল, 'তুমি কি মুসা ও তাহার জাতিকে ছাড়িয়া দিয়াছ যেহেতু তাহারা ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় এবং তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদিগকে বর্জন করে?' সে বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তাহাদের পুত্রদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করিব এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিব, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর প্রবল।'

وَقَالَ الْمَلَاۤئِكَةُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَدْرُسُوْهُ وَاَقْرَبُوْهُ لِيُقْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَدْرُكَ وَاِلٰهَتِكُمْ قَال سَنُقْتِلُ اِبْنَاءَهُمْ وَاَنۡسَجِيْ نِسَاءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। মুসা তাহার জাতিকে বলিল, 'তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং দৈর্ঘ্য ধারণ কর, নিশ্চয় বিশ্বজগৎ আল্লাহরই, তিনি তাহার বান্দগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা ইহার উত্তরাধিকারী করেন, এবং (উত্তম) পরিণাম মুত্তাকীগণের জন্য।'

قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاَصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُؤْتِيْهَا مَنۡ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۙ وَ الْغٰفِقَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٩﴾

১৩০। তাহারা বলিল, 'আমাদের নিকট তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদের নির্যাতন করা হইত এবং আমাদের নিকট তোমার আগমনের পরেও (নির্যাতন করা হইতেছে)।' সে বলিল, 'অচিরেই তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিবেন, এবং তিনি তোমাদিগকে এই ভূ-পৃষ্ঠে স্থলভিত্তিক করিয়া দিবেন, অতঃপর তিনি দেখিবেন যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর।'

قَالُوْا اَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَاَمِنۡ بَعْدِ مَا جِئْتَنَاۙ قَالَ عَلٰى وَاٰلِكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوْكُمْ وَاِنَّ يَسْخَرُ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ يَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১। এবং আমরা ফেরাউনের জাতিকে (বহু বৎসরের) অনার্যুটি এবং ফল-ফলাদির অভাব দ্বারা ধৃত করিয়াছিলাম, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقِصِ فَيْنِ  
الشَّرْبِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٣١﴾

১৩২। কিন্তু যখন তাহাদের উপর সুখ-শান্তি আসিত, তাহারা বলিত, 'ইহা আমাদেরই জন্য'। কিন্তু যখন তাহাদিগকে দুঃখ-দুর্দশা ক্রিষ্ট করিত তখন উহাকে তাহারা মুসা এবং তাহার সঙ্গীদের দরুণ অশুভ লক্ষণ মনে করিত। মন দিয়া শুন ! তাহাদের অশুভ লক্ষণ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অবগত নহে।

فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ لُنُجْمٌ  
سَيِّئَةٌ نَّظِيرَ الْيُسُوفِ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا إِنَّمَا  
طَّرِهُمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْذَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং তাহারা বলিত, 'তুমি আমাদের নিকট যত নিদর্শনই উপস্থাপন করিবে যাহাতে তুমি উহা দ্বারা আমাদের উপর যাদু করিতে পার, আমরা কখনও তোমার উপর ঈমান আনিব না।'

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتُشْحَرَتَا بِهِمَا  
فَمَا نَكُنُ لَكَ يَوْمَئِذٍ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। তখন আমরা তাহাদের উপর বড়-তুফান এবং পলপাল এবং উকুন এবং ব্যাঙ এবং রক্ত পাঠাইলাম— স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রূপে, তবুও তাহারা অহংকার করিল এবং তাহারা অপরাধী জাতিতে পরিণত হইল।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ  
وَالضَّفَادِعَ وَالذَّمَارِيبَ مُفَضَّلَاتٍ فَأَسْكَبُوا  
وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। এবং যখনই তাহাদের উপর নিদারুণ শাস্তি আপতিত হইয়াছে, তাহারা বলিয়াছে, 'হে মুসা ! তোমার সহিত তোমার প্রভু যে অস্বীকার করিয়াছেন সেই অনযায়ী তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর; যদি তুমি আমাদের উপর হইতে এই জঘনা নিদারুণ শাস্তি অপসারণ করিয়া দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সহিত পাঠাইয়া দিব।'

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ  
يُبَاعِعِهِمْ عِنْدَكَ لِنَكْشِفَ عَنْكَ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ  
لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। কিন্তু যখনই আমরা তাহাদের উপর হইতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঐ নিদারুণ শাস্তি অপসারণ করিয়া দিতাম যদ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইত, কি আশ্চর্য ! তখনই তাহারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিত।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى آجَلٍ هُمْ بِالْغُفْوَةِ  
إِذَا هُمْ يَنْتُهِونَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭। সূত্রান্তে আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করিলাম, কেননা তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং উহাদের সম্বন্ধে তাহারা গাফেল ছিল।

فَأَنقَضْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَضْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا  
بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٧﴾



কালান মালোউ-২

১৩৮। এবং আমরা সেই জাতিকে, যাহারা দুর্বল বলিয়া গণ্য হইত, সেই দেশের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম, যাহাকে আমরা আশিসমণ্ডিত করিয়াছিলাম। এবং বনী ইসরাঈলের উপর তোমার প্রভুর উত্তম বানী পরিপূর্ণ হইল, এই জন্য যে, তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল; এবং ফেরাউন ও তাহার জাতি যাহা কিছু শিল্পকার্য করিতেছিল এবং যাহা কিছু উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করিতেছিল, সে সকলই আমরা ধ্বংস করিয়া দিলাম।

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِيقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّيَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ وَحَاصِرُوا دَمْرَمًا مَا كَانَ يُصَنِّعُ فِرْعَوْنُ وَوَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯। এবং আমরা বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করাইয়া দিলাম; অতঃপর তাহারা এমন এক জাতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল যাহারা তাহাদের প্রতিমাসমূহের সমুখ ধ্যানমগ্ন ছিল। তাহারা বলিল, 'হে মুসা! আমাদের জন্য একরূপ উপাস্য তৈরী করিয়া দাও যেরূপ উপাস্য তাহাদের আছে।' সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমরা একটি অস্ত্র জাতি;

وَمَا كُنَّا نَدْعُو إِلَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَقْرَأَهُمْ قَوْمٌ يُفَكِّمُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ ۗ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۗ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٩﴾

১৪০। নিশ্চয় তাহারা যাহাতে নিগু আছে উহা ধ্বংস করা হইবে এবং তাহারা যাহা কিছু কর্ম করিতেছে তাহা বৃথা যাইবে।'

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُم بِفِيهِ وَبِطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

১৪১। সে বলিল, 'আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ বাতিরেকে অন্য উপাস্য অনুমোদন করিব। অথচ তিনি তোমাদিগকে সকল জগতের উপর শ্রেষ্ঠ দান করিয়াছেন?'

قَالَ أَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي تَبَعُوا إِلَهُاتِهِمْ ۗ قَالُوا قَدْ كُنَّا كَانُوا عَلَىٰ الْكَلْبِينَ ﴿١٤١﴾

১৪২। এবং (সম্মুখ কর) যখন আমরা তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতির হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, যাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত। এবং ইহার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য এক মহা পরীক্ষা ছিল।

وَأَذَانًا مِّنكُمْ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سَوْمًا الْعَدَابِ ۖ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤٢﴾

১৬  
[১২]  
৬

১৪৩। এবং আমরা মুসাকে ত্রিশ রাত্রির প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম এবং ঐগুলিকে আমরা দশ (রাত্রি) দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলাম। এইভাবে তাহার প্রভুর নির্ধারিত সময় ত্রিশ রাত্রিতে পূর্ণ হইল, এবং মুসা তাহার ডাই হারুনকে বলিল, 'তুমি (আমার অনুপস্থিতিতে) আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, এবং তাহাদের সংশোধন করিবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না।'

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا فِي عَشْرِ فَنَمَّرَ مِيعَاتِ رَبِّهِ آدِيعِينَ لَيْلَةً ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। এবং যখন মূসা আমাদের নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত স্থানে আসিল এবং তাহার প্রভু তাহার সহিত বাক্যলাপ করিলেন, সে বলিল, 'হে আমার প্রভু। তুমি আমাকে দর্শন দান কর যেন আমি তোমার দিকে তাকাইতে পারি।' তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে আদৌ দেখিতে পারিবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও; অতএব, যদি ইহা স্বস্থানে স্থির থাকে তাহা হইলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখিবে।' এবং যখন তাহার প্রভু ঐ পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতির্বিকাশ করিলেন, তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন এবং মূসা সংস্রাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর, যখন সে সংস্রা ফিরিয়া পাইল, সে বলিল, 'তুমি সকল ভ্রুটি হইতে পবিত্র, আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি এবং আমি মো'মেনগণের মধ্যে প্রথম।'।

১৪৫। তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি আমার পয়গামসমূহ দ্বারা এবং কানাম দ্বারা (সমসাময়িক) সকল মানবের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলাম; অতএব, দৃঢ়ভাবে ধারণ কর যাহা আমি তোমাকে দান করিতেছি এবং কৃতজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত হও।'।

১৪৬। এবং আমরা তাহার জন্য কতক ফলকের উপর প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং সব কিছুর ব্যাখ্যা লিখিয়া দিলাম। 'সূতরাং উহাদিগকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখ এবং তোমার জাতিকে আদেশ কর যেন তাহারা উহার উৎকৃষ্ট বিষয়াবলীকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে; অচিরেই আমি তোমাদিগকে দৃষ্টিপরায়ণদের আবাসস্থল দেখাইব।'।

১৪৭। অচিরেই আমি ঐ সকল লোককে আমার নিদর্শনসমূহ হইতে দূরে সরাইয়া দিব, যাহারা অন্যান্যভাবে ভ্রুপৃষ্ঠে অহংকার করিয়া বেড়ায়, এবং তাহারা যদি সকল প্রকার নিদর্শনও দেখে, তবু তাহারা উহাদের উপরে ঈমান আনিবে না; এবং যদি তাহারা ধর্মপরায়ণতার পথ দেখে, তথাপি তাহারা উহাকে পথ হিসাবে অবলম্বন করিবে না; কিন্তু যদি তাহারা বিপথগামিতার পথ দেখে, তাহা হইলে তাহারা উহাকে পথ হিসাবে অবলম্বন করিবে। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা উহা সম্বন্ধে গাফেল ছিল।

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِبَيْعَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ نُنظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا بَدَّلْنَا رَبُّهُ لَلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُدِّئْتُ بِكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

قَالَ يُوسَىٰ إِنِّي اضْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي ۖ وَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَنَفِيًّا ۖ لِكُلِّ شَيْءٍ فَخْذٌ مَّا يَفْعُوهُ وَأَمُرٌ قَوْمَهُ بِأَخْذِهَا بِحَبْنٍ ۖ سَاءَ دَرِيئًا دَارَ الْفَاقِينَ ۝

سَاءَ صُوفٍ عَنِ الْإِيَّ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةً لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝

১৪৮। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে এবং পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে— তাহাদের কৃত-কর্ম নিশ্চল হইয়াছে। তাহারা যাহা করিতেছে তাহাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَبِقَارِئِ السَّاعَةِ حَبِطَتْ أَعْيُنُهُمْ  
هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯। এবং মূসার জাতি তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা তৈরী করিল একটি গোবৎস— একটি (প্রাণহীন) দেহ যাহার মধ্যে হইতে হান্না-রুব বাহির হইত। তাহারা কি ইহা দেখে নাই যে, ইহা তাহাদের সহিত কথা বলে না এবং তাহাদিগকে কোনও পথে পরিচালিত করে না? তাহারা ইহাকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা ছিল যানেম।

وَاتَّخَذُوا قَوْمَ مُوسَىٰ مِنْ خَلْفِهِمْ عِجْلًا  
جَسَدًا لَهُ خَوَاطِرَ الْمُرُوءَةِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا  
يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٩﴾

১৫০। এবং যখন তাহারা যারপর নাই অন্তর্ভুক্ত হইল এবং দেখিল যে, বস্তুতঃই তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা বলিল, 'যদি আমাদের প্রভু আমাদের উপর রহম না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا  
قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ  
الْخَاسِرِينَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। এবং যখন মূসা ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ অবস্থায় তাহার জাতির নিকট ফিরিল, সে বলিল, 'তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে যাহা প্রতিনিষিদ্ধ করিয়াছ উহা কতইনা মন্দ! তোমরা কি তোমাদের প্রভুর আদেশের (অপেক্ষা না করিয়া পথ উভাবনের) ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করিয়াছ?' এবং সে ফলকগুলি (ভূমিতে) রাখিয়া দিল এবং নিজ প্রাতার মাথা ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। সে (হারান) বলিল, 'হে আমার মায়ের পুত্র! নিশ্চয় এই জাতি আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে হত্যা করিতে উদাত্ত হইয়াছিল। সূত্রাং তুমি আমাকে শত্রুদের নিকট হাস্যাস্পদ করিও না এবং আমাকে অত্যাচারী জাতির অন্তর্ভুক্ত করিও না।'

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ  
بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْمَلْتُمْ أَمْرًا مَّرْكُومًا  
وَأَتَى الْأَلْوَابَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ  
قَالَ ابْنُ أُمِّ إِرَانَ الْقَوْمُ اسْتَضَعْفُونِي وَكَادُوا  
يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشَيْتُمْ لِي الْإِعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلُونِي  
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

১৫২। সে (মূসা) বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উরুয়কে তোমার রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট কর, কেননা তুমিই রহমকারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রহমকারী।'

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ  
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। নিশ্চয় যাহারা গোবৎসকে (উপাস্য রূপে) গ্রহণ করিয়াছে অচিরেই তাহাদের উপর তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে বর্ষিত হইবে ক্রোধ এবং ইহাঙ্গীভবনে জাঙ্গনা। এবং এইভাবে আমরা মিথ্যা বটনাকারীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْبَعَالَ سَيِّئًا لَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ  
وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪ । এবং যাহারা মন্দ কাজ করে এবং ইহার পর তওবা করে এবং ঈমান আনে, নিশ্চয় তোমার প্রভুই ইহার পর অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

১৫৫ । এবং যখন মূসার জ্ঞোধ প্রশমিত হইল, সে ফলকগুলিকে তুলিয়া লইল, যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করে তাহাদের জন্য উহার (ফলকের) লেখাগুলির মধ্যে হেদায়াত এবং রহমত ছিল ।

১৫৬ । এবং মূসা নিজ জাতি হইতে সত্তর জন লোককে আমাদের নির্ধারিত স্থানে এবং নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাতের জন্য বাছিয়া লইল । অতঃপর, যখন ভূমিকম্প তাহাদিগকে অঘাত হানিল, সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! যদি তুমি ইচ্ছা করিতে তাহা হইলে তুমি (ইহার) পূর্বেই তাহাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতে । আমাদের মধ্য হইতে নির্বাধরা যে কাজ করিয়াছে তাহার জন্য কি তুমি আমাদের পক্ষ করিয়া দিবে ? ইহা তোমার পক্ষ হইতে এক পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নহে, ইহা দ্বারা তুমি যাহাকে চাহ পথপ্রষ্ট সাবাস্ত কর এবং যাহাকে চাহ হেদায়াত দাও; তুমি আমাদের রক্ষক, অতএব তুমি আমাদের পক্ষ কর এবং আমাদের উপর রহম কর, কেননা তুমি ক্ষমাকারীগণের মধ্যে সর্বোত্তম;

১৫৭ । এবং তুমি আমাদের জন্য এই দুনিয়াতে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও; নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে অনুরোধের সহিত ফিরিয়াছি ।' তিনি বলিলেন, 'আমি যাহাকে চাই আমার আশা দিয়া থাকি; কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে—

১৫৮ । যাহারা এই রসূল, উম্মী নবীকে অনুসরণ করে, যাহার নাম তাহারা তাহাদের নিকট তওরাত ও ইনজীলে লিখিত দেখিতে পায় । সে তাহাদিগকে পূণ্য কর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করে, এবং তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তুসমূহকে তাহাদের উপর হারাম করে এবং তাহাদের বোঝা এবং

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُرْتَابًا إِنَّ رِجْزَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٥٤﴾  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُرْتَابًا إِنَّ رِجْزَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٥٤﴾

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضِبَ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِيهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٥﴾  
وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضِبَ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِيهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٥﴾

وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا رِيشًا قَالُوا قَدْ جَاءَنَا بِالْبُرْهَانِ بَصَاطًا وَجْهًا فَآخَرْنَا وَمَا كُنَّا بِنُورِهِمْ سَابِقِينَ ﴿١٥٦﴾  
وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا رِيشًا قَالُوا قَدْ جَاءَنَا بِالْبُرْهَانِ بَصَاطًا وَجْهًا فَآخَرْنَا وَمَا كُنَّا بِنُورِهِمْ سَابِقِينَ ﴿١٥٦﴾

وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا أَوْلَىٰ أَلَيْسَ بِكَ قَالَ عَلِيُّ أُبَيْدٌ بِهِ مَن أَنشَأَ وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَلْتُمَا لِلَّذِينَ يَقُولُونَ وَيُقِيمُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٧﴾  
وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا أَوْلَىٰ أَلَيْسَ بِكَ قَالَ عَلِيُّ أُبَيْدٌ بِهِ مَن أَنشَأَ وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَلْتُمَا لِلَّذِينَ يَقُولُونَ وَيُقِيمُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٧﴾

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَبِئْسَ لَهُمْ عَنِ الشُّكْرِ وَيَجِلُّ لَهُمُ الْحَبِيبُ وَيُحِزُّهُمْ عَلَيْهِمْ الْحَبِيبُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ  
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَبِئْسَ لَهُمْ عَنِ الشُّكْرِ وَيَجِلُّ لَهُمُ الْحَبِيبُ وَيُحِزُّهُمْ عَلَيْهِمْ الْحَبِيبُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

তাহাদের গনার বেড়ি যাহা তাহাদের উপর চাপিয়া ছিল, তাহা তাহাদের উপর হইতে দূরীভূত করে। সূতরাং যাহারা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাকে সম্মান ও সমর্থন দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে এবং সেই নূরের অনুসরণ করিয়াছে যাহা তাহার সহিত নাযেল করা হইয়াছিল—ইহারা ই সফল কাম।'

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۚ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُمْ الْمَلَائِكَةُ ۗ

১৫৯। কুমি বল, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রসূল, যিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী। তিনি বাতিল কোন মা'বুদ নাই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মুক্তা ঘটান। অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর এবং তাহার এই রসূল, উম্মী নবীর উপর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ এবং তাহার বাণী সমূহের উপর, এবং তোমরা তাহাকে অনুসরণ কর যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جِئْتُ بِالْحَقِّ ۗ وَاللَّهُ الْمَلِكُ السَّمِيدُ وَالْأَرْضُ لِلَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ فَأَمَّا مَنْ أَمَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْاِنْفِي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوا نِعْمَتَهُمْ تَهْتَدُونَ ۗ

১৬০। এবং মূসার জাতির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে যাহারা সত্যের সাহায্যে (লোকদিগকে) পথ প্রদর্শন করে এবং উহার সাহায্যে ন্যায় বিচার করে।

وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ آمَنُوا بِرُوحِنَا وَبِعَذَابِنَا ۗ

১৬১। এবং আমরা তাহাদিগকে বার্মাট গোন্ধে বিভক্ত করিলাম স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে। এবং মূসার জাতি যখন তাহার নিকট পানি চাহিয়াছিল তখন আমরা তাহার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) যে, 'তুমি তোমার নাটি দ্বারা প্রপাঙ্কের উপর আঘাত কর,' অতঃপর, উহা হইতে বার্মাট স্বরূপা নির্গত হইয়া সজোরে প্রবাহিত হইল, প্রত্যেক গোত্র স্ব স্ব ঘাট চিনিয়া লইল। এবং আমরা তাহাদের উপর মেঘের ছায়া করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের জন্য মাদ্রা এবং সালগুয়া নাযেল করিয়াছিলাম (এবং আমরা বলিয়াছিলাম) 'আমরা তোমাদিগকে যে পবিত্র রিসূক দিয়াছি উহা হইতে খাও; এবং তাহারা আমাদের উপর অত্যাচার করে নাই, বরং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করিতেছিল।

وَقَطَعْنَاهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ سَبْعًا اَمْثَا وَاَوْحَيْنَا اِلَىٰ مُوسَىٰ اِذَا اسْتَسْقَمَتْ قَوْمُهُ اِنِ اضْرِبْ بِصَخْلِكَ الْحَجَرَةَ فَاَنْبَجَتْ مِنْهُ اِثْنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَهُمْ ۗ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ النَّعَامَ وَانزَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَاٰلٰئِكُنَا اَنْفُسُهُمْ يٰظٰلِمُوْنَ ۗ

১৬২। এবং (সম্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তাহাদিগকে বনা হইয়াছিল, 'তোমরা এই শহরে বসবাস কর এবং উহা হইতে যথেষ্ট আহার কর এবং বল, 'হে আল্লাহ! আমাদের) বোকা হানকা করিয়া দাও,' এবং বিনয়ের সহিত দরওয়াজা দিয়া প্রবেশ কর, আমরা তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিব; নিশ্চয় আমরা সংকর্ষণীলগণকে সমূহ করিব।'

وَاذْقِلْ لَهُمْ سَكُنًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَاذْعَلُوْا اِلَيْهَا نَبِيًّا ۗ وَرَفَعْنَا لَكُمْ ذِكْرَكُمْ ۗ سَتَرْنَا لَكُمْ اَعْيُنَكُمْ ۗ

১৬৩। কিন্তু তাহাদিগকে যে কথা বলা হইয়াছিল উহার পরিবর্তে তাহারা—যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে অত্যাচার করিয়াছিল—অন্য এক কথা বদলাইয়া কেননা, সূত্রাং আমরা তাহাদের উপর আকাশ হইতে জঘন্য শাস্তি প্রেরণ করিলাম কেননা তাহারা অত্যাচার করিয়াছিল।

২০  
[৫]  
১০

১৬৪। এবং তুমি তাহাদিগকে সেই শহর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর যাহা সমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল, যখন তাহারা সাবাতের হুকুম লংঘন করিত, যখন তাহাদের মাছ তাহাদের সাবাতের দিনে (পানিতে ভাসিয়া) তাহাদের নিকট আসিত এবং যে দিন তাহারা সাবাত পালন করিত না, তাহাদের নিকট উহারা আসিত না, এইভাবে আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম কেননা তাহারা দুষ্কর্ম করিত।

১৬৫। এবং যখন তাহাদের একদল (অনাদলকে) বলিল, 'তোমরা কেন এমন এক জাতিকে উপদেশ দিতেছ, যাহাদিগকে আল্লাহ্ ধ্বংস করিতে অথবা কঠোর শাস্তি দিতে চানিয়াছেন? তাহারা বলিল, 'তোমাদের প্রভুর সম্মুখে (সোমামস্ত হওয়ার) অজুহাত পেশ করার জন্য এবং যেন তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে।'

১৬৬। অতঃপর, তাহাদিগকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, যখন তাহারা উহা ভুলিয়া গেল, তখন আমরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম যাহারা মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিত এবং আমরা যানেমদিগকে এক কঠোর শাস্তিতে ধৃত করিলাম—কেননা তাহারা দুষ্কর্ম করিত।

১৬৭। অতঃপর, যে বিষয় হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল যখন তাহারা উহাকে নিপ্রোহিতাপূর্বক 'মমানা করিল, তখন আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, লাঞ্চিত বানর হইয়া যাও।'

১৬৮। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করিলেন যে, নিশ্চয় তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোকদিগকে অভীক্ষিত করিতে থাকিবেন, যাহারা তাহাদিগকে কষ্টদায়ক শাস্তি দিতে থাকিবেন; নিশ্চয় তোমার প্রভু শাস্তি দানে বড়ই তৎপর এবং নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

قَبِلَ الَّذِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿٢٠﴾

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاصِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَاعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كُنُوزُهُمْ نَبَلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢١﴾

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لِيَإِلهِ مَهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مِعْذِرَةً إلی رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اتَّخَذْنَا لِدِينِهِمْ عَن السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ رَبِّهِمْ إِنَّمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٣﴾

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ فَلَمَّا لَهُمْ لُؤْلُؤًا فَرْدَةً خَسِيبُونَ ﴿٢٤﴾

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٦﴾

১৬৯। এবং আমরা তাহাদিগকে (পৃথক পৃথক) জাতিতে বিভক্ত করিয়া তু-পৃষ্ঠে ছড়াইয়া দিলাম, তাহাদের মধ্যে কতক আছে পূণ্যবান এবং তাহাদের মধ্যে কতক আছে ইহা হইতে অন্য রকম। এবং আমরা তাহাদিগকে ডান এবং মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিলাম যেন তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

১৭০। কিন্তু তাহাদের পরে (খারাপ) বংশধর তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল, যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইল। তাহারা এই তুচ্ছ পার্থিব ধন-সম্পদ গ্রহণ করিল এবং বলিল, 'নিশ্চয় আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে।' কিন্তু তাহাদের নিকট (পুনরায়) যদি উহার অনুরূপ আরও সম্পদ আসে তাহা হইলে তাহারা উহাও গ্রহণ করিবে। তাহাদের নিকট হইতে কি কিতাবের অঙ্গীকার লওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে সত্য বাতিরেকে (কিছু) বলিবে না? যাহা কিছু উহাতে আছে তাহা তাহারা পাঠ করিয়াছে। এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য পরকালের আবাস অতি উত্তম। তবুও কি তোমরা বৃদ্ধি-বিবেচনা করিবে না?

১৭১। এবং যাহারা কিতাবকে মযবুত ভাবে ধরিয়া আছে এবং নামায কায়েম করে, নিশ্চয় আমরা পূণ্যবানগণের প্রকারকে কখনও বিনষ্ট করিব না।

১৭২। এবং যখন আমরা পাহাড়কে তাহাদের উপর দৌলুলামান করিয়াছিলাম যেন ইহা একটি সামিয়ানা, এবং তাহারা মন করিয়াছিল যে, উহা তাহাদের উপর পতিত হইবে, (আমরা বলিলাম) আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা শক্ত ভাবে ধরিয়া রাখ এবং উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা তোমরা সমরণ কর যেন তোমরা মুতাকী হইতে পার।

১৭৩। এবং (সমরণ কর) যখন তোমার প্রভু আদম-সন্তানগণের নিকট হইতে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধর গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের নিজেদের উপর সাক্ষী দাঁড় করাইলেন (এই বলিয়া যে), 'আমি কি তোমাদের প্রভু নহি?' তাহারা বলিল, 'হাঁ, আমরা সাক্ষী দিতেছি।' (তিনি ইহা এই জন্য করিয়াছেন) পাছে তোমরা কিয়ামত দিবসে না বল, 'আমরা এই সম্বন্ধে পাক্ফল ছিলাম।'।

وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِنْهُمْ الظَّالِمُونَ وَرَبِّهِمْ  
دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿١٦٩﴾

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ  
عَرَضَ هَذَا الْأَذَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ  
يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ الرَّبُّ يَخَذُ عَلَيْهِمْ مِثْقَالَ  
الْكَتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا  
فِيهِ وَالذَّارِ الْأُخْرَى خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا  
تَعْقِلُونَ ﴿١٧٠﴾

وَالَّذِينَ يُسَيِّئُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا  
لَا نُنْصِفُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧١﴾

وَأِذْ تَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُّوْا أَنَّهُ  
وَأَقْبَعَ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا  
فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٢﴾

وَأِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ  
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى  
شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ  
هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪। অথবা (পাছে) তোমরা বন, নিশ্চয় ইতিপূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষগণ শিরক করিয়া আসিতেছিল এবং আমরা তাহাদের পরবর্তী বংশধর ছিলাম। অতএব, তুমি কি মিথ্যাবাদীরা যাহা কিছু করিয়াছে আমাদিগকে উহার দরুণ ধংস করিবে ?

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً  
مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهَمِّكُنَا بِمَا فَعَلَ الْبَاطِلُونَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫। এবং এইভাবে আমরা নিদর্শনাবলী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি যেন তাহারা (উপদেশ গ্রহণ করে এবং সৎ পথে) ফিরিয়া আসে।

وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْأَيَّاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٥﴾

১৭৬। এবং তুমি তাহাদের নিকট তাহার রুডান্ত পাঠ করিয়া শুনাও, যাহাকে আমরা আমাদের বহু নিদর্শন দিয়াছিলাম—কিন্তু সে উহা হইতে স্মরণিত হইয়া গিয়াছিল, অতঃপর শয়তান তাহার পশ্চাদানুসরণ করিল, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْآيَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكُفَرُوا  
فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَوِينَ ﴿١٧٦﴾

১৭৭। এবং যদি আমরা চাহিতাম তাহা হইলে উহা দ্বারা আমরা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল এবং নিজ মন্দ বাসনার অনুসরণ করিল। তাহার দৃষ্টান্ত ঐ তুফাত কুকুরের দৃষ্টান্তের ন্যায়—যদি তুমি উহাকে তাড়া দাও সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে, যদি তুমি উহাকে ছাড়িয়া দাও তবুও সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে। এই হইল ঐ জাতির দৃষ্টান্ত, যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তুমি ঐ রুডান্ত (তাহাদের নিকট) বর্ণনা কর যেন তাহারা চিন্তা করে।

وَلَوْ شِئْنَا لَوْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ  
وَاسْتَبَعُ هَوَاهُ فَنَسَاهُ كُفْرًا كَثِيرًا لَوْلَا أَنْ نَحْنُلَ عَلَيْهِ  
يَلْهَثَ أَوْ تَتَرْكَبُهُ يُلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ  
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮। সেই জাতির দৃষ্টান্ত অতি মন্দ যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপরই অত্যাচার করিয়াছে।

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَافُونَ  
يُظَلِّمُونَ ﴿١٧٨﴾

১৭৯। যাহাকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন, সে-ই প্রকৃতপক্ষে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং যাহাদিগকে তিনি পথভ্রষ্ট হইতে দেন, প্রকৃতপক্ষে তাহারা-ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَمَنْ يُضِلْ فَلَا يَهْدِيهِ  
هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧٩﴾

১৮০। এবং নিশ্চয় আমরা জিন্ ও ইনসান হইতে এমন অনেকেকে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাদের পরিণাম জাহান্নাম। তাহাদের অন্তঃকরণ আছে যদ্বারা তাহারা বৃন্দে না এবং

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ  
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ



তাহাদের চক্ষু আছে যদ্বারা তাহারা দেখে না, তাহাদের কর্ণ আছে যদ্বারা তাহারা শ্রবণ করে না। তাহারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তাহারা (সম্পূর্ণরূপে) গাফেল।

১৮১। এবং সকল উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং তোমরা এইগুলি দ্বারা তাঁহাকে ডাক। এবং যাহারা তাঁহার নামসমূহের ব্যাপারে সঠিক পথ হইতে ভ্রষ্ট, তাহাদিগকে পরিভ্রাণ কর। তাহারা যে কর্ম করে অচিরেই তাহাদিগকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে।

১৮২। এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এমন একদল আছে, যাহারা (লোকদিগকে) সত্যের সাহায্যে হেদায়াত দেয় এবং উহা দ্বারা ন্যায় বিচার করে।

১৮৩। এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে আমরা তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এমন পশু দিয়া (ঋষসের দিকে) টানিয়া নইয়া যাইব যাহা তাহারা জানে না।

১৮৪। এবং আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছি, নিশ্চয় আমার কৌশল সুদৃঢ়।

১৮৫। তাহারা কি চিন্তা করে না যে, তাহাদের সঙ্গীর মধ্যে পাপনামীর কিছু নাই? সে তো শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

১৮৬। তাহারা কি আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর কর্তৃত্বের প্রতি এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতি যাহা আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন মনোনিবেশ করে না এবং (ইহার প্রতিও) যে, হয়তো তাহাদের ঋষসের নির্দিষ্ট কাল নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে? অতঃপর, তাহারা ইহার পর আর কোন কথাই মনোনিবেশ করে?

১৮৭। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাবাস্ত করেন তাহার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নাই। এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের গুণভেদের মধ্যে দিশাহারা অবস্থায় ঘুরিবার জন্য ছাড়িয়া দেন।

১৮৮। তাহারা তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, উহা কখন সংঘটিত হইবে? তুমি বল, "উহার জ্ঞান একমাত্র আমার প্রভুর নিকটে আছে। তিনি বাত্বিরেকে অন্য

بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَأُولَئِكَ كَانُوا لَكُمْ  
بَلْ هُمْ أَصْلٌ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ①

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَمُّوا الَّذِينَ  
يُجْعِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ سَيِّئُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ②

وَمَنْ خَلَقْنَا أَنفُسَهُمْ لَنُبَدِّلَنَّهُمْ مَا يَشَاءُونَ ③

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا  
يَعْلَمُونَ ④

وَأُولَئِكَ لَهُمْ إِنْ كِيدَإِي مَيْنٍ ⑤

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا  
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑥

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ  
أَجَلُهُمْ فَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا آتَىٰ حَدِيثًا بَدَأَ يُؤْمِرُونَ ⑦

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ  
يَعْمَهُونَ ⑧

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّعَرَةِ الْيَاقَانِ فُرْسَانَهَا قَدْ إِنْتَابَ عَلَيْهَا  
عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْ هِيَ إِلَّا هُوَ تَقَلَّتْ فِي

কেহ ইহার সময়ে ইহার প্রকাশ ঘটাইতে পারে না। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর উপর উহা গুরুভার হইবে। ইহা তোমাদের উপর কেবল আকস্মিকভাবেই আসিবে।' তাহারা তোমাকে এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করে যেন তুমি উহা সবিশেষ অবহিত আছ। তুমি বল, 'উহার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটে আছে; কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা অবগত নহে।'

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ اللَّيْلُ يَسْئَلُونَكَ  
كَأَنَّكَ حَقِيقٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ  
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

১৮৯। তুমি বল, 'আমি আমার নিজের জ্ঞান, না লাভের মানিক, এবং না ক্ষতির, আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহা বাতিরকে। এবং যদি আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইতাম তাহা হইলে নিশ্চয় আমি প্রচুর কলাণের অধিকারী হইতাম এবং কোন অনিষ্টই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি প্র সকল লোকের জ্ঞান কেবল সতর্ককারী এবং সুসংবাদাতা, যাহারা ঈমান আনে।'

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ صَلَاةَ اللَّهِ  
وَأَقِمْ صَلَاةَ اللَّهِ وَآتِ الزَّكَاةَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ  
وَمَا مَسَّنِيَ الضُّرُّ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

১৯০। তিনিই তোমাদিগকে এক আখ্যা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন যেন সে তাহার নিকট আরাম ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। অতঃপর, যখন সে তাহাকে সঙ্গমাচ্ছন্ন করিয়া লয় তখন সে এক লম্বুডার ধারণ করে এবং উহা লাইসা চলাফেরা করে। অতঃপর, যখন সে ভারাক্রান্ত হয়, তখন তাহারা উড়িয়েই তাহাদের প্রভু আল্লাহর নিকট দোয়া করে (এই বলিয়া); 'যদি তুমি আমাদের উত্তম (সন্তান) দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ বাদ্যদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَكُمْ فِيهَا  
زَوْجًا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَضَمَّتْهَا حَبْلًا  
خَفِينَا مَمْرَتَ بِهِ فَمَنَّا نَقَلْنَا دَعْوَاهُ اللَّهُ سَمِعَهَا  
لَئِنْ آتَيْنَاكَ صَالِحًا لَتُكْفِرَنَّ مِنَ الشُّكْرِ إِنَّا  
كُنَّا سَمِيعِينَ ﴿٥٢﴾

১৯১। কিন্তু যখন তিনি তাহাদিগকে উত্তম (সন্তান) দান করেন, তখন তাহারা তাহার সহিত শরীক করে প্র (সন্তান) সম্বন্ধে যাহা তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন। অথচ আল্লাহ্ উহা হইতে (বহু) উর্ধ্ব যাহা তাহারা (তাঁহার সহিত) শরীক করে।

فَلَمَّا آتَيْنَاهَا صَالِحًا جَعَلْنَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهَا  
فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٣﴾

১৯২। তাহারা কি (তাঁহার সহিত) উহাদিগকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাহারাই সৃষ্টি ?

أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿٥٤﴾

১৯৩। এবং না তাহারা তাহাদিগকে কোন সাহায্য করিতে পারে এবং না তাহারা নিজেদিগকে সাহায্য করিতে পারে।

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٥٥﴾

১৯৪। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে ডাক, তাহারা তোমাদের অনুগমন করিবে না। তোমরা তাহাদিগকে ডাক বা নীরব থাক, তোমাদের জ্ঞান উভয়ই সমান।

وَأَن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَّمْتُمْ  
أَدْعُوهُمْ أَمْ أَن لَّمْ تَدْعُوهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  
الْمَلَائِكَةَ ﴿٥٦﴾

১৯৫। আল্লাহকে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদিগকে ডাক, নিশ্চয় তাহারা তোমাদের মত বান্দা। সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ডাকিতে থাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ডাকের উত্তর দান করুক।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَشْبَهُوكُمْ  
فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥﴾

১৯৬। তাহাদের কি পা আছে যদ্বারা তাহারা চলে, অথবা তাহাদের কি হাত আছে যদ্বারা তাহারা ধরে, অথবা তাহাদের কি কান আছে যদ্বারা তাহারা শোনে? তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদিগকে ডাক, অতঃপর সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে কৌশল আঁট এবং তোমরা আমাকে অবকাশ দিও না

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمَ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا؟  
أَمْ لَهُمْ آذُنٌ يَسْمَعُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَمْعُونَ  
بِهَا؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ كَيْدُونَ فَلَا تَنْظُرُونَ ﴿٦﴾

১৯৭। নিশ্চয় আমার রক্ষাকর্তা সেই আল্লাহ যিনি এই মহাপ্রভু অবতীর্ণ করিয়াছেন, এবং তিনিই সংকর্শনদিগকে রক্ষা করেন।

إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى  
الصَّالِحِينَ ﴿٧﴾

১৯৮। এবং তাহারা, যাহাদিগকে তোমরা ডাক তাহাদের পরিবর্তে, তোমাদিগকে সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখে না, এবং না তাহারা নিজদিগকে সাহায্য করিতে পারে।

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ  
وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٨﴾

১৯৯। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে ডাক, তাহারা স্তম্ভিত না; এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ যেন তাহারা তোমার প্রতি তাকাইয়া আছে অথচ তাহারা দেখে না।

وَأَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْعَوْنَ وَأَنْ تَرْهَقَهُمْ  
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

২০০। (হে নবী!) তুমি সদা মার্জনার নীতি অবলম্বন কর এবং ন্যায়-নীতির আদেশ দাও এবং অজ্ঞানদিগের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

حَدِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٠﴾

২০১। এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বপ্রাণী, সর্বজ্ঞানী।

وَإِذَا يَنْزَعَتْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ  
إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

২০২। নিশ্চয় যাহারা ভাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, যখন শয়তানের পক্ষ হইতে কোন কুমন্ত্রণা তাহাদিগকে আক্রান্ত করে, তখন তাহারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে এবং দেখ। অকস্মাৎ তাহারা (সঠিকভাবে) দেখিতে আরম্ভ করে।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّعَمُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَیْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ  
تَدَّكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿١٢﴾

২০৩। এবং তাহাদের (কাফেরদের) দ্রাভূরূপ তাহাদিগকে বিপথগামিতার দিকে টানে এবং তাহারা (তাহাদের চেষ্টিয়) কোন ভ্রুটি করে না।

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي النَّارِ لَمْ يَلْقَاصِرُونَ ﴿١٣﴾

২০৪। এবং যখন তুমি তাহাদের নিকট কোন (তাজা) নিদর্শন না আন তখন তাহারা বলে, 'তুমি কেন উহার উদ্ভাবন করিয়া আনিবে না?' তুমি বল, 'আমি শুধু উহার অনুসন্ধান করি যাহা আমার প্রভুর পক্ষ হইতে আমার প্রতি ওহী করা হয়; এইগুলি মো'মেন জাতির জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সমুজ্জ্বল প্রমাণ, হেদায়াত এবং রহমত।'

২০৫। এবং যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা উহা কান পাতিয়া শুন এবং নিরব থাক যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

২০৬। এবং তুমি স্মরণ কর তোমার প্রভুকে নিজ অন্তরে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এবং তুমি পাকেনাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

২০৭। নিশ্চয় যাহারা তোমার প্রভুর নিকটে আছে তাহারা তাহারা ইবাদত হইতে অহংকার করিয়া মুখ ফিরাইয়া না, বরং তাহারা তাহাদের মহিমা কীর্তন করে এবং তাহাদের সম্মুখে

সেজদা: ১৫  
২৪  
[১৮]  
১৪

সেজদা করে।

وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْنَاهَا فَلَا رِسَالَاتٍ  
اَتَّبَعْنَا مَا يُوَفِّي إِلَيْنَ مِنْ رِزْقِنَا هَذَا بَصَائِرٌ لِلَّذِينَ  
رَبُّهُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٤﴾

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُوْنَ ﴿٢٠٥﴾

وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَبْرِ  
مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ﴿٢٠٦﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْخَرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ  
وَيَسْتَحْسِبُوْنَ لَهُ وَاَنْ يَّسْجُدُوْنَ ﴿٢٠٧﴾

سُورَةُ الْأَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ ﴿٨﴾

৮- সূরা আল্ আনফাল

ইহা মাদানী সূরা বিসমিল্লাহ সহ ইহাতে ৭৬ আয়াত এবং ১০ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। তাহারা তোমাকে গনৌমতের (যুদ্ধ-লব্ধ) মাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'গনৌমতের মাল আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলের ।' সূতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং পারম্পরিক বিষয়াদি সংশোধন কর এবং আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলের আনুপাত্য কর যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক ।'

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ  
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَاتِ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ  
رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

৩। প্রকৃতপক্ষে মো'মেন তাহারাই, যখন আল্লাহর (নাম) উল্লেখ করা হয়, তখন তাহাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত হয়, এবং যখন তাহাদের নিকট তাহার আয়াতসমূহ আবিষ্কৃত করা হয়, তখন উহা তাহাদের ঈমানকে বাড়াইয়া দেয় এবং নিজেদের প্রভুর উপরই তাহারা নির্ভর করে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُجَّتْ قُلُوبُهُمْ  
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى  
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣﴾

৪। তাহারা নামায কায়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে ।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٤﴾

৫। ইহারা প্রকৃত মো'মেন, তাহাদের প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্ক রহিয়াছে ।

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥﴾

৬। (এই পুরস্কার) এই জন্য যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক পূণ্য উদ্দেশ্যে তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়াছেন, যখন মো'মেনগণের এক দল ইহাকে অত্যন্ত অপসন্দ করিতেছিল ।

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوفُونَ ﴿٦﴾

৭। তাহারা (কাফেরগণ) সত্য সম্বন্ধে, ইহা প্রকাশিত হইবার পরও তোমার সহিত এমনভাবে বিতর্ক করে যেন তাহাদিগকে মৃত্যুর দিকে হাঁকানো হইতেছে এবং তাহারা (উহা) প্রত্যক্ষ করিতেছে ।

يُمَادُّونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ  
إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٧﴾

৮। এবং (স্বরূপ কর) যখন আল্লাহ তোমাদের সহিত দুই দলের একটির ওয়াদা করিতেছিলেন যে ইহা তোমাদের জন্য হইবে, এবং তোমরা চাহিতেছিলে যে, নিরস্ত্র দল তোমাদের জন্য হউক, কিন্তু আল্লাহ চাহিতেছিলেন যেন তিনি তাঁহার কথা দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদের মূল কাটিয়া দেন,

৯। যেন তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মিথ্যাকে বার্থ করেন— যদিও অপরাধীরা ইহা অপসন্দ করুক না কেন।

১০। যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট সকাতে ফরিয়াদ করিতেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করিলেন (এই বলিয়া), ‘আমি অবশ্যই তোমাদিগকে এক সহস্র পর্যায়ক্রমে আগমনকারী ফিরিশ্তা দ্বারা সাহায্য করিব।

১১। এবং আল্লাহ ইহাকে শুধু এক শুভ সংবাদরূপে (নায়েল) করিয়াছিলেন, যেন ইহা দ্বারা তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। এবং সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহর নিকট হইতেই আসে, নিশ্চয় আল্লাহ অতীব পরাক্রমশালী পরম প্রজাময়।

[১১]  
১৫

১২। যখন তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে নিরাপত্তা (দানের নিদর্শন) স্বরূপ তোমাদিগকে তন্ময় আচ্ছন্ন করিতেছিলেন এবং মেঘমালা হইতে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করিতেছিলেন, যেন তিনি তুম্বারা তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে শয়তানের অপবিভ্রতা দূর করেন, এবং তোমাদের হৃদয় সুদৃঢ় করিয়া দেন এবং তোমাদের পা উহার দ্বারা দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৩। যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্তাগণের প্রতি এই ওহী নায়েল করিতেছিলেন, (এই বলিয়া), ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; অতএব, তোমরা অবিলম্বে রাশ তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনিয়াছে। অচিরেই আমি তাহাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করিব যাহারা অবিশ্বাস করে। সুতরাং, তোমরা আঘাত হান তাহাদের গ্রীবাদেশে এবং আঘাত হান তাহাদের আঙ্গুলের ডগায় ডগায়।

وَأَذِيبْ كُفْرَ اللَّهِ إِخْدَى الظَّالِمِينَ إِنَّمَا كُفْرُ  
تَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَه تَكُونُ كُفْرًا وَيُرِيدُ  
اللَّهُ أَنْ يَحِقَّ الْحَقُّ بِحَلَّتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝

لِيُجِزَّ الْحَقَّ وَيُجِلَّ الْبَاطِلَ وَتَوَكَّرَ الْمُجْرِمُونَ ۝

إِن تَسْتَفِيضُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِبْ لَكُمْ أَتَى مُسِدُّكُمْ  
بِأَنْفِ قَوْمِ السَّلْبَةِ مُرَوِّفِينَ ۝

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ  
ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

إِذْ يُغِيثُكُمُ الْعَاسِ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ  
السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ  
وَلِيُرِيظَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى السَّلْبَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَتَبَتُوا الَّذِينَ  
أَمَّنُوا سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرَّعْبُ فَاضْرِبُوا  
تَوَكَّرَ الْأَعْيُنَ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝

১৪। ইহা এই জনা যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করিয়াছে। এবং যে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

১৫। ইহাই তোমাদের (শাস্তি), অতএব উহার স্বাদ গ্রহণ কর; (সমরগ রাখ) নিশ্চয় কাফেরদের জন্য আগুনের আযাব রহিয়াছে।

১৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা কাফেরদের সহিত যুদ্ধের জন্য অগ্রসরমান অবস্থায় মুখাম্মুখ হও, সেক্ষেত্রে (তোমরা) কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না।

১৭। এবং এইরূপ দিনে যে বাজি কেবল যুদ্ধ-কৌশলের জন্য একদিকে সরিয়া যাওয়া অথবা (অনা) দলের দিকে (যোগদানের জন্য) আগাইয়া যাওয়া ছাড়া তাহাদিগকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌র ক্রোধসহ প্রত্যাবর্তন করিবে এবং তাহার বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। এবং অতি মন্দ বাসস্থান ইহা।

১৮। অতএব, তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর নাই, বরং আল্লাহ্‌ই তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, এবং যখন তুমি (কংকর) নিষ্কপ করিয়াছিলে, তুমি নিষ্কপ কর নাই, বরং আল্লাহ্‌ই নিষ্কপ করিয়াছিলেন এবং যেন তিনি নিজ সন্নিধান হইতে মো'মেনগণের উপর মহা অনুগ্রহ করিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বপ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

১৯। এই হইল তোমাদের (প্রকৃত ঘটনা), এবং (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ কাফেরদের কৌশলকে অবশ্যই দুর্বল করিয়া থাকেন।

২০। যদি তোমরা (হে কাফেররা!) মীমাংসা কামনা করিয়া থাক তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদের নিকট মীমাংসা আসিয়া গিয়াছে। এবং (এখনও) যদি তোমরা বিরত হও তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে এবং যদি তোমরা (চক্রান্তের দিকে) ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে আমরাও (শাস্তির দিকে) ফিরিব। এবং তোমাদের দল যতই সংখ্যায় অধিক

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقَّوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يَشَاقِقِ  
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٤﴾

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاِنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٥﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَحْمًا  
فَلَا تُؤَلُّوْهُمْ الْاَدْبَارَ ﴿١٦﴾

وَمَنْ يُؤَلِّمْهُمۡ يَوْمَئِذٍۭ دُرَّةً اِلَآ مُتَجَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ  
مُتَجَرِّفًا اِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍۭ مِّنَ اللّٰهِ وَمَا وُجِدَ  
جَهَنَّمَ وَاِسُّ الْبَصِيْرِ ﴿١٧﴾

فَلَمَّ تَقَاتَلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ فَتَاهُمۡ وَمَا رَصِيَتْ اِذٍ  
رَّوِيَتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَفِيٌّ وَّلِيْبِي الْوٰمِنِيْنَ مِنْهُ  
بِلَآءٍ حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨﴾

ذٰلِكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ مُؤَمِّنٌ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهَوْا فَهُوَ  
خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَوَدُّوْا نَعْدًا وَّلَنْ نُّغَيِّبَ عَنْكُمْ فَتْنَكُمْ  
سَيِّئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْوٰمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾

হটুক না কেন, উহা তোমাদের কোন কাজে আসিবে না, এবং (জানিয়া রাখ যে,) আল্লাহ্ নিশ্চয় মো'মেনদের সত্তে  
আছেন ।

২১ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর, এবং তাঁহার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া নইও না এমনভাবে যায যে, তোমরা (তাঁহার আদেশ) গুনিতেছ ।

২২ । এবং তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না যাহারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করি,' অথচ তাহারা শ্রবণ করে না ।

২৩ । নিশ্চয় আল্লাহ্ নিকট নিকটইতম জীব হইতেছে বধির ও বোবাগণ, যাহারা কোন বৃদ্ধি বিবেচনা করে না ।

২৪ । এবং আল্লাহ্ যদি তাহাদের মধ্যে কিছু ভাল দেখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে গুনাইতেন । এবং যদি (বর্তমান অবস্থায়) তিনি তাহাদিগকে গুনাইতেন তাহা হইলেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া নইত এবং তাহারা অগ্রাহ্য করিত ।

২৫ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের ডাকে, যখন সে তোমাদিগকে ডাক দেয় যেন সে তোমাদিগকে জীবিত করিতে পারে; এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ ও তাহার হৃদয়ের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হইবে ।

২৬ । এবং তোমরা সেই ফিৎনাকে ভয় কর যাহা তোমাদের মধ্য হইতে যাহা গুলম করিয়াছে ও তাহাদিগকেই আঘাত করিবে না । এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর ।

২৭ । এবং স্মরণ কর যখন তোমরা (সংখ্যায়) অল্প ছিলে, পৃথিবীতে দুর্বল বলিয়া গণ্য হইতে, তোমরা ভয় করিতে যে, লোকেরা তোমাদিগকে ছিনাইয়া নইয়া যাইবে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহার সাহায্য দ্বারা তোমাদিগকে শক্তিশালী করিলেন এবং তোমাদিগকে উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী দিলেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّمُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٢﴾

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمُورُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَا تَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُغِيْبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

وَإِذْ كُنْتُمْ فِي الْأَرْضِ مَتَّضِعُونَ فِي الْأَرْضِ فَحَافُونَ إِنَّ يَتَخَفَتُكُمْ النَّاسُ فَادْكُمُوهَا وَأَيُّدِكُمْ يُبْصِرُهَا وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٧﴾



১৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা জানিয়া উনিয়া আল্লাহ্ এবং রসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের পরস্পরের গাঙ্ঘ্: আমানতসমূহেও জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا  
أَمْثَلَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ [১২] তিনি যাহার নিকট মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَالرَّسُولَ وَالرَّسُولَ وَالرَّسُولَ وَالرَّسُولَ  
عِنْدَ اللَّهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٩﴾

২০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য এক ফুরকান (প্রভেদকারী উপকরণ) সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং তোমাদের অকলাণসমূহকে দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ  
فُرْقَانًا وَيُخْرِجْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ  
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٠﴾

২১। এবং (সমরণ কর) যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে কৌশল আঁটিতেছিল, যেন তাহারা তোমাকে অবরুদ্ধ করিতে পারে অথবা তোমাকে হত্যা করিতে পারে অথবা তোমাকে বহিষ্কার করিতে পারে। এবং তাহারা কৌশল আঁটিতেছিল এবং আল্লাহ্ও কৌশল আঁটিতেছিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ কৌশলকারীগণের মধ্যে উত্তম।

وَإِذْ يَتَكَلَّمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوا أَوْ يُقَاتِلُوا  
يُخْرِجُوكَ وَيَتَكَدَّرُونَ وَيَتَكَبَّرُونَ وَاللَّهُ خَيْرُ  
الْمُكْرِمِينَ ﴿٢١﴾

২২। এবং যখন আমাদের আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আরতি করা হয়, তাহারা বলে, 'আমরা জানিয়াছি। আমরাও ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় ইহা অনুরূপ বলিতে পারি। ইহা প্রাচীন লোকদের কাহিনী বাতিরেকে আর কিছুই নহে।'

وَإِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا قَالُوا كَذَّابُنَا  
أَمْثَلُنَا وَمَنْ لَنَا مِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং (সেই সময়কে সমরণ কর) যখন তাহারা বলিল, 'হে আল্লাহ্! যদি তোমার নিকট হইতে ইহাই প্রকৃত সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আকাশ হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযল কর।'

وَإِذْ قَالُوا الْأُمَمُ لَنْ كُنَّا مِنْ هَذَا هُوَ الْعَرَبُ مِنْ عِنْدِكَ  
فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ وَأَوَّيْنَا بِمَدَائِبِ  
الْيَمِّ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন এমতাবস্থায় যে, তুমি তাহাদের মধ্যে রহিয়াছ এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, যখন তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ  
اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٢٤﴾

৩৫। এবং তাহাদের (এখন) কি কারণ আছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে আযাব দিবেন না যখন তাহারা (নোকদিগকে) মসজিদুল হারামে যাইতে বাধা দেন, এবং তাহারা (প্রকৃত পক্ষে) ইহার তত্ত্বাবধায়ক নহে? কেবল মুত্তাকীগণই উহার (প্রকৃত) তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অবগত নহে।

৩৬। এবং এই (পবিত্র) গৃহে তাহাদের নামায তো শিশু ও করতালি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। 'অতএব, তোমরা অবিশ্বাস করার কারণে আযাবের স্নান গ্রহণ কর।'

৩৭। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা (নোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে কুশিবার জন্য নিজেদের ধন সম্পদ খরচ করে। তাহারা অবশ্যই এই রূপে খরচ করিয়াই যাইবে, কিন্তু পরিণামে উহা তাহাদের আক্ষেপের কারণ হইবে, অতঃপর তাহাদিগকে পরাভূত করা হইবে। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে সমবেত করিয়া জাহান্নামের দিকে নইয়া যাওয়া হইবে;

৩৮। যাহাতে আল্লাহ্ অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া দেন এবং অপবিত্রদিগকে একে অপরের উপর চাপাইয়া দেন এবং তাহাদের সকলকে একত্রে স্থপীকৃত করেন, অতঃপর

৪ তাহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। বস্তুতঃ ইহারাই  
[২] ক্ষতিগ্রস্ত।

১৮

৩৯। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তুমি তাহাদিগকে বল, 'যদি তাহারা বিরত হয়, তাহা হইলে পূর্বে যাছা কিছু হইয়াছে উহা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু যদি তাহারা (অতীত কর্ম তৎপরতায়) ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত (তাহাদের সম্মুখে) সংঘটিত হইয়াছে।

৪০। এবং তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না নির্যাতন বন্ধ হয় এবং ধর্ম পূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়। কিন্তু যদি তাহারা নিরস্ত হয় তাহা হইলে তাহারা যাহা কিছু করে নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সমাক প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

৪১। 'যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষাকর্তা,— কতই না উত্তম রক্ষাকর্তা, এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী তিনি !

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدُّقًا ۖ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْرَجُونَ ﴿٣٧﴾

لِيَسْخِرَ اللَّهُ الْغَيْبَةَ مِنَ الظَّالِمِ وَيَجْعَلَ الْغَيْبَةَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٨﴾

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يُتُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّهُمْ عَمَلًا أَلَمُوا لَٰكِنَّمَا تَصَوَّرُوا ۖ ﴿٤٠﴾

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلٰكُمُ فَتَمِرُوا الْمَوٰلِي وَتَمِرُوا النَّصِيْرَ ﴿٤١﴾

৪২। এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা (যুদ্ধে) যাহা কিছু গনিমতের মাল পাও উহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এই রসুলের জন্য এবং (রসুলের) আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং মুসাফেরগণের জন্য ; যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন এবং উহার উপর যাহা আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নামেল করিয়াছি ফুরকান দিবসে —যেদিন দুই সেনাবাহিনী পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল; এবং আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ।

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُسَّهُ  
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا  
عَلَيْكُمْ نَا يَوْمَ الْقُرْآنِ يَوْمَ النَّفْخِ الْجَمْعِينَ وَاللَّهُ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। যখন তোমরা (উপত্যকার) নিকটবর্তী প্রান্তে ছিলে এবং তাহারা দূরবর্তী প্রান্তে ছিল এবং কাফেলনা ছিল তোমাদের নিম্নদিকে এবং যদি তোমরা পরস্পর (যুদ্ধের জন্য) ওয়াদাবদ্ধ হইতে তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয় সময় সম্বন্ধে মতভেদ করিতে। কিন্তু আল্লাহ্‌ (নির্ধারিত সময় ছাড়াই তোমাদের মোকাবেলা ঘটাইলেন) যেন ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন, যাহা করার জন্য তিনি ফয়সালা করিয়াছিলেন— যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয় যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে এবং যেন সেই ব্যক্তি জীবিত হয় যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করিয়াছে । এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ  
وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَوْأَمِدْتُمْ لِأَخْتَلَفْتُمْ فِي  
الْبَيْعِ وَلَكِنْ لِيَقْضَىٰ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ  
مِنْ هَٰلِكَ عَنْ بَيْتِهِ وَيُجِبَىٰ مَنْ حَىٰ عَنْ بَيْتِهِ وَلَا يَكُن  
اللَّهُ لَسِيعًا عَٰلِمِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪। যখন আল্লাহ্‌ তোমাকে তোমার স্বপ্নে তাহাদিগকে সংখ্যায় অল্প দেখাইয়াছিলেন, এবং যদি তিনি তাহাদিগকে সংখ্যায় তোমাকে অধিক দেখাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা দুর্বলতা দেখাইতে এবং নিশ্চয় তোমরা এই বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধ করিতে; কিন্তু আল্লাহ্‌ (তোমাদিগকে) রক্ষা করিয়াছেন । এবং নিশ্চয় তিনি সবিশেষ অবহিত আছেন যাহা (তোমাদের) বন্ধঃদেশে নিহিত আছে ।

إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَآئِكَ قَلِيلًا وَأَنْتُمْ لَكُمْ  
كَثِيرًا لِّفَلْسَلْتُمْ وَأَنْتُمْ لَكُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ  
رَءُوفٌ عَٰلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং (সমরণ কর) যখন তোমরা (যুদ্ধের জন্য) পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে সংখ্যায় অল্প করিয়া দেখাইতেছিলেন এবং তোমাদিগকে তাহাদের দৃষ্টিতে সংখ্যায় অল্প করিয়া দেখাইতেছিলেন যাহাতে আল্লাহ্‌ ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন যাহা করার তিনি ফয়সালা করিয়াছিলেন । এবং (চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য) [৭] সকল বিষয় আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে ।

وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فِي آخِئْتِكُمْ قَلِيلًا  
وَيُظَلِّكُمْ فِي آخِئْتِهِمْ لِيَقْضَىٰ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا  
عُ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ ﴿٤٥﴾

৪৬। হে যাহারা ঈমান অনিয়াছ! যখন তোমরা কোন সৈন্যদলের সম্মুখীন হও তখন অবিকলিত থাকিবে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক সমরণ করিবে যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلُظْوا وَادُّرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের এবং পরস্পর কলহ করিও না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং তোমাদের প্রভাব শক্তি বিনষ্ট হইবে। এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন।

৪৮। এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না, যাহারা দর্পভরে এবং লোক দেখানোর জন্য নিজেদের গৃহ হইতে বিহগত হইয়াছিল, এবং যাহারা আল্লাহ্র পথ হইতে বাধা দেয়, বস্তুতঃ তাহারা সাহাকিছু করে আল্লাহ্ উহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

৪৯। এবং যখন শয়তান তাহাদের নিকট তাহাদের কর্ম সমূহকে মনোরম করিয়া দেখাইয়াছিল এবং সে বলিয়াছিল যে, আজ লোকদের মধ্য হইতে কেহই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হইতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পৃষ্ঠপোষক।' অতঃপর, যখন দুইদল পরস্পর সম্মুখীন হইল, তখন সে নিজ গোড়ালিছড়য়ে (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) সরিয়া পড়িল এবং বলিল, 'নিশ্চয় তোমাদের ব্যাপারে আমি দায়িত্বমুক্ত; নিশ্চয় আমি যাহা দেখি তোমরা তাহা দেখ না। নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি; কেননা আল্লাহ্ শক্তি দানে অতি কঠোর।' [৪]

৫০। যখন মোনাফেকরা এবং যাহাদের অন্তরে রোগ আছে তাহারা বলে, 'তাহাদের ধর্ম তাহাদিগকে ধোকা দিয়াছে।' বস্তুতঃ যে কেহ আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীত পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

৫১। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে যদি তুমি তাহাদিগকে দেখিতে যখন ফিরিশ্‌তাস তাহাদের মুখমণ্ডলে এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করে এবং (বলে) 'এই আগুনের আষাবের স্বাদ গ্রহণ কর।'।

৫২। 'ইহা তোমাদেরই স্বীয় হস্তের পূর্বকৃত কর্মের ফলে এবং (জানিয়া রাখ যে) আল্লাহ্ আদৌ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি যম্যনা পরিমাণও অবিচার করেন না।'।

৫৩। (তোমাদের পরিণাম) ফেরাউনের জাতি ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপ (হইবে) — তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল, স্তবরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের পাপের জন্য ধৃত করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিশালী, শক্তিদানে কঠোর।

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا قَوْمًا تَفْسَلُوا مِنْهُمْ  
رِيعَكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٥١﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَسْلُونَ عَظِيمٌ ﴿٥٢﴾

وَلَا تَنْتَهِنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاءَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ  
لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَكَلَّمْنَا تَرْكَدِينَ  
الْمُهْتَبِينَ تَلَسَّ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ  
إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ  
عِقَابِ الْعَاقِبِينَ ﴿٥٣﴾

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ  
هُؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ﴿٥٤﴾

وَلَا تَرَى إِذْ يَتَوَكَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِنُكْحِكَ يَضْرِبُونَ  
وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوَعَا عَدَابِ الْحَرِيقِ ﴿٥٥﴾

ذَلِكُمْ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ  
لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾

كَذَابَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا  
بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ  
قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

৫৪। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ যখন কোন জাতির উপর কোন নেয়ামত নামেল করেন, তিনি উহার পবিবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে, এবং (জানিয়া রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব প্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمَّ يَكُ مُعْتَبِرًا تَعْمَهُ اَسْمَاعًا عَلَىٰ قَوْمٍ  
خَتَّ يَغْيِرُوْا مَا بَا نَفْسِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾

৫৫। (হে অবিশ্বাসীরা! তোমাদের অবস্থাও ঠিক) ফেরাউনের জাতি ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপ (হইবে), তাহারা তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে তাহাদের পাপের জন্য ধ্বংস করিয়াছিলাম। এবং আমরা ফেরাউনের জাতিকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম কেননা তাহারা সকলেই খালেম ছিল।

كَذٰبٍ اِلٰ فِرْعَوْنَ وَاَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا  
بٰ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ يَدُ نُوْرٍ وَّاَعْرَفْنَا اِلٰ  
فِرْعَوْنَ وَّكُلِّ كَا نُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম জীব, বস্তুতঃ তাহারা ঈমান আনিবে না,

اِنَّ سَرَّ الذَّلٰوٰتِ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا  
يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। প্র সকল লোক, তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদের সহিত তুমি অস্বীকার করিয়াছ, কিন্তু প্রত্যেকবার তাহারা তাহাদের অস্বীকার ভঙ্গ করে এবং তাহারা (আল্লাহ্‌র) তাকওয়া অবলম্বন করে না।

الَّذِيْنَ عٰهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عٰهَدَهُمْ  
فِي كُلِّ مَرْثَةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। সূতরাং যদি তুমি যুদ্ধে তাহাদিগকে আশ্রয় আনিতে পার তাহা হইলে তদ্বারা তাহাদের পশ্চাত্বর্তীদের মধ্যে ভ্রাসের সৃষ্টি কর যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

فَاَمَّا تَتَّقَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَنَسِيْدِيْهِمْ مَنْ خَلَقَهُمْ  
لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং যদি তুমি কোন জাতির পক্ষ হইতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর তাহা হইলে সেক্ষেত্রে তুমিও সমান ভাবে (তাহাদের অস্বীকার) তাহাদের দিকে নিক্ষেপ কর।  
৯ নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদিগকে ভালবাসেন না।

وَاَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيفَتَهُ فَاَتَيْدُ اِلَيْهِمْ عَلٰى  
سُوْءِ اِيْنِ اللّٰهِ لَا يَجِيْتُ الْخٰٓئِبِيْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে তাহারা যেন আদৌ মনে না করে যে তাহারা (আমাদের) নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা (আমাদের উদ্দেশ্য) ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا اِنَّهُمْ لَا  
يُعْجِزُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং তোমরা তাহাদের (যুদ্ধের শত্রুদের মোকাবেলার) জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর যথাসাধ্য (সামরিক) শক্তি সংগ্রহ ও সীমান্তে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া যদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبٰطِ  
الْحَيْلِ تُهَيِّئُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاَخْوِيْنَ

৯  
[১০] নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদিগকে ভালবাসেন না।  
৩

আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং তাহাদের ছাড়া অন্যান্যাদিগকেও, যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাহাদিগকে জানেন। এবং তোমরা যাহা কিছু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিবে তোমাদিগকে উহার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি কোন প্রকার যত্ন করা হইবে না।

৬২। এবং যদি তাহারা শান্তির দিকে ঝুঁকে তাহা হইলে তুমিও ইহার দিকে ঝুঁকিবে এবং তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর করিবে। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

৬৩। এবং তাহারা যদি তোমাকে ধোকা দিতে চাহে তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই নিজ সাহায্য দ্বারা এবং মো'মেনগণের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করিবেন।

৬৪। এবং তিনিই তাহাদের হৃদয়গুলির মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করিলেন। যদি তুমি ভুগুষ্ঠে যাহা কিছু আছে সব খরচ করিতে তথাপি তুমি তাহাদের হৃদয়গুলির মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করিতে পারিতে না, কিন্তু আল্লাহ তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করিয়াছিলেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

৬৫। হে নবী! আল্লাহই যথেষ্ট—তোমার জন্য এবং মো'মেনদের মধ্যে হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করে তাহাদের জন্যও।

৬৬। হে নবী! তুমি মো'মেনদিগকে যত্ন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে থাক, যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন অটল থাকে, তাহা হইলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকে তাহা হইলে তাহারা উহাদের এক হাজার জনের উপর বিজয়ী হইবে, যাহারা অবিশ্বাস করে, কারণ তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বৃথক না।

৬৭। এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝাকে হালকা করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে (এখনও) কিছু দুর্বলতা আছে। সুতরাং, তোমাদের মধ্যে একশত জন অটল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে, এবং যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকে তাহা হইলে আল্লাহর আদেশানুক্রমে দুই হাজার জনের উপর বিজয়ী হইবে। এবং আল্লাহ খৈরশীলগণের সাথে রহিয়াছেন।

مَنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴿٦١﴾

وَإِنْ جَحَحُوا لِّلْسَلْمِ فَاتَّخِذْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٢﴾

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٤﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٥﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٦﴾

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮। কোন নবীর পক্ষে ইহা সমীচীন নহে যে, সে কোন যুদ্ধ-বন্দী রাখে যদি না সে দেশে নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। (যদি তোমরা নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাতিরেকে যুদ্ধ-বন্দী রাখ সেক্ষেত্রে) তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করিতেছ (বলিয়া সাবাস্ত হইবে) এবং আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) পরকাল চাহিতেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

৬৯। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পূর্বেই বিধান দেওয়া না হইত তাহা হইলে তোমরা যাহা কিছু গ্রহণ করিয়াছ উহার ফলে অবশ্যই মহা আযাব তোমাদিগকে পিষ্ট করিত।

৭০। সুতরাং গনিমতরূপে তোমরা যাহা কিছু পাইয়াছ তাহা হইতে হানান এবং উপাদেয় বস্তু হইতে খাও এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৫

৭১। হে নবী! তোমাদের হাতে যে সকল যুদ্ধ-বন্দী আছে তুমি তাহাদিগকে বল, 'যদি আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরসমূহে কোন কল্যাণ দেখেন, তাহা হইলে তোমাদের নিকট হইতে (মুক্তি-পণ স্বরূপ) যাহা লওয়া হইয়াছে তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে উৎকৃষ্টতর দিবেন। এবং তোমাদিগকে ক্ষমাও করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৭২। এবং যদি তাহারা তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করায় ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র সহিতও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি (তোমাকে) তাহাদের উপরে ক্ষমতা দান করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজাময়।

৭৩। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং হিজরত করিয়াছে, এবং নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে এবং যাহারা (তাহাদিগকে) আশ্রয় দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে— তাহারা একে অপরের বন্ধু। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে অথচ তাহারা হিজরত করে নাই, তাহাদিগকে রক্ষা করার ব্যাপারে তোমরা দায়ী নহ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা হিজরত করিবে। এবং যদি ধর্মের ব্যাপারে তাহারা তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য— কিন্তু ঐ জাতির বিরুদ্ধে নহে যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি আছে। এবং আল্লাহ্‌ দেখেন তোমরা যাহা কিছু কর।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ كُنْ يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الذَّنْبِ ۗ وَأَلَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٨﴾

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَسْتُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٦٩﴾

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٠﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُرِيدُكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧١﴾

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَابَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧٢﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَتَصَرَّوْا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آوَوْا لَمْ يَهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا تَيُؤَمُّونَ شَيْءًا كُنْ فِيهَا جُرُودًا وَإِنْ أَسْتَضَرُّوكُمْ فِي الدِّينِ فَصَلِّبْنَاكُمْ التَّصَرُّوا لِعَلَّ قَوْمٌ يَبْئُتُكُمْ وَيَنْهَهُمْ فَيَتَّقُوا ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে—তাহারা একে অপরের  
যজ্ঞ। যদি তোমরা (যাহা আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছে) তাহা না  
কর, তাহা হইলে পৃথিবীতে ফিৎনা ছড়াইয়া পড়িবে এবং  
মারাত্মক বিশ্বাসনার সৃষ্টি হইবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا  
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٤﴾

৭৫। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে  
এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে এবং যাহারা আশ্রয়  
দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে, ইহারাই প্রকৃত মো'মেন।  
তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক  
জীবনোপকরণ।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا  
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ذُرِّيَّةٌ كَرِيمَةٌ ﴿٧٥﴾

৭৬। এবং যাহারা ইহার পরে ঈমান আনিবে এবং হিজরত  
করিবে এবং তোমাদের সহিত মিলিয়া (আল্লাহর পথে) জিহাদ  
করিবে— ইহারাই তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; এবং আল্লাহর কিতাব  
অনুযায়ী রক্ত-সম্বন্ধীয় আশ্বায়গণের মধ্যে কতক একে  
অপরের অধিকতর নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে  
সবিশেষ অবহিত।

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ  
فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ  
فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾



## سُورَةُ الشُّورَةِ مَدَنِيَّةٌ

### ৯-সূরা আত্ তাওবা

ইহা মাদানী সূরা, ইহাতে ১২৯ আয়াত ও ১৬ রুকু আছে ।

১। আলাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে মোশরেকদের মধ্য হইতে সেই সকল লোকের নিকট দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা যাহাদের সহিত তোমরা অস্বীকার করিয়াছিলে (যে আরবে ইসলাম জয়লাভ করিবে)।

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ  
الشُّرِكِينَ ①

২। সূতরাং তোমরা সমগ্র দেশে চার মাস বিচরণ কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা কখনও আলাহ্কে (তাঁহার পরিকল্পনায়) বিফল করিতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আলাহ্ কাফেরদিগকে লাহিত করিবেন।

فَيُنزِلُ فِي الْأَرْضِ آزَابَهُ شَهُورًا وَعُلْمًا لَّكُمْ  
غَيْرُ مُعْجِزٍ لِّلَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمُخَيِّرٌ لِّلَّذِينَ ②

৩। এবং আলাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে হজ্জ্আকবর (মহোত্তর ও রহত্তর হজ্জ্)-এর দিন জনসাধারণের প্রতি এই ঘোষণা যে, আলাহ্ মোশরেকদের নিকট হইতে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁহার রসূলও। সূতরাং যদি তোমরা তওবা কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য কন্যাগজনক হইবে এবং যদি তোমরা বিমুখ হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তোমরা আলাহ্কে (পরিকল্পনায়) বিফল করিতে পারিবে না। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে শাস্তির সংবাদ দাও,

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ  
الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الشُّرِكِينَ ۗ وَرَسُولُهُ  
ۗ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
بِعَذَابِ الْيَوْمِ ③

৪। কিন্তু মোশরেকদের মধ্যে তাহারা ব্যতীত যাহাদের সহিত তোমরা অস্বীকারাবদ্ধ হইয়াছ, অতঃপর তাহারা তোমাদের সহিত অস্বীকার পালনে কোন ভ্রুটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তাহারা কাহাকেও সাহায্য করে নাই। সূতরাং তোমরা তাহাদের সহিত তাহাদের অস্বীকার উহাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর, নিশ্চয় আলাহ্ মৃত্যুকৌশলকে ভালবাসেন।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الشُّرِكِينَ إِنْ يَصِفُونَ  
شَيْئًا ۗ لَمْ يَنْظُرُوا عَيْنَكُمْ أَحَدًا فَأَنْتُمْ إِلَهِهِمْ  
عَاهَدْتُمْ إِلَىٰ مَدْرَبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِالتَّائِبِينَ ④

৫। এবং যখন নিষিদ্ধ মাস সমূহ অতিক্রান্ত হইবে তখন তোমরা মোশরেকদের (এই বিশেষ দলকে) যেখানে পাও হত্যা কর, তাহাদিগকে গ্রেফতার কর, তাহাদিগকে অবরুদ্ধ কর, এবং তাহাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পাতিয়া থাক। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নামায কয়েম করে ও

فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاتْلُوا الشُّرِكِينَ  
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَحَدَّوْهُمْ وَاصْطَوْوْهُمْ وَأَقْبَلُوا  
لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا

যাকাত দেয় তাহা হইলে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও।  
নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

الزَّكَاةَ فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

৬। এবং যদি মোশরেকদের মধা হইতে কেহ তোমার নিকট  
আশ্রয় চাহে তাহা হইলে তাহাকে আশ্রয় দাও যেন সে আল্লাহ্র  
বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে  
পৌছাইয়া দাও। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক  
জাতি যাহারা কিছুই অবগত নহে।

وَأَن أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ  
كَلِمَ اللَّهُ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

৬  
৭

৭। আল্লাহ্র নিকট এবং তাঁহার রসূলের নিকট (এ সকল)  
মোশরেকদের কি ভাবে চুক্তি হইতে পারে, কেবল মাত্র সেই সকল  
(মোশরেক) বাতীত যাহাদের সহিত তোমরা পবিত্র মসজিদের  
নিকটে চুক্তি করিয়াছিলে? সূতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা  
তোমাদের সহিত (চুক্তিতে) সূদৃঢ় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও  
তাহাদের সহিত (চুক্তিতে) সূদৃঢ় থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্  
মুত্তাকীণগকে ভালবাসেন।

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ  
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا  
اسْتَقَامُوا أَكْفَرُوا فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

৮। কিরূপে (ইহা হইতে পারে)? অথচ যদি তাহারা  
তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহা হইলে তাহারা তোমাদের  
ব্যাপারে আত্মীয়তা ও চুক্তির কখনও মর্যাদা রক্ষা  
করিবে না। তাহারা তোমাদিগকে তাহাদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট  
করে, অথচ (তাহারা যাহা বলে তাহা) তাহাদের অন্তর অস্বীকার  
করে, বস্তুতঃ তাহাদের অধিকাংশই দূরুত্‌পরায়ণ।

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا  
ذِمَّةً يَرْضَوْنَ كَظَمُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ  
وَالَّذِينَ هُمْ يُرْتَابُونَ ﴿٨﴾

৯। তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ  
করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) তাহার পথ হইতে ফিরাইয়া  
রাখিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে উহা অত্যন্ত  
মন্দ।

اِشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَن سَبِيلِهِ  
إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

১০। তাহারা কোন মো'মেনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও চুক্তির  
মর্যাদা রক্ষা করে না। বস্তুতঃ ইহরাই  
সীমানলংঘনকারী।

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾

১১। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে  
ও যাকাত দেয় তাহা হইলে তাহারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের  
ভাই। এবং আমরা আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি এ  
জাতির জন্য যাহাদের জ্ঞান আছে।

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِمَا  
فِي الدِّينِ وَتَقَطَّلُوا بِقَومٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

১২। এবং যদি তাহারা অস্বীকার করিবার পর নিজেদের  
শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করে  
তাহা হইলে তোমরা (এই শ্রেণীর) কাফেরদের নেতাদের

وَإِن تَنكَّرُوا إِنَّا وَجَدُهُمْ وَعَسَوْنَا  
فِي دِينِهِمْ فَمَا كَانَ لَهُمْ لَنَا مِن شَيْءٍ

সহিত যুদ্ধ কর— নিশ্চয় তাহাদের শপথের কোন বিশ্বাস নাই— যেন (তাহারা অপকর্ম হইতে) নিবৃত্ত হয় ।

لَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ ﴿١٠﴾

১৩ । তোমরা কি সেই জাতির সহিত যুদ্ধ করিবে না যাহারা তাহাদের শপথ উল্ল করিয়াছে এবং রসূলকে নির্বাসিত করার সংকল্প করিয়াছে এবং তাহারা ই প্রথমে তোমাদের বিরুদ্ধে (সংঘর্ষের) সূচনা করিয়াছে ? তোমরা কি তাহাদিগকে উয় কর ? যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ই অধিকতর যোগ্য যে, তোমরা তাহাকে উয় কর ।

أَلَا تَتَّقُونَ قَوْمًا نَّكَلُوا آيْمَانَهُمْ وَهُوَ بِالْأَخْرَاجِ  
الرَّسُولِ وَهُمْ بَدُّوا كُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَخْشَوْهُمْ فَانَّهُ  
أَحَىٰ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

১৪ । তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর; আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেন এবং তাহাদিগকে লালিত করেন এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন, এবং এতদ্বারা তিনি মো'মেন জাতির মনে স্বস্তি প্রদান করেন;

فَاتَّوَلَّهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُخْرِمُكُمْ  
عَلَيْهِمْ وَيُثَبِّتُ قُلُوبَهُمْ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

১৫ । এবং তিনি যেন তাহাদের হৃদয়ের জোথাকে দূরীভূত করেন এবং আল্লাহ্ যাহার উপর চাহেন সদয় দৃষ্টিপাত করেন । কেননা তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রভাময় ।

وَيُدْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾

১৬ । তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদিগকে (শাস্তিতে) ছাড়িয়া দেওয়া হইবে অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা (আল্লাহ্‌র রাজ্য) জিহাদ করিয়াছে তাহাদিগকে স্তম্ভ করিয়া দেন নাই এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল এবং মো'মেনগণকে ছাড়া (কাহাকেও) অন্তরঙ্গ বন্ধ হিসাবে গ্রহণ করে নাই ? এবং তোমরা যাহা কিছু কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত ।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا  
مِنْكُمْ وَلَمْ يَجِدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولَهُ وَ  
يُؤْمِنُونَ وَيَلِجَهُ وَاللَّهُ جَبَّارٌ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

২  
[১০]  
৮

১৭ । মোশরেকদিগের কোন অধিকার নাই যে, তাহারা আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করে যখন তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতেছে । ইহারা ই সেই সকল নোক যাহাদের কাজ-কর্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা দীর্ঘকাল আশুনে অবস্থান করিবে ।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَيْئًا  
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ  
فِي النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٢﴾

১৮ । কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে যে আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও উয় করে না; অতএব অচিরেই এই সকল নোক হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَى اللَّهِ فَعَسَىٰ  
أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٣﴾

১৯। তোমরা কি হাজীদিগকে পানি পান করানোর কাজকে এবং পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজকে প্রে বাজির (কাজের) অনুরূপ গণ্য করিয়াছ যে আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে? আল্লাহ্র নিকট ইহারা কখনও সমান নহে এবং আল্লাহ্ কখনও যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

২০। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে এবং নিজদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়া আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মর্যাদায় মহোত্তম। এবং তাহারা ই সফলকাম।

২১। তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে শুভ সংবাদ দিতেছেন নিজ রহমতের এবং নিজ সন্তোষের ও জাম্মাতের যাহার মধ্যে তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী নেয়ামত বিরাজমান থাকিবে;

২২। তাহারা উহাতে সদা বাস করিতে থাকিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকটই রহিয়াছে মহা পুরস্কার।

২৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের পিতাকে ও তোমাদের ভাইকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিও না যদি তাহারা ঈমানের মোকাবেলায় অ বিশ্বাসকে বোনী ভালবাসে। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা তাহাদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিবে, তাহারা ই যালেম হইবে।

২৪। ভূমি বল, 'তোমাদের পিতা এবং তোমাদের পুত্র এবং তোমাদের ভাই এবং তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের আত্মীয়গণ এবং যে মাল তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, যাহার মন্দাকে তোমরা ভয় কর এবং বাসগৃহসমূহ যাহা তোমরা ভালবাস, যদি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল ও তাঁহার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয় তাহা হইলে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ মীমাংসা প্রকাশ করেন, এবং আল্লাহ্ অবাধা জাতিকে হেদায়াত দান

করেন না।

২৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে বহু রণক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছেন এবং হনয়নের দিবসেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে আত্মপ্রাণায় সক্ষীত করিয়াছিল, কিন্তু উহা তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই এবং হু-পৃষ্ঠ বিস্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখন তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে।

أَحْمَلْتُمْ سِقَايَةَ الْمَآجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ لَا يَسْتَوِ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ  
أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢١﴾

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ  
فِيهَا نِعِيمٌ مُّقِيمَةٌ ﴿٢٢﴾

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنْ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ  
أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿٢٤﴾

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ  
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ  
كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ  
بِاللَّهِ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ  
إِذْ أَعْيَبْتُمُكُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَ  
صَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ  
مُدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। অতঃপর, আল্লাহ্ তাহার রসূলের উপর এবং মু'মেনসগণের উপর নিজ প্রশান্তি নাযেল করিলেন এবং তিনি এমন সৈন্য বাহিনী অবতারণ করিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেখ নাই এবং তিনি শান্তি দিলেন তাহাদিগকে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং ইহাই অবিশ্বাসীদের প্রতিফল ।

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ  
وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ①

২৭। অতঃপর (এই রূপ শাস্তির পর) আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিপাত করেন যাহার প্রতি তিনি ইচ্ছা করেন; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ অসীম ক্রমাশীল, পরম দয়াময় ।

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ②

২৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! নিশ্চয় মোশরেকরা অপবিত্র, অতএব তাহারা যেন তাহাদের এই বৎসরের পর মসজিদে হারামের নিকট না আসে। এবং যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর তাহা হইলে আল্লাহ্ চাহিলে অচিরেই স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তোমাদিগকে ধনী করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الشُّرُكُونَ كَبِيرٌ فَاقْرَأُوا  
السُّجْدَ الْحَرَامَ بَعْدَ مَا مِهِم هَذَا وَإِن خِفْتُمْ  
عَيْلَةً فَسَوْفَ نُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ③

২৯। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্ ও তাহার রসূল যাহা হারাম করিয়াছেন, উহাকে তাহারা হারাম বলিয়া গণ্য করে না এবং তাহারা সত্য ধর্মকে অবনমন করে না, তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত [৫] না তাহারা অধীনস্থ হইয়া স্বৈচ্ছায় জিযিয়া দেয়।

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ  
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ عَتَايَهُمْ الْيَوْمَ  
فَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ ذٰلِكَ ④

৩০। এবং ইহদীরা বলে, 'উযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র', এবং খৃষ্টানরা বলে, 'মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র'; এইসব তাহাদের মুশ্বর কথা। তাহারা কেবল উহাদের কথার নকল করে যাহারা ইতিপূর্বে অবিশ্বাস করিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন! তাহাদিগকে কিভাবে (সত্য হইতে) দূরে নইয়া যাওয়া হইতেছে!

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزْيُرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ  
ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا مِن تَبَلٍ فَتَلَّاهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْكَلُونَ ⑤

৩১। তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া নিজেদের মাজকদিগকে এবং সম্মাসাদিগকে প্রভু রূপে গ্রহণ করিয়াছে। এবং (অনুরূপভাবে) মরিয়মের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাহাদিগকে কেবল এই আদেশই দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা এক-ই মা'বদের ইবাদত করিবে। তিনি বাতিরেকে কোন মা'বদ নাই। তাহারা যাহাকে (তাঁহার সহিত) শরীক করে উহা হইতে তিনি পবিত্র ।

لِتَتَّخِذُوا أَوْلَادَهُمْ ذُرِّيَّةً مِّمَّنْ آتَىٰ رَبَّابًا فَمَن دُونِ  
اللَّهِ وَالسَّبِيحِ ابْنِ تَرْكِيمٍ وَمَا أُمُورٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا  
إِلَهُهَا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑥

৩২ । তাহারা তাহাদের মশের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতিকে নির্বাচিত করিতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ তাহার জ্যোতিকে পূর্ণ করা ছাড়া সব কিছু অস্বীকার করেন, যদিও অবিশ্বাসীরা (তাহা) অপসন্দ করে।

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ  
إِلَّا أَنْ يَتِمَّ تَوْرَةٌ وَلَا يُكْرَهُ الْكُفْرُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩ । তিনিই নিজ রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহ পাঠাইয়াছেন যেন তিনি সকল ধর্মের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করেন, মোশরেকরা যতই অপসন্দ করুক না কেন।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  
عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিশ্চয় ইহদী যাজক এবং সন্ন্যাসীগণের মধ্য হইতে অধিকাংশই অন্যান্যভাবে নোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করে এবং আল্লাহর পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখে। এবং যাহারা সোনা-রূপা মজুদ করে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না— তুমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْحَخَابَاءِ وَالرُّهْبَانِ  
لِيَكُلَّنَّ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّدُونَ عَن  
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ  
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ  
أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

৩৫ । (সেই দিন) যেদিন উহাকে জাহান্নামের আশুনে উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের কপালে, তাহাদের পার্শ্বদেশে ও তাহাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে (এবং তাহাদিগকে ইহা বলা হইবে) : 'ইহা সেই বস্তু যাহা তোমরা নিজেদের জন্য মজুদ করিতে, সূতরাং তোমরা যাহা মজুদ করিতে (এখন) উহার স্বাদ গ্রহণ কর ।'

يَوْمَ يُخَسِي عَلَيْهِمْ فِي تَارِحَتِهِمْ فَيَقُولُ بِهَا جَاهَهُمْ  
وَجَنُوبَهُمْ وَظُهُورَهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفِيكُمُ  
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬ । নিশ্চয় আল্লাহর বিধান মতে আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা বার মাস সেই দিন হইতে যেই দিন তিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, এই স্তমির মধ্যে সম্মানিত হইল চারিটি । ' ইহা সুদৃঢ় ধর্ম । সূতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের উপর মূল্য করিও না। তোমরা সকলে মোশরেকদের সহিত যুদ্ধ কর যেরূপে তাহারা সকলে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে; এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মৃত্যুকীগণের সঙ্গে রহিয়াছেন ।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ  
اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ  
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ  
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا فَتَىٰ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭ । নিশ্চয় (সম্মানিত মাসগুলিকে) মূলতর্কী করা কেবল অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি মাত্র ইহা দ্বারা যাহারা অবিশ্বাস করে তাহাদিগকে পঞ্চদশ করা হয় । তাহারা ইহাকে এক বৎসর বৈধ করে এবং অপর বৎসর ইহাকে অবৈধ করে যাহাতে তাহারা সেই (মাসগুলির) গণনার সহিত মিল করিয়া নয় যাহাকে আল্লাহ অবৈধ করিয়াছেন, এইভাবে আল্লাহ যাহাকে অবৈধ করিয়াছেন উহাকে বৈধ করে, তাহাদের কার্যাবলীর

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُبْسَلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُطِغُوا عِدَّةَ مَا  
حَرَّمَ اللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنٌ لَهُمْ سُوْرَةٌ  
يُحِبُّ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

৫ অনিষ্টকে তাহাদের জন্য মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে ।

[৮] প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না ।

১১

৩৮ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের কি হইয়াছে যে, যখন তোমাদিগকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংঘবদ্ধ হইয়া যাত্রা কর, তখন তোমরা দুনিয়ার প্রতি মহব্বতে ডারাক্ত হইয়া পড় ? তোমরা কি পরকালের মুকাবিলায় পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়া গিয়াছ ? কিন্তু পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য ।

৩৯ । যদি তোমরা (আল্লাহ্‌র পথে) যাত্রা না কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য কোন জাতিকে বদল করিয়া নইবেন এবং তোমরা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না । বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ।

৪০ । যদি তোমরা এই রসূলকে সাহায্য না কর তাহা হইলে (সমরপ রাখিও) নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই সময়ও তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন কাফেররা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল এমতাবস্থায় যে সে ছিল দুই জনের মধ্যে দ্বিতীয়, যখন তাহারা গুহায় ছিল, যখন সে নিজ সঙ্গীকে বলিতেছিল, 'দুঃখ করিও না নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন; অতঃপর আল্লাহ্ তাহার উপর নিজ প্রশান্তি অবতীর্ণ করিলেন এবং তিনি তাহাকে এমন সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেখিতেছিলে না । এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তিনি তাহাদের কথাকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিলেন; প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোচ্চ । বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রভাময় ।

৪১ । তোমরা যাত্রা কর হালকা অবস্থায় অথবা ভারী অবস্থায় এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়া এবং তোমাদের প্রাণ দিয়া । ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানিতে ।

৪২ । যদি ইহা কোনও তাৎক্ষণিক লাভের ব্যাপার হইত এবং সফরও সংক্ষিপ্ত হইত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় তোমার অনুসরণ করিত, কিন্তু সফরের বাবধান তাহাদের নিকট দীর্ঘ প্রতীক্ষমান হইল । তথাপি তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'যদি আমাদের সাধ্য থাকিত তাহা হইলে

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِينَا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

إِلَّا تَتَّبِعُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ وَمَا غَيْرُكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

إِلَّا تَتَّخِذُوهُ قَعْدًا نَصْرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُودِهِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبِعُوكَ وَ لَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّفْلَىٰ وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۝

নিশ্চয় আমরা তোমাদের সহিত বাহির হইতাম।' তাহারা নিজেদিগকে ধ্বংস করিতেছে; এবং আল্লাহ্ নিশ্চয় অবগত আছেন যে তাহারা মিথ্যাবাদী।

وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كَذِبُهُمْ ۝

৪৩। আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করিয়া দিয়াছেন (তোমার হুটি এবং তচ্ছনিত কুফলকে)। কেন তুমি তাহাদিগকে অনুমতি দিলে (পিছনে থাকিবার) যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের বিষয়টি তোমার নিকটে স্পষ্ট হইয়া যায় তাহারা সত্যবাদী এবং তাহাদিগকে তুমি জানিয়া নইতে তাহারা মিথ্যাবাদী ?

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ ۝

৪৪। তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকানের উপর ঈমান রাখে, তাহারা নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়া জিহাদ করা হইতে (বাঁচিবার জন্য) তোমার নিকটে অনুমতি চাহে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মুতাকীফগণকে জানতাবে জানেন।

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْمُتَّقِينَ ۝

৪৫। তোমার নিকটে অনুমতি কেবল তাহারা চাহে তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকানের উপর ঈমান আনে না, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের হৃদয়সমূহ সন্দেহপূর্ণ, ফলে তাহারা তাহাদের সন্দেহে দ্বিধাপ্রস্ত হইয়া পড়ে।

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَذَدُونَ ۝

৪৬। এবং তাহারা যদি বাহির হওয়ার সংকল্প করিয়া থাকিত তাহা হইলে তাহারা ইহার জন্য ভানরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করিত; কিন্তু তাহাদের অগ্রসর হওয়াকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন নাই। সেইজন্য তিনি তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া দিলেন এবং (তাহাদিগকে) বনা হইল, তাহাদের সহিত তোমরা বসিয়া থাক তাহারা বসিয়া আছে।

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اتَّعَدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ۝

৪৭। যদি তাহারা তোমাদের সহিত বাহির হইত তাহা হইলে তোমাদের কেবল অমঙ্গলই রক্ষি করিত এবং অবশ্যই তাহারা তোমাদের মাধা ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তোমাদের মাধা এদিকে সেদিকে খাইয়া বেড়াইত। এবং তোমাদের মাধা এমন লোক আছে তাহারা (তাহাদের নিকটে খবর পাচার করিবার জন্য) তোমাদের কথা (কান পাতিয়া) শুনে। এবং আল্লাহ্ মালেকদিগকে জানতাবে জানেন।

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَالُوا الْآبِلَاءُ وَلَا أَضَعُوا خَلْقَكُمْ يَتَّبِعُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَنَعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالظَّالِمِينَ ۝

৪৮। অবশ্য তাহারা ইতিপূর্বে ফিতনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং তোমার বিরুদ্ধে (দরিদ্রসঙ্কী করিয়া) বিষয়াবলীকে উলট-পালট করিয়াছিল যে পমত না সত্য সমাগত হইল এবং আল্লাহ্‌র সিক্ত প্রকাশিত হইল যদিও তাহারা ইহা অপসন্দ করিয়াছিল।

لَقَدْ اتَّبَعُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ۝



৪৯। এবং তাহাদের মধ্য হইতে এমন লোক আছে যে বলে, 'তুমি আমাদিগকে (পিছনে অবস্থান করিবার) অনুমতি দাও এবং আমাদিগকে পরীক্ষায় ফেরিও না।' জানিয়া রাখ, তাহারা পূর্বেই পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছে। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

৫০। তোমার মগল হইলে তাহা উহাদিগকে পৌড়া দেয় এবং তোমার কোন বিপদ ঘটিলে তাহারা বলে, 'আমরা তো পূর্বেই আমাদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম।' এবং তাহারা উৎফুল্ল হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

৫১। তুমি বল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্ যাহা নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা ব্যতিরেকে কিছুই আপতিত হয় না। তিনিই আমাদের রক্ষাকর্তা। এবং মো'মেনগণের কর্তবা যেন তাহারা আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করে।

৫২। তুমি বল, 'তোমরা আমাদের জন্য ওধু দুইটি কল্যাণের মধ্য একটি ছাড়া আর কিছুই অপেক্ষা করিতেছ না; অথচ আমরা তোমাদের জন্য কেবল ইহার অপেক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যন্তুণা দিবেন নিজ পক্ষ হইতে শাস্তি দ্বারা অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও নিশ্চয় তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিব।

৫৩। তুমি বল, 'তোমরা ইচ্ছা পূর্বক খরচ কর অথবা অনিচ্ছাপূর্বক, ইহা তোমাদের নিকট হইতে কখনও কবল করা হইবে না। নিশ্চয় তোমরা অবাধ্য জাতি।

৫৪। এবং তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ দান কবল করিতে ইহা ছাড়া আর কিসে বাধা দেয় যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলকে অস্বীকার করে। এবং তাহারা কেবল শৈথিল্যের সাথে নামাযে উপস্থিত হয় এবং (আল্লাহ্র রাস্তায়) কেবল অনিচ্ছাকৃতভাবে খরচ করে।

৫৫। সুতরাং তাহাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মৃত না করে। আল্লাহ্ তো চাহিতেছেন যেন এই সবেদ দ্বারা তাহাদিগকে ইহজীবনে শাস্তি দেন এবং তাহাদের আত্মা যেন কাফের থাকা অবস্থাতেই বাহির হইয়া যায়।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْتَدَن لِي وَلَا تَقْتِنِي اِلَّا فِي  
الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَاِنْ جَهَنَّمَ لَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ۝

اِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَاَسْئِرْهُمْ وَاِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ  
يَقُولُوا قَدْ اَحَدْنَا اَمْرًا مِّنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ  
فَرِحُوْنَ ۝

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا  
وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

قُلْ هَلْ تَرْتَضُوْنَ بِنَا اِلَّا اِلْحَادِي الْحَسَنِيْنَ  
وَنَحْنُ نَرْتَضِيْكُمْ اِنْ يُصِيبَكُمْ اللهُ بِعَذَابٍ  
مِّنْ عِنْدِهٖ اَوْ يَأْتِيْدِيْنَا فَنَرْتَضُوا اِنَّا مَعَكُمْ  
مُتَرْتَضُوْنَ ۝

قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَنْ يَقْبَلَنَّ مِنْكُمْ اَتْكُرًا  
كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِيْنَ ۝

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ يَقْبَلَّ مِنْهُمْ نَفَقَتَهُمْ اِلَّا اَلَهُمْ  
كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ  
كَسَالٰى وَلَا يَنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كَرِهُوْنَ ۝

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِذَا رُيْدُوْا  
اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ  
اَنْفُسَهُمْ وَهُمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝

৫৬। এবং তাহার আলাহুর নামে শপথ করে যে, নিশ্চয় তাহার তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, অথচ তাহার তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে, বরং তাহার এমন এক জাতি যাহারা খুব ভয় করে।

وَيَجْفُونَ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ لَيْسَ لَكُمْ وَكَأَنَّهُمْ قِتْلُكُمْ  
لِيَكْتُمَ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। যদি তাহার কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশযোগ্য গর্ত পাইত তাহা হইলে তাহার অবশাই সেই দিকে পিঠ ফিরাইয়া লইত এবং ক্ষিপ্ৰগতিতে দৌড়াইয়া যাইত।

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدْحَلًا لَوَلَّوْا  
لِيَهُ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে, যাহারা সাদাকাসমূহ (যাকাত বস্তু) সম্বন্ধে তোমাকে দোষারোপ করে। অতঃপর, যদি উহা হইতে তাহাদিগকে কিছু দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার সন্তুষ্টি হয়, এবং যদি উহা হইতে তাহাদিগকে কিছু দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষুব্ধ হয়।

وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعْطُوا  
مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। কত উত্তম হইত যদি আল্লাহ ও তাহার রসূল তাহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছিলেন তাহাতে তাহার সন্তুষ্টি থাকিত এবং বলিত, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ হইতে আমাদের দান করিবেন এবং তাহার রসূলও; আমরা আল্লাহুরই প্রতি অনুরাগী।'

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا  
حَسْبُنَا اللَّهُ سُبُوتَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ  
يَعِزُّ إِنَّا إِلَى اللَّهِ زَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

১  
[১৭]  
১৩

৬০। সাদাকাসমূহ (যাকাত) কেবল পরীব, মিসকীন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের এবং তাহাদের জন্য যাহাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করিতে হয় এবং দাস-মুক্তির জন্য এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য এবং আল্লাহুর পথে জিহাদকারী এবং পথিকদের জন্য—আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজানী, পরম প্রজাময়।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ  
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالغُرَبَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرْضَةً  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং তাহাদের মধ্যে এমনও আছে যাহারা নবীকে মনোকষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে তো (আগাগোড়াই) কান।' তুমি বল, 'তাহার কান তোমাদেরই কল্যাণের জন্য, সে আল্লাহুর উপর ঈমান আনে এবং মো'মেনদিগকে বিশ্বাস করে এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য রহমত। এবং যাহারা আল্লাহুর রসূলকে মনোকষ্ট দেয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রপাদায়ক আঘাব।

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيُقُولُونَ هُوَ آذَنٌ  
قُلُوبُهُمْ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ  
وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ  
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

৬২। তাহার তোমাদের নিকট তোমাদিগকে সন্তুষ্টি করিবার জন্য আল্লাহুর নামে শপথ করে অথচ আল্লাহ্ ও তাহার রসূলই অধিকতর হৃদ্যর যে তাহার তাঁহাকে সন্তুষ্টি করুক যদি তাহার প্রকৃত মো'মেন হয়।

يَجْفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْسَنُ  
أَن يُرْضَوْهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

৬৩। তাহারা কি জানেনা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত আছে, সে উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিতে থাকিবে? উহা নিদারুণ শাস্তনা।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُجَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

৬৪। মোনাফেকরা (লোক দেখানোর জন্য) ডয় প্রকাশ করে যে, তাহাদের বিরুদ্ধে যেন কোন সূরা অবতীর্ণ না হইয়া যায়, যাহা তাহাদিগকে (মুসলমানদিগকে) ঐ সকল কথা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয় যাহা তাহাদের অন্তরে রহিয়াছে। তুমি বল, 'তোমরা হাসি তোমাশা করিতে থাক; নিশ্চয় আল্লাহ সেই বিষয়কে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহার সম্বন্ধে তোমরা ডয় করিতেছ।'

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ قُلِ اسْتَهِزُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحَدَّرُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা এই কথা বলিবে যে, 'আমরা কেবল খোশ-গল্প ও হাসি তোমাশা করিতেছিলাম।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ এবং তাঁহার আয়াতসমূহ ও তাঁহার রসূলের সহিত হাসি-বিদ্রূপ করিতেছিলে?'

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلْ أَيْدِي اللَّهِ وَأَيْتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। তোমরা কোন ওড়র-আপত্তি করিও না। তোমরা অবশ্যই তোমাদের ঈমানের পর কুফরী করিয়াছ। যদি আমরা তোমাদের একদলকে ক্ষমা করিয়া দিই তাহা হইলে অপর এক দলকে শাস্তি দিব এই জন্য যে, তাহারা অপরায়ী।

لَا تَعْتَدُوا ۚ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنَّ نَعْدَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ عُذَابٌ طَائِفَةٌ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا جَائِرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭। মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারীগণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাহারা অসৎ কাজ করিতে আদেশ দেয় এবং সৎকাজ করিতে নিষেধ করে এবং তাহাদের হাতকে (আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হইতে) গুটাইয়া রাখে। তাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে তিনিও তাহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। নিশ্চয় মোনাফেকরা দুষ্কৃতিপরায়ণ।

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْفِكُونَ بِالنِّسْكَرِ وَبَيْنَهُمْ عَنِ الْعُرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۗ سَأَلْنَا اللَّهَ فَسَيَّبَهُمْ ۚ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী এবং কাফেরদিগকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেস্থানে তাহারা বসবাস করিতে থাকিবে। উহা তাহাদের জন্য যথেষ্ট। এবং আল্লাহ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالنَّكَارَاتُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ ۗ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

৬৯। ঐ সকল লোকের অনুরূপ, যাহারা তোমাদের পূর্বে ছিল— তাহারা তোমাদের চাইতে শক্তিতে অধিকতর প্রবল ছিল, ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্যশালী ছিল। অতএব,

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآلًا ۗ أَمْوَالًا وَآوَادًا فَاسْتَعَاظُوا بِهَا فَلَا يَنْصَحْتُمْ

তাহারা তাহাদের ভাগা অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছে এবং তোমরা তোমাদের ভাগা অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছ যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাহাদের ভাগা অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছিলেন। এবং তোমরা অনর্থক কথা-বাতায় মগ্ন হইয়াছ যেভাবে তাহারা অনর্থক কথা-বাতায় মগ্ন হইয়াছিলেন। ইহা—ই এমন—মাহাদের কাজকর্ম ইহলোক এবং পরলোকে বিফল হইয়াছে। এবং ইহারা ই ক্ষতিগ্রস্ত।

৭০। তাহাদের নিকট কি তাহাদের পূর্ববর্তীদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পৌঁছে নাই—নহি, আদ ও সামুদের জাতির এবং ইব্রাহীমের জাতির এবং মাদইয়ান ও বিফল নগরীর অধিবাসীগণের? তাহাদের নিকট তাহাদের রসুলগণ স্পষ্ট নিদর্শন সহকারে আসিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আলাহ তাহাদের উপর মূল্য করেন নাই বরং তাহারা নিজেরাই নিজদের উপর মূল্য করিয়াছিলেন।

৭১। মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তাহারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে এবং তাহারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আলাহ ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য করে। ইহারা ই এমন—মাহাদের উপর আলাহ অবশ্যই দয়া করিবেন। নিশ্চয় আলাহ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

৭২। মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে আলাহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এমন বাগানসমূহের, মাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, এইরূপে চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র বাসগৃহ সমূহেরও। অধিকতর আলাহর সন্তুষ্টি হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ। উহাই হইবে পরম ও চরম

[৬] সফলতা।

২৫

৭৩। হে নবী! তুমি কাফের ও মোনাফকদের সহিত জিহাদ কর। এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন কর। বস্তুতঃ তাহাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম, উহা কত নিকটে প্রত্যাবর্তন স্থল!

৭৪। তাহারা আলাহর নাম লইয়া শপথ করে যে তাহারা কিছু বলে নাই, অথচ তাহারা অবশ্যই অবিশ্বাসের কথা বলিয়াছে এবং তাহারা ইসলাম গ্রহণ করার পর অবিশ্বাস করিয়াছে। এবং

بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ  
وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٧٠﴾

أَلَمْ يَأْتِيهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ  
وَأَنْدَادِهِمْ وَقَوْمِ إِبْرٰهِيْمَ وَأَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَاللُّؤٰقِيَّتِ  
أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوا لِيُظَلِّمَهُمْ  
وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴿٧١﴾

وَالنُّؤْمِيُونَ وَالنُّؤْمِيَّتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ  
يَأْمُرُونَ بِالْعُفْوٰتِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ  
يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيَطِيعُونَ اَللَّهَ  
وَرَسُوْلَهُ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ  
حَكِيْمٌ ﴿٧٢﴾

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ  
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسْكَنٌ وَسٰكِنَةٌ فِي  
جَنَّٰتِ عَدْنٍ اَوْ يَرْضَوْنَ مِنَ اللّٰهِ اَلَّذِىْ ذٰلِكَ هُوَ  
عِزُّ الْعَظِيْمِ ﴿٧٣﴾

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جٰهِدِ الْكٰفِرَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلَظْ  
عَلَيْهِمْ وَمَا وٰوَّهُمْ جَهَنَّمُ وَاِنَّ النَّصِيْرَ ﴿٧٤﴾

يَخْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ كٰلٰوْا كَلِمَةَ الْكٰفِرِ  
كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَتُوْا يَمٰٓئًا لَّمْ يَنْتٰلُوْا وَمَا

তাহারা এমন বিষয়ের সংকল্প করিয়াছে যাহা তাহারা লাভ করিতে পারে নাই। এবং তাহারা শুধু এই জন্য শত্রুতা করিয়াছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাহাদের অনুগ্রহে। সুতরাং তাহারা যদি তওবা করে তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য ভাল হইবে, এবং যদি তাহারা ফিরিয়া যায় সংকল্পে আল্লাহ্ তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এই দুনিয়াতেও এবং আশ্বরাতেও, এবং এই দুনিয়াতে তাহাদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী থাকিবে না।

لَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ  
فَأَنْ يَتُوبُوا بِكَ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُوبُوا يَعْبُدْهُمْ اللَّهُ  
عَدَا بَابِ الْيَمَانَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ  
مِنْ دَرِيٍّ وَلَا تَصِيرٍ ﴿٥٧﴾

৭৫। তাহাদের মধ্যে এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অস্বীকার করে (এই বলিয়া), যদি তিনি আমাদিগকে ঐচ্ছিক অনুগ্রহ হইতে কিছু দান করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা দান-সদকা করিব এবং পূণ্যবানগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।

وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللَّهُ نَبِيًّا أَنْ يَتُوبَ مِنْ فَضْلِهِ لِيُصَدِّقَهُ  
وَلِيُتُوبَ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿٥٨﴾

৭৬। অতঃপর, যখন তিনি নিজ অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে দান করিলেন তখন তাহারা ইহাতে কৃপণতা করিল এবং অবজ্ঞাতর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

فَلَمَّا أَنَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ قَوِّضُونَ ﴿٥٩﴾

৭৭। সুতরাং পরিণাম স্বরূপ তিনি তাহাদের অন্তরে কপটতা সংযুক্ত করিয়া দিলেন সেই দিন পর্যন্ত যোদিন তাহারা তাহাদের সন্তুষ্টি সাক্ষাৎ করিবে, কেননা তাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি যে অস্বীকার করিয়াছিল তাহা ভুল করিয়াছে এবং এই কারণে যে, তাহারা মিথ্যা কথা বলিত।

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوُوهَا بِمَا أَخْلَفُوا  
اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٦٠﴾

৭৮। তাহারা কি জানিত না যে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদের উপস্থিত এবং প্রকাশ্য পরামর্শ জানেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অজ্ঞাত বিষয়সমূহ উত্তমরূপে অবগত আছেন।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ  
اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٦١﴾

৭৯। মো'মেনগণের মধ্য হইতে যাহারা মুক্তহস্তে দান করে এবং যাহারা নিজেদের শ্রম (যাহা অর্জিত রোহগার) ব্যতিরেকে কোন কিছু পায় না তাহাদিগকে যাহারা (মোনাফকরা) দোষারোপ করে এবং তাহাদিগকে বিদূষ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে বিদূষের শাস্তি দিবেন এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي  
الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ  
مِنْهُمْ يَسْخَرُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

৮০। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহ বা তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা না চাহ, যদি তাহাদের জন্য তুমি সত্তর বারও ক্ষমা চাহ, তথাপি আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে

اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٣﴾

১০ অস্বীকার করিয়াছে । এবং আল্লাহ্ দৃষ্টিপরায়ণ জাতিকে  
[৮] কখনও সংপথ প্রদর্শন করেন না ।

১৬

৮২ । তাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া (গৃহে) অবস্থান করিতেই আনন্দ বোধ করিল, এবং আল্লাহর রাষ্ট্রায় নিজেদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ দিয়া জিহাদ করিতে অপসন্দ করিল । এবং তাহারা বসিল, 'তোমরা এই প্রচণ্ড গরমে বাহির হইও না ।' তুমি বল, 'আল্লাহের আদেশ ইহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম ।' হয়, যদি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিত !

৮২ । অতএব, তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিফলনের জন্য তাহাদের কম হাসা উচিত এবং অধিক কান্দা উচিত ।

৮৩ । অতএব, আল্লাহ যদি তোমাকে তাহাদের মধ্যে কোন এক দলের নিকট পুনরায় ফিরাইয়া আনেন এবং তাহারা তোমার নিকটে (গৃহে) বাহির হওয়ার অনুমতি চাহে, তাহা হইলে তুমি বল, 'তোমরা কখনও আমার সহিত বাহির হইবে না এবং কখনও আমার সহিত থাকিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না । তোমরাতো প্রথমবার বসিয়া থাকাই পসন্দ করিয়াছিলে, সুতরাং তাহারা পিছনে অবস্থানকারী তাহাদের সহিত বসিয়া থাক ।'

৮৪ । এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও তাহার জানাজার নামায পড়িও না এবং তাহার কবরের পাশে (সোফার জন্য) দাঁড়াইও না, কারণ তাহারা আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলকে অস্বীকার করিয়াছে এবং এমন অবস্থায় মারা গিয়াছে যখন তাহারা অবাধা ছিল ।

৮৫ । এবং তাহাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমার বিসম্ময়ের উদ্রেক না করে, আল্লাহ্ কেবল চাহেন যেন তিনি তাহাদিগকে উহার দ্বারা এই দুনিয়াতেই শাস্তি দেন এবং কাফের থাকা অবস্থাতেই যেন তাহাদের আত্মা বাহির হইয়া যায় ।

৮৬ । এবং যখন কোন সূরা (এই মর্মে) অবতীর্ণ হয় যে, 'তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং তাহার রসূলের সহিত মিলিয়া জিহাদ কর ।' তখন তাহাদের মধ্যে সামর্থ্যবান বাজিগণ তোমার নিকট অবাধিত চাহে এবং বলে, 'আমাদিগকে রেহাই দিন যাহাতে আমরা (গৃহে) উপবিষ্ট লোকদের সহিত থাকিতে পারি ।'

فَوَحَّ الْمَخَلَقُونَ بِمَا لَمْ يُلَاقُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنَكَ لِيُخْرُجَ فَقُلْ لَنْ يَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَ لَنْ يُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْفُقُورِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاتَّبِعُوا مَعَ الْهَافِيينَ ۝

وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوَّأَوْا هُمْ فَسِقُونَ ۝

وَلَا تَحْجِبْ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا زِينَةُ الدُّنْيَا إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا يُعْمَلُ إِنَّهُمْ كَفَرُوا فِي الدُّنْيَا وَتَرْتَهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝

وَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ۝

৮৭। তাহারা পশ্চাতে (গৃহে) অবস্থানকারিগণদের সঙ্গে থাকিতে পসন্দ করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহাদের হৃদয়কে মোহারাঙ্কিত করা হইয়াছে ফলে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

৮৮। কিন্তু এই রসূল এবং যাহারা তাহাদের সঙ্গে টমান আনিয়াছে তাহারা তাহাদের ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দিয়া (আল্লাহর রাস্তায়) জিহাদ করে; বস্তুতঃ তাহাদের জন্যই কল্যান রহিয়াছে এবং তাহারা ই সফলকাম হইবে।

৮৯। আল্লাহ তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ প্রস্তুত করিয়াছেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, [৯] তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। উহাই পরম সফলতা। ৯৭

৯০। এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে অজুহাত পেশকারীগণ আসিল যেন তাহাদিগকে (গৃহে) বসিয়া থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং যাহারা আল্লাহ এবং তাহার রসূলের নিকট মিথ্যা বলিয়াছিল তাহারা (বিনা অনুমতিতেই গৃহে) বসিয়া থাকিল। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের উপর অচিরেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিপুত হইবে-।

৯১। যাহারা দুর্বল এবং পীড়িত এবং যাহারা (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিবার জন্য কিছুই পায় না, তাহাদের কোন অপরাধ নাই যদি তাহারা আল্লাহ এবং রসূলের প্রতি অকপট হয়। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই; এবং আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়,

৯২। এবং তাহাদের বিরুদ্ধেও নাই, যাহারা তোমার নিকট আসিয়াছিল যেন তুমি তাহাদিগকে বাহনের ব্যবস্থা করিয়া দাও; তুমি বলিয়াছিলে, 'আমার নিকট এমন কিছু নাই যাহার উপর আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাই', তাহারা ফিরিয়া গেল এবং দুঃখে তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু বরিতেছিল এইজন্য যে, তাহাদের নিকট এমন কিছু ছিল না যাহা তাহারা খরচ করিতে পারিত।

৯৩। অভিযোগ কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা সম্পদশালী হইয়াও তোমার নিকট (অব্যাহতির) অনুমতি চাহে। তাহারা গৃহে অবস্থানকারিগণদের সহিত (গৃহে) থাকিতে পসন্দ করে। এবং আল্লাহ তাহাদের হৃদয়ের উপর মোহারাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, সূতরাং তাহারা জানিতে পারে না।

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ  
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٩٠﴾

لَكِنِ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُقَلَّبُونَ ﴿٩١﴾

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
يَجْعَلُ فِيهَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَبَاتًا ﴿٩٢﴾

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ  
وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٣﴾

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى  
الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَكَحُوا  
بِهِ وَرَسُولُهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ  
اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٤﴾

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لَمْ يُحِيلَهُمْ قُلْتُ لَا  
أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ  
الدَّمْعِ حَرْحَرًا أَلَا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ﴿٩٥﴾

إِنَّا السَّيِّئُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ  
أَغْيَاؤُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ  
اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٩٦﴾

১৪। যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে তখন তাহারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করিবে, তুমি বল, 'তোমরা অজুহাত পেশ করিও না, আমরা তোমাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিব না। আল্লাহ্ তোমাদের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রসূলও; অতঃপর তোমাদিগকে দশা ও অদৃশোর পরিজ্ঞাতার নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে, তখন তিনি তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন যাহা তোমরা করিতে।'

১৫। যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে তখন তাহারা তোমাদের সম্মুখে অবশ্যই আল্লাহ্‌র শপথ করিবে যেন তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। অতঃপর, তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। নিশ্চয় তাহারা অগবিন্দ এবং তাহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম— তাহারা যাহা করিত উহার প্রতিফল স্বরূপ।

১৬। তাহারা তোমাদের সম্মুখে শপথ করিবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। কিন্তু তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ দৃষ্টিপরায়ণ জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না।

১৭। মক্কাবাসী আরবগণ অবিশ্বাস এবং কপটতায় সর্বাধিক কঠোর এবং আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের উপর যাহা নাযেন করিয়াছেন উহার সীমারেখা জানিবার ব্যাপারে সর্বাধিক অযোগ্য। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রভাময়।

১৮। মক্কাবাসী আরবদের মধ্যে কতক এমনও আছে যে, তাহারা যাহা (আল্লাহ্‌র রাসূয়) খরচ করে উহাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের জন্য ভাঙ্গা বিপর্যয়ের প্রতীক করে। তাহাদের উপরই মন্দ বিপর্যয় (পতিত) হইবে। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

১৯। এবং মক্কাবাসী আরবদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনে এবং (আল্লাহ্‌র রাসূয়) যাহা খরচ করে উহাকে তাহারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও রসূলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে। ওন! বাস্তবিকই উহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উপায় হইবে, অচিরেই আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বীয় রহমতে প্রবিষ্ট করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীত ক্রমাশীল, পরম দয়াময়।

يَعْتَدُ رُؤُوسَ الْإِنَّمَاءِ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَدُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُمْ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنزِلْ عَلَيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

سَيَقُولُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَنُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَا وَهُمْ بِجَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿١٦﴾

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٧﴾

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرًا وَيُرْسِلُ بِكُمُ الذَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨﴾

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا إِلَىٰ قُرْبَىٰ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سِيءَ مَا جَاهِلُوا فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩﴾



১০০। মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে যাহারা প্রথম সারির অগ্রগামী এবং তাহাদিগকে যাহারা উত্তম ভাবে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং তিনি তাহাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার তনদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। ইহাই মহা সফলতা।

وَالسُّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ  
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

১০১। এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের চারিপাশে আছে, তাহাদিগের মধ্যে কতক আছে মোনাফেক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কতক। তাহারা কপটতায় অবিচল। তুমি তাহাদিগকে জান না; আমরা তাহাদিগকে জানি। আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি দিব, অতঃপর তাহাদিগকে এক মহা শাস্তির দিকে ফিরাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ذُو مَن  
أَهْلِي الْمَدِينَةِ يَتَّبِعُونَكَ وَمَا أَلَى الْيَتَّاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ  
نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سُعَدْبُ لَهُمْ فَرَّتَيْنِ لَمْ يُدْرُونَ إِلَى  
عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

১০২। এবং আরও কতক লোক আছে যাহারা নিজদের পাপকে স্বীকার করিয়াছে। তাহারা পূণ্য কাজকে অন্য স্বারা প কাজের সহিত মিশ্রিত করিয়াছে। অচিরেই আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিপাত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَأَخْرَجُوا عَنَّا كَوَالِدًا يُدْعَىٰ بِهِمْ مَطْلُوعًا صَالِحًا  
وَأَخْرَجْنَا عَنْهُمْ أَنَّ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾

১০৩। তাহাদের ধন-সম্পদ হইতে তুমি সদকা গ্রহণ কর যেন ইহা দ্বারা তুমি তাহাদিগকে পবিত্র করিতে পার এবং তাহাদিগকে পরিপূর্ণ করিতে পার, এবং তাহাদের জন্য দেয়া কর; নিশ্চয় তোমার দেয়া তাহাদের জন্য শাস্তিদায়ক। এবং আল্লাহ্ সর্বপ্রাতা, সর্বজ্ঞানী।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيَهُمْ  
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ  
سَبِيحٌ عَلَيْهِمْ ﴿١٠٣﴾

১০৪। তাহারা কি অবগত নহে যে, একমাত্র আল্লাহ্ই আছেন যিনি তাঁহার বান্দাগণের শুভা কবুল করেন এবং সদকাসমূহ গ্রহণ করেন, এবং আল্লাহ্ই আছেন যিনি সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময় ?

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَ  
يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

১০৫। তুমি বল, তোমরা কাজ করিয়া যাও, অতঃপর আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল এবং মো'মেনগণ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন। এবং তোমাদিগকে অদৃশ্য এবং দৃশ্য বিষয়ের পরিভ্রাতার নিকট অচিরেই ফিরাইয়া নেওয়া হইবে, অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তিনি তোমাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবেন।

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ  
وَسَّرُوا إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং অন্যান্যদেরও (যাহাদের বিষয়) আল্লাহ্‌র আদেশের অপেক্ষায় মূলতবী রাখা হইয়াছে। হয় তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন নতুবা তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজাময়।

১০৭। এবং (মোনাফেকদের মধ্যে হইতে) যাহারা একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল—(ইসলামের) ক্ষতিসাধন, কুফরী প্রচার, মো'মেনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং ঐ বাজির জন্য গোপন ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করার জন্য যে ইতিপূর্বে আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। এবং তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে যে, 'আমরা কেবল সৎ উদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি, এবং আল্লাহ্ সাক্ষা দিতেছেন যে, তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'।

১০৮। তুমি কসিমুনকালেও উহার মধ্যে নামাযের জন্য দাঁড়াইবে না। যে মসজিদ প্রথম দিন হইতে তাকুওয়ার ভিত্তির উপর নির্মিত হইয়াছে, উহাই অধিকতর যোগ্য যে তুমি উহার মধ্যে (নামাযের জন্য) দাঁড়াও, তথায় এমন লোক আছে যাহারা পবিত্র হইতে ভালবাসে, এবং আল্লাহ্ পবিত্র লোকদিগকে ভালবাসেন।

১০৯। যে বাজি আল্লাহ্‌র তাকুওয়া ও সন্তুষ্টির উপর অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করে সে উৎকৃষ্টতর, না ঐ বাজি যে নিজের অট্টালিকার ভিত্তি এক গর্তের পতনোন্মুখ কিনারায় স্থাপন করে ফলে উহা তদসহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? এবং আল্লাহ্ অত্যাচারী জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

১১০। তাহারা যে অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিল উহা তাহাদের অন্তরে সদা পীড়ার কারণ হইবে যে পর্যন্ত না তাহাদের অন্তর ঠুকরা ঠুকরা হইয়া যায়। বস্তুত: আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজাময়।

১১১। নিশ্চয় আল্লাহ্ মো'মেনগণের নিকট হইতে তাহাদের জীবন এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন এই জন্য যে, তাহাদের জন্য জামাত আছে; তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তাহারা (শত্রুকে) হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হন— ইহা এক প্রতিশ্রুতি যাহা তিনি নিজের উপর অব্যাহারিত করিয়াছেন, যাহা তওরাত এবং ইন্‌জীল এবং কুরআনে বর্ণিত আছে। এবং নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ্

وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يَعْزِبُ عَنْهُمْ وَإِنَّمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ③

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرًّا وَكُفْرًا وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَرِضًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَكَالِخُلُفِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْخُسْفَانَ وَاللَّهُ يَهْدِي لِهَيْمِهِمْ لَكَذِبُونَ ④

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَلَّذِي اسْتَسَى عَلَى الْقَوْمِ مِنْ آدَمَ يَوْمَ نَسَى أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَخَفُوا وَاللَّهُ يَحِبُّ الظَّالِمِينَ ⑤

أَفَمَنْ اسْتَسَى بِنِيَانِهِ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضَايِنِ خَيْرًا مِمَّنْ اسْتَسَى بِنِيَانِهِ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَالِينَ ⑥

لَا يَزَالُ بِنِيَانِهِمُ الَّذِي بَنَوْا رِيْبَهُ فِي قُلُوبِهِمْ ⑦ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ⑧

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَاتِلُوا وَيُقَاتِلُوا وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَدَّى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا

অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত আর কে আছে? অতএব তোমরা তোমাদের এই বাবসায় খুশী হও, যে বাবসা তোমরা তাহার সহিত করিয়াছ, এবং উহাই হইতেছে মহা সফলতা।

بِيعْتِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ ﴿٥﴾

১১২। যাহারা তওবাকারী, 'ইবাদতকারী, (আল্লাহর) প্রশংসাকারী, (আল্লাহর পথে) সফরকারী, রুকূকারী, সেজদাকারী, সংকাজের আদেশ দানকারী, অসৎ কাজের নিষেধকারী, আল্লাহর সীমাসমূহের সংরক্ষণকারী— এইরূপ মো'মিনগণকে তুমি সুসংবাদ প্রদান কর।

الْمُتَّابُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَدِيثُونَ الشَّاهِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾

১১৩। ইহা নবী এবং মো'মিনগণের জন্য সমীচীন নহে যে, মোশরেকদের জন্য তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহাদের উপর উহা প্রকাশ হওয়ার পরও যে তাহারা দোষের অধিবাসী, যদিও তাহারা নিকট আশ্বীয়ই হউক না কেন।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٦﴾

১১৪। এবং ইব্রাহীমের পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা শুধু এক প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ছিল যাহা সে তাহার (পিতার) সহিত করিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার নিকট ইহা প্রকাশিত হইয়া গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন সে তাহার নিকট হইতে নিজেকে সম্পর্কচ্যুত করিল। নিশ্চয় ইব্রাহীম বড় কোমল হৃদয় ও সহিষ্ণু ছিল।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوَدَّةٍ وَعَدَّةَ آيَاتِهِ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿٦﴾

১১৫। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি কোন জাতিকে হেদায়াত দেওয়ার পর তাহাদিগকে বিপথগামী করেন যতরূপ পর্যন্ত না তিনি তাহাদিগকে সেই সকল বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেন যাহা হইতে তাহাদিগকে সাবধান থাকা উচিত। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সুবিদিত।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتُمْ حَتَّىٰ بَيَّنَّ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ السُّهُورِ ﴿٧﴾

১১৬। নিশ্চয় আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বন্ধু এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧﴾

১১৭। আল্লাহ্ নবী এবং সেই সকল মুহাজির ও আনসারদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, যাহারা সংকটপূর্ণ সময়ে তাহার আনুগত্য করিয়াছিল— তাহাদের মধ্যে একদলের হৃদয় বক্র হওয়ার উপক্রম হওয়ার পরেও, অতঃপর, তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। নিশ্চয় তিনি তাহাদের প্রতি যমতাময়, পরম দয়াময়।

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ قَرِينٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٨﴾

১১৮। এবং তিনি (সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন তাহাদের) তিন জনের উপরেও যাহারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল—এমন কি ভূপৃষ্ঠ উহার বিশালতা সত্ত্বেও তাহাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের জন্য তাহাদের জীবন দুর্বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহারা বিশ্বাস করিয়া নাইয়াছিল যে, আল্লাহ্ হইতে বাঁচিবার জন্য তাঁহার আশ্রয়-ছাড়া কোন আশ্রয় নাই; অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন যেন তাহারা (তাঁহার দিকে) প্রত্যাবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ই এমন যিনি

১৪  
[৮]

৩

১১৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও।

১২০। মদীনাবাসী এবং তাহাদের চারিপাশের মক্কাবাসীগণের জন্য ইহা সমীচীন ছিন না যে, তাহারা আল্লাহ্‌র রসূলকে একা ছাড়িয়া পশ্চাতে বসিয়া থাকে এবং না ইহা যে, তাহাকে বাদ দিয়া নিজেদের জীবন লইয়া ব্যস্ত থাকে। ইহা এই কারণে যে, আল্লাহ্‌র পথে তাহাদিগকে না ক্লিষ্ট করে কোন পিপাসা, না কোন শ্রান্তি, না কোন ক্ষুধা এবং না তাহারা পদদলিত করে এমন কোন স্থান, যাহা কক্ষেদিগকে রাসানিত করে এবং না তাহারা শত্রুর উপর কোন বিজয় লাভ করে কিন্তু উহার বিনিময়ে অবশ্যই তাহাদের জন্য পূণ্যকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার কখনও বিনষ্ট করেন না।

১২১। এবং না তাহারা (আল্লাহ্‌র পথে) কোন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যয় করে, এবং না তাহারা কোন উপত্যাকা অতিক্রম করে, কিন্তু উহা অবশ্যই তাহাদের জন্য (তাহাদের আমল নামায়) লিপিবদ্ধ করা হয় যেন আল্লাহ্ তাহাদের এই কৃত-কর্মের উৎকৃষ্টতম বিনিময় দান করেন।

১৫

[৮]

৪

১২২। মো'মেনগণের জন্য ইহা সম্ভব নহে যে, তাহারা সকলে একযোগে বাহির হয়, অতএব তাহাদের প্রত্যেক জামায়াত হইতে এক দল কেন বহির্গত হয় না যাহাতে তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে বৃৎপত্তি লাভ করিতে পারে এবং যখন তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসে তখন তাহাদিগকে সতর্ক করিতে

১২৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সেই সকল কক্ষেদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের নিকটে আছে,

وَعَلَى الشَّكَّةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا صَاحَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ وَصَاحَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخِصَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كَيْبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠﴾

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَيْبَ لَهُمْ لِيُذَيِّبَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ

ইয়া'তাযিরুনা-১৬

তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা প্রত্যক্ষ করে এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সহিত আছেন।

وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلَظَةً ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٢﴾

১২৪। এবং যখনই কোন সূরা নাযেল করা হয়, তাহাদের মধ্যে হইতে কতক বলে, 'ইহা তোমাদের মধ্যে কাহার সৈমান রুদ্বি করিল?' কিন্তু যাহারা মো'মেন ইহা তাহাদের সৈমানকে রুদ্বি করে এবং তাহারা ই আনন্দিত হয়।

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَبَيْنَهُمْ مَنْ يَقُولُ بَلْ كُنَّا زَادَتْهُ هُدًى مِّنْ آيَاتِنَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ آيَاتُنَا وَهُمْ يَتَّبِعُونَ ﴿١٣﴾

১২৫। কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে, ইহা তাহাদের কলুষতার উপর আরও কলুষতা রুদ্বি করে, এমন কি তাহারা কাফের অবস্থায় মারা যায়।

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾

১২৬। তাহারা কি দেখে না যে তাহাদিগকে প্রতি বৎসর একবার কি দুইবার পরীক্ষা করা হয়? তথাপি তাহারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٥﴾

১২৭। এবং যখনই কোন সূরা নাযেল হয় তখন তাহারা একে অপরের দিকে তাকায়, (এবং বলে) 'কেহ কি তোমাদিগকে দেখিতেছে?' অতঃপর, তাহারা সরিয়া পড়ে। আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া দিয়াছেন, কারণ তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বুঝে না।

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً نُّظِرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لِقَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٦﴾

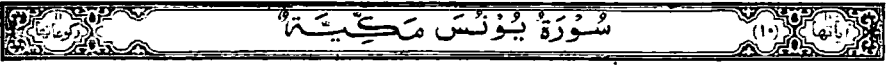
১২৮। নিশ্চয় তোমাদেরই মধ্যে হইতে এক মহান রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমাদের কণ্ঠে পতিত হওয়া তাহার জন্য দুঃসহ, সে তোমাদের অতিশয় শুভাকাঙ্ক্ষী, মো'মেনদের প্রতি সে পরম মমতাসীন, দয়াময়।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧﴾

১২৯। কিন্তু তাহারা যদি ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তুমি বল, 'আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٨﴾

১৬ তাঁহাদের উপরে আমি নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।



## ১০- সূরা ইউনুস

ইহা মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১০ আয়াত ও ১১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আনিফ নাম রা, এইগুলি জান ও হিকমত-পূর্ণ কিতাবের আয়াত ।

الرَّحِيمِ ①

৩। ইহা কি মানব জাতির জন্য আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজন মানুষের নিকট আমরা ওহী করিয়াছি যে, 'তুমি মানব জাতিকে সতর্ক কর এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে এই ওভ সংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট প্রকৃত মর্যাদা আছে।' কাফেররা বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি এক প্রকাশ্য যাদুকর।' ①

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ①

৪। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ্, যিনি, আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁহার অনুমতি বাতিরেকে কেহই সৃষ্টিকারী হইতে পারে না। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু, অতএব তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ذِيهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ①

৫। তাঁহারই দিকে জোমাদের সকলের প্রত্যাভর্ন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর, তিনি উহার পুনরাবর্তন করেন যাহাতে তিনি ঐ সকল লোককে ন্যায়-সংগতভাবে প্রতিদান দিতে পারেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে; এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের পান করিবার জন্য ফুটন্ত পানি থাকিবে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থাকিবে কেননা তাহারা অবিশ্বাস করিত।

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا أَنَّهُ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ①

৬। তিনিই যিনি সূর্যকে প্রখর জ্যোতিবিশিষ্ট এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ কিরণবিশিষ্ট করিয়াছেন এবং উহার মন্বিশ্বসমূহ নির্ধারণ করিয়াছেন যেন তোমরা বৎসরের গণনা এবং (সময়ের)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ النَّجْمِ وَالْحِسَابَ مَا

হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ্ ইহা অবশ্যই যথাযথরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এই সকল আয়াত জানবান জাতির জন্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতেছেন।

৭। নিশ্চয় রাত্রি ও দিনসের পরিবর্তনের মধ্যে এবং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যাহা আল্লাহ্ আকাশমন্ডলে এবং পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুকী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রাখিয়াছে।

৮। নিশ্চয় যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবনের প্রতি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং উহাতেই পরিতৃপ্ত নাত করিয়াছে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি অমানোযোগী রাখিয়াছে—

৯। এই সকল লোকের আবাসস্থল হইবে আঁধন—তাহাদের কর্মফলের জন্য!

১০। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পূর্ণ কর্ম করিয়াছে— তাহাদের প্রভু তাহাদের ঈমানের জন্য তাহাদিগকে (সাক্ষাতের পথে) পরিচালিত করিবেন। নেয়ামতপূর্ণ বাগান সমূহে তাহাদের তরুদেশ দিয়া নহর সমুদ্র প্রবাহিত হইবে।

১১। ইহার মধ্যে তাহাদের প্রার্থনা হইবে, হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র ও মহান এবং তাহাদের (পরস্পরের) মধ্যে সাদর সম্বন্ধ হইবে সালাম-শান্তি এবং তাহাদের সর্বশেষ কথা হইবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

১২। এবং যদি আল্লাহ্ মানুষের জন্য (তাহাদের মন্দ কর্মের ফলে) এইভাবে অকল্যাণ দানে হ্রা করিতেন যেভাবে তাহারা কল্যাণ কামনায় হ্রা করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের (জীবনের) মিয়াদ পরিসমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইত। এই জন্য আমরা সেই সকল লোককে, যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহাদের ধর্মপ্রাণিতার মধ্যে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে অবকাশ দিই।

১৩। এবং যখন দুঃখ-কষ্টে মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে পান্থ-দেশ (হইয়া) অথবা বাসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাদের ডাকিতে থাকে, কিন্তু যখন আমরা তাহার দুঃখ-কষ্টকে তাহার উপর হইতে দূর করিয়া দেই তখন সে এমন ভাবে পান্থ কাটাইয়া চলিয়া যায় যেন সে আমাদের ডাককে কোন সময়ে শ্রু কষ্টে, যাহা

خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفْعَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ①

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ②

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غِفْلُونَ ③

أُولَئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ④

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِنَا هُمْ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑤

دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَحِثَّتْ لَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأُخِرَ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَدِيثَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑥

وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِجَابًا لَهُمْ بِالْغَيْرِ لَفَعَلْنَا بِهِمْ أَحْلَاهُمْ فَذَرَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑦

وَرَأَى مَنِ الْإِنْسَانَ الضَّرَّ دَعَانًا لِجَنَّتِهِ أَوْ قَاعًا أَوْ قَابِلًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ مَرَّكَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرْفَتِهِ كَذَلِكَ يُؤْتِنُ لِلْمُتَسِفِّينَ مَا كَانُوا

তাহাকে স্পর্শ করিয়াছি, দূর করিবার জন্য ডাকে নাই। এট ভাবেই সৌমাল-গনকারীদের জন্য তাহাদের কর্ম মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে।

يَعْلُونَ ﴿١٧﴾

১৪। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি, যখন তাহারা ধ্বংস করিয়াছিল; অথচ তাহাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ঈমান আনে নাই; এইভাবেই আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا  
وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا  
كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤﴾

১৫। অতঃপর তাহাদের পর আমরা তোমাদিগকে (তাহাদের) স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিয়াছি যেন আমরা দেখি, তোমরা কেমন আচরণ কর।

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ  
كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

১৬। এবং যখন তাহাদের নিকট আমাদের সুস্পষ্ট আয়ত্তসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহারা বলে, 'তুমি ইহা ছাড়া অন্য কুরআন আন অথবা ইহার মধ্যে কিছু রদবদল কর।' তুমি বল, 'ইহা আমার জন্য সন্তবপর কাজ নহে যে, আমি নিজের পক্ষ হইতে ইহাতে কিছু রদবদল করি। আমার উপর যাহা ওহী করা হয় আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি; যদি আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করি তাহা হইলে আমি এক বড় (ভয়ঙ্কর) দিনের শাস্তিকে ডয় করি।'

وَإِذَا نُتِلَّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِبَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ  
لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْهَانَ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ  
لِي أَنْ أَدْبِلَهُ مِنْ تِلْكَ آيَاتِي أَنْ أَدَّبْتُ إِلَّا مَا أُرِي  
إِنَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

১৭। তুমি বল, 'যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে আমি ইহা তোমাদের নিকট পড়িয়া শুনাইতাম না এবং তিনিও উহা সম্বন্ধে তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেন না। নিশ্চয় আমি ইতিপূর্বে তোমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছি, তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?'

قُلْ تَوَسَّأَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا أَدْرَأَكُمْ بِهِ  
فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِمَّنْ قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

১৮। অতঃপর, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যানেম কে যে (জানিয়া বখিয়া) আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে অথবা তাহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে? প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, অপরাধীরা কখনও সফলকাম হয় না।

مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ  
إِنَّهُ لَا يُلَاحِظُ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করে যাহা তাহাদের অপকারও করে না এবং উপকারও করে না এবং তাহারা বলে, এইগুলি আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে উহার সংবাদ দিতেছ যে, আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ  
وَيَقُولُونَ هُوَ لَوْلَا رُحْمَتُهُمْ لَبِثْنَا فِي السَّمَاءِ  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مُبْتَلًى



সম্বন্ধে তাহারা জানা নাই? তিনি পবিত্র এবং (যাহাকে তাহারা) শরীক করে উহা হইতে তিনি বহু উর্ধে।

وَنُحَلِّعَنَّ يَتْرُكُونَ ﴿١٠﴾

২০। এবং সকল মানুষ একই উদ্ভূত ছিল, অতঃপর তাহারা (পরস্পর) মতভেদ করিল; বস্তুতঃ তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে যে বাক্য পূর্বে সমাগত হইয়াছে, উহা যদি না হইত তাহা হইলে যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিতেছে, অবশ্যই তাহাদের মধ্যে উহার নীমাংসা করিয়া দেওয়া হইত।

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَفَقُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّصَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٠﴾

২১। এবং তাহারা বলে, তাহার উপর কেন তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় নাই? অতএব, তুমি বল, 'প্রত্যেক অদৃশ্যের জান কেবল আল্লাহরই জ্ঞান। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত আছি?'

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ السَّاتِرِينَ ﴿١١﴾

২২। এবং যখন আমরা মানুষকে, তাহাদিগকে দুঃখ-যাতনা স্পর্শ করার পর রহমতের আশ্রয় গ্রহণ করাই, তখন সহসা তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা আঁটিতে আরম্ভ করে। তুমি বল, "আল্লাহ পরিকল্পনায় সর্বাধিক দ্রুত"; নিশ্চয় আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশতা) উহা লিখিয়া রাখিতেছে তোমরা তাহার পরিকল্পনা আঁটিতেছ।

وَإِذَا أَرَأَيْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّهِمْ فَعَرَفُوا مَا تَمَتَّهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَكُرُونَ ﴿١٢﴾

২৩। তিনিই তোমাদিগকে স্থানে এবং জলে পরিভ্রমণ করান, এমন কি যখন তোমরা জাহাজে অবস্থান কর এবং উহা তাহাদিগকে লইয়া মৃদুমন্দ বায়ুত্তরে চলিতে থাকে এবং উহাতে তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে, এমন সময় উহাদের উপর এক প্রচণ্ড ঝড় বায়ু বহিয়া যায় এবং সকল দিক হইতে তাহাদের উপর তরঙ্গমালা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহারা আল্লাহকে, তাহার প্রতি বিস্তৃত চিত্তে আনুগত্য প্রকাশ করিয়া (এই বলিয়া) ডাকে, 'যদি তুমি আমাদের একই বিপদ হইতে উদ্ধার কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ كَفَىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَبَاقٍ وَكُرَّخُوا بِهَا جَاءَتْهَا رَيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ لَكِنِ اتَّخَذْنَا مِنْ هُدَاهُمْ لَنُكَوِّنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣﴾

২৪। অতঃপর, যেমনি তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন অমনি তাহারা পৃথিবীতে অনায়াসভাবে বিদ্রোহাচরণ করিতে আরম্ভ করে। হে মানবগণনী! পার্থিব জীবনের ভোগ-বিনাসে

فَلَمَّا أَنْجَلْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَفْجُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنشَاءً بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٤﴾

তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইবে। অতঃপর, আমাদের নিকটই তোমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং আমরা তোমাদিগকে জানাইয়া দিব যাহা কিছু তোমরা করিতেছিনে।

২৫। পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত ঐ পানির ন্যায় যাহা আমরা মেঘ হইতে বর্ষণ করি, অতঃপর উহার সহিত ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য সংমিশ্রিত হয়, যাহা মানুষ ও গবাদি পশু ভক্ষণ করে, এমন কি ধরণী নিজ সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে ও সুশোভিত হয় এবং উহার মালিকগণ মনে করে যে, উহা তাহাদের পূর্ণ আয়ত্বে আসিয়াছে, ঠিক এমনই সময় রাত্রিকালে ৭১ দিনের বেলায় উহার উপরে আমাদের আদেশ আসিয়া পড়ে; অতঃপর আমরা উহাকে এমন ভাবে কর্তিত ক্ষেত্র পরিণত করিয়া দেই যেন গতকালও এখানে কিছুই ছিল না। এইরূপে আমরা চিত্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি।

২৬। এবং আল্লাহ্ শাস্তির আবাসের দিকে স্মাহান করেন, এবং তিনি যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

২৭। যাহারা উত্তম কার্য করে তাহাদের জন্য আছে উত্তম বিনিময় এবং আরও অধিক (আপিস)। কালিমা এবং লাহুনা তাহাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিবে না। ইহারা ই জাম্মাতের অধিবাসী; তাহারা তথায় চিরকাল বসবাস করিবে।

২৮। এবং যাহারা মন্দ কার্য করিবে, মন্দ কার্যের প্রতিফল উহার অনুরূপ হইবে এবং লাহুনা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে; তাহাদিগকে আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না; তাহাদের চেহারাগুলিকে যেন রাত্রির এক টুকরা দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হইয়াছে, এই সকল লোকই আগুনের অধিবাসী, তাহারা তথায় দীর্ঘকাল থাকিবে।

২৯। এবং (স্মরণ কর) সেই দিনকে যেদিন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব, অতঃপর যাহারা শিরক করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে বলিব, 'তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে (দাঁড়াইয়া) থাক।' অতঃপর, আমরা তাহাদিগকে একে অপর হইতে পৃথক করিয়া দিব, তখন তাহাদের শরীকগণ বলিবে, 'তোমরা আদৌ আমাদের উপাসনা করিতে না;

الذُّنْيَا: ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ كُلُّ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَارْبَتْتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهِمْ أَنهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَكُنْ بِالْأَرْضِ شَيْئًا كَذَلِكَ نَقُضُ الْأَبْرَارَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٧﴾

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخَيْرَ وَزِيَادَةٌ ۗ وَلَا يَرْضَىٰ لِحُجُومِهِمْ قَتْرًا وَلَا ذَلَّةً ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٨﴾

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهُم مُّذَمَّنَةً ۗ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَافًا مِنَ الثَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِينًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَلَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ آيَاتِنَا تَعْبُدُونَ ﴿٣٠﴾

৩০। সূতরাং তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে অববহিত ছিলাম।

فَلْيُقِ لِلَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغُفْلِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। সেখানে তখন প্রত্যেক আদ্বা যাহা কিছু কৃত-কর্ম হিসাবে পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে তাহা বৃথিয়া পাইবে এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিত সবই তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

هَذَا لِكُلِّ بَلَاءٍ كُلِّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعُرُونَ ﴿٣١﴾

৩২। তুমি বল, 'আকাশসমূহ এবং যমীন হইতে কে তোমাদিগকে রিস্ক দেন, অথবা কে কান এবং চক্ষুসমূহের উপর আধিপত্য রাখেন এবং কে জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্'। অতঃপর, তুমি বল, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবনয়ন করিবে না?'

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأُمُورَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। অতএব, ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত প্রভু। সূতরাং সত্য ভাগ্য করিবার পর বিভ্রান্তি বাতিরেকে আর কি থাকে? কিভাবে তোমাদিগকে (সত্য হইতে) ফিরানো হইতেছে?

فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَدَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنِّي أَخْشَوُكَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এইরূপে যাহারা অবধা আচরণ করে তাহাদের উপর তোমার প্রভুর কথা সত্য প্রতিপন্ন হইল যে, তাহারা ঈমান আনিবে না।

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। তুমি বল, 'তোমাদের শরীকগণ (উপাসা) হইতে কি কেহ এমন আছে যে সৃষ্টিকে উদ্ভব করে এবং উহার পুনরাবর্তন ঘটায়?' তুমি বল, 'আল্লাহই সৃষ্টির উদ্ভব করেন এবং উহার পুনরাবর্তন ঘটান! সূতরাং তোমাদিগকে কোন দিকে ফিরানো হইতেছে?'

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَلَإِنَّ اللَّهَ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكُّونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তুমি বল, 'তোমাদের শরীক (উপাসা)গণের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে, সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করে?' তুমি বল, 'কেবল আল্লাহই সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করেন; তাহা হইলে কি যিনি সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করেন তিনি অধিকতর অনুসরণ যোগ্য, না যে নিজেই পথ খাঁড়িয়া পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়, সে? তাহা হইলে, তোমাদের কি হইয়াছে? কিভাবে তোমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে?'

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

৫৭। এবং তাহাদের অধিকাংশই কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজে আসে না। তাহারা যাহা কিছু করিতেছে নিশ্চয় আল্লাহ তাহা সবিশেষ অবহিত।

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي  
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং এই কুরআন এমন নহে যে, আল্লাহ্ বাতীরকে অন্য কাহারও দ্বারা রচিত হইতে পারে; বরং ইহা সত্যায়ন করে উহার যাহা ইহার পূর্বে আছে এবং ইহা একটি পূর্ণ বিধানের বিবরণ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা সকল ভগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে।

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَقْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ  
لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তাহারা কি এই কথা বলে যে, সে ইহা রচনা করিয়াছে? তুমি বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা পেশ কর এবং আল্লাহ্ বাতীরকে যাদাদিগকে সম্ভব হয় সাহায্যের জন্য ডাক।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ  
وَادْعُوا مَنِ اسْتَلْطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٩﴾

৬০। বরং তাহারা উহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে যাহাকে তাহারা (পূর্ণরূপে) জানায়ত করে নাই, এবং ইহার (সঠিক) তাৎপর্য তাহাদের কাছে উপনীত হয় নাই। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও এইভাবে (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, অতএব, তুমি দেখ! সেই যানমদের পরিণাম কি রূপ হইয়াছিল।

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ لَهَايَاتِهِمْ تَارِيخًا  
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা ইহার উপর ঈমান আনে এবং কতক আছে যাহারা ইহার উপর ঈমান আনে না এবং তোমার প্রভু বিশ্বাকারাদিগকে জানভাবে জানেন।

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ  
وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦١﴾

৬২। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তুমি বল, আমার কর্ম আমার জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমি যাহা করি সেজন্য তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সেজন্য আমিও দায়ী নহি।

وَإِنْ كَذَّبْتُمْ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ  
بِرَبِّكُمْ وَمِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা তোমার প্রতি কান পাতিয়া রাখে। তুমি কি সেই বধিরদিগকে শুনাইতে পারিবে যদিও তাহারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে না লাগায়?

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَرَ  
وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

৪৪। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে। তুমি কি সেই অন্ধদিগকে স্পৃহা দেখাইতে পারিবে যদিও তাহারা না দেখে ?

وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَتَأْتِي تَهْدَى الْعَنَى  
وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। আল্লাহ্ মানুষের উপর আদৌ কোন মূল্য করেন না, বরং মানুষ নিজের উপর নিজেই মূল্য করে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلُمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ  
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে এমন অবস্থায় একত্রিত করিবেন (যে তাহারা অনুভব করিবে) যেন তাহারা দিবসের এক মুহূর্ত ব্যতীত (এই দুনিয়ায়) অবস্থান করে নাই। তাহারা একে অপরকে চিনিয়া নইবে, যাহারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং তাহারা হেদায়াতগ্রহণকারীও হয় নাই, বস্তুতঃ তাহারা ক্রটিগ্রস্ত হইয়াছে।

وَيَوْمَ يُعْشَرُ هُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ  
النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا  
بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং আমরা তাহাদিগকে যেসব বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি উহার কিয়দংশ যদি তোমাকে দেখাইয়া দিই (তাহা হইলে তুমি দেখিয়া নইবে) অথবা যদি (ইহার পূর্বে) আমরা তোমাকে মৃত্যু দিই, তাহা হইলে (তুমি মৃত্যুর পর ইহার যথার্থতা জানিবে); অতঃপর তাহাদের প্রত্যাবর্তন তো আমাদেরই নিকট, এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ সেই বিষয়ে সাক্ষী রহিয়াছেন।

وَأَمَّا نُورُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَقَّيْتَهُ فَأَلَيْنَا  
مَرْجِعَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং প্রত্যেক উস্মাতের জন্যই রহিয়াছে রসূল। সূত্রাৎ যখন তাহাদের রসূল আসে, তখন তাহাদের মধ্যে ন্যায়-সমত্বভাবে বিচার করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের উপর কোন মূল্য করা হয় না।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضَىٰ بَيْنَهُمْ  
بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে (বল) কখন এই প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) হইবে।'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

৫০। তুমি বল, 'আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন উহা বাস্তবেরে আমি আমার নিজের জন্য না কোন ক্ষতি এবং না কোন লাভের ক্ষমতা রাখি প্রত্যেক উস্মাতের জন্য একটি (নির্দিষ্ট) মিয়াদ রহিয়াছে। যখন তাহাদের মিয়াদ শেষ হইয়া আসে তখন তাহারা এক মুহূর্তও পিছনে থাকিয়া যাইতে পারে না এবং আগেও বাড়িয়া যাইতে পারে না।'

قُلْ لَا أَمَلٌ لِّي فِيمَن ظَلَمَ وَلَا تَتَّبِعِ الْآلِمَاءَ مَا شَاءَ اللَّهُ  
لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْجِرُونَ  
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যদি তাঁহার শাস্তি রাতে অথবা দিনে তোমাদের উপর আপতিত হয়, তখন অপরাধীরা কি করিয়া উহা হইতে তাড়াতাড়ি (দোড়াইয়া) পলায়ন করিবে ?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ بَيِّنًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا  
يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥١﴾

৫২। তবে কি যখন ইহা ঘটিয়া যাইবে তখন তোমরা ইহার উপর ঈমান আনিবে? কি (তোমরা) এখন (ঈমান আনিতেছ)? অথচ তোমরা (ইহার পূর্বে) ইহা তাড়াতাড়ি আগমনের কামনা করিতেছিলে?'

أَتُمِرُّ إِذَا مَا وَقَعَ امْتُنَمُّ بِهِ النَّاسُ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। অতঃপর, যাহারা য়ুনুস করিতেছিল তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি উপভোগ কর। তোমরা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছিলে তোমাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে।'

تُمْرَقِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْرُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, উহা কি সত্য? তুমি বল, 'হাঁ, আমার প্রভুর শপথ! ইহা অবশ্যই সত্য; এবং তোমরা ইহা বার্থ করিতে পারিবে না।

وَيَسْتَفْتُونَكَ أَحَىٰ هُوَ قُلُوبِي وَإِنِّي أَنَا لَحَىٰ ﴿٥٤﴾ وَمَا أَسْمُ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং যদি পৃথিবীই সব কিছুই প্রত্যেক যান্নেম বাঞ্জির স্বরাধীনে থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই সে উহা মুক্তি-পন হিসাবে পেশ করিয়া দিত। এবং যখন তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, তখন তাহারা তাহাদের মনস্তাপ গোপন করিবে। এবং তাহাদের মধ্যে নায়-সমস্তভাবে মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন য়ুনুস করা হইবে না।

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَنَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَنَا وَأَوَّا الْعَدَابَ وَفِيهِمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। সন্নরপ রাখ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহর। শুন, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

إِلَّا إِنْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْإِلَهَ وَوَدَّ اللَّهُ حَىٰ وَلَكِنَّ الْكُفْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের (সকলকে) ফিরাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে।

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিশ্চয় আসিয়াছে এক উপদেশ এবং বন্ধুসমূহে যাহা কিছু (বাধি) আছে উহার জন্য আরোসা এবং মো'মেনগণের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তুমি বল, '(এই সব কিছু) আল্লাহর ফযলে ও তাঁহার রহমতে হইয়াছে; সুতরাং এই জন্য তাহাদের উৎফুল্ল হওয়া উচিত। (কেননা) তাহারা যাহা জমা করিতেছে উহার চাইতে ইহা উৎকৃষ্টতর।'

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْعُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে জীবনোপকরণ অবতীর্ণ করিয়াছেন, অতঃপর তোমরা উহার মধ্যে (কতককে) হারাম করিয়াছ এবং

قُلْ أَرَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمَّ عَلَى اللَّهِ

(কতককে) হালান করিয়াছ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ কি তোমাদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন অথবা তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিতেছ?'

تَفْتَرُونَ ⑤

৬১। এবং যাহারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহাদের কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে কি ধারণা? নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أكَثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ⑥

৬২। এবং তুমি যে কোন কাজে (বাস্তু) থাক না কেন এবং তাঁহার তরফ হইতে (সমাগত) কুরআনের যে কোন অংশ আবৃত্তি কর না কেন এবং তোমরা যে কোন কাজ কর না কেন আমরা অবশ্যই তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা উহাতে মুগ্ধ থাক। এবং তোমার প্রভুর দৃষ্টি হইতে পরমাণু পরিমাণ বস্তুও না পৃথিবীতে গোপন আছে, না আকাশে, এবং না উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং না উহা অপেক্ষা বৃহত্তর এমন কোন বস্তু আছে যাহা এক উজ্জ্বল কিতাবে (উল্লিখিত) নাই।

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِضُونَ فِيهِ وَمَا يَذُوبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ تَشْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ⑦

৬৩। মনযোগ দিয়া ওন! নিশ্চয় আল্লাহ্র বন্ধু যাহারা— তাহাদের না কোন ভয় আছে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে—

إِلَّا إِنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑧

৬৪। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং (সদা) তাকওয়া অবনয়ন করিয়াছে—

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ⑨

৬৫। তাহাদের জন্য এই পৃথিবী জীবনে শুভসংবাদ আছে এবং পরকালেও— আল্লাহ্র কথার কোন পরিবর্তন নাই— ইহাই পরম সফলতা।

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ ⑩

৬৬। এবং তাহাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। নিশ্চয় সকল সম্মান, শক্তি আল্লাহ্র। তিনি সব শ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑪

৬৭। মনযোগ দিয়া ওন! যে কেহ আকাশমণ্ডলে আছে এবং যে কেহ পৃথিবীতে আছে তাহারা আল্লাহ্রই। এবং যাহারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কিছুকে ডাকে, তাহারা শরীকগণের অনুসরণ করে না, তাহারা কেবল নিজেদের কল্পনার অনুসরণ করে এবং তাহারা কেবল অনুমানের উপর চলে।

إِلَّا إِنْ يُلَّهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَشْعُرُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ⑫

৬৮। তিনিই তোমাদের জন্য রাগিকে (অন্ধকার করিয়া) সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিতে

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ آيَاتٍ لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَ النَّهَارَ

পার এবং দিবসকে করিয়াছেন আলোকময় (যেন তোমরা কাজকর্ম করিতে পার)। নিশ্চয় ঐ সম্প্রদায়ের জন্য উহার মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা (ঐশী আব্বাস) শ্রবণ করে ৮

৬৯। তাহার বক্তব্য, 'আল্লাহ পুত্র-সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' পবিত্র তিনি! তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তাহা তাঁহারই। তোমাদের নিকটে উহার কোনই প্রমাণ নাই। তোমরা কি আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কোন কথা বলিতেছ যাহার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই?

৭০। তুমি বল, 'যাহারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে তাহারা আসৌ সফলকাম হয় না।'

৭১। দুনিয়াময় (তোমাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী) ভোগ-সামগ্ৰী আছে। অতঃপর, তাহাদিগকে আমাদের দিকেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। তখন যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল, সেই হেতু আমরা তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ করাইব।

৭২। এবং তুমি তাহাদিগকে নূহের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর, যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! যদি আমার মর্দাণা ও আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা (তোমাদিগকে তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) আমার স্মরণ করাইয়া দেওয়া তোমাদের জন্য অসম্ভবের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহর উপরই আমি নির্ভর করি; অতএব তোমাদের (সকল) পরিত্যক্তনা এবং তোমাদের (কল্পিত) শবীকগণকে একত্রিত কর, এবং তোমাদের কর্তব্য বিষয় যেন তোমাদের নিকটে (কোন ভাবে) অস্পষ্ট না থাকে; অতঃপর তোমরা উহা আমার বিরুদ্ধে কার্যকরী কর এবং আমাকে কোন অবকাশ দিও না।

৭৩। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া নও, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) আমি তোমাদের নিকটে কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান আল্লাহরই নিকটে, এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি (তাঁহারই নিকটে) আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

৭৪। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন আমরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে যাহারা নৌকায় আরোহী ছিল তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম। এবং

مُبِصِّرًا ۙ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّبِعُونَ ﴿٦٩﴾

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحٰنَهُ هُوَ الْعَزِيزُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اَتَقُولُوْنَ عَلَىٰ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكٰذِبَ لَا يَفْلِحُوْنَ ﴿٧١﴾

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

وَاَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ نُّوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَوْمَ اٰمِ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّمَّيَّ وَتَذٰكِرٰتِيْ ۗ اٰبٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ ۗ فَاٰجِبْعُوْا اَمْرَكُمْ وَّشُرَكَاءِكُمْ لَكُمْ لَا يَكُنْ اَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غَنَةً ثُمَّ اِقْضُوْا اِلٰيَّ وَلَا تَنْظُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

اِنْ تَوَلَّيْتُمْ مَّا سَأَلْتُمْ مِنْ اٰمِ اِن اٰخِرٰى اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٤﴾

مَكَدَبُوْهُ فَتَجٰنَبْنٰهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَٰكِ وَجَعَلْنٰهُمْ حٰخِيفًا وَّاعْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا فَاَنْظُرْ كَيْفًا



তাহাদিগকে আমরা পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করিলাম এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে আমরা নিমজ্জিত করিলাম। অতএব, তুমি লক্ষ্য কর, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল !

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَدَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

৭৫। অতঃপর, আমরা তাহার পরে বহু রসূল তাহাদের (নিজ নিজ) জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহারা তাহাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু তাহারা পূর্বে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সেই হেতু তাহারা তাহাদের উপরে ঈমান আনে নাই। এইভাবেই আমরা সৌমালংঘনকারীদের হাদয়ের উপর মোহরাক্ষিত করিয়া দিই।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَبَاءُواهُمُ  
بِالْبَيِّنَاتِ مِمَّا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ  
كَذَلِكَ نَطْمِئِنُّ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُتَعَدِّينَ ﴿٦١﴾

৭৬। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে ফেরাউন ও তাহার (জাতির) প্রধানগণের নিকট মূসা এবং হারুনকে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা অহংকার করিল। বস্তুতঃ তাহারা অপরাধপরায়ণ জাতি ছিল।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ  
وَمَلَائِكَةٍ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا فَجْرِينَ ﴿٦٢﴾

৭৭। অতঃপর, যখন আমাদের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট সত্য সমাগত হইল, তখন তাহারা বলিল, 'নিশ্চয়ই ইহা এক স্পষ্ট যাদু।'

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَيَجْرٌ  
مُبِينٌ ﴿٦٣﴾

৭৮। মূসা বলিল, 'তোমরা কি সত্য সয়ক্রে একরূপ বলিতেছ, যখন ইহা তোমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে? ইহা কি যাদু হইতে পারে? অথচ যাদুকরগণ। কখনও। সফলকাম হয় না।'

قَالَ مُوسَىٰ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَكَ الْجَاهِ لِمَا كُفِرْتُمْ بِهِ هَذَا  
وَلَا يَفْلِحُ الشَّاكِرُونَ ﴿٦٤﴾

৭৯। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই জন আসিয়াছ যেন আমাদের পিতৃপুরুষগণকে আমরা যাহার উপর পাইয়াছি উহা হইতে তুমি আমাদের সরাইয়া দাও, এবং যেন দেশে তোমাদের উভয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়? কিন্তু আমরা তোমাদের উপর কখনও ঈমান আনিব না।'

قَالُوا ااجْتَنَبْنَا لِبُغْتِنَاكَ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَابَاءَنَا وَ  
تَكُونُ لَكُمْ االِكْبَرِيَاءُ فِي الْاَرْضِ وَمَا خُنَّا لَكُمْ  
بِشَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ ﴿٦٥﴾

৮০। এবং ফেরাউন বলিল, 'তোমরা প্রত্যেক সন্দেহ যাদুকরকে আমার নিকট নিয়া আস।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اسْتَوْفُوا بِكُلِّ صِغِيرَةٍ لِّجْرًا

৮১। অতঃপর যখন যাদুকরগণ আসিল, তখন মূসা তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের যাহা কিছু নিষ্ক্ষেপ করিবার আছে, নিষ্ক্ষেপ কর।'

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ اانْفُوا مَا اانتُمْ  
مُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

৮২। এবং যখন তাহারা নিষ্ক্রেপ করিল, মুসা বলিল, 'তোমরা যাহা পেশ করিয়াছ ইহা তো যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহাকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কর্মকে সফলতা দান করেন না।

فَلَمَّا الْقَوْأَ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرَانِ اللَّهُ سَيُطْلِعُهُ إِنَّا اللَّهُ لَا يُضِلُّعَ عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ ۝

৮৩। এবং আল্লাহ্ নিজ কালানাম সমূহ দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন যদিও অপরাধীগণ ইহাকে অপসন্দ করে।'

وَيُحْيِي اللَّهُ الْحَيَّ بِحِلَّتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝

৮৪। তখন ফেরাউন এবং তাহার (জাতির) প্রধানগণের ভয়ে যে, তাহারা তাহাদের উপর নির্যাতন করিবে, মুসার উপর কেবল তাহার জাতির কতিপয় যুবক বাতিরেকে অন্য কেহ ঈমান আনে নাই। এবং নিশ্চয় ফেরাউন পৃথিবীতে একজন হেচ্ছাচারী ব্যক্তি ছিল এবং নিশ্চয় সে সৌমানঃঘনকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

فَمَا أَمَّن لِّمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ السُّرِفِينَ ۝

৮৫। এবং মুসা বলিল, 'হে আমার জাতি! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়া থাক, তাহা হইলে তাহার উপরই তোমরা ভরসা কর যদি তোমরা (সত্যিকারভাবে তাহার ইচ্ছার উপর) আত্মসমর্পণকারী হইয়া থাক।'

وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ۝

৮৬। অতঃপর, তাহারা বলিল, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখি। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির জন্য পরীক্ষার কারণ করিও না;

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

৮৭। এবং আমাদেরকে তুমি নিজ রহমতে কাফের জাতির (অত্যাচারের হাত) হইতে উদ্ধার কর।

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

৮৮। এবং আমরা মুসা এবং তাহার ভ্রাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিশরে (কতকগুলি) ঘরের স্থান নির্মাণ কর এবং তোমাদের ঘরগুলি মুখোমুখি করিয়া নির্মাণ কর এবং নামায কয়েম কর। এবং মো'মেনদিগকে সুসংবাদ দাও।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأِ الْقَوْمِ مَكَانًا يَّضْرِبُ فِيهِمُ مَسَاكِنًا وَيَجْعَلُوا فِيهَا مَسَاجِدَ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

৮৯। এবং মুসা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি ফেরাউন ও তাহার (জাতির) প্রধানগণকে এই পার্থক্য জীবনের জাঁকজমক এবং ধন-সম্পদ দিয়াছ; ফলে, হে আমাদের প্রভু! তাহারা (লোকদিগকে) তোমার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতেছে; হে আমাদের প্রভু! তাহাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট কর এবং তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া দাও যেন তাহারা বস্ত্রদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে।'

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّنَا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا طُهْرَسَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

ইয়া'আযিকরুনা-১১

৯০। তিনি বারিহেনে, তোমাদের উদ্ভবের সেরা করব করে হইল। অতএব, তোমারা স্মরণে প্রবৃত্তি থাক এবং তাহারা জানে না তাহাদের পথের অনুসরণ করিও না।

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَجِبَا وَلَا تَلْمِزِيْنَ  
سَيِّئِلِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑩

৯১। এবং আমরা বনী ইসরাঈলকে সনুহ পায় করেইলাম, তখন ফেরাউন ও তাহার সৈন্যদল অন্যায়ভাবে ও গনুপ্রাকারে তাহাদের পশ্চাৎকার্য করিল, এমনকি যখন সে তুলিয়া যাতে লাগিল, তখন সে বারিহেনে, আমি ঈমান আনিলাম, সেই অস্তিত্ব বাতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই, তাহার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান আনিয়াছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অস্তিত্ব হইলাম।

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَيْنَهُمْ فَرَعَوْنَ  
وَجُودَهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَكِيمًا إِذْ أَرْكَهَ الْعُرْقُ قَالَ  
أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ  
وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ⑪

৯২। কি! এখন! অতঃপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করিয়াছিলে এবং বিশ্বনাষ্টিকারীদের অস্তিত্ব ছিল।

الَّذِيْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ⑫

৯৩। অতএব, আজ আমরা তোমাকে শুধু তোমার দেহ দ্বারাই রক্ষা করিব, যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীগণের জন্ম এক নিদর্শন হও। এবং নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে গোফন।

قَالِيَوْمَ نُنْفِثُكَ بِبَدَنِكَ لِيَكُوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً  
وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ⑬

৯৪। এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে উত্তম আবাসভূমিতে বসবাস করাইয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট রিম্বক দান করিয়াছিলাম, অতঃপর যখনই তাহাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসিল, তখন তাহারা মতঃভেদ করিল। নিশ্চয় তোমার প্রভু কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করিবেন যে বিষয়ে তাহারা পরস্পর মতবিরোধ করিতেছে।

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَادِيْرَ صِدْقٍ وَوَرَّرْنَا لَهُمْ  
مِنَ الْقَبِيْرَاتِ مِمَّا اخْتَلَفُوْا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ  
رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوْا فِيْهِ  
يَخْتَلِفُوْنَ ⑭

৯৫। অতএব, যদি তুমি উহা সম্বন্ধে সন্দেহ থাক যাহা আমরা তোমার নিকট নাথেন করিয়াছি তাহা হইলে যাহারা তোমার পূর্বে কিতাব পাঠ করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয় তোমার প্রভুর সম্মিধান হইতে পূর্ণ সত্য আসিয়াছে; অতএব, তুমি সন্দেহপোষণকারীদের অস্তিত্ব হইও না।

فَإِن كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِيْنَ  
يَقْرَءُوْنَ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ  
رَبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُنْزِيْرِيْنَ ⑮

৯৬। এবং তুমি কখনও তাহাদের অস্তিত্ব হইও না, যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বানিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহা হইলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অস্তিত্ব হইয়া যাইবে।

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ لَدُّوْا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُوْنَنَّ  
مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ⑯

৯৭। নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে তোমার প্রভুর (শাস্তির) আদেশ জারী হইয়াছে তাহারা আদৌ ঈমান আনিবে না।

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑰

১৮। এমন কি তাহাদের নিকট সকল প্রকার নিদর্শন আসিলেও (তাহারা ঈমান আনিবে না), যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখিবে।

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿١٨﴾

১৯। অতএব, ইউনুসের সম্প্রদায় বাতীত অন্য কোন জনপদ কেন এমন হয় নাই যাহারা সকলেই ঈমান আনিত এবং তাহাদের ঈমান তাহাদিগকে উপকৃত করিত? যখন তাহারা সকলেই ঈমান আনিত তখন আমরা তাহাদের উপর হইতে পার্থিব জীবনের লালনাজনক শাস্তি দূরীভূত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য সর্বপ্রকার সুখ-সন্তোষের উপকরণ দিয়াছিলাম।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَصْنَتْ فَنَفَعَهَا إِنِّي أَنَا لَهَا الْوَالِي أَلَمْ يَكُن لَنَا آئَاتٌ لَّكُنْفَعًا عَنْهُمْ وَعَادَ آبَ الْخِزْيَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَتَعَنَّهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٩﴾

১০০। এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠে যত লোক আছে সকলেই ঈমান আনিত। সূত্রাৎ তুমি কি লোকদিগকে বাধা করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা মো'মেন হয়।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جِئْنَا بِكَ آيَاتٍ تَكْفُرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

১০১। এবং আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি ঈমান আনিতে পারে না। এবং তিনি তাহার ক্রোধ তাহাদের উপর বর্ষণ করেন যাহারা বৃদ্ধি খাটায় না।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَفَّىٰ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

১০২। তুমি বল, 'লক্ষ্য করিয়া দেখ! আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে কি হইতেছে।' কিন্তু যে জাতি ঈমান আনিবে না, নিশর্দনাবসী এবং সতর্কবাণীসমূহ তাহাদের কোন উপকারে আসে না।

قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا نُفِئِ الْأَيْتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٢﴾

১০৩। তবে কি তাহারা কেবল ঐ সকল লোকের দিন এলির অপেক্ষা করিতেছে যাহারা তাহাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে? তুমি বল, 'তাহা হইলে তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমি ও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষমান থাকিলাম।'

فَهُلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلِ كَأنتُمْ ذُرِّيٌّ مِنِّي فَأَنْتُمْ مِنَ الْتَّظَرِينَ ﴿٢٣﴾

১০৪। তখন আমরা আমাদের রসূতগণ এবং যাহারা তাহাদের উপর ঈমান আনে তাহাদিগকে উদ্ধার করি। এই ভাবে আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছি যে, আমরা মো'মেনদিগকে অবশ্যই উদ্ধার করি।

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

১০৫। তুমি বল, 'হে মানব মণ্ডলী! যদি আমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমরা কোন সন্দেহ থাক, তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আল্লাহ ব্যতিরেকে তোমরা যাহাদের ইবাদত কর আমি তাহাদের ইবাদত করি না, বরং আমি সেই আল্লাহর ইবাদত করি যিনি

قُلِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن

তোমাদিগকে মৃত্যু দান করেন এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত হই;

اعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُكُمْ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

১০৬। এবং (আল্লাহর এই আদেশ তোমাদের নিকট পৌছাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি) যে, তুমি তোমার মুখমস্তকে (সর্বদা) একনিষ্ঠভাবে ধর্মের দিকে সংস্থাপন কর এবং তুমি কখনও মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না;

وَأَنْ أَمِرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ  
الْمُشْرِكِينَ ﴿١١﴾

১০৭। এবং আল্লাহ্ বাত্বেরকে অন্য কাহাকেও ডাকিও না, যাহা তোমার উপকারও করিতে পারে না এবং ক্ষতিও করিতে পারে না, কারণ যদি তুমি তাহা কর তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি যানেমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ  
إِنْ فَعَلْتَ فَأَنْتَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٢﴾

১০৮। এবং যদি আল্লাহ্ তোমাকে কষ্ট দেন তাহা হইলে তিনি বাত্বীত কেহ উদ্ধার মোচনকারী নাই এবং যদি তিনি তোমার মস্তন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহার ক্ষয়নাক রদ করিবার কেহ নাই। তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। এবং তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَأَنْ يَنْسَنَكَ اللَّهُ بَصِيرًا فَلَا تُصِفُ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَ  
إِنْ يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ  
يَشَاءُ ۚ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٣﴾

১০৯। তুমি বল, 'হে মানব মস্তন! তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্য আসিয়াছে। সূতরাং যে কেহ হেদায়াত গ্রহণ করিবে সে তাহা তাহার নিজের আখার জন্যই হেদায়াত গ্রহণ করিবে, এবং যে কেহ পথভ্রষ্ট হইবে, সে তাহা পথভ্রষ্ট হইবে নিজের (ধর্ম)ের জন্যই, এবং আমি তোমাদের উপর কর্মবিধায়ক নহি।'

قُلْ نَأْيَهَا النَّاسَ قَدْ جَاءَ لَكُمْ الْهُدَىٰ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ  
اهْتَدَىٰ فَأَنْتَ بِهِ تَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَأَنْتَ  
بِضَلِّ عَالِمٌ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٤﴾

১১০। তোমার প্রতি যাহা ওহী করা হয় তুমি উহার অনুসরণ কর এবং ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ বিচার করেন। এবং তিনিই সর্বোত্তম বিচারক।

وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ۚ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْلُصَ اللَّهُ لَكَ  
خَيْرٌ الْحَكِيمِينَ ﴿١٥﴾



## ১১-সূরা হুদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১০ রুকু এবং ১২৪ আয়াত আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ লাম রা। ইহা এইরূপ কিতাব, যাহার আয়াত সমূহকে সুদৃঢ় করা হইয়াছে; অতঃপর উহাদিগকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে পরম প্রজাময়, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-এর তরফ হইতে ।

الَّذِي كَتَبْنَا مِنْ لَدُنَّا  
حِكْمًا وَبَيِّنَاتٍ ②

৩। (ইহা এই শিক্ষা দেয়) যে, তোমরা আল্লাহ্‌ বাতিরেকে অন্য কাহারও ইবাদত করিও না; নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা ।

إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ③

৪। এবং ইহাও (শিক্ষা দেয়) যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; অতঃপর তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর; তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে উত্তম পার্থিব সম্পদ দান করিবেন। এবং প্রত্যেক অনুগ্রহের যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন এবং যদি তোমরা ফিরিয়া যাও তাহা হইলে আমি তোমাদের উপর নিশ্চয় এক মহা (ভীতিপূর্ণ) দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করিতেছি ।

وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُنْتَظِرْكُمْ  
مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ  
فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ  
يَوْمٍ كَبِيرٍ ④

৫। আল্লাহর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ।

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤

৬। শুন! নিশ্চয় তাহারা তাহাদের বন্ধুকে কুশ্লিত করিয়া রাখে যাহাতে তাহারা তাঁহার নিকট হইতে নিজদিগকে (তাহাদের মন্দ চিন্তাগুলিকে) লুকাইয়া রাখিতে পারে। শুন! যখন তাহারা নিজদিগকে গোম্বাকারত করে তখনও তিনি জানেন যাহা তাহারা লুকাইয়া রাখে এবং যাহা তাহারা প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি তাহাদের অন্তরের কথাকে ভালভাবে জানেন ।

إِلَّا أَنَّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ إِلَّا  
جَئِن يَسْتَفْشِقُونَ إِلَيْهِمْ لَيَعْلَمَنَّ مَا يُبْرُونَ وَمَا  
يَعْلَمُونَ إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بَدَائِطُ الصُّدُورِ ⑥

৭। এবং ভূপৃষ্ঠে এমন কোন বিচরণকারী জীব নাই যাহার রিম্বকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নাই। এবং তিনি জানেন উহাদের অস্থায়ী আবাসস্থল এবং উহাদের স্থায়ী আবাসস্থল। সবকিছু এক স্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) আছে।

৮। এবং তিনিই আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাহার আরশ পানির উপরে অবস্থিত যেন তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কর্মের ক্ষেত্রে কে সর্বোত্তম। এবং যদি তুমি বল, 'নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুৎপত্ত হইবে,' যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'ইহা স্পষ্ট ধোকা বাতীত আর কিছু নহে।'

৯। এবং যদি আমরা এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদের উপর (নির্ধারিত) আযাবকে স্থগিত রাখি তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'ইহাকে কিসে রক্ষিয়া রাখিয়াছে?' ওন! যেদিন উহা তাহাদের নিকট আসিবে, সেদিন তাহাদের নিকট হইতে উহা সরানো যাইবে না, এবং যে আযাবের বিষয় তাহারা উপহাস করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

১০। এবং যদি আমরা মানুষকে আমাদের তরফ হইতে কোন প্রকার রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, অতঃপর আমরা তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হইয়া যায়।

১১। এবং আমরা যদি তাহাকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন সে বলিতে থাকে, 'আমার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হইয়াছে।' নিশ্চয় সে উৎফুল্ল ও অহংকারী হইয়া পড়়ে,

১২। ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা ধর্ম ধারণ করে এবং পূণ্য কর্ম করে। এই সকল লোকদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

১৩। সূত্রায় সম্ভবতঃ (কাফেরগণ তোমার সম্বন্ধে রুখা আশা করে যে) তোমার উপর যাহা নাঘেল করা হইয়াছে উহার কতকাংশ তুমি ভাগ করিতে প্রস্তুত হইবে, এবং তোমার অহর সংকুচিত হইবে তাহাদের এই উক্তি র জন্য যে, 'তাহার নিকট কোন কোন ধন-ভাণ্ডার অবতরণ করা হয় না এবং কোন

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا  
وَيَعْلَمُ مَسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ  
مُبِينٍ ①

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ  
أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَرْكَكُمْ  
أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَعْرُوفُونَ مِنْ بَدَلِ  
النُّبِيِّ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ  
مُبِينٌ ①

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ  
لَيَقُولَنَّ مَا يَجِبُهَا الْيَوْمَ بِآيِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا  
عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ①

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ  
إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ①

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ صَرََاءٍ مَسْتَه لَيَقُولَنَّ  
ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ①

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ  
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ①

فَلَمَّا تَأْتَاكَ بَعْضُ مَا يَوَعَىٰ إِلَيْكَ وَمَا يُغِي ۙ  
صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ  
مَعَهُ مَلَكَ إِنَّمَا أُنتِزِينَ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

ফিরিশ্তা তাহার সহিত আসে না? তুমি কেবর একজন সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ের কর্মবিধায়ক।

১৪। তাহারা কি ইহা বলে, 'সে ইহা মিথ্যা রচনা করিয়াছে?' তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে ইহার অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করিয়া আন এবং আল্লাহ্ বাতীত অপর যাহাকে পার ডাকিয়া আন।'

১৫। অতঃপর, যদি তাহারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা আল্লাহর বিশেষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং (জানিয়া রাখ) যে, তিনি বাতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, অতএব তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হইবে?'

১৬। যাহারা পার্থিব জীবন ও উহার সৌন্দর্য চাহে আমরা তাহাদিগকে ইহজীবনেই তাহাদের কর্মের পূর্ণ ফল দিব, এবং তাহাদিগকে ইহাতে কিছুমাত্র কম দেওয়া হইবে না।

১৭। ইহারাই এমন যাহাদের জনা পরকালে আগুন বাতীত আর কিছু থাকিবে না, এবং তাহারা পার্থিব জীবনে যাহা কিছু কাজ করিয়া থাকিবে, উহা নিষ্ফল হইবে, এবং যাহা কিছু তাহারা করিতেছে তাহা রুখা যাইবে।

১৮। সূতরাং যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার অনুসরণ করিয়া (তাহার সত্যতা প্রতীয়মানের জন্য) তাহার পক্ষ হইতে একজন সাক্ষী আগমন করিবে, এবং তাহার পূর্বে মসার গ্রন্থ পথনির্দেশক ও রহমত স্বরূপ রহিয়াছে সে কি (মিথ্যা দাবীদার) হইতে পারে? তাহারা (মসার প্রকৃত অনুসারীগণ) তাহার উপর ঈমান আনয়ন করে এবং এই (বিষ্ণুধ্বাবাদী) দনগুলি হইতে যে তাহাকে অস্বীকার করিবে, তাহার প্রতিশ্রুত স্থান হইবে অগ্নি। সূতরাং তুমি এই বিষয়ে সন্দিহান হইও না। নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

১৯। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে তাহা অপেক্ষা বড় যালেম কে? তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সমীপে উপস্থিত করা হইবে, তখন সকল সাক্ষী বলিবে, 'ইহারাই তাহাদের প্রভুর নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছে।' সূতরাং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত—

وَكَيْلٌ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَنزِلُوا بَعْشَرَ سُوْرٍ مِّثْلِهِ  
مُفْتَرِيَةٍ وَاذْعُوا مِن سَطْعَتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنَّ  
كُنْتُمْ صَادِقِينَ

فَأَلَمْ يَجْعَلْنَا لَكُمْ فَعْلَمًا إِنَّمَا أَنزَلْنَا بِعِلْمِ اللَّهِ  
وَإِن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْجِبْرَةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ثَوْفٍ  
إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَابِقُونَ

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ  
وَحِطُّ مَا صَعَوْا فِيهَا وَبِطُلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

أَفَسَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَتِهِ مِّن دِينِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ  
وَمِن قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِصْمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ  
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ  
مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِدْبَتِهِ مَنَةٌ إِنَّهُ الْخَبِيرُ مِنَ الرَّبِّ  
وَلَكِن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ  
يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ  
الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى  
الظَّالِمِينَ



২০। যাহারা লোকদিগকে আল্লাহর পথ হইতে নিরুত রাখে এবং ইহাতে বক্তৃতা অনুসন্ধান করিতে চাহে; প্রকৃতপক্ষে তাহারা ই পরকালের উপর অবিশ্বাসী।

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيُبْغِضُونَهَا عِوَجًا  
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٢٠﴾

২১। তাহারা পৃথিবীতে (আল্লাহর পার্শ্বকল্পনাকে) কখনও বাধ করিতে পারে না, এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্ বাতীত কোন বন্ধু নাই। তাহাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে। তাহারা গুণিতেও পারে না এবং দেখিতেও পারে না।

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

২২। ইহারা এমন যাহারা নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং যাহা কিছু তাহারা মিথ্যা রচনা করিয়াছে উহা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইবে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَدَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَرُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। নিঃসন্দেহে, ইহারা ই এমন যাহারা পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِرُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পূণ্য কর্ম করিয়াছে এবং তাহাদের প্রভুর প্রতি বিনত হইয়াছে — ইহারা ই জাহান্নামের অধিবাসী; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। (এই) দুইটি দলের দ্বন্দ্বিত, এক অন্ধ ও বাধর এবং এক চক্ষুমান ও শ্রবণক্ষম বাজির মায়। দ্বন্দ্বিত্তে এই দুই দল কি সমান? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং আমরা নহকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, (সে বলিল) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী —

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾

২৭। যে, তোমরা আল্লাহ্ বাতীত আর কাহারও ইবাদত করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক যন্ত্রনাদায়ক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।'

إِن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ النَّارِ ﴿٢٧﴾

২৮। কিছু তাহার জাতির প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'আমরা তোমাকে আমাদের মত মানুষ বাতীত আর কিছুই দেখিতেছি না, এবং আমাদের মধ্যে যাহারা বাহাদুরিতে সর্বাপেক্ষা নিকটে তাহার বাতীত আমরা অন্য কাহাকেও তোমার অনুসরণ করিতে দেখিতেছি না। এবং

فَقَالَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَىٰ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَىٰ إِلَّا تِبْكَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا تَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ

আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন প্রেচন দেখিতেছি না, বরং আমরা তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করি ।'

بَلْ نَحْنُ كَذِبِينَ ﴿١٠﴾

২৯। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা ঠিক করিয়া বল, যদি আমি আমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত কোন স্পষ্ট নিদর্শনের উপর (প্রতিষ্ঠিত) থাকি এবং তিনি যদি নিজের তরফ হইতে আমাকে এক বিশেষ রহমত দিয়া থাকেন যাহা তোমাদের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে (তোমাদের কি অবস্থা হইবে) ? আমরা কি ইহা তোমাদিগকে মানিতে বাধ্য করিতে পারি, যদিও তোমরা ইহা অপসন্দ কর ?

قَالَ يَوْمَ آتَىٰكُمْ آيَاتُنَا لَنْ نَسْأَلَكُمْ عَنْهَا شَيْئًا وَكَانَ صِرَاطِنَا هَدًىٰ ۗ وَقَدْ خَلَلْنَا لَكُمُ الْوَيْدَانَ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ ﴿١١﴾

৩০। এবং হে আমার জাতি ! ইহার বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোন ধন-সম্পদ চাহি না; আমার পুরস্কার আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও নিকট নাই। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমি কখনও তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারি না। তাহারা অবশ্যই তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, তোমরা এক অজ্ঞ জাতি;

وَيَوْمَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَأَنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَلِكِنِّي أَرْجُو قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿١٢﴾

৩১। এবং হে আমার জাতি ! যদি আমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেই তাহা হইলে আল্লাহর বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করিবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

وَيَوْمَ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ أَفَآ تَنْدَرُونَ ﴿١٣﴾

৩২। 'এবং না আমি তোমাদিগকে ইহা বলি যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ডাণ্ডারসমূহ আছে, এবং না আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত আছি,' এবং না আমি বলি যে, 'আমি ফিরিশ্তা ।' এবং না আমি ঐ সকল লোক সম্বন্ধে, যাহাদিগকে তোমাদের চক্ষু যুগা ভরে দেখে, ইহা বলি, 'আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও কোন মঙ্গল দান করিবেন না'— যাহা কিছু তাহাদের অন্তরে আছে উহা আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। নিশ্চয় সেই ক্ষেত্রে আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইব ।'

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِنَ اللَّهِ ۗ أَعْلَمُ عِمَّا فِي أَنْفُسِهِمْ ۗ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾

৩৩। তাহারা বলিল, 'হে নূহ ! নিশ্চয় তুমি আমাদের সহিত বিতর্ক করিয়াছ এবং অধিক মাত্রায় বিতর্ক করিয়াছ; সূতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে যে বিষয়ে তুমি আমাদের ত্রয় দেখাইতেছ তাহা আমাদের জন্য নইয়া আস।'

قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَدَلْنَاكَ آكَثَرَ مِنَّا وَإِنَّا لَكَا فَايَاتِنَا بِمَا تَدْعَانَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥﴾

৩৪। সে বলিল, 'কেবল আল্লাহই, যদি তিনি চাহেন, উহা তোমাদের নিকট আনিবে, এবং তোমরা কখনও (তাঁহার উদ্দেশ্যকে) ব্যর্থ করিতে পারিবে না,

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে চাহিনেও আমার উপদেশ তোমাদিগের কোন উপকারে আসিবে না যদি আল্লাহ তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে।'

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তাহারা কি বলে, 'সে ইহা মিথ্যা রচনা করিয়াছে?' তুমি বল, 'যদি আমি ইহা রচনা করিয়া থাকি তাহা হইলে আমার অপরাধ আমার উপরই বর্টাইবে, এবং তোমরা কে অপরাধ করিতেছ উহা হইতে আমি মুক্ত।'

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتَهُ فَعَلَّاءُ جِرَافِي ۖ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْبُرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং নূহের নিকট ওহী করা হইয়াছিল, 'যাহারা স্ফমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতিরেকে তোমার জাতির মধা হইতে এখন আর কেহ স্ফমান আনিবে না; সুতরাং তাহারা যাহা করিতেছে তজ্জা তুমি বৃংখ করিও না।

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَن يَأْتِيَنَّكَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَحْسَبِهُمَا جَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং তুমি আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিছু বলিও না। নিশ্চয় তাহারা নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে।'

وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল; এবং যখনই তাহার জাতির প্রধানগণ তাহার নিকট দিয়া যাইত তাহারা তাহাকে হাসি-বিদ্ৰূপ করিত। সে বলিত, 'যদিও তোমরা (এখন) আমাদিগকে হাসি-বিদ্ৰূপ কর, তাহা হইলে (সময় আসিলে) আমরাও তোমাদিগকে হাসি-বিদ্ৰূপ করিব যেরূপ তোমরা (এখন) আমাদিগকে হাসি-বিদ্ৰূপ করিতেছ,

وَيَصْنَعِ الْفُلَكَ وَكَلَّمْنَا مَرْعِيَةَ مَلَائِكَةً قَوْمِهِ سِعْرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْحَرُونَنَا فَإِنَّا نَسْحَرُونَكُمْ كَمَا تَسْحَرُونَ ﴿٣٩﴾

৪০। অতঃপর, তোমরা শাঈয়ী জানিতে পারিবে কাহার উপর এমন শাস্তি আসিতেছে যাহা তাহাকে নাক্ষিত করিয়া ছাড়িবে এবং কাহার উপর স্বায়ী শাস্তি পতিত হইতেছে।'

سَوْفَ نَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّهِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪১। অবশেষে যখন আমাদের আদেশ আসিল এবং প্রম্ববণসমূহ উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল, তখন আমরা বলিলাম, 'তুমি প্রত্যেক প্রকারের (জীব-জন্তুর) স্ত্রী-পুরুষের জোড়া—দুইটি

كُلِّ إِذَا جَاءَ أَصْرًا وَأَفَادَ التَّشْوُرُ لَمَّا أَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ

করিয়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে, কেবল তাহারা বাতীরকে যাহাদের সম্বন্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ইহাতে উঠাইয়া নও ।' বস্তুতঃ অল্প সংখ্যক নোক বাতীত আর কেহ তাহাদের উপর ঈমান আনে নাই।

৪২। এবং সে বলিল, 'তোমরা ইহাতে আরোহণ কর । আল্লাহর নামেই ইহার গতি ও স্থিতি । নিশ্চয় আমার প্রভু অতীত ক্রমশীল, পরম দয়াময় ।'

৪৩। এবং ইহা তাহাদিগকে নইয়া পর্বতের নাময় তরঙ্গমানার মধ্য দিয়া চলিল । এবং নূহ তাহার পুত্রকে, যে তাহাদের নিকট হইতে পৃথক ছিন, বলিল, 'হে আমার পুত্র ! আমাদের সহিত আরোহণ কর এবং কাফেরদের সঙ্গী হইও না ।'

৪৪। সে বলিল, 'আমি এখনই এক পর্বতে আশ্রয় নইব যাহা আমাকে এই পানি হইতে বাঁচাইবে ।' সে বলিল, 'আজ আল্লাহর (আযাবের) আদেশ হইতে কেহ (কাহাকেও) বাঁচাইতে পারিবে না, কেবল ঐ বাতীর বাতীরকে যাহার উপর তিনি রহম করেন ।' এমন সময় তাহাদের উভয়ের মধ্যে তরঙ্গ অন্তরায় হইল এবং সে নিমজ্জিত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইল ।

৪৫। অতঃপর বন্য হইল, 'হে ধরিণী ! তুমি তোমার পানি শোষণ করিয়া নও এবং হে আকাশ ! তুমি ক্ষান্ত হও ।' এবং পানি শুকাইয়া দেওয়া হইল, এবং কার্য সমাপ্ত হইল, এবং নৌকা জুদী পাহাড়ের উপর স্থির হইল, এবং বন্য হইল, 'যােনেম জাতির জন্য ধ্বংস ।'

৪৬। এবং নূহ তাহার প্রভুকে ডাকিল, এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমার পুত্র নিশ্চয় আমার পরিবারভুক্ত এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক ।'

৪৭। তিনি বলিলেন, 'হে নূহ ! সে নিশ্চয় তোমার পরিবারভুক্ত নহে, নিশ্চয় সে অতি অসৎকর্মপরায়ণ। সূত্রাৎ যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে তুমি আমাকে প্রণয় করিও না । আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, তুমি অজুদের অন্তর্ভুক্ত হইও না ।'

৪৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমি তোমাকে এমন বিষয় প্রণয় করা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি

عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٢﴾

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمَصْرَبَهَا  
إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٣﴾

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى  
نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنَىٰ اِرْكَبْ مَعَنَا  
وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٤﴾

قَالَ سَأُوذِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ  
لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ  
بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٥﴾

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلُغِي مَاءَكَ وَبَسْمَاءُ أَقْبِلِي  
وَغِيصُ الْمَاءِ وَفُصِّي الْأَمْرُ وَسَوَّتْ عَلَى الْجُودِيِّ  
وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٦﴾

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي  
وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٧﴾

قَالَ يُنوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ  
صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ رَبِّي  
أَعْلَمُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٨﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ

যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নাই। এবং যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি রহম না কর, তাহা হইলে আমি ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

عَلَّمَ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ  
الْخَاسِرِينَ ﴿٥٧﴾

৪৯। (ইহাতে তাকে) বলা হইল, 'হে নূহ! তুমি আমাদের পক্ষ হইতে দেওয়া প্রশান্তি এবং নানাবিধ বরকতসহ অবতরণ কর, যাহা তোমার উপর এবং ত্রৈ সকল লোকের উপর যাহারা তোমার সন্ত আছে। এবং এমন কতক লোক হইবে যাহাদিগকে আমরা অবশ্যই (পার্থিব) উপকরণসমূহ দিব, অতঃপর আমাদের তরক হইতে তাহাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসিবে।'

قِيلَ يَنْوُحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَ  
عَلَىٰ أُمَّةٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَّرُ سُنْبُعَهُمْ لِيَمَّتْ  
مِنَّا عَادَآبُ الْيَوْمِ ﴿٥٨﴾

৫০। ইহা অদৃশ্যের উচ্চতর সংবাদসমূহের অন্তর্গত যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিতেছি। ইতিপূর্বে ইহা না জানিতে তুমি এবং না তোমার জাতি। সূত্রাৎ তুমি ধৈর্য ধারণ কর, কেননা মুতাকীফগণের জন্য উত্তম পরিণামই নির্ধারিত।

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ  
تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ  
إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥٩﴾

৫১। এবং আদের নিকট তাহাদের ভাই হুদকে (আমরা পাঠাইয়াছিলাম) সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি বাতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নাই। (তাঁহার সহিত শরীক করায়) তোমরা শুধু মিথ্যা রচনা করিতেছ:

وَالِىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَقَوْمِ اتَّبِعُوا اللَّهَ  
مَا لَكُمْ مِنَ الْإِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَفْرُودُونَ ﴿٦٠﴾

৫২। হে আমার জাতি! আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন পারিশ্রমিক চাহি না। আমার পারিশ্রমিক তাঁহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ  
الَّذِي خَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

৫৩। এবং হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; অতঃপর তাঁহারই দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদের উপর ময়নখারে বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাইবেন, এবং তিনি তোমাদিগকে শক্তির পর শক্তিতে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। এবং তোমরা অপরাধী হইয়া (আল্লাহর নিকট হইতে) মুখ ফিরাইও না।'

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ  
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُرِيذْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُرُوبِكُمْ  
وَلَا تَتَوَلَّوْا مَعْرِضِينَ ﴿٦٢﴾

৫৪। তাহারা বলিল, 'হে হুদ! তুমি আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই এবং আমরা তোমার মুখের কথায় আমাদের উপাসাদিগকে ছাড়িতে পারি না এবং আমরা তোমার উপর কখনও ঈমান আনয়নকারী হইব না;

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي  
الْبَيْتَاتِ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾

৫৫। আমরা ইহা ছাড়া আর কিছু বলি না যে, আমাদের উপাস্যগণের মধ্যে কেহ মন্দ অভিপ্রায়ে তোমার পিতৃ লইয়াছে।' সে বলিল, নিশ্চয় আমি আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছি, এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা যাহাকে শরীক করিতেছ উহা হইতে আমি মুক্ত;

৫৬। তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমরা সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, এবং আমাকে অবকাশ দিও না;

৫৭। নিশ্চয় আমি আল্লাহর উপর ভরসা করি যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। এমন কোন বিচরণকারী প্রাণী নাই যাহার নলাট তাঁহার করায়ত্তে নহে। নিশ্চয় আমার প্রভু (মো'মেনদের সাহায্যের জন্য) সরল-সুদৃঢ় পথে (দেখায়মান) আছেন;

৫৮। সুতরাং যদি তোমরা মূশ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে) যাহাসহ আমাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হইয়াছে উহা আমি তোমাদের নিকট নিশ্চয় পৌঁছাইয়া দিয়াছি; এবং (এখন যদি তোমরা মূশ ফিরাইয়া লও তবে) আমার প্রভু তোমাদিগকে বাদ দিয়া অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন। এবং তোমরা তাঁহার কিছু মাত্র ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। নিশ্চয় আমার প্রভু সকল বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী।'

৫৯। এবং যখন আমাদের আদেশ আসিল তখন আমরা হুদ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমাদের রহমত দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলাম এবং এক কঠিন শাস্তি হইতে আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম।

৬০। এবং এই ছিল 'আদ' জাতি যাহারা তাহাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাঁহার রসূলগণের অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং প্রত্যেক উচ্চত (সত্যের) শব্দের আদেশের অনুসরণ করিয়াছিল।

৬১। নিশ্চয় অভিশাপ তাহাদের পশ্চাতে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে— এই দুনিয়াতে এবং কেয়ামতের দিনেও। ওন! নিশ্চয় 'আদ' জাতি তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছিল। ওন! হুদের জাতি 'আদের' জন্য ধ্বংস অবধারিত করা হইল।

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرِكَ بَعْضُ إِلَهِنَا سَوْءٌ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾

مِنْ دُونِهِ فَاكِيدْ فِي جَيْعَانَا نَمْرًا لَا تَنْظُرُونَ ﴿٥٦﴾

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِأُصْبُعَيْهَا إِنْ رَأَى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٧﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَأَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفًا ﴿٥٨﴾

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٩﴾

وَتِلْكَ عَادٌ إِتَّخَذُوا لِحَدَادِثِهِمْ رِبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٦٠﴾

وَاصْبِرْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا جِدَّ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدَ الْإِثْمِ قَوْمٌ هُودٍ ﴿٦١﴾

৬২। এবং সামাদের নিকট তাহাদের ডাই সালেহকে (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি কাহীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনিই তোমাদিগকে যমীন হইতে উদ্ধর করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উহাতে বসবাস করাইয়াছেন। সূতরাং তোমরা তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাহারই দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রভু সমীকহে, (দোয়ার) উদ্ধরদানকারী।'

৬৩। তাহারা বলিল, 'হে সালেহ! ইতিপূর্বে নিশ্চয় তুমি ছিলে আমাদের মধ্যে আশা-ভরসার স্থল। আমাদের পূর্বপুরুষ যাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে তুমি কি আমাদিগকে উহার উপাসনা করিতে নিষেধ কর? সে বিষয়ের প্রতি তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে নিশ্চয় আমার উদ্বেগপূর্ণ সন্দেহ আছি।'

৬৪। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা চিন্তা করিয়া বস, যদি আমি আমার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন সূক্ষ্ম প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, এবং তিনি নিজ পক্ষ হইতে আমাকে এক (বিশেষ) রহমত দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আল্লাহ (-র শাস্তি) হইতে কে আমাকে সাহায্য করিবে যদি আমি তাহার অবাধ্যতা করি? সেমতাবস্থায় তোমরা আমার কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করিবে;

৬৫। এবং হে আমার জাতি! আল্লাহর এই উটনীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ; সূতরাং তোমরা ইহাকে (স্বাধীনভাবে) আল্লাহর যমীনে চরিয়া থাইতে দাও; এবং ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, নাচেং তোমাদিগকে এক অত্যাশয় শাস্তি ধৃত করিবে।'

৬৬। কিছু তাহারা উহার ছাটুর শিরা কাটিয়া উহাকে হত্যা করিল; তখন সে বলিল, 'তোমরা তিন দিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে সুখ ভোগ কর। ইহা এমন এক প্রতিশ্রুতি যাহা (আদৌ) মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে না।'

৬৭। অতঃপর, যখন আমাদের আদেশ আসিল, তখন আমরা সালেহ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে স্বেচ্ছায় আনিয়াছিল তাহাদিগকে সেই দিনের লাতলা হইতে আমাদের বিশেষ রহমতে রক্ষা করিয়াছিলাম। নিশ্চয় তোমার প্রভুই সর্বশক্তিপর অধিপতি, মহাপরাক্রমশালী।

وَالَّذِي تَوَدَّ آخَاهُمْ ضِلْحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرْ لَهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦٢﴾

قَالُوا يٰضِلْحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّ لَإِفْسَافًا بَيْنَنَا وَتَدْعَاؤَنَا إِلَيْهِ مُوبِئٌ ﴿٦٣﴾

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَنْسَىٰ مِنْهُ رَحْمَةً فَسَوْفَ يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْوِيرٍ ﴿٦٤﴾

وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَسْتَوْهَىٰ بِسَوَىٰ مَا تَدْعُونَ عِدَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٥﴾

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ ﴿٦٦﴾

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا ضِلْحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَرِيبُ الْعَظِيمُ ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং তাহারা যুন্নম করিয়াছিলেন তাহাদিগকে এক বিকট শব্দকারী আঘাব ধৃত করিয়াছিল, ফলে তাহারা নিজ নিজ গৃহে নতজান অবস্থায় পড়িয়া রহিল,

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْئَةَ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جثيين ﴿٦٨﴾

৬৯। যেন তাহারা ইহাতে বসাবাস করে নাই। ওন ! সামুদ জাতি তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। ওন ! সামুদ জাতির ডনামঃস।

كَأَن لَّمْ يَغْتَبُوا بَيْتَهُمَا ۚ إِنَّ الْأَرَانَ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ﴿٦٩﴾

৭০। এবং নিশ্চয় আমাদের প্রেরিত দূতগণ সুসংবাদসহ ইব্রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা সানাম বনিন। সে বনিন, সানাম, অতঃপর সে কোন বিনম্ব না করিয়া একাট ডুনা বাধুর নইয়া আসিল।

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا لَنَجِدُهُ يَتْلُو السُّورَةَ فَجَاءَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ صَبْرًا ۖ قَالُوا لَا تَنْخَفُذْ ۖ أَنَّا لَمَدِينُكُم بِآيَاتِنَا ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّا بِمَا تَعْمَلُونَ كَاتِبُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। কিন্তু সে যখন দেখিল যে উহার দিকে তাহাদের হাত বাড়িতেছে না, তখন তাহাদের আচরণ তাহার নিকট অদ্ভুত ঠিকিন এবং তাহাদের দরুন সে অনেক ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বনিন, 'ভীত হইও না, আমরা নূতর জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি।'

فَلَمَّا رَأَىٰ أَن يُدْرِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ لَكُمُ وَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَزِيدُكَ آيَاتِنَا ۖ قَوْمٌ لُّوطِيٌّ ﴿٧١﴾

৭২। এবং তাহার স্ত্রী (কাছেই) দাঁড়াইয়াছিল, ইহাতে সেও ভীত হইয়া পড়িল, তখন আমরা (তাহার সাধুনার ডনাম) তাহাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকুবের সুসংবাদ দিনাম।

وَأَمْرًا أَنَّهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُمْ بَسْرَتِهَا ۖ إِنَّهَا صَبْرٌ قَلِيلٌ ۖ وَوَأَوَّلَ الْمُطَّحِقِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩। সে বনিন, 'হায়, আমার কপাল ! আমি না কি সন্তান প্রসব করিব ? অথচ আমি রুকা এবং এই আমার স্বামীও রুকা; ইহা নিশ্চয় অতীব তাচ্ছবের কথা !'

قَالَتْ يَوْنَيْتِي ۚ أَلَيْدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ ۖ وَهَذَا بَطْلٌ بِمِثْلِهِ ۚ إِنِ هَذَا نَسْيٌ عُجَيْبٌ ﴿٧٣﴾

৭৪। তাহারা বনিন, 'তুমি কি আল্লাহর কথায় আশ্চর্যান্বিত হইতেছ ? হে এই গৃহের অধিবাসীগণ ! আল্লাহর রহমত ও বরকতসমূহ তোমাদের উপর (সদা বর্ষিত হইতেছে), নিশ্চয় তিনি মহা প্রশংসিত, মর্যাদাবান।

قَالُوا أَعْجِبِينَ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ ۚ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ ۖ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حِينِدٌ مِّنْ حِينِدٍ ﴿٧٤﴾

৭৫। অতঃপর, যখন ইব্রাহীমের ভয় দূর হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল, তখন সে আমাদের সহিত নূতর জাতির সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে লাগিল।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ ۖ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٥﴾

৭৬। নিশ্চয় ইব্রাহীম পরম সফিক, কোমন হৃদয় এবং (আমাদের সমীপে) সতত প্রত্যাবর্তনকারী ছিল।

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنتِيبٌ ﴿٧٦﴾

৭৭। হে ইব্রাহীম ! ইহা হইতে বিরত হও, কারণ তোমার প্রভুর চূড়ান্ত আদেশ আসিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা এমন নোক যে,

يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ اعرَضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ



তাহাদের উপর শাস্তি আসিবেই মাফা আদো প্রতিহত করা যাইবে না ।

১৮ । এবং যখন আমাদের প্রেরিত দূতগণ নূতের নিকটে আসিন তখন সে তাহাদের জন্য চিহ্নিত হইল এবং তাহাদের (সম্মার) বাপারে নিজেকে অসহায় বোধ করিল; এবং সে বলিল, 'আজিকার এই দিনটি বড়ই কঠিন মনে হইতেছে ।'

১৯ । এবং তাহার জাতির নোক তাহার দিকে (রোমাঞ্ছি হইয়া) ছুটিয়া আসিল, এবং ইহার পূর্বেও তাহারা অনেক মন্দ কাজ করিয়া আসিতেছিল । সে বলিল, 'হে আমার জাতি : এই আমার কন্যাগণ, তাহারা তোমাদের জন্য পবিত্র । অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা আমার মেহমানকে (আমার সম্মুখে) অপদস্থ করিও না । তোমাদের মধ্যে কি কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন নোক নাই ?'

২০ । তাহারা বলিল, 'তুমি নিশ্চয় জান যে, তোমার কন্যাদের বিষয়ে আমাদের কোন দাবী নাই এবং আমরা যাচা কিছু চাহিতেছি, তাহা তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ ।'

২১ । সে বলিল, 'হায় ! তোমাদের মোকাবেলায় যদি আমার কোন শক্তি সামর্থ্য থাকিত, অথবা আমি (সাহায্যের জন্য) এক বড় শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় পাইতাম ?'

২২ । তাহারা (মেহমানগণ) বলিল, 'হে নূত ! আমরা নিশ্চয় তোমার প্রভুর প্রেরিত দূত । তাহারা কিছুতেই তোমার নিকটে পৌঁছিতে পারিবে না । সুতরাং রাগির কোন এক অংশে তুমি সপরিবারে এই স্থান হইতে প্রস্থান কর এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছনের দিকে না তাকায়, একমাত্র তোমার স্ত্রী ব্যতীত নিশ্চয় তাহাদের উপর যে আঘাব আসন্ন, উহা তাহার উপরও আসিবে । নিশ্চয় তাহাদের নির্ধারিত সময় প্রভূত । প্রভূত কি নিকটবর্তী নহে ?'

২৩ । অতঃপর, যখন আমাদের আদেশ আসিল তখন আমরা উহার (সেই শহরের) উল্লসদেশকে উহার তনাদেশে পরিণত করিলাম এবং উহার উপর ক্রমাগত কংকর জাতীয় প্রভুর বর্ষণ করিলাম,

২৪ । যাহা তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে চিহ্নিত ছিল । এবং এই (মুগের) যানেমদের নিকটে হইতেও ইহা (শাস্তি) দূরে নহে ।

رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَنِهْمٌ عَذَابَ عَذَابِ غَيْرِ مُرْدُوذٍ ۝

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لَوْكَا سِئَىٰ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذُرْمًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَسْكُونُ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَوْمٌ هُوَ لَوْلَا بِنَايَ هُنَّ أَطَّهُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي صَيْفِ النَّسِ مِنكُمْ رَجُلٌ زَيْنِيدٌ ۝

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَيْتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ۝

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي كَرْهُ قُوَّةٍ أَوْ أَوْسَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ شَيْئًا لِيُؤْتُوا يُلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَنْهَىٰ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَيْتِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنْ مَوْجِدٌ مِّنَ الصُّبْحِ لَيْسَ الصُّبْحُ بِعَرِينٍ ۝

قَالُوا يُلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَنْهَىٰ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَيْتِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنْ مَوْجِدٌ مِّنَ الصُّبْحِ لَيْسَ الصُّبْحُ بِعَرِينٍ ۝

لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا فَمَنْ يَسْتَجِيبُ لَهُ فَتَنْصُودُ ۝

فَقَوْمَهُ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الْغَالِيِينَ

৮৫। এবং মিদ্য়ানবাসীদের নিকট তাহাদের খাতা ওয়াইবকে (রসূল রূপে পাঠাইয়াছিলেন)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নাই। এবং যাপ ও ওজুন কম দিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সম্বল অবস্থায় দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের আশঙ্কা করিতেছি।

৮৬। এবং হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায় বিচারের সহিত যাপ ও ওজুন পূর্ণ করিয়া দাও এবং নোকদিগকে তাহাদের জিনিসপত্রাদি কম দিও না, এবং পৃথিবীতে তোমরা বিশৃঙ্খলা করিয়া বেড়াইও না;

৮৭। যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে (নিশ্চয় জানিও যে,) আল্লাহ্ যাহা অবশিষ্ট রাখেন তাহাই তোমাদের জন্য উত্তম। এবং আমি তোমাদের উপর রক্ষাকারী (নিযুক্ত) নহি।'

৮৮। তাহার বলিল, 'হে শো'আয়্ব! তোমার ইবাদত-বন্দেগী কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে আমরা উহাকে পরিত্যাগ করি, অথবা আমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আমরা যাহা করিতে চাহি উহাকে (পরিত্যাগ করি)? তুমি তো দেখিতেছি বড় বুদ্ধিমান, ন্যায় বিচারক!'

৮৯। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা চিন্তা করিয়া বল, যদি আমি আমার প্রভুর দেওয়া কোন উজ্জ্বল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, এবং তিনি আমাকে নিজ সম্বিধান হইতে উত্তম রিম্বক দিয়া থাকেন, (তাহা হইলে তোমরা তাঁহাকে কি জবাব দিবে?) এবং আমি ইহা চাহি না যে, আমি যে বিষয় হইতে তোমাদিগকে নিবৃত্ত করি সেই বিষয়ে (নিজে লিপ্ত হইয়া) তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করি। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী কেবল সংশোধন কামনা করি, এবং আল্লাহর সাহায্য বাতিরেকে আমার কোন সামর্থ্য নাই। তাঁহারই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁহারই নিকট আমি অবনত হই;

৯০। এবং হে আমার জাতি! আমার সহিত বিরুদ্ধাচারণ যেন তোমাদিগকে কিছুতেই এমন অপরাধ করিতে প্ররোচিত না করে, যাহার ফলে তোমাদের উপর গুরুত্বপূর্ণ দুর্যোগ— মুসিবত আসে যেরূপ নূহের জাতি, অথবা হূদের জাতি কিম্বা সালেহর

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا  
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا الْيَهُودَ  
وَالنَّصَارَةَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝

وَيَقَوْمِ أَدْوَمَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ وَلَا  
تَتَّخِذُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ۝

بَيَّنَّتِ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا  
عَلَيْكُمْ بِحَافِظٍ ۝

قَالُوا يَشْعِيبُ أَبْصُلُوكَ نَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا  
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ  
إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ ۝

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ  
رَبِّي وَرَدَّوْنِي مِنْهُ زُرْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أُخَافَ لَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَضَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا  
الْإِضْحَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ  
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ  
مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ

৩মা মিন দাখ্বাতিন-১২

জাতির উপর আসিয়াছিল, আর নূহের জাতি হো তোমাদের নিকট হইতে দূর নাহে;

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ فِتْنَتُهُمْ بِبَعِيدٍ ۝

১১। এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রভু পরম দয়ালু, পরম প্রেমময়।

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝

১২। তাহার বার্তা, 'হে হুদার্ব ! তুমি যাহা কবিতো উহার অধিকাংশই আমরা বুঝিতেছি না, এবং আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দূর মনে করি এবং যদি তোমার গোত্র না থাকিত তাহা হইলে আমরা তোমাকে প্রস্তরযাচাত হত্যা করিতাম। বস্তুতঃ তুমি আমাদের উপর শত্রুশালী নহ।'

قَالُوا لَشُعَيْبٌ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِتْنًا صَافِيًا ۝ وَلَا رَهْطَكَ لَرَجْنِكَ وَ مَا آتَيْتَ عَلَيْنَا بِعَذَابٍ ۝

১৩। সে বার্তা, 'হে আমার জাতি ! তোমাদের দ্বিতীয় আমার গোত্র কি আলাহর তুলনায় অধিকতর শত্রুশালী ? এবং তোমরা তাহাকে (উপেক্ষা কর বস্তু হিসাবে) তোমাদের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছ; নিশ্চয় আমার প্রভু, তোমরা যাহা কিছু কর, উহাকে পূর্ণরূপে পরিবেশন করিয়া আছেন;

قَالَ يَوْمَ أَرْهَطِي أَعْرُ عَلَيْكُمْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ وَرَأَى كُفْرًا ظَهْرِيًّا ۝ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَسْلُونَ حَكِيمٌ ۝

১৪। এবং হে আমার জাতি ! তোমরা নিজেদের জায়গায় নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিতে থাক, আমিও কাজ করিয়া যাইতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আমার আসে যাহা তাহাকে লাঞ্চিত করিয়া ছাড়িবে এবং কে মিথ্যাবাদী; এবং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সত্বিত (পরিণামের জন্য) অপেক্ষা করিতেছি।'

وَيَعْمُرُ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَاوِلٌ ۝ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَارِيٌّ ۝ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۝

১৫। এবং যখন আমাদের (আযাবের) হুকুম আসিল, তখন আমরা শোয়ায়ব এবং যাহারা তাহার সঙ্গে দমন আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমাদের (বিশেষ) রহমতে রক্ষা করিয়াছিলাম; এবং যাহারা যত্নম করিয়াছিল তাহাদিগকে এক বিকট শব্দ-বিশিষ্ট আযাব ধৃত করিয়াছিল— ফলে তাহারা স্ব স্ব গৃহে উপভূত অবস্থায় পড়িয়া রহিল,

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرُحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْئَةَ فَكَلَبُوا فِيهَا وَيَأْتِيهِمْ جُشِينٌ ۝

১৬। যেন তাহারা উহাতে কখনও বসবাস করে নাই; ওন, মিদিয়ানবাসী সেই ভাবে ধ্বংস হইল যেভাবে সামান্য জাতি ধ্বংস হইয়াছিল।

كَأَن لَّمْ يَفْتَوْا فِيهَا إِلَّا بَعْدَ الرِّسَالِ ۝ نَحْنُ نَكْنُزُهَا ۝

১৭। এবং নিশ্চয় আমরা মসাকে আমাদের নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ بَابِنَّا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝

৯৮। ফেরাউন ও তাহার পরিষদবর্গের নিকট, কিন্তু তাহারা ফেরাউনের আদেশের অনুসরণ করিয়াছিল এবং ফেরাউনের আদেশ মোটেই নায়-সঙ্গত ছিল না।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۗ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٨﴾

৯৯। সে কৈয়ামত দিবসে তাহার জাতির আগে আগে চলিবে, অতঃপর তাহাদিগকে আশ্রনে নামাইয়া দিবে। এবং কতই না মন্দ অবতরণ-স্থল এবং (উহাতে) অবতারিত লোকগণ!

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ لِبِئْسَ الْوَرْدِ ﴿٩٩﴾

১০০। এবং তাহাদের পশ্চাদানুসরণে নাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে অভিশাপ—এই দুনিয়াতেও এবং কৈয়ামতের দিনেও। কতই না মন্দ উপহার ও উপহার প্রাপ্তগণ!

وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ نِعْمَةَ رَبِّهِمْ لَبِئْسَ الْمُرُودُ ﴿١٠٠﴾

১০১। ইহা (বিধ্বস্ত) জনপদগুলির সংবাদসমূহের কিয়দংশ যাহা আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। ইহাদের কতক দণ্ডায়মান আছে এবং (কতক) কর্তিত ক্লেত্রের নায় (ভূমিসাৎ) হইয়াছে।

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقِصَةٌ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ مَّ وَحَصِيدٌ ﴿١٠١﴾

১০২। এবং আমরা তাহাদের উপর কোন য়নুম করি নাই, বরং তাহারা নিজেদের উপর য়নুম করিয়াছে; এবং যখন তোমার প্রভুর আদেশ আসিল, তখন তাহাদের উপাসগণ, তাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্ বাতীত ডাকিত, তাহাদের কোন উপকারে আসিল না; এবং তাহারা তাহাদিগকে ধ্বংসে নিপতিত করা বাতীত কোন কিছুতে বর্ধিত করে না।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْنِينٍ ﴿١٠٢﴾

১০৩। এবং তোমার প্রভুর প্রেফতার এইভাবেই হয় যখন তিনি জনপদসমূহকে প্রেফতার করেন এমতাবস্থায় যে তাহারা য়নুম করিতে থাকে। নিশ্চয় তাহার প্রেফতার বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।

وَكَذٰلِكَ أَخَذْنَا مِنْ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخَذَهَا إِلَيْنَا شَدِيدٌ ﴿١٠٣﴾

১০৪। ইহাতে নিশ্চয় তাহার জন্য এক নিদর্শন আছে যে, পরকালের আযাবকে ভয় করে, ইহা সেই দিন যেদিন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সমবেত করা হইবে, এবং ইহা সেই দিন যাহাকে সকলে প্রত্যক্ষ করিবে।

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۗ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّآلِهِ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿١٠٤﴾

১০৫। এবং আমরা ইহাকে কেবল এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত করিতেছি।

وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ﴿١٠٥﴾

১০৬। যেদিন উহা (নির্দিষ্ট মেয়াদ) আসিবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আত্মাই কথা বলিতে পারিবে না; তখন তাহাদের মধ্যে কতক হতভাগা এবং (অনারা) ভাগ্যবান হইবে।

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِنَا ۚ فَمِنْهُمْ سُوقٌ مُّسْتَوْفٍ ﴿١٠٦﴾

১০৭। সূতরাং যাহারা হতভাগা হইবে, তাহারা আশুনে (নিষ্কিঞ্চ) হইবে, তাহাদের জন্য সেখানে থাকিবে দীর্ঘস্থায়স আর ফৌপানি।

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَوَاجٌ وَ  
شِهيقٌ ﴿١٠٧﴾

১০৮। তাহারা উহাতে ততদিন পর্যন্ত বাস করিবে যতদিন পর্যন্ত আকাশসমূহ এবং পৃথিবী থাকিবে, যে পর্যন্ত না তোমার প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহা চাহেন তাহাই করেন।

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا  
شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং যাহারা ভাগাবান, তাহারা জান্নাতে থাকিবে, তাহারা উহাতে ততদিন পর্যন্ত বাস করিতে থাকিবে যতদিন পর্যন্ত আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী থাকিবে, যে পর্যন্ত না তোমার প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন, ইহা এমন এক দান যাহা কখনও কতিত হইবে না।

وَأَمَّا الَّذِينَ سُودُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا  
دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ  
عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ ﴿١٠٩﴾

১১০। সূতরাং এই নোকেরা যাহার উপাসনা করে উহার (অসারতা) সম্বন্ধে তুমি সন্দিহান হইও না। তাহারা কেবল ঐ ভাবে উপাসনা করে যেভাবে পূর্বে তাহাদের পিতৃপুরুষগণ উপাসনা করিত এবং আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অংশ পূর্ণরূপে দিবঃযাহা হইতে কিছুমাত্র কম করা হইবে না।

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُونَ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ  
إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَنُوقِنُهُمْ  
بِئْسَ بَدَلًا لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١١٠﴾

১  
৪]

১১১। এবং নিশ্চয় আমরা মুসাকেও কিতাব দিয়াছিলাম, কিন্তু উহাতেও মতভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল, এবং যদি তোমার প্রভুর তরফ হইতে পূর্বে (রহমতের প্রতিশ্রুতির) কথা না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অবশ্যই মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইত; এবং (এখন) তাহারা ইহার সম্বন্ধেও এক উদ্বেগজনক সন্দেহ পড়িয়া আছে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَكَوَلَا  
كَلِمَةً سَفَّتَ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيُنَى  
شَأْنِي مِنْهُ مَرْئِي ﴿١١١﴾

১১২। এবং তোমার প্রভু নিশ্চয় তাহাদের সকলকে তাহাদের কাজের ফল পূর্ণরূপে দিবেন ও তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সেই বিষয়ে তিনি সর্বিশেষ অবহিত।

وَإِن كُنَّا لَنَاقِلُوكَ لِيُؤَيِّنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَ لَهُمُ آتَاةُ بِمَا  
يَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿١١٢﴾

১১৩। সূতরাং তুমি এবং ঐ সকল লোক, যাহারা তোমার সহিত (জান্নাহর দিকে) প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, যেভাবে তোমাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে সরন-সুদৃঢ় পথ অটল থাক; এবং (হে মো'মেনগণ!) তোমরা সীমানংঘন করিও না, নিশ্চয় তিনি সব কিছু দেখেন যাহা তোমরা কর।

فَأَسْتَقِرُّكُمْ كَمَا أُمِرْتُمْ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَّعُوا  
إِنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٣﴾

১১৪ । এবং তোমরা ঐ সকল লোকের প্রতি ঝুঁকিও না যাহারা য়ুন্স করিয়াছে, নচেৎ তোমাদিগকেও আঃন স্পর্শ করিবে, তখন আলাহ্ বাতীত তোমাদের কোন বন্ধ হইবে না, এবং তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না ।

১১৫ । এবং তুমি দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির বিভিন্ন অংশে নামায কালেম কর । নিশ্চয় উত্তম কর্ম দুরীভূত করে মন্দ কর্মকে । ইহা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একাট উপদেশ ।

১১৬ । এবং ধৈর্য অবলম্বন কর, কারণ আলাহ্ আদৌ সংকর্মপরায়ণদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না ।

১১৭ । তবে কেন ঐ সকল বংশধরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে, এমন সব সমঝদার লোক হয় নাই যাহারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর' হইতে নিষেধ করিত, তাহাদের মধ্যে কেবল কিছু সংখ্যক বাতিরেকে যাহাদিগকে আমরা রক্ষা করিয়াছিলাম ? এবং যাহারা য়ুন্স করিয়াছিল তাহারা উহার (ভোগ-বিনাসের) অনুসরণ করিন যাহাতে তাহাদিগকে সচ্ছলতা দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা অপরাধী হইয়া গেল ।

১১৮ । এবং তোমার প্রভু এমন নহেন যে, তিনি অনায়াসভাবে জনপদসমূহ ধ্বংস করিবেন এমতাবস্থায় যে, উহার অধিবাসীরা পূণ্যবান ।

১১৯ । এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তিনি সকল মানুষকে একই উশ্মাতভুক্ত করিতেন, কিন্তু তাহারা যতভেদ করিতেই থাকিবে,

১২০ । ঐ সকল লোক বাতিরেকে যাহাদের উপর তোমার প্রভু রহম করিয়াছেন, এবং তিনি এই জনাই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তোমার প্রভুর এই কথা পূর্ণ হইবেই — 'আমি জাহান্নামকে নিশ্চয় সকল (অবাধ্য) জিন্ন ও ইনসান দ্বারা ভরিয়া দিব ।'

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَسْتَكْمِلُوا لَهُمُ الْآثَامَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١١٤﴾

وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَرُفُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْمَسْنَدَ يُذْهِبُ الشِّيَاطِينَ ۗ ذَٰلِكَ ذِكْرُكَ لِلَّذِينَ ﴿١١٥﴾

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٦﴾

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا لَهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا بِهِمْ وَلَا كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٧﴾

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٨﴾

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٩﴾

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَنَبَّأَهُمْ رَبُّكَ لَا تَسْمَعُ لَهُمْ جَهَنَّمَ مِنْ أَيِّ عَذَابِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১। ওমা মিন দাব্বাতিন-১২

১২১। এবং আমরা তোমার নিকট এই সকল রসূলের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ বর্ণনা করিতেছি যেন উহা দ্বারা আমরা তোমার হৃদয় সুদৃঢ় করিয়া দিই, এবং ইহাতে তোমার নিকট আসিয়াছে সত্য, উপদেশ এবং এক সন্মারকবানী মো'মেনগণের জন্য।

وَمَا لَمْ نَقُصِّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ  
فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ  
لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

১২২। এবং যাহারা ঈমান আনে নাই, তুমি তাহাদিগকে বল, তোমরা নিভ নিভ স্থানে সাধ্যানুযায়ী কর্ম কর, নিশ্চয় আমরাও (আমাদের) কর্ম করিতেছি;

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَا كَانُوا يُعْمَلُونَ ۝

১২৩। এবং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করিতেছি।

وَأَنْتَظِرُونَا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝

১২৪। এবং আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় একমাত্র আল্লাহরই এবং সকল বিষয় তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সূত্রাং তুমি তাহারই ইবাদত কর এবং তাহারই উপর ডরলা কর। এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সে সমস্ত তোমার প্রভু গাফেল নহেন।

وَلِلَّهِ غُيُوبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْيَمِينِ وَالْأَمْرِ كُلِّ  
۝ فَأَعْبُدْهُ وَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ (۱۲)

১২-সূরা ইউসূফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ সহ ইহাতে ১১২ আয়াত ও ১২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসৌম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আনিক নাম রা। এইজনি সুন্দর কিতাবের আয়াত ।

الَّذِي أَنْزَلَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ②

৩। নিশ্চয় আমরা ইহাকে কুরআন (পুনঃ পুনঃ পঠনীয়) রূপে আরবী ভাষায় নায়েন করিয়াছি যেন তোমরা বুঝিতে পার ।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ③

৪। আমরা তোমার প্রতি এই যে কুরআন ওহী করিতেছি, উহার মাধ্যমে আমরা তোমার নিকট সর্বোত্তম রুডান্ত বর্ণনা করিতেছি অথচ তুমি ইতিপূর্বে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে ।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ④

৫। (তুমি সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন ইউসূফ তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, 'হে আমার পিতা ! নিশ্চয় আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে— আমি উহাদিগকে দেখিয়াছি আমার জনা সেজদাবনত অবস্থায় ।'

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ⑤

৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র ! তুমি তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করিও না, অন্যথায় তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইবে, নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু;

قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ⑥

৭। এবং (যেমন তুমি দেখিয়াছ) এই ভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে যাবতীয় (ক্লহানী) বিষয়ের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তিনি তাহার নেয়ামতসমূহ তোমার এবং ইয়াকুবের বংশধরগণের উপর পূর্ণ করিবেন যেভাবে ইতিপূর্বে তিনি ইহা তোমার দুই পিতৃপুরুষ—ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর পূর্ণ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় তোমার প্রভু সর্বজানী, পরম প্রজাময় ।

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَتْهَا عَلَى أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ إِنَّ رَبَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑦



৮। নিশ্চয় ইউসুফ ও তাহার ভাইদের মধ্যে অনুসন্ধানকারীদের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে ;

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلَّذٰلِیْنَ ۝

৯। যখন তাহারা (একে অপরকে) বনিয়াল্ছিন, 'নিশ্চয় ইউসুফ এবং তাহার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চাইতে অধিকতর প্রিয় অথচ আমরা একটি শক্তিশালী দল, নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রাত্তির মধ্যে নিপতিত;

اِذْ قَالُوْا لِيُوْسُفُ وَاٰخُوْهُ اَحَبُّ اِلَىٰ اٰبِنَا وَاِنَّا لَنَخْشٰى غَضَبَهُۥٓ اِنَّ اٰبَانَ لَفِيۡ صَلٰٓئِلٍ مُّبِيْنٍ ۝

১০। (সূত্রাং) ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাহাকে কোন দূরদেশে ফেলিয়া দাও, ফলে তোমাদের পিতার সৃষ্টি কেবল তোমাদের জন্যই একচট্টিয়া হইয়া যাইবে; এবং ইহার পরে তোমরা (তওবা করিয়া) সাধু লোক হইয়া যাইবে।'

اِقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَوْطِئُوْهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ رِيْسِكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝

১১। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বনিয়, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করিও না; যদি তোমরা (কিছু) করিতেই চাহ তাহা হইলে তাহাকে এক গভীর কূপের তলদেশে ফেলিয়া দাও; কোন কাফেরার কেহ তাহাকে তুলিয়া নইয়া যাইবে।'

قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمۡ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيۡ غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهٗ بَعْضُ السَّئَِّٔاتِ اِنَّ كُنْتُمْ فٰوِیِّیْنَ ۝

১২। তাহারা বনিয়, 'তো আমাদের পিতা! তোমার কি হইয়াছে যে, ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদের বিশ্বাস কর না, অথচ আমরা তো তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী ?

قَالُوْا يَاۤ اٰبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰٓى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنَصِيْحُوْنَ ۝

১৩। আগামীকলা তাহাকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও, সে আমোদ-প্রমোদ করিয়া এবং খেলা-ধলা করিয়া বেড়াইবে এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহার হিফায়তকারী।'

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعِ وَيَلْعَبُ وَاِنَّا لَهٗ لَنَفِيْقُوْنَ ۝

১৪। 'সে বনিয়, 'ইহা নিশ্চয় আমাকে বড় চিন্তান্বিত করিতেছে যে তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে, এবং আমি এই ভয়ও করিতেছি যে, তোমরা তাহার সম্বন্ধে যখন গাফেল হইয়া যাইবে তখন নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিবে।

قَالَ اِنِّیۡ لَيَخُوْنِيۡ اَنْ تَذٰهُبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهٗ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهٗ غٰفِلُوْنَ ۝

১৫। তাহারা বনিয়, 'আমরা এক শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফলে তাহা হইলে অবশ্যই আমরা (বিশেষভাবে) ক্ষতিগ্রস্ত হইব।'

قَالُوْا لَیْنِ اَكَلَهٗ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذَا كُنَّاۤ اِیۡمًا لِّهٖ لَفِيۡ شَكٍّ وَّاِنَّا لَكٰفِرُوْنَ ۝

১৬। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাকে লইয়া গেল, এবং তাহাকে এক গভীর কূপের তলদেশে ফেলিয়া দেওয়ার ব্যাপারে তাহারা একমত হইল এবং (তাহারা যখন তাহাদের দূরভিসন্ধি কার্যকরী করিল, আমরা তাহার প্রতি ওহী করিলাম (এই বলিয়া),

فَلَمَّا ذٰهُبُوْا بِهٖ وَاٰجَمَعُوْا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيۡ غَيْبَتِ الْعِدِّیِّ وَاَوْحٰیۡنَاۤ اِلَیْهِ لَنُدْبِنَنَّهُمْ بِاَمْرِهٖمْ هٰذَا وَهُمْ

নিশ্চয় তুমি (একদিন) তাহাদিগকে তাহাদের এই কার্যকলাপের বিষয় অবহিত করিবে, বস্তুতঃ তাহারা (ইহা) বৃথাতেছে না ।'

لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٩﴾

১৭ । এবং তাহারা রাত্রি সমাপনে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পিতার নিকট আসিল ।

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٧﴾

১৮ । এবং তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা ! নিশ্চয় আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ছুটিয়া গেলাম এবং ইউসুফকে আমাদের জিনিসপত্রের নিকট রাখিয়া গেলাম, তখন এক নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিল, কিন্তু আমরা সত্যবাদী হইলেও তুমি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করিবে না ।'

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٨﴾

১৯ । এবং তাহারা তাহার জামায় মিশ্রা রক্ত লেপন করিয়া আনিয়াছিল । সে বলিল, (এই কথা সত্য নহে) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বিষয়কে স্মরণ করিয়া দেখাইয়াছে । সুতরাং উত্তম ভাবে খৈর্য ধারণ করাই শ্রেয়ঃ, এবং তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আছেন যাহার নিকট সাহায্য চাওয়া যাইতে পারে ।'

وَجَاءُوا عَلَى قَيْعِهِ يَدُ مِرْكَبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٩﴾

২০ । এবং সেখানে এক কাফেলা আসিল এবং তাহারা তাহাদের পানি সংগ্রহকারীকে পাঠাইল । এবং সে তাহার (চামড়ার) বালতি (কুপে) নামাইল । সে বলিল, 'বড়ই সুসংবাদ ! এই যে এক বালক !' তাহারা তাহাকে ব্যবসার পণ্য হিসাবে লুকাইয়া রাখিল; এবং তাহারা যাহা করিতেছিল উহা আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবগত ছিলেন ।

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةً قَالَ يَبْنَؤِي هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوه بِضَاعَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

২১ । এবং তাহারা তাহাকে সন্ম মূল্যে কতক দিহহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিল; বস্তুতঃ তাহারা উহার সম্বন্ধে মোটেই আশ্রয়ী ছিল না ।

وَسَرَّوهُ بِشَبْنٍ بِخَيْسٍ ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢١﴾

২২ । এবং মিশরের যে বাজি তাহাকে ক্রয় করিয়াছিল, সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'তুমি তাহার সম্প্রদানজনক বসবাসের ব্যবস্থা কর । সে আমাদের কোন উপকারে আসিতে পারে অথবা আমরা তাহাকে পুত্র রূপেও গ্রহণ করিতে পারি ।' এবং এই ভাবেই আমরা ইউসুফকে সেই দেশে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলাম, এবং (ইহা আমরা এই জন্য করিলাম) যেন আমরা তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিই । এবং আল্লাহ্ তাহার কার্য সম্পাদনের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা জানে না ।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ فِضْرٍ لِمَرْأَتِهِ أَلَيْسَ لِي مِنَ اللَّهِ مَوَدَّةٌ وَعَلَيْهَا أَنْ يَنْفَعَنِي أَوْ تَنْفِدَنِي وَإِنَّكَ لَكَاذِبَةٌ مَكْتَلٌ يُوسُفُ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং যখন সে তাহার পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল, আমরা তাহাকে বিচার-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিলাম। বস্তুতঃ এইভাবে আমরা সংকর্মপরায়ণদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

২৪। এবং যে স্ত্রীলোকটির বাড়িতে সে থাকিত, সে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে (কুর্মে) প্ররোচিত করিতে নাগিল এবং সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং বলিল, 'তুমি আস। সে বলিল, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে (তোমাদের সহিত) বসবাস করিতে দিয়াছেন, নিশ্চয় যান্নমগণ কখনও সফলকাম হয় না।'

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٤﴾

২৫। এবং স্ত্রীলোকটি (ইউসূফের সম্বন্ধে) সংকল্প দৃঢ় করিল; এবং সেও স্ত্রীলোকটির (নিকট হইতে সরিয়া যাওয়ার) সংকল্প দৃঢ় করিল। যদি সে তাহার প্রভুর উচ্ছল নিদর্শন না দেখিত (তাহা হইলে সে এইরূপ সংকল্প করিতে পারিত না), এটী ভাবেই (ঘটনাটি সংঘটিত) হইয়াছিল যাহাতে আমরা তাহার নিকট হইতে মন্দ আচরণ ও অশ্লীলতা দূর করিতে পারি। নিশ্চয় সে আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَاهَا زَيْنًا لَكُنْ لَكَ لِنَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿١٥﴾

২৬। এবং তাহারা উভয়েই দরজার দিকে দৌড়াইল এবং (টানাটানির মধ্যে) স্ত্রীলোকটি ইউসূফের জামা পিছন হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং তাহারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকটে দেখিতে পাইল। তখন স্ত্রীলোকটি (তাহার স্বামীকে) বলিল, 'যে ব্যক্তি তোমার স্বীর সহিত মন্দ আচরণ করিতে চাহে তাহাকে কয়েদ করা অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া বাতীত তাহার শাস্তি আর কি হইতে পারে।'

وَاذْبَعَا الْآيَاتِ وَقَدَّتْ قَيْصَةَ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَْا سَيْدَهَا لَهَا الْبَابُ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسَمَّنَ أَوْ عَذَابَ أَلِيمٍ ﴿١٦﴾

২৭। সে (ইউসূফ) বলিল, 'সে আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়াছিল।' সেই সময় স্ত্রীলোকটির পরিচয় হইতে একজন সাক্ষী (এই বলিয়া) সাক্ষ্য দিল যে, পুরুষটির জামা যদি সম্মুখ দিক হইতে ছিঁড়া থাকে তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি সত্য বলিয়াছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَيْصُ قَدْ مِنْ ثِيَابٍ قَصَدَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٧﴾

২৮। কিন্তু যদি পুরুষটির জামা পিছন দিক হইতে ছিঁড়া থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং পুরুষটি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَإِنْ كَانَ قَيْصُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨﴾

২৯। সূতরাং যখন সে (গৃহস্থায়ী) দেখিল যে, ইউসুফের জামা পিছন দিকে হইতে ছিড়া, তখন সে বলিল, 'নিশ্চয় ইহা তোমাদের নারী জাতির এক কৌশল। নিশ্চয় তোমাদের কৌশল বড় উৎসর্গকর,

فَلَمَّا رَأَيْتَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ  
إِنْ كَيْدُكُمْ عَظِيمٌ ﴿٢٩﴾

৩০। হে ইউসুফ! ইহা উপেক্ষা কর, এবং হে স্ত্রীলোক! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমিই অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ  
إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং সেই শহরের মহিলাগণ বলিল, 'আযীযের স্ত্রী তাহার যুবক-দাসকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতে চাহে। সে তাহাকে (স্ত্রীলোকটিকে) গভীর প্রেমে বিমোহিত করিয়াছে। নিশ্চয় আমরা তাহাকে (স্ত্রীলোকটিকে) প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি।'

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ  
فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا  
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣١﴾

৩২। এবং যখন স্ত্রীলোকটি তাহাদের কানায়ুমা গনিল, তখন সে তাহাদিগকে (দাওয়াতে) ডাকিয়া পাঠাইল এবং তাহাদের জন্য সুসজ্জিত ভোজ-সভার আয়োজন করিল এবং তাহাদের প্রত্যেককে (খাবার কাটিবার জন্য) একটি করিয়া ছুরি দিল, এবং সে (ইউসুফকে) বলিল, 'তাহাদের সম্মুখে বাহির হও।' যখন তাহারা তাহাকে দেখিল তখন তাহাকে অতি মহান বাস্তিরূপে পাইল। এবং (বিশ্বময়ে) তাহাদের নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিল এবং বলিল, 'আল্লাহরই মাহাত্মা। এই বাস্তি মানুষ নহে, এই বাস্তিতো এক মহান ফিরিশ্তা।'

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ  
لَهُنَّ مَتْنًا وَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا  
وَقَالَتْ أَخْرِجِي عَلَيَّ فَلَئِمَّا أَرَيْنَهُنَّ الْكِبْرَةَ وَكَفَعْنَ  
أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا  
إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣٢﴾

৩৩। স্ত্রীলোকটি বলিল, 'দেখ, এই সেই বাস্তি যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে দোষারোপ করিয়াছ, আমি তাহার দ্বারা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্দ কাজ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলাম, কিন্তু সে (পাপ কাজ হইতে) বাঁচিয়া রহিল। এবং যদি সে এ কথা পালন না করে যাহা আমি আদেশ দিব, তাহা হইলে সে অবশ্যই কারারুদ্ধ এবং লাস্তিতদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمْنَتَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ  
عَنْ نَفْسِهِ فَوَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ  
لَيَسْجَنَ وَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪। সে (দোষা করিয়া) বলিল, 'হে আমার প্রভু! তাহারা আমাকে যে কথার দিকে ডাকিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়, যদি তুমি তাহাদের চক্রান্তকে আমার উপর হইতে দূর করিয়া না দাও তাহা হইলে আমি তাহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িব এবং অজদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ  
وَلَا أُنصِرُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ  
مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। সূতরান তাহার প্রভু তাহার দোয়া শুনিলেন, এবং তাহার নিকট হইতে তাহাদের চণ্ডাঙ্গ দূর করিয়া দিলেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বপ্রভা, সর্বজ্ঞানী।

فَاتَّجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَوَّرَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ  
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

৩৬। অতঃপর তাহারা (আশীষ ও প্রধানগণ তাহার নির্দোষ হওয়ার) চিহাবলী দেখিয়া নহিল, ইহার পরও তাহাদের মনে হইল (নিজেদের সুনাম রক্ষার্থে) অবশ্যই কিছু সময়ের জন্য তাহারা তাহাকে কারারুদ্ধ করিবেই।

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ فِي بَعْدِ مَا رَأَوُا الْأَيَّاتِ لِيُجِئَنَّهُ  
بِحُجَّتِ حَيْبٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং তাহার সহিত কারাগারে আরও দুই জন যুবক প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখিয়াছি যে, আমি (আমুর হইতে) মদ নিংড়াইতেছি, এবং অপর ব্যক্তি বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখিয়াছি যে, আমি আমার মাথার উপর কুঠি বহন করিতেছি যাহা হইতে পাখীরা ঝাইতেছে। তুমি আমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা বন; নিশ্চয় আমরা তোমাকে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত দেখিতেছি।'

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنُ فْتَعَيَّنَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي  
أَرَيْتُ أَعْمُرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَيْتُ أُحْمِلُ  
فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْتُهَا بِئْسَ وَبِيلُهُ  
إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। সে বলিল, 'তোমাদিগকে যে খাদ্য প্রদান করা হয় উহা তোমাদের নিকট আসিবার পূর্বেই আমি তোমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিব। ইহা (স্বপ্নের ব্যাখ্যা করারূপে যোগ্যতা) এই জন্য যে, আমার প্রভু আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। নিশ্চয় আমি প্রসকল লোকের ধর্মমতকে পরিচয় করিয়াছি যাহারা আল্লাহর উপর ঈমান রাখে না এবং যাহারা পরকালের উপর অবিশ্বাসী।

قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَّطَامُ تُؤَرَّفُونَ إِلَّا نَبَاتُكُمَا بِئْسَ وَبِيلُهُ  
قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذُلُّكُمَا وَمَا عَلَّمْتَنِي رَبِّي إِنِّي تَوَكَّلْتُ  
مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ  
كٰفِرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুবের ধর্মমতের অনুসরণ করিয়াছি। আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের উচিত নহে। ইহা আমাদের এবং সকল মানুষের উপর আল্লাহর বিশেষ ফয়ল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না,

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ  
مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَتَّكِفَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٩﴾

৪০। হে আমার কারাবাসী সংসীদ্বয়! পরস্পর বিরোধী বহু সংখ্যক প্রভু উত্তম না প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহ উত্তম?

يُصَاحِبِي السَّجْنِ ءَأَزْيَابُكُمْ مُتَّفَعٍ فَوْنٌ خَيْرٌ أَمِ  
اللَّهِ الْوَاحِدَ الْقَهَّارُ ﴿٤٠﴾

৪১। তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া কতকগুলি (কাল্পিত) নামের ইবাদত করিতেছ, যেগুলি রচনা করিয়াছ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ কোন স্পষ্ট দলিল নাযেল করেন নাই। আদেশ দিবার এশতায়ার কেবল আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাহাকে ছাড়া

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَاوَاتٍ مَتَّوَّهَاتٍ  
أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ إِنْ  
الْعُلْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ

(কোন কিছুই) ইবাদত করিবে না। ইহাই চিরস্থায়ী ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না;

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

৪২। হে আমার কারাবাসী সংগীদয়! তোমাদের এক জন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তাহার প্রভুকে মদ পান করাইবে; এবং অন্য জনের বিষয় এই যে, সে ক্রুশবিদ্ধ হইবে এবং পাখীরা তাহার মাথা হইতে আহার করিবে। যে বিষয়ে তোমরা আমার নিকট ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিতেছ উহার এইরূপ ফয়সলা করা হইয়াছে।'

يُصَاحِبِي الرَّجُلِ إِنَّمَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا  
وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ  
قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴿٥١﴾

৪৩। এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে যাহার সম্বন্ধে সে ধারণা করিয়াছিল যে সে মুক্তি লাভ করিবে তাহাকে সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করিও।' কিন্তু শয়তান তাহাকে তাহার প্রভুর নিকট সমরণ করাইতে ডুলাইয়া দিয়াছিল, সূতরাং কয়েক বৎসর সে কারাগারেই পড়িয়া রহিল।

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ  
رَبِّكَ فَأَنَسَ الشَّيْطَانُ وَكَرِهَ لَهُ فَوَكَتْ فِي الرَّجُلِ  
بِضْعِ سِنِينَ ﴿٥٢﴾

৪৪। এবং বাদশাহ্ (তাহার সভাষদগণকে) বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) দেখিয়াছি সাতটি মোটা গাভী, যেগুলিকে সাতটি ক্ষীণ গাভী খাইতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অপর সাতটি শুকনা। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পার তাহা হইলে আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া দাও।'

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَوِيًّا يَأْكُلْنَ  
سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُوتُ يَأْكُلْنَ  
الْمَلَاقُوتِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٥٣﴾

৪৫। তাহারা বলিল, 'এইগুলি এলোমেলো স্বপ্ন, এবং আমরা এইরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা অবগত নহি।'

قَالُوا اضْمَأْطَأَ أَحْلَامٌ وَمَا نَحْنُ بِشَاوِيلِ الْأَحْلَامِ  
بِغُلِيِّينَ ﴿٥٤﴾

৪৬। এবং সেই দুই জনের মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল এবং (এখন) অনেকদিন পরে সমরণ করিল সে বলিল, 'আমি আপনাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা অবহিত করিব; সূতরাং আপনারা আমাকে পাঠাইয়া দিন।'

وَقَالَ الَّذِي بَخَا وَنَهَمْنَا وَادَّكَرَ بَعْدَ آخِرِهِ إِنَّا نَبِئْتُكُمْ  
بِشَاوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٥٥﴾

৪৭। (সে ইউসুফের নিকট যাইয়া বলিল), 'ওহে সত্যবাদী ইউসুফ! তুমি আমাদিগকে ব্যাখ্যা বল—(স্বপ্ন দেখা) সাতটি মোটা গাভী সম্বন্ধে যাহাদিগকে সাতটি ক্ষীণ (গাভী) খাইয়া ফেনে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অন্য সাতটি শুকনা (শীষ) সম্বন্ধে—যেন আমি লোকদের নিকট ফিরিয়া যাই, যাহাতে তাহারা (স্বপ্নতত্ত্ব) অবহিত হইতে পারে।'

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَوِيًّا  
يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ  
يَبْسُوتُ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

৪৮। সে বলিল, 'তোমরা ক্রমাগত সাত বৎসর পরিশ্রম করিয়া চাষাবাদ করিবে, অতঃপর তোমরা যে ফসল কাটিবে

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُونَهُ

৩মা মিন দাব্বাতিন-১২

উহা সম্পূর্ণরূপে শীঘ্রসহ রাখিয়া দিবে—কেবল ঐ অল্প অংশ ব্যতীত যাহা তোমরা খাইবে;

فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٥٠﴾

৪৯। অতঃপর, আসিবে সাতটি কঠিন বৎসর, যে বৎসরগুলি উহাদের জন্য তোমাদের পূর্ব হইতে সঞ্চিত সম্পূর্ণ শস্য খাইয়া ফেলিবে—কেবল ঐ অল্প পরিমাণ ব্যতীত যাহা তোমরা সংরক্ষণ করিয়া রাখিবে;

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادًا يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَخْتَصُمُونَ ﴿٥١﴾

৫০। অতঃপর, এমন এক বৎসর আসিবে যখন লোকদের (রাষ্ট্রের জন্য) ফরিয়াদ শুনা হইবে এবং তাহারা উহাতে (একে অপরকে) উপহার প্রদান করিবে।

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَمْصُرُونَ ﴿٥٢﴾

৬  
৭  
৮

৫১। এবং বাদশাহ্ বলিল, 'তাহাকে আমার নিকট আন।' অতঃপর, যখন দূত তাহার নিকট আসিল, তখন সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ মহিলাদের অবস্থা কি যাহারা নিজেদের হাত কাটিয়াছিল নিশ্চয় আমার প্রভু তাহাদের চক্রান্ত জানভাবে জানেন।

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أرى فِيهَا لَمَثَلًا بَاطِلًا فَكَرِهْتُمُونِ ۚ وَرَدَّ رُسُلَهُمْ فِي سُبُلِهِمْ وَقَالَ يَبْتَغِ الْيَهُودُ الْحَرْثَ وَالنَّسْرَةَ لِئَلَّا يَكْفُرَ الْإِسْلَامُ ۚ وَتُجْرَبُونَ ۚ لَمَلِكٌ مَقْشُورَ الْوَجْهِ يُؤْتِي السُّبْحَانَ حَذُوبًا وَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾

৫২। সে বলিল, 'যখন তোমরা ইউসুফকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপকার্যে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে তখন তোমাদের কি ঘটনা ঘটিয়াছিল?' তাহারা বলিল, 'সে আল্লাহর ভয়ে (পাপ হইতে) নিজেকে বিরত রাখিয়াছিল—আমরা তাহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই।' আযীযের স্ত্রী বলিল, 'এখন সত্য সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। আমিই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে অসৎ কার্যে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং নিশ্চয়ই সে সত্যবাদীসগণের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۚ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۚ قَالَ يَبْتَغِ الْيَهُودُ الْحَرْثَ وَالنَّسْرَةَ لِئَلَّا يَكْفُرَ الْإِسْلَامُ ۚ وَتُجْرَبُونَ ۚ لَمَلِكٌ مَقْشُورَ الْوَجْهِ يُؤْتِي السُّبْحَانَ حَذُوبًا وَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٤﴾

৫৩। (ইউসুফ বলিল, 'আমি) ইহা এই জন্য (করিয়াছি) যেমন সে (আযীয) জানিতে পারে যে, আমি (তাহার) অগোচরে তাহার কোন বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তকে সফলকাম করেন না;

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٥﴾

৫৪। এবং আমি আমার সভাকে ভ্রটিমুক্ত মনে করি না—  
নিশ্চয় আশ্রয় মন্দ কাজের আদেশ প্রদানে' অত্যন্ত তৎপর—  
কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহার উপর আমার প্রভু রহম  
করেন। নিশ্চয় আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

وَمَا أَرْبِيئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ  
إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং বাদশাহ্ বলিল, 'তোমরা তাহাকে আমার নিকট  
আন, আমি তাহাকে নিজের জন্য মনোনীত করিব। অতঃপর,  
যখন সে তাহার সহিত আলাপ করিল, সে বলিল, নিশ্চয় অদা  
হইতে তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান, বিশ্বস্ত।'

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى فِيهَا مَن مِّنْ عِبَادِي يَخْتَصِمُونَهَا فَلَمَّا  
كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٥﴾

৫৬। সে বলিল, 'আপনি আমাকে দেশের ধন-সম্পদের উপর  
(কর্মকর্তা) নিযুক্ত করুন, (কারণ) নিশ্চয় আমি যোগ্য  
রক্ষক এবং (খরচ পত্র নিয়ন্ত্রণে) বিশেষ পারদর্শী।'

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং এইভাবে আমরা ইউসুফকে সেই দেশে ক্ষমতায়  
প্রতিষ্ঠিত করিলাম। সে তথায় যথেষ্ট অবস্থান করিত।  
আমরা যাহাকে ইচ্ছা আমাদের রহমত হইতে অংশ দান করি  
এবং আমরা পূণ্যবানগণের পুরস্কার বিনষ্ট হইতে দিই না।

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا أَمْرًا حَيْثُ  
يَشَاءُ نَهْيُ الَّذِينَ يُرِيدُونَ لَهُ الْأَمْرَ وَلِئِن لَّمْ يَكُنِ مِنَ الْغَاثِ  
﴿٥٧﴾

৫৮। এবং পরকালের পুরস্কারই উত্তম তাহাদের জন্য যাহারা  
ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।

﴿٥٨﴾ وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং (যখন) ইউসুফের ভ্রাতৃবন্দ আসিল এবং তাহার  
নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে তাহাদিগকে চিনিতে পারিল,  
কিন্তু তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

وَجَاءَ إِخْوَتَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ  
لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং যখন সে তাহাদিগকে দ্রব্য-সস্তার দিয়া (সফরে  
রওয়ানা হইবার জন্য) প্রস্তুত করিয়া দিল তখন সে বলিল,  
'তোমাদের পিতার সন্তান তোমাদের যে ডাই আছে  
তাহাকেও আনিও। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, আমি  
তোমাদিগকে মাপ পূরা দিই এবং আমি উত্তম  
অতিথিপরায়ণ ?

وَلَمَّا جَعَلَهُمْ جَمَاعًا قَالَ إِنِّي أَنَا بِنْتُ  
مِنْ آيَاتِكُمُ اللَّاتِي أَذِي الْكَيْسِلَ وَأَنَا خَيْرُ  
الْمُنْزِلِينَ ﴿٦٠﴾

৬১। যদি তোমরা তাহাকে আমার নিকট না আন তাহা হইলে  
তোমাদের জন্য (শস্যাদির) কোন মাপ (বরাদ্দ) হইবে না এবং  
তোমরা আমার নিকট আসিতে পারিবে না।'

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا  
تَقْرَبُونَنِي ﴿٦١﴾

৬২। তাহারা বলিল, 'আমরা নিশ্চয় তাহার পিতাকে তাহার  
সম্বন্ধে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিব এবং আমরা নিশ্চয় ইহা  
করিবই।'

قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦٢﴾



৬৩। এবং সে তাহার কার্যরত শ্ববকদিগকে বলিল, 'তোমরা তাহাদের পুঁজি তাহাদের গাঁটরি-বোচকার মধ্যে রাখিয়া দাও যেন তাহারা ইহা তখন চিনিয়া নয় যখন তাহারা তাহাদের পরিজনদের মধ্যে ফিরিয়া যাইবে, (এবং) যেন তাহারা পুনরায় আসে।'

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাদের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল, তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! (জবিষ্যতে) আমাদের জন্য মাপ (শস্য) নিষিদ্ধ করা হইয়াছে; সূতরাং তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও, যেন আমরা আমাদের মাপ (শস্য) লাভ করিতে পারি; এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহার হিফায়তকারী।'

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا خَافًا أَنَّا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَخَوِضُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। সে বলিল, 'আমি কি তাহার সম্বন্ধে তোমাদের উপর সেইরূপ বিশ্বাসই করিব যেইরূপ বিশ্বাস আমি ইতিপূর্বে তাহার ভাই সম্বন্ধে তোমাদের উপর করিয়াছিলাম (এবং ফন পাইয়াছিলাম)? অল্লাহ্‌ই উত্তম হিফায়তকারী এবং তিনিই দয়া প্রদর্শনকারীদের মধ্যে পরম দয়াময়।'

قَالَ هَلْ أُسْئِرُ عَلَيْهِ إِلَّا لَمَّا أَسْأَرَكَ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَأَنَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬। যখন তাহারা তাহাদের মান-পত্র খালিল, তখন তাহারা দেখিতে পাইল তাহাদের পুঁজি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা (আর) কি প্রত্যাশা করিতে পারি? এই দেখ, আমাদের পুঁজি আমাদের ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য শস্যাদি আনিয়া দিব এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের হিফায়ত করিব, এবং আমরা আরও এক উক্ত বোঝাই মাপ বেশী আনয়ন করিব। এই মাপ (পাওয়া) সহজ।

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَهُمْ سرَدَتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذَا بِضَاعَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَتَبِعَ أَهْلَانَا وَحَفِظَ أَمْثَانَا وَتَرَدَّدَ كَيْلُ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٦﴾

৬৭। সে বলিল, 'আমি কিছুতেই তাহাকে তোমাদের সহিত পাঠাইব না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আমার নিকট আল্লাহর নামে (কসম খাইয়া) দৃঢ় অস্বীকার করিবে যে, কেবল (কোন বিপদে) পরিবেষ্টিত না হইলে তোমরা তাহাকে নিশ্চয় আমার নিকট (ফিরাইয়া) আনিবে।' অতএব, যখন তাহারা তাহার নিকট তাহাদের দৃঢ় অস্বীকার করিল, তখন সে বলিল, 'আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, আল্লাহ্‌ উহার অভিভাবক।'

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَمَّا تُثْبِتُنِي بِهِ إِلَّا آتٍ بِكُمْ لَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقًا قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং সে বলিল, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা একই দরজা দিয়া সকলে একত্রে প্রবেশ করিও না, বরং ভিন্ন ভিন্ন

وَقَالَ لِيُبْنِيَ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا

দরজা দিয়া প্রবেশ করিও, বস্তুতঃ আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমাদের কোন কাজে আসিব না। আদেশ তো একমাত্র আল্লাহরই। তাহারই উপর আমি ভরসা করি, এবং সকল ভরসাকারীগণকে তাহারই উপর ভরসা করা উচিত।

مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٥٧﴾

৬৯।। এবং যখন তাহারা সেইভাবে প্রবেশ করিল যেভাবে তাহাদের পিতা তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিল (ইয়াকুবের উদ্দেশ্যে পূর্ণ হইল), কিন্তু ইহা আল্লাহর মোকাবেলায় তাহাদের কোন কাজে আসিল না, কেবল ইয়াকুবের অন্তরে এক অভিপ্রায় ছিল যাহা সে পূর্ণ করিল, এবং নিশ্চয় সে (মহা) জ্ঞানের অধিকারী ছিল যেহেতু আমরা তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নহে।

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَرَأَى لُذُومِيًّا لَمَّا عَلَنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾

৭০। এবং যখন তাহারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে তাহার (সহোদর) ভাইকে নিজের নিকট আশ্রয় দিন, (এবং) সে বলিল, 'আমি তোমার ভাই, সূত্রাং তাহারা যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছে উহার জন্য তুমি (এখন) দুঃখ করিও না।'

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَمَنَّسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٩﴾

৭১। অতঃপর, যখন সে তাহাদিগকে দ্রবা-সম্ভার দিয়া (সফরের জন্য) প্রস্তুত করিল, সে তাহার ভাইয়ের গাটরি-বোঁচকার মধ্যে একটি পান-পাত্র রাখিয়া দিন। ইহার পরে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিল, 'হে উটের কাফেলার লোকগণ! নিশ্চয়ই তোমরা চোর।'

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِزْرُ لَكُمْ لَسْرٌ قَوْنٌ ﴿٦٠﴾

৭২। তাহারা তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইল এবং বলিল, 'তোমরা কি হারা ইয়াছ ?'

قَالُوا وَأَنْبَأُوا عَلَيْهِمْ فَأَادَا تَفْقَهُ وَتَنْ ﴿٦١﴾

৭৩। তাহারা বলিল, 'আমরা শস্য মাপিবার শাহী পাত্র হারা ইয়া ফেলিয়াছি এবং যে ব্যক্তি ইহা (তানাস করিয়া) আনিবে তাহার জন্য এক উটের বোঝা পরিমাণ (শস্য পুরস্কার) হইবে, এবং আমি ইহার জিন্দাদার।'

قَالُوا تَفْقَهُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَيْنَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٦٢﴾

৭৪। তাহারা বলিল, 'আল্লাহর কসম! তোমরা ডানরূপে অবগত আছ যে, আমরা এই দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নহি।'

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمْ لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ﴿٦٣﴾

৭৫। তাহারা বলিল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী (সাবাস্ত) হও তাহা হইলে ইহার কি শাস্তি হইবে ?'

قَالُوا فَمَا جَزَاءُؤُا إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٦٤﴾

৭৬। তাহারা বলিল, 'ইহার শাস্তি— যাহার গাঁটরি-বোচকার মধ্যে ইহা পাওয়া যাইবে সে-ই ইহার বিনিময় হইবে। এই ভাবেই আমরা যালেমদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি।'

قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُ كَذَلِكَ  
نَجْزِي الْمُظْلِمِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭। অতঃপর সে তাহার (ইউসুফের) ভাইয়ের বস্তা দেখিবার পূর্বে অন্যদের বস্তা হইতে তজ্জাশি আরম্ভ করিল। অতঃপর সে তাহার ভাইয়ের বস্তা হইতে সেই পাত্র বাহির করিল। এইভাবে আমরা ইউসুফের জন্য কৌশল করিয়াছিলাম, যদি আল্লাহ্ না চাহিতেন, সে বাদশাহর আইন-কানূনের মধ্যে নিজের ভাইকে আটক রাখিতে পারিত না। আমরা যাহাকে চাহি (যর্যাদায়) উন্নীত করি, বস্তুতঃ সকল জানী ব্যক্তির উর্ধ্ব এক সর্বাধিক জানী সত্তা আছেন।

بَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا  
مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ  
يَأْخُذُ آخَاهُ فِي وَبِنِ السَّلْبِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ  
تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن تَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ  
عَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৮। তাহারা বলিল, 'যদি সে চুরি করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করিয়াছিল।' কিন্তু ইউসুফ ইহাকে মনেই গোপন রাখিল এবং তাহাদের নিকট ইহা প্রকাশ করিল না। সে কেবল এতটুকু বলিল, 'তোমরা তো অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক; এবং তোমরা যাহা আরোপ করিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ই সবিশেষ অবহিত আছেন।'

قَالُوا إِنْ يَسِرُّ فَعَدَّ سِرِّ أَحْ لَهُ مِنْ قَبْلُ  
فَأَسْرَهَا يُوْسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ  
أَنْتُمْ سَرَّكُمْ فَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯। তাহারা বলিল, 'হে মহান্নন! তাহার এক অতি রক্ত পিতা আছে, সূতরাং তাহার পরিবারে আমাদের মধ্যে কাহাকেও আবদ্ধ রাখ; নিশ্চয় আমরা তোমাকে মহান্নভব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত দেখিতেছি।'

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْئًا كَبِيرًا فَخُذْ  
أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٩﴾

৮০। সে বলিল 'যাহার নিকট আমরা আমাদের মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও আটক রাখিবার অপরাধ হইতে আল্লাহ্ রক্ষা করুন; এইরূপ করিলে নিশ্চয় আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مِنْ وَجْدِنَا مَعَنَا  
عِنْدَ رَبِّ إِنْ آدَاءُ الظَّالِمُونَ ﴿٨٠﴾

৮১। অতঃপর, যখন তাহারা তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গেল তখন তাহারা চুপি চুপি পরামর্শ করিতে নিরানায় চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে জোষ্ঠজন বলিল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হইতে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নহিয়াছিলেন এবং ইতিপূর্বে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারেও দায়িত্ব পালনে অনেক অবহেলা করিয়াছিলে? সূতরাং যে পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ্ আমাদের সম্বন্ধে কোন ফয়সালা না করেন, আমি এই দেশ কখনই পরিত্যাগ করিব না। বস্তুতঃ তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী;

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ  
تَعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ  
وَمِن قَبْلُ مَا فَرَضْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ  
حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ غَيْرُ الظَّالِمِينَ ﴿٨١﴾

৮২। 'তোমরা তোমাদের পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন কর, অতঃপর বল, 'হে আমাদের পিতা! নিশ্চয় তোমার পুত্র চুরি করিয়াছে, এবং আমরা কেবল উহাই সাক্ষ্য দিতেছি যাহা আমরা জ্ঞাত আছি এবং আমরা অদৃশ্য বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী নহি।

إِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ  
وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَكَانُوا لَٰعِبِينَ  
حُوظِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং তুমি ঐ শহরকে (ইহার নোকদিগকে) জিজ্ঞাসা কর যাহাতে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকেও যাহার সঙ্গে আমরা আসিয়াছি, এবং নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।"

وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْبَحْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا  
فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪। সে বলিল, 'না, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য এক (মন্দ) বিষয়কে সূত্রোচিত করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক (এখন আমার জন্য) ধৈর্য ধারণই উত্তম। হইতে পারে যে, আল্লাহ তাহাদের সকলকে আমার নিকট লইয়া আসিবেন, নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنْفُسُكُمْ أَمْثَلًا  
فَصَبِّرْ حَبِيبُ ۗ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا  
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٤﴾

৮৫। অতএব, সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'হায় আফসোস ইউসুফের জন্য!' তখন দুঃখে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া পড়িল, কিন্তু সে (তাহার দুঃখকে) চাপিয়া রাখিল।

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَعْدُ عَلَىٰ يُونُسَ ۖ دَايِعَتْ  
عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَاطِمٌ ﴿٨٥﴾

৮৬। তাহারা বলিল, 'আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি গুরুতর অসুখে পড় অথবা মৃত্যু মুখে পতিত হও, তুমি ইউসুফের কথা বলিতে থাকিবে।'

قَالُوا تَاللَّهِ تَقْتَرُونَ ۖ تَذْكُرُونَ يُونُسَ ۖ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا  
أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭। সে বলিল, 'আমি আমার অস্থিরতা এবং দুঃখ কেবল আল্লাহরই নিকট নিবেদন করিতেছি, এবং আল্লাহর নিকট হইতে আমি যাহা জ্ঞাত হই তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ।

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِّي وَحُزْنِي إِلَىٰ اللَّهِ ۖ وَعَلِمْتُ مِنَ  
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮। হে আমার পুত্রগণ! তোমরা মাও এবং ইউসুফ এবং তাহার ভাইয়ের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না; কেননা আল্লাহর রহমত হইতে কাফের জাতি বাতিরেকে কেহ আদৌ নিরাশ হয় না।

يَكْفِيكَ إِذْهَبُوا فَتَحَسَبُوا مِنْ يُونُسَ ۖ وَأَخِيهِ وَلَا  
تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ  
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯। অতঃপর, (পুনরায়) যখন তাহারা তাহার (ইউসুফের) নিকট আসিল, তাহারা বলিল, 'হে মহাশয়ন! আমাদেরকে এবং আমাদের পরিবারবর্গকে মহা সংকট আঘাত হানিয়াছে এবং আমরা যৎসামান্য পূঁজি আনিয়াছি, তথাপি আমাদেরকে মাপ পূণ করিয়া দাও এবং (ইহা ছাড়া) আমাদেরকে কিছু সদকা দাও। নিশ্চয় আল্লাহ সদকা দাতাগণকে প্রতিদান দিয়া থাকেন।'

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا  
الضَّرُّ وَجَعَلْنَا بِيُضَاعَةٍ مُزْجَبَةً فَأَوْفِنَا الْكَيْلَ  
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٩﴾

১০। সে বলিল, 'তোমাদের কি উহা জানা আছে যাহা তোমরা ইউসূফ ও তাহার ভাইয়ের সহিত করিয়াছিনে, যখন তোমরা (তোমাদের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে) অত্র ছিলে।'

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ  
اَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿١٠﴾

১১। তাহারা বলিল, 'তাহা হইলে তুমিই কি ইউসূফ?' সে বলিল, 'হাঁ আমিই ইউসূফ এবং এই আমার ভাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। নিশ্চয় যে (আল্লাহ্‌র) তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ পরোপকারীদের পুরস্কার কখনও নষ্ট করেন না।'

قَالُوا وَرَأَيْتَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا  
اَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ  
فَاِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١﴾

১২। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন এবং প্রকৃতই আমরা অপরাধী ছিলাম।'

قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ اٰتٰكَ اللهُ عَلِيْنَا وَاِنْ كُنَّا  
لَخٰطِيْنَ ﴿١٢﴾

১৩। সে বলিল, 'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। বস্তুতঃ তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু,

قَالَ لَا تَرْبِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يُعْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ  
اَرْحَمُ الرَّحِيْمِينَ ﴿١٣﴾

১৪। তোমরা আমার এই জামাট লইয়া যাও এবং উহা আমার পিতার সম্মুখে রাখিয়া দিও, তিনি (বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায়) সব কিছুই বুঝিতে পারিবেন। এবং তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার নিকট লইয়া আসিও।'

اِذْهَبُوا بِقِيصِي هٰذَا فَالْقَوَّةُ عَلٰى وَجْهِ اِيَّائِ  
يٰٓصِبْرًا ۗ وَاَنْوِيْ بِاَهْلِكُمْ اٰجْمَعِيْنَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং যখন (উটের) কাফেলাটি রওয়ানা হইল, তাহাদের পিতা বলিল, 'তোমরা যদিও বল যে, আমার মতিভ্রম হইয়াছে, তথাপি নিশ্চয় আমি বলিব যে, আমি ইউসূফের ছান পাইতেছি।'

وَتَا فَصَلَتْ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوهُمْ اِنِّيْ لَاجِدُ رِيْحِ  
يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ نَّفِدُوْنَ ﴿١٥﴾

১৬। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি নিশ্চয় (এখনও) তোমার পুরাতন প্রমে পড়িয়া আছ।'

قَالُوا تَاللهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿١٦﴾

১৭। অতঃপর, যেমনি (ইউসূফকে পাওয়ার) সুসংবাদদাতা (ইয়াকুবের নিকট) আসিয়া পৌঁছিল, সে তাহার সম্মুখে (জামাটি) রাখিয়া দিল, তখন সে বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায় সকল বিষয় বুঝিতে পারিল। সে বলিল "আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই, আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যাহা জাত হই তাহা তোমরা জাত নহ?"

فَلَمَّا اَنَّ جَاءَ الْبَشِيْرَ اَنْفَضَهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ  
بَصِيْرًا ۗ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا  
لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আমরা পাপী ছিলাম।'

قَالُوا يَا اٰبَانَا اَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا  
خٰطِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯। সে বলিল, ‘অবশ্যই আমি আমার প্রভুর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। নিশ্চয় তিনিই অতীত ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।’

১০০। এবং যখন তাহারা ইউসুফের নিকট আসিল, সে তাহার পিতামাতাকে তাহার কাছে সম্মানপূর্ণ স্থান দান করিল এবং বলিল, ‘আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা সকলে শান্তিতে মিশরে প্রবেশ কর।’

১০১। এবং সে তাহার পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসাইল এবং তাহারা সকলে তাহার জন্য (আল্লাহর সমীপে) সেজদায় পতিত হইল। এবং সে বলিল, ‘হে আমার পিতা! এই হইল আমার পূর্বে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রভু উহাকে সত্যে পরিণত করিয়াছেন। এবং তিনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন—(প্রথমতঃ) যখন তিনি আমাকে কারাগার হইতে (সসম্মানে) বাহির করিয়াছেন এবং (দ্বিতীয়তঃ) শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পর তিনি তোমাদিগকে মরু-অঞ্চল হইতে (বাহির করিয়া এখন আমার নিকট) আনিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু যাহার প্রতি চাহেন সূপ্রসন্ন হন; নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজাময়।’

১০২। হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কিছু অংশ দান করিয়াছ এবং আমাকে স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যাও শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমি আমার ইহকাল ও পরকালের অভিভাবক! তুমি আমাকে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় যুঁতা দান করিও এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করিও।’

১০৩। ইহা অদৃশ্যের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাহা আমরা তোমার নিকট ওই করিতেছি। এবং তুমি তাহাদের নিকট উগ্ৰস্থিত ছিলে না যখন তাহারা নিজেদের ব্যাপারে একজোট হইয়াছিল এবং ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

১০৪। এবং যতই তুমি কামনা কর না কেন অধিকাংশ লোক ঈমান আনিবে না।

১০৫। অথচ তুমি এই কাজের জন্য তাহাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহ না। ইহা সারা দুনিয়ার (লোকের) জন্য এক সম্মানজনক উপদেশ বাতীত কিছু নহে।

قَالَ سَوْفَ أَسْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  
الرَّحِيمُ ﴿١٩﴾

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَدَّى إِلَيْهِ أَبُوئِهِ وَقَالَ  
ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿٢٠﴾

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَدَّاهُ مَجْدًا ۗ وَ  
قَالَ يَا بَنِي هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ  
جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنْ  
السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَدْوٍ أَنْ تَبْعَ  
الشَّيْطَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا  
يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢١﴾

رَبِّ تَدَّ أَنْتَبِتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمَنِي مِمَّا تَأْوِيلُ  
الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَارْتَضِ بِالْحَمِيدِ ﴿٢٢﴾

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ  
لَدَيْهِمْ إِذْ اجْتَمَعُوا لَهُمْ وَهُمْ يُصْرَكُونَ ﴿٢٣﴾

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

يَعْلَمُ وَمَا يَشَاءُ عَلَيْهِمْ مِنْ إِخْرَانٍ هُوَ الْأَدْرَكَ الْعَلِيمِينَ ﴿٢٥﴾

১০৬। এবং আকাশমন্ডলে এবং পৃথিবীতে কতই না নিদর্শন রহিয়াছে যে তালিকে তাহারা উপেক্ষা পূর্বক পাশ কাটাওয়া চলিয়া যায় এবং সেইগুলি হইতে মুখ ফিরাইয়া নয়।

وَكَايِنٍ مِّنَ آيَةِ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَنْذُرُوْنَ عَلَيْهِمْ  
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝

১০৭। এবং তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে না পরন্তু এমতাবস্থায় যে তাহারা সেই সত্ত্বাে শিরকও করে।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝

১০৮। তবে আল্লাহ্‌র আযাবসমূহের মধ্যে কোন সর্বগ্রাসী আযাব তাহাদের উপর আসিতে পারে—এই সম্বন্ধে কি তাহারা নিরাপদ হইয়া গিয়াছে অথবা তাহাদের উপর সেই মূহূর্ত অকস্মাৎ আসিতে পারে এমতাবস্থায় যে তাহারা উপলক্ষিত করিতে পারিবে না ?

اَفَاْمِنُوْا اَنْ تٰتِيَهُمْ غٰشِيَةٌ مِّنْ عَذٰبِ اللّٰهِ اَوْ  
تٰتِيَهُمُ السّٰعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

১০৯। তুমি বল, 'ইহাই আমার পথ; আমি আল্লাহ্‌র দিকে আস্থান করি নিশ্চিত জানের উপর (অবিচল) থাকিয়া,— আমি এবং যাহারা আমার অনুসরণ করে তাহারাও। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ পবিত্র এবং আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ  
اتَّبَعَنِ وَرَبِّىُّنَّ اللّٰهُ وَمَا اَنَا مِنَ الشّٰرِكِيْنَ ۝

১১০। এবং তোমার পূর্বেও বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীগণ হইতে কেবলমাত্র পুরুষগণকেই আমরা (রসুলরূপে) প্রেরণ করিয়া আসিতেছি, যাহাদের প্রতি আমরা ওহী নামেন করিতাম। তাহারা কি ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হইয়াছিল ? বস্তুতঃ যাহারা (আল্লাহ্‌র) তাকওয়া অবলম্বন করে, পরকালের বাসস্থান তাহাদের জন্যই উত্তম। তবুও কি তোমরা বৃদ্ধি খাটাইবে না ?

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ  
اَهْلِ الْقُرٰى اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ  
كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ  
لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

১১১। এবং যখন রসুলগণ (কাফেরদের ঈমান আন সম্বন্ধে) নিরাশ হইল এবং (অপর দিকে) তাহারা (কাফেরগণ) ধারণা করিল যে, তাহাদের সত্ত্বাে মিথ্যা কথা বলা হইয়াছে, তখন তাহাদের (রসুলগণের) নিকট আমাদের সাহায্য আসিল এবং যাহাদিসকে আমরা বাঁচাইতে চাহিয়াছিলাম তাহাদিসকে বাঁচাইলাম। বস্তুতঃ অপরাধী জাতির উপর হইতে আমাদের শাস্তি কখনও রদ করা হয় না।

حَتّٰى اِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنْهُمْ قَدْ كَذَّبُوْا  
جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيْهِمْ مِّنْ تَشٰوُرٍ وَّلَا يَرُدُّ بِاَسْنٰ  
عَنِ الْقَوْمِ الْمُنْجَرِمِيْنَ ۝

১১২। নিশ্চয় তাহাদের কাহিনীর মধ্যে বৃদ্ধিমান বাজিগণের জন্য শিরুপীয় বিষয় আছে। ইহা কখনও এমন কথা নহে যাহা স্বরচিত, বরং যাহা ইহার পূর্বে আছে ইহা উহার সত্যায়নকারী এবং সকল বিষয়ের পূর্ণ ব্যাখ্যানকারী এবং যাহারা ঈমান আনে তাহাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ।

لَقَدْ كَانَ فِى قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّذٰلِى الْاَلْبٰبِ ؕ مَا  
كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصَدَّقَتْ الَّذِى بَيْنَ  
يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهَدٰى وَرَحْمَةٌ  
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝



## ১৩-সূরা আর রাদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ৪৪ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম-দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

২। আল্লিক লাম মীম রা। এইগুলি কামেন কিতাবের আয়াত এবং যাহা তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে নাযেল করা হইয়াছে, উহা পরিপূর্ণ সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না ।

الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقَّ وَ لٰكِنَّ الْاَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৩। আল্লাহ্ তিনি, যিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে আকাশসমূহকে (শূন্য) উন্নীত করিয়াছেন যাহা তোমরা দেখিতেছ। অতঃপর, তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হইলেন। এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (তোমাদের) সেবায় নিয়োজিত করিলেন, প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষপথে) গতিশীল। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের পরিচালনা করেন (এবং) তিনি আয়াতসমূহকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সহিত মিলিত হওয়াতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ।

اللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَ هَا اَمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَعْلٰى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يَدَّبَّرَ الْاَمْرَ فَيُقْضٰى الْاٰيٰتُ لَعَلَّكُمْ يَلْقٰءُ رَبِّكُمْ تَوَفُّوْنَ ۝

৪। এবং তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বতসমূহ এবং প্রবহমান নদীসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং উহার মধ্যে প্রত্যেক প্রকার ফল দুইটি করিয়া জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা চাকিয়া দেন। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوٰسٍ وَ اَنْهٰرًا وَ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيْهَا رُجُوْمًا اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَيْلَ النَّهَارِ اَنْ فِيْ ذَلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

৫। এবং ভূ-পৃষ্ঠে পরস্পর সংলগ্ন বহু (বিচিত্র) ভূ-খণ্ড আছে, এবং আঙ্গুরের বাগান সমূহও, আর আছে শস্য-ক্ষেত্র এবং এমন স্বর্ভুররুক্ যাহার কতক একই মূল হইতে উদ্গত একাধিক রুক্ বিশেষ এবং পক্ষান্তরে কতক একমূল হইতে উদ্গত একই ষ্ট্রুক বিশেষ—(অথচ) উহাদিগকে একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত করা হয়, তথাপি ফলের দিক দিয়া আমরা কতককে অপর কতকগুলির উপর প্রেচ্ছ দিই। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

وَفِي الْاَرْضِ قَطْعٌ مُّتَجَرِّدٌ وَ جُنَّتْ مِنْ اَعْيَابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَجِيلٌ صِنَوٰنٌ وَ عَيْرٌ صِنَوٰنٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَ نَقْعٌ لِّبَعْضِهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاَكْلِ اِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝



৬। এবং যদি তুমি বিস্মিত হও, তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ বলা অধিক বিস্ময়কর যে, 'যখন আমরা মাটিতে পরিণত হইয়া যাইব, তখনও আমাদেরকে কি নতুন সৃষ্টিতে আসিতে হইবে?' উহারাই তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করে, এবং ইহাদেরই গনদেশে থাকিবে শৃঙ্খল, এবং ইহারাই আগুনের অধিবাসী হইবে, তাহারা সেখানে বাস করিতে থাকিবে।

وَأَن تَجِبَ فَجَعَبَ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تَرَابًا إِنَّا لَنَعْلَمُ  
خَلْقَ جَدِيدِهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ  
الْأَغْلَى فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٦﴾

৭। এবং তাহারা তোমার নিকটে কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণের কামনা করে, অথচ তাহাদের পূর্বে তাহাদের নাম্ন লোকদের উপর দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি আসিয়াছিল। এবং নিশ্চয় তোমার প্রভু লোকদের প্রতি তাহাদের যুলুম সত্ত্বেও বড়ই ক্ষমাশীল, এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু কঠোর শাস্তিদাতা।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ  
مِنْ قَبْلِهِمُ النَّبِيُّاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرٍ لِّلنَّاسِ  
عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বনে, তাহার প্রভুর নিকটে হইতে কেন তাহার উপর কোন নিদর্শন নাযোক্ত করা হয় নাই? অথচ তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য হেদায়াতদাতা আছে।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ  
رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٨﴾

৯। আল্লাহ জানেন যাহা প্রত্যেক নারী ধারণ করে এবং জরায়ুসমূহ যাহা অপরিণত গর্ভপাত করে এবং যাহা কিছু পরিবর্ধন করে, এবং তাহার নিকটে প্রত্যেক বস্তুর এক পূর্ণ পরিমাপ আছে।

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا يَغْضُضُ الْأَرْحَامَ  
وَمَا تَزْدَادُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٩﴾

১০। তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের জ্ঞাতা, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অতীব উচ্চ।

عِلْمُهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ﴿١٠﴾

১১। তোমাদের মধ্যে যে কেহ কথা গোপন করে এবং যে কেহ উহা প্রকাশ করে (তাহার জ্ঞানে) উভয়ে সমান; এইরূপে সেও যে রাত্রি বেলায় আন্ধাগোপন করে এবং দিনের বেলায় (প্রকাশ্যে) বিচরণ করে।

سَوَاءٌ وَتَنَكَّمُ مَن أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ  
مُسْتَكْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِيحٌ بِالنَّهَارِ ﴿١١﴾

১২। তাহার (এই রসুলের) জন্য তাহার সম্মুখে এবং তাহার পশ্চাতে পর পর আগমনকারীগণের (ফিরিশতাগণের) এক জামায়াত আছে, যাহারা আল্লাহর আদেশানুযায়ী তাহার হিফাযত করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন করে। এবং যখন আল্লাহ্ কোন জাতিকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন উহা প্রতিরোধ করিবার কেহই নাই; বস্তুতঃ কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি বাতীত তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ  
مِن أَمْرِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَلْبَعِيرُ مَا يَقَوْمُ حَتَّىٰ يَغْتَوَّزَا  
مَا يَأْتِيهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقَوْمَ سَوَاءً فَلَا مَرَدَ لَهُ  
وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ دَالٍ ﴿١٢﴾

১৩। তিনিই তোমাদিগকে ভয় এবং আশার জন্য বিদ্যাত (চমক) দেখান এবং জন-পূর্ণ ভারী মেঘমানা উত্থিত করেন।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوَاقٍ وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ  
الْبُقَالِ ۝

১৪। এবং তাঁহার ভয়ে বজ্রধ্বনি এবং কিরিশতাগণ তাঁহার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে; এবং তিনিই বজ্রসমূহ প্রেরণ করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন, তথাপি তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে, অথচ তিনি শাস্তি দানে অতীব কঠোর।

وَيَسْبِغُ الرِّعْدُ بِمُحْدِهِ وَالْمَسَكِينَةَ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ ۝

১৫। প্রকৃত দোয়া শুধু তাঁহারই জন্য এবং তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাকে, উহারা তাহাদিগের ডাকে কোনই সাড়া দেয় না। বরং (তাহাদের অবস্থা) তিক্ত ও ব্যক্তিগত মত যে নিজের দুই হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যেন পানি তাহার মুখে পৌছে, কিন্তু ইহা কখনও তাহার নিকট পৌছে না। বস্তুতঃ কাফেরদের দোয়া নিফলই হইয়া থাকে।

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا كِبَاسٌ كُفَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ لَيَسْلَعُنَّ عَنَّا وَمَا هُمْ بِبَالِيغِينَ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

১৬। এবং যাহারা আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে আছে, তাহারা এবং তাহাদের ছায়াসমূহ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহকে সেজদা করে।

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْمًا لَمْ بِالْعُدْوَةِ وَالْوَاصِلِ ۝

১৭। তুমি বল, 'আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীর প্রতিপালক কে?' তুমি বল, 'আল্লাহ'। (পুনরায় তাহাদিগকে) বল, 'তবুও কি তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া এমন সাহায্যকারীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ যাহারা নিজদের জন্যও না কোন উপকারের ক্ষমতা রাখে এবং না অপকারের?' তুমি (আবার) বল, 'অন্ধ ও চক্ষুহীন কি সমান হইতে পারে?' অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান হইতে পারে? অথবা তাহারা কি আল্লাহর সঙ্গে এমন শরীক স্থির করিয়াছে যাহারা তাহার সৃষ্টির অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করিয়াছে যাহার ফলে (তাঁহার ও অন্যদের) সৃষ্টি তাহাদের নিকট একাকার হইয়া গিয়াছে?' তুমি বল, 'আল্লাহই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক অদ্বিতীয়, মহা প্রতাপান্বিত।'

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذُ لَمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَعَلَّكُمْ لَا تَفْقَهُمْ تَفْعًا وَلَا صَرَخًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرَةُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا إِلَيْهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا الْخَلْقَ نَفْسًا يَهْتَغِيهِ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

১৮। তিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন যাহার ফলে উপত্যকাসমূহ স্ব স্ব পরিমাপ অনুযায়ী প্রাবিত হয়, অতঃপর প্লাবন উহার (উপরিভাগে) সফীত ফেনাসমূহ বহন করে। এবং তাহারা অলংকার অথবা তেজসপন্ন তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে যাহা আশ্বনে উত্তপ্ত করে উহা হইতেও উহার (প্লাবনের) অনুরূপ

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أوديةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رابيًا وَمِمَّا يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ فِي النَّارِ آتِيقًا جليَةً أَوْ مَتَاعًا رَبِّهِ وَمِثْلُهُ

এক প্রকার ফেনা (বাহির) হয়। এইরূপে আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। এখন ফেনার অবস্থা এই যে, উহা (নিষ্কিন্ত হইয়া) বার্থ হইয়া যায় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে উহা ভূ-পৃষ্ঠে স্থায়ী থাকে। এই ভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করিয়া থাকেন।

১৯। যাহারা তাহাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় তাহাদের জন্য (চিরস্থায়ী) কন্নাগ রাখিয়াছে, কিন্তু যাহারা তাহার ডাকে সাড়া দেয় না, (তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যে), ভূপৃষ্ঠের উপর যাহা কিছু আছে যদি সব তাহাদের হইত এবং উহার সঙ্গে উহার সমপরিমাণ আরও হইত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় (নিজদিনগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য) সব কিছুই মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করিয়া দিত। ইহাদের জন্যই মন্দ হিসাব (অবধারিত) রাখিয়াছে, এবং তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম।

বস্তুতঃ উহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল !

২০। যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতি তোমার প্রভুর তরফ হইতে যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে যে অন্ধ ? কেবল বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই উপদেশ গ্রহণ করে —

২১। যাহারা আল্লাহর অসীকার পূর্ণ করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না;

২২। এবং আল্লাহ যে সম্পর্ককে সংযুক্ত রাখিতে আদেশ করিয়াছেন তাহা যাহারা সংযুক্ত রাখে এবং যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করে এবং মন্দ হিসাবের ভয় করে;

২৩। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং যথায়ভাবে নামায কামেম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয়ক দিয়াছি উহা হইতে গোপনে এবং প্রকাশে স্বরচ করে এবং পুণ্য দ্বারা পাপকে প্রতিহত করে। ইহাদের জন্যই (শেষ) আবাসস্থানের (উত্তম) পরিণাম অবধারিত আছে—

২৪। চিরস্থায়ী জন্মাতসমূহ, যাহাতে তাহারা নিজেরাও প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের পূর্বপুরুষ, পত্নী এবং বংশধরগণের মধ্য হইতে যাহারা সৎকর্মপরায়ণ হইবে তাহারাও। এবং ফিরিশ্তাগণ প্রত্যেক দ্বারা দিয়া তাহাদের নিকট আগমন করিবে (এই বলিয়া),

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ  
فِي الدُّنْيَا بَغْيَاءٌ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا سَبِغْتَ  
فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ لَمْ يُجِيبُوا  
لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَتَى الْأَرْضَ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ  
لَافْتَدَتْ ذَابِحَةٌ لَهُمْ سُوءَ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ  
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

أَمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ  
هُوَ كَعَمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَانَ ۝

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ  
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءً وَخَيْرًا رَزَقْنَاهُمْ وَأَقَامُوا  
الصَّلَاةَ وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَ  
يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى  
الدَّارِ ۝

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ  
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالسَّلَامَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهَا  
مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

২৫। তোমাদের উপর সালাম, কেননা তোমরা ধৈর্য ধারণ করিয়াছ; অতএব দেশ! (তোমাদের জন্য শেষ) আবাসস্থলের কত উত্তম পরিণতি!

২৬। এবং যাহারা আল্লাহর (সঙ্গে কৃত) প্রতিজ্ঞাকে উহা সূদৃঢ় করিবার পর ভঙ্গ করে এবং যে সম্বন্ধকে সংযুক্ত রাখিবার জন্য আল্লাহ আদেশ দিয়াছেন উহাকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য (আল্লাহর) অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য এক নিকৃষ্ট বাসস্থান রহিয়াছে।

২৭। আল্লাহ্ সাহারা জন্য চাহেন রিস্ক সম্বন্ধ করেন এবং (সাহারা জন্য চাহেন) সংকীর্ণ করেন। এবং তাহারা পার্থিব জীবনের উপরই উৎকুল হয়, অথচ পার্থিব জীবন পরকালের মোকাবেলায় (সাময়িক) ভোগসামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'তাহার প্রভুর তরফ হইতে তাহার উপর কোন নিদর্শন নাযেল হয় নাই কেন?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পথপ্রদর্শন হইতে দেন এবং সে (তাঁহার প্রতি) পুনঃ পুনঃ অবনত হয় তিনি তাহাকে নিজের দিকে পথ প্রদর্শন করেন;

২৯। যাহারা ঈমান আনে এবং যাহাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রাখিও . আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে;

৩০। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে— তাহাদের জন্য সুখ-শান্তি এবং প্রত্যাবর্তনের উত্তম স্থান নিধারিত আছে।

৩১। এই ভাবে আমরা তোমাকে এমন এক জাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছি যাহার পূর্বে অনেক জাতি বিগত হইয়াছে, যেন তুমি তাহাদের নিকট উহা পাঠ করিয়া শুনাও যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি, কেননা তাহারা রহমানকে (অসীম-অযাচিত দাতা আল্লাহকে) অস্বীকার করে। তুমি বল, 'তিনিই আমার প্রভু, তিনি ব্যতিরেকে আর কোন মাব্বুস নাই। তাঁহার উপরই আমি নির্ভর করি এবং তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।'

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٥﴾

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَدَلٍ مِثْلًا  
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ  
فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ النَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٦﴾

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا  
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا  
مَتَاعٌ ﴿٢٧﴾

وَقَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا نَوْلًا نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُبْصِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ  
مَنْ أَرَادَ ﴿٢٨﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا  
بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٩﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ  
وَحَسُنَ مَا يَفْعَلُ ﴿٣٠﴾

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ  
لِيَتْلُوا عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ  
بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ  
وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿٣١﴾

৩২। যদি এমন কোন কুরআন হইত যাহা দ্বারা পর্বত সমূহকে পরিচালিত করা যাইত অথবা যাহা দ্বারা পৃথিবীকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করা যাইত, অথবা উহা দ্বারা মৃতদের সহিত কথা বলা যাইত (তবুও এই সকল লোক ঈমান আনিত না)। বরং (ঈমান আনার) বিষয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা কি জানিতে পারে নাই যে, যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি সকল মানুষকে হেদায়াত দিতেন? এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য সর্বদা তাহাদের উপর কোন না কোন উয়ংকর আযাব আসিতে থাকিবে অথবা, তাহাদের গৃহের নিকট আপতিত হইতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়। আল্লাহ্ আদৌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

৩৩। নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসুলগণের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্বেষ করা হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, আমি কিছু কালের জন্য তাহাদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম। অতঃপর আমি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম; সূতরাং দেখ! আমার শাস্তি কেমন (উয়ংকর) ছিল।

৩৪। তবে কি তিনি, যিনি প্রত্যেক আযাব উপর যাহা সে অর্জন করে, উহার সম্বন্ধে পূর্বেই আছেন (তাহাদিগকে বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দিবেন)? তবুও তাহারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থির করিয়া নইয়াছে। তুমি বল, 'তোমরা তাহাদের নাম উল্লেখ কর।' তোমরা কি তাহাকে পৃথিবীর এমন বিষয়ের সংবাদ দিবে যাহা তিনি জানেন না, অথবা ইহা কি কেবল ফাঁকা বুলি? এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের ছলনা সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং তাহাদিগকে (সঠিক) পথ হইতে বিরত রাখা হইয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে পথদ্রষ্ট হইতে দেন, তাহার জন্য কোন হেদায়াত-দাতা নাই।

৩৫। তাহাদের জন্য এক আযাব (নির্ধারিত) আছে এই পার্থিব জীবনে এবং নিশ্চয় পরকালের আযাব আরও কঠিনতর হইবে, এবং আল্লাহর মোকাবেলায় তাহাদের জন্য কোন রক্ষাকর্তা নাই।

৩৬। মত্তাকীগণকে যে জামাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—উহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত, উহার ফল সমূহ চিরস্থায়ী এবং উহার ছায়াও। ইহা এ

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ  
الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا  
أَفَلَمْ يَأْتِسَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى  
الْقَاسِ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا  
صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى  
يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ ۝

وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُوا بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَمَأَلَيْتَ لِلَّذِينَ  
كَفَرُوا ثَمَرًا أَخَذَ ثَمَرَهُمْ فَأَكَلَفَ ۝ كَانَ عِقَابِ ۝

أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلْنَا لِلَّهِ  
شُرَكَاءَ قُلُوبَ سَنُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ  
الْأَرْضِ أَمْ يَبْظَاهِرُونَ الْقَوْلَ بَلْ زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا  
لَهُ مِن هَادٍ ۝

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ  
أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ ۝

مَثَلُ الْجِبَلِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ لَنَبْرِى مِنْ تَحْتِهَا  
أَوْ نُهَرًا دَائِمًا وَأَيُّهَا دَائِمًا وَعَلَيْهَا تِلْكَ عُقْبَةُ الَّذِينَ اتَّقَوْا

সকল লোকের পুরস্কার যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে; এবং কাফেরদের পরিণাম হইবে আগুন ।

وَعُقِبِ الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿١٣﴾

৩৭ । এবং যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, তাহারা তোমার প্রতি যাহা নামেন করা হইয়াছে উহাতে আনন্দিত হয় । এবং এই (বিভিন্ন) দলগুলির মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা ইহার (কতক) অংশকে অস্বীকার করে । তুমি বল, 'আমাকে কেবল এই আদেশ প্রদান করা হইয়াছে যেন আমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক না করি । তাঁহার দিকেই আমি আহ্বান করিতেছি এবং তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন ।'

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ وَ مِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ اِنَّا اٰمُرُوْنَ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اَشْرِكَ بِهٖ اِلٰهٍ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مٰٓئِٔاتٌ ﴿١٤﴾

৩৮ । এবং এইরূপে আমরা ইহাকে সুস্পষ্ট আদেশকারে আরবী ভাষায় নামেন করিয়াছি । এবং তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পরও যদি তুমি তাহাদের মন্দ বাসনার অনুসরণ কর তাহা হইলে আল্লাহর মোকাবেলায় না তোমার কোন বন্ধ হইবে এবং না রক্ষাকারী ।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حٰكِمًا عَرَبِيًّا وَّ لِيْنَ اُبَيِّنَ اٰهُوَالَهُمْ بِعَدُوِّ مَا جَاؤَكَ مِنَ الْاِلْمِ مَالِكٌ مِنَ اللّٰهِ مِنْ ذٰلِيْهِ ۗ وَلَا وَآٰءِٔٓ ﴿١٥﴾

৩  
[৬]  
১১

৩৯ । এবং আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি প্রদান করিয়াছিলাম । এবং কোন রসূলের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না যে, সে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নিদর্শন আনে । প্রত্যেক মেয়াদের জন্য একটি নির্ধারিত বিধান আছে ।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ اُمَّةٍ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً ۗ وَّ مَا كَانَ لِرُسُوْلٍ اَنْ يَّاتِيْ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتٰبٌ ﴿١٦﴾

৪০ । আল্লাহ্ যাহা চাহেন বিলুপ্ত করেন এবং (যাহা চাহেন) প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহারই নিকট সকল নির্ধারিত বিধানের মূল উৎস রহিয়াছে ।

يَدْعُوْا اللّٰهَ مَا يَشَآءُ وَيُؤْتِيْهُ ۗ وَّعِنْدَهُ اَمْرُ الْاٰلٰتِ ﴿١٧﴾

৪১ । এবং আমরা তাহাদের সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যদি আমরা উহার কোন অংশ তোমাকে দেখাইয়া দিই অথবা যদি আমরা তোমাকে মৃত্যু দিই, সেই ক্ষেত্রে তোমার দায়িত্ব কেবল (বাণী) পৌছাইয়া দেওয়া এবং আমাদের উপর দায়িত্ব হিসাব গ্রহণ করা ।

وَ اِنْ تٰمُرِّيْنِكَ بَعْضُ الَّذِيْ نَعِدُكُمْ اَوْ تَوَفِّيْنَاكَ فَاِنَّا عَلَيْكَ الْاَبْلَغُ وَّ عَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿١٨﴾

৪২ । তাহারা কি দেখে না যে, আমরা ভূ-পৃষ্ঠকে উহার প্রান্তসমূহ হইতে সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি ? বস্তুতঃ আল্লাহ্ আদেশ দান করেন, কেহ তাঁহার আদেশকে বদলাইতে পারে না, এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর ।

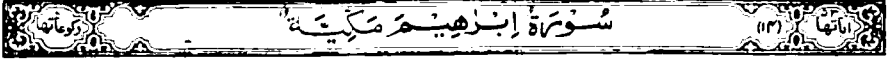
اَلَمْ نَبْرَأْكُمْ وَاِنَّا لَنَاقِيْ الْاَرْضَ نَنْفُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا وَاَللّٰهُ يَخْتَرُ لَا مَعْقِبَ لِخِيْمَةٍ وَّ هُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

৪৫। এবং তাহাদের পূর্বে যাহারা ছলন তাহারাও পরিকল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু সকল (কার্যকরী) পরিকল্পনা আল্লাহ্‌রই (আয়ত্ত্বাধীন)। প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু অর্জন করিতেছে, তিনি তাহা অবহিত; এবং অচিরেই কাফেরগণ জানিতে পারিবে— পরকালের আবাসস্থানের (ডাল) পরিণাম কাহার জন্য।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا  
يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعِلْمُ الْكُفْرِ لِمَن  
عُقِبِيَ الدَّارِ ۝

৪৪। যাহারা অস্বীকার করে তাহারা বনে, 'তুমি রসূল নহ'। তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ই আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট এবং সেই ব্যক্তি ও যাহার নিকট এই কিতাবের জ্ঞান আছে।'

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ  
شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝



## ১৪-সূরা ইব্রাহীম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ৭ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। আনিস্ নাম রা। (ইহা) কামিল কিতাব, যাহা আমরা তোমার উপর এই জনা নাযেল করিয়াছি যেন তুমি মানব জাতিকে তাহাদের প্রভুর আদেশক্রমে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আন, (অর্থাৎ) মহা পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় সত্তার পথে—

الَّذِي كُتِبَ لَهُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ

৩। সেই আল্লাহর (পথে), যাহার অধিকারে আছে আকাশ-সমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই। এবং কাফেরদের জন্য কঠোর শাস্তির কারণে—দুর্ভাগ—

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيُنذِرَ لِكُفْرَتِهِمْ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

৪। যাহারা পার্থিব জীবনকে পরকালের মোকাবেলায় প্রিয়তর জ্ঞান করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে নিবৃত্ত রাখে এবং উহাকে বক্র করিতে চাহে। ইহারা ই ঘোরতর দ্রাবিডিতে পড়িয়া রহিয়াছে ।

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

৫। এবং আমরা প্রত্যেক রসূলকেই তাহার জাতির ভাষায় ওহী (করিয়া) পাঠাইয়াছি, এইজন্য যেন সে তাহাদের নিকট (বিষয়াবলী) স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহেন পথ-দ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন। বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রভাময় ।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا يَلْقَاُن قَوْمَهُ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

৬। এবং আমরা মুসাকেও আমাদের নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছিলাম (এই বলিয়া যে), 'তুমি তোমার জাতিতে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আন এবং তাহাদিগকে আল্লাহর দিনগুলি স্মরণ করাও।' নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল, সঙ্কটভ্রম লোকের জন্য অনেক নিদর্শন আছে ।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَرَّهُمْ بَاتِلِينَ اللَّهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّخَلْقٍ صَبَإٍ لِّسُكُونِهِ



৭। এবং (সমরণ কর) যখন মুসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র সেই নেয়ামতকে সমরণ কর, যখন তিনি তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন যাহারা তোমাদিগকে ভীষণ কষ্ট দিত এবং তোমাদের পুত্রদিগকে নশঃসভাবে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত। বস্তুতঃ ইহাতে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক মহা পরীক্ষা ছিল।

وَاذْ قَالِ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ اِي قَوْمِكُمْ فَتُؤْمِنُوكُمْ سُوْرَةُ الْعَذَابِ وَتُؤْيَمُونَ اَبْنَاءَكُمْ وَتَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّمَنْ عَظِيْمٌ ۝

৮। এবং যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হইয়া চল তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আরও অধিক দান করিব; কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আমার আযাব বড়ই কঠোর।'

وَ اِذْ تَاَذَنَّا لَكُمْ لِيَنْ شُكْرْتُمْ لَا زَيْدٌ لَكُمْ وَ لِيَنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ ۝

৯। এবং মুসা বলিয়াছেন, 'যদি তোমরা এবং ভূপৃষ্ঠস্থ সকল লোক অকৃতজ্ঞতা কর, তথাপি (আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, কেননা) আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই স্বনির্ভর, প্রশংসাভাজন।'

وَ قَالَ مُوسَىٰ اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا لَّاۤ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ حَمِيْدٌ ۝

১০। তোমাদের নিকট কি তাহাদের সংবাদ পৌছে নাই, যাহারা তোমাদের পূর্ব ছিল (যেমন), নহ, আদ এবং সাম্‌দের জাতি এবং যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছেন যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ বাতীত কেহই অবগত নহে? যখন তাহাদের নিকট তাহাদের রসুলগণ উজ্জন নিদর্শনাবনী লইয়া আসিয়াছিল তখন তাহারা তাহাদের হস্ত দ্বারা তাহাদের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'যে বিষয়সহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ আমরা অবশ্যই উহাকে অস্বীকার করিলাম, কারণ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ উহার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় অস্বস্তিকর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত আছি।'

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبِيُّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ نُوحٍ وَّعَادٍ وَثَمُوْدٌ وَّالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْا اَيْدِيَهُمْ فِى الْاَوْهَامِ وَ قَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهِ وَاِنَّا لَفِيْ سَكٰتٍ وَمِنَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُّرْسِيٰ ۝

১১। তাহাদের রসুলগণ বলিয়াছিল, '(তোমাদের) কি সেই আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে সন্দেহ, যিনি আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদিগকে এই জন্য আহ্বান করিতেছেন, যেম তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দান করেন।' তাহারা বলিল, 'তোমরা তো আমাদের মত মানুষ বাতীত কিছু নহ, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাদের উপাসনা করিয়া আসিতেছে তোমরা উহা হইতে আমাদিগকে প্রতিরোধ করিতে চাহিতেছ। তাহা হইলে তোমরা আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আন।'

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنِ اللّٰهُ شَكَّ فَاطْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَدْعُوْكُمْ لِيُقِيْلَكُمْ اَكْفُرْتُمْ مِنْ دُوْنِكُمْ وَتُؤْتِكُمْ اِلٰى اٰجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّاۤ اَبْسَرٌ وَّشٰرٌ لِّمَنْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْا عَنَّا كَاَنْ يَّعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَاتُّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

১২। তাহাদের রসূলগণ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদের মতই মানুষ বাটে, কিন্তু আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন বিশেষ অনুগ্রহ করেন। এবং ইহা আমাদের আয়ত্বাধীন নহে যে, আল্লাহ্র আদেশ বাতিরেকে আমরা তোমাদের নিকট কোন দলিল-প্রমাণ আনি। এবং মো'মেনগণকে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করা উচিত;

قَالَتْ لَهُمْ رَسُولُهُمْ إِنْ تَخُنُوا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلَكُمْ وَ  
لَكِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ جِبَادِهِ مَا كَانَ  
لَهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَشَرًا إِلَّا بِلَاذِنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ  
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

১৩। এবং কেনইবা আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিব না, অথচ তিনিই তো আমাদিগকে আমাদের সঠিক পথ দেখাইয়াছেন? অতএব, তোমরা আমাদিগকে যে কষ্ট দিতেছে উহার উপর আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করিব। বস্তুতঃ নির্ভরশীলগণকে একমাত্র আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করা উচিত।

وَمَا لَنَا أَلَّا تَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا سَبِيلَنَا  
وَلَنْ نَصِيرَكَ عَلَى مَا أَدَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  
إِنَّ التَّوَكُّلَونَ ﴿١٣﴾

১৪। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা তাহাদের রসূলগণকে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদিগকে নিশ্চয় আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব অথবা তোমরা অবশ্যই আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে।' তখন তাহাদের প্রভু তাহাদের প্রতি ওহী করিলেন, 'আমরা অবশ্যই যালেমদিগকে নিপাত করিব,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنْ نُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ  
أَرْضِنَا أَوْ نَتَعَوَّدُ فِي مِلَّتِنَا فَإِذْ هِيَ إِلَيْهِمْ رُدَّتْ  
لَهُمْ لَكِنَّ الْفَالِقِينَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং আমরা তাহাদের পরে তোমাদিগকে অবশ্যই এই দেশে বসবাস করাইব। ইহা (এই প্রতিশ্রুতি) সেই ব্যক্তির জন্য যে আমার মোকাম-মর্যাদাকে ভঙ্গ করে এবং আমার সতর্কবাণীকে ভঙ্গ করে।

وَلَسَنُكَيْدَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ  
خَافَ مَقَابِي وَخَافَ وَعَبِدَ ﴿١٥﴾

১৬। এবং তাহারা বিজয় প্রার্থনা করিল; ফলতঃ প্রত্যেক স্বৈরাচারী (সত্যের) শত্রু পরাভূত হইল;

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٦﴾

১৭। তাহার সামনে রহিয়াছে জাহান্নাম, এবং তাহাকে অত্যন্ত পরম পানি পান করানো হইবে।

مِنْ دَرَائِهِمْ جَهَنَّمَ وَ يُنْفَعُ مِنْ قَاءِ صَدِيدٍ ﴿١٧﴾

১৮। সে ইহা অল্প অল্প করিয়া পান করিবে এবং উহা সহজে গিলিতে পারিবে না। এবং সর্বস্থান (ও সর্বদিক) হইতে তাহার নিকট মৃত্যু আসিবে, (তথাপি) সে মরিবে না। এবং ইহা ছাড়াও (তাহার জন্য) ভয়ানক আযাব নির্ধারিত রহিয়াছে।

يَجْرِيهِمْ وَلَا يُغَادِيهِمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ وَيَنْبِئُهُ الْمَوْتُ مِنْ  
كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ دَرَائِهِمْ عَذَابٌ  
عَلِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯। যাহারা তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের কৃত-কর্ম সমূহের দষ্টাভি সেই ছাইয়ের ন্যায় যাহাকে ঝড়ের দিনে বায়ু প্রবল বেগে উড়াইয়া লইয়া যায়। তাহারা যাহা কিছু

مِثْلَ الدِّينِ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَاءَهُمْ كَرَمَادٍ  
إِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ

অর্জন করিয়াছে উহার মধ্যে কোন অংশের উপরই তাহাদের ক্ষমতা থাকিবে না। বস্তুতঃ ইহাই চরম পর্যায়ের ধর্মস,

وَمَا كُنتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبُعِيدُ ﴿٥٠﴾

২০। তুমি কি প্রত্যক্ষ কর না যে, আল্লাহ্ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারণ করিয়া এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ  
إِنْ تَشَاءُ يُزِيلُهُنَّ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٥١﴾

২১। এবং ইহা আল্লাহ্র জন্য (আদৌ) কঠিন নহে।

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٥٢﴾

২২। তাহারা সকলেই আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইবে; তখন দুর্বল লোকেরা ও সকল লোকদিগকে বলিবে যাহারা অহংকার করিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসরণকারী ছিলাম, অতএব তোমরা কি (এখন) আমাদের উপর হইতে আল্লাহ্র আমাবের কিয়দংশ দূর করিতে পার। তাহারা বলিবে, 'যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়াত দিতেন তাহা হইলে আমরাও তোমাদেরকে হেদায়াত দিতাম। আমাদের অধৈর্য হওয়া অথবা আমাদের ধৈর্য ধারণ করা উভয়ই আমাদের জন্য সমান, আমাদের পরিগ্রাহের কোন পথ নাই।'

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعِفَاءُ الَّذِينَ اشْتَكَرُوا  
إِنَّا لَكُم تَبِعًا فَمَا أَنتُمْ مَقْنُونُونَ ۗ عَمَّا مِّن  
عَدَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ  
سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُكُمْ أَفَاصْبِرْنَا مَا كُنَّا مِنَ الْغَايِبِينَ ﴿٥٣﴾

২৩। এবং যখন সব বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইবে তখন শয়তান বলিবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আমিও তোমাদিগকে এক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, আমি তোমাদিগকে কেবল (আমার দিকে) ডাক দিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার ডাক সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমাকে তিরস্কার করিও না, বরং নিজদিগকেই তিরস্কার কর। আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনিতে পারিব না এবং তোমরাও আমার ফরিয়াদ শুনিতে পারিবে না। তোমরা যে আমাকে (আল্লাহ্র সহিত) শরীক করিয়াছিলে, আমি পূর্বেই তাহা অস্বীকার করিয়াছি। যাজেমদের জন্য নিশ্চয় যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।'

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِنَا فَؤَىٰ الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ  
وَعَدَ الْحَقِّ ۚ وَعَدَّ طَعْمَكُمْ خَلْقَكُمْ وَمَا كَانَ لِي  
عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۗ  
فَلَا تَكُونُوا مِنِّي وَتُؤْمِنُوا أَنفُسَكُمْ ۗ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ  
وَمَا أَنتم بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ  
مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

২৪। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর আদেশ অনুযায়ী এমন বাগান সমূহে দাখিল করানো হইবে, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, তাহারা উহাতে সদা বাস করিবে, সেখানে তাহাদের (পরস্পরের) সন্তাষণ হইবে 'সালাম' (শান্তি)।

وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُزْلَمُونَ فِي شَيْءٍ مِّنْهَا  
وَقَهَا سَلَامٌ ﴿٥٥﴾

২৫। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্ কিভাবে একটি পবিত্র বাক্যকে একটি পবিত্র রুক্কের ন্যায় বলিয়া উপমায়রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং উহার শাখা প্রশাখাসমূহ আকাশে (বিস্তৃত) রহিয়াছে ?

২৬। উহা স্বীয় প্রভুর আদেশক্রমে সদা ফল দিতেছে। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করিতেছেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৭। এবং মন্দ বাক্যের উপমা মন্দ রুক্কের ন্যায়, যাহাকে ভূমির উপর হইতে উৎপাটিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।

২৮। যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আল্লাহ্ এই স্থায়ী বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে ইহজগতে স্থায়িত্ব দান করেন এবং পরজগতেও; এবং আল্লাহ্ যানেমদিগকে পথ দ্রষ্ট হইতে দেন। এবং আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করেন।

২৯। তুমি কি ঐ সকল লোকের অবস্থা লক্ষ্য কর নাই, যাহারা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্বক আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে পরিবর্তন করিয়া গিয়াছে। এবং তাহারা তাহাদের জাতিকে ধ্বংস করিয়া গিয়াছে নিপতিত করিয়াছে—

৩০। আহাম্মানে, সেখানে তাহারা স্বপ্নিতে থাকিবে এবং উহা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান !

৩১। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সমকক্ষ স্থির করিয়াছে যেন তাহারা (লোকদিগকে) তাহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতে পারে। 'মি বন, তোমরা সাময়িক সূখ-সন্তোষ করিয়া লও, অতঃপর, নিশ্চয় তোমাদিগকে আগুনের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

৩২। আমার যে সব বান্দা ঈমান আনিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে বল যেন তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাহা কিছু আমরা তাহাদিগকে নিষেধ দিয়াছিলাম উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ধরচ করে ঐ দিন আসিবার পূর্বে যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব থাকিবে না।

৩৩। আল্লাহ্ তিনি, যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি মেঘমালা হইতে বারিধারা বর্ষণ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَوَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا ثَارٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝

تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَصْرُبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثِلَتْ مِنْ قَوَى الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

يُخَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَفْرًا وَآخَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ ۝

جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَيَنَسُّ الْقَرَارَ ۝

وَجَعَلُوا لَهُ أندَادًا يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتُّوا قَاتَ مَوَاسِيرِكُمْ إِلَى النَّارِ ۝

قُلْ لِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قِيمُوا الصَّلَاةَ وَبِئْفُوا مِنَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلُفٌ ۝

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ

করিয়াছেন এবং তদ্বারা তোমাদের জন্য রিয্ক স্বরূপ বহু প্রকার ফল উৎপন্ন করিয়াছেন এবং তিনি জাহাজসমূহকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন যেন ঐ গুণি তাঁহার আদেশে সমুদ্রে চলাচল করে। এইরূপে তিনি নদীসমূহকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন।

৩৪। এবং তিনি তোমাদের সেবায় সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়োজিত করিয়াছেন, উভয়েই অবিরাম কর্তব্যরত আছে। এবং তিনিই তোমাদের সেবায় রাগ্নি এবং দিনকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

৩৫। এবং যাহা কিছু তোমরা তাঁহার নিকট চাহিয়াছ, তিনি তোমাদিগকে সব দিয়াছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গণনা করিতে চাহ তাহা হইলে তোমরা উহাদের সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারিবে না। নিশ্চয় মানুষ বড়ই মানেম, অকৃতজ্ঞ।

৩৬। এবং (সেই সময়েকে স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, ‘হে আমার প্রভু! এই শহরকে তুমি শান্তি-ধাম করিও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিগণকে প্রতিমার উপাসনা হইতে দূরে রাখিও ;

৩৭। হে আমার প্রভু! নিশ্চয় উহারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে নিশ্চয় আমার সহিত সম্পূর্ণ, এবং যে আমার অবাধতা করে, সেই ক্ষেত্রে তুমি নিশ্চয় অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৩৮। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার বংশধর হইতে কতককে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক অনূর্বর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করাইয়াছি। হে আমাদের প্রভু! যেন তাহারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি লোকদের অন্তঃকরণকে এইরূপ করিয়া দাও যেন তাহারা তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তাহাদিগকে ফল-ফলাদির রিয্ক দান কর যেন তাহারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে;

৩৯। হে আমাদের প্রভু! যাহা কিছু আমরা গোপন করি এবং যাহা কিছু আমরা প্রকাশ করি নিশ্চয় তুমি সবই অবগত। এবং আল্লাহর নিকট হইতে কোন বস্তু ভুলানেও গোপন থাকিতে পারে না এবং নভোমণ্ডলেও না;

النَّسَاءِ مَا وَنَاخَرَجَ بِهِ مِنَ الشَّرَابِ زَيْدًا لَكُمْ  
وَسَعَوْرَةَ لَكُمْ فَالْفَاكِ لَتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ  
وَسَعَوْرَةَ لَكُمْ الْأَنْهَارِ ۝

وَسَعَوْرَةَ لَكُمْ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَعَوْرَةَ  
لَكُمْ آيَاتٍ وَالنَّهَارِ ۝

وَأَشْكُرُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَنَا  
يَا اللَّهُ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

وَلَاذِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا  
وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝

رَبِّ إِنَّمَا أَضَلَّنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَتَنْبِذْنِي  
فَأَنْتَ وَبَنِيَّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُونِ بَنِيَّ بَوَادِئَ يُغْرِي زَيْدًا  
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ  
أَيْدِيَهُمْ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ  
الشَّرَابِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلُنُ وَمَا يَخْفَى  
عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

৪০। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি আমাকে (আমার) বার্থকো ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু সদা দোয়া শ্রবণকারী;

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ  
وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

৪১। হে আমার প্রভু! আমাকে নামায কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরকেও। হে আমাদের প্রভু! (আমার উপর তোমার করুণা বর্ষণ কর) এবং আমার দোয়া কবুল কর;

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي كَاتِبَتَا  
وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝

৪২। হে আমাদের প্রভু! যে দিন হিসাব কায়েম হইবে সেই দিন আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং মো'মেনগণকে ক্ষমা করিও।'

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ  
حِسَابُ ۝

৬  
[৭]  
১৮

৪৩। এবং এই যালেমগণ যাহা কিছু করিতেছে উহা হইতে তুমি আল্লাহকে কখনও গাফেল মনে করিও না। তিনি তাহাদিগকে কেবল সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিতেছেন যেই দিন (তাহাদের) চক্ষুগুলি (আতঙ্কে) বিস্ফারিত হইবে ;

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّهَا  
يُؤْتِرُهُمْ يَوْمَ تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝

৪৪। তাহারা তাহাদের মাথা উঁচু করিয়া আতংকে দৌড়াইতে থাকিবে, তাহাদের দৃষ্টি তাহাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে না, এবং তাহাদের অস্থঃকরণ সম্পূর্ণ খালি হইয়া যাইবে।

مُهْطِعِينَ مُقْنِنِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ  
وَإِنِّي أَنَّهُمْ هَوَاءُ ۝

৪৫। এবং তুমি লোকদিগকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর যেদিন তাহাদের উপর শাস্তি আসিবে, তখন যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের দোষ স্বল্প কালের জন্য অবকাশ দান কর, আমরা তোমার দিকে সাড়া দিব এবং রসূলগণকে অনুসরণ করিব।' (তিনি বলিবেন,) 'তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খাও নাই যে তোমাদের অধঃপতন ঘটিবে না ?

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ يَقُولُوا  
الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَّجِبْ  
دَعْوَتِكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ أُولَمْ نَكُفِّرُوا قَسْمِنَا  
فَإِنْ قَبْلَ مَا لَكُمْ مِنْ زَلِيلٍ ۝

৪৬। অথচ তোমরা সেই সকল লোকের গৃহেই বসবাস করিতেছ, যাহারা নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল এবং তোমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়াছিল যে, আমরা তাহাদের সংগে কি বাবহার করিয়াছিলাম, এবং তোমাদের নিকটে আমরা সকল উপমা (সবিস্তারে) বর্ণনা করিয়াছি।'

وَسَكُنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ  
لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَعْنَاهُمْ لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۝

৪৭। এবং তাহারা তাহাদের সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের পরিকল্পনাসমূহ আল্লাহর নিকট রহিয়াছে। যদিও তাহাদের পরিকল্পনা এমনই হউক না কেন যদ্বারা পাহাড়ও স্থান হইতে টলিয়া যায় (তথাপি তাহারা সফল-কাম হইবে না)।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ  
كَانَ مَكْرُهُمْ لِيَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝

৪৮। অতঃপর, তুমি আল্লাহর সম্বন্ধে কখনও এই ধারণা করিও না যে, তিনি তাঁহার রসূনগণের সহিত কৃত নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী;

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤٨﴾

৬৯। সেই দিন যখন এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত করা হইবে এবং আকাশ সম্বন্ধেও, এবং তাহারা আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হইবে, যিনি এক-অদ্বিতীয় মহাপ্রতাপশালী।

يَوْمَ تَدُلُّ الْأَرْضُ عَلَىٰ أَرْضِهَا وَالسَّمَوَاتُ سَوَاءٌ لَّهُ الْوَأْجِدِ الْقَهَّارِ ﴿٦٩﴾

৫০। এবং সেইদিন তুমি অপরাধীদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দেখিবে।

وَتَرَى الْمَجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٥٠﴾

৫১। তাহাদের জামাঙলি (যেন) আলকাতরা নির্মিত এবং আশুন তাহাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করিবে।

سَوَاءٌ لَّهُمْ مِنْ طَوَارِقٍ وَتَفْصٍ دُجُوهُهُمْ نَارٌ ﴿٥١﴾

৫২। (ইহা এই জনা হইবে) যেন আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃত-কর্মের প্রতিদান প্রদান করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

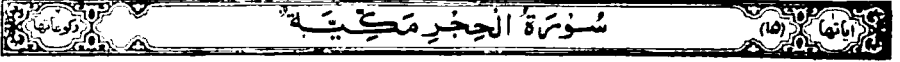
يُخَوِّذُ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ تَأْكُتُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ ﴿٥٢﴾

৫৩। ইহা লোকদের জন্য পূর্ণ উপদেশমূলক পয়গাম, এবং (এই জনাও) যেন তাহাদিগকে ইহাছারা (আসন্ন শান্তি সম্বন্ধে) পূর্ণরূপে সতর্ক করা যায় এবং তাহারা যেন জানে যে, তিনিই একমাত্র সত্যিকার মা'বুদ, এবং (এই জনাও) যে, বৃদ্ধিমান লোক

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَيُنذِرُ لِقَوْمٍ يُرِيدُونَ أَن يُكْفَرُوا

بِإِلَهِ وَاحِدٍ قَلِيلٍ كَثُرُوا الْأَلْبَابِ ﴿٥٣﴾

১] যেন উপদেশ গ্রহণ করে।



## ১৫-সূরা আন্ হিজর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১০০ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে ।

১৪ শ পাতা

১। \*আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। আলিফ লাম রা । এইগুলি এক কামিল (পূর্ণ) কিতাব এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআনের আয়াত।

الرَّحْمَةُ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ

৩। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা প্রায়ই কামনা করে: হায়! তাহারাও যদি মুসলমান হইত।

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

৪। তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যেন তাহারা আহার-বিহার এবং সুস্থ-ভোগ করিয়া বেড়ায় এবং বৃথা আশা-আকাংখা তাহাদিগকে গাফেল করিতে থাকে, অতএব অচিরেই তাহারা (ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবে ।

ذَرْنهُمْ يَا كَلْبًا اَوْ يَتَّبِعُوا وَيُلْهِمُ الْاِمْلَ سَوَفَ يَعْطُونَ

৫। এবং আমরা কখনও কোন জনপদকে (পূর্ব হইতে) উহার জন্য স্থিরীকৃত বিধান ব্যতিরেকে ধ্বংস করি না ।

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَقْلُومٌ

৬। কোন জাতি তাহার (ধ্বংসের) মিম্বাদকে ছাড়াইয়া (বাঁচিয়া) যাইতে পারে না এবং পিছনেও থাকিয়া যাইতে পারে না ।

مَا كُنْتُمْ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ

৭। এবং তাহারা বলিল, 'হে ঐ ব্যক্তি যাহার উপর এই যিকুর (কুরআন) নামেল করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তুমি পাপল,

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِمَ تُحَنُّونَ

৮। যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে কেন আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তাদিগকে আনয়ন কর না ?'

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

৯। আমরা ফিরিশ্‌তাপনকে অবতীর্ণ করি না, যথার্থ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং (যখন তাহাদিগকে অবতীর্ণ করি) তখন তাহাদিগকে (কাফেরদিগকে) অবকাশ দেওয়া হয় না !

مَا نُنزِّلُ الْمَلَكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا اِذَا اُنظِرْتُمْ

১০। নিশ্চয় আমরাই এই যিকুর (কুরআন) নামেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফায়তকারী।

اِنَّا نَحْنُ نُنزِّلُ الْكِتَابَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

১১। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বেও প্রাচীন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে (বহু রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম ।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي سُبْحِ الْاَوَّلِيْنَ



১২। এবং তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই যাহার সহিত তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٢﴾

১৩। এইরূপেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে উহা (বিদ্রূপ করার প্রবণতা) প্রবেশ করাইয়া দিই,

كَذَلِكَ نَسُفُّكَ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

১৪। তাহারা ইহা (কুরআনের) উপর ঈমান আনে না, অথচ পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত গত হইয়া গিয়াছে।

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةَ الْأُولِينَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর আকাশের কোন দরজা খুলিয়া দিই এবং তাহারা উহাতে আরোহণ করিতে থাকে,

وَأَوْفَعْنَا عَلَيْهِمْ أَبَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَمُرُونَ ﴿١٥﴾

১৬। তথাপি তাহারা অবশ্য এইরূপেই বলিতে থাকিবে, "আমাদের চক্ষুগুলিকে কেবল মাত্র সন্মোহিত করা হইয়াছে; বরং আমরা এমন এক জাতি যাহাদিগকে যাদু করা হইয়াছে।"

بَلْ قَالُوا إِنَّمَا سَكَّرْنَا أَبْصَارُنَا بَلْ عَنْ قَوْمٍ مُّسَوِّدِينَ ﴿١٦﴾

১৭। এবং আমরা আকাশে কক্ষপথসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি এবং দর্শকদের জন্য উহাকে শোভা-মন্ডিত করিয়াছি।

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٧﴾

১৮। এবং আমরা উহাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হইতে হিফায়ত করিয়াছি।

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٨﴾

১৯। কিন্তু যে ব্যক্তি চুরি করিয়া কোন (ওহীর) কিছু উনিয়া নয় (এবং বিকৃত করিয়া ছড়ায়), তখন এক অতি উজ্জ্বল অগ্নিশিখা তাহার পিছনে ধাওয়া করে।

إِلَّا مِنَ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٩﴾

২০। এবং ভূপৃষ্ঠকে আমরা বিস্তৃত করিয়াছি এবং উহাতে মসবুত পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছি এবং উহাতে সর্বপ্রকার বস্তু স্-পরিমিত ভাবে উৎপন্ন করিয়াছি।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَابِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿٢٠﴾

২১। এবং উহাতে আমরা নানা প্রকার উপজীবিকা সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাহাদের রিষ্ক-দাতা নহ তাহাদের জন্যও।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِيْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং এমন কোন বস্তু নাই যাহার (অফুরন্ত) ভাণ্ডার সমূহ আমাদের নিকট নাই এবং আমরা কেবল নিরূপিত পরিমাণ ব্যতিরেকে উহা অবতারণ করি না।

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ لَهُ إِلَّا بَعْدَ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং আমরা বোঝা বহনকারী-সংযোজনকারী বায়ুরাশি প্রেরণ করি, অতঃপর মেঘমানা হইতে বারিধারা বর্ষণ করি, তৎপর আমরাই তোমাদিগকে উহা পান করাই; বস্তুতঃ তোমরা উহার সঞ্চয়কারী নহ :

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِجٍ مُّجْتَمِعٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّتَسَقِفًا كُفُوهُ وَمَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَّا بِحُجْرِينَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং নিশ্চয় আমরাই জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু দিই এবং আমরাই একমাত্র উত্তরাধিকারী।

وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা অগ্রে গমন করিয়াছে আমরা তাহাদিগকে জানি, এবং তাহাদিগকেও আমরা জানি যাহারা পশ্চাতে রহিয়াছে।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْبِلِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا

الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٥﴾

১০১

২৬। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই তাহাদিগকে সমবেত করিবেন। নিশ্চয় তিনিই পরম প্রজাময়, সর্বভ্রানী।

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَجْمَعُهُمْ إِنَّهُ كَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং নিশ্চয় আমরা ইনসানকে সৃষ্টি করিয়াছি (খনশনে) শুষ্ক কাদা অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِن حَبِّ

مَسْنُونٍ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং ইতিপূর্বে আমরা জিম্বকে অত্যন্ত উত্তম বায়ুর আঙন হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।

وَالجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السُّمُورِ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্বতাদিগকে বলিলেন, ‘আমি নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টি করিতে চলিয়াছি খনশনে শুষ্ক কাদা হইতে অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ

مِن حَبِّ مَسْنُونٍ ﴿٢٩﴾

৩০। অতঃপর, যখন আমি তাহার পঠনকার্য সুসম্পন্ন করি এবং তাহার মধ্যে আমার বাণী হইতে কিছু বণী ফুৎকার করি, তখন তোমরা তাহার (আনুগত্যের) জন্য সেজদায় পড়িয়া যাও।’

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَلَقَّخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَفَعَلُوا لِي

لِجِدَاتٍ ﴿٣٠﴾

৩১। সূতরাং ফিরিশ্বতাপন সকলেই সমবেতভাবে সেজদা করিল—

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾

৩২। ইবলীস ব্যতিরেকে; সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল।

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। তিনি বলিলেন, ‘হে ইবলীস! তোমার কি হইয়াছে যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না?’

قَالَ يَا لَيْسَ مَالِكٌ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪। সে বলিল, ‘আমি এমন নহি যে, এইরূপ এক মানুষের জন্য সেজদা করি যাহাকে তুমি সৃষ্টি করিয়াছ খনশনে শুষ্ক কাদা হইতে অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।’

قَالَ لِمَ أَلَمْ أَكُنْ لَأَن تَجْعَدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ

مِن حَبِّ مَسْنُونٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে-তুমি এখন হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি নিশ্চয় বিভ্রান্ত,

قَالَ فَاصْرُخْ مِنْهَا وَأَنَّكَ رَجِيمٌ ۝

৩৬। এবং নিশ্চয় বিচার-দিবস পর্যন্ত তোমার উপর অভিসম্পাত।'

وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝

৩৭। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! তাহা হইলে সেই দিন পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যেদিন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।'

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

৩৮। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত —

قَالَ وَأَنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝

৩৯। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।'

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝

৪০। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী সাবাস্ত করিয়াছ, অতএব নিশ্চয় আমি তাহাদের জন্য পৃথিবীতে (বিপথগামীতাকে) সূশান্ত করিয়া দেখাইব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের সকলকে বিপথগামী করিব,

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ لِي سَمِيًّا ۝  
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْوَعْدِ ۝

৪১। তাহাদের মধ্য হইতে কেবল তোমার নিষ্ঠাবান মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিরেকে।'

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْخَالِصِينَ ۝

৪২। তিনি বলিলেন, 'আমার দিকে আসিবার ইচ্ছাই সরল-সুদৃঢ় পথ;

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝

৪৩। নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর কখনও তোমার কোন আধিপত্য হইবে না, তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা পথভ্রষ্টদের মধ্য হইতে তোমার অনুসরণ করিবে।'

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝

৪৪। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম তাহাদের সকলের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান—

وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْعَلِينَ ۝

৪৫। যাহার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে এক নির্ধারিত অংশ থাকিবে।

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ فِيهَا جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۝

৪৬। নিশ্চয় মোতাকীফগ জন্মত ও ঝরণাসমূহে থাকিবে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

৪৭। 'তুমি তোমরা শাস্তির সহিত নিরাপদে প্রবেশ কর।'

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۝

৪৮। এবং তাহাদের বন্ধঃসমূহে যেসকল বিদ্রোহ থাকিবে, আমরা উহা দূর করিয়া দিব, তাহারা ভাই ভাই হইয়া সামনাসামনি আসনে (উপবিষ্ট) হইবে;

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝

৪৯। উহাতে তাহাদিগকে ক্লান্তিও স্পর্শ করিবে না, এবং উহা হইতে তাহারা বহিষ্কৃতও হইবে না।

لَا يَسْهُمُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم بِبِهَا مُعْرَجِينَ ﴿٤٩﴾

৫০। (হে নবী!) আমার বান্দাদিগকে তুমি এই সংবাদ অবহিত কর যে, নিশ্চয় আমি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يَنِّي عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং (ইহাও) যে, আমার শাস্তি নিশ্চয় বড় যত্নদায়ক শাস্তি।

وَأَنِّي عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥١﴾

৫২। এবং তুমি তাহাদিগকে ইব্রাহীমের মেহমানগণ সম্বন্ধে অবহিত কর।

وَيُنَبِّئُهُم عَن صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥٢﴾

৫৩। যখন তাহারা তাহার নিকট আসিল তখন তাহারা সানাম বলিল। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের জন্য ভীত।'।

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَّمْنَا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা বলিল, 'ভীত হইও না, নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক মহাজানী পুত্রের সূসংবাদ দিতেছি।'।

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। সে বলিল, 'আমাকে বার্ষিক স্পর্শ করা সঙ্কেও কি তোমরা আমাকে এই সূসংবাদ দিতেছে? অতএব, কিসের (ভিত্তিতে) তোমরা আমাকে সূসংবাদ দিতেছ?'

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّا كَانَ لِيَ الْبُرْهَانِ يَوْمَئِذٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। তাহারা বলিল, 'আমরা তোমাকে সত্য সূসংবাদ দিয়াছি, সুতরাং তুমি হতাশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।'।

قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَكُن مِنَ الْقَاتِلِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭। সে বলিল, 'একমাত্র পথপ্রস্তুত বাতীত আর কে স্বীয় প্রভুর রহমত হইতে হতাশ হইতে পারে?'

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। সে বলিল, 'হে প্রেরিতগণ!, তোমাদের (আগমনের) মুখ্য উদ্দেশ্য কি?'

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি,

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٩﴾

৬০। কেবল নৃতের অনুগামীগণ বাতীত। নিশ্চয় তাহাদের সকলকে আমরা রক্ষা করিব,

إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٠﴾

৬১। তাহার স্ত্রী ব্যতীত। আমরা অবধারিত করিয়াছি যে, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

﴿٦١﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦١﴾

৬২। অতঃপর, যখন প্রেরিতগণ নৃতের (এবং তাহার) অনুগামীগণের নিকট আসিল;

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমরা একটি অপরিচিত দল।'

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّتَكَبِّرُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তাহারা বলিল, 'বরং (প্রকৃত বিষয় এই যে,) আমরা তোমার নিকট উহার (আযাবের) সংবাদ নইয়া আসিয়াছি যাহা সম্বন্ধে তাহারা সম্বেহ পোষণ করিয়া আসিতেছে ;

قَالُوا بَلْ جُنُكْنَا بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং আমরা তোমার নিকট নিশ্চিত সংবাদ নইয়া আসিয়াছি, এবং আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী;

وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। সূতরাং তুমি রাষ্ট্রির (শেষের) কোন অংশে নিজ পরিবারবর্গকে নইয়া চলিয়া যাও এবং তুমি স্বয়ং তাহাদের পশ্চাদানুসরণ কর। এবং তোমাদের মধ্যে যেন কেহ পিছনের দিকে ফিরিয়া না তাকায় এবং তোমাদিগকে যেস্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে তোমরা সকলে সেখানে চলিয়া যাও।'

فَأَمِّرْ بِأَهْلِكَ يَقْطَعُ مِنَ النَّبْلِ وَأَتَّبِعْ أَكْثَرَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ  
مَنْ كَفَرَ لِحَدٍّ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং আমরা তাহাকে এই কথা নিশ্চিত ভাবে জানাইয়া দিয়াছিলাম যে, নিশ্চয় প্রভাত হওয়ার সংগে সংগে এই সকল লোকের মূল কাটিয়া দেওয়া হইবে।

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هُوَالِدٍ مُّقْطَعٌ  
مُّضَيِّبِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং সেই শহরের অধিবাসীরা আনন্দে উল্লাস করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিল।

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় ইহারা আমার মেহমান, সূতরাং তোমরা আমাকে অপদস্থ করিও না;

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صَنِيعِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٩﴾

৭০। এবং তোমরা আল্লাহর তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমাকে লাহিত করিও না।'

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرُوبُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। তাহারা বলিল, 'আমরা কি তোমাকে সারা দুনিয়ার লোক (আপায়ন করা) হইতে বারণ করি নাই?'

قَالُوا أَوْلَمْ نُنْهَكْ عَنِ الْعُلَيْيِينَ ﴿٧١﴾

৭২। সে বলিল, 'যদি তোমরা (আমার বিরুদ্ধে) কিছু করিতেই চাহ, তাহা হইলে আমার এই কন্যাগণ (তোমাদের মধ্যে জামিন স্বরূপ) আছে।'

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩। (হে নবী!) তোমার জীবনের কসম, নিশ্চয় তাহারাও নিজদের মততাম্ব দিশাহারা হইয়া বেড়াইতেছে।

لَعَنَ لَكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْبَهُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪। অতঃপর, সেই (প্রতিশ্রুত) বিকট শব্দকারী আযাব সূর্যোদয়কালে তাহাদিগকে ধৃত করিল।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫। তখন আমরা উহার উর্ধ্বদেশকে উহার তলদেশে পরিণত করিয়া দিলাম, এবং তাহাদের উপর কঙ্করজাত প্রস্তর বর্ষণ করিলাম।

فَجَعَلْنَا عَلَيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً  
مِّن سِجِّيلٍ ۝

৭৬। নিশ্চয় ইহাতে বিচক্রণ লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّئِينَ ۝

৭৭। এবং নিশ্চয় উহা স্বায়ী মহা সড়কের উপর অবস্থিত।

وَأَنَّهَا لَإِسْبِيلٌ مُّغِيرٌ ۝

৭৮। নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেনদের জন্য নিদর্শন আছে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

৭৯। এবং জঙ্গলবাসীরাও অবশ্যই যালেম ছিল।

وَرَأَىٰ كَانَ أَغْطَىٰ آيَاتِكَ لِلظَّالِمِينَ ۝

৮০। সূতরাং আমরা তাহাদের নিকট হইতেও প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম এবং এই উভয় স্থানই উন্মুক্ত রাজপথে অবস্থিত।

فَأَنقَضْنَا وَهْمَهُمْ وَأَنهَضْنَا لِيَا مَأْرُوفِينَ ۝

৫  
[১৬]  
৫

৮১। এবং হিজরবাসীগণও আমাদের রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ۝

৮২। এবং আমরা তাহাদিগকেও আমাদের নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা গ্ৰেণি হইতে মুখ ফিরাইয়া নাইল।

وَأَنبَأْنَهُمْ آيَاتِنَا كَمَا كَانُوا عَلَيَّا مُعْرِضِينَ ۝

৮৩। এবং তাহারা নিরাপদে পাহাড় গৃহ খনন করিত।

وَمَا كَانُوا يَنْجُحُونَ مِنَ الْجِبَالِ الَّتِي أُوتُوا بِهَا ۝

৮৪। কিন্তু প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (প্রতিসূত) এক বিকট শব্দকারী আঘাব তাহাদিগকে ধৃত করিল।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّيْبَةُ مَصْبُحِينَ ۝

৮৫। তখন তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছিল উহা তাহাদের কোন কাজেই আসিল না।

فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

৮৬। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদূত্বের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা আমরা যথাযথভাবেই সৃষ্টি করিয়াছি; এবং সেই নির্দিষ্ট মূহর্ত অবশ্যই আসিবে, সূতরাং তুমি হুব সন্দরভাবে মার্জনা কর।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَرَاءَةً وَإِنَّ السَّمَاءَ لَأَتْرَابٌ تَصْفَحُ الصَّفْحَ الْجَبِلِ ۝

৮৭। নিশ্চয় তোমার প্রভুই মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝

৮৮। এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে পুনঃ পুনঃ পাঠা সত্ত্ব আয়াত ও মহান কুরআন প্রদান করিয়াছি।

وَلَقَدْ أَنبَأْنَاكَ مِنَ النَّبَاتِيِّ وَالْفَرَّانِ الْعَظِيمِ ۝

৮৯। আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কতক দলকে (সাময়িক) সুখ-সন্তোষের যে উপকরণসমূহ দিয়াছি উহার দিকে তুমি তোমার চক্ষুদ্বয়কে কখনও সম্প্রসারিত করিও না, এবং তাহাদের জন্য দুঃখ করিও না ; এবং মো'মেনদের প্রতি তোমার (মমতার) ডানা বৃক্কাইয়া রাখ।

৯০। এবং তুমি বল, নিশ্চয়ই আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

৯১। এইজন্য যে, আমরা তাহাদের উপর (শাস্তি) অবতীর্ণ (করার সিদ্ধান্ত) করিয়াছি; যাহারা (হে রসূল ! তোমার বিরুদ্ধে) নিজদিগকে বিভিন্নদলে বিভক্ত করিয়া-ছিল,

৯২। যাহারা কুরআনকে বহু মিথ্যার সমষ্টি বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিল।

৯৩। অতএব, তোমার প্রভুর কসম, আমরা নিশ্চয় তাহাদের সকলের নিকট কৈফিয়ত তলব করিব,

৯৪। উহা সম্বন্ধে, যাহা তাহারা করিয়া আসিতেছিল।

৯৫। অতএব, তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা তুমি (লোকদের নিকট) সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং মোশরেকদেরকে উপেক্ষা কর।

৯৬। নিশ্চয় বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট —

৯৭। যাহারা আলাহর সংসে আরও মা'ব্দ স্থির করিয়াছে; সূতরাং তাহারা অচিরেই (উহার পরিণাম) জানিতে পারিবে।

৯৮। এবং আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা যাহা বলিতেছে উহাতে তোমার অন্তর্করণ সংকুচিত হইতেছে।

৯৯। অতএব, তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

১০০। এবং তুমি তোমার উপর মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার প্রভুর ইবাদত করিতে থাক।

لَا تَدْعُكَ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا وَلَهُمْ مَرْءٌ  
لَّا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَآخُفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٠﴾

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْبَيِّنُ ﴿٩١﴾

كَمَا أَزَلْنَا عَلَى الْمُتَّبِعِينَ ﴿٩٢﴾

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩٣﴾

فَوَرِّدْكَ لِنَسْأَلَهُمْ أَجْعَبِينَ ﴿٩٤﴾

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾

فَلْصَنِعْ بِمَا تَوَجَّرُوا وَعَرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٦﴾

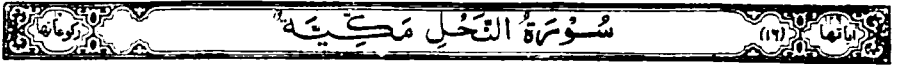
إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٧﴾

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ  
يَعْلَمُونَ ﴿٩٨﴾

وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ يُحْيِيكَ صَدْرُكَ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٠٠﴾

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿١٠١﴾



## ১৬-সূরা আন্ নাহল

ইহা মক্কী সূরা বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আল্লাহর আদেশ আসন্ন, অতএব, তোমরা উহার জন্য তাড়াতাড়ি করিও না, তিনি পরম পবিত্র এবং তাহারা (তাঁহার সঙ্গে) যাহা শরীক করে তাহা হইতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

أَنِّي أَمْرٌ اللَّهِ فَلَا تَعْجَلُوهُ مَخِيفَةً وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ②

৩। তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন তাহার উপর নিজ আদেশ দ্বারা বাণী সহ ফিরিশ্তাগণকে অবতীর্ণ করেন (এই বলিয়া) যে, 'তোমরা (লোকদিগকে) সতর্ক কর যে, আমি বাতিরেকে কোন মা'ব্দ নাই; অতএব, তোমরা আমারই তাকওয়া অবনয়ন কর।'।

يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالزُّجُجِ مِنْ أَمْرٍ عَلَمٌ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ أَنْ أُنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ③

৪। তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা (তাঁহার সঙ্গে) যাহা শরীক করে তাহা হইতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَقْبِ تَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ④

৫। তিনি মানুষকে এক নগণ্য গুরু-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি দেখ! সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হইয়া দাঁড়ায়।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ لَّذًا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ⑤

৬। আর চতুঃপদ জন্তু— উহাদিগকেও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তাপের উপকরণ এবং নানাবিধ উপকার নিহিত আছে এবং উহাদের মধ্যে হইতে কতককে তোমরা ডরুণ করিয়া থাক।

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا رَفٌّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑥

৭। এবং উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রাখিয়াছে সৌন্দর্য, যখন তোমরা উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গোখনী লয়ে(গৃহে) লইয়া আস এবং যখন তোমরা উহাদিগকে প্রভাতে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখনও।

وَلَكُمْ فِيهَا جِبَالٌ جَبِيْنٌ وَفِيهَا مِن رِّجْوَانٍ لَّسُّوْحُونَ ⑦

৮। এবং তাহারা তোমাদের বোঝা বহন করিয়া দূরবর্তী শহরে-বন্দরে লইয়া যায়, যেখানে তোমরা নিজদিগকে কঠিন ক্লেশে না ফেলিয়া পৌঁছিতে পার না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অতীব মমতামূল, পরম দয়াময়।

وَتَحْمِيلُ أُنْعَامِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ لَتُؤْتُوا مِنْهُنَّ إِلَّا شِقَاقَ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ ⑧



৯। এবং তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ঘোড়া এবং খচ্চর এবং গাধা, যেন তোমরা এইগুলিতে আরোহণ করিতে পার, এবং শোভা-সৌন্দর্যের উপকরণরূপে (বাবহার করিতে পার)। এবং তিনি আরও এমন কিছু সৃষ্টি করিবেন যাহা তোমরা (এখন) জান না।

وَالْبَيْتِ وَالْبَعَالِ وَالْحَیْیْرِ لَتَرْكَبُوها وَزینةً وَمما لا تعلمون ﴿٩﴾

১০। এবং সোজা পথ ধরাইয়া দেওয়াও আল্লাহর দায়িত্ব রহিয়াছে, এবং উহাদের মধ্যে কতকগুলি বাঁকা পথও আছে। কিন্তু যদি তিনি (বাধাবাহকতা আরোপ করিতে) চাহিতেন তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে অবশ্যই হেদায়াত দান করিতেন।

وَعلى الله قصد السبیلِ وَمنها جباراً وناشأً ﴿١٠﴾ لهداكم أجوعین ﴿١٠﴾

১১। তিনিই তো (তোমাদের জন্য) মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন, উহা হইতে তোমাদের জন্য পানীয় সরবরাহ হয়, এবং উহা দ্বারা সেই সকল বৃক্ষনতাদি উৎপন্ন হয় যাহাতে তোমরা পশু চারণ করিয়া থাক।

هو الذى أنزل من السماء ماءً لكم منه شرابٌ وَمنه شجر فیهِ تییمون ﴿١١﴾

১২। তিনি উহার দ্বারা তোমাদের জন্য শসক্ষেত্র, যায়তুন, খড়্‌ররুক্ষ, আস্তুর এবং সর্ব প্রকার ফল উৎপন্ন করেন। ইহাতে নিশ্চয় ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা চিন্তা করে।

یُنبت لكم به الزرع والزیتون وَالنخیل وَالانجاب وَمن كل الثمرات ان فی ذلك لآیة لِّقوم یتفكرون ﴿١٢﴾

১৩। এবং তিনি রাশ্মি ও দিবসকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদেরই আদেশ নক্ষত্ররাশি ও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছে। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায়।

وَسخر لكم النیلَ وَالتَّهَارَ وَالسَّمسَ وَالقمرَ وَالتَّجُومَ مسخرتكم بأمره ان فی ذلك لآیة لِّقوم یعقلون ﴿١٣﴾

১৪। এবং ভূ-পৃষ্ঠে তিনি বিবিধ বর্ণের যে কন্দ বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন উহাও (তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন)। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وما دسراً لكم فی الارض مختلفاً ألوانه ان فی ذلك لآیة لِّقوم یتفكرون ﴿١٤﴾

১৫। এবং তিনিই তোমাদের সেবায় সমুদ্রকে নিয়োজিত করিয়াছেন যেন তোমরা উহা হইতে তাজা গোশত খাও এবং উহা হইতে সংগ্রহ করিয়া আন অন্নকার যাহা তোমরা পরিধান করিয়া থাক। এবং তুমি উহার মধ্যে জাহাজগুলিকে (পানি) চিরিয়া চলিতে দেখিতেছ, যেন তোমরা (উহাতে আরোহণ করিয়া) তাঁহার আরও অন্যান্য অনুগ্রহের সন্ধান লাভ কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وهو الذى سخر البحر لکم لکلوا منه لحم طریماً وَتستخرجوا منه حیة تلبسونها وَتوسى الفلك مواخر فیهِ وَلیبتغوا من فضله وَلعلکم تتفكرون ﴿١٥﴾

১৬। এবং তিনি ভূপৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিয়াছেন মযবৃত্ত পর্বতমালা যেন উহা তোমাদিগকে লইয়া (এদিক ওদিক) টলিতে না পারে, এবং এইভাবে নদীমালা এবং পথসমূহকেও যাহাতে তোমরা গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পার

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَايَ أَنْ تَحْتَضِرَ بِلَكُمْ وَأَنْهَرًا  
وَسَبِيلًا لَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

১৭। এবং তিনি অপর কতকগুলি চিহ্নও (সংস্থাপন করিয়াছেন), এবং তাহারা নক্ষত্ররাজি দ্বারাও পথের দিশা পায়।

وَعَلَيْتِ وَاللَّيْلُ لَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾

১৮। অতএব, যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাহার মত যে কিছুই সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

أَلَمْ يَخْلُقْ كَمَنْ لَا يُخَلِّقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে গণনা করিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমরা আদৌ উহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَ إِنَّ اللَّهَ  
لَغَفُورٌ شَرِيفٌ ﴿١٩﴾

২০। এবং তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর, তাহা আল্লাহ্ জানেন।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُلْكَوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং তাহারা আল্লাহ্ বাতিরেকে যাহাদিগকে (মা'বদরূপে) ডাকে, তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাহারাই সৃষ্টি।

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا  
وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢١﴾

২২। (তাহারা) সকলেই মৃত, জীবিত নহে, এবং তাহারা জানে না কখন তাহাদিগকে উদ্ধিত করা হইবে।

[১২]

﴿٢٢﴾ أَمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّذِينَ لَا يُحْيُونَ وَلَا يُمِيتُونَ

২৩। তোমাদের মা'বদ এক-ই মা'বদ। প্রকৃত পক্ষে যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না, তাহাদের অস্তঃকরণ (সত্য সম্বন্ধে) অজ্ঞাত এবং তাহারা অহংকারী।

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ قَالِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
فَلَوْ بِهِمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ নিশ্চয় উহা জানেন যাহা তাহারা গোপন করে এবং উহাও (জানেন) যাহা তাহারা প্রকাশ করে। আল্লাহ্ অহংকারীদিগকে আদৌ ভালবাসেন না।

لَا جُرمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ  
إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْاِسْتِكْبَارِ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কি নাযেল করিয়াছেন?' তখন তাহারা বলে, 'পর্ববর্তী লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র।'

وَلَوْ اِقْبَلُ لَهُمْ مَادًّا اَنْزَلْنَا لَكُمْ مَعَهَا اَسَاطِيرُ  
الْاَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। পরিণামে তাহারা কিয়ামতের দিনে নিজেদের (পাপের) পূর্ণ বোঝা বহন করিবে এবং ঐ সকল নোকের বোঝা হইতেও (একাংশ) বহন করিবে যাহাদিগকে তাহারা অসুতা বশত: পথপ্রষ্ট করিতেছে। জানিয়া রাখ! তাহারা যে বোঝা বহন করিতেছে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

২৭। তাহারাও যড়যন্ত্র করিয়াছিল যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাহাদের (যড়যন্ত্রের) প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আসিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাদের উদ্ধারদেশ হইতে ছাদগুলি তাহাদের উপর ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল; এবং আযাব এমন পথ দিয়া তাহাদের উপর আসিয়াছিল যে, তাহারা উহার ধারণাও করে নাই।

২৮। অতঃপর, কিয়ামতের দিনে তিনি তাহাদিগকে লাঞ্চিত করিবেন এবং বলিবেন, 'আমার সেই শরীকগণ কোথায় যাহাদের ব্যাপারে তোমরা (আমার নবীদের সহিত) শত্রুতা করিতে?' যাহাদিগকে জান দান করা হইবে, তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় আজ কাফেরদের উপর লাঞ্ছনা এবং অনিষ্ট ও ক্লেশ (আপত্তিত) হইবে;

২৯। যাহাদিগকে কিরিশ্চাঙ্গণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দেয় যখন তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যত্ন করিতে থাকে; তখন তাহারা (এই বলিয়া) আত্মসমর্পণ করিবে, 'আমরা কোন মন্দ কর্ম করিতাম না।' (তখন তাহাদিগকে বলা হইবে) এইরূপ নহে, বরং তোমরা যে কর্ম করিতে আল্লাহ উহা ডানভাবে অবহিত আছেন,

৩০। সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দ্বারসমূহ প্রবেশ কর উহাতে দীর্ঘকাল বসবাস করিবার জন্য। কেননা অহংকারীদের বাসস্থান অবশ্যই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।'

৩১। এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছে তাহাদিগকে (যখন) বলা হইল, 'তোমাদের প্রতিপালক কি নায়েন করিয়াছেন?' তখন তাহারা বলিল, 'কলাণ'। যাহারা উত্তম কর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য এই দুনিয়াতেও কল্যাণ আছে এবং পরকালের ঘর অধিকতর উত্তম হইবে। এবং মৃত্যুকালগণের ঘর কতই না উত্তম!

৩২। চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে; উহাদের তনদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। উহার

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَمِنْ أَوْزَارِهِمُ  
الَّذِينَ يَصِلُونَ نَهْمًا فِيهِمْ عَلَى الْأَسَاءِ مَا يَرْزُونَ ﴿٢٦﴾

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ  
الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنَا  
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾

فَمَرَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْبِرُهُمْ وَيَقُولُ إِنَّ شُرَكَائِي  
الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٨﴾

الَّذِينَ تَوَدَّعْتُمْ السَّلِيمَةَ ظَالِمِينَ انْفِصِهِمْ فَأَلْقُوا  
السَّلْمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ إِلَّا إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فليس مَوْتَى  
السَّكَانِينِ ﴿٣٠﴾

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا غَيْرًا  
الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَوَلَدَامُ  
الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

মধ্যে তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাই পাইবে। আলাহ্ এইরূপেই মুক্তকৌশলকে পুরস্কার দিয়া থাকেন,

৩৩। যাহাদিগকে ফিরিশ্তাগণ এমতাবস্থায় মুক্তা দেয় যে তাহারা পবিত্র, (তাহাদিগকে) তাহারা বনে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। তোমরা যে কর্ম করিতে উহার জন্য জামাতে প্রবেশ কর।'

৩৪। তাহারা (কাফেররা) কেবল ইহার অপেক্ষা করিতেছে যে, ফিরিশ্তাগণ তাহাদের নিকটে আগমন করুক অথবা তোমার প্রতিপালকের আদেশ আসুক; এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীগণও করিয়াছিল। বস্তুতঃ আলাহ্ তাহাদের উপর যুলুম করেন নাই বরং তাহারা নিজেরাই নিজদের উপর যুলুম করিত।

৩৫। অতএব, তাহাদের কৃত-কর্মের অনিষ্টসমূহ তাহাদের উপর আপতিত হইল এবং যাহা নইয়া তাহারা উপহাস করিত উহা তাহাদিগকে ঘেরাও করিল।

৩৬। এবং যাহারা শিরক করিয়াছে তাহারা বনে 'যদি আলাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে না আমরা তিনি বাতিরেকে অন্য কাহারও ইবাদত করিতাম এবং না আমাদের পিতৃপুরুষগণ, এবং না তিনি বাতিরেকে আমরা (আপনা হইতে) কোন বস্তুকে হারাম করিতাম।' তাহারাও এইরূপ (সত্যের বিরোধিতা) করিয়াছিল যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল। অতএব, স্পষ্টভাবে (বাণী) পৌছাইয়া দেও, বাতিরেকে রসূলগণের উপর আর কোন দায়িত্ব বর্তায় কি ?

৩৭। এবং নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসূল পাঠাইয়াছিলাম (এই শিক্ষা দিয়া) যে, তোমরা আলাহ্‌র ইবাদত কর এবং পুণ্যের পথে বাধাসৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শয়তান হইতে বাঁচিয়া চলে। অতঃপর, তাহাদের মধ্যে কতককে আলাহ্ হেদায়াত দিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কতকের ক্ষয় অবধারিত হইল। অতএব, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যাহারা (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছিল।

৩৮। যদি তুমি তাহাদের হেদায়াতের অতিশয় আগ্রহ রাখ, তাহা হইলে (জানিও যে), যাহারা (নোকদিগকে) পথভ্রষ্ট করে, তাহাদিগকে আলাহ্ কখনও হেদায়াত দান করেন না, এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারীও নাই।

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ  
الْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾

الَّذِينَ تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ يُقُولُونَ سَلَامٌ  
عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ  
أَمْرًا رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَنَّمُ  
اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٥﴾

مَا صَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا  
يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ  
دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَزَمْنَا مِنْ  
دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٣٧﴾

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ  
وَلِيَتَّخِذُوا الطَّاعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ  
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَبِئْرًا فِي الْأَرْضِ  
فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٣٨﴾

إِنْ تَحْرُسْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي  
ضَالًّا وَمَا لَهُمْ مِنْ لَهْمٍ بَلْ

৩৯ । এবং তাহারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করিয়া বলে যে, যাহার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ কখনও তাহাকে পুনরুত্থিত করিবেন না। এইরূপ ধারণা ঠিক নহে, বরং ইহা এমন এক প্রতিশ্রুতি যাহা পূর্ণ করার দায়িত্ব তাহার উপর নাস্ত আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

وَأَسْمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْتَئِ اللَّهُ مَن  
يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৪০ । (তিনি মানুষকে পুনরায় এই জন্ম জীবিত করিবেন) যেন তিনি তাহাদের নিকট সেই তত্ত্ব সম্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দেন, যাহার সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা যেন জানিতে পারে যে, তাহারা ই মিথ্যাবাদী ছিল।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَفَوْا فِيهِ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٤٠﴾

৪১ । কোন বিষয় সম্বন্ধে যখন আমরা সন্মত করি, আমাদের কথা ইহাই হয় যে, আমরা উহাকে বলি, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّمُولَ لَهُ كُنْ  
فَيَكُونُ ﴿٤١﴾

৪২ । এবং যাহারা তাহাদের উপর হুঁশ হইবার পর আল্লাহর জন্য হিজরত করিয়াছে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এই দুনিয়াতে উত্তম স্থান দিব, এবং পরকালের পুরস্কার নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতর হইবে, যদি তাহারা জানিত—

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَيِّنَنَّ  
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَلَآجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا  
يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩ । যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪ । এবং আমরা তোমার পূর্বেও কেবল পুরুষগণকেই রসুনরূপে প্রেরণ করিয়া আসিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি ওহী করিয়াছি—অতএব, তোমরা যদি না জান তাহা হইলে আহ্নে যিকরকে (কিতাবধারীগণকে) ভিত্তাসা কর—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحي إِلَيْهِمْ فَتَلَوْنَا  
أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫ । স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও প্রণী পুস্তিকাসমূহসহ । এবং আমরা তোমার নিকট এই 'যিকর' নামের করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে সেই প্রণী আদেশ, যাহা তাহাদের প্রতি নামের করা হইয়াছে, সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং যেন তাহারা চিন্তা করে।

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ  
لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬ । যাহারা (তোমার) অনিষ্ট সাধনের ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে তাহাদের কি এই বিষয় হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে, আল্লাহ তাহাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রোথিত করিয়া দিতে পারেন অথবা তাহাদের উপর শাস্তি এমন পথে আসিতে পারে যাহা তাহারা ধারণাও করিতে পারিবে না ?

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ  
الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। অথবা তিনি তাহাদিগকে তাহাদের চলা ফিরার মধ্যে ধৃত করিতে পারেন? সূতরাং তাহারা (আল্লাহকে তাহারা পরিকল্পনায়) কখনও অক্ষম করিতে পারিবে না।

أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِيْبِهِمْ قُلَاهُمْ يُجْهِزُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। অথবা তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া ধৃত করিতে পারেন? বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক অতীব মমতান্বীন, পরম দয়াময়।

أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّهُمْ لَرُوּفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٨﴾

৪৯। তাহারা কি আল্লাহর সন্মুখে সেজদাবনত হইয়া ইহা দেখে নাই যে, আল্লাহ যে সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন উহার ছায়াসমূহ জান এবং বাম দিক হইতে এদিক ওদিক স্থান বদলাইতেছে এবং তাহারা লালিত হইতেছে?

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يُفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذُخْرُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং জীবজন্তু হইতে যাহা কিছু আকাশসমূহ এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহর জন্য সেজদাবনত আছে এবং ফিরিশ্বতাপণ্ড, এবং তাহারা অহংকার করে না।

وَلِلَّهِ يُسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالنَّبَاتِ كَسْرٌ لَّا يَتَّكِبُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। তাহারা তাহাদের উপরস্থ প্রতিপালককে ভয় করে, এবং তাহাদিগকে যাহা আদেশ করা হয় তাহারা তাহাই পালন করে।

يَعَاظُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُوْبِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং আল্লাহ বনিয়াছেন, তোমরা দুই মা'ব্দ গ্রহণ করিও না। কেবল তিনিই এক-অধিতীয় মা'ব্দ। সূতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْهَيْدِينَ إِتْنَانِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَوَاحِدٌ فَأْتَانِي فَارْهَبُونِ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আছে সব কিছু তাহারা, সূতরাং চিরস্থায়ী আনুগত্য তাহারা জ্ঞা। তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যাদিগকে নিজেদের রক্ষার উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিবে?

وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং যে নেয়ামতই তোমাদের কাছে আছে উহা আল্লাহরই নিকট হইতে আসিয়াছে। অতঃপর, যখন কোন কষ্ট তোমাদিগকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাহারা নিকট (সাহায্যের জন্য) ফরিয়াদ করিয়া থাক।

وَمَا يَكُمُ مِنْ نِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تُمْرَدُونَ إِنَّمَا تَكْفُرُونَ الْفُسُوقُ قَالِيَهُ تَتَّخِرُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। অতঃপর, যখন তিনি তোমাদের নিকট হইতে কষ্ট দূর করিয়া দেন, তখন তোমাদের মধ্য হইতে একদল সাজ সজে তাহাদের প্রতিপালকের সত্বিত শরীক করিতে আরম্ভ করে,

تُمْرَدُونَ إِذَا فَرِحْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ يَرْوَمُونَ يُفْرِكُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। পরিণাম এই হয় যে, আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়া থাকি তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া বসে। ভাল ! তোমরা অল্পক্ষণের জন্য সন্তোষ করিয়া নও। অতঃপর তোমরা অচিরেই ইহা জানিতে পারিবে।

৫৭। এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিযক দিয়াছি উহা হইতে একাংশ তাহারা তাহাদের (সেই সকল কবিত্ত মা'বদদের) জন্য নির্দিষ্ট করে যাহাদের (বাস্তবতা) সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। আল্লাহর কসম ! তোমরা যাহা কিছু মিথ্যারূপে নিজেদের পক্ষ হইতে রচনা করিতেছ উহা সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করা হইবে।

৫৮। এবং তাহারা আল্লাহর জন্য কন্যাগণ ধার্য করে; তিনি (এই সব বিষয় হইতে) অতি পবিত্র; এবং তাহাদের নিজেদের জন্য উহা (ধার্য করে) যাহা তাহারা পসন্দ করে।

৫৯। অথচ যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা-সন্তানের (জন্মের) সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে মনঃকষ্ট অবদমন করিতে থাকে;

৬০। তাহাকে যাহার সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে উহার অমঙ্গল হেতু লোকদের নিকট হইতে সে আত্মগোপন করিয়া বেড়ায়। (এবং চিন্তা করে) সে কি কলঙ্ক সত্ত্বেও তাহাকে জীবিত রাখিবে না মাটিতে পৌঁতিয়া দিবে? - সাবধান ! তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছে উহা অতি মন্দ।

৬১। যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহাদের অবস্থা অতি মন্দ; বস্তুত সর্বোচ্চ গুণসম্বল আল্লাহরই জন্য, এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

৬২। এবং যদি আল্লাহ লোকদিগকে তাহাদের যুলুম করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ধৃত করিতেন, তাহা হইলে তিনি পৃথিবীতে কোন প্রাণীকে ছাড়িতেন না, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন; অতঃপর যখন তাহাদের মেয়াদ আসিয়া যায়, তখন তাহারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকিয়া যাইতে পারে না এবং আগেও বাড়িয়া যাইতে পারে না।

৬৩। এবং তাহারা আল্লাহর জন্য উহা ধার্য করে, যাহা তাহারা (নিজেদের জন্যও) অপসন্দ করে; এবং তাহাদের জিহ্বাসমূহ মিথ্যা বলে যে, তাহাদের জন্য নিশ্চয় মঙ্গলই

يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ①

وَيَجْعَلُونَ لَنَا لَيَعْلَمُونَ نَوَيْبًا وَمَا رَزَقْنَاهُمْ  
ثَالِغًا لَتَسْتَلْنَ عَنَّا لَنْتُمْ فَتَرَوْنَ ②

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَلَّتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ قَاتِلَتُونَ ③

رَادًا يُبْرِئُ أَحَدَهُمْ بِالْأُنْثَىٰ كُلَّ وَجْهَةٍ مُسَوِّدًا  
وَ هُوَ كَظِيمٌ ④

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبُهُ أَيُّكَ  
عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا  
يَحْكُمُونَ ⑤

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوَاءِ ۗ وَ لِلَّهِ  
الْحُكْمُ ۖ وَالْحُكْمُ الْعَظِيمُ ⑥

وَلَوْ يَوَازِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا  
مِنْ دَابَّةٍ ۗ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا  
جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقِيمُونَ ⑦

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْفُرُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ  
الْكُذِبَ ۚ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَآ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ

অবধারিত আছে । নিঃসন্দেহে, তাহাদের জন্য আঙন অবধারিত আছে এবং (তথায়) তাহাদিগকে সর্বাগ্রে নিষ্কম্প করা হইবে ।

৬৪ । আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা তোমার পূর্বে অবশ্যই সকল জাতির নিকট (রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর শয়তান তাহাদের কর্মসমূহকে তাহাদের নিকট মনোরম করিয়া দেখাইল । সুতরাং আজ সে-ই তাহাদের অভিভাবক হইয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযায ।

৬৫ । এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব এই জনাই নাযেল করিয়াছি যেন তুমি (ইহা দ্বারা) তাহাদের নিকট উহা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা কর যাহার সম্বন্ধে তাহারা পরস্পর মতভেদ করিয়াছে এবং (আমরা ইহা নাযেল করিয়াছি) হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ ঐ জাতির জন্য যাহারা ঈমান আনয়ন করে ।

৬৬ । এবং আল্লাহ্‌ আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং তিনি ইহা দ্বারা যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করিয়াছেন। যে সকল নোক (হক্ কথা) শ্রবণ করে তাহাদের জন্য অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ।

৬৭ । এবং তোমাদের জন্য চতুর্দশ জন্তুসমূহের মধ্যেও নিশ্চয় শিক্ষণীয় বিষয়াবলী আছে । আমরা তোমাদিগকে পান করাই উহা হইতে যাহা কিছু তাহাদের উদরে আছে—গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে—বিভক্ত দুগ্ধ যাহা পানকারীদের জন্য পরম সুপেয় ।

৬৮ । এবং খেজুর ও আঙ্গুর ফল হইতে তোমরা মাদক দ্রব্য এবং উত্তম খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাক নিশ্চয় ইহাতে ঐ সকল লোকের জন্য নিদর্শন আছে যাহারা বৃদ্ধি-বিবেচনা করে ।

৬৯ । এবং তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি ওহী করিলেন যে, 'তুমি পর্বতমালা ও বৃক্ষ-সমূহে এবং তাহারা (মানুষেরা) যে মাচাসমূহ প্রস্তুত করে উহাতে গৃহ নির্মাণ কর,

৭০ । অতঃপর, প্রত্যেক প্রকার ফল হইতে কিছু কিছু খাও এবং তোমার প্রভুর (শিখানো) সহজ পথসমূহে' চল 'উহাদের উদর হইতে এক প্রকার পানীয় নির্গত হয় যাহার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন মাছ হাথতে রহিয়াছে মানুষের জন্য আরোগ্য। নিশ্চয় ইহার মধ্যে ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা চিন্তা করে ।

مُفْطُونَ ﴿٦٤﴾

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اَمْرِؤْنَ قَبْلِكَ فَرِيقًا لَّهُمْ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰلًا لَهُمْ فَهُوَ يَرْغَبُهُمْ اَيَوْمَ وَّلَّهُمْ عٰدَابُ

الْيَوْمِ ﴿٦٥﴾

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اختلفوا فِيْهِ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦٦﴾

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاصْبٰا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ جَفٰى مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَسْبَحُوْنَ ﴿٦٧﴾

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنذِرُوْكُمْ مِمَّا فِيْ بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَمِمَّا خَلْفًا سَابِقًا لِلْاَشْرٰىيْنَ ﴿٦٨﴾

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخْلِ وَالْاَعْنَابِ وَتَخْجَدُوْنَ مِنْهُ سَكْرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٩﴾

وَاطْمِْن رَّبِّكَ اِلَى التَّحْلِ اِنَّ اَنْزَلْنٰى مِنَ الْجِبَالِ سِيّٰوًا وَّمِنْ الشَّجَرِ وَّوَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٧٠﴾

ثُمَّ نَزَّلْنٰى مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاَنْزَلْنٰى سِيّٰلَ رَبِّكَ ذُلٰلًا وَّيَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا سَرٰبٌ مُّخْتَلِفٌ وَّلْوٰنُهُ فِيْهِ وَّشَفَآءٌ لِّنَّاسٍ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٧١﴾



৭১। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দেন এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে যাহাদিগকে বয়সের নিকটতম অবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়, যাহার ফলে জ্ঞান লাভের পর পুনরায় সে সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হইয়া যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

وَاللّٰهُ عَلَّمَكُمْ تَمَّ يَتَوَكَّمُ وَنَكَّمُ مَنْ يُّرَدُّ اِتَى  
اَزْدِي الْعَمَلِي لَكِي لَا يَلْعَمُ بَعْدَ عَلَيْهِ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ  
قَدِيرٌ ﴿٧١﴾

৭২। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অন্য কতকের উপর রিয়কের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যাহাদিগকে সমৃদ্ধি প্রদান করা হইয়াছে তাহারা নিজেরে ডান হাতের অধিকারভুক্ত লোককে তাহাদের রিয়ক ফেরত দিতে আদৌ প্রস্তুত নহে যাহাতে তাহারা সর্বনেই উহাতে সমান সমান হইয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও কি তাহারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে ?

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا  
الَّذِينَ فَضَّلُوا بَدَأُوا اِذْنِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ  
فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ يَجْعَلُ دُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্যে হইতে (তোমাদের মত অনুভূতি সম্পন্ন) জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের জোড়া হইতে পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র বস্তু হইতে রিয়ক দান করিয়াছেন। তবুও কি তাহারা অলীক বস্তুর উপর ঈমান আনিবে এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ অস্বীকার করিবে ?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ  
مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَدَثَةً وَّرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
اَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَدَّتِ اللّٰهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করিয়া এমন কিছুর উপাসনা করিতেছে যে তাহারা আকাশসমূহ ও পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে রিয়ক দেওয়ার কোন অধিকার রাখে না এবং না কোন ক্ষমতা তাহাদের আছে।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا  
مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫। অতঃপর, (হে মোশরেকগণ!) তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য উপমা বর্ণনা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জ্ঞানেন এবং তোমরা জান না।

فَلَا تَصْرَفُوا بِاللّٰهِ اَلْمَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬। আল্লাহ্‌ এমন এক অধীনস্থ বান্দার উপমা বর্ণনা করিতেছেন যাহার কোন বিষয়ের উপর কোন ক্ষমতা নাই; অপরদিকে এমন এক (স্বাধীন) ব্যক্তির (উপমা) যাহাকে আমরা নিজ সম্বন্ধান হইতে উত্তম রিয়ক দিয়াছি এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে। এই দুই ব্যক্তি কি সমান ? সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

صَرَفَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يُعِدُّ عَلَىٰ شَيْءٍ  
وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا فَمَهُو يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا  
وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِيَنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلِ اللّٰهُمَّ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং আল্লাহ্ এমন দুই ব্যক্তিরও উপমা বর্ণনা করিতেছেন—যাহাদের একজন বোবা, যাহার কোন বিষয়েই কোন ক্ষমতা নাই এবং সে তাহার মানিকের উপর বোবা স্বরূপ; তাহার মানিক তাহাকে যেদিকেই পাঠায় সে কোন কল্যাণ নইয়া আসে না। সে এবং ঐ ব্যক্তি কি সমান হইতে পারে যে ন্যায়বিচারের আদেশ দেয় এবং সে স্বয়ং সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত আছে ?

৭৮। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় (এর জন্য) এক মাত্র আল্লাহ্‌র, এবং নিদ্রিত মুহূর্তের (আগমনের) বিষয়টি কেবল চক্ষুর নিম্নেষের ন্যায় অথবা উহা অপেক্ষাও নিকটতর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

৭৯। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হইতে এমন অবস্থায় বহির্গত করিয়াছেন যে, তোমরা কিছুই জানিতে না, এবং তিনি তোমাদের জন্য কর্ণ ও চক্ষু এবং হৃদয় সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৮০। তাহারা কি পক্ষীকুলকে দেখে না যাহাদিগকে আকাশের বদ্বন্দ্বুলে নিয়োজিত করা হইয়াছে ? ঐগুলিকে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ কৃষ্ণিয়া রাখে না। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা ঈমান আনে।

৮১। এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহসমূহকে তোমাদের জন্য বিপ্রামশ্বল করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর চর্ম দ্বারাও গৃহসমূহ তৈরী করিয়াছেন যেগুলিকে তোমরা সফরের সময় হালকা বোধ কর এবং অবস্থান কালেও, এবং উহাদের চিকণ পশম এবং উহাদের মোটা পশম এবং উহাদের জোম হইতে তিনি এক নিদ্রিত সময়ের (বাবহারের) জন্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী বস্ত্রসমূহও (প্রস্তুত করিয়াছেন)।

৮২। এবং আল্লাহ্ সাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক স্থায়ী (দার বস্ত্র) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পাহাড়সমূহও আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য নানা প্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ সৃষ্টি করিয়াছেন, সাহা তোমাদিগকে উড়াপ হইতে রক্ষা করে, এবং কতক পোষাক-পরিচ্ছদকে (সৃষ্টি করিয়াছেন) সাহা তোমাদিগকে তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। এই ভাবে তিনি তোমাদের উপর তাহার নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করেন সাহাতে তোমরা (পরিপূর্ণরূপে) আশ্বাসমর্পণ কর।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زَجَلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْكُرٌ لَا يَفْقِدُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٧﴾

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أُنزِلَتْ عَلَيْهَا إِلَّا كَالْبَحْرِ الْبَصِيرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٨﴾

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٩﴾

اللَّهُ يَرْوِي إِلَى الظُّلُمِ مُسْعَدَاتٍ فِي حَوَالِيهَا مَا يُحْكِمُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٠﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَنَنْتُمْ أَنَّكُمْ لَأَقَامْتُمْ وَمِنْ أَسْوَاقِهَا وَأُبْيَاهَا وَأَسْوَاقِهَا إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨١﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْبَأْسَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩। কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তোমার দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (সংবাদ) পৌছাইয়া দেওয়া।

৮৪। তাহারা আল্লাহর নেয়ামতকে চিনে তবু তাহারা উহা অস্বীকার করে এবং তাহাদের অধিকাংশই কাকের।

৮৫। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতি হইতে একজন করিয়া সাক্ষী দাঁড় করাইব, তখন যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে না (ওড়র-আপত্তি করার) অনুমতি দেওয়া হইবে এবং না তাহাদের ওড়র-আপত্তি গ্ৰহণ করা হইবে।

৮৬। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন না তাহাদের উপর হইতে উহা হ্রাস করা হইবে এবং না তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে।

৮৭। এবং যাহারা শিরক করিয়াছে তাহারা যখন তাহাদের শরীকদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! ইয়াহায়া আমাদের সেই শরীকগণ যাহাদিগকে আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ডাকিতাম।' ইহাতে তাহারা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে, 'নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী।'

৮৮। এবং সেইদিন তাহারা আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ করিবে এবং তাহারা যাহা কিছু নিজেদের তরফ হইতে মিথ্যা রচনা করিত, উহা তাহাদের (স্মৃতি) হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

৮৯। যাহারা অস্বীকার করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে প্রতিরোধ করে আমরা তাহাদের শাস্তির উপর শাস্তি রুদ্ধ করিব, এই জনা যে তাহারা দৃষ্টি করিয়া বেড়াইত।

৯০। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন করিয়া সাক্ষী দাঁড় করাইব; এবং আমরা (হে রসূল!) তোমাকেও তাহাদের সকলের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব। এবং আমরা আত্মসমর্পণকারীগণের জন্য তোমার উপর এই পূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি— সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং হেদায়াত ও রহমত এবং সুসংবাদস্বরূপ।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٨٣﴾

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْفُرُوهَا  
بِالْكُفْرِ ﴿٨٤﴾

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَئِن يُدْعَ  
لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَآ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٥﴾

وَلِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ  
وَلَآ هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٦﴾

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا  
هُؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ  
مَا لَقُوا بِإِيهِمُ الْقَوْلَ إِنَّا كُنَّا كَالذِّبُورِ ﴿٨٧﴾

وَالْقَوْلَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَصَلَّ عَنْهُمْ نَاكَرًا  
يُبْغِرُونَ ﴿٨٨﴾

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّاعِنَ سَبِيلِ اللَّهِ زُذِّقْنَهُمْ  
عَذَابًا قَوِيًّا فَكَرُّوا بِالْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٩﴾

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ  
وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ  
بِطِبْيَانٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

১১। আল্লাহ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করিবার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করিবার আদেশ দিতেছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দ কার্য এবং বিদ্রোহ করিতে বাধণ করিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي  
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يُعْظَمُ لَكُمْ تَدْوِينُ ۗ

১২। এবং তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর— যখন তোমরা কোন অঙ্গীকার কর এবং শপথকে পাকা করিবার পর ভুল করিও না, কেননা তোমরা আল্লাহকে নিজেদের জামিন করিয়া নইয়াছ। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ নিশ্চয় উহা জানেন।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَفْضَحُوا الْأَيْمَانَ  
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۗ

১৩। এবং তোমরা সেই মহিনার মত হইও না যে নিজের কাটা সূতাকে পাকা করিবার পর কাটিয়া স্বপ্নে কাটিয়াছিল। তোমরা নিজেদের শপথকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ধোকার উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিতেছ যেন এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইতে পারে। আল্লাহ ইহার দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন, এবং যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতেছ কিয়ামতের দিনে তিনি উহা তোমাদের নিকট বিশদভাবে বর্ণনা করিবেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَفَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ  
أَنْتُمْ تَخْتَدُونَ أَيُّهَا تَكْفُرُ دَعَا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ  
أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يُلْوِكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ  
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ

১৪। এবং যদি আল্লাহ (বল প্রয়োগের) ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তোমাদের সকলকে একই উশ্মতভুক্ত করিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে চাহেন পথপ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন, এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সেই সম্বন্ধে তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইবে।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُفْعَلُ  
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَتَسْتَلْكَنَّ عَمَّا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ

১৫। এবং তোমরা তোমাদের শপথকে একে অপরের ধোকার উপায় স্বরূপ করিয়া নইও না; নচেৎ (তোমাদের) কদম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্থগিত হইয়া যাইবে এবং আল্লাহর পথ হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখার কারণে তোমাদিগকে দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে তখন তোমাদের জন্য মহা আযাব অবধারিত হইবে।

وَلَا تَخْتَدُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِتْمَانًا فَرَقِلَ قَدَمُ  
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَتَذَرُوا الشُّعْرَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا عَدَابًا عَظِيمًا ۗ

১৬। এবং তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারকে নগণা মূল্যে বিক্রয় করিও না। যদি তোমাদের জান থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় যাহা কিছু আল্লাহর নিকট আছে উহা তোমাদের জন্য উত্তম।

وَلَا تَشْرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِتْمَانًا فَرَقِلَ قَدَمُ  
هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

৯৭। তোমাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহা শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহর নিকট যাহা আছে উহা চিরকাল অবশিষ্ট থাকিবে। এবং যাহারা ধৈর্য ধারণ করে আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে তাহাদের সর্বোত্তম কৃত-কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার দান করিব।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنْ يُغْنِيَ  
الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮। যে কেহ মো'মেন থাকা অবস্থায় সৎ কর্ম করিবে, সে নর হউক বা নারী, আমরা নিশ্চয় তাহাকে এক পবিত্র জীবন দান করিব, এবং অবশ্যই আমরা তাহাদের সর্বোত্তম কৃত-কর্ম অনুযায়ী তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার দান করিব।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَلَنُجْزِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ  
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾

৯৯। সূত্রার যখন তুমি কুরআন পাঠ কর তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।

فَإِذَا كَرَأْتِ الْفَرَآنَ فَاسْتَوِذْ بِالطُّورِ مِنَ الشَّيْطٰنِ  
الرَّجِيْمِ ﴿٩٩﴾

১০০। প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, যাহারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে তাহাদের উপর তাহার কোন আধিপত্য নাই।

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلٰى رَبْوِهِمْ  
يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১। তাহার আধিপত্য একমাত্র তাহাদেরই উপর থাকে যাহারা তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখে এবং যাহারা তাহার সহিত শরীক করে।

إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ  
مُشْرِكُونَ ﴿١٠١﴾

১০২। এবং যখন আমরা কোন এক নিদর্শনের স্থানে অন্য এক নিদর্শন আনি বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহা কিছু নাযেল করেন উহাকে (প্রয়োজনীয়তাকে) তিনি সর্বাধিক জানেন— তাহারা বনে, 'তুমি তো একজন মিথ্যা রচনাকারী।' বরং তাহাদের অধিকাংশ জানে না।

وَلَدًا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا  
يُنزَلُ ۗ تَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَدَلْ أَكْثَرَهُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। তুমি বন, 'রুহন কুদুস (জিব্রাঈল) ইহাকে তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যসহ নাযেল করিয়াছে যেন (এতদ্বারা) তিনি তাহাদিগকে (বিশ্বাসে) সূদৃঢ় করেন যাহারা ঈমান আনে, এবং যাহা আশ্বাসমর্পণকারীগণের জন্য হেদায়াত এবং সুসংবাদ স্বরূপ।'।

قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা বনে, তাহাকে অবশ্যই একজন মানুস শিক্ষা দিয়া থাকে, (অথচ) তাহারা যাহার প্রতি (ইহা আরোপ করতঃ) ব্যর্থিয়া পড়িতেছে তাহার ভাষা আরবী নহে, কিন্তু ইহা (কুরআন) সুন্দর-প্রাঞ্জল আরবী ভাষা।

وَلَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ  
لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبْ وَذٰلِكَ لِسَانُ  
عَرَبٍ مُّبِينٍ ﴿١٠٤﴾

১০৫। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে না, তাহাদিগকে আল্লাহ হেদায়াত দিবেন না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٥﴾

১০৬। শুধু তাহারা হৈহো মিথ্যা রচনা করিয়া থাকে যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনে না; বস্তুতঃ ইহারা হৈ মিথ্যাবাদী।

إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ  
اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। যে কেহ তাহার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করে কেবল সেই বাস্তব বাস্তবকে যাহাকে (অস্বীকার করিতে) বাধ্য করা হইয়াছে অথচ তাহার অন্তর ঈমানে প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসের জন্য নিজেদের বন্ধুকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, সেক্ষেত্রে তাহাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হইবে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে বড় শাস্তি।

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ  
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ  
صَدْرًا فَعَلَيْنَاهُمْ عَذَابُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
عَلِيمٌ ﴿١٠٧﴾

১০৮। ইহা এই জন্য হইবে যে, তাহারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয়তর মনে করিয়াছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ কাকের জাতিকে হেদায়াত দেন না।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ  
وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। ইহারা হৈ সেই সকল লোক, যাহাদের হৃদয়ের এবং কর্ণের এবং চক্ষুর উপর আল্লাহ মোহরাক্ষিত করিয়াছেন। এবং ইহারা হৈ প্রকৃত গাফেল।

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرَ اللَّهُ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ  
أَبْصَارُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٩﴾

১১০। ইহারা হৈ নিঃসন্দেহে পরকালে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

لَأَجْرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿١١٠﴾

১১১। অতঃপর, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদেরই জন্য— যাহারা অত্যাচারিত হইবার পর হিজরত করিয়াছে এবং (আল্লাহর রাস্তায়) জিহাদ করিয়াছে এবং ধৈর্য ধারণ করিয়াছে— নিশ্চয় তোমার প্রভু হৈ ইহার পর অস্বীকার কমানীল, পরম দয়াময়।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا  
ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا لَعَنُوا  
رَجِيمٌ ﴿١١١﴾

১১২। যেদিন প্রত্যেক আত্মা নিজ নিজ পক্ষ যুক্তি উপস্থাপন করিতে করিতে আসিবে, এবং প্রত্যেককেই তাহার কৃত-কার্যের প্রতিফল পূর্ণরূপে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না।

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجُودِلٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَلَّى  
كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١٢﴾

১১৩। এবং আল্লাহ এক জনপদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন যাহা সকল দিক দিয়া নিরাপদ ও সুস্থ শান্তিতে ছিল, যাহার রিয়ক সকল স্থান হইতে উহার নিকট পৌছিতেছিল, তথাপি উহা আল্লাহর নেয়ামতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করিল; সুতরাং আল্লাহ তাহাদের কৃত-কর্মের দরুন উহাকে ক্ষমা

وَعَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً  
بِأَيِّهَا وَرِزْقُهَا رَغَدًا أَمِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ  
بِأَنعَمَ اللَّهُ قَدًا فَآذَاهَا اللَّهُ بِسَبْحِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ

এবং ভয়ের পোষাকের (ক্ষমা ও ভয়ের পোষাকে আচ্ছাদিত করিয়া) স্বাদ গ্রহণ করাইলেন।

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٦﴾

১১৪। এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট তাহাদের মধ্য হইতে একজন রসুন আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, ফলে তাহাদিগকে আযাব ধৃত করিল এমতাবস্থায় যে তাহারা মূলম করিতেছিল।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٦﴾

১১৫। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহা হইতে তোমরা হানান ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা কেবল তাহার ইবাদত করিয়া থাক।

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَشَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

১১৬। তিনি কেবল তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন মৃত-জীব, রক্ত, শকরের মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্ বাতীত অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে; কিন্তু যাহাকে (ঐগুলির মধ্য হইতে কোন বস্তু খাইতে) বাধা করা হয় এমতাবস্থায় যে সে অবাধা নহে এবং সীমানলংঘনকারীও নহে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا آمَلَ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ بِهَا قَمِيصًا مَنْ اضْطُرَّ بِغَيْرِ بَأْسٍ وَلَا عَدَاوَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾

১১৭। তোমাদের জিহ্বা যে সকল মিথ্যা বর্ণনা করে, উহার উপর ভিত্তি করিয়া বলিও না, 'ইহা হানান এবং ইহা হারাম,' ইহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনাকারী হইয়া যাইবে। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিয়া থাকে, তাহারা সফলকাম হয় না।

وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُذِّبَ هَذَا هَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ تَتَعَدَّوْا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَتَعَدَّوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَخْلُقُونَ

১১৮। (এই জীবন) রূপস্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি; এবং (পরে) তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

مَتَاعٍ قَلِيلٍ سَوْفَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٩﴾

১১৯। এবং যাহারা ইহুদী তাহাদের উপরও আমরা ইতিপূর্বে সেই সকল বস্তু হারাম করিয়াছিলাম যাহার উল্লেখ আমরা তোমার নিকট করিয়াছি। আমরা তাহাদের উপর মূলম করি নাই, বরং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর মূলম করিয়া আসিতেছিল।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَنَنَّهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٢٠﴾

১২০। অতঃপর, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদের জন্য—যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর তাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করে—ইহার পর নিশ্চয় তোমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّرُوءَ بِحِبَابٍ لَمِةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١﴾

১২১। নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল সদ্‌গুণের পরম আদর্শ, আল্লাহর একান্ত অনুগত ও নিষ্ঠাবান এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَا يَمِزُكَ مِنَ الشِّرْكِ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢١﴾

১২২। সে তাঁহার নেয়ামতসমূহের জন্য সদা সক্রতুজ্ব ছিল, তিনি তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে সরল-সুদৃঢ় পথে হেদায়াত দান করিয়াছিলেন।

شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢٢﴾

১২৩। এবং আমরা তাহাকে এই দুনিয়াতেও কন্যাগ দান করিয়াছিলাম এবং পরকালেও সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَكِنُ الضَّالِّينَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। অতঃপর, আমরা তোমার প্রতি এই ওহী করিলাম যে, তুমি নিষ্ঠাবান ইব্রাহীমের ধর্মান্বর্শের অনুসরণ কর এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। সাবাত' দিবস (-এর বিধি নংঘনের শাস্তি) কেবল তাহাদের উপর ধার্য করা হইয়াছিল যাহারা এই সপ্তকে মতবিরোধ করিয়াছিল এবং নিশ্চয় তোমার প্রভু কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্য সেই সপ্তকে মৌমাংসা করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতবিরোধ করিত।

إِنَّا جَوَلْنَا عَلَى الَّذِينَ اتَّخَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের সহিত এমন পন্থায় বিতর্ক কর যাহা সর্বাধিক উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাদিগকে সর্বাধিক জানেন যাহারা তাঁহার পথ হইতে দ্রষ্ট হইয়াছে; এবং তিনি তাহাদিগকেও সর্বাধিক জানেন যাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। এবং যদি তোমরা (যালেমাদিগকে) শাস্তি দিতে চাচ্ তাহা হইলে ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের উপর অনায়্য করা হইয়াছে এবং যদি তোমরা ধর্ম ধারণ কর তাহা হইলে ইহা অবশ্যই ধর্মশীলগণের জন্য উত্তম।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَمَا يُؤَابِهْتُم بِشَيْءٍ وَأَنْتُمْ بِالْمَعْوِفَاتِ لَكُمْ بِهِ وَإِنَّ صَبْرَكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلضَّالِّينَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। এবং (হে নবী!) তুমি ধর্ম ধারণ কর এবং তোমার ধর্ম ধারণ করা একমাত্র আল্লাহর সাহায্য দ্বারা হইতে পারে। এবং তুমি তাহাদের জন্য দুর্গন্ধিত হইও না এবং তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিতেছে উহার জন্য তুমি বিষন্ন হইও না।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلُوبٍ مِمَّا يَنْتَكُرُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। নিশ্চয় আল্লাহ সঙ্গী আছেন তাহাদের যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাহাদেরও যাহারা সৎকর্মশীল।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ

مُخْلِقُونَ ﴿١٢٩﴾



## سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَكِّيَّةٌ

### ১৭-সূরা বনী ইসরাঈল

ইহা মক্কী সূরা. বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১২ আয়াত এবং ১২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অশাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় :

২। তিনি পরম পবিত্র ও মহিমাময়, যিনি রাহিম্যোগে স্বীয় বান্দাকে মসজিদদূর হারাম (সম্মানিত মসজিদ) হইতে মসজিদদূর আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) পর্যন্ত লইয়া গেলেন, যাহার চতুষ্পাশ্বে আমরা বরকতমান্তিত করিয়াছি, যেন আমরা তাহাকে আমাদের কতক নিদর্শন দেখাই। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বশ্রুতা ।

৩। এবং আমরা মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং আমরা ইহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত স্বরূপ করিয়াছিলাম (এই আদেশ দিয়া) যে, 'তোমরা আমাকে ছাড়া অপর কাহাকেও অভিভাবক বানাইও না,

৪। হে ঐ সকল লোকের বংশধরগণ, যাহাদিগকে আমরা নূহের সহিত (কিশ্বত) আরোহন করাইয়াছিলাম।' নিশ্চয় সে (আমাদের) একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল ।

৫। এবং আমরা ঐ কিতাবে স্পষ্টভাবে বনী ইসরাঈলকে এই সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছিলাম, 'অবশ্যই তোমরা দেশে দুইবার বিশ্বনা সৃষ্টি করিবে এবং তোমরা অবশ্যই পরম স্বৈরাচারী অহংকারমত্ত হইবে।'

৬। অতঃপর, যখন দুইবারের মধ্যে প্রথম বারের প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হওয়ার সময়) আসিল তখন আমরা আমাদের কতক শক্তিশালী রণ নিপুণ বান্দাকে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইলাম এবং তাহারা (তোমাদের) গৃহসমূহে অনুপ্রবেশ করিল, এবং এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া অবশ্যাব্যাবী ছিল ।

৭। তখন আমরা পুনরায় তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবার ক্ষমতা দিলাম এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিলাম এবং তোমাদিগকে জন সংখ্যায় (পূর্বাপেক্ষা) অধিক করিলাম ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحٰنَ الَّذِي اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ يَلٰٓئِلًا مِّنَ السَّجٰدِ  
الْحَرَامِ اِلَى السَّجٰدِ الْاَقْصَا الَّذِي بُوْكُنَا حَوْلَهٗ  
لِيُرِيَهُ مِّنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

وَ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِي  
اِسْرٰٓءِيْلَ اَلَّا يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَاٰلِهٖ

ذُرِّيَّاتِهٖ مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا

وَ قَضَيْنَا اِلَىٰ بَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ  
فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهٖمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لِّنَا  
اُولٰٓئِهٖمُ اَبْرٰهِيْمَ اِسْحٰقَ الْاِيْمٰنَ وَ يٰٓاٰرَٓوْكَانَ وَ عَدَّ  
مَقْعُوْلًا

ثُمَّ رَدَدْنٰا لَكُمْ الْاَكْرَهَ عَلَيْهِمْ وَ اَمَدَدْنٰاكُمْ بِاَمْوَالٍ  
وَ بَنِيْنَ وَ جَعَلْنٰكُمْ اَشْرَافًا

৮। (শুন!) যদি তোমরা সৎ কর্ম কর তাহা হইলে তোমরা এই সৎ কর্ম দ্বারা নিজেদেরই আত্মা কন্যাণ করিবে; এবং যদি তোমরা মন্দ কর্ম কর, তাহা হইলে উহারই জন্য (আত্মা অকন্যাণ করিবে)। অতঃপর, যখন দ্বিতীয় বারের প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হওয়ার সময়) আসিল যাহাতে তাহারা তোমাদের মুখমণ্ডলকে লাঞ্ছনায় আবৃত করিয়া ফেলে এবং মসজিদে প্রবেশ করে যেভাবে উহাতে তাহারা প্রথম বারের প্রবেশ করিয়াছিল এবং যাহা কিছু তাহারা পরাভূত করে উহা যেন পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেয়।

৯। হইতে পারে যে, তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর রহম করিবেন, কিন্তু তোমরা যদি আবার (তোমাদের দ্রাস্ত পথের দিকে) ফিরিয়া আস, তাহা হইলে আমরাও (তোমাদের শাস্তির দিকে) ফিরিয়া আসিব এবং (সম্মরণ রাখিও যে,) জাহান্নামকে আমরা কাফেরদের জন্য কয়েদখানা বানাইয়াছি।

১০। নিশ্চয় এই কুরআন সেই পথের দিকে পরিচালিত করে যাহা সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় এবং ইহা মোমেনগণকে, যাহারা সৎ কর্ম করে, সুসংবাদ দান করে যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য এক মহা পুরস্কার নির্ধারিত আছে,

১১। এবং (সতর্ক করে যে,) যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

১২। এবং মানুষ অকন্যাণকে এইরূপে আহ্বান করে যেইরূপে কন্যাণকে আহ্বান করা উচিত; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই বাস্তবাসীল।

১৩। এবং আমরা রাত্রি ও দিবসকে দুইটি নিদর্শন করিয়াছি এইরূপে যে, রাত্রির নিদর্শনকে আমরা (উহার আলো) মুছিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আমরা করিয়াছি দৃষ্টি-শক্তি-দানকারী যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহকে অনুষণ কর এবং যেন তোমরা বৎসরগুলির গণনা ও হিসাব অবগত হইতে পার। এবং প্রত্যেক বিষয়কে আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

১৪। এবং আমরা প্রত্যেক মানুষের কর্ম তাহার ঋন্তে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি এবং কিয়ামত দিবসে আমরা তাহার (কর্মফলের) কিতাবকে বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিব, যাহা সে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত আকারে পাইবে।

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا  
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَيَذُكُوا  
النَّاسِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا  
تَتَّبِرُوا ۝

عَنْ رَبِّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمُ وَإِنْ عُدْتُمْ عَدَاً وَجَعَلْنَا  
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّنُ  
لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَمْسُكُونَ بِالْضُلَمَاتِ أَنْ لَهُمْ  
أَجْرًا كَبِيرًا ۝

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا  
أَلِيمًا ۝

وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ  
عَاجِلًا ۝

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ وَالنَّهَارَ آيَةً فَخَوَّاتُ آيَةَ الْيَوْمِ  
وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مَبْصُورَةً لِيَتَّبِعُوا فُضْلًا مِنْ  
رَبِّكُمْ وَيَتْلَمَعُوا عَذَابَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلُّ  
شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَقْصِيلًا ۝

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِرَبِّهِ ظَلِيمٌ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ  
لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَشْهُورًا ۝

১৫। (এবং তাহাকে বলা হইবে) 'তুমি তোমার কিতাব পড়িয়া দেখ। অদ্য তোমার আত্মাই তোমার হিসাব নইবার জন্য যথেষ্ট।'

১৬। যে ব্যক্তি হেদায়াত অনুসরণ করে, সে কেবল তাহার (নিজের) আত্মার কল্যাণের জন্যই হেদায়াত অনুসরণ করে; এবং যে বিপথগামী হয় সে তাহার নিজের ক্ষতির জন্যই বিপথগামী হয়। এবং কোন বোঝা বহনকারী (আত্মা) অন্য কাহারও বোঝা বহন কবিবে না। এবং আমরা (কোন জাতিকে) কখনও আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই।

১৭। এবং যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা ইহার সমৃদ্ধিশালী লোকদিগকে (সৎপথ অবলম্বনের) আদেশ দিই — কিছু উহাতে তাহারা দুঃখ করে, তখন উহার জন্য আমাদের (শাস্তির) কথা পূর্ণ হইয়া যায় এবং আমরা উহাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিই।

১৮। নূহের পরে আমরা কত জাতিকেই না ধ্বংস করিয়াছি! এবং তোমার প্রভু তাহার বান্দাগণের পাপসমূহ সম্বন্ধে উত্তমরূপে খবর রাখিবার জন্য ও দেখিবার জন্য যথেষ্ট।

১৯। যে কেহ কেবল ইহজীবনের সুখ-সন্তোষের প্রত্যাশী হয়, এই প্রকার লোকদের মধ্যে যাহাকে আমরা চাহি তাহাকে সঙ্কর এইখানে কিছু (সুখ-সন্তোষ) দিই যাহা আমরা ইচ্ছা করি; ইহার পর আমরা তাহার জন্য জাহান্নাম নিখারিত করিয়া দিই উহাতে সে নিন্দিত, প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় স্থানিতে থাকিবে।

২০। এবং যে মো'মেন হওয়া অবস্থায় পরকালের কামনা করে এবং উহার জন্য যথোচিত প্রচেষ্টা করে— ইহাদের প্রচেষ্টাকে অবশ্য মূল্য দান করা হইবে।

২১। আমরা সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকি— উহাদিগকেও এবং ইহাদিগকেও—তোমার প্রতিপালকের দানসমূহ হইতে। এবং তোমার প্রতিপালকের দান সীমাবদ্ধ নহে।

২২। দেখ! আমরা কিরূপে (এই পার্থিব জীবনে) তাহাদের এক দলকে অপর দলের উপর মর্য়াদা দিয়াছি, এবং পরকাল (-এর জীবন) অবশ্যই মর্য়াদায় রহতর এবং মহিমামতেও রহতর।

إِنَّا كَتَبْنَا كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

مِنَ امْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ  
فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ  
وَمَا لَنَا مَعَدٍ بَيْنَ يَدَيْ نِعْمَتِ رَبِّنَا ۝

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا  
فَتَقَوَّيْهَا فَوَحَّيْنَا عَلَيْهَا الْقَوْلَ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْدِ نُوْحٍ وَكَمْ يَبْرِكُ  
بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ۝

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا يَشَاءُ لِنَمُنَّ  
بِهِ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهَا مَذْمُومًا  
مَذْحُورًا ۝

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَوَّيْنَا لَهَا صَعِبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝

كُلًّا نُمِدُّهُمُ أَهْلًا وَأَوْلَادًا وَمِمَّا أَعْتَابُوا  
كَانَ عِظَاءُ وَرَبِّكَ مَحْظُورًا ۝

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُ  
وَرَجَبٌ وَآ الْكِبْرُ تَفْصِيلًا ۝

[১২]

২৩। (সূতরাং) আল্লাহর সহিত অন্য কোন শাব্দ সৃষ্টি করিও না, নতুবা তুমি নিন্দিত, নিঃসহায় হইয়া বসিয়া পড়িবে।

২৪। এবং তোমার প্রতিপালক তাকীদপূর্ণ এই আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও ইবাদত করিও না এবং পিতামাতার সহিত সদ্ভাবহার করিও। যদি তাহাদের একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ককো উপনীত হয় তাহা হইলে, তাহাদের উভয়কে তুমি 'উফ' পর্যন্ত বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না, বরং তাহাদের সহিত সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলিও।

২৫। তুমি করুণাভরে তাহাদের উপর বিনয়ের বাহ অবনত রাখিও এবং বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাহাদের উভয়ের প্রতি সেইভাবে রহম কর যেভাবে তাহারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছিল।'

২৬। তোমাদের হাদয়ে যাহা কিছু আছে তোমাদের প্রতিপালক তাহা সর্বাধিক অবগত আছেন, যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তাহা হইলে য়রগ রাখ যে, যে ব্যক্তি বার বার আল্লাহর নিকট বিনত হয় নিশ্চয় তিনি তাহার প্রতি অতীব ক্রমশীল।

২৭। এবং আত্মীয়কে তাহার প্রপা দাও, এইরূপে মিসকীন ও পথচারীগণকেও; এবং (তোমাদের ধন-সম্পদ) কোন প্রকার অপব্যয় করিও না।

২৮। নিশ্চয় অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই, এবং শয়তান তাহার প্রভুর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

২৯। এবং যদি তুমি তোমার প্রভুর বিশেষ রহমত লাভের জন্য, যাহার প্রত্যাশায় তুমি আছ, তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাও, তাহা হইলে (সেই ক্ষেত্রেও) তাহাদের সহিত নম্রভাবে কথা বলিও।

৩০। এবং (কুপগতা বশতঃ) তুমি তোমার হাত তোমার স্বন্ধে বাঁধিয়া রাখিও না এবং (অপব্যয় করিয়া) উহা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করিও না—নতুবা তুমি নিন্দিত, ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িবে।

৩১। নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহার জন্য চাহেন রিষক সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং (যাহার জন্য চাহেন উহা) সংকুচিত করেন।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا ۝

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدٌ مِّنْ أَوْلَادِكُمْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ۝

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صٰلِحِينَ فَإِنَّكَ كَانَ لِلْأَوٰدِ بَيْنَ عَمُورًا ۝

وَإِذ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتٰىمَٰنَ وَالنَّسَبَ وَالسَّبِيْلَ وَلَا تَبَدِّرْ تَبَدِّرًا ۝

إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْا اٰنْحٰوٰنَ الشَّيْطٰنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝

وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ مِنْ رَبِّكَ تَتَجَوَّفٰهُمُ لَأَنَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُوْرًا ۝

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ

নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত, পর্যবেক্ষণকারী।

৩২। এবং দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সম্বানগণকে হত্যা করিও না। আমরাই তাহাদিগকে রিয্ক দিই এবং তোমাদিগকেও, নিশ্চয় তাহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।

৩৩। এবং তোমরা বাড়িচারের নিকটবর্তীও হইও না, নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পন্থা।

৩৪। এবং কোন প্রাণকে, যাহাকে (হত্যা করা) আলাহ্ হারাম করিয়াছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করিও না। এবং যে ব্যক্তি ময়নুম অবস্থায় নিহত হয়, আমরা অবশ্যই তাহার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ গ্রহণের) অধিকার দিয়াছি, কিন্তু সে যেন হত্যার ব্যাপারে সৌমানসঘন না করে; নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে।

৩৫। এবং তোমরা সেই পন্থা ব্যতিরেকে যাহা সর্বোত্তম, এতীমের ধন-সম্পদের নিকটেও যাইও না যে পর্যন্ত না সে ব্যয়োগ্রাস্ত হয় এবং তোমরা (নিজেদের) অস্বীকার পূর্ণ কর; কারণ নিশ্চয় অস্বীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

৩৬। এবং যখন তোমরা মাগিন্দা দাও, মাপ পূর্ণ রূপে দাও; এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করিয়া দাও; পরিণামে ইহাই কল্যাণজনক এবং সর্বোত্তম।

৩৭। এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার পক্ষাদানস্বরূপ করিও না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়—ইহাদের প্রত্যেকটি উষ্মিয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে।

৩৮। এবং ভূপৃষ্ঠে দস্তভরে চলিও না, কারণ তুমি কখনও ভূপৃষ্ঠকে বিদৌর্ণ করিতে পারিবে না এবং কখনও উচ্চতায় পর্বত সমান হইতে পারিবে না।

৩৯। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটি মন্দ আচরণই তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে অতি ঘৃণ্য।

৪০। ইহা (উত্তম শিক্ষা) সেই প্রকার অন্তর্ভুক্ত যাহা তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি ওহী করিয়াছেন। এবং তুমি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বুদ স্থির করিও না, অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও বিভাড়াইত হইয়া সাহামামে নিষ্কণ্ট প্ত হইবে।

عَ كَانَ يَوْمًا وَخَيْرًا بَصِيرًا ۝

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ  
وَإِنَّا لَكُرَّانٌ فَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ۝

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنْ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ  
قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا لَّا نُرِيدُ  
فِي الْقَتْلِ إِنْ كَانَتْ مَنصُورًا ۝

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى  
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنًا بِالْقِسْطِ الَّتِي  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ  
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

وَلَا تَشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ  
وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ  
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ تَتَلَفَى فِي جَهَنَّمَ لَوْلَا مَدَنُورًا ۝

8  
[১০]  
8

৪১। তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান মনোনীত করিয়াছেন এবং স্বয়ং নিজের জন্য কতক ফিরিশতাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন? নিশ্চয়ই তোমরা অতি উন্নতকর কথা বলিতেছ।

أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَعَفْوُونَ تَوَلَّوْنَا عِظْمًا ۝

৪২। আমরা (সত্যক) এই কুরআনে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু ইহা তাহাদিগকে কেবল ঘৃণাতেই বাড়াইতেছে।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

৪৩। তুমি বল, 'তাহাদের কথা অনুযায়ী তাঁহার সহিত যদি অন্য কোন মা'ব্দ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা (ঐ সকল মা'ব্দের সাহায্যে) আরশের অধিপতি পর্যন্ত (পৌছিবার) কোন পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইত।'

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَعَرُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مَنِينًا ۝

৪৪। তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তিনি হইতেছেন পবিত্র এবং বহ উর্ধ্ব।

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَنَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

৪৫। সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহারা আছে তাহারা সকলেই তাঁহার তসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) করিতেছে, এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার প্রশংসাসহ তসবীহ করিতেছে না; কিন্তু তোমরা তাহাদের তসবীহ অনুধাবন করিতে পারিতেছ না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, অতীব ক্ষমাশীল।

سُبْحٰنَ لَهِ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۗ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهَا ۗ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا عَفُوًّا ۝

৪৬। এবং যখন তুমি কুরআন আরম্ভ কর তখন আমরা তোমার ও তাহাদের মধ্যে— যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না— এক গুপ্ত পদা সৃষ্টি করিয়া দিই;

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جِبَابًا مِّنْضُورًا ۝

৪৭। এবং আমরা তাহাদের হৃদয়ের উপর পর্দা সমূহ ফেলিয়া দিই যেন তাহারা ইহা বঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা সৃষ্টি করি। এবং যখন তুমি কুরআনে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর, তাহাকে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া, তখন তাহারা ঘৃণাতরে নিজেদের পিষ্ঠদেশ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَاذُنًا سُوتًا ۗ وَاِذَا دُعُوهُمْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ اَوْ اذْكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحَدَّثَ وَتَلَّوْنَا عَلَىٰ اذْبَانِهِمْ نُفُورًا ۝

৪৮। যখন তাহারা কান পাতিয়া তোমার কথা শুনে তখন তাহারা মে উদ্দেশ্যে তোমার কথা শুনে, আমরা উহা সবিশেষ অবগত আছি, এবং (আমরা আরও অবগতি আছি) যখন তাহারা নির্জনে পরস্পর সলা-পরামর্শ করে, যখন ঐ সকল যানেম বলে, 'তোমরা কেবল একজন যাদুগ্রন্থ বাস্তির অনুসরণ করিতেছ।'

مَنْ اَعْلَمُ بِمَا يَتَكَلَّمُونَ بِهٖ اِذْ يَتَكَلَّمُونَ اِلَيْهَا وَاذْهُمْ يَخُوتُونَ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مِّنْضُورًا ۝

৪৯। দেখ! তাহারা তোমার সম্বন্ধে কিরূপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছে, যাহার ফলে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; সূতরাং তাহারা কোন পথ পাইতেছে না।

أَنْظَرَكِنَّفَ صَوَّرُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُّوا لَا يَسْتَعِينُونَ  
سَيِّئًا ①

৫০। এবং তাহারা ইহাও বলে, 'কী! যখন আমরা অস্থিপুঞ্জ পরিণত হইব এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইব, তখনও কি বাস্তবিকই আমাদিগকে (পুনরায়) এক নতন সৃষ্টির আকারে উদ্ভিত কর হইবে?'

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْ أُنَّا لَكَبَّعُوتُونَ  
حَلَقًا جَدِيدًا ②

৫১। তুমি বল, 'তোমরা পাথর অথবা লোহা হও,

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ③

৫২। অথবা এমন সৃষ্টিতে পরিণত হও যাহা তোমাদের অন্তরে কঠিনতম মনে হয় (তবুও তোমাদিগকে দ্বিতীয় বার জীবিত করা হইবে)। তখন তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'কে আমাদিগকে পুনরুদ্ভিত করিবে?' তুমি বল, 'তিনি, যিনি তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন।' ইহাতে তাহারা তোমার সম্বন্ধে অবশ্যই মাথা নাড়াইবে এবং বলিবে, 'উহা কখন ঘটিবে?' তুমি বল, 'সম্ভবতঃ ইহা অতি শীঘ্রই ঘটিবে,

أَوْ حَلَقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ سَيُعْمَلُونَ  
مَنْ يَجِدُنَا فِى الَّذِي نُنكَّرُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  
فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى  
هُوَ قَوْلَ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِينًا ④

৫৩। (ইহা ঐ দিন সংঘটিত হইবে) যেদিন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং তখন তোমরা তাঁহার প্রশংসার সহিত আহ্বানে সাড়া দিবে এবং মনে করিবে যে, তোমরা (দুনিয়াতে) স্বল্প কালই অবস্থান করিয়াছ।'

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَكْتُمُونَ  
إِنْ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ⑤

৫৪। এবং তুমি আমার বান্দাদিগকে বল, যেন তাহারা এমন কথা বলে যাহা সর্বোত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

وَقُلْ لِيُبَادِئِ يَقُولُوا الَّذِي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ  
يَنْدِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا  
مُبينًا ⑥

৫৫। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে অবগত আছেন, তিনি চাহিলে তোমাদের উপর রহম করিবেন অথবা তিনি চাহিলে তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন। এবং আমরা তোমাকে তাহাদের উপর অভিজ্ঞতাবক করিয়া পাঠাই নাই।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَحْكُمكُمْ أَوِ إِنْ يَشَاءُ  
يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ⑦

৫৬। এবং যাহারা আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আছে তোমার প্রতিপালক তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। এবং আমরা নিশ্চয় নবীগণের মধ্যে কতককে কতকের উপরে প্রেচন্দ্র প্রদান করিয়াছি এবং দাউদকে আমরা যব্বর দান করিয়াছি।

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ  
فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَأَتَيْنَاكَ دَاوُدَ  
رُؤُوسًا ⑧

৫৭। তুমি বল, 'তিনি (আল্লাহ) বাতীরেকে তোমরা যাহাদের সম্বন্ধে (মো'ব্দ বলিয়া) দাবী করিতেছ তোমরা তাহাদিগকে

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ

ডাক, তাহা হইলেই (তোমরা বুঝিতে পারিবে যে,) তোমাদের নিকট হইতে দুঃখ দূর করিবার অথবা (তোমাদের অবস্থা) পরিবর্তন করিবার কোন ক্ষমতা তাহাদের নাই।'

৫৮। ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে তাহারা ডাকে, নিজেরাই তাহাদের প্রতিপালকের নৈকটোর উপায় অনুষণ করে (এবং লক্ষ্য করে যে,) তাহাদের মধ্যে কে (আল্লাহর) সর্বাধিক নিকটে—এবং তাহারা সদা তাঁহার রহমতের প্রত্যাশা করে এবং তাঁহার আযাবকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের আযাব নিশ্চয় (এমন যাহা) ভয় করারই বিষয়।

৫৯। এবং কোন জনপদ নাই যাহাকে আমরা কিয়ামত দিবসের পূর্বেই ধ্বংস করিব না অথবা উহাকে কঠোর আযাব দিব না। ইহা কিতাবে (আল্লাহর বিধান) নিদিষ্ট আছে।

৬০। এবং আমাদের নিদর্শন প্রেরণে আমাদের আযাবকে আর কিসে বাধা দিতে পারে কেবল ইহা ব্যতীত যে পূর্ববর্তী লোকেরা এই সকলকে (নিদর্শনকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, (কিন্তু নিদর্শন প্রেরণে ইহা আমাদের আযাবকে বাধা দিতে পারে নাই)। তাই আমরা সামুদ (জাতি)-কে উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে একটি উদ্ভূতী দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহার উপর যত্নম করিয়াছিল। বস্তুতঃ আমরা সতর্ক করার জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

৬১। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাকে বলিয়াছিলাম, 'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক এই সকল লোককে (ধ্বংস করার জন্য) পরিবেষ্টন করিয়াছেন।' এবং আমরা তোমাকে যে সত্য স্বপ্ন দেখাইয়াছিলাম উহাকে লোকগণের জন্য কেবল পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছিলাম এবং ঐ রক্ষককেও যাহাকে কুরআনে অভিপ্রায় সাবাস্ত করা হইয়াছে। এবং আমরা তাহাদিগকে (অবিবাহিত) সতর্ক করিয়া যাইতেছি, কিন্তু ইহা তাহাদিগকে কেবল যোর বিদ্রোহিতায় বাড়াইতেছে।

৬২। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশতাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'আদমের আনুগত্য কর,' তখন তাহারা সঙ্কলেই আনুগত্য করিল। কিন্তু ইবনৌস (করিল না)। সে বলিল, 'আমি কি তাহার আনুগত্য করিব যাহাকে তুমি কদম হইতে সৃষ্টি করিয়াছ?'

كَسَفَ الشَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ  
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ  
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا ۝

وَأَنَّ مِنَ قَدَرِهِ الْوَالِحُونَ مَهْلِكُوهَا كَلَّ بِرِيفِئَةٍ  
أَوْ مَعْدِبُوهَا عَدَايَا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ  
مَسْطُورًا ۝

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا  
الَّذِينَ أَتَيْنَا ثُمَّ الْوَالِقَاتُ مَبْصُورَةٌ فَلَظْمُوا  
بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيلًا ۝

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا  
الزُّمُرِيَ الْوَيْحَىٰ أَرْسِيكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ  
الْمَنْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ  
إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا  
إِبٰٓلٰٓسَ قَالَ مَا اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝



৬৩। সে (আরও) বলিল, 'তুমিই বল, এ কি সেই, যাহাকে তুমি আমার উপর সন্মান দিয়াছ? যদি তুমি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমি অল্প সংখ্যক লোক বাস্তীত তাহার বংশধরগণের সকলকে আমার আয়তাদীন করিয়া লইব।'

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِي  
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَكِيَنَّ دُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৬৪। তিনি বলিলেন, 'দূর হও, কারণ তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাকে অনুসরণ করিবে, নিশ্চয় জাহান্নাম হইবে তোমাদের সকলের এক পূর্ণ প্রতিফল;

قَالَ أَزْهَبَ مَنْ بَعَثَكَ مِنْهُمُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ  
جَزَاءً مَوْفُورًا ۝

৬৫। এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে তুমি পার তাহাকে তুমি তোমার আওয়াজ দ্বারা প্রচারিত কর এবং তুমি তোমার অস্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ তাহাদের উপর চড়াও হও এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যা শরীক হও, এবং তাহাদিগকে (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দাও।' প্রকৃত পক্ষে শয়তান প্রবন্ধনা বাস্তীত তাহাদিগকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।

وَأَسْفِرْزَمِنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ  
عَلَيْهِمْ بِجَنِّيكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ  
وَالْأَوْلَادِ وَعَدْهُمْ وَمَا يَكْفُرُ أَشْيَطَانُ الْأَعْرُورِ ۝

৬৬। নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য চলিবে না; এবং তোমার প্রভু অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট।

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَأْمُرْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّيكَ  
وَكَيْنَلًا ۝

৬৭। তোমাদের প্রভু তিনি, যিনি তোমাদের জন্য নৌকা সমূহকে সমুদ্রে পরিচালিত করেন যেন তোমরা তাহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর। নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর পরম দয়াময়।

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا  
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

৬৮। এবং যখন সমুদ্রে তোমাদিগকে কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তিনি বাস্তীত আর সকলেই যাহাদিগকে তোমরা ডাকিয়া থাক (তোমাদের মন হইতে) উধাও হইয়া যায়। অতঃপর, যখন তিনি তোমাদিগকে বাঁচাইয়া স্থলে আনেন তখন তোমরা (তাঁহার দিক হইতে) বিমুগ্ধ হইয়া যাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا  
إِنَّا هُوَ حَالِقٌ جُنُودَكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ  
إِنْسَانًا كَفُورًا ۝

৬৯। তোমরা কি ইহা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে স্থলভাগের কিনারায় (ভূভাগে) প্রোধিত করিয়া দিতে পারেন অথবা তোমাদের উপর প্রচণ্ড শিলারিষ্টি বর্ষণ করিতে পারেন যাহার পর তোমরা তোমাদের জন্য কোন অভিভাবক খুঁজিয়া পাইবে না?

أَفَأَمِنْتُمْ أَن تَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ  
عَلَيْكُمْ حَائِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَيْنَلًا ۝

৭০। অথবা তোমরা কি ইহা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে আর এক বার সেখানে ফিরাইয়া নইয়া যাইতে পারেন, অতঃপর এক প্রবল ঝঞ্ঝামু তোমাদের উপর প্রবাহিত করিতে পারেন এবং তোমাদের অবিশ্বাস করার কারণে তোমাদিগকে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত করিতে পারেন? তখন তোমরা নিজেদের জন্য সে বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কোন পৃষ্ঠপোষক পাইবে না।

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝

৭১। এবং অবশ্যই আমরা আদম সন্তানদিগকে সম্মানিত করিয়াছি এবং আমরা তাহাদিগকে স্থলে ও সমুদ্রে আরোহণ করাইয়াছি এবং তাহাদিগকে পবিত্র রিয়ক দান করিয়াছি এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্য হইতে অনেকের উপর তাহাদিগকে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَضَيْنَاهُمْ عَلَىٰ أَكْثَرِ قَوْمٍ خَلْقًا تَفْضِيلًا ۝

৭২। (ঐ দিনকে সমরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জনগোষ্ঠিকে তাহাদের নেতাসহ আহ্বান করিব। অতঃপর, যাহাকে তাহার ডান হাতে তাহার কিতাব দেওয়া হইবে— তাহার (আগ্রহভরে) নিজেদের কিতাব পাঠ করিবে এবং তাহাদের উপর কিঞ্চিচ্ছাত্রও যুলুম করা হইবে না।

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْهَتِهِمْ فَمَن أَوْقَىٰ كَيْفِيَّةَ يَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلُمُونَ فِيهَا ۝

৭৩। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহজগতে অজ্ঞ থাকিবে, সে পরজগতেও অজ্ঞ হইবে, এবং সে চরম বিপথগামী হইবে।

وَمَن كَانَ فِي هُدًىٰ أَعْلَىٰ هُوَ فِي الْأُخْرَىٰ أَغْلَىٰ وَأَسْفَلَ سَوِيًّا ۝

৭৪। এবং আমরা তোমার প্রতি যাহা ওহী করিয়াছি উহার কারণে তাহারা তোমাকে (কঠোর হইতে কঠোরতর) কষ্টে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল যেন তুমি (তাহাদের ভয়ে) উহার পরিবর্তে অন্য কিছু নিজের তরফ হইতে রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ কর, এবং সেক্ষেত্রে তাহারা অবশ্যই তোমাকে (অন্তরঙ্গ) বন্ধ বানাইয়া লইত।

وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الدِّينِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُنْفِرَنَّ عَلَيْنَا غَيْرَةَ ۖ وَإِذَا لَا تُعَذِّبُكَ خِيَلًا ۝

৭৫। এবং যদি আমরা তোমাকে (কুরআন দিয়া) সুদৃঢ় না-ও করিতাম তথাপি তুমি অতি অজ্ঞ বিষয়েই তাহাদের দিকে ঝুঁকিত।

وَلَوْلَا أَن تَبِيعَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شبِيًّا قَلِيلًا ۝

৭৬। (যদি তুমি তাহাদের খেয়াল অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিতে) তাহা হইলে আমরা তোমাকে জীবনেও দ্বিগুণ শাস্তি এবং মরণেও দ্বিগুণ শাস্তির আশ্বাদ গ্রহণ করাইতাম এবং তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতে না।

إِذَا الْأَعْيُنُ رَاضِيَةٌ وَخُفِيَ الْحَيَوَاتُ وَخُفِيَ الْمَمَاتُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝

৭৭। এবং তাহারা বস্তুতঃ তোমাকে এদেশ হইতে উৎখাত করিবার উপক্রম করিয়াছিল যাহাতে তাহারা তোমাকে উহা হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে; এইরূপ হইলে তাহারা (নিজেরাও) অতি অল্প কালই (নিরাপদে) থাকিবে।

وَأَن كَادُوا لَيَسْتَفِرُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৭৮। ইহা আমাদের সেই সকল রসূলের নিয়মানুযায়ী হইবে যাহাদিগকে আমরা তোমার পূর্বে প্রেরণ করিয়াছি, এবং তুমি আমাদের নিয়মের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِحُكْمِنَا تَحْوِيلًا ۝

৭৯। তুমি সূর্য হেলিয়া যাওয়ার পর হইতে রাশির ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর, এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর, প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহর নিকট) নিশ্চয় গ্রহণীয়।

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝

৮০। এবং তুমি নিশীথে উঠিয়া ইহা দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় কর, (ইহা) তোমার জন্য নফল (অতিরিক্ত ইবাদত) স্বরূপ, ইহাতে প্রত্যাশা করা যায় যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদায় উন্নীত করিবেন।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُنْكَ وَأَنْتَ سَمِيعٌ ۝

৮১। এবং তুমি বল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে উত্তম ভাবে প্রতিষ্ঠা কর এবং আমাকে উত্তমরূপে বহির্গত কর এবং তোমার সম্মিধান হইতে আমার জন্য পরম সাহায্যকারী ক্ষমতা দান কর।'

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَدْنِكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ۝

৮২। এবং তুমি বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে; নিশ্চয় মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য।'

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

৮৩। এবং এই কুরআনের যাহা কিছু আমরা ধীরে ধীরে নাযেল করি উহা মো'মেনগণের জন্য আরোগ্য এবং রহমত বিশেষ; কিন্তু ইহা যালেমদিগকে কেবল ক্ষতিতেই রুদ্ধ করে।

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

৮৪। এবং যখন আমরা মানুষকে পুরস্কার দিই তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং উহা হইতে সে পাশ কাটাইয়া যায়, এবং যখন কষ্ট তাহাকে স্পর্শ করে তখন সে হতাশ হইয়া যায়।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَمَّنْ بِنَفْسِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝

৮৫। তুমি বল, 'প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে। অতএব তোমার প্রতিপালক সর্বাঙ্গেক্ষা বেশী অবগত আছেন যে, কে সর্বাধিক সঠিক পথে পরিচালিত আছে।'

قُلْ كُلٌّ يَتَمَسَّلُ عَلَى سُنَّتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۝

৮৬। এবং তাহারা তোমাকে রাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'রাহ আমার প্রতিপালকের আদেশে (সৃষ্টি) হইয়াছে; এবং (উহার সম্বন্ধে) তোমাদিগকে অতি অল্পই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।'

وَسَيَسْأَلُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْغَيْبِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং যদি আমরা চাহি তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যাহা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি উহা অবশ্যই উঠাইয়া নহাতে পারি, তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য এই বিষয়ে কোন অভিভাবক পাইবে না—

وَلَيْن شِئْنَا لَنذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَدْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا نُجِئُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْلًا ﴿٨٧﴾

৮৮। ইহা বাতিরেকে যে, তোমার প্রতিপালকের (বিশেষ) রহমত (যুগ্ম) হয়। নিশ্চয় তোমার উপর তাঁহার মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে।

إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنْ فَضَّلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَيْدًا ﴿٨٨﴾

৮৯। তুমি বল, 'যদি সকল মানুষ এবং জিন্ন এই কুরআনের অনুরূপ কিছু আনিবার জন্য সমবেত হয় তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ কিছু আনিতে সক্ষম হইবে না, যদিও তাহারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।'

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِشَيْءٍ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِشَيْءٍ وَ لَوْ كَانُ بِضْعَمُ يُحْيِي ظَهْرًا ﴿٨٩﴾

৯০। এবং আমরা মানবমণ্ডলীর জন্য নিশ্চয় এই কুরআনে প্রত্যেক উপমা বিভিন্নভাবে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি, তবুও অধিকাংশ লোক কেবল অবিশ্বাস করা বাতিরেকে (সব কিছু) অস্বীকার করিল।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا الْفُتُورًا ﴿٩٠﴾

৯১। এবং তাহারা বলে, 'আমরা তোমার উপর কখনও ঈমান আনিব না, যতরূপ পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হইতে প্রস্রবণ প্রবাহিত কর;

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩١﴾

৯২। অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হয়, যাহার ফাঁকে ফাঁকে তুমি বহল সংখ্যায় প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত কর,

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩٢﴾

৯৩। অথবা মেডাবে তুমি দাবী করিল্লাছ, আমাদের উপর আকাশ টুকরা টুকরা করিয়া ফেল অথবা আল্লাহ্ এবং ফিরিশ্তাপকে (আমাদের) সামনা সামনি আনিয়া শাড়া কর;

أَوْ تُسَوِّطُ السَّمَاءَ كَمَا زَسَمْتَ عَلَيْنَا كُفْرًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قُبَيْلًا ﴿٩٣﴾

৯৪। অথবা তোমার জন্য স্বর্ণ নির্মিত কোন ঘর হয়, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ কর এবং আমরা তোমার (আকাশ) আরোহণে কখনও বিশ্বাস করিব না যতরূপ পর্যন্ত না তুমি আমাদের উপর কোন কিতাব নাথেন কর যাহা আমরা পাঠ

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ تَرْفَى فِي السَّمَاءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُكَ

করিতে পারি।' তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক পবিত্র ! আমি কেবল একজন মানব-রসূল ।'

১৫ । এবং এই সকল লোকের নিকট যখন হেদায়াত আসিয়াছে তখন উহার উপর ঈমান আনিতে তাহাদিগকে কেবল এই কথা বাধা দিয়াছে যে, তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্ কি এক মানবকে রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন ?'

১৬ । তুমি বল, 'যদি হৃগুষ্ঠে ফিরিশ্বতাগণ প্রশান্ত মনে চলাফেরা করিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা আকাশ হইতে তাহাদের নিকট কোন ফিরিশ্বতাকেই রসূল করিয়া নাথেন করিতাম ।'

১৭ । তুমি বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি তাহার বান্দাগণকে উত্তমরূপে জানেন এবং দেখেন ।'

১৮ । বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াত প্রাপ্ত, কিন্তু যাহাকে তিনি বিপদপামী হইতে দেন তুমি কখনও তাহাদের জন্য তাহাকে ব্যতীত সাহায্যকারী পাইবে না, এবং কিয়ামতের দিনে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের মুখমণ্ডলের উপর (উপড় করিয়া) অজ্ঞ, মূক এবং বধির অবস্থায় সমবেত করিব । তাহাদের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নাম; যখনই উহা নির্বাণোন্মুখ হইবে (তখনই) আমরা তাহাদের জন্য আশ্রয় রক্ষি করিয়া দিব ।

১৯ । ইহা তাহাদের (কর্মের) প্রতিফল, কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, যখন আমরা (মরিয়া) অস্থিপুঞ্জ এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইব তখনও কি আমরা সত্যিই এক নতুন সৃষ্টির আকারে উদ্ভূত হইব ?'

১০০ । তাহারা কি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম ? এবং তিনি তাহাদের জন্য এক মিয়াদ নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু যালেমগণ অবিবাস করা বাস্তবেরকে সব কিছুকে অস্বীকার করিল ।

১০১ । তুমি বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের (অফুরন্ত) রহমতের ডাকারের মানিক হইতে তাহা হইলে খরচ হওয়ার

﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا ﴾

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ  
إِلَّا أَنْ كَانُوا أَكْبَرُ اللَّهُ بَشَرًا مَّرْسُولًا ﴾

﴿ قُلْ لَوْ كَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمْتَوْنَ مُطَهَّرِينَ  
لَنَرْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَاتًا مَّرْسُولًا ﴾

﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ  
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾

﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبُهْدَىٰ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ  
تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْنُ لَهُمْ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيََاءٌ بَكْمًا وَصَمًا مَأْمُونُهُمْ  
جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾

﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ هُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا  
كُنَّا عِطَافًا وَرُفَاقًا إِنَّا لَنَبْعَثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا  
رَيْبَ فِيهِ فَإِنِّي الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفْرًا ﴾

﴿ قُلْ لَوْ أَنَّمُ تَلْكُلُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَسْكَنْتُمْ

ডয়ে তোমরা অবশ্যই (ইহা) আটকাইয়া রাখিতে, বস্তুতঃ মানুষ  
বড়ই কৃপণ ।'

﴿ حَسْبِيَ الْإِنْفَاقُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا ﴾

১০২ । এবং আমরা মুসা'কে অবশ্যই নয়টি সমৃদ্ধ নিদর্শন  
দিয়াছিলাম । সূতরাং বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, যখন  
সে তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, তখন ফেরাউন তাহাকে  
বলিয়াছিল, 'হে মুসা ! আমি নিশ্চয় তোমাকে মাদ্‌গুস্ত মনে  
করি ।'

﴿ وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُدُوسُنِي  
مَسْحُورًا ﴾

১০৩ । সে বলিয়াছিল, 'তুমি নিশ্চয় জান যে, আকাশসমূহ ও  
পৃথিবীর একমাত্র প্রতিপালক এই সকলকে (নিদর্শনাবলীকে)  
নায়েন করিয়াছেন জ্যোতির্ময় প্রমাণস্বরূপ; কিন্তু হে ফেরাউন !  
আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি যে, তুমি ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে ।'

﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ الْآرِثُ التَّمْثِيلِ  
وَالْأَرْضِ بِصَاحِبٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُدُوسُونَ مُبْرُورًا ﴾

১০৪ । সূতরাং সে তাহাদিগকে দেশ হইতে উৎখাত করিতে  
মনস্থ করিল ফলে আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদের  
সকলকে নিমজ্জিত করিলাম ।

﴿ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَوِيَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ  
مَعَهُ جَمِيعًا ﴾

১০৫ । এবং তাহার পর আমরা বনী ইসরাঈলকে বলিলাম,  
'তোমরা এই (প্রতিশ্রুত) দেশে বাস কর, অতঃপর যখন পরবর্তী  
কালের (আযাবের) প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) হইবার সময়)  
আসিবে, তখন আমরা তোমাদের সকলকে (বিভিন্ন জাতি হইতে)  
ঙটাইয়া লইয়া আসিব ।'

﴿ وَفَلْنَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُوتُوا الْأَرْضِ  
يَأْذَا جَاءَهُمْ وَمِنَ الْآخِرَةِ جَمِيعًا بِكُمْ لَفِيقًا ﴾

১০৬ । এবং আমরা ইহা সত্যসহ নায়েন করিয়াছি এবং  
সত্যসহ ইহা নায়েন হইয়াছে । এবং আমরা তোমাকে  
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করিয়াই পাঠাইয়াছি ।

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا  
مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾

১০৭ । এবং আমরা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত  
করিয়াছি যেন তুমি নোকদিগকে ইহা (অন্যায়সে) ধীরে ধীরে  
পড়িয়া ওনাইতে পার এবং আমরা ইহাকে অল্প অল্প করিয়া  
নায়েন করিয়াছি ।

﴿ وَفُرْنَا فَرْقَنَاهُ لِنَعْرِاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكِّي  
وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾

১০৮ । তুমি বল, 'তোমরা ইহার উপর ঈমান আন বা ঈমান না  
আন, যাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, যখন ইহা  
তাহাদের নিকট আনুত্তি করিয়া ওনান হয় তখন তাহারা  
অবশ্যই চিবুকের (মুখমণ্ডলের) উপর সিঁড়াবনত হইয়া পড়ে ।'

﴿ فَلِأَمْوَالِهِمْ أُولَا تُؤْمِنُونَ إِنَّا الَّذِينَ أَدْرَأْنَا الْوَلَمِ  
مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يَطُّ عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِأَلَّا تَكُن  
سُجَّدًا ﴾

১০৯ । এবং তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র ।  
নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ  
হইবে ।'

﴿ وَيَقُولُونَ لُبْنَنُ رَبَّنَا إِنَّا كَانُوا وَعَدَّ رَبَّنَا لِمَعْمُولًا ﴾

১১০ । তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে চিবুকের (মুখমণ্ডলের) উপর পড়িয়া যায় এবং ইহা তাহাদিকে বিনয়ে বাড়াইয়া দেয় ।

وَيَحْزُونَ لِأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَنْبَيْدُكُمْ خُشُوعًا ۝

১১১ । তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ বলিয়া ডাক অথবা রহমান বলিয়া ডাক, যে কোন নামে তোমরা (তাঁহাকে) ডাকিতে পার, কারণ সকল সুন্দরতম নাম তাঁহারই ।' এবং তুমি তোমার নামায অতি উচ্চঃস্বরেও পড়িও না এবং উহা অতি ক্ষীণ স্বরেও পড়িও না, বরং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিও ।

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْادْعُوا الصَّغَانَ أَيَّامًا تَذَعُونَ فَأَلَمَ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ رُجُومٌ ۝ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

১১২ । এবং তুমি বল, 'সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি কোন পুত্র সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং সর্বাধিপত্যে যাহার কোন শরীক নাই, এবং দুর্বলতার কারণে যাহার কেহ বহু হইতে পারে না ।' এবং তুমি বেশী বেশী তাঁহার মহিমা ও গৌরব ঘোষণা কর ।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ لَكُمْ وَلَا كُنْتُمْ لِيَوْمَ الْآخِرَةِ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُشْرِكْ لَهُ شَيْئًا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝



## ১৮-সূরা আল কাহ্ফ

ইহা মক্কীসূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১১ আয়াত এবং ১২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি তাঁহার বান্দার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে কোন বক্তৃতা রাখেন নাই ।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝

৩। (তিনি ইহাকে) তদ্বাবধায়করূপে নাযেল করিয়াছেন যেন ইহা (মানুষকে) তাঁহার পক্ষ হইতে (আসন্ন) এক কঠোর আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয় এবং মো'মেনদিগকে, যাহারা সৎকর্ম করে, সুসংবাদ দেয় যে, তাহাদের জন্য উত্তম পুরস্কার (নির্ধারিত) আছে;

قِيمًا لِنَبِيِّنَا بِأَسَا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُنَبِّئُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝

৪। তাহারা উহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে;

مَكَائِينَ فِيهِ أَبَدًا ۝

৫। এবং যেন ইহা প্রসকল লোককে সতর্ক করে, যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ এক পূত্র গ্রহণ করিয়াছেন ।'

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

৬। এই বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য কথা যাহা তাহাদের মূখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। তাহারা কেবল মিথ্যা বলিতেছে ।

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

৭। অতএব, যদি তাহারা এই মর্যাদাপূর্ণ বাণীর উপর ঈমান না আনে তাহা হইলে কি তুমি তাহাদের জন্য দুঃখে আঘ বিনাশ করিয়া ফেলিবে ?

فَلَعَلَّكَ بَاطِعٌ لِنَفْسِكَ عَلَىٰ أَنْتَاهِمِينَ إِنْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِسْتَأْمُرُوا ۝

৮। যাদা কিছু ভূপুষ্ঠ আছে, তাহা আমরা নিশ্চয় ইহার সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে আমরা তাহাদের পরীক্ষা করিতে পারি যে, কে তাহাদের মধ্যে কর্মের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট ।

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝

৯। এবং যাদা কিছু উহার উপর আছে উহাকে আমরা নিশ্চয় বিরান ভূমিতে পরিণত করিব ।

وَإِنَّا لَجُودُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُودًا ۝



১০। তুমি কি মনে কর যে, গুহাবাসীগণ এবং ফনক খোদাইকারীগণ আমাদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে কোন চমকপ্রদ নিদর্শন ছিল ?

১১। যখন কতিপয় যুবক প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদেরকে তোমার নিজ পক্ষ হইতে বিশেষ রহমত দান কর এবং আমাদের বিষয়ে আমাদের জন্য সঠিক পথের ব্যবস্থা করিয়া দাও ।'

১২। অতঃপর, আমরা সেই প্রশস্ত গুহার মধ্যে কয়েক বৎসর পর্যন্ত (বহির্ভূতের খবরা-খবর তনিত) তাহাদের কান বন্ধ করিয়া রাখিলাম ।

১৩। অতঃপর, আমরা তাহাদিগকে উত্তিত করিলাম কেন আমরা জানিয়া নাই যে, তাহারা যতকাল অবস্থান করিয়াছিল উহাকে দুই দলের মধ্যে কোনটি গণনায় অধিকতর সংরক্ষণকারী ।

১৪। আমরা তাহাদের প্রকৃষ্টপূর্ণ সংবাদ তোমার নিকট সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছি । তাহারা কয়েকজন যুবক ছিল, যাহারা তাহাদের প্রভুর উপর ঈমান আনিয়াছিল এবং তাহাদিগকে আমরা হেদায়াতে আরও বাড়াইয়াছিলাম ।

১৫। এবং আমরা তাহাদের অস্তঃকরণ দৃঢ় করিয়া দিলাম যখন তাহারা দোড়াইল তখন তাহারা বলিল, 'তিনিই আমাদের প্রতিপালক যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক ।' আমরা তাঁহাকে বাস্তবতা জনা কোন মাস্বদকে কখনও ডাকিব না, অন্যথায় আমরা অসঙ্গত কথা বলিব;

১৬। ইহারা — আমাদের জাতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য মাস্বদ গ্রহণ করিয়াছে । তাহারা উহাদের প্রমাণ কোন উজ্জ্বল দলীল কেন পেশ করে না ? অতঃপর, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে তাহার চাইতে অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে ?

১৭। 'এবং যখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে এবং আল্লাহ্ বাতিরেকে তাহারা যাহার ইবাদত করে তাহার নিকট হইতে পৃথক হইয়াছে, তখন তোমরা এই প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তাহার রহমতের কোন পথ খুলিয়া দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের বিষয়ে কোন সহজ ও সুবিধাজনক উপকরণ সরবরাহ করিবেন ।'

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿١٠﴾

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَنَقَلُوا رُبَّنَا أَيْنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١١﴾

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١٢﴾

ثُمَّ بَعَثْنَا لَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْجَزْبَيْنِ أَحْصَى لَنَا لُحْيًا لِيَتَّخِذُوا مَدًّا ﴿١٣﴾

وَحَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالَّذِي أَنَّهُمْ فِتْيَةٌ أَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٤﴾

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطْنَا ﴿١٥﴾

هُؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ آلِهَةٍ لَوْلَا بِأَنزَوْنَعْلَيْهِمْ بِسُلْطَنِي بَيِّنَاتٍ لَمَنِ أَظْلَمَ مِمَّنِي أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٦﴾

وَإِذِ اعْتزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْأَى إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِزْقًا ﴿١٧﴾

১৮। এবং তুমি সূর্যকে দেখিবে, যখন উহা উর্দিত হয় তখন উহা তাহাদের গুহার ডানদিকে সরিয়া অতিক্রম করে, এবং যখন উহা অস্তমিত হয় তখন উহা তাহাদের বামদিকে পাল কাটাইয়া যায় এবং তাহারা সেই গুহার ভিতরে একটি প্রশস্ত জায়গায় ছিল। ইহা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ্ যাহাকে হোদায়াত দেন বশুতঃ সেই হোদায়াতপ্রাপ্ত, এবং যাহাকে তিনি পথপ্রদষ্ট হইতে দেন তাহার জন্য তুমি কখনও কোন বন্ধু ও পথ প্রদর্শনকারী পাইবে না।

২  
[৫]  
১৪

১৯। এবং তুমি তাহাদিগকে জাগ্রত মনে করিতেছ অথচ তাহারা নিদ্রিত; এবং আমরা তাহাদিগকে ফিরাই কখনও ডানদিকে এবং কখনও বামদিকে, এবং তাহাদের কুকুর ঘরদেশে সম্মুখের পদদ্বয় ছড়াইয়া রাখিয়াছে। যদি তুমি তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইতে তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি তাহাদের নিকট হইতে পনাইবার জন্য পিঠ ফিরাইয়া নইতে এবং তাহাদের ডয়ে জীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িত।

২০। এবং এইভাবে আমরা তাহাদিগকে (নিঃসহায় অবস্থা হইতে) উদ্ধৃত করিলাম যেন তাহারা আপাসে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ?' তাহারা বলিল, 'আমরা এক দিন বা একদিনের একাংশ অবস্থান করিয়াছি।' তাহারা (অনোরা) বলিল, 'তোমাদের অবস্থানকাল সম্বন্ধে তোমাদের প্রভুই জান জানেন।' সূত্রান্তঃ তোমাদের এই রোপা মূল্য দিয়া তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও শহরের দিকে পাঠাও সে যেন দেখিয়া নয় যে, উহার মধ্যে কোন (বাজির) খাদ্য বেশী পবিগ্র, অতঃপর তাহার নিকট হইতে সে যেন কিছু খাদ্য-সামগ্রী তোমাদের নিকট নইয়া আসে এবং সে যেন বিচক্ষণতা অবলম্বন করে এবং তোমাদের সম্বন্ধে যেন কাহাকেও কিছু না জানায়।

২১। কেমনা যদি তাহারা তোমাদের বিষয় অবহিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিয়া হত্যা করিবে কিংবা তোমাদিগকে তাহারা (জোরপূর্বক) নিজেদের ধর্মে ফিরাইয়া নইবে এবং সেই অবস্থায় তোমারা কখনও সফলকাম হইতে পারিবে না।

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوْرَعْنَ كَهْفِهِمْ  
ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ  
الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فُجُوءٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ  
اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلْ فَلَنْ  
تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُزِيدًا ﴿١٨﴾

وَتَحْسِبُهُمْ يَقَاظًا وَهُمْ سُودٌ وَتُقْرِضُهُمْ  
ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ  
وَرِاعِيهِ بِالْوَيْدِ لَوْ اِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ  
فِرَارًا وَلَلَّيْلَتْ مِنْهُمْ رُعبًا ﴿١٩﴾

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ  
مِنْهُمْ كَمْ لَيْتُمْ قَالُوا لَيْتَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ  
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُمْ فَأَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ  
يُورِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الدِّيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَهْمًا أَرَى  
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ  
وَلَا يُسَوِّرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعْدُوْكُمْ  
فِي مِلَّةِهِمْ وَكُنْ تَفَرُّحًا إِذَا أَبَدَا ﴿٢١﴾

২২। এবং এইভাবে আমরা (লোকদের মধ্যে) তাহাদের বিষয়টি প্রকাশ করিয়া দিলাম, যাহাতে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য এবং সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্তও (সত্য) যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন তাহারা নিজেদের বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করিতে লাগিল এবং (একে অপরেকা) বলিল, 'তাহাদের (অবস্থান স্থলের) উপর এক ইমারত নির্মাণ কর।' তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। যাহারা নিজেদের বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিল, তাহারা বলিল, 'আমরা অবশ্যই তাহাদের (অবস্থানস্থলের) উপর মসজিদ নির্মাণ করিব।'

২৩। তাহারা (কিছু সংখ্যক লোক) অদৃশ্য বিষয়ে অনুমান করিয়া অবশ্যই বলে, '(তাহারা) তিনজন ছিল, তাহাদের চতুর্থ ছিল তাহাদের কুকুর;' এবং তাহারা (অন্যরা) বলে, '(তাহারা) পাঁচ জন ছিল, তাহাদের ষষ্ঠ ছিল তাহাদের কুকুর;' এবং তাহারা (অন্য কিছু সংখ্যক লোক) বলে, '(তাহারা) সাতজন ছিল, তাহাদের অষ্টম ছিল তাহাদের কুকুর।' তুমি বল, 'আমার প্রতিপালকই তাহাদের সঠিক সংখ্যা সর্বোত্তম জানেন। অল্প সংখ্যক বাতীত তাহাদের বিষয় কেহ জানে না।' অতএব, তুমি তাহাদের সম্বন্ধে অকাটা যুক্তি ব্যতিরেকে বিতর্কে অবতীর্ণ হইও না এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদের মধ্য হইতে কাহারও নিকট তত্ত্বের অনুসন্ধান করিও না।

২৪। এবং তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে কখনও বলিও না, 'আমি নিশ্চয় ইহা আগামীকাল করিব,'

২৫। যদি না আল্লাহ্ চাহেন। এবং যখন তুমি ডুনিয়া গাও তখন তুমি তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর এবং তুমি বল, 'আমি (পূর্ণ) আশা রাখি আমার প্রতিপালক আমাকে সেই পথে চালাইবেন যাহা হেদায়াত পাওয়ার দিক দিয়া ইহা অপেক্ষা নিকটতর হইবে।'

২৬। এবং তাহারা তাহাদের প্রশস্ত ওহায় তিনশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল এবং তাহারা (আরও) নয় (বৎসর) বাড়াইয়াছিল।

২৭। তুমি বল, 'তাহারা কতকাল অবস্থান করিয়াছিল উহা আল্লাহ সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন।' আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ওপ্ত বিষয়াবলী একমাত্র তাঁহাদেরই তিনি কত উত্তম দেখেন এবং কত উত্তম শুনে! তিনি বাতীত তাহাদের কোন

وَكَذَلِكَ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّلُونَ مِنْهُمُ امْرَأَتُهُمْ فَعَالُوا ابْتِغَاءَ عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رِئُوسِهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ أَنْزَلْنَاهُمُ لَنَتَّخِذَنَّهُمْ مَسْجِدًا ۝

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَأَيْنَاهُمْ كَذِبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَذِبُهُمْ رَجْمًا يَا لَيْتَنِي بِيَوْمِ يَعْلَمُونَ سِبْطَهُمْ قَالُوا مَنَّا كَذِبُهُمْ قُلْ إِنِّي أَعْلَمُ بِوَعْدِ رَبِّي مَا كُنْتُ مِنَّا مِن شَيْءٍ وَلَا كُنْتُ مِنَ الَّذِينَ فِيهِمْ إِلَّا مَرَّةً ظَاهِرًا ۝ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ۝

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَسْدًا ۝

وَلْيَسْأَلِي فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ اذْدَادُوا تَسْعًا ۝

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَهُ غَيْبٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ قُرْبٌ مِنْهُ مِنْ وَجْهِ

সাহায্যকারী নাই, এবং তিনি তাঁহার হুকুমের মধ্য কাহাকেও শরীক করেন না ।

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

২৮ । এবং তোমার প্রতিপালকের কিতাব হইতে যাহা তোমার নিকট ওহী করা হয়, তাহা তুমি আবৃত্তি কর । তাঁহার কথার পরিবর্তনকারী কেহ নাই, এবং তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইবার কোন ঠাই পাইবে না ।

وَأَنذَرْتُكَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ لَعَلَّكَ تَتَّقِي ۝

২৯ । এবং তুমি ধৈর্য সহকারে নিজেকে তাহাদের সহিত (সংযুক্ত) রাখ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তোষ লাভের আশায় সকাল এবং সন্ধ্যায় ডাকে; এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার চক্ষুঃ যেন তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া আগে বাড়িয়া না যায়, এবং তুমি তাহার আনুগত্য করিও না যাহার অন্তঃকরণকে আমরা আমাদের সঙ্গরূপ হইতে গাফেল করিয়া দিয়াছি এবং সে হীন বাসনার অনুসরণ করিয়াছে এবং যাহার বিষয় সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে ।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ  
وَالْعَصِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ  
تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعَمَن  
أَعْمَلْنَا قَلْبَكَ عَنِ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ  
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَانًا ۝

৩০ । এবং তুমি বল, 'এই সত্য তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে (প্রেরিত); সুতরাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা অস্বীকার করুক ।' আমরা নিশ্চয় যালেমদের জন্য আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহার সামিয়ানা তাহাদিগকে গরিবেষ্টন করিয়া লইয়াছে; এবং যদি তাহারা ফরিয়াদ করে তাহা হইলে এমন গলিত ধাতুর ন্যায় পানি দিয়া তাহাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হইবে, যাহা (তাহাদের) মুখমণ্ডলকে ঝলসাইয়া দিবে । কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত মন্দ সেই বিশ্রামস্থল !

وَقُلِ الْبَقِيَّةُ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَا يَنْصُرُونَ  
وَمَنْ أَشْرَكَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا نَعْتَدُ لِلظَّالِمِينَ نَارًا  
أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَيْفِتُونَا بِمَا تَدْعُوا  
كَأَنَّهُمْ يَتَدْعُونَ عَلَى سُرَادِقِهَا وَإِنْ يَسْتَيْفِتُونَا  
بِمَا تَدْعُوا كَأَنَّهُمْ يَتَدْعُونَ عَلَى سُرَادِقِهَا  
مُرْتَفِقًا ۝

৩১ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে (তাহাদের জন্য পুরস্কার অবধারিত), যাহারা উত্তম কর্ম করে, আমরা কখনও তাহাদের প্রতিদান নষ্ট করিব না;

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نَنْصِفُ  
أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝

৩২ । ইহারা এই এমন লোক, যাহাদের জন্য চিরস্থায়ী বাগানসমূহ (নির্ধারিত) আছে, যাহাদের উলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবহমান থাকিবে, উহাতে তাহাদিগকে সোনার কাঁকন দ্বারা অনঙ্কৃত করা হইবে, এবং তাহারা চিকণ ও মোটা রেশমের সবুজ বস্ত্রসমূহ পরিধান করিবে, তথায় তাহারা সুসজ্জিত পালকসমূহের উপর (তাকিয়ায়) হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে, ইহা কত উত্তম পুরস্কার এবং কত মনোরম বিশ্রামস্থল !

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
أَنْهَارٌ يُجْرُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ  
وَيَلْبَسُونَ لِبَاسًا يُبَايَعُ خَضْرَاءَ مِنْ سُنْدُوسٍ  
وَإِسْتَبْرَقٍ مَتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ لَهُمْ  
فِي الثَّرَاوِبِ وَحَسْبَتْ مُرْتَفِقًا ۝

৩৩ । এবং তুমি তাহাদের সম্মুখে সেই দুই ব্যক্তির উপমা বর্ণনা কর, যাহাদের মধ্য হইতে একজনের জন্য আমরা দুইটি

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا زَوْجَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا

আঙ্গুরের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং উভয় বাগানকে আমরা খড়্গুর রক্ষ দ্বারা (চারিদিক দিয়া) ঘিরিয়া রাখিয়াছিলাম এবং উভয়ের মধ্যে আমরা শসা-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলাম ।

جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَافُهُمْ بِطَلِّ وَجَعَلْنَا  
بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝

৩৪ । বাগান দুইটির প্রত্যেকটি (প্রচুর পরিমাণে) নিজ নিজ ফল উৎপাদন করিত এবং ইহাতে (উৎপাদন) কিছুই কম করিত না । এবং উহাদের মধ্যে আমরা এক নহর প্রবাহিত করিয়াছিলাম ।

كُنَّا الْجَنَّةَيْنِ أَنْتَ أَكْثَرًا وَلَمْ تَطْلَمْ وَنَهْ شَيْئًا  
وَدَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝

৩৫ । এইভাবে তাহার (প্রচুর) ফল লাভ হইত । এইজন্য সে তাহার সঙ্গীকে তাহার সহিত আলোচনাকালে (গর্ব করিয়া) বলিল, 'তোমা অপেক্ষা আমি ধন-সম্পদে অধিকতর প্রাচুর্যশালী এবং জনবলে অধিকতর শক্তিশালী ।'

وَكَانَ لَهُ شُرَكَاؤُا فَمَنْ أَكْثَرُ بِصَاحِبِهِ وَهُوَ بِعَاوِرَةٍ  
أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝

৩৬ । এবং সে নিজের আঙ্গুর উপর যুলুমকারী অবস্থায় নিজ বাগানে প্রবেশ করিল । সে বলিল, 'আমি মনে করি না যে ইহা কখনও ক্ষয় হইবে;

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا  
أظُنُّ أَنْ يَبِيدَ هَذَا أَبَدًا ۝

৩৭ । এবং আমি মনে করি না যে, সেই নির্ধারিত (ক্ষয়ের) সময় কখনও আসিবে । আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয় ইহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাবর্তন-স্থান পাইব ।'

وَمَا أظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودَتْ إِلَى  
رَبِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

৩৮ । তাহার সঙ্গী, যখন সে তাহার সহিত বিতর্ক করিতেছিল, তাকে বলিল, 'তুমি কি তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছ যিনি তোমাকে (প্রথমে) মাটি হইতে, অতঃপর শুক্র-বীৰ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার পর তিনি তোমাকে মানুষের আকারে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন ?'

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُعَاوِرُ الْكَفُورَاتِ بِالَّذِي  
خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ  
رَجُلًا ۝

৩৯ । কিন্তু (আমি বিশ্বাস করি) আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের সহিত শরীক করি না;

لَيْكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

৪০ । এবং যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলে তখন তুমি কেন বলিলে না (যে উহাই হইবে) যাহা আল্লাহ্ চাহিবেন, (কারণ) আল্লাহ্‌র সহায়তা ব্যতিরেকে কোন শক্তি (অর্জিত) হইতে পারে না; যদিও আমাকে তুমি ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে তোমা অপেক্ষা কম দেখ;

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ  
لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا  
وَدَلًّا ۝

৪১। তবে ইহা খুবই সম্ভব যে, আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (বাগান) প্রদান করিবেন এবং উহার (তোমার বাগানের) উপর আকাশ হইতে বজ্রপাত করিবেন যাহার ফলে উহা এক তৃণহীন পিচ্ছিল ভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে;

تَعْلَى رَبِّيَ أَنْ يُوَدِّعَ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فُتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝

৪২। অথবা উহার পানি ভূগর্ভে শোষিত হইয়া এমনভাবে শুকাইয়া যাইবে যে, তুমি উহার অনুসন্ধানের কোন শক্তি পাইবে না।'

أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝

৪৩। এবং তাহার (সকল) ফলকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল, অতএব সে উহাতে যাহা খরচ করিয়াছিল তজ্জন্য নিজ করদ্বয় মর্দন করিতে লাগিল এমতাবস্থায় যে উহা স্বীয় মাচাসমূহের উপর নিপতিত ছিল এবং সে বলিতে লাগিল, 'হায়! যদি আমার প্রভুর সহিত কাহাকেও শরীক না করিতাম।'

وَأَحِيطَ بِشَمْرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَدِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

৪৪। এবং তাহার কোন দল রহিল না যাহারা আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাহাকে কোন সাহায্য করিতে পারিত, এবং সে নিজেও কোন প্রতিরোধ গ্রহণে সমর্থ হইল না।

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝

৪৫। এইরূপ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞাবকত্ব কেবল প্রকৃত (মা'বুদ) আল্লাহ্র জন্য। তিনিই পুরস্কার দানে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরিণামের দিক দিয়া সর্বোৎকৃষ্ট।

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝

৪৬। এবং তুমি তাহাদের সম্মুখে এই পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা কর। উহা সেই বারিধারার অনুরূপ, যাহা আমরা আকাশ হইতে বর্ষণ করি, অনন্তর উহার সহিত পৃথিবীর উদ্ভিদপুঞ্জ সংমিশ্রিত হয়, অতঃপর উহা (শুকাইয়া) বিচূর্ণ (ভূষি) হইয়া যায়, যাহাকে বাতাস উড়াইতে থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

৪৭। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য বটে; কিন্তু স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টিতে পুরস্কারের দিক দিয়াও উৎকৃষ্টতর এবং (ভবিষ্যত) আশার দিক দিয়াও উৎকৃষ্টতর।

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَنَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ۝

৪৮। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা পাহাড়গুলিকে পরিচালিত করিব এবং তুমি পৃথিবীর (জাতিসমূহকে পরস্পরের সহিত) যুদ্ধে অগ্রসরমান দেখিবে এবং আমরা তাহাদিগকে একত্রিত করিব, এমন কি তাহাদের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارُودًا وَجَمْعَهُمْ فَكُمَّرْنَاوَدْرٍ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

৪৯। এবং তাহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে তোমার প্রতিপালকের সম্মুখে পেশ করা হইবে (এবং তাহাদিগকে বন্য হইবে), 'দেখ! এখন তোমরা সেইরূপে আমাদের নিকট আসিয়াছ যেরূপে আমরা তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। বরং তোমরা এই ধারণা করিয়াছিলে যে, আমরা তোমাদের জন্য আদৌ কোন প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) করার সময় নির্দিষ্ট করিব না।'

৫০। এবং (তাহাদের কর্মের) কিতাব তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইবে, তখন তুমি এই অপরাধীদিগকে উহার মধ্যে যাহা (লেখা) আছে তজ্জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিবে, এবং (তখন) তাহারা বলিবে, 'হায়! আমাদের জন্য পরিতাপ, ইহা কিরূপ কিতাব! ইহা কোন ছোট কথাও ছাড়ে নাই এবং কোন বড় কথাও বাদ রাখে নাই, পরন্তু সবকিছু সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে।' এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়া থাকিবে উহা নিজেদের সম্মুখে হাথির পাইবে; বসন্তঃ তোমার প্রতিপালক কাহারও উপর যুলুম করেন না।

৫১। এবং (সেই সময়কেও সন্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশতাদিগকে বলিয়াছিলাম, '(তোমরা) আদমের আনুগত্য কর,' ইহাতে তাহারা সকলেই আনুগত্য করিল, কিন্তু কেবল ইবলীস (করিল না)। সে জিম্মদের অন্তর্ভুক্ত ছিল; অতএব, সে তাহার প্রতিপালকের হুকুমের অবাধ্যতা করিল। অতএব, তোমরা কি আমাকে ছাড়িয়া তাহাকে এবং তাহার বংশধরকে নিজেদের বন্ধু বানাইতেছ অথচ তাহারা তোমাদের শত্রু? যালেমদের জন্য বিনিময় কত মন্দ!

৫২। আমি তাহাদিগকে না আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সময় সাক্ষী করিয়াছি এবং না তাহাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়; এবং আমি বিভ্রান্তকারীদিগকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিতে পারি না।

৫৩। এবং সেইদিনকে (সন্মরণ কর) যেদিন তিনি (মোশরেকসগণকে) বলিবেন, 'তোমরা আমার শরীকগণকে ডাক, যাহাদিগকে তোমরা (শরীক) ধারণা করিতে।' তখন তাহারা উহাদিগকে ডাকিবে, কিন্তু উহারা তাহাদিগকে কোন উত্তর দিব না; এবং আমরা তাহাদের (এবং তাহাদের প্রস্তাবিত মা'বুদের) মধ্যে এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া দিব।

৫৪। এবং অপরাধীগণ সেই আগুন দেখিবে এবং বুঝিবে যে, নিশ্চয় তাহারা উহাতে নিপতিত হইবে, এবং উহা হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে না।

وَعُودُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَافًا لِّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَا  
أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْنَا لَنْ نَجْعَلَ لَكُم مَّوَدَّةَ ۝

وَرُوحَ الْكِتَابِ فَكَّرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا  
فِيهِ وَيَقُولُونَ بُولَيْنَا بِمَا لَمْ يُلَاحِظْ هَذَا الْكِتَابُ إِلَّا يُغَادِرُ  
صَفِيرَةً وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا أَخْضَاهَا وَوَجَدُوا مَا  
عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدَ ۖ إِلَّا  
إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ  
أَفَتَتَّبِعُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُوَيَّاءُ مِن دُونِي وَهُمْ  
لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا لِلْعَالَمِينَ ۝

مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ  
الْأَنْهَارِ وَمَا لَكُم مِّنْهُنَّ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا ۝

وَيَوْمَ يَقُولُ لَأَدُوُّ الشُّرَكَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ قُدُّوهُمْ  
فَلَمْ يَنْجِبُوهُمْ أَلَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ قُبُورًا ۝

وَأَنَّ الْمُجْرِمُونَ الْكَاذِبُونَ كَانُوا أَقْرَبًا  
۝ لَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْفًا ۝

৫৫। এবং নিশ্চয় আমরা মানবের কল্যাণের জন্য এই কুরআনে প্রত্যেক (আবশ্যকীয়) উপমা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ বিষয়ে মানুষ বড় বিতণ্ডাকারী।

৫৬। এবং মানবমণ্ডলীকে, যখন হেদায়াত তাহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল, তখন (উহার উপর) ঈমান আনিতে এবং তাহাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে, ইহা ছাড়া আর কিছুই বাধা দেয় না যে, তাহাদের উপরও পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসুক অথবা তাহাদের উপর সরাসরি আঘাব আগতিত হউক।

৫৭। এবং আমরা রসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়া থাকি; এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা মিথ্যার সাহায্যে তর্কবিতর্ক করে যেন উহার দ্বারা তাহারা সত্যকে নস্যাত করিয়া দিতে পারে। বস্তুতঃ আমরা নিদর্শনাবলীকে এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল উহাকে তাহারা হাসি-ঠাট্টার নক্সা বস্ত্র বানাইয়া লইয়াছে।

৫৮। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করানো হইয়াছে, কিন্তু সে উহা হইতে বিমুখ হইয়াছে এবং তাহার হস্তদ্বয় যাহা কিছু আগে পাঠাইয়াছে উহাকে জুলিয়া গিয়াছে? নিশ্চয় আমরা তাহাদের অন্তঃকরণের উপর পর্দাসমূহ স্থাপন করিয়াছি যেন তাহারা ইহা বন্ধিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা (সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি)। এবং যদিও তুমি তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান কর তাহারা কখনও হেদায়াত গ্রহণ করিবে না।

৫৯। এবং তোমার প্রতিপালক অতীত ক্ষমাশীল, পরম কৰুণার অধিকারী, এবং তাহারা মাফা অর্জন করিতেছে উহার জন্য যদি তিনি তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে চাহিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদের জন্য শাস্তিকে ত্বরান্বিত করিতেন; কিন্তু তাহাদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মিয়াদ নির্ধারিত আছে যাহা হইতে তাহারা কখনও আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইবে না।

৬০। ইহা হইল ঐ সকল জনপদ, যাহাদিগকে আমরা ধ্বংস করিয়াছিলাম যখন তাহারা মূলম করিয়াছিল। এবং আমরা তাহাদের ধ্বংসের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম।

وَلَقَدْ صَوَّرْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ  
وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ  
أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝

وَمَا تَرْسِلُ إِلَّا بُشْرَيْنَ وَمَنْ يَنْتِزِعِ  
وَيُجَادِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ  
الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ وَمَا آتَانَا مِنْهُ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا  
وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ  
أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ  
تَذَعُّهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ نَمْتَدُّ إِلَيْهَا أَبَدًا ۝

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا  
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَأَمْلَأَ لُكُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ  
لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِدًا ۝

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ لَأَمْثَلُنَا لَهُمُ لَنَا جَعَلْنَا  
بِهِ لِيَهْلِكُوا مِنْ مَوْعِدَاتِنَا ۝



৬১। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন মুসা তাহার যুবক (সঙ্গী)কে বলিয়াছিল, 'আমি (যে পথে চলিতেছি সে পথে চলায়) বিরত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিব, অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব।'

وَاذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ كَيْفَ يُغَوِّدُكُمْ بِرِسَالَتِي فَيَقْتُلَكُمْ وَيَمْسِكْ بِمُؤَدَّاتِكُمْ مَسْرَكًا  
مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمُونِي حُفَاً ۝

৬২। অতঃপর, যখন তাহারা উড়য়ে দুই সমুদ্রের পরস্পর সংগমস্থলে পৌঁছিল তখন তাহারা তাহাদের মাছের কথা ভুলিয়া গেল, এবং উহা দ্রুতবেগে সমুদ্রে নিজ পথ ধরিল।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسُوا حُرُوقَهُمَا فَاتَمَدَّتْ شِيبَتُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝

৬৩। অতঃপর, যখন তাহারা (সে স্থান) অতিক্রম করিয়া আগে বাড়িয়া গেল তখন সে তাহার যুবককে বলিল, আমাদের নিকট আমাদের সকালের খাবার আন, আমরা আমাদের এই সফরের জন্য খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

فَلَمَّا جَاؤَا قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي عَدَاؤُنَا لَقَدْ لَوِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝

৬৪। সে বলিল, 'বলুন তো (এখন কি উপায় হইবে) যখন আমরা সেই পাথরের উপর বিশ্রাম করিবার জন্য অবস্থান করিয়াছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলিয়া গিয়াছি এবং আমাকে এই কথা (আপনার নিকট) উল্লেখ করিতে শয়তান ব্যতীত আর কেহ ভুলায় নাই; এবং উহা আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজ পথ ধরিয়াছে।'

قَالَ أَدَبْتُ إِذْ أَوْيْتُمْ إِلَى الصُّخْرِ فَإِنِّي تُوبِيتُ الْحُرُوتَ وَمَا أَكُنْتُمُ إِلَّا الْغٰثِقُونَ أَن أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝

৬৫। সে বলিল, 'উহাই (সেই স্থান) আমরা যাহার অনুসন্ধানে ছিলাম।' অতঃপর, তাহারা উড়য়ে নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَازْتَسَاءَلُوهُ إِثْرَهُمْ فَتَضَّآؤُا

৬৬। তখন তাহারা আমাদের বান্দাদের মধ্য হইতে এমন একজন বান্দার সাক্ষাৎ পাইল যাহাকে আমরা আমাদের নিকট হইতে রহমত দান করিয়াছিলাম এবং আমাদের সম্মিধান হইতে তাহাকে (বিশেষ) জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলাম।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۝

৬৭। মুসা তাহাকে বলিল, 'আমি কি আপনার অনুসরণ করিতে পারি এই শর্তে যে আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে উহা হইতে কিছু হেদায়াত আপনি আমাকেও শিক্ষা দিবেন?'

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلِمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَهُ رَبِّي ۝

৬৮। সে বলিল, 'তুমি তো আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না।'

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

৬৯। 'আর তুমি যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত কর নাই উহার সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করিবেই বা কিরূপে?'

وَكَيفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝

৭০। সে বলিল, 'যদি আল্লাহ্ চাহেন তাহা হইলে আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশের অবাধ্যতা করিব না।'

قَالَ سَجِدْ لِإِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْجِبْكَ لَكَ  
أَمْرًا ۝

৭১। সে বলিল, 'আচ্ছা, যদি তুমি আমার অনুসরণ কর তাহা হইলে তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিবে না, যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলি।'

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ  
۝ لَكَ مِنْهُ وَكُرْ ۝

৭২। অতঃপর, তাহারা উভয়ে যাত্রা করিল, এমন কি যখন তাহারা এক নৌকায় আরোহণ করিল, তখন সে (সেই ব্যুর্গ) উহাতে ছিট করিয়া দিল। সে (মূসা) বলিল, 'আপনি কি ইহার আরোহীদেরকে ডুবাইবার উদ্দেশ্যে ইহাতে ছিট করিয়াছেন? আপনি নিশ্চয় এক গুরুতর কাজ করিয়াছেন।'

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ  
اَعْرِضْهَا لِتَنُقِرَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِمْرًا ۝

৭৩। সে বলিল, 'আমি কি (তোমাকে) বলি নাই যে, তুমি আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না?'

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

৭৪। সে বলিল, 'আপনি আমাকে উহার কারণে ধৃত করিবেন না যাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, অতএব আমার এই বিচ্যুতির দরুন আপনি আমার প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করিবেন না।'

قَالَ لَا تَأْخُذْ بِنِيءِ نِيءٍ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ  
أَمْرِي عُسْرًا ۝

৭৫। পুনরায়, তাহারা যাত্রা করিল, এমন কি যখন তাহারা এক বানকের সাম্রাজ্যে পাইল, তখন সে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। ইহাতে সে (মূসা) বলিল, 'আপনি কি একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে অন্য কাহাকেও (হত্যার অপরাধ) বাতিরকে হত্যা করিয়াছেন! নিশ্চয় আপনি এক অতি মন্দ কাজ করিয়াছেন।'

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آوَا عُلَاقًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَكَلْتَ  
نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا  
فُكْرًا ۝

৭৬। সে বলিল, 'আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না?'

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

৭৭। সে (মূসা) বলিল, আমি যদি ইহার পর আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তাহা হইলে আপনি আর আমাকে সঙ্গে রাখিবেন না, কারণ আপনি আমার পক্ষ হইতে ওড়র-আপড়ির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছিয়াছেন।'

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ مَا فَلَا تُصَرِّفُنِي قَدْ  
بَلَّغْتَ مِن لَدُنِّي مَدْرًا ۝

৭৮। অতঃপর, তাহারা যাত্রা করিল এমন কি তাহারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকটে পৌছিল, তাহারা উহার অধিবাসীদের নিকটে কিছু খাবার চাহিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের মেহমানদারি করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর, তাহারা উহার মধ্যে এমন এক প্রাচীর পাইল যাহা পড়িয়া যাওয়ার

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَلَمُوا أَهْلًا  
قَابًا أَن يَصِفُوهُمْ فَأَجْعَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ

উপক্রম হইয়াছিল, সুতরাং সে উহাকে খাড়া করিয়া দিল ।  
সে (মূসা) বলিল, 'আপনি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় ইহার জন্য  
পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন ।'

أَنْ يَنْقُصَ فَأَمَّا مَا قَالَ لَوِ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ  
عَلَيْهِ أَجْرًا ۝

৭৯ । সে বলিল, 'এই হটন আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ;  
যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই, আমি এখন  
তোমাকে ইহার তত্ত্ব অবগত করাইতেছি ;

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِمَا أُوَدِّعُ  
مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

৮০ । নৌকাটির বিষয় হইল এই, ইহা ছিল কয়েকজন  
নিঃসহায় দরিদ্র ব্যক্তির যাহারা সমুদ্রে কাজকর্ম করিত, এবং  
তাহাদের পশ্চাতে ছিল এক (যানেম) বাদশাহ, যে প্রত্যেক নৌকা  
বনপূর্বক ছিনাইয়া নহিত, এই জন্য আমি উহাকে খুঁতযুক্ত করিয়া  
দিতে চাহিলাম ।

أَمَّا التَّفِيئَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَسْأَلُونَ فِي الْبَحْرِ  
فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ تِلْكَ يَأْخُذُ  
كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝

৮১ । এবং বানকাটির ঘটনা এই যে, তাহার পিতামাতা  
উভয়ে ঈমানদার ছিল; এবং আমরা আশংকা করিলাম যে, সে  
(বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া) বিদ্রোহাচরণ ও কুফরী করিয়া তাহাদিগকে  
কষ্ট দিবে ।

وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ  
يُزَيِّقَهُمَا طَغْيَانًا وَكُفْرًا ۝

৮২ । অতএব, আমরা ইচ্ছা করিলাম যেন তাহাদের  
প্রতিপালক তাহাদিগকে তাহার স্থলে তাহার অপেক্ষা পবিত্রতায়  
উত্তম এবং দয়া মমতায় ঘনিষ্ঠতর পুত্র দান করেন ।

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا تَرْغِبًا غَيْرًا وَمِنَ الرَّكْوَةِ  
وَاقْرَبِ رُحْمًا ۝

৮৩ । আর বাকি রহিল সেই প্রাচীরের কথা, উহা আসনে সেই  
শহরের দুই এতীম বাসকের সম্পত্তি ছিল এবং উহার নীচে  
তাহাদের জন্য (প্রার্থিত) ধন-ভাণ্ডার ছিল এবং তাহাদের পিতা  
ছিল একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি; সুতরাং তোমার প্রতিপালক  
ইচ্ছা করিলেন যেন তাহারা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং  
তাহারা তাহাদের ধন-ভাণ্ডার নিজেরা বাহির করিয়া নয়, ইহা  
তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বিশেষ রহমত স্বরূপ, বস্তুতঃ  
আমি ইহা আমার নিজ ইচ্ছায় করি নাই । ইহাই হইল সেই  
সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা যাহার সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার  
নাই ।

وَأَمَّا الْإِصْدَارُ فَكَانَ لِطَلُوبَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ  
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا  
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا  
رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَا كُنْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذٰلِكَ  
بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝

৮৪ । এবং তাহারা তোমাকে যুবকানরায়ন সম্পর্কে  
জিজ্ঞাসা করে । তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তাহার  
সম্পর্কে কিছু রূত্তান্ত বর্ণনা করিব ।'

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْيَةِ قُلْ سَأُنَبِّئُكُمْ  
بِئِنَّهَا ذِكْرٌ ۝

৮৫ । নিশ্চয় আমরা তাহাকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতায়  
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাকে প্রত্যেক বিষয়  
(অর্জন করার) সম্পর্কে উপকরণ দান করিয়াছিলাম ।

إِنَّا مَكَانُ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآيَتُهُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ  
سَبِيلًا ۝

৮৬। সূত্রাং সে এক বিশেষ পথে চলিল।

فَاتَّبَعَ سَبِيلًا ﴿٨٦﴾

৮৭। চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থলে পৌঁছিল, তথায় সে দেখিল, উহা এক ঘোলাটে ডনাশয়ে অস্তমিত হইতেছে এবং সে উহার সন্নিকটে এক জাতির সাক্ষাৎ পাইল। তখন আমরা বলিলাম, হে যুলকারনায়ন! তুমি চাহিলে তাহাদিগকে শাস্তি দাও অথবা তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর।'

كَهَّ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْغُبُ فِي عَيْنِ حَيْكَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَارِئِينَ إِنَّا أَنْ نَعَذِّبَ وَإِنَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حَسَنًا ﴿٨٧﴾

৮৮। সে বলিল, 'যে ব্যক্তি মূলম করিবে, আমরা নিশ্চয় তাহাকে শাস্তি দিব; অতঃপর, তাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে এবং তিনি তাহাকে ভীতি-প্রদ শাস্তি দিবেন:

قَالَ إِنَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴿٨٨﴾

৮৯। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে এবং সৎকর্ম করিবে তাহার জন্য উত্তম পুরস্কার (নির্ধারিত) আছে; এবং আমরাও অবশ্যই তাহার সঙ্গে আমাদের আদেশের ক্ষেত্রে সহজ কথা বলিব।'

وَإِنَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَعُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٩﴾

৯০। অতঃপর, সে (অন্য) এক পথে চলিল।

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

৯১। এমন কি সে যখন সূর্যের উদয়স্থলে পৌঁছিল তখন সে উহাকে এমন এক জাতির উপর উদয় হইতে দেখিল, যাহাদের জন্য আমরা (তাহাদের ও) উহার মধ্যে কোন পদা সৃষ্টি করি নাই।

كَهَّ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩١﴾

৯২। (এই ঘটনা ঠিক) এইরূপই। এবং নিশ্চয় আমরা তাহার নিকট যাহা ছিল সেই সব বিষয়ের পূর্ণ খবর রাখি।

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩٢﴾

৯৩। অতঃপর, সে অন্য এক পথে চলিল।

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا ﴿٩٣﴾

৯৪। এমন কি সে যখন দুই প্রতিবন্ধকের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছিল, তখন তথায় সে এমন এক জাতিকে দেখিতে পাইল যাহারা কদাচিৎ (তাহার) কথা বঝিতে পারিত।

كَهَّ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّيِّئِينَ وَجَدَ مِنْ دُونِهَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٤﴾

৯৫। তাহারা বলিল, 'হে যুলকারনায়ন! নিশ্চয় ইয়া'জুজ ও মা'জুজ এই দেশে বড়ই ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে; সূত্রাং আমরা কি তোমাকে এই শর্তে কিছু কর দিব যাহাতে তুমি আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক নির্মাণ করিয়া দাও?'

كَاؤًا يَا الْقَارِئِينَ إِنَّا يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْرَدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٥﴾

৯৬। সে বলিল, 'এই সম্বন্ধে আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দান করিয়াছেন উহা (আমার শক্রর চাইতে) অনেক উত্তম; সুতরাং তোমরা আমাকে (শ্রম) শক্তি দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের এবং তাহাদের মধ্যে একটি মযবুত প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিব;

৯৭। তোমরা আমাকে লৌহখণ্ডসমূহ আনিয়া দাও।' এমনকি সে যখন ঐ দুই (পর্বতের) শৃঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরাট করিয়া সমান করিল (তখন) সে বলিল, 'তোমরা (তোমাদের হাপর দিয়া) ফুকিতে থাক।' (তাহারা ফুকিতে থাকিল) এমন কি যখন সে উহাকে আঙনে পরিণত করিল, তখন সে বলিল, তোমরা আমাকে গলিত তামা আনিয়া দাও যেন আমি ইহার উপর ঢানিয়া দিতে পারি।'

৯৮। সুতরাং তাহারা (ইয়া'জুজ ও মা'জুজ) উহার উপর চড়িতে পারিল না এবং উহাতে কোন ছিদ্রও করিতে পারিল না।

৯৯। সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালকের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর, যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন। এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।'

১০০। এবং সেই দিন আমরা তাহাদের কতককে কতকের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করিতে ছাড়িয়া দিব, এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। তখন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব।

১০১। এবং সেইদিন আমরা জাহান্নামকে কাফেরগণের একেবারে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিব,

১০২। যাহাদের চক্ষু আমার ষিকর (সত্রণ) সম্বন্ধে (ওদাসীমোর) পর্দায় ঢাকা ছিল এবং যাহারা শ্রবণ করার ও ক্ষমতা রাখিত না।

১০৩। তবে কি ঐ সকল লোক, যাহারা কুফরী করিয়াছে এই ধারণা করে যে, তাহারা আমাকে ছাড়িয়া আমার বান্দাগণকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে? আমরা নিশ্চয় জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য আপায়ন স্বরূপ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ  
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٦﴾

أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدْقَيْنِ  
قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ  
عَلَيْهِ قَطْرًا ﴿٩٧﴾

فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ  
نَفْيًا ﴿٩٨﴾

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ سَرِينٍ  
جَعَلَهُ لَدَّكًا وَكَأَنَّمَا رَسَاقٌ يَنفُخُ ﴿٩٩﴾

وَعَرَّكْنَا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ  
فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿١٠٠﴾

وَعَرَّضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠١﴾

إِلَّا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنَّا وَكَانُوا  
لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا ﴿١٠٢﴾

أَحْسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن  
دُونِي أَوْلِيَاءُ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ  
نَزْلًا ﴿١٠٣﴾

১০৪। তুমি বল, 'আমরা কি তোমাদিগকে কর্মের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ দিব ?

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝

১০৫। ইহারা ঐ সকল লোক যাহাদের সকল প্রচেষ্টা কেবল পার্থিব জীবনের পিছনে পণ্ড হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহারা মনে করে যে তাহারা ভাল ভাল কাজ করিতেছে।'

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝

১০৬। ইহারা সেই সকল লোক, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে এবং তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎক অস্বীকার করিয়াছে, ফলে তাহাদের সকল কর্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব কেয়ামত দিবসে আমরা তাহাদিগকে কোন ভরস্বই দিব না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زُورًا ۝

১০৭। এই হইল তাহাদের প্রতিফল— জাহান্নাম; এই কারণে যে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে ও আমার রসূলগণকে ঠাট্টা-বিক্রপের বস্তু বানাইয়া নইয়াছে।

ذَٰلِكَ جَزَاءُ هُمُ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا الْآيِينَ رِزْقًا مِّنْهُ زُورًا ۝

১০৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, আপায়ন স্বরূপ তাহাদের জন্য হইবে জামাতুল ফিরদাউস (উচ্চ স্তরের বেহেশত)।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

১০৯। তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং উহা হইতে তাহারা অপসারণ চাহিবে না।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلًا ۝

১১০। তুমি বল, 'যদি সমুদ্র আমার প্রতিপালকের বাক্যসমূহের জন্য কালি হইয়া যায়, তথাপি আমার প্রতিপালকের বাক্যসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে, যদিও আমরা উহার সাহায্যার্থে সমপরিমাণ (সমুদ্র) আরও আনিয়া দিই।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَغَلِبْتَ رَبِّي لَوْلَافِعْدَ الْبِحْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتِي رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِوِجْهِهِ مَدَدًا ۝

১১১। তুমি বল, 'আমিতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, (কিন্তু) আমার প্রতি এই ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'ব্দ এক-ই মা'ব্দ। সূতরাং যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সহিত মিলিত হইবার আশা রাখে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তাহার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে যেন কাহাকেও শরীক না করে।'

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْمِ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِوِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ ﴿١٩﴾

১৯-সূরা মারইয়াম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৯ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। কাফ হা ইয়া আঈন সাদ ।

كَافٍ هَاءٌ يَاءٌ آئِينَ سَادٌ ﴿٢﴾

৩। ইহা তোমার প্রভুর সেই রহমতের বর্ণনা যাহা তিনি তাঁহার বান্দা যাকারিয়্যার উপর করিয়াছিলেন ।

ذَكَرْنَا رَحْمَتَكَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٣﴾

৪। যখন সে তাহার প্রভুকে মৃদুকণ্ঠে বার বার ডাকিয়াছিল ।

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٤﴾

৫। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু ! নিশ্চয় আমার অবস্থা এইরূপ যে, বার্থক্যবশতঃ আমার অস্থিসমূহ দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং আমার মাথা উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু হে আমার প্রভু ! তোমার নিকট দোয়া করিলা আমি কখনও বার্থ মনোরথ হই নাই;

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شُعِينًا ﴿٥﴾

৬। এবং নিশ্চয় আমি আমার (মৃত্যুর) পরে আমার আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে ভয় করি, এবং আমার স্ত্রী বন্ধা । সূতরাং তুমি তোমার পক্ষ হইতে আমাকে উত্তরাধিকারী দান কর,

وَلَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأْيِكَ وَكَانَتِ امْرَأَتِي غَافِرًا فَقَهَّبْ بِي مِنْ لَدُنْكَ وَإِنِّي لَأَكْفَرُ ﴿٦﴾

৭। যে আমার উত্তরাধিকারী হইবে এবং ইয়াকুবের বংশধরগণেরও (সকল নেয়ামতের) উত্তরাধিকারী হইবে, এবং হে আমার প্রভু ! তাহাকে তুমি (তোমার প্রতি) সদা সন্তুষ্টচিত্ত বানাইও ।

يَرْثِيهِ وَيُورِثُ مِنَ آلِ يَعْقُوبَ ۗ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٧﴾

৮। (আল্লাহ বলিলেন) 'হে যাকারিয়্যা ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক পুত্রের সূসংবাদ দিতেছি, যাহার নাম ইয়াহইয়া হইবে, ইতিপূর্বে আমরা এই নামে কাহাকেও অভিহিত করি নাই ।'

يُزَكِّيهِ إِنَّا تَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٨﴾

৯। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! কিরূপে আমার পুত্র হইবে, যেহেতু আমার স্ত্রী বন্ধা এবং আমি বার্থক্যের চরম সীমায় পৌছিয়া গিয়াছি ?'

قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي غَافِرًا وَكَذَٰلِكَ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٩﴾

১০। সে (ফিরিশ্‌তা) বলিল 'এই ভাবেই হইবে।' তোমার প্রভু বলিলেন, 'ইহা আমার জন্য সহজ; আমি তোমাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।'

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّهُ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ وَقَدْ خَلَقْتَنكَ مِن قَبْلُ وَكَمْ تَكُ شَيْئًا ۝

১১। (মাকারিয়্যা) বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য কোন নিদর্শন দান কর।' আল্লাহ্ বলিলেন, 'তোমার জন্য এই নিদর্শন যে, তুমি লোকদের সঙ্গে একাদিক্রমে তিন দিব্যরাশি কথা বলিও না।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۗ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ الْبَاطِلَ فَتَكُ لِي آيَةً ۝

১২। অতঃপর, সে মেহরাব (ইবাদত-কক্ষ) হইতে বাহির হইয়া তাহার জাতির নিকট আসিল এবং তাহাদিগকে মুদ্ব্বর বলিল যে, সকলে ও সন্ধ্যায় তসবীহ (আল্লাহ্র পবিত্রতা কীর্তন) করিতে থাক।

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْحَرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝

১৩। (আল্লাহ্ বলিলেন,) 'হে ইয়াহুইয়া! তুমি এই কিতাবকে ময়বুতভাবে ধর।' এবং আমরা তাহাকে বাল্যকালেই প্রজ্ঞা দান করিয়াছিলাম।

يُنخِئِي خُدَّ الْكِتَابِ بِعُزَّةٍ وَأَيُّنُهُ الْحَكْمُ صَوِيًّا ۝

১৪। আরও (দান করিয়াছিলাম) আমাদের তরফ হইতে (হাদয়ের) কোমলতা ও পবিত্রতা, এবং সে মুস্তাকী ছিল।

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَرُكُودًا وَكَانَ تَوَكُّلًا ۝

১৫। এবং সে পিতামাতার প্রতি সদাচারী ছিল, এবং সে উগ্র, অবাধা ছিল না।

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمَّا كُنْ جَبَّارًا عَظِيمًا ۝

১৬। এবং তাহার উপর শাস্তি—যেদিন সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং যেদিন সে মৃত্যু বরণ করিবে, এবং যেদিন তাহাকে জীবিত করিয়া পুনরুচ্চিত করা হইবে।

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُحْيَاهُ ۝

১  
[১৬]  
৪

১৭। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি মরিয়ামের (রুত্বাত্ত) উল্লেখ কর, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব দিকে অবস্থিত এক স্থানে নিরালায় চলিয়া গেল:

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَذْمُومًا إِذَا نَبَذْتَ مِنْ أَهْلِنَا مَكَانًا شَرِيفًا ۝

১৮। অতঃপর সে তাহাদের নিকট হইতে নিজেকে আড়ান করিয়া নহিল, তখন আমরা আমাদের ফিরিশ্‌তাকে তাহার নিকট পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট এক সৃষ্ট মানবরূপে আশ্রয় প্রকাশ করিল।

فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

১৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমা হইতে রহমান আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি মুস্তাকী হইয়া থাক।'।

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ ۖ إِن لَّبِئْتٌ بَوِيًّا ۝



২০। সে (ফিরিশতা) বলিল, 'আমি তো তোমার প্রভুর এক বাণী-বাহক মাত্র, যখন আমি তোমাকে এক পবিত্র পৃথ (সম্পর্কে সংবাদ) দান করি।'

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝

২১। সে বলিল, 'আমার পুত্র সন্তান কিরাপে হইবে, যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি বাড়িচারিনীও নহি?'

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝

২২। সে (ফিরিশতা) বলিল, 'এই রূপেই হইবে।' তোমার প্রভু বলিয়াছেন, 'ইহা আমার জন্য সহজ; এবং (ইহা এই জন্য করিব) যে আমরা তাহাকে আমাদের তরফ হইতে মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং রহমতের কারণ করি; এবং ইহাই তকদীরে নির্ধারিত হইয়া আছে।'

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبِّي هُوَ مَعْنَى هَيْئَةٍ وَيَجْعَلُهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۝

২৩। অতএব সে তাহাকে গর্ভে ধারণ করিল এবং তাহাকে মইয়া এক দ্রবতী স্থানে নিরানায় চলিয়া গেল।

فَوَسَّلَتْهَا فَانْتَبَذَتْ بِهَا مَكَانًا مَّوْتًا ۝

২৪। অতঃপর, যখন তাহার প্রসব বেদনা তাহাকে এক খর্জুর-রুক্ষের কাণ্ডের দিকে যাইতে বাধ্য করিল তখন সে বলিল, 'হায়, ইহার পূর্বেই যদি আমি মরিয়া যাইতাম এবং আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যাইতাম!'

فَأَجْمَدَهَا النَّحَاسُ إِلَى جِدْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي وَتُ بَيْتِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنِيًّا ۝

২৫। তখন সে (ফিরিশতা) তাহাকে তাহার নীচের দিক হইতে ডাক দিয়া বলিল, 'তুমি দুঃখিত হইও না, নিশ্চয় তোমার প্রভু তোমার নিম্নদেশ দিয়া এক খর্জুর প্রবাহিত করিয়াছেন।

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّي خَتَمَكَ سَرِيًّا ۝

২৬। এবং খর্জুর-রুক্ষের কাণ্ড ধরিয়া তুমি নিজের দিকে নাড়া দাও, তোমার উপর উহা সদা পাকা খর্জুর নিষ্কপ করিবে;

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُ إِلَيْكِ رُطَبًا جَوْشِيًّا ۝

২৭। সূতরাং তুমি খাও এবং পান কর এবং চক্ষুকে স্ফিক কর। এবং যদি তুমি কোন মানুষকে দেখ, তখন (তাহাকে) বল, 'আমি রহমানের উদ্দেশ্যে রোযা মানত করিয়াছি; সূতরাং আজ আমি কোন মানুষের সহিত কোনক্রমেই কথা বলিব না।'

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا قَائِمًا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝

২৮। অতঃপর সে তাহাকে আরোহণ করাষ্টা নিজ জাতির নিকট আসিল; তাহারা বলিল, 'হে মরিয়ম! তুমি নিশ্চয় অত্যন্ত শুঘনা কাজ করিয়াছ!'

قَالَتْ بِهِ قَوْمَهَا طَائِفَةٌ قَالُوا بِمَا زَكَّيْتُمْ قَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا فَوِيًّا ۝

২৯। হে হারুনের ভগ্নী! না তোমার পিতা অসচ্চরিত্র ছিল, এবং না তোমার মাতা বাড়িচারিণী ছিল।'

৩০। তখন সে তাহার দিকে ইশারা করিল। তাহারা বলিল, 'আমরা তাহার সহিত কিরাপে কথা বলিব যে এক দেলনার শিঙ ?'

৩১। সে (ঈসা) বলিল, নিশ্চয় আমি আল্লাহর বাশা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন এবং আমাকে নবী মনোনীত করিয়াছেন।

৩২। এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতমণ্ডিত করিয়াছেন, এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে নামায ও যাকাত আদায় করার বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন;

৩৩। এবং তিনি আমাকে আমার মাতার প্রতি সদাচারী করিয়াছেন, এবং তিনি আমাকে উদ্ধৃত ও হতভাগা করেন নাই।

৩৪। এবং আমার উপর শান্তি—যেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং যেদিন আমি মৃত্যু বরণ করিব এবং যেদিন আমাকে জীবিত করিয়া পুনরুৎপত্ত করা হইবে।'

৩৫। এই হইল মরিয়মের পুত্র ঈসা, ইহা সত্য বিবরণ, যাহার সম্বন্ধে তাহারা তর্ক-বিতর্ক করে।

৩৬। ইহা আল্লাহর মর্যাদার পরিপন্থী যে, তিনি নিজের জন্য কোন পুত্র গ্রহণ করেন, তিনি পবিত্র। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন তখন তিনি উহাকে বলেন, 'হও', অতঃপর উহা হইয়া যায়।

৩৭। (ঈসা বলিল) 'নিশ্চয় আল্লাহ আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, সুতরাং কেবল তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।'

৩৮। কিন্তু বিভিন্ন দল তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য করিল; সুতরাং দু'ভোগ তাহাদের যাহারা এক স্তরের দিব্যে হামির হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে।

৩৯। সেদিন তাহারা আমাদের সম্বন্ধে হামির হইবে, নক্ষত্র কর, সেদিন তাহাদের শ্রবণ-শক্তি এবং দৃষ্টি-শক্তি কহ প্রথর

يَأْتَتْ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأًا وَمَا كُنْتَ  
أُمَّكَ بِنْتًا ۝

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي  
الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَحَطَبًا ۝

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ  
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

وَرَبِّيَ الْوَالِدُ الَّذِي جَبَّرَ لِيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمَّةٍ ۝

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ  
أُبْعَثُ حَيًّا ۝

ذُكِرَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ  
يَسْتَدْرُونَ ۝

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ ذَلِكُمْ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ  
أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ  
مُسْتَقِيمٌ ۝

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ  
كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونَكَ لِكُلِّ الظَّالِمُونَ

হইবে ! কিন্তু যানেমগণ আজ প্রকাশ পথভ্রষ্টতার মাধে পড়িয়া আছে ।

الْيَوْمَ نَزَّلْنَا صُورًا ۝

৪০ । এবং তুমি তাহাদিগকে বিষাদের দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যখন সকল বিষয়ের ফয়সালার করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু (এখন) এই সকল লোক ওদাসীনো পড়িয়া আছে, তাই তাহারা ঈমান আনে না ।

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৪১ । নিশ্চয় আমরা সমগ্র পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইব এবং তাহাদেরও যাহারা ইহার উপর আছে এবং তাহাদের (সকলকে) আমাদের দিকেই ফিরাইয়া আনা হইবে ।

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُبْرِجُونَ ۝

৪২ । এবং এই কিতাবে (মেরুপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি ইব্রাহীমের (রাত্ত) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে পরম সত্যবাদী ও নবী ছিল ।

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّي وَإِنِّي عَلَىٰ آلَاءِ رَبِّي كَفَّارٌ ۝

৪৩ । যখন সে তাহার পিতাকে বনিয়াছিল, 'হে আমার পিতা ! তুমি কেন ঐ সকল বস্তুর ইবাদত কর যাহারা হুনেও না এবং দেখেও না এবং তোমার কোন উপকারেও আসে না ?

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَبْعَثُ وَلَا نُفَعُ ۝

৪৪ । হে আমার পিতা ! নিশ্চয় আমার নিকট এমন জ্ঞান আসিয়াছে যাহা তোমার নিকট আসে নাই, সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সহজ পথ দেখাইব;

يَأْتِيَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝

৪৫ । হে আমার পিতা ! তুমি শয়তানের ইবাদত করিও না, নিশ্চয় শয়তান রহমান আল্লাহর অবাধ;

يَأْتِيَنِي لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَصِيًّا ۝

৪৬ । হে আমার পিতা ! নিশ্চয় আমি ভয় করি যেম রহমান আল্লাহর (অবাধতার জন্য) কোন আশাব তোমাকে স্পর্শ না করে, যাহার ফলে তুমি শয়তানের বন্ধ হইয়া যাও ।

يَأْتِيَنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُتَسَّكَ عَدَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝

৪৭ । সে বলিল, 'হে ইব্রাহীম ! তুমি কি আমার মা'বদগণ হইতে বিষম হইতেছ ? যদি তুমি বিরত না হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরমাতে হত্যা করিব, (তবে মগল ইচ্ছাতেই) তুমি কিছু কালের জন্য আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও, (যেম আমি ক্রোধবশতঃ কিছু করিয়া না বসি) ।

قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْعَهْلِ يَا إِبْرَاهِيمَ لَئِنْ لَمْ تُتَّعِثْ لَأَرْجِمَنَّكَ وَاهْجُرَّنِي مَلِيًّا ۝

৪৮ । সে (ইব্রাহীম) বলিল, 'তোমার উপর শাস্তি বর্ষিত হউক; নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব । নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতীব দয়ালু;

قَالَ سَلِمَ عَلَيْكَ مَا سَأَلْتُكَ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فِي حَقِّيًّا ۝

৪৯। এবং (হে পিতা!) আমি তোমাদের এবং উহাদের নিকট হইতে, যাহাদিগকে তোমরা আলাহ্ ব্যতীত ডাক, দূরে সরিয়া যাইব; এবং আমি আমার প্রভুর নিকট দোয়া করিব, এবং নিশ্চয়, আমি আমার প্রভুর নিকট দোয়া করিয়া বিফল মনোরথ হই না।

وَأَعْتَبْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَدْعَا  
رِي بِهِ عَنِّي إِلَّا أَسْكَنَ بِدَعَايَ رَبِّي أَنِّي

৫০। সুতরাং যখন সে তাহাদের নিকট হইতে এবং তাহারা আলাহ্ ছাড়া যাহাদের ইবাদত করিত তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; তখন আমরা তাহাকে ইসহাক্ ও ইয়াকুব দান করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের প্রত্যেককে আমরা নবী মনোনীত করিয়াছিলাম।

فَلَمَّا اعْتَرَاهُمُ مَا يُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا  
نَبِيًّا

৫১। এবং আমরা তাহাদিগকে আমাদের রহমতের এক (বিপুল) অংশ দান করিয়াছিলাম, তদুপর আমরা তাহাদিগকে সম্মত চিরস্থায়ী সৃষ্টি প্রদান করিয়াছিলাম।

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ  
عَرَبِيًّا مِثْلَ مَا عَرَبِيًّا

৫২। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি মুসার (রুডাভ)-ও উল্লেখ কর। নিশ্চয় সে মনোনীত (বান্দা) ছিল এবং রসূল, নবী ছিল।

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ  
رَسُولًا نَبِيًّا

৫৩। এবং আমরা তাহাকে তুর পর্বতের ডান পার্শ্ব হইতে ডাক দিয়াছিলাম এবং নিচ্ছিতে আলাপ করার সময় তাহাকে নৈকট্য দান করিয়াছিলাম।

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ  
نَجِيًّا

৫৪। এবং আমরা তাহাকে আমাদের রহমত হইতে তাহার ডাই হারানকে (সাহায্যকারীরূপে) দান করিয়াছিলাম, যাহাকে (আমরা) নবী করিয়াছিলাম।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا آخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا

৫৫। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) ইসমাইলেরও (রুডাভ) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যপরায়ণ এবং রসূল ও নবী ছিল।

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ  
وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا

৫৬। এবং সে তাহার পরিজনবর্গকে নামাম ও যাকাতের নির্দেশ দিত; এবং সে তাহার প্রভুর দৃষ্টিতে সন্তোষভাজন ছিল।

وَكَانَ يَأْمُرُ آلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ  
رَبِّهِ مَرْضِيًّا

৫৭। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি ইদরীসের (রুডাভ) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে পরম সত্যবাদী নবী ছিল।

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

৫৮। এবং আমরা তাহাকে অতি উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছিলাম।

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

৫৯। এই সকল লোক আদম-সন্তানদের মধ্য হইতে নবীগণের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের উপর আল্লাহ পুরস্কার নাযন করিয়াছিলেন, এবং তাহারা ঐ সকল লোকের (বংশধরগণের) মধ্য হইতে, যাহাদিগকে আমরা নূহের সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ করাইয়াছিলাম, এবং তাহারা ইব্রাহীম ও ইসরাঈলের বংশধরগণের মধ্য হইতে এবং তাহারা ঐ সকল লোকের মধ্য হইতে, যাহাদিগকে আমরা হেদয়াত দিয়াছিলাম এবং মনোনীত করিয়াছিলাম; যখন তাহাদের নিকট রহমান আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হইত তখন তাহারা সেজদা করিতে করিতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে নৃটাইয়া পড়িত।

৬০। কিন্তু তাহাদের পরে এমন বংশধর (তাহাদের) স্থলাভিষিক্ত হইল যাহারা (অবহেলা করিয়া) নামাযকে নষ্ট করিয়া দিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিল। স্তত্রায় তাহারা অচিরে পঞ্চদষ্টতার (শাস্তির) সম্মুখীন হইবে—

৬১। কেবল ঐ সকল লোক বাতীত যাহারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, — এই সকল লোক জামাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না—

৬২। সেই চিরস্থায়ী জামাতসমূহে, যাহাদের সম্বন্ধে রহমান আল্লাহ নিম্ন বান্দাদের সঙ্গে (প্রমত্তাবস্থায়) ওয়াদা করিয়াছেন (যখন সেই জন তাহাদের) দৃষ্টির অগোচরে (রহিয়াছে), নিশ্চয় তাঁহাদের ওয়াদা পূর্ণ হইবেই।

৬৩। তথায় তাহারা শাস্তি-সম্ভাষণ বাতীত কোন রুখা আলাপ গনিবে না, এবং তথায় তাহারা সকলে ও সন্ধ্যায় তাহাদের রিয়ক পাইতে থাকিবে।

৬৪। ইহাই সেই জামাত যাহার উত্তরাধিকারী আমরা আমাদের বান্দাগণ হইতে তাহাদিগকে করিব যাহারা মুতাকী হইবে।

৬৫। এবং (ফিরিশ্বাগণ তাহাদিগকে বনিবে), আমরা তোমার প্রভুর আদেশ বাতীরকে অবহরণ করি না; যাহা আমাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা আমাদের পিছনে আছে এবং যাহা এতদুভয়ের মধ্যে আছে সব কিছু তাঁহার; এবং তোমার প্রভু কিছুই ভুলিবার নাহেন;

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذِ اتَّخَذُوا عَلَيْهِمْ إِلَهَ الرِّسَالِ خُذُوا حِذْرًا فَكَفَىٰ

وَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ شَيْئًا

جَنَّتِ عَذَنَ الْبَلَى وَعَدَّ الرَّحْمَنُ عِبَادَةَ بِالْقَبْرِ إِنَّكَ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا زَوْجَاتٌ بَرَّةٌ وَعَشِيًّا

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نِيًّا

8  
(১৪)  
9

৬৬। তিনিই আকাশ-মঙ্গলের ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার প্রভু, সূতরাং তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার ইবাদতে সদা ধৈর্য ধারণ কর; তুমি কি কাহাকেও তাঁহার সমগণ বিশিষ্ট জান ?

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ  
وَإِبَادَتُهُ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا ۝

৬৭। এবং মানুষ বলিয়া থাকে, 'কী! আমি যখন মরিয়া যাইব তখন আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া উঠানো হইবে ?'

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مَاتَ لَوْ أَنِّي كُنْتُ أُخْرَجُ حَيًّا ۝

৬৮। মানুষ কি ইহা স্মরণ করে না যে আমরা ইতিপূর্বে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ তখন সে কিছুই ছিল না ?

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ  
شَيْئًا ۝

৬৯। অতএব, তোমার প্রভুর শপথ, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এবং শয়তানদিগকে একত্রিত করিব, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে জাহান্নামের চতুর্দিকে নতজানু অবস্থায় স্থাপন করিব।

قَوْلِكَ لَنُخَيِّرَنَّ لَهُمُ السَّالِفِينَ ثُمَّ لَنُخَيِّرَنَّ لَهُمْ  
حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثًّا ۝

৭০। অতঃপর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক দল হইতে তাহাদের মধ্যে রহমান আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক বিরুদ্ধাচরণকারীগণকে টানিয়া বাহির করিয়া লইব।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِئْءٍ لَّهُمْ أُسْدًا عَلَى الرَّحْمَنِ  
عِيتِيًّا ۝

৭১। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত আছি যাহারা ইহাতে দক্ষ হওয়ার অধিকতর উপযুক্ত।

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝

৭২। এবং তোমাদের মধ্য হইতে প্রত্যেককেই ইহাতে আগমন করিতে হইবে, ইহা তোমার প্রভুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

وَإِنْ مِنْكُمْ إِرَادُهَا كَانَ عَلَىٰ سِرِّكَ حَسْمًا  
مَّقْضِيًّا ۝

৭৩। অতঃপর, যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়া থাকিবে তাহাদিগকে আমরা মুক্তি দান করিব এবং যালেমদিগকে ইহার মধ্যে নতজানু অবস্থায় ছাড়িয়া দিব।

ثُمَّ لَنُنَجِّيَ الَّذِينَ نَذَرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَا  
جِثًّا ۝

৭৪। এবং যখন তাহাদিগকে আমাদের সম্বন্ধে আয়াতসমূহ আরতি করিয়া শুনানো হয় তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা মো'মেনগণকে বলেন, 'আমাদিগকে বল, এই দুই দলের মধ্যে কোনটি পদ-মর্যাদার দিক দিয়া উত্তম এবং সজা-সঙ্গী হিসাবে উৎকৃষ্টতর ?

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاتًا وَأَحْسَنُ  
نَدِيًّا ۝

৭৫। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা সাক্ষ-সরশর্মের দিক দিয়া এবং বাহ্যিক

وَكَرَّمْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ أَحْسَنُ أَنَاثًا

শান-শওকতের দিক দিয়া ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল ।

وَرِيًّا ۞

৭৬ । তুমি বল, 'মাহারা দ্বাষ্টিতে পড়িয়া আছে রহমান আল্লাহ তাহাদিগকে এক সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়া থাকেন সতরুপ পর্যন্ত না তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করে মাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হয় — হয়তো শাস্তি অথবা শেষ মুহূর্ত; সূত্রাং অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে যে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্টতর এবং কে সৈন্য-বলে দুর্বল ।'

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَلَّةً  
كَثْرًا إِذَا رَأَى مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَرَأَا النَّاسَ  
فَيَكْفُرُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۞

৭৭ । এবং আল্লাহ হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদিগকে হেদায়াতে বাড়াইতে থাকেন; বস্তুতঃ স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম, পুরস্কারের দিক দিয়াও এবং পরিণামের দিক দিয়াও ।

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَغِيضَ الضَّلِيلَ  
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ۞

৭৮ । তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, 'আমাকে নিশ্চয় অনেক ধন-সম্পদ এবং অনেক সন্তান-সন্ততি দেওয়া হইবে ?'

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا  
وَوَلَدًا ۞

৭৯ । সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে সংবাদ পাইয়াছে অথবা রহমান আল্লাহর নিকট হইতে কোন অস্বীকার নইয়াছে ?

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞

৮০ । এইরূপ কখনও হইবে না, সে যাহা বলে আমরা উহা অবশ্যই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিব এবং তাহার জন্য শাস্তিকে অনেক দীর্ঘ করিয়া দিব ।

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَدًا ۞

৮১ । এবং সে যাহা বলিতেছে আমরা উহার উত্তরাধিকারী হইব এবং সে আমাদের নিকট একাকীই আসিবে ।

وَرِئُوسُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۞

৮২ । এবং তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য অনেক মা'বুদ গ্রহণ করিয়াছে যেন উহারা তাহাদের জন্য শক্তি ও সম্মানের কারণ হইতে পারে ।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِكَيْ يُحِزُّوا لَهُمْ عِزًّا ۞

৮৩ । এইরূপ কখনও হইবে না, অচিরেই তাহারা তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে এবং তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধবাদী হইয়া দাঁড়াইবে ।

يُحِزُّ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِبِرِّهِمْ وَيَكْفُرُونَ عَالِيمًا ۞

৮৪ । তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আমরা শয়তানদিগকে কাফেরদের উপর পাঠাইয়াছি, তাহারা তাহাদিগকে (মন্দ কাজ) শুব উত্তেজিত করে ।

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَمُرُّهُمْ  
أَسْرًا ۞

৮৫। সূতরাং তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি করিও না, আমরা যথার্থভাবে তাহাদের জন্য (তাহাদের কার্যকলাপ) গণনা করিয়া রাখিতেছি।

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٥﴾

৮৬। (সমরণ কর) যেদিন আমরা মুক্তাকীগণকে রহমান আল্লাহর সমীপে সম্মানিত মেহমান স্বরূপ একত্রিত করিব;

يَوْمَ نَحْمُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًّا ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং আমরা অপরাধীদেরকে তুফার্ত উঠের পানের ন্যায় জাহান্নামের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব।

وَنَسْفَعُ الْمُرْجُومِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٧﴾

৮৮। সেদিন কাহারও শাফা'আত করার অধিকার থাকিবে না, সেই ব্যক্তি বাতিরেকে যে রহমান আল্লাহর নিকট হইতে অসীকার লইয়াছে।

لَا يَنْبَلُكَ لُؤْلُؤُ الشَّفَاعَةِ إِلَّا مِنَ الَّذِينَ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٨﴾

৮৯। এবং তাহারা বলে, 'রহমান আল্লাহ (নিজের জন্য) পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।'

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٨٩﴾

৯০। নিশ্চয়, তোমরা এক অতি গুরুতর কথা বলিতেছে।

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴿٩٠﴾

৯১। আকাশসমূহ ফাটিয়া যাইবার ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইবার এবং পর্বতমালা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرَن مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَجْرُؤُ الْجِبَالُ هَذَا ﴿٩١﴾

৯২। কারণ তাহারা রহমান আল্লাহর প্রতি পুত্র আরোপ করিয়াছে।

إِن دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٩٢﴾

৯৩। অথচ ইহা রহমান আল্লাহর পক্ষে সমীচীন নহে যে তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেন।

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٣﴾

৯৪। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে রহমান আল্লাহর সম্মুখে (তাঁহার) বান্দারূপে হাযির হইবে না।

إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٤﴾

৯৫। নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে যিরিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগকে যথার্থভাবে গনিয়া রাখিয়াছেন।

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٥﴾

৯৬। এবং তাহারা প্রত্যেকে কেয়ামতের দিন একাকী তাঁহার সমীপে হাযির হইবে।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٦﴾

৯৭। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে রহমান আল্লাহ্ অচিরেই তাহাদের জন্য গভীর ভানবাসা সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٧﴾

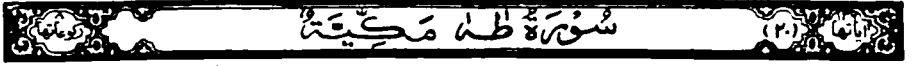


৯৮। সূতরাং ইহাকে (কুরআনকে) তোমার ডায়ায় আমরা সহজবোধ্য করিয়াছি যেন তুমি ইহার দ্বারা মুত্তাকীসগণকে সুসংবাদ দাও এবং ইহার দ্বারা কলহপরায়ণ জাতিকে সতর্ক কর।

وَأَنبَأْنِيَنَّهُ بِمَا كُنْتَ تَتْلُوَنَ عَلَيْهِ السُّرَّتِ وَيَ تَشْتَرِ  
بِهِ قَوْمًا كَذَابًا ﴿١٩﴾

৯৯। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে কতই না মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি ! তুমি কি তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও কোন ইঙ্গিত দ্বারা অনুভব করিতেছ অথবা তাহাদের মৃদু শব্দও শুনিতে পাইতেছ ?

وَكَمْ أَفْلَكُنَا قَوْمَهُمْ مِن قَبْلُ هَلْ يَبْصُرُونَ  
مِن حَيْثُ يُرْسَلُونَ ﴿٢٠﴾



## ২০-সূরা তাহা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৩৬ আয়াত এবং ৮ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। তাহা ।

طه

৩। আমরা তোমার উপর কুরআন এই জন্য নাযেন করি নাই যেন তুমি কষ্টে পড়,

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

৪। বরঞ্চ উপদেশরূপ, ঐ ব্যক্তির জন্য যে (আল্লাহকে) ভয় করে,

إِلَّا نَذْرًا لِّمَنْ يَخْشَىٰ

৫। তাঁহার নিকট হইতে নাযেন করা হইয়াছে, যিনি পৃথিবী এবং সুউচ্চ আকাশমণ্ডলকে সৃষ্টি করিয়াছেন ।

تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْفُلَا

৬। তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, যিনি আরশের উপর সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ।

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

৭। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে এবং ভূগর্ভস্থ তিজা মাটির নীচে যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহার ।

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْعَرْشِ

৮। এবং যদি তুমি উচ্চঃস্বরে কথা বল (অথবা নিম্ন স্বরে কথা বল, সবই তিনি শুনে), কারণ তিনি গুপ্ত এবং সর্বাধিক লুক্কায়িত বস্তুও জানেন ।

وَأَنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ

৯। আল্লাহ্‌ তিনি, যিনি বাতীত আর কোন মা'ব্দ নাই, সকল স্পন্দর নাম তাঁহারই ।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْغَيْبُ

১০। এবং তোমার নিকট কি মুসার বৃণ্ডান্ত পৌঁছিয়াছে ?

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ

১১। যখন সে একটি আগুন দেখিল, তখন সে তাহার পরিজনকে বলিল, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি এক আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবতঃ আমি উহার মধ্য হইতে তোমাদের জন্য কিছু অঙ্গার আনিতে পারিব, অথবা আগুনে আমি হেদায়াত পাইব ।

إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَلْعَلْ أَنْ يَكُنَّ مِنْهَا بَقِيَّةٌ أَوْ آجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

১২। যখন সে উহার নিকট আসিল, তখন তাহাকে এই বলিয়া সম্বোধন করা হইল, 'হে মুসা !—

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يُونُسَ ۝

১৩। নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু, সুতরাং তুমি তোমার জ্বতা দুইটি খুলিয়া রাখ, কারণ তুমি তুওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় আছ।

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْأَعْدَى  
طُوى ۝

১৪। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, অতএব যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হইতেছে তাহা শুন;

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ۝

১৫। নিশ্চয় আমি আলাহ, আমি বাতীত কোন উপাস্য নাই, সুতরাং তুমি আমারই ইবাদত কর এবং আমারই স্মরণার্থে নামায কায়েম কর;

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ  
الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝

১৬। নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যবাহী আমি শীঘ্রই উহা প্রকাশ করিব যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার চেষ্টানুযায়ী কর্মের ফল দেওয়া যাইতে পারে;

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ  
بِمَا تَسْعَىٰ ۝

১৭। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহার উপর ঈমান রাখে না এবং সে তাহার স্বীকৃতি প্রদানের অনুরোধ করে সে যেন তোমাকে উহা (কিয়ামতের বিশ্বাস) হইতে প্রতিরোধ করিতে না পারে, পাছে তুমি ধ্বংস হইয়া যাও;

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاسْتَبَعَّ  
هُوَ هُوَ نُوذَىٰ ۝

১৮। 'এবং হে মুসা ! তোমার ডান হাতে উহা কি ?'

وَمَا نَلَكَ بِيَمِينِكَ يُوسَىٰ ۝

১৯। সে বলিল, 'ইহা আমার লাঠি, আমি ইহার উপর ভর দিই এবং ইহার দ্বারা আমার মেম্বানের জন্য (গাছের) পাতা পাড়িয়া থাকি, ইহা ছাড়া ইহার মধ্যে আমার জন্য আরও অনেক প্রয়োজনীয় উপকার রহিয়াছে।'

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا  
عَلَ عَتِيٍّ وَابِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَىٰ ۝

২০। তিনি বলিলেন, 'হে মুসা ! তুমি ইহা ফেলিয়া দাও।'

قَالَ أَلْقُوهَا يُونُسَ ۝

২১। সুতরাং সে উহা ফেলিয়া দিল, তখন দেখ ! সহসা উহা এক সাপ হইয়া দৌড়িতে লাগিল।

فَأَلْقَاهَا فِئَادًا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۝

২২। তিনি বলিলেন, 'তুমি ইহাকে ধর এবং ভয় করিও না, আমরা ইহাকে পূর্বাভাস্য ফিরাইয়া দিব;

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا  
أَوَّلَىٰ ۝

২৩। এবং তুমি তোমার হাত নিজ বগলে চাপিয়া ধর ইহা কোন দোষ ছাড়াই ধপ্পে গুদ্র হইয়া বাহির হইবে, ইহা আর একটি নিদর্শন;

وَأَضْمُرْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِن  
غَيْرِ سَوَهِ آيَةٌ أُخْرَىٰ ۝

২৪। যেন আমরা তোমাকে আমাদের কতকগুলি বড় নিদর্শন দেখাই;

لُرِيكَ مِن آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۝

[২৪]  
৩০

২৫। 'তুমি ফেরাউনের নিকট যাও, সে নিশ্চয় সীমানাঘন করিগাছে।'

إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝

২৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করিয়া দাও;

قَالَ رَبِّ اشْحَجْ لِي صَدْرِي ۝

২৭। এবং আমার বিষয়কে আমার জন্য সহজ করিয়া দাও;

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝

২৮। এবং আমার জিহবার জড়তাকে দূর করিয়া দাও;

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝

২৯। যেন তাহার আমার কথা সহজে বৃথিতে পারে;

يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

৩০। এবং আমার পরিবারবর্গ হইতে আমার জন্য একজন সহযোগী নিযুক্ত কর—

وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝

৩১। আমার ভ্রাতা হারুনকে;

هُرُونَ أَخِي ۝

৩২। তাহার ঘারা আমার শক্তি সৃষ্টি কর;

اشْدُدْ يَدِيَّ وَأَنْزِرْ لِّي

৩৩। এবং তাহাকে আমার কাজে শরীক কর;

وَأَشْرِكْ لِي فِي أَمْرِي ۝

৩৪। যেন আমরা তোমার অধিক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করি;

كُنْ سُبْحَانَكَ كَثِيرًا ۝

৩৫। এবং তোমাকে আমরা অধিক স্মরণ করি;

وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝

৩৬। নিশ্চয় তুমি আমাদেরকে ডানরূপে দেখিতেছ।

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝

৩৭। তিনি বলিলেন, 'হে মুসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল,

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ۝

৩৮। এবং নিশ্চয় আমরা (ইতিপূর্বে) তোমার উপর আরও একবার অনুগ্রহ করিয়াছিলাম;

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۝

৩৯। যখন আমরা তোমার মাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যাহা (ঐ সময়) ওহী করা জরুরী ছিল;

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۝

৪০। (উহা এই) যে তুমি তাহাকে সিন্দকে রাখিয়া দাও এবং উহাকে নদীতে ফেলিয়া দাও, উহার পর (এইরূপ হইবে যে) নদী উহাকে তীরে নিষ্কণ করিবে, তখন তাহাকে উঠাইয়া লইবে

أَبِ اتَّقِدْ فِيهِ فِي النَّارِ هَبْ قَافٍ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَلْهُ  
أَيُّمُ بِالْحَاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّنِي وَعَدُوُّكَ وَ

সেই ব্যক্তি যে আমার এবং তাহারও শত্রু । এবং আমি তোমার জন্য আমার তরফ হইতে (তাহাদের অস্ত্রের) ডালবাসার উপেক্ষা করিলাম; এবং (এইরূপ এই জন্য করিলাম) যেন তুমি আমার চোখের সম্মুখে প্রতিপালিত হও;

৪১। যখন তোমার ভগ্নী চলিতেছিল এবং বলিতেছিল, 'আমি কি তোমাদিগকে এমন একজনের সন্ধান দিব যে তাহার (প্রতিপালনের) ভার গ্রহণ করিবে?' এবং এইভাবে আমরা তোমাকে তোমার মাতার নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম যেন তাহার নয়ন সশীতল হয় এবং সে শোকাকুল না হয়। এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে, কিন্তু আমরা তোমাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। এবং আমরা তোমাকে আরও অনেক পরীক্ষায় ফেলিয়া ভালভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যাহার পর তুমি মিদিয়ানবাসীদের মধ্যে অনেক বৎসর বসবাস করিয়াছিলে। এইরূপে, হে মুসা! তুমি পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলে;

৪২। এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করিলাম;

৪৩। তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও, এবং আমাকে সম্বরণ করার ব্যাপারে শৈথিল্য করিও না;

৪৪। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, কারণ সে সীমানাঘন করিয়াছে;

৪৫। এবং তোমরা উভয়ে তাহার সহিত নম্রভাবে কথা বলিও, হয় তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা (আমাকে) ডয় করিবে।'

৪৬। তাহারা উভয়ে বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের উপর মূলম করিবে অথবা সীমান্তীত কঠোরতা করিবে।'

৪৭। তিনি বলিলেন, 'তোমরা ভয় করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি তুমি এবং দেখি।'

৪৮। "সূতরাং তোমরা উভয়ে তাহার নিকট যাও এবং বল, 'নিশ্চয় আমরা উভয়ে তোমার প্রভুর রসূল, সূতরাং তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দাও, এবং তাহাদিগকে মোটেই কষ্ট দিও না। নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট তোমার

أَلَقَيْتَ عَلَيْكَ مَجَبَةً فِرْيَءَ ۗ وَلِيُصْنَعَ عَلَيَّ ۖ

إِذْ تَتَّبَعِي أَخْطَكَ تَقْوُلُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ  
فَرَجَعْتُكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَوَدَّعَا  
نَفْسًا فَدَجَّنَكَ مِنَ الْعَمَىٰ وَقَتْنَاكَ فُؤَادَهُ وَلَيْسَتْ  
سِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۗ لَئِمَّا جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّؤْمِنُ ۖ

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۖ

إِذْ هَبَّ آتٌ وَأَخُوكَ بِالْيَمِينِ وَلَا نَبِيَّآ فِي دُرُورِي ۖ

إِذْ هَبَّآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۖ

قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِكَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ  
يَطْفِئُنَا ۖ

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْعَىٰ وَأَرَىٰ ۖ

فَأْتِيَهُ فَفُؤَادًا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي  
إِسْرَائِيلَ ۗ وَلَا تَعْذِِبْهُمْ فَكَانُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ

প্রভুর এক বড় নিদর্শন নইয়া আসিয়াছি, এবং যে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসরণ করিবে তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হইবে;

رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ①

৪৯। নিশ্চয় আমাদের প্রতি এই ওহী নাযেল করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি (আল্লাহর পয়গামকে) মিথ্যা বনিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে এবং মুখ ফিরাইবে তাহার উপর আযাব আসিবে।”

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ②

৫০। সে বনিম, ‘হে মুসা ! তোমাদের প্রতিপালক কে?’

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يٰمُوسَىٰ ③

৫১। সে বনিম, ‘তিনিই আমাদের প্রতিপালক যিনি প্রত্যেক বস্তুকে উহার মধ্যমখ আকৃতি দিয়াছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।’

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ④

৫২। সে বনিম, ‘তাহা হইলে পূর্ববর্তী মানবজাতিসমূহের অবস্থা কি হইয়াছে?’

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ⑤

৫৩। সে বনিম, ‘তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আমার প্রভুর নিকট কিতাবে সুরক্ষিত আছে। আমার প্রভু বিদ্রান্তও হন না এবং বিস্মৃতও হন না—

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّنَا فِي كِتَابٍ لَا يَبْصُرُ رَبِّي وَلَا يَنْسَىٰ ⑥

৫৪। যিনি এই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যারূপে বানাইয়াছেন এবং উহার মধ্যে তোমাদের জন্য পথসমূহ সূক্ষ্ম করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং উহা দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকারের তরলতা জোড়া জোড়া করিয়া উৎপন্ন করিয়াছি;

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَرَسَّكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن تَبَاتٍ شَتَّىٰ ⑦

৫৫। তোমরাও খাও এবং তোমাদের পবান্দিত্তকেও চরাও। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বন্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।’

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ⑧

৫৬। ইহা (এই পৃথিবী) হইতে আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং ইহার মধ্যেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া নইয়া যাইব এবং ইহার মধ্য হইতেই আমরা তোমাদিগকে দ্বিতীয়বার বাহির করিব।

وَمِنهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُؤْتِكُمْ مِّنْهَا وَنُحْيِيكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ⑨

৫৭। এবং আমরা তাহাকে আমাদের সকল নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু সে (ঐতনিক) মিথ্যা বনিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং (মানিতে) অস্বীকার করিল।

وَلَقَدْ آتَيْنَاهَا كِتَابًا فَكَذَّبَ وَإِذَا

৫৮। সে বনিম, ‘হে মুসা ! তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যেন তুমি তোমার মাদু-মস্ত দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দাও?’

قَالَ اجْعَلْنَا لِنُحْرِجَنَّآ مِن أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسَىٰ ⑩

৫৯। তাহা হইলে নিশ্চয় আমরাও তোমার মোকাবেলায় ইহার অনুরূপ যাদু আনিব; সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে এবং তোমার মধ্যে (সময় ও) স্থান নির্ধারিত কর যাহাকে আমরাও লগ্নন করিব না এবং তুমিও (লগ্নন করিবে) না এমন এক স্থান যাহা (আমাদের উডয়ের জন্য) সমান (উপযোগী) হইবে।'

فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِحُجْرَتَيْهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ  
مَوْعِدًا إِلَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا  
سَوَاءً ⑤

৬০। সে বলিল, 'তোমাদের একত্রিত হইবার সময় হইল ঈদ-উৎসবের দিন এবং এই কথাও রহিল যে, নোকদিগকে পূর্বাঙ্কে সমবেত করিতে হইবে।'

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ  
صَحِيًّا ⑥

৬১। অতঃপর ফেরাউন চলিয়া গেল এবং সে তাহার (সম্ভাব্য) সকল তদবীর সন্ন্যাস করিল, এবং (মুসার মোকাবেলায়) আসিল।

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ⑦

৬২। মুসা তাহাদিগকে বলিল, 'সর্বনাশ তোমাদের, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না, অন্যথায় তিনি তোমাদিগকে আযাবের দ্বারা নিষ্পেষিত করিবেন এবং যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র প্রতি) মিথ্যা আরোপ করিয়াছে সে সর্বদা বিফল হইয়াছে।'

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا  
يَكْسِبُكُمْ بِهِ عَذَابٌ ۖ وَكَذَّابٌ مِنَ أَقْوَامٍ ⑧

৬৩। তখন তাহারা নিজেদের বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করিল এবং সংগোপনে পরামর্শ করিল।

فَتَنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ⑨

৬৪। তাহারা বলিল, 'এই দুইজন অবশ্যই বড় যাদুকর, যাহারা নিজেদের যাদু ক্রিয়া দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিতেছে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন-পদ্ধতিকে বিনাশ করিতে চাহিতেছে;

قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُكُمْ  
مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطُرُقِكُمْ ۙ لَلْظُلْمِ ⑩

৬৫। সুতরাং তোমরা তোমাদের তদবীরে একবদ্ধ হও, অতঃপর সারিবদ্ধ হইয়া (মোকাবেনার জন্য) আস। এবং যে আজ প্রাধান্য লাভ করিবে সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে।'

فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اسْتَوُوا صَفًّا ۖ وَوَقَدْ أَفْلَحَ  
الْيَوْمَ مِنَ السُّعْطَى ⑪

৬৬। তাহারা বলিল, 'হে মুসা! হয় তুমি (বাজি) নিরূপ কর, আর না হয় আমরাই প্রথমে নিরূপ করি।'

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ نُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ  
مَنْ أُلْقِيَ ⑫

৬৭। সে বলিল, 'বরং তোমরাই (প্রথমে) নিরূপ কর; অতঃপর তাহাদের যাদু ক্রিয়ার ফলে সহসা তাহাদের দড়ি ও নাতিগুলি মুসার নিকট এইরূপ মনে হইতে লাগিল যেন ঐগুলি দৌড়া দৌড়ি করিতেছে।

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَأَذَا جَاءَ لَهُمْ وَغِصْبُهُمْ يُخْشِدُ  
إِيْنَهُ مِنْ سِحْرِهِمْ أَتَاهَا تَصْدَقُ ⑬

৬৮। এবং মুসা নিজ অস্ত্রের তরু অনুভব করিল।

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ⑭

৬৯। তখন আমরা বলিয়াছিলাম, 'ভয় করিও না, কারণ তুমিই প্রাধান্য লাভ করিবে,

مَلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۝

৭০। এবং যাহা কিছু তোমার ডান হাতে আছে উহা নিষ্ক্ষেপ কর ফলে তাহারা যে কনাকৌশল করিয়াছে সব কিছুকেই উহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে, কারণ তাহারা যে কনাকৌশল করিয়াছে উহা কেবল যাদুকরের ধোকাবাজি। এবং যাদুকর যেখান থেকেই আসুক না কেন সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْفَفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۝

৭১। তখন যাদুকরগণ (প্রকৃত বিষয় উপনক্ষি করায়) সেজদায় পড়িতে বাধা হইল। তাহারা বলিল 'আমরা হারান ও মসার প্রভুর উপর ঈমান আনিলাম।'

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى ۝

৭২। সে (ফেরাউন) বলিল, 'আমি তোমাদিগকে হুকুম দেওয়ার পূর্বেই কি তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছ? সে নিশ্চয় তোমাদের প্রধান, যে তোমাদিগকে যাদু বিদ্যা শিখাইয়াছে। অতএব, আমি নিশ্চয় তোমাদের হাত ও পা (অবাধ্যতার জন্য) বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া ফেলিব, এবং তোমাদিগকে নিশ্চয় ছেজুর রন্ধের কাণ্ডে শুনবিদ্ধ করিব, এবং (তৎক্ষণাৎ) তোমরা নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে, আমাদের মধ্যে কে কঠোরতর এবং অধিক স্থায়ী শাস্তিদানকারী।'

قَالَ امْنُمُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَيْبُكُمْ الَّذِي عَلَّمَ السِّحْرَ فَلَا تَهْتَكُنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا وَصَلْتُمْ فِي جُدُوعِ الْخَلْلِ وَتَلَمَّنُنَّ إِنَّمَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۝

৭৩। তাহারা বলিল, 'আমরা কখনও তোমাকে ঐসকল সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রাধান্য দিতে পারি না যাহা আমাদের নিকট আসিয়াছে, এবং তাহার উপরও (তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না) যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তোমার ক্ষমতায় যাহা কুলায় তাহাই তুমি কর, তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পার।

قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

৭৪। আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনিয়াছি যেন তিনি আমাদের পাপসমূহ এবং যাদুমন্ত্রের যে কাজ করিতে তুমি আমাদের পক্ষে করিয়াছ উহা ক্ষমা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী।'

إِنَّمَا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا كُنْهْنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝

৭৫। প্রকৃত বিষয় ইহাই, যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর নিকট অপরাধী হিসাবে উপস্থিত হইবে তাহার জন্য নিশ্চয় জাহান্নাম অবধারিত, উহাতে সে মরিবেও না এবং বাঁচিবেও না।

إِنَّكَ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝



৭৬। এবং যে ব্যক্তি সংকর্ম করিয়া তাঁহার নিকট ঈমানদার অবস্থায় উপস্থিত হইবে, এইরূপ লোকদের জন্য হইবে উচ্চ মর্যাদাসমূহ—

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٦﴾

৭৭। চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার তলাদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, উহাতে তাহারা সদা বাস করিবে। বস্তুতঃ যাহারা পবিত্রতা অবলম্বন করে, তাহাদের উপযুক্ত পুরস্কার ইহাই।

جَنَّاتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَأُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴿٧٧﴾

৭৮। এবং আমরা মুসার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যে : 'তুমি আমার বান্দাগণকে নইয়া রাশিয়ারোগে সফর কর এবং সমুদ্রে তাহাদের জন্য শুভ রাস্তার নির্দেশ দাও; তুমি পশ্চাৎ হইতে ধরা পড়ারও ভয় করিবে না এবং সমুদ্রস্থ বিপদেরও আশংকা করিবে না।

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِآيَاتِنَا فَاخْرُجْ ۚ وَأَنْتَ لَمْ تَكُن فِي الْبَحْرِ نَبِيًّا ۖ لَّا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٨﴾

৭৯। অতপর, ফেরাউন তাহার সৈন্যদলসহ তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিল, পরিণামে সমুদ্রের জনরাশি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলিল।

فَاتَّبَعَهُمْ فَرَعَوْنُ يَجْمُودُهُمْ فَغَشِيَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٩﴾

৮০। এবং ফেরাউন তাহার কওমকে বিপথগামী করিল এবং হেদায়াতের পথে পরিচালিত করিল না।

وَأَضَلَّ فَرَعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿٨٠﴾

৮১। হে বনী ইসরাঈল ! আমরা তোমাদিগকে তোমাদের শত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তুর পর্বতের দক্ষিণ পাশ্বে আমরা তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম এবং তোমাদের উপর মাদ্রা ও সানওয়া নাযেল করিয়াছিলাম।

يٰٓبَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ حَابِئَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَزَوَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَىٰ ﴿٨١﴾

৮২। (এবং বনিয়াছিলাম যে,) 'আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি, উহা হইতে তোমরা পবিত্র জিনিস খাও এবং সীমা লংঘন করিও না, নাচেও তোমাদের উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হইবে, এবং যাহার উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হয়, সে নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়;

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং যে ব্যক্তি তওবা করে এবং ঈমান আনে ও সংকর্ম করে এবং হেদায়াত প্রাপ্ত হয়, আমি নিশ্চয় তাহারা জন্য পরম ক্ষমাতীন।

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٣﴾

৮৪। এবং (আমরা বনিয়াম) 'হে মুসা ! তোমাকে কিসে তোমার জাতি হইতে চলিয়া আসার জন্য তাড়াহড়ায় করিতে বাধা করিয়াছে ?'

وَمَا آجَلُهُمْ عَن قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ﴿٨٤﴾

৮৫। সে বলিল, 'তাহারা আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে এবং হে আমার প্রভু! আমি এই জনা তোমার নিকটে তাড়াতাড়ি আসিয়াছি যেন তুমি সন্তুষ্ট হও।'

قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ اتَّبَعْتُمْ وَإِيَّاكَ سَأَلْتُمْ  
لَتَرْفَعَهُ ۝

৮৬। তিনি বলিলেন, 'আমরা নিশ্চয় তোমার কওমকে তোমার (আসার) পর এক পরীক্ষায় ফেলিয়াছি এবং সামেরী তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।'

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَدِيدِكَ وَأَضَلَّهُمُ  
السَّامِرِيُّ ۝

৮৭। ইহাতে মুসা তাহার কওমের নিকটে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরিয়া গেল, এবং বলিল, 'হে আমার কওম! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের সহিত এক উত্তম ওয়াদা করেন নাই? সেই অঙ্গীকার (পূর্ণ হইবার সময়) কি তোমাদের জন্য অতি দীর্ঘ হইয়াছিল? অথবা তোমরা কি ইচ্ছা করিয়াছ যে তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ তোমাদের উপর বর্ষিত হউক? যাহার কারণে তোমরা আমার (সহিত কৃত) ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছ?'

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ  
يَقَوْمِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَبُّكُمُ وَعَدَاكُمْ عَسَاءُ أَفْعَالٍ  
عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ۝

৮৮। তাহারা বলিল, 'আমরা তোমার (সহিত কৃত) ওয়াদা লঙ্ঘন করি নাই, বরং আমাদের উপর সেই (ফেরাউনের) কওমের অনন্যকারাদির যে বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল আমরা উহা ফেলিয়া দিয়াছি এবং তদনুরূপ সামেরীও (উহা) ফেলিয়া দিয়াছে—'

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمِلْنَا  
أَوْثَارًا مِن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْنَا هُنَا كَذَلِكَ الْفَعْلُ  
السَّامِرِيُّ ۝

৮৯। তৎপর সে তাহাদের জন্য একটি পোবৎস প্রস্তুত করিল, যাহা কেবল একটি দেহ ছিল, যাহার মধ্য হইতে এক নিরর্থক হান্না রব বাহির হইত। ইহার পর তাহারা (সামেরী এবং তাহার সাথীগণ) বলিল, 'ইহা তোমাদেরও মা'ব্দ এবং মুসারও মা'ব্দ, কিন্তু সে (মুসা) ইহা ভুলিয়া (পিছনে ফেলিয়া) গিয়াছে।'

فَأَخْرَجَ لَهُمْ جَدًّا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ  
ذَلِكَ مُوسَىٰ وَفَقِي ۝

৯০। তবে কি তাহারা ভাবিয়া দেখে নাই যে, উহা তাহাদের কথার কোন উত্তর দেয় না এবং তাহাদের কোন অপকারও করিতে পারে না এবং কোন উপকারও করিতে পারে না?

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَتَذَكَّرُ  
لَهُمْ قَوْلًا وَلَا يُنذَرُ ۝

৯১। অথচ হারান (মুসার প্রত্যাবর্তনের) পূর্বে তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'হে আমার কওম! ইহার (এই গোবৎসের) দ্বারা নিশ্চয় তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে। এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অযাচিত-অসীম দাতা, সুহরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ পালন কর।'

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّنَا  
قَدْ نُسِرْنَا بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا  
أَمْرِي ۝

৯২। তাহারা বলিল, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসা আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে আমরা ইহার ইবাদতে মশগুল থাকিতে আপদে নিরত্ন হইব না।'

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَظِيمِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا  
مُوسَىٰ ۝

৯৩। সে (মুসা) বলিল, 'হে হারুন! যখন তুমি তাহাদিকে বিপথগামী হইতে দেখিয়াছিলে তখন কিসে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলে,

قَالَ يَهُزُّونَ مَا مَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۝

৯৪। যে তুমি আমার অনুসরণ না কর? তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করিলে?'

أَلَا تَتَّبِعُنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۝

৯৫। সে (হারুন) বলিল, 'হে আমার মায়ের পুত্র! তুমি আমার দাড়ি ও আমার মাথা (চুল) ধরিও না। আমি এই আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে, 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে তুমি বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমি আমার কথার অপেক্ষা কর নাই।'

قَالَ يَبْنُوؤُمَ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَمْ تَرْفُبُ قَوْلِي ۝

৯৬। সে (মুসা) বলিল, 'হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কি?'

قَالَ مَا خَطْبُكَ يَا مَرْيُومُ ۝

৯৭। সে বলিল, 'আমি যাহা কিছু অবলোকন করিয়াছিলাম তাহা তাহারা অবলোকন করে নাই। অতএব আমি এই রসূলের (মুসার) শিকার কতকংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম, অতঃপর আমি ইহাও (সুযোগমত) ফেলিয়া দিয়াছিলাম। এবং এইভাবে আমার অন্তর আমাকে (ইহা) সুশান্তিত করিয়া দেখাইয়াছিল।'

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّتُ لِي نَفْسِي ۝

৯৮। সে বলিল, 'দূর হও! এখন তোমার জন্য ইহাই অবধারিত করা হইল যে, তুমি আত্মীবন (প্রত্যেককে) এই কথা বলিতে থাক, 'আমাকে স্পর্শ করিও না' এবং তোমার জন্য (শাস্তির) এক সময় নির্ধারিত আছে যাহা তুমি কখনও টলাইতে পারিবে না। এখন তুমি তোমার মা'বদের দিকে লক্ষ্য কর, যাহার সম্মুখে বসিয়া তুমি উহার ইবাদতে মশগুল থাকিতে। আমরা নিশ্চয় উহাকে পোড়াইব, অতঃপর উহা (ছাই) সমুদ্রে যথেষ্টভাবে ছড়াইয়া দিব,

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُْحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّهُ فِي الْيَوْمِ نَسْفًا ۝

৯৯। তোমাদের মা'বদতো কেবল আল্লাহ্, যিনি বাতীত আর কোন মা'ব্দ নাই। যিনি সকল বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন।'

إِنَّمَا إِلْهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

১০০। এইভাবে আমরা তোমার সম্মুখে পূর্ববর্তী লোকদের 'রুতান বর্ণনা করিতেছি। এবং আমরা তোমাকে আমাদের নিকট হইতে স্মারক বাণী (কুরআন) প্রদান করিয়াছি।

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَّحْتَ وَقَدْ آتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝

১০১। সে কেহ ইহা হইতে মুখ ফিরাইবে সে নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে এক মস্ত বড় বোঝা বহন করিবে,

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۝

১০২। ইহারা এই অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিবে এবং কিয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য ইহা অতীব মন্দ বোঝা হইবে;

خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ۝

১০৩। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। এবং যেদিন আমরা অপরাধীগণকে নীল চক্কু বিশিষ্ট অবস্থায় উঠাইব।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الضُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝

১০৪। তাহারা পরস্পর চুপি চুপি বলাবলি করিবে যে, 'তোমরা কেবল দশ (দিন) অবস্থান করিয়াছ।'

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝

১০৫। আমরা উহা বিশদরূপে জানি যাহা তাহারা ঐ সময় বলিবে— যখন তাহাদের মধ্য হইতে সৎপথ হিসাবে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলিবে যে, 'তোমরা কেবল এক দিন অবস্থান করিয়াছ।'

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَفَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ نَجِيرًا ۝

৫  
[১৫]  
১৪

১০৬। এবং তাহারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। অতএব তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক সেগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন;

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝

১০৭। এবং তিনি সেগুলিকে মসৃণ সমতল ময়দানে পরিণত করিয়া ছাড়িবেন;

يَذَرُهَا كَأَسْفًا مَفْصُفًا ۝

১০৮। উহার মধ্যে তুমি না কোন বক্রতা দেখিবে এবং না কোন উচ্চতা।'

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝

১০৯। সেদিন নোকসকল একজন আহ্বানকারীর অনুসরণ করিবে যাহার (লিফ্ফার) মধ্যে কোনরূপ বক্রতা থাকিবে না এবং 'রহমান' আলাহ্‌র সম্মুখে (সকল) আওয়াজ নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, তখন তুমি চাপা গুজন ব্যতীত কিছুই শুনিতে পাইবে না।

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَأَوْجٍ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝

১১০। সেদিন কাহারও জন্য সুপারিশ কোন উপকারে আসিবে না কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যাহার পক্ষ 'রহমান' আলাহ্‌ (সুপারিশ করিবার) অনুমতি দিবেন এবং যাহার জন্য কথা বলা তিনি পসন্দ করিবেন।

يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَفِيَ لَهُ قَوْلًا ۝

১১১। যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখে এবং যাহা কিছু তাহাদের পশ্চাতে আছে (সকলই) তিনি জ্ঞানেন; তাহারা (তাহাদের) জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ وَعَلَّمَآ ۝

১১২। এবং (সেদিন) 'চির-জীবন্ত ও সকলের জীবন দাতা' (হায়াম) এবং 'চিরস্থায়ী ও সকলের স্থিতি-দাতার (কাইয়াম) সম্মুখে নেতৃত্ব বিনয়ের সহিত নতশির হইবে। এবং যে যন্ত্রমের বোঝা বহন করিবে সে বিফল হইবে।

১১৩। এবং যে মো'মেন অবস্থায় সংকর্মে করে সে কোন প্রকার যন্ত্রমেরও ভয় করিবে না এবং ক্ষতিরও আশংকা করিবে না।

১১৪। এবং এইরূপে আমরা ইহাকে— আরবী ভাষায় কুরআনের আকারে নায়েল করিয়াছি এবং আমরা ইহাতে সকল প্রকার সতর্ক বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে অথবা ইহা (কুরআন) তাহাদের জন্য (আল্লাহকে) স্মরণ করার লক্ষ্যে কোন নূতন উপাদান সৃষ্টি করে।

১১৫। অতএব আল্লাহই সর্বোচ্চ, তিনি প্রকৃত সর্বাধিপতি। এবং তুমি কুরআন পাঠে ছুরা করিও না তোমার প্রতি ইহার ওহী পূর্ণভাবে নায়েল হওয়ার পূর্বে, এবং তুমি বলিতে থাক, 'হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।'

১১৬। এবং ইতিপূর্বে নিশ্চয় আমরা আদমকে (এক বিষয়ের) তাকিদ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং আমরা তাহার মধ্যে (আদেশ লঙ্ঘনের) কোন সংকল্প পাই নাই।

১১৭। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্বতগণকে, বলিয়াছিলাম, 'তোমরা আদমের জন্য সেজদা (আনুগত্য) কর।' তখন ইবনীস বাতীত তাহারা সকলেই সেজদা করিল। সে অস্বীকার করিল।

১১৮। তখন আমরা বলিলাম, 'হে আদম! নিশ্চয় এই হইল তোমার ও তোমার সন্তানগণের শত্রু, সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে এই বাগান হইতে বাহির করিয়া না দেয়, পাছে না তুমি দুঃখ নিপতিত হও;

১১৯। নিশ্চয় ইহাতে তোমার জন্য (বিধি ব্যবস্থা) রহিয়াছে যে, তুমি ইহাতে ক্ষুধার্ত থাকিবে না এবং উনঙ্গও থাকিবে না;

১২০। এবং তুমি ইহাতে তৃষ্ণার্ত থাকিবে না এবং রৌদ্রেও পুড়িবে না।'

وَعَتَبَ الْوُجُوهُ لِلْبَئِي الْقِيُومِ وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ  
ثُلُكًا ۝

وَمَنْ يَسْمَلْ مِنَ الضَّلِيلَةِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ  
ثُلُومًا وَلَا مَضْمًا ۝

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ  
الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝

فَعَطَّ اللَّهُ إِلَهُكَ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي  
عِلْمًا ۝

وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَسْيِهِ وَلَمْ يَجِدْ  
لَهُ عَزْمًا ۝

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ  
أَبَىٰ ۝

قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَابْتَغِ الْوَسِيلَةَ  
يُخْرِجْكَمَآ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَنْتَفِ ۝

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۝

১২১। কিন্তু শয়তান তাহার মনে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলিল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে এক চিরত্বন রক্ষক এবং অক্ষয় রাজ্যের সন্ধান দিব?'

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدَّبَكَ هَذِهِ عَلَى شَجَرَةٍ الْأَخْضَرِ وَمَلَكَ لَا يُحِيطُ ①

১২২। অতঃপর তাহারা উভয়ে উহা হইতে খাইল, ফলে তাহাদের নগ্নতা তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া গেল এবং তাহারা উভয়ে বাপানের রক্ষ-পত্র দ্বারা নিভদ্বিগকে আবৃত করিতে লাগিল। এবং আদম তাহার প্রভুর হুকুম পালন করিল না, যাহার ফলে সে বিপথে চলিয়া গেল।

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهْمَا سُرَاتُهُمَا وَطَعَفَا عَيْنَيْهِمَا عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرِّيَةِ الْجَنَّةِ وَوَعَىٰ أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ②

১২৩। অতঃপর তাহার প্রভু তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন ও (তাহাকে) হেদায়াত দান করিলেন।

ثُمَّ اجْتَنَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ③

১২৪। তিনি বলিলেন, 'তোমরা উভয় (দলই) এখন হইতে অন্যত্র চলিয়া যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু হইবে। অতঃপর যদি আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকটে হেদায়াত আসে তখন যে আমার হেদায়াতের অনুসরণ করিবে, সে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না এবং কখনও ক্ষমসে পতিত হইবে না;

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جُنُوعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَنَا يَا أَبِئْتَبِكُمْ فِئْتِي هُدًى لِّمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ④

১২৫। এবং যে কেহ আমার সন্মরণ হইতে বিমুখ হইবে, নিশ্চয় তাহার জীবন যাপন অতি কষ্টের হইবে এবং ক্ষমামত দিবসে আমরা তাহাকে অন্ধরূপে উঠাইব।'

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِرُهُ ⑤

১২৬। তখন সে বলিবে, 'হে আমার প্রভু! তুমি আনাকে কেন অন্ধরূপে উঠাইলে? অথচ আমি চক্ষুমান ছিলাম।'

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ⑥

১২৭। তিনি বলিবেন, 'তোমার নিকটে আমাদের আয়াতসমূহ আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি উহা উপেক্ষা করিয়াছিলে, সুতরাং অদ্য তুমিও অনুরূপ উপেক্ষিত হইবে।'

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسَيْتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ⑦

১২৮। এবং যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করে এবং তাহার প্রভুর আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, আমরা তাহার সহিত এইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকি (ইহা কেবল ইহকালের জীবনের ব্যবহার) এবং পরকালের আঘাব ইহা অপেক্ষা কঠোরতর ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَالْعَذَابُ الْأَلِيمُ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ⑧

১২৯। ইহা কি তাহাদের জন্য হেদায়াতের কারণ হয় নাই যে তাহাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমরা ক্ষমস করিয়া দিয়াছি, যাহাদের বাসস্থানের মধ্য দিয়া তাহারা (এখন) চলা ফেরা করিতেছে? নিশ্চয় ইহার মধ্যে বৃদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَنْتَشِرُونَ فِي مَلَائِكِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي

بُحِّ الشُّعْبَىٰ ⑨

১৩০। এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে যদি একটি বাক্য পূর্ব হইতে জারি না হইয়া থাকিত এবং এক মেয়াদও নির্ধারিত না হইত, তাহা হইলে আমাব (ঐ মানবগোষ্ঠীগুলির জন্য) চিরস্থায়ী হইয়া যাইত।

১৩১। সূতরাং তাহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সন্ধ্যা উপলক্ষ্যে পূর্বে এবং ইহার অন্তিমিত হইবার পূর্বে তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তসবীহ কর, এবং রাত্রির বিভিন্ন সময়ে এবং দিনের সকল অংশে তসবীহ কর, যেন তুমি (তাহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া) পরিতুষ্ট হও।

১৩২। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কতক লোককে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের যাহা কিছু উপকরণ উপভোগ করিতে দিয়াছি উহার প্রতি তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও বিস্ফারিত করিয়া দেখিও না, (কারণ এই সব উপকরণ তাহাদিগকে এই জন্য দেওয়া হইয়াছে) যেন আমরা তাহারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করি। এবং তোমার প্রতি পালকের দেওয়া রিয়ক সর্বোত্তম এবং অধিকতর স্থায়ী।

১৩৩। এবং তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের তাগিদ করিতে থাক, এবং তুমি নিজেও উহাতে ধৈর্য সহকারে কায়ম থাক। আমরা তোমার নিকট কোন রিয়ক চাহি না, বরং আমরাই তোমাকে রিয়ক দিতেছি। বস্তৃতঃ তাকুওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য উত্তম পরিণাম।

১৩৪। এবং তাহারা বলে, 'কেন সে তাহার প্রভুর তরফ হইতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনে না?' তাহাদের নিকট কি প্রকৃপ নিদর্শন আসে নাই যেরূপ পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে বর্ণিত হইয়াছে?

১৩৫। এবং যদি আমরা তাহার (এই রসূলের আগমনের) পূর্বেই তাহাদিগকে আমাব দিয়া ধ্বংস করিয়া দিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বারিত, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের নিকট রসূল কেন পাঠাও নাই যাহাতে আমরা অপদস্থ ও অবমানিত হইবার পূর্বেই তোমার নিদর্শনাবলীর অনুসরণ করিতাম?'

১৩৬। তুমি বল, 'প্রত্যেক ব্যক্তি (তাহার নিজের পরিণামের) অপেক্ষা করিতেছে, অতএব তোমরাও (নিজেদের পরিণামের) অপেক্ষা করিতে থাক, এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, কাহার সর্বন-সুদৃঢ় পথের অনুসরণকারী এবং কাহার হেদায়াতপ্রাপ্ত (এবং কাহার নাহে)।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِأَوَّامًا وَأَجَلٍ مُّسْتَقَرًّا ۝

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

وَلَا تُدْرِكَنَّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثِيَنَّهُمْ فِيهَا وَرِزْقًا رَبِّكَ خَيْرٌ وَآبَقَىٰ ۝

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝

وَقَالُوا لَوْلَا يَا بَيْنَنَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ نَأْتِهِمْ بِآيَةٍ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَنَلَّوْا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقْدِرَ وَنَخْزَىٰ ۝

قُلْ كُلٌّ مَتَرْتَبِصٌ فَرِيصُوا فَتَسْتَعْلَمُونَ مَنْ أَهْلَبُ بِئِجْ السُّوَاطِ السَّوِيَّةِ وَمَنْ أَهْتَدَىٰ ۝

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ ﴿٢١١﴾

২১-সূরা আল্ আশ্বিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১৩ আয়াত এবং ৭ রুকু আছে ।

১৭শ পাতা

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। মানুষের জন্য তাহাদের হিসাব-নিকাশের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে, তথাপি তাহারা অবাহেলার সহিত মূখ ফিরাইয়া নাইতেছে ।

إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿٢﴾

৩। তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যে কোন নূতন সন্মারক-বাণীই আসে, তাহারা একদিকে উহা শুনে, অপরদিকে উহার সহিত ঠাট্টা-বিপ্লব করে ।

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٣﴾

৪। তাহাদের অন্তর আমোদ-প্রমোদ বিজ্ঞার । এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে, তাহারা গোপনে পরামর্শ করিয়া বেড়ায় (এবং বলে) 'এ শ্রে তোমাদেরই মত একজন মানস্ব বাতীত কিছু নহে, তবুও কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া তাহার যাদুমন্ত্রের কবলে পড়িবে ?'

لَا يَهْدِي قُلُوبَهُمْ وَأَسْرَوْا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلَكُمُ أَتَاتُوا الْبَشَرَ أَلَمْ يَعْبُورُوا ﴿٤﴾

৫। সে (রসূল) বলিল, 'আমার প্রভু সকল কথাই জানেন উহা আকাশে (বনা) হউক বা পৃথিবীতে (বনা) হউক । এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজানী ।'

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾

৬। (তাহাই নহে) বরং তাহারা বলিয়াছে, 'ইহা (কুরআন) কেবল এনামেনো স্বপ্ন, বরং সে নিজে এই সব কথা রচনা করিয়া লইয়াছে, বরং সে একজন কবি ।' অতএব সে যেন আমাদের নিকট কোন নিদর্শন লইয়া আসে যেরূপে পূর্ববর্তী-দিগকে (রসূলগণকে) নিদর্শন সহ পাঠানো হইয়াছিল ।'

بَلْ قَالُوا اضْغَثَاتُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ ﴿٦﴾

৭। তাহাদের পূর্বে কোন জনপদ—যেগুলিকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি—ঈমান আনে নাই, অতএব ইহারা কি কখনও ঈমান আনিবে ?

مَا أَصَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ قَوْمِيَهُمْ لَقَدْ أَهْلَكْنَاهَا أَقْوَمَ وَبُيُوتًا ﴿٧﴾

৮। এবং আমরা তোমার পূর্বেও কেবল পুরুষগণকেই (রসূলরূপে) পাঠাইয়াছি, যাহাদের প্রতি আমরা ওহী করিতাম । সূতরাং যদি তোমরা না জানিয়া থাক তাহা হইলে আহলে

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الْأَوْصَارِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾



কিতাবগণকে (পূর্ববর্তী প্রশ্নী-কিতাবের অনুগামী) জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

৯। এবং আমরা সেই সব রসুল কে না এমন দেহ দিয়াছিলাম যে তাহারা আহার করিত না এবং না তাহারা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী ছিল।

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا  
كَانُوا خَالِدِينَ ①

১০। অতঃপর আমরা তাহাদের সহিত যে ওহাদা করিয়াছিলাম উহা আমরা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছিলাম; এবং আমরা তাহাদিগকে এবং যাহাদিগকে আমরা চাহিয়াছিলাম তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং সীমানাঘনকারীগণকে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ  
وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ②

১১। আমরা তোমাদের নিকট এমন এক কিতাব নাযেন করিয়াছি যাহাতে তোমাদের জন্য উচ্চ মর্যাদার উপকরণ আছে; অতএব তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ③

১২। এমন কত জনপদই না ছিল যাহারা যলুম করিয়া আসিতোছিল, আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করিয়াছি, এবং তাহাদের পরে অপরপর কণ্ঠ্যকে উঁখিত করিয়াছি।

وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ ظُلُمُهُمْ وَأَنْشَأْنَا  
بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ④

১৩। অতঃপর যখন তাহারা আমাদের আযাব অনুভব করিল, তখন দেখ! সহসা তাহারা উহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৌড়িতে লাগিল।

فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ⑤

১৪। (আমরা বলিলাম) 'তোমরা দৌড়িও না, বরং তোমরা যে সূক্ষ-সত্তোগে মত ছিলে উহার দিকে এবং তোমাদের আবাসগৃহের দিকে ফিরিয়া যাও, যেন তোমাদিগকে (তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।'

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ وَمَسْكَبِكُمْ  
تَعْلَمُونَ ⑥

১৫। তাহারা বলিল, 'হাল্লা আমাদের জন্য পরিতাপ! বস্তুতঃ আমরাই যালেম ছিলাম।'

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ⑦

১৬। এইভাবে তাহাদের এই চিৎকার ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাহাদিগকে এক কঠিত শস্য ক্ষেত্র ও নির্বাপিত অগ্নি-সদৃশ করিয়া দিলাম।

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا  
خَالِدِينَ ⑧

১৭। এবং আমরা আকাশকে এবং পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে প্র সকলকে ক্রীড়াঙ্কনে সৃষ্টি করি নাই।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَمَعِينَ ⑨

১৮। যদি আমাদের আমোদ-প্রমোদ করার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা আমাদের নিকট হইতেই উহার ব্যবস্থা

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَآخُذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ⑩

করিয়া মহিঁতাম, যদি একাত্তই আমরা এইরূপ করিতে প্রয়াসী হইতাম ।

১৯ । বরং আমরা সতকে বাউনের উপর ছুঁড়িয়া মারি, ফলে ইহা উহার মাথা ডাঙ্গিয়া ফেলে, এবং দেশ ! সহসা উহা বিনীন হইয়া যায় । এবং তোমরা (আল্লাহ্ সছজে) যাহা কিছু বর্ননা কর উহার কারণে পরিতাপ তোমাদের জন্য ।

২০ । এবং যাহারা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তাহারা সকলই তাঁহার । এবং যাহারা তাঁহার সম্মুখে আছে তাহারা তাঁহার ইবাদত করিতে অহংকার বশতঃ বিরত হয় না এবং কোন প্রকার স্নানিও বোধ করে না ।

২১ । তাহারা দিব্যরাগ্নি (তাঁহারই) তসবীহ করে এবং তাহারা কখনও অবসন্ন হয় না ।

২২ । তাহারা কি পৃথিবীর মধ্য হইতে এমন উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে যাহারা (মৃতকে) পুনরুজ্জিত করে ?

২৩ । যদি (আকাশ ও পৃথিবী) এতদূতয়ের মধ্যে আল্লাহ্ ছাড়া আরও মা'বুদ থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় উভয়েই বিনষ্ট হইয়া যাইত । সুতরাং আল্লাহ্, যিনি আরশের অধিপতি, উহা হইতে পবিত্র যাহা তাহারা বর্ননা করে ।

২৪ । তিনি যাহা করেন সেই সছজে তিনি জিজ্ঞাসিত হন না, কিন্তু তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে ।

২৫ । তাহারা কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য মা'বুদ গ্রহণ করিয়াছে ? তুমি বল, 'তোমরা নিজদের প্রমাণ উপস্থিত কর; ইহা (এই কুরআন) তাহাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যাহারা আমার সত্ত্ব আছে এবং তাহাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যাহারা আমার পূর্বে অতীত হইয়াছে ।' কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই সতকে চিনে না, ফলে তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় ?

২৬ । এবং আমরা তোমার পূর্বে যত রসূল পাঠাইয়াছি, আমরা তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিই এই ওহী করিয়াছি, 'আমি বাতীত কোন মা'বুদ নাই; অতএব তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর ।'

২৭ । এবং তাহারা বলে, 'রহমান আল্লাহ্ নিজের জন্য এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন ।' তিনি পবিত্র, বরং তাহারা (যাহাদিগকে তাহারা পুত্র বলিতেছে) তাঁহার সম্মানিত বান্দা;

إِنْ كُنَّا فُؤُولِينَ ①

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ يُدْمِغُهُ فَأَوَّادًا  
هُوَ زَاهِقٌ وَكَلَّمَ الْوَيْلُ مِنَّا تَصِفُونَ ②

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ  
لَا يَشْكُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِبُونَ ③

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ④

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْسِبُونَ ⑤

لَوْ كَانَتْ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْنَا فَتُبْحِنِ اللَّهُ  
رَبِّ الْعَرْشِ عَنَّا يَصِفُونَ ⑥

لَا يَسْئَلُ عَنَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْسَلُونَ ⑦

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا تُبْهَكُهُمْ  
هَذَا وَذِكْرٌ مِنِّي وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي بَلْ أَلْتَهُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ⑧

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَنَّ إِلَيْهِ  
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ⑨

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ  
مُّكْرَمُونَ ⑩

২৮। তাহারা তাঁহার কথা বলার পূর্বে কোন কথা বলে না; তাহারা (কেবল) তাঁহারই হুকুম অনুযায়ী কাজ করে।

২৯। তিনি জানেন উহাও যাহা তাহাদের সম্মুখে আছে এবং উহাও যাহা তাহাদের পশ্চাতে আছে এবং তাহারা এ ব্যক্তি বাতীত, যাহার প্রতি তিনি সবুট, অন্য কাহারও জন্য স্পারিশ করে না; এবং তাহারা তাঁহার ডয়ে কম্পমান।

৩০। এবং তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ ইহা বলিবে, নিশ্চয় 'তিনি বাতীত আমি মা'বুদ,' তাহা হইলে আমরা এইরূপ ব্যক্তিকে প্রতিফল জাহান্নাম দান করিব। বস্তুতঃ যালেমদিগকে আমরা এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকি।

৩১। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা কি ইহা দেখে নাই যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবী উভয়েই সংবদ্ধ (পিড়াকার) ছিল; অতঃপর আমরা উভয়কে চিরিয়া ফাড়াইয়া পৃথক করিয়া দিলাম? এবং পানি হইতে আমরা প্রত্যেক জীবিত বস্তুর উদ্ভব করিলাম। তুবও কি তাহারা স্মান আনিবে না?

৩২। এবং আমরা পৃথিবীতে দৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে ইহা তাহাদিগকে নষ্টিয়া কম্পমান না হয়, এবং আমরা ইহাতে প্রশস্ত রাস্তাসমূহ বানাইয়াছি, যাহাতে তাহারা সঠিক পথে পরিচালিত হইতে পারে।

৩৩। এবং আমরা আকাশকে সুরক্ষিত ছাদস্বরূপ করিয়াছি, তথাপি তাহারা উহার নিদর্শনসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া নয়।

৩৪। এবং তিনিই রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রত্যেকেই আকাশে (নিজ নিজ) কক্ষপথে সত্তরপ করিতেছে।

৩৫। এবং আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দিই নাই। অতঃপর যদি তুমি মরিয়া যাও তাহা হইলে তাহারা কি চিরকাল (এখানে) জীবিত থাকিবে?

৩৬। প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং আমরা তোমাদিগকে মন্দ ও ভাল অবস্থা দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিব। এবং পরিশেষে আমাদের দিকেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

لَا يَسْتَفِيئُونَ بِالْقَوْلِ هُمْ يَأْمُرُونَ يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ  
إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَعُونَ ﴿٢٩﴾

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ  
جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾

أَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا  
رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا  
أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣١﴾

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ يَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا  
فِيهَا وِجَالَ سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣٢﴾

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ  
آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ﴿٣٣﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٤﴾

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِنْكُمْ  
فُئِمَّةُ الْخُلْدِ الَّذِينَ ﴿٣٥﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالنَّارِ وَالْخَيْرِ  
ذُنُوبَكُمْ وَإِنَّا تَرَجُّعُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যখন তোমাকে দেখে, তখন তাহারা তোমাকে কেবল হাসি-বিদ্রুপের পাত্ররূপে বানাইয়া নয় (এবং বলে) 'এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মা'ব্দদিগের (মন্দ বলিয়া) উল্লেখ করে?' অথচ তাহারা ইরহমান আল্লাহকে সম্মরণ করিতে অস্বীকার করে।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَخُذُواكَ الْإِهْرَؤُا  
أَهْلًا الَّذِي يَدْكُرُ الْإِهْتِكُمْ وَهُمْ يَدْكُرُ الرَّحْمَنَ  
هُمُ كَاهِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। মানুষকে ত্বরান্বিত করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমি নিশ্চয় তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব, অতএব তোমরা আমার নিকট তাড়াহড়া করিও না।

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا  
تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা (হে মুসলমানগণ!) সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হইবে?'

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যদি সেই সময়কে জানিত যখন তাহারা আশুনকে না তাহাদের মুখমণ্ডল হইতে সরাইতে পারিবে এবং না তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে; এবং না তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে।

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِمِ  
النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। বরং উহা তাহাদের নিকট হঠাৎ আসিয়া পড়িবে এবং তাহাদিগকে হতভম্ব করিয়া দিবে তখন তাহারা উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হইবে না।

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَوِيُونَ رُكْمًا  
وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤١﴾

৪২। এবং তোমার পূর্বে যে সকল রসূল অতীত হইয়াছে তাহাদের সহিতও হাসি-বিদ্রুপ করা হইয়াছে, কিন্তু পরিণাম ইহাই হইয়াছিল যে, তাহাদের মখা হইতে যাহারা হাসি-বিদ্রুপ করিয়াছিল তাহাদিগকে সেই বিষয়ই আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল যাহা নইয়া তাহারা হাসি-বিদ্রুপ করিত।

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَخَافَ بِاللَّيْلِ  
بَنِي سَعْدٍ وَهُمْ نَكَارًا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তুমি বল, 'রাত্রি ও দিবসে রহমান আল্লাহর (শাস্তি) হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে?' বরং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সম্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া নয়।

قُلْ مَنْ يَكْفُرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ  
بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। তাহাদের কি এমন মা'ব্দ আছে যাহারা তাহাদিগকে আমাদের মোকাবেলায় রক্ষা করিতে পারে? তাহারা নিজেদেরই কোন সাহায্য করিতে পারে না, এবং আমাদের মোকাবেলায় তাহাদিগকে কোন সঙ্গ-সাহচর্যও প্রদান করা হইবে না।

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ  
نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে বহু (পার্শ্ব) ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলাম, এমন কি তাহাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হইয়া গেল। সূত্রায় তাহারা কি দেখে

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ عَمَّا عَلَيْهِمْ  
الْعُمُرَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ مِنْ نَقْصِهَا

না যে, আমরা দুনিয়াকে উহার চতুর্দিক হইতে সংকীর্ণ করিয়া  
অগ্রসর হইতেছি? তবুও কি তাহারা বিজয়ী হইবে?

৪৬। তুমি বল, 'আমি কেবল ওহী দ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক  
করিতেছি।' কিন্তু বধিরগণ হ্রাসিত পারে না যখন তাহাদিগকে  
সতর্ক করা হয়।

৪৭। এবং যদি তোমার প্রতিপালকের আযাবের কোন ব্যাপ্তি  
তাহাদিগকে স্পর্শ করে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বলিবে,  
'হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা নিশ্চয় যালেম ছিলাম।'

৪৮। এবং কেয়ামতের দিন আমরা ন্যায়-বিচারের মান-দণ্ড  
সংস্থাপন করিব, ফলে কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে  
না। এবং যদি এক সরিষা-বীজ পরিমাণও কোন কিছু  
(কর্ম) থাকে আমরা উহা উপস্থিত করিয়া দিব। বস্তুতঃ হিসাব  
গ্রহণে আমরাই যথেষ্ট।

৪৯। এবং মুসা ও হারুনকে আমরা ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার  
মাধে পার্থক্যকারী নিদর্শন) এবং আলো এবং উদ্দেশবাহী  
দিয়াছিলাম—মুডাকীগণের জন্য,

৫০। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অদৃশ্যও ডয় করে  
এবং (হিসাব নিকাশের) নির্ধারিত সময় সম্বন্ধেও ভীত  
থাকে।

৫১। এবং ইহা (কুরআন) এক পরম বরকতপূর্ণ  
উপদেশবাহী, যাহাকে আমরা নায়েন করিয়াছি। অতএব তোমরা  
কি ইহার অস্বীকারকারী হইবে?

৫২। এবং নিশ্চয় আমরা ইতিপূর্বে ইব্রাহীমকে তাহার  
সঠিক পথ নির্ণয়ের যোগ্যতা প্রদান করিয়াছিলাম এবং আমরা  
তাহার সম্বন্ধে সমাক পরিভ্রাতা ছিলাম।

৫৩। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার কওমকে বলিয়াছিল,  
'এইসব প্রতিমা কি যাহাদের সম্মুখে তোমরা ধ্যান-মগ্ন  
হইয়া বসিয়া থাক?'

৫৪। তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে  
এইভাবে ইবাদত করিতে দেখিয়া আসিতেছি।'

৫৫। সে বলিল, 'তাহা হইলে তোমরা এবং তোমাদের  
পিতৃপুরুষগণও প্রকাশ্য ভ্রান্তির মাধে নিপতিত।'

مِنَ اطْرَافِهَا اَنَّهُمُ الْغٰلِبُونَ ﴿٢٩﴾

قُلْ اِنَّمَا اُنذِرْكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ

الدُّعَاءَ اِذَا مَا يَنْدُرُونَ ﴿٣٠﴾

وَلَيْنَ مَتَّسَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ يَقُولُ

يَوْمَئِذٍ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَلَا تظَلُمُ

نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ

اٰتَيْنَا بِهَا وَاكْفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٣٢﴾

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى وَهٰرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءًا

وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٣﴾

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّكٰتِ

مُشْفِقُوْنَ ﴿٣٤﴾

وَهٰذَا ذِكْرُ مَنبَرِكَ اَنْزَلْنٰهُ اَنْتُمْ لَهٗ مُنْكَرُوْنَ ﴿٣٥﴾

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدًا مِن قَبْلِ وَكُنَّا

بِهٖ عَلِيْمِيْنَ ﴿٣٦﴾

اِذْ قَالَ لِاٰبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ السَّآئِلُ الَّذِيْنَ

اَنْتُمْ لَهَا عٰقِبُوْنَ ﴿٣٧﴾

قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٣٨﴾

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٩﴾

৫৬। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকটে (প্রকৃতই) সত্য নইয়া আসিয়াছ অথবা তুমি আমাদের সহিত হাসি-ঠাট্টা করিতেছ ?'

৫৭। সে বলিল, 'বরং আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর প্রতিপালকই তোমাদের প্রতিপালক যিনি এইগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি এই বিষয়ে তোমাদের সম্মুখে অপরাপর সাক্ষীদের মধ্যে অন্যতম;

৫৮। এবং আল্লাহর কসম, তোমাদের পিতৃ ফিরাইয়া চানিয়া যাওয়ার পর আমি নিশ্চয় তোমাদের প্রতিমাগুলির বিরুদ্ধে অবশ্যই পরিকল্পনা গ্রহণ করিব।'

৫৯। অতঃপর সে ঐগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল, একমাত্র উহাদের প্রধানটি বাতীত, যেন তাহারা উহার নিকটে পুনরায় ফিরিয়া আসে।

৬০। তাহারা বলিল, 'আমাদের মা'ব্দদের সহিত এইরূপ কে করিল ? সে নিশ্চয় যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।'

৬১। তাহারা (অন্য নোকেরা) বলিল 'আমরা এক যুবককে ইহাদের (সম্বন্ধে মন্দ) উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি যে ইব্রাহীম বলিয়া অভিহিত।'

৬২। তাহারা বলিল, 'তাহা হইলে তাহাকে সব নোকের চোখের সামনে আন যেন তাহারা (তাহার বিরুদ্ধে) সাক্ষা দিতে পারে।'

৬৩। তাহারা বলিল, 'হে ইব্রাহীম ! তুমিই কি আমাদের মা'ব্দগণের সহিত এইরূপ করিয়াছ ?'

৬৪। সে বলিল, 'অবশ্যই কেহ ইহা করিয়াছে। তাহাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিমা এই তো। অতএব যদি তাহারা কথা বলিতে পারে তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।'

৬৫। অতঃপর তাহারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইল এবং বলিল, 'আসলে যালেম তো তোমরাই।'

৬৬। তখন তাহাদের মস্তক লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িল (এবং ইব্রাহীমকে বলিল,) 'তুমি তো জানই যে ইহারা কথা বলে না।'

قَالُوا اِحْتَمْنَا بِالْحَقِّ اَرَأَيْتَ مِنَ الْمُجِيبِينَ ۝

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۗ وَاَنَا عَلَىٰ ذِكْرِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

وَ تَاللّٰهِ لَآ كَيْدَآءَ اَصْنَامِكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝

فَجَعَلَهُمْ جُودًا ۙ اَلَا يُبَدِّلُ اَلِهَمُّهُمْ لَعَلَّهُمْ يُبَدِّلُوْنَ ۝

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالِهَيْتِنَا اِنَّهٗ لَيَنَّ الظَّالِمِيْنَ ۝

قَالُوا سَيَعْنَا فَيَذَرُوْهُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرٰهِيْمُ ۝

قَالُوا قَاتِلُوْا بِهِ عٰلِي اَعْدِي النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝

قَالُوْا اِنَّكَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالِهَيْتِنَا يَا اِبْرٰهِيْمُ ۝

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَاٰبِيْئِهِمْ هٰذَا فَتَسَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۝

فَرَجَعُوْا اِلَى الْاَنْفُسِمْ فَقَالُوْا اَلِكُمْ اَنْتُمْ الظَّالِمُوْنَ ۝

ثُمَّ نَبَّوْا عٰلِي رُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ ۝

৬৭। সে বানিন, 'তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন বস্তুর ইবাদত কর, যাহা তোমাদের না কোন কল্যাণ করিতে পারে এবং না কোন অকল্যাণ করিতে পারে ?

৬৮। হিক, 'তোমাদের জন্য এবং তাহাদের জন্যও যাহাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহকে ছাড়িয়া। তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি ছাড়াইবে না ?'

৬৯। তাহারা বানিন, 'তোমরা তাহাকে আগনে পোড়াইয়া ফেল এবং নিজেদের মাবদদের সাহায্য কর যদি তোমরা অবশ্যই কিছু করিতে চাহ।'

৭০। আমরা বানিনাম, 'হে আগন ! ইব্রাহীমের জন্য শীতল হও এবং নিরাপত্তার কারণ হও।'

৭১। এবং তাহারা তাহার বিরুদ্ধে মড়মুদ করিয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহাদিগকেই ক্ষতিগ্রস্ত করিলাম।

৭২। এবং আমরা তাহাকে এবং লুতকে উদ্ধার করিয়াছিলাম সেই দেশে যেখানে আমরা বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রাখিয়াছিলাম।

৭৩। এবং আমরা তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাককে এবং পৌত্ররূপে ইয়া'কুবকে এবং আমরা তাহাদের সকলকেই সৎকর্মশীল করিয়াছিলাম।

৭৪। এবং আমরা তাহাদিগকে ইমাম মনোনীত করিয়াছিলাম, তাহারা আমাদের আদেশানুযায়ী (লোকদিগকে) হেদায়াত দিত; এবং আমরা তাহাদের প্রতি নেক কাজ করিতে এবং নামায কায়ম করিতে এবং যাকাত দিতে ওহী করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহারা সকলেই আমাদের ইবাদতকারী বান্দা ছিল।

৭৫। এবং লুতকে আমরা হিকমত ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। এবং তাহাকে সেই জনপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম যাহারা জঘনা কাজ করিত। নিশ্চয় তাহারা অতিশয় মন্দ এবং দুষ্কৃতকারী ছিল।

৭৬। এবং আমরা তাহাকে আমাদের রহমতের মধ্যে রাখিল করিলাম; নিশ্চয় সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

قَالَ اتَّبِعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۝

أَمْ تَكْفُرُوا لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

قَالُوا حَرِّفُوهُ وَانصُرُوا آلَهُتَكُمْ إِن كُنتُمْ فاعِلِينَ ۝

قُلْنَا يَا كُوفِي بَرِّءًا وَسَلْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۝

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۝

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۝

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۝

وَلُوطًا إِنَّا جَعَلْنَا آلَهُنَّ وَالْمَلَائِكَةَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانَتْ تُفْعَلُ لَهُمُ الْحَيْثُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاعِلِينَ ۝

يَعْقِلُونَ ۝ وَأَرَادْنَا فِي رَحْمَتِنَا أَنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

৭৭। এবং (সমরণ কর) নহকে, যখন সে ইতিপূর্বে (আমাদিগকে) ডাকিয়াছিল এবং আমরা তাহার দোয়া গনিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পরিজনকে এক পরম উৎকণ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

وَتَوْحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ مَا نَجَّبْنَا لَهُ فَمَجَّبْنَاهُ  
وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

৭৮। এবং আমরা তাহাকে সেই কওমের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলাম যাহারা আমাদের নির্দশনসমূহকে মিথ্যা বনিয়া অস্বীকার করিয়াছিল, নিশ্চয় তাহারা নিকৃষ্ট কওম ছিল; ফলে আমরা তাহাদের সকনকেই নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

وَنَصْرُنَا مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৭৯। এবং দাউদকেও এবং সুলায়মানকেও (সমরণ কর) যখন তাহার উড়য়ে এক শয়াক্কেত্রের ঝগড়া সম্বন্ধে ফয়সালার করিতেছিল সেই সময় যখন এক কওমের ছাপ-পান রাত্রিকালে উহা খাইয়া ফেলিয়াছিল এবং আমরা তাহাদের ফয়সালার সাক্ষী ছিলাম।

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَلِسُ فِي الْحَرْتِ وَإِذْ نَفَسَتْ فِيهِ جَنَّمُ الْقَوْمِ وَكَانَ إِلَهُكُمْ شَيْدًا ۝

৮০। আমরা সুলায়মানকে বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের প্রত্যেককে শাসন-ক্ষমতা ও জান দান করিয়াছিলাম। এবং আমরা পর্বতমালা এবং পক্ষীকনকেও দাউদের সঙ্গে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম, তাহারা সকলেই (আল্লাহর) তসবীহ করিত। আমরা সব কিছু করিতে ক্ষমতাবান।

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّمْنَا هَامَانَ وَعِلْجَانًا  
سَعَيْنًا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالِ يُصَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكَلَّمْنَا  
فُولِينَ ۝

৮১। এবং আমরা তাহাকে তোমাদের জন্য বিশেষ একপ্রকার পোশাক (বর্ম) প্রস্তুত করার শিক্ষা-কলা শিক্ষা দিয়াছিলাম যেন উহা তোমাদিগকে তোমাদের পরস্পরের যুদ্ধের আঘাত হইতে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে?

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لَتَحْمِلَكُمْ فِيهَا  
بِأَسِيكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝

৮২। এবং আমরা প্রচণ্ড বায়ুকেও সুলায়মানের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়াছিলাম যাহা তাহার আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হইত যাহাতে আমরা বরকতে রাখিয়াছিলাম। এবং আমরা প্রত্যেক বিষয়ে সমাক পরিজ্ঞাত।

وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى  
الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكَلَّمْنَا بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمِينَ ۝

৮৩। এবং কতক বিদ্রোহপরায়ণ লোক এমন ছিল যাহারা তাহার জন্য ডুবুরীর কাজ করিত এবং ইহা ছাড়া তাহারা অন্যান্য কাজও করিত এবং আমরাই তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলাম।

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَفْضُونَ لَهُ وَيَعْبُدُونَ  
عَمَّا دُونِ ذَلِكَ وَكَلَّمْنَا لَهُمْ حَاطِينَ ۝

৮৪। এবং আইউবকেও (সমরণ কর), যখন সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়া বনিল, 'অবশ্যই দুঃখ-রক্ষণ আমাকে স্বপ্ন করিয়াছে, তুমি রহমকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী।'

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ  
أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝



৮৫। সূতরাং আমরা তাহার দোয়া তুলিলাম এবং তাহার সে  
দুঃখ-ক্লেশ ছিল, উহা আমরা দূরীভূত করিয়া দিলাম এবং  
আমরা তাহাকে তাহার পরিবার-পরিজন প্রদান করিলাম এবং  
আমাদের তরফ হইতে রহমতস্বরূপ তাহাদের সঙ্গে তাহাদের  
অনুরূপ আরও প্রদান করিলাম; এবং এই ঘটনাকে (আমরা)  
ইবাদতকারীদের জন্য নসিহতের কারণ করিলাম।

فَاتَّجِبْنَا لَهُ فَكَسَفْنَا مَا يَبْ مِنْ فُجُورِ أَتِنَاهُ أَهْلَهُ  
وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّ عِنْدِنَا وَذِكْرًا  
لِّلْعَالَمِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং ইসমাইল, ইদরীস ও যুল-কিফলকেও (সমরপ  
কর)। তাহারা সকলেই ধৈর্যশীল ছিল।

وَأِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ  
الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং আমরা তাহাদের সকলকে আমাদের রহমতে  
প্রতিষ্ট করিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারা সকলেই সৎকর্মশীল  
ছিল।

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং (সমরপ কর) যুন্-নুনকেও, যখন সে রাগ করিয়া  
চলিয়া গিয়াছিল এবং ধারণা করিয়াছিল যে, আমরা তাহাকে  
কখনও পাকড়াও করিব না, অতঃপর সে (বিপদাবলীর)  
অন্ধকাররাশির মধ্য হইতে (আমাদিগকে) ডাক দিল, 'তুমি  
বাতীত কোন মা'বদ নাই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি যাজেমদের  
অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।'

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاطِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقُذِرَهُ  
عَلَيْهِ فَتَدَاوَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْت  
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٨﴾

৮৯। সূতরাং আমরা তাহার দোয়া তুলিলাম এবং তাহাকে  
দুঃখ-কষ্ট হইতে নাজাত দিলাম, এবং এইভাবে আমরা  
মো'মেনগণকে উদ্ধার করিয়া থাকি।

فَاتَّجِبْنَا لَهُ لَّا وَرَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ وَكَذَلِكَ  
نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٩﴾

৯০। এবং যাকারিয়াকেও (সমরপ কর), যখন সে তাহার  
প্রভুকে ডাকিয়াছিল (এবং বলিয়াছিল), 'হে আমার প্রভু! তুমি  
আমাকে একা ছাড়িয়া দিও না এবং তুমিই উত্তরাধিকারীদের  
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

وَذَكَرْنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا  
وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٩٠﴾

৯১। তখন আমরা তাহার দোয়া তুলিলাম, এবং আমরা  
তাহাকে ইয়াহুইয়া দান করিলাম এবং তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে  
সৃষ্টি করিয়া দিলাম। নিশ্চয় তাহারা সৎকর্মে পরস্পর  
তৎপরতা অবলম্বন করিত এবং তাহারা আমাদিগকে আশা ও  
ভয়ের সহিত ডাকিত এবং আমাদের সান্নিধ্যে বিনয়ী  
ছিল।

فَاتَّجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ  
رُوحًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْوِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ  
يَدْعُونَ رَبًّا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خُشُوعِينَ ﴿٩١﴾

৯২। এবং সেই মহিলাকেও (সমরপ কর), যে তাহার সতীত্বের  
হিফায়ত করিয়াছিল, সূতরাং আমরা তাহার মধ্যে আমাদের  
রহ (আদেশ) হইতে কিছু ফুৎকার করিলাম, এবং আমরা

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَعْنَا بِهَا مِن رُّوحِنَا  
وَجَعَلْنَاهَا وَابِنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٢﴾

তাহাকে ও তাহার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন করিলাম ।

১৩ । নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত এক-ই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর ।

১৪ । এবং তাহারা তাহাদের মধ্যে নিজদের (দীনের) বিষয়কে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল, তাহাদের প্রত্যেককেই আমাদের দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে ।

১৫ । অতএব যে ব্যক্তি মো'মেন হওয়া অবস্থায় সংকর্ম করিবে তাহার কর্ম-প্রচেষ্টা রদ করা হইবে না এবং নিশ্চয় আমরা উহা লিখিয়া রাখি ।

১৬ । এবং প্রত্যেক জনপদের জন্য, যাহাকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, ইহা অলংঘনীয় বিধান করা হইয়াছে যে, উহার অধিবাসীগণ পুনরায় কখনও ফিরিয়া আসিবে না ।

১৭ । এমন কি যখন ইয়া'জুজ ও মা'জুজকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা প্রত্যেক উচ্চভূমি (ও সামুদ্রিক তরঙ্গমালার উপর) হইতে ছুটিয়া আসিবে ।

১৮ । এবং যখন (আল্লাহর) সত্য ওয়াদা (পূর্ণ হওয়ার সময়) সন্নিবর্ত হইবে, তখন দেখ! সহসা কাকেরদের চক্ষু ডয়ে বিস্ফারিত হইয়া যাইবে, (এবং তাহারা বলিবে) 'আমাদের জন্য পরিতাপ! নিশ্চয় আমরা এই (দিন) সম্বন্ধে গাফেল ছিলাম বরং আমরা যালেম ছিলাম ।'

১৯ । (তখন বলা হইবে) 'নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ বাতীত তোমরা যাহার ইবাদত করিতে তাহারা সকলেই জাহান্নামের ইচ্ছন হইবে, তোমরা সকলেই উহাতে প্রবেশ করিবে ।'

১০০ । যদি এইগুলি মা'বুদ হইত, তাহা হইলে তাহারা উহাতে প্রবেশ করিত না; এবং তাহারা সকলেই উহাতে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিবে ।

১০১ । তখন তাহারা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকিবে এবং উহাতে (সান্ত্বনার) কোন কথা তাহারা শুনিতে পাইবে না ।

১০২ । নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব হইতে আমাদের পক্ষ হইতে কল্যাণ অবধারিত করা হইয়াছে তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে :

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ  
مَاعْبُدُونَ ①

فَمَا تَقْطَعُونَ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ تَجُوعُونَ ②

مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الظُّلُمَاتِ فَهُوَ مَوْجِدٌ فَلَا  
لُفْئَاتٍ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُودُونَ ③

وَحَرِّمْنَا عَلَى مَرْيَمَ أَهْلَ كَنَانِهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ④

حَتَّىٰ إِذَا نُفِثَ بَأْسُهُمْ وَجُوعٌ وَمَطْبُوحٌ وَهُمْ مِنْ كُلِّ  
صَدَبٍ يَتْلُونَ ⑤

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ إِذْ أَخَذَ مِنْ شَاحِصَةٍ أَصْلَحَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُؤَلِّمُنَا أَعْدَانَنَا فِي عَفْوِنَا وَمِنْ هُنَا  
بَلَّغْنَا غُلَامِينَ ⑥

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ  
أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ⑦

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ مَا رَدُّوهُمَا إِلَىٰ وَجْهِهَا  
خَالِدُونَ ⑧

يُحْمَرُّ فِيهَا زُفْرُهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ⑨

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ  
عَنْهَا مُبَعَدُونَ ⑩

১০৩। তাহার উহার সামান্যতম শব্দও শুনিবে না, এবং তাহারা সেই অবস্থায় চিরকাল থাকিবে যাহা তাহাদের অন্তর কামনা করিবে।

১০৪। মহা আতঙ্কও তাহাদিগকে চিত্তিত করিবে না এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে এই বলিয়া 'ইহাই তোমাদের সেই দিন যাহার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হইত ;

১০৫। যেদিন আমরা আকাশকে গুটাইয়া লইব বই-খাতাদির লিখিত বস্তুকে গুটাইয়া লওয়ার ন্যায়।' যেরূপে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলাম তদ্রূপই আমরা উহা পুনরায় করিব ; ইহা এমন এক ওয়াদা যাহা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমাদের উপর নাস্ত রহিয়াছে, আমরা ইহা অবশ্যই করিব।

১০৬। এবং (ইতিপূর্বে) আমরা যাবূর উপদেশবাপীর পর ইহা লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার নেক বাস্তাগণ এই (পবিত্র) ভূমির উত্তরাধিকারী হইবে।

১০৭। নিশ্চয় ইহার মধ্যে ইবাদতকারী কওমের জন্য এক পয়গাম রহিয়াছে।

১০৮। এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত বরূপই প্রেরণ করিয়াছি।

১০৯। তুমি বল, 'আমার প্রতি কেবল ইহাই ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বুদ এক-ই মা'বুদ। অতএব তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হইবে?'

১১০। অতএব যদি তাহার পিঠ ফিরাইয়া নয়, তাহা হইলে তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে সকল দিক দিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছি, এবং আমি জানি না যে বিষয়ে তোমাদিগকে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে উহা নিকটে না দূরে;

১১১। নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক প্রকাশ্য কথাও জানেন এবং তাহাও জানেন যাহা তোমরা গোপন কর;

১১২। এবং আমি জানি না, উহা হয়তো তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং কিছুকাল পর্যন্ত সুখ-ভোগের কারণ হইতে পারে।'

১১৩। সে (এই রসূল) বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি সঠিকভাবে মৌমাংসা কর। বস্তুতঃ আমাদের প্রতিপালক

রহমান আল্লাহ, যাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া হয় উহার বিরুদ্ধে যাহা তোমরা বর্ণনা কর।'

لَا يَسْمَعُونَ حَيٰثِنَهَا وَهُمْ فِي مَا اَسْتَهْتِ  
اَنْفُسُهُمْ غٰلِيُوْنَ ﴿١٠٣﴾

لَا يَخْرُجُهُمُ الْفَرْعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقَّمُ النَّسِيْةُ  
هٰذَا يَوْمَكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ﴿١٠٤﴾

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكُتُبِ كَمَا  
بَدَا اَنَا وَاَوَّلَ عَلِيٍّ تُوْبِيْهُ وَاَعْدَا عَلِيًّا اِنَّا كُنَّا  
فٰوْلِيْنَ ﴿١٠٥﴾

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُوْرِمِنۢ بَعْدِ الَّذِيۡ كَرِهَ  
اَنَّ الْاَرْضَ يَرِيْثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٦﴾  
اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٧﴾  
وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰى اِلَيَّ اَنْتَ الْهٰكِمُ الرَّاٰى وَاَحَدٌ  
فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٩﴾

وَاَنۢ تَوَلَّوْا فَعَلَّ اَدْنٰتِكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ وَّاَنۢ اَدْرِيْ  
اَقْرَبُ اَمْرٍ بَعِيْدٌ مَّا تُوعَدُوْنَ ﴿١١٠﴾

رَاٰةٌ يَعْلَمُ الْجَهْرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١١﴾

وَاَنۢ اَدْرِيْ لَعَلَّكَ فِتْنَةٌ لِّكَوْ وَّمَتَاعٌ اِلَيَّ  
جِيْنِيْ ﴿١١٢﴾

قُلْ رَبِّ اَحْكُمۡ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ لِّلشُّكٰنِ  
عَلٰى مَا تُصِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

سُورَةُ الْحَجِّ مَدِينَةً ﴿١٢١﴾

২২ সূরা আল হাজ্জ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭৯ আয়াত এবং ১০ রুকু আছে

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের 'তাক্বুন্না' অবলম্বন কর; নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ের ভূমিকম্প অতীব গুরুতর বিষয়—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ دَوْلَةَ السَّاعَةِ سَاءُ عَظِيمَةٌ ﴿٢﴾

৩। যেদিন তোমরা উছা দেখিবে সে দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তাহার দুধ-পোমাকে ফুলিয়া যাইবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিবে এবং তুমি লোকদিগকে মাতাল অবস্থায় দেখিবে, অথচ তাহারা মাতাল হইবে না, বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব হইবে অতীব কঠোর।

يَوْمَ تَرُؤُنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٣﴾

৪। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে অজ্ঞানতাবশতঃ বিতর্ক করে এবং তাহারা প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٤﴾

৫। যাহার সম্বন্ধে এই চিরাচরিত ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে ব্যক্তিই তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে, সে তাহাকে অবশ্যই বিপক্ষগামী করিবে এবং প্রজ্বলিত দোষখের আযাবের দিকে লইয়া যাইবে।

كَتَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَاِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّوْءِ ﴿٥﴾

৬। হে মানবমণ্ডলী! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে থাক তাহা হইলে (চিন্তা কর) আমরা তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর গুরুবীর্ষ হইতে, অতঃপর আঠাঘো জমাট রক্তপিণ্ড হইতে, অতঃপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড বা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হইতে, যেন আমরা তোমাদের নিকট (আমাদের ক্ষমতার বিষয়) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিই। এবং যাহাকে আমরা চাহি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুতে রাখি; অতঃপর আমরা তোমাদিগকে শিশুর আকারে বাহির করি এবং (ক্রমানুয়ে পরিবর্ধিত করিতে থাকি) যেন তোমরা তোমাদের বলিষ্ঠ বয়সে উপনীত হইতে পার। এবং তোমাদের মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তিকে (স্বাভাবিক

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نَّفْثَةٍ تَمُرُّ مِّن عَظْمٍ ثُمَّ مِّن مَّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنَقَرُ فِي الْأَرْصَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوَكُمْ أَشَدَّ لَكُمْ وَنَسْنُمُ مَن يَتَوَّقِي وَنَسْنُمُ مَن يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُصْرِ لِكَلَّا يَعْلَمُ مَن يُبَدِّلْ عِلْمٌ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَادِيَةً

বয়সে) মুত্বা দান করা হয়; এবং তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে জরাজীর্ণ বার্ধক্যে উপনীত করা হয়, ফলে সে জনার্জনের পর সম্পূর্ণ জান-হারা হইয়া পড়ে। এবং তুমি তুমিকে নিশ্চাপ দেখিতে পাও, অতঃপর যখন আমরা উহার উপর পানি বর্ষণ করি তখন উহা সতেজ হইয়া উঠে এবং বর্ধিত হইতে থাকে এবং সর্বপ্রকার সুশোভিত উদ্ভিদ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করে।

৭। ইহা এই জনা যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ই প্রকৃত সত্য সত্য, এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনিই সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

৮। এবং নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদিগকে পুনরুজ্জ্বিত করিবেন যাহারা কবরে আছে।

৯। এবং নোকদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ সম্বন্ধে জান ছাড়া, হেদায়াত ছাড়া এবং কোনও সমুজ্জ্বল কিতাব ছাড়া এমন অবস্থায় বিতর্ক করে যে,

১০। সে অহংকারভরে নিজ পাক্ষ ফিরাইয়া রাখে যেন সে আল্লাহ্‌র পথ হইতে (লোকদিগকে) বিপথগামী করিতে পারে। তাহার জন্য দুনিয়াতেও লাঞ্ছনা নির্ধারিত আছে এবং কিয়ামত দিবসেও আমরা তাহাকে আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।

১১। (এবং বলিব) ইহা উহার কারণে যাহা তোমাদের হস্ত আগে প্রেরণ করিয়াছে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাহার বান্দাগণের উপর আদৌ যুলুম করেন না।

১২। এবং নোকদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে কিনারাম দাঁড়াইয়া। অতঃপর, যদি তাহার কোন কল্যাণ সাধন হয় তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু যদি সে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তাহা হইলে সে মুখ ঘুরাইয়া ফিরিয়া যায়। তাহারাই ইহজগতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং পরজগতেও। বস্তুতঃ ইহাই প্রকাশ্য ক্ষতি।

১৩। সে আল্লাহ্কে ছাড়িয়া এমন বস্তুকে ডাকে যে তাহার কোন অপকারও করিতে পারে না এবং কোন উপকারও করিতে পারে না। ইহাই চরম পরমায়ের বিপথগামিতা।

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ  
مِنْ كُلِّ وَرْجٍ بَشِيرَةٌ ۝

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَيُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَ  
أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَصْبَرُوا لِهَا وَ أَنَّ اللَّهَ  
يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ  
لَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝

ثُمَّ إِنِّي عِظُوهُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي  
الدُّنْيَا حِزْبٌ وَ يُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ  
الْحَرِيقِ ۝

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلِيمٍ  
فِي الْعِلْمِ ۝

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ  
أَصَابَهُ غَيْرٌ لِطَمَآنٍ بِهِ لَكَ أَصَابَتْهُ فَشْتَةٌ  
فِي نَفْسِكَ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَتَحْسِرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ  
ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَ مَا لَا  
يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝

১৪। সে তাহাকে ডাকে যাহার অনিষ্ট তাহার উপকার অপেক্ষা অধিকতর সন্নিহিত। এইরূপ মনিবও কত মন্দ এবং এইরূপ সহচরও কত মন্দ।

১৫। নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, এমন বাগানসমূহে প্রবেষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; নিশ্চয় আল্লাহ যাহা চাহেন তাহাই করেন।

১৬। যে ব্যক্তি এইরূপ ধারণা করে যে, আল্লাহ তাহাকে ইহকালে ও পরকালে কখনও সাহায্য করিবেন না, তাহার কতবা সে যেন একটি রজ্জ লম্বা করিয়া আকাশ পর্যন্ত নইয়া যায় (অর্থাৎ উহা দিয়া আরোহণ করে), অতঃপর উহা কাটিয়া ফেলে এবং দেখে যে তাহার কোশল সেই বিষয়কে অপসারিত করে কিনা যাহা তাহাকে রাগান্বিত করে।

১৭। এবং আমরা এইভাবে এই কুরআনকে সম্পূর্ণ নিদর্শনাবলীরূপে নাযেল করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আল্লাহ যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন।

১৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহাদী হইয়াছে এবং যাহারা সাবী এবং ফুটান এবং মজুসী এবং যাহারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করিয়াছে, আল্লাহ নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে ক্ষয়সাণা করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর উত্তম পর্যবেক্ষক।

১৯। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করিতেছে তাহারাও যাহারা আকাশসমূহে আছে এবং তাহারাও যাহারা পৃথিবীতে আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাতি, পর্বতমালা, বৃক্ষপুঞ্জ, জীবজন্তু এবং মানবকুল হইতে অনেকে? কিন্তু লোকদের মধ্যে এমন এক বিরাট দলও আছে যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের ফয়সালা হইয়া গিয়াছে। এবং আল্লাহ যাহাকে অপমানিত করেন তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই। নিশ্চয় আল্লাহ যাহা চাহেন তাহাই করেন।

২০। এই দুই পরস্পর বিবাদমান দল এইরূপ যাহারা নিজেদের প্রভুর সম্বন্ধে বিবাদ করিতেছে। অতএব যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হইবে এবং তাহাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে,

يُدْعُوا لَكُنْ صُرَّةً أَدْرَبَ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ  
الْمَوْلَى وَ لَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٤﴾

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ  
مَا يُرِيدُ ﴿١٥﴾

مَنْ كَانَ يَتُكَّنْ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ  
الْآخِرَةِ فَلْيَنْدُدْ وَيَسْبِبْ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ  
فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبُنْ كَيْدَهُ مَا يَغِیْظُ ﴿١٦﴾

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَن  
يُرِيدُ ﴿١٧﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَانُوا وَالضَّمِيرِينَ وَ  
النَّصْرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ  
يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٨﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنْجِي لَهْ مَن فِي السَّنَابِ وَمَن  
فِي الْأَرْضِ وَالسَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْجِبَالِ وَالْجِبَالِ  
وَالشَّجَرِ وَالذَّرَابِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ  
حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ  
مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٩﴾

هَذِهِ حَصْلَتِ اخْتِصَامًا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا  
تُطِغَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِّنْ تَأْوِيلِ صَبٍّ مِّنْ قَوْقِ  
رُؤُوسِهِمُ الْحَيَمَةُ ﴿٢٠﴾

২১। উহা দ্বারা তাহাদের উদরে যাহা কিছু আছে তাহা এবং তাহাদের চামড়াও গনাইয়া দেওয়া হইবে;

২২। এবং তাহাদের (আরও শাস্তির) জন্য থাকিবে নোহার হাতুড়িসমূহ।

২৩। যখনই তাহারা দুঃখ ও কষ্টের দরুন উহা হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই তাহাদিগকে তথায় ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে, 'তোমরা আগুনের আঘাবের স্বাদ গ্রহণ কর !'

২৪। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে এমন বাগানসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলাদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে। তথায় তাহাদিগকে অলংকৃত করা হইবে স্বর্ণের রুক্ষণ দ্বারা এবং মনি-মুক্তা দ্বারা; এবং উহাতে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

২৫। এবং তাহাদিগকে পবিত্র বাণীর দিকে পথ প্রদর্শন করা হইবে এবং তাহাদিগকে প্রশংসাময় (আল্লাহর) পথের দিকে পরিচালিত করা হইবে।

২৬। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে এবং 'মসজিদুল হারাম'(সম্মানিত মসজিদ) হইতে নিরুত্ত রাখে যাহাকে আমরা সমগ্র মানব জাতির জন্য সমভাবে কন্যাণের কারণ করিয়াছি—তাহারা উহাতে অবস্থানকারী হউক অথবা মরুভাসী হউক এবং যাহারা যত্নম করিয়া উহাতে বক্রতা সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহাদিগকে আমরা যন্ত্রণাদায়ক আঘাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।

২৭। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমের বসবাসের জন্য নির্ধারণ করিয়াছিলাম এই গৃহের স্থানকে (এবং বলিয়াছিলাম), যে, 'তুমি কোন বস্তুকে আমার সহিত শরীক করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ, তওয়াফ কারীদের (প্রদক্ষিণকারীদের), দণ্ডায়মানকারীদের, রুকু-কারীদের, এবং সেজদাকারীদের জন্য;

২৮। এবং তুমি সকল মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর, যেন তাহারা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) তোমার নিকট আগমন করে, পদব্রজেও এবং এমন সব বাহনের উপর আরোহণ করিয়াও,

يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ

وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَلِيدٍ

كَلِمًا أَلَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمٍ أَعِينُوا

فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا

مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا

خَيْرٌ

وَهُدًى وَآيَاتٍ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدًى إِلَى

صِرَاطٍ الرَّحِيمِ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً

لِنَعْلَمَ فِيهِ وَالْبَاءُ وَمَنْ يَزِدْ فِيهِ يَلْحَاقْ

بِهِ يَظْلَمُ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

وَلَذَ بَوَّانًا لِابْنِهِمْ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ

بِي شَيْئًا وَكَلِمَةُ بَيْنِي لِلظَّالِمِينَ وَالنَّعَامِيْنَ

وَالرُّكُوعِ السُّجُودِ

وَأُؤْن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تَوَكُّبًا رَجَالًا وَعَلَى

كُلِّ صَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

যেগুলি দীর্ঘপথ চলার দরুন শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে, ইহারা দূর-দূরান্ত হইতে পড়ীর পথ অতিক্রম করিয়া আগমন করিবে,

২২। যেন তাহারা তাহাদের জন্য নির্ধারিত উপকারসমূহ প্রত্যক্ষ করে, এবং যেন তাহারা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে উহার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে যাহা তিনি তাহাদিগকে গৃহ-পালিত চতুষ্পদ জন্তু হইতে দান করিয়াছেন। স্তুরাং তোমরা নিজেরাও উহা হইতে আহার কর এবং দুর্গত ও অভাবগ্রস্ত নোকাদিগকেও আহার कराও।

৩০। 'অতঃপর তাহারা যেন নিজেদের অপরিস্ফুটতা দূর করে এবং নিজেদের মানতসমূহ পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে।'

৩১। এইরূপ (আল্লাহর আদেশ)। যে বাজি আল্লাহর (নির্দেশিত) পবিত্র জিনিসসমূহের সন্ধান করিবে ইহা তাহার প্রভুর দৃষ্টিতে তাহার জন্য কল্যাণকর হইবে। (হে মোমেনগণ) তোমাদের জন্য, সকল চতুষ্পদ জন্তুই হালাল করা হইয়াছে কেবল উহা ছাড়া যাহা (কুরআনে) তোমাদের জন্য (হারাম বলিয়া) বর্ণিত হইয়াছে। অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক এবং ঐখ্যা কথা বলা হইতেও দূরে থাক—

৩২। আল্লাহর (ইবাদতের) জন্য একনিষ্ঠ অবস্থায়, কাহাকেও তাহার সঙ্গে শরীক না করিয়া। এবং যে কেহ আল্লাহর সঙ্গে কাহাকেও শরীক করে সে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল, অনন্তর পাখী তাহাকে ছৌ মারিয়া লইয়া গেল অথবা বাতাস তাহাকে উড়াইয়া দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল।

৩৩ প্রকৃত কথা) ইহাই, বস্তুতঃ যে বাজি আল্লাহর নির্ধারিত নিদর্শনসমূহকে সন্ধান ও প্রজ্ঞা উপাধন করিবে, নিশ্চয় তাহার এই কাজকে আন্তরিক তাকওয়া বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩৪। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য এইগুলির (কুরবানীর পত্ত) মধ্যে উপকার আছে, অতঃপর প্রাচীন গৃহের নিকট উহাদের কুরবানীর স্থান হইবে।

৩৫। এবং আমরা প্রত্যেক কওমের জন্য কুরবানীর নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহর নাম উহার উপর উচ্চারণ করে যাহা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হইতে তিনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন। সন্নরূপ রাখিও, তোমাদের

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَيْتِهِمُ الْأَنْعَامَ ۖ كُلُوا مِنهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْغَوَّاصِ ۚ

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْتُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِأَيْمَنِ الْعَرَبِ ۚ

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلٌ لَّكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا بَطَلَتْ عَلَيْهِ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۚ

حُقَّاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ مَتَّخِطُهُ الظُّلُمُ ۚ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحَابٍ ۚ

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شُعَابَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَىٰ الْقَلُوبِ ۚ

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحْلُومًا ۚ وَإِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَرَبِيِّ ۚ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَّذِكْرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَيْتِهِمُ الْأَنْعَامِ ۗ وَاللَّهُ



মা'ব্দ এক-ই মা'ব্দ সূত্রাং তোমরা কেবল তাঁহারই জন্য আত্মসমর্পণ কর এবং বিনয়ী লোকদিগকে সসংবাদ দাও—

৩৬। তাহারা এমন লোক যে, যখন তাহাদের নিকট আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাহাদের হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, এবং (ঐ সকল লোককেও সসংবাদ দাও) যাফরা তাহাদের উপর আগত বিপদাবলীতে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহারা নামায় কায়ম করে এবং তাহাদিগকে আমরা যাহা কিছু রিয্ক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

৩৭। আর যে কুরবানীর উদ্ভৃৎলি, আমরা ঐগুলিকে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত করিয়াছি। উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক মঙ্গল নিহিত আছে; অতএব, উহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া উহাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর! এবং যখন উহারা নিজেদের পার্শ্বে চলিয়া পড়ে, তখন তোমরা উহা হইতে নিজেরাও আহা কর এবং আহা করও অল্পতৃষ্ণী-ধর্মশীল অভাবীদিগকে এবং দারিদ্রে কাতর ব্যক্তিদিগকেও। এইভাবে আমরা উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৩৮। উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত কখনও আল্লাহর নিকটে পৌছে না, বরং তাঁহার নিকটে তোমাদের তরফ হইতে থাকে ওয়া পৌছে। এইভাবে তিনি উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন যেন তোমরা আল্লাহর শ্রুত হোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে হেদয়াত দান করিয়াছেন। এবং তুমি সৎকর্মশীলদিগকে সসংবাদ দাও।

৩৯। যাহারা স্ত্রীমান আনিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদের পক্ষ হইতে (শত্রুকে) প্রতিহত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ডানবাসেন না বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে।

৪০। যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান—

৪১। যাহাদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে অনায়াসভাবে তৃষ্ণ এই কারণে বাহিষ্কার করা হইয়াছে যে তাহারা বলে, "আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক।" আল্লাহ যদি এই সকল মানুষের

اللَّهُ وَاجِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَيُسِرُّ الْمُخْتَبِينَ ﴿٣٦﴾

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ وَالْمُصِرِّي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٧﴾

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ فَإِذَا ذُكِرُوا اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافٌ فَإِذَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِعَ وَالْمُعْتَزِدَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُجُومَهَا وَلَا يَدُؤُهَا وَكُنْ يَتَالَهُ التَّقْوَىٰ وَنُكْرًا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكْرِبُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَيُسِرُّ الْمُخْتَبِينَ ﴿٣٩﴾

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُبْدِيُ كُلَّ حِيَاةٍ لِّقَوْمٍ ﴿٤٠﴾

أُولَئِكَ لِلَّذِينَ يُفْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٤١﴾

الَّذِينَ أَنْزَلْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَدْرًا حَتَّىٰ لَا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَا نَدْعُ الْإِنْسَانَ بِظَنِّهِمْ

একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে সাধু-সম্মাসীগণের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাহাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন যাহারা তাঁহার (ধর্মের পথে) সাহায্য করে; নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় শক্তিশালী, মহা পরাক্রমশালী।

৪২। ইহারা এমন লোক যে, যদি আমরা তাহাদিগকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি, তাহা হইলে তাহারা নামাম কায়ম করিবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের আদেশ করিবে এবং মন্দ কর্ম হইতে নিষেধ করিবে। বস্তুতঃ সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছাতিয়ায়ে।

৪৩। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করে, তাহা হইলে (ইহা নতুন কথা নহে) তাহাদের পূর্বেও (নবীদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল নূহের জাতি এবং আদ এবং সামূদ—

৪৪। এবং ইব্রাহীমের জাতি এবং লূতের জাতি;

৪৫। এবং মিদিয়ানবাসীগণ। এবং মুসাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করা হইয়াছিল। তখন আমি অস্বীকারকারীগণকে কিছু অবকাশ দিয়াছিলাম, অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলাম; অতএব (চিত্তা করিয়া দেখ) আমাকে অস্বীকার করা (পরিণামে) কত ভয়াবহ ছিল!

৪৬। এবং কত ভয়পদ ছিল যেগুলিকে আমরা এমতাবস্থায় ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যখন তাহারা যুলুম নিপুণ ছিল, ফলে গুণ্ডালি স্বীয় ছাদের উপরে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং কত পরিভ্রান্ত রূপ এবং সুউচ্চ ও সুদৃঢ় কিল্লা (যেগুলিকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি)!

৪৭। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া দেখে নাই যাহাতে তাহারা এমন হৃদয় লাভ করে যেগুলি দ্বারা তাহারা (এইসব কথা) উপলব্ধি করিতে পারে অথবা এমন কান লাভ করে, যেগুলি দ্বারা তাহারা (এই সব কথা) শুনিতে পারে? আসল কথা এই যে, বাহ্যিক চক্ষু অন্ধ হয় না, পরন্তু অন্ধ হয় হৃদয় যাহা বন্ধে আছে।

بَعْضُ لَهْدِمَتِ صَوَابِعِ وَبَيْعِ وَصَلَاتٍ وَ  
مَسْجِدٍ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ  
اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٢﴾

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَكَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ  
الْمُنْكَرِ إِنَّ اللَّهَ عَاجِلٌ بِالْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ  
وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٤﴾

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٥﴾

وَاصْحَابَ مَدْيَنَ وَالْكَذَّابَ مُوسَىٰ وَأَلْيَتَ الْكَافِرِينَ  
ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٦﴾

فَكَانَ مِنْ قَوْمِ آهْلِكُنَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِّفِيهَا  
خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبْنَوُ مَعْظَلَةً وَقَصْدِ  
مُغْتَابِ ﴿٤٧﴾

أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ  
يَتَقُولُونَ بِهَا أَوْ أَدَانُكَ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا  
تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي  
الضُّدُورِ ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে, অথচ আল্লাহ্ কখনও তাহার ওয়াদা ভংগ করেন না। এবং নিশ্চয় কোন কোন দিন তোমার প্রতিপালকের নিকট এক হাজার বৎসরের সমান যাহা তোমরা গণনা কর।

৪৯। এবং এমন কত জনপদ ছিল যাহাদিগকে আমি (প্রথমে) অবকাশ দিয়াছিলাম, অথচ তাহারা যুল্মে ব্যাপ্ত ছিল। অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছি, এবং আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

৫০। ক্বিম বল, 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের জন্য কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী;

৫১। সূতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং পূণাকর্ম করে, তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযক্ (অবধারিত) আছে;

৫২। কিন্তু যাহারা আমাদিগকে আমাদের নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে পরাভূত করিতে চেষ্টা করে — তাহারা জাহান্নামের অধিবাসী।'

৫৩। এবং আমরা তোমার পূর্বে না কোন রসূল এবং না কোন নবী পাঠাইয়াছি কিন্তু যখনই সে কোন ইচ্ছা করিয়াছে তখনই শয়তান তাহার ইচ্ছার পথে বিঘ্ন দাঁড় করাইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ উহা দূরীভূত করিয়া দেন যাহা শয়তান দাঁড় করায়। অতঃপর তিনি নিজ নিদর্শনসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বতানী, পরম প্রজাময়।

৫৪। যেন তিনি উহাকে, যাহা শয়তান দাঁড় করায়, ঐ সকল লোকের জন্য পরীক্ষার কারণ করেন, যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহাদের হৃদয় শক্ত পাষণ, বস্তুতঃ যালেমগণ কঠোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রহিয়াছে।

৫৫। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, নিশ্চয় ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সর্বাঙ্গীন সত্য; ফলে তাহারা যেন ঈমান আনে এবং তাহার প্রতি তাহাদের হৃদয় বিনয়ানবনত হয়। এবং আল্লাহ্ মো'মেনগণকে সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে নিশ্চয় হেদায়াত দিয়া থাকেন;

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَكَانَ يُخَلِّفُ اللَّهُ وَعْدَهُ  
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٨﴾

وَكَلَّيْنَا مِنْ قَبْلِهِ أَمْمَاتٍ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ نُفْسٌ  
فِي آخِذَتِهَا، وَالْإِلَى الْمَوْجِدِ ﴿٤٩﴾

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥١﴾

وَالَّذِينَ سَعَوْا عَلَيَّ إِنِّي مَعَهُمْ إِنِّي وَلِيُّ الْبَاقِيَّةِ  
﴿٥٢﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا  
إِذَا تَمَنَّى الْفُلُ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا  
يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴿٥٣﴾

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي  
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ  
لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٤﴾

وَلِيُعَلِّمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ  
فِيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ  
لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং কাফেরগণ ইহার সম্বন্ধে সেই সময় পর্যন্ত সন্দেহে পড়িয়া থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না (ধ্বংসের) নির্ধারিত মুহূর্ত্ত তাহাদের উপর অকস্মাৎ আসিয়া পড়িবে, অথবা তাহাদের নিকট এক ধ্বংসাত্মক দিবসের আঘাৎ আসিয়া পড়িবে।

৫৭। সেদিন সমস্ত আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর হইবে। তিনি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। সূতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহারা নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহে থাকিবে।

৫৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারা ইহা ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আঘাৎ (নির্ধারিত) আছে।

৫৯। এবং যাহারা আল্লাহর পথে হিজরত করে, অতঃপর নিহত হয় অথবা স্বাভাবিক ভাবে মারা যায় নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে উত্তম রিয্ক দান করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ রিয্ক দাতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

৬০। তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে এমন স্থানে প্রবেশ করাইবেন যাহাকে তাহারা পসন্দ করিবে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, পরম সচিব।

৬১। ইহা এইরূপেই। এবং যে ব্যক্তি সেই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে যে পরিমাণ তাহাকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, এতদসত্ত্বেও সে (বিপক্ষ দ্বারা) নির্যাতিত হইলে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম মার্জনাকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

৬২। এইরূপ (প্রতিফল দানের নিয়ম) এইজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহই রাগ্নিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাগ্নিতে প্রবিষ্ট করেন, এবং নিশ্চয় আল্লাহ সর্বপ্রভা, সর্বদ্রষ্টা,

৬৩। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহ বাস্তব তাহারা যাহাকে ডাকে উহা আসলে মিথ্যা এবং নিশ্চয় আল্লাহই সর্বোচ্চ, অতীব মহান।

৬৪। তুমি কি দেখ না যে, নিশ্চয় আল্লাহ আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন যাহার ফলে যমীন সন্জ শ্যামল হইয়া উঠে? নিশ্চয় আল্লাহ পরম সক্ষমশীল, সর্বজ্ঞাত।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِزْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى  
تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ  
عَقِيبِهِ ۝

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا  
وَيَرْزُقْهُمْ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا ذَكِيمًا ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ  
عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُلُوا أَوْ  
مَا كُنَّا يَنْزِرُ لَهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَكُنُوزِ  
الزَّرْقِينِ ۝

لِيُدْخِلَهُمْ فِي دَرَجَاتٍ عَالِيَةٍ لِرِضْوَانِهِ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَلِيمٌ  
حَلِيمٌ ۝

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ نَهَى  
عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفْوٌ غَفُورٌ ۝

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ  
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ  
دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْكَبِيرُ ۝

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ  
الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَكَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

৬৫। যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই তাহার এবং নিশ্চয় আল্লাহই প্রাচুর্যশালী, অতীব প্রশংসনীয়।

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْهِ الْغَيْبُ الْحَيِّدُ ﴿٦٥﴾

৬৬। তুমি কি দেখে নাই যে, যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং জাহাজসমূহেও, যেগুলি তাহারই আদেশে সমুদ্রে চলিতেছে? এবং তিনি আকাশকে রুখিয়া রাখিয়াছেন যেন উহা তাহার আদেশ ছাড়া পৃথিবীতে পড়িয়া না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অতীব মমতামূলক, পরম দয়াময়।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَاللّٰكُ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِ رَبِّكَ وَتُسَبِّحُ التَّسْبِيْحَ اَنْ تَقَعَ عَلٰى الْاَرْضِ اِلَّا وَرَدُّنَهَا اِنَّ اللّٰهَ بِالْاٰنْسِ كَرِيْمٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে মৃত্যু দিবেন, আবার তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিবেন। নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

وَهُوَ الَّذِيْ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿٦٧﴾

৬৮। আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছি। তদনুসারে তাহারা ইবাদত পালন করে, সুতরাং তাহারা যেন তোমার সঙ্গে এই বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবাদ না করে, তুমি তাহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, নিশ্চয় তুমি সঠিক হেদায়াতের উপর আছ।

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْجِدًا مِّمَّ نَسُكُوْهُ فَلَا يَسْتَاِزِعَنَّكَ فِي الْاٰمْرِ وَاذْعُرْ اِلٰى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٦٨﴾

৬৯। এবং যদি তাহারা তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে, তাহা হইলে তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে সমাক অবহিত;

وَ اِنْ جَدَلْتُمْ مَعَهُ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তোমাদের (এবং আমার) মধ্যে সেই বিষয়ের ফয়সালা করিবেন যে সম্বন্ধে তোমরা মতভেদ করিতেছ।'

اَللّٰهُ يَعْلَمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاِنْ كُنْتُمْ فِيْهِ تَعْتَدِلُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। তুমি কি জান না যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সবই জানেন? নিশ্চয় ইহা এক কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে; নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্‌র জন্য সহজসাধ্য।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧١﴾

৭২। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যাহার জন্য তিনি কোন দলীল-প্রমাণ নাযেল করেন নাই, এবং যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন প্রকার জ্ঞান নাই, এবং যাহার নামের জন্য কেহ সাহায্যকারী নাই।

وَيُعْبَدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَّ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ تَوْحِيْدٍ ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং যখন তাহাদের সম্মুখে আমাদের সম্প্রতি আয়াত-সমূহ আরুতি করা হয় তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে পরিষ্কার অসন্তোষের নক্ষত্র দেখিয়া থাক। তাহারা তাহাদের উপর আক্রমণ করিতে উদাত হয়, যাহারা তাহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আরুতি করে। তুমি বল, 'আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা মন্দ অবস্থার সংবাদ দিব? (ওন! উহা) আওন! আল্লাহ্ ইহার ওয়াদা তাহাদের সঙ্গে করিয়াছেন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। এবং ইহা কতই না মন্দ পরিণাম স্থান!'

[ট]  
১৬

৭৪। হে মানবমণ্ডলী! একটি উপমা বর্ণনা করা হইতেছে, তোমরা উহা মনোযোগ সহকারে শুন। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাকিতেছে, তাহারা আদৌ একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, যদিও তাহারা সকলেই ইহার জন্য একত্রিত হইয়া যায়। এমন কি মাছি তাহাদের নিকট হইতে কোন বস্তু ছিনাইয়া লইয়া গেলে তাহারা উহাও তাহার নিকট হইতে ছাড়াইয়া আনিতে পারে না। নিঃসন্দেহে প্রার্থী এবং প্রার্থিত (যাহার নিকট প্রার্থনা করা হয়) উভয়ই দুর্বল।

৭৫। তাহারা আল্লাহর মর্যাদা (উপাবনী) যথোচিত উপলব্ধি করে নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমতাবান, মহা পরক্রমশালী।

৭৬। আল্লাহ্ মনোনীত করিয়া থাকেন রসূলগণকে ফিরিশ্বতগণের মধ্যে হইতে এবং মানুষের মধ্যে হইতেও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৭৭। যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা কিছু তাহাদের পশ্চাতে আছে, সবই তিনি জানেন এবং সকল বিষয় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

৭৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ককৃ কর এবং সেজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং পূণ্য কর্ম কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

وَأَنذَرْتَهُمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ  
الَّذِينَ كَفَرُوا الشُّكْرُ يُكَادُونَ يَسْكُرُونَ بِالَّذِينَ  
يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُمُومٌ  
ذُكِرْتُمُ التَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَنَسُوا  
بِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

يَأْتِيهَا النَّاسُ صُورِبٍ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ  
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا  
وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا  
لَا يَسْتَنْوِدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالطَّلُوبِ ﴿١٧﴾

مَا كَذَبُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٨﴾

اللَّهُ يَصْطَلِفُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ  
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
الْأُمُورُ ﴿٢٠﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالْعِبَادَةُ  
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢١﴾

৭৯। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যথোচিতভাবে জিহাদ কর, তিনিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের উপর ধর্ম সম্পর্কে কোন কঠোরতা চাপাইয়া দেন নাই; সুতরাং তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধমাদর্শ অবলম্বন কর, তিনি তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন, পূর্বেও এবং এই কিতাবেও যেন এই রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয়, এবং তোমরা সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপর সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ  
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَبَلَّغَ  
آيَاتِكُمْ الرِّبَاهِ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ هَ مِنْ  
قَبْلُ وَفِي هَذَا يَكُونُ الشَّهِيدَ عَلَيْكُمْ  
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ  
مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٩﴾

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ

২৩- সূরা আন্ মোমেনুন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১৯ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে।

১৮ শ পাতা

১। আল্লাহর নামে, যিনি অর্ষাচিত-অসীম দাতা,  
পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। মো'মেনগণ নিশ্চয় সফলকাম হইয়াছে;

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ②

৩। যাহারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে;

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ③

৪। এবং যাহারা সকল রুখা কার্যকলাপ হইতে মুখ  
ফিরাইয়া লয়;

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ④

৫। এবং যাহারা যাকাত প্রদানে তৎপর;

وَالَّذِينَ هُمْ لِلذَّكَوٰةِ فُؤَادُونَ ⑤

৬। এবং যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফায়ত  
করে—

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُضْوَاجِهِمْ حٰفِظُونَ ⑥

৭। কেবল নিজেদের স্ত্রীগণ অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্তের  
অধিকারভুক্তগণ ব্যতীত; এই কারণে তাহারা আদৌ  
তিরস্কৃত হইবে না;

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْؤُومِينَ ⑦

৮। কিন্তু ইহা ব্যতীত যাহারা অন্য কিছুই কামনা করিবে  
তাহারা সীমালঙ্ঘনকারী হইবে—

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ⑧

৯। এবং যাহারা নিজেদের আমানতসমূহের এবং অস্বীকার  
সমূহের প্রতি যত্নবান;

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُونَ ⑨

১০। এবং যাহারা সতত তাহাদের নামাযের হেফায়ত  
করে;

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ⑩

১১। তাহারা ই উত্তরাধিকারী—

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوٰرِثُونَ ⑪

১২। তাহারা উত্তরাধিকারী হইবে ফিরদৌসের, উথায়  
তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ⑫

১৩। এবং আমরা মানুষকে কাদামাটির নির্যাস হইতে সৃষ্টি  
করিয়াছি;

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِينٍ ⑬



১৪। অতঃপর আমরা উহাকে সংস্থাপন করি ওক্রবিস্দুরূপে এক নিরাপদ অবস্থানস্থানে ;

১৫। অতঃপর আমরা সেই ওক্রবিস্দুকে এক আঁঠালো জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করিলাম, তৎপর সেই আঁঠালো জমাট রক্তপিণ্ডকে (আকৃতিবিহীন) মাংসপিণ্ডে পরিণত করিলাম, অতঃপর সেই মাংসপিণ্ডকে অস্থিপুঞ্জ পরিণত করিলাম, ইহার পর সেই অস্থিপুঞ্জকে আমরা মাংস দ্বারা আবৃত করিলাম, তারপর উহাকে অপর এক সৃষ্টিতে পরিণত করিলাম। সূতরাং অতিশয় বরকতময় সেই আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টিকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

১৬। ইহার পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করিবে।

১৭। অতঃপর অবশ্যই তোমাদিগকে কিয়ামতের দিনে উত্থিত করা হইবে।

১৮। এবং আমরা তোমাদের উপর সাতটি পথ সৃষ্টি করিয়াছি; এবং আমরা আমাদের সৃষ্টি সম্বন্ধে অমনোযোগী নহি।

১৯। এবং আমরা আকাশ হইতে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর আমরা উহাকে ভূমিতে সংরক্ষিত করি; এবং নিশ্চয় আমরা উহাকে উঠাইয়া নইতেও সক্ষম।

২০। অতঃপর আমরা উহা দ্বারা তোমাদের জন্য উদ্ভূত করিয়াছি শেতুর ও আশুরের বাগান, উহাতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল আছে এবং উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক;

২১। এবং সেই বৃক্ষও যাহা সিনাই পর্বতে জন্মায়, যাহা তেল উৎপন্ন করে, আর উৎপন্ন করে আহারকারীদের জন্য তরকারী।

২২। এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুঃপদ জন্তুগুলিতেও শিক্ষণীয় বিষয় আছে, উহাদের উদরে যাহা আছে উহা হইতে আমরা তোমাদিগকে পান করাই, এবং গ্রেগুলির মধ্যে তোমাদের জন্য আরও অনেক ফায়দা আছে এবং উহাদের মধ্য হইতে কতক (পশুর মাংস) তোমরা ভক্ষণ কর;

২৩। এবং উহাদের উপর এবং নৌকাসমূহের উপর তোমাদিগকে আরোহণ করানো হয়।

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٤﴾

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَرَأْنَاهُ أَهْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴿١٥﴾

ثُمَّ رَأَيْنَاكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ كَيْتُونَ ﴿١٦﴾

ثُمَّ رَأَيْنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعُونَ ﴿١٧﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمَا تَلَائُنَ لَكُمْ فِيهَا غَافِلِينَ ﴿١٨﴾

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ رِثًا وَمَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَابُونَ ﴿١٩﴾

فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ فَوْقَ نُجُودٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ غَيْرَ ذِيئِرَةٍ وَمِنْهَا تُأْكُلُونَ ﴿٢٠﴾

وَشَجَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَيْغٍ لِذَلِيلِينَ ﴿٢١﴾

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسُوذَكُمْ فِيهَا مِنْ مَلُوكٍ وَأَنْ لَكُمْ فِيهَا مَتَاعٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تُأْكُلُونَ ﴿٢٢﴾

بِجٍ وَعَلَيْهَا وَمَلَى الْفُلُوكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং আমরা নিশ্চয় নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম, অনন্তর সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি বাতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নাই। তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করিবে না ?'

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اغْبُثُوا  
اللَّهُ مَا لَكُمْ تَوْتِنَ إِلَىٰ غَيْرِهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। ইহাতে তাহার জাতির সরদারগণ যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল, বলিল, 'এই ব্যক্তি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; সে তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে চাহে এবং যদি আল্লাহ (রসূল পাঠাইতে) চাহিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি ফিরিশতাপনক নাথেন করিতেন। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই;

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ  
مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَيْكُمْ وَطْأَةً وَوَسَّاهُ اللَّهُ لَتَتَّزِلَ  
بَيْتُهُ مَأْشُوعًا بِئْسَ الْآبَاءُ لِلَّذِينَ أُوتُوا ﴿٢٥﴾

২৬। সে এমন এক মানুষ বৈ কিছু নহে যাহাকে উন্মত্ততা পাইয়া বসিয়াছে; সুতরাং তাহার পরিণামের জন্য তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর।'

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتِرَ صَوَابُهُ حَتَّىٰ جَبِينُ ﴿٢٦﴾

২৭। ইহাতে নূহ বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে সাহায্য কর, কারণ তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً يَا كَذِبُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। অতএব, আমরা তাহার নিকট ওহী করিলাম, 'আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। অতঃপর, যখন আমাদের হুকুম আসিবে এবং (ভূপৃষ্ঠে) প্রস্রবণসমূহ উচ্ছসিত হইবে, তখন তুমি উহাতে (প্রয়োজনীয়) প্রত্যেক প্রাণীর (নর-মাদা) দুইটি করিয়া এক এক জোড়া এবং তোমার আশ্বীর্ষজনকে, একমাত্র তাহারা ছাড়া যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব হইতে আমাদের হুকুম জারি হইয়া রহিয়াছে, আরোহণ করিলা নও। এবং যাহারা মূলম করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বলিও না, কারণ তাহারা নিশ্চয় নিমজ্জিত হইবে ;

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا  
فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيرُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن  
كُلِّ ذَوْبَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ  
الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَخَافِ فُتْرَةَ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ  
مُغْرَقُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। অতঃপর যখন তুমি ও তোমার সংপীণণ নৌকাতে সুস্থিরভাবে উপবিষ্ট হইবে তখন বলিবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদিগকে যালেম কওম হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

وَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلْ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং বলিবে, হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে (এই নৌকা হইতে) এমন অবস্থায় অবতরণ করায় যে, আমার উপর প্রচুর কল্যাণ বর্ষিত হইতে থাকে; বস্তুতঃ তুমিই হইতেছ অবতারণকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।'

وَقُلْ رَبِّ ارْسَلْ لِي مِثْلَ مَا مَثَرْنَا وَتَنْزِيلِ  
الْمُتَنَزِّلِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বহু নিদর্শন আছে এবং আমরা নিশ্চয় (বান্দাগণের) পরীক্ষা লইয়া থাকি।

৩২। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে অন্য এক গোষ্ঠির উদ্ভব করিয়াছি।

৩৩। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এই (পয়গাম সহ) রসূল পাঠাইয়াছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন মা'বুদ নাই, তথাপি কি তোমরা তাকওয়া অবনয়ন করিবে না ?

২  
১০]

৩৪। এবং তাহার কওমের মধ্য হইতে প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমরা এই দুনিয়ার জীবনে সচ্ছন্দ করিয়াছিলাম, বলিয়াছিল, 'এই ব্যক্তি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। সে উহা হইতে আহাৰ করে যাহা হইতে তোমরা আহাৰ কর এবং সে উহা হইতে পান করে যাহা হইতে তোমরা পান কর;

৩৫। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তাহা হইলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে;

৩৬। সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যখন তোমরা মরিয়া যাইবে এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হইয়া যাইবে, তখন তোমাদিগকে পুনরায় (জীবিত করিয়া) বাহির করা হইবে ?

৩৭। তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে উহা (সত্য হইতে) দূরে, বহু দূরে;

৩৮। আমাদের পার্থিব জীবন ব্যতীত কোন জীবন নাই, আমরা মৃত্যু বরণ করি এবং জীবিত থাকি; বস্তুত: আমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইব না;

৩৯। সে এমন ব্যক্তি বই আর কিছু নহে যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করিয়া বলিতেছে, এবং আমরা কখনও তাহার উপর ঈমান আনিব না।'

৪০। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَلْبَاطِلِينَ ﴿٣١﴾

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٣٢﴾

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم

مِّن دُونِهِ غَيْرَ أَلَّا تَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

وَقَالَ السُّلَاطِمُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

الْآخِرَةِ وَآتَرَفْنَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَلَّا لَآبَتُنَا

وَتَشَكَّرُوا بِمَا كَلَّمْنَا وَتَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُونَ وَمِنَّا

تَشْرَبُونَ ﴿٣٤﴾

وَإِن أَلْعَلَّكُمْ نَشْرًا فَيُشَكَّرُ إِنَّكُمْ إِذَا لَخِمْتُمْ

أَيَعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا أَمِمْ وَكُنْتُمْ تَرَابًا وَعِظًا مَا

أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

هِيَ هَاتِ هِيَ هَاتِ إِنَّا تَوَعَدُونَ ﴿٣٦﴾

إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ

بِمُبْعَثِينَ ﴿٣٧﴾

إِن هُوَ إِلَّا رَجُلٌ فَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ

لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونُ ﴿٣٩﴾

৪১। তিনি বলিলেন, 'অচিরে তাহারা অবশ্যই অন্তঃস্থ হইবে।'

قَالَ عَنَّا قَلِيلٌ لِّيُصْبِحَ نَادِيَةً ۝

৪২। অতঃপর, সত্য সত্যই এক আত্নাদর্শণ আযাব তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, এবং আমরা তাহাদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ঋড়ুকুটায় পরিণত করিয়াছিলাম; সূতরাং যালেম জাতির জন্য অভিসম্পাত !

فَأَخَذَتْهُمُ الْعَيْبَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ خُفَّاءٍ ۝  
فَبَعَدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

৪৩। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে আরও বহু জাতির উদ্ভব করিলাম।

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۝

৪৪। কোন জাতিই তাহাদের নির্দিষ্ট মিয়াদকাল অতিক্রম করিতে পারে না এবং উহার পশ্চাতেও থাকিয়া যাইতে পারে না।

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

৪৫। অতঃপর আমরা একের পর এক রসূল পাঠাইয়াছিলাম। যখনই কোন জাতির নিকট তাহাদের রসূল আগমন করিত, তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিত। অতঃপর আমরা (ধ্বংসের পথে) তাহাদের পরস্পরকে পরস্পরের সিঁহনে অনুসরণ করাইলাম; এবং আমরা তাহাদের সকলকে (অতীতের) উপকথায় পরিণত করিলাম। সূতরাং সেই জাতির জন্য অভিসম্পাত, যাহারা ঈমান আনে না।

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رُسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝  
فَبَعَدًا لِلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৪৬। অতঃপর আমরা মুসা ও তাহার ভাই হারুনকে আমাদের নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইলাম—

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝

৪৭। ফেরাউন ও তাহার পরিষদবাসের নিকট, কিন্তু তাহারা অহংকার করিল, বস্তুতঃ তাহারা ছিল বড় উচ্ছত জাতি।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَكَانُوا قَوْمًا عٰلِينَ ۝

৪৮। তখন তাহারা বলিল, 'আমরা কি আমাদেরই মত দুইজন মানুষের উপর ঈমান আনিব? অথচ তাহাদের জাতি আমাদের দাস?'

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَادُونَ ۝

৪৯। অতঃপর তাহারা তাহাদের উদ্ভয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিল; ফলে তাহারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্গত হইয়া গেল।

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۝

৫০। এবং আমরা মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যেন তাহারা হেদায়াত পায়।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ ۝

৫১। এবং মরিয়মের পুত্রকে ও তাহার মাকে আমরা এক নিদর্শন করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের উভয়কে (শ্যামল) উপত্যাকার এক উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিয়াছিলাম যাহা বসবাসের যোগ্য এবং স্বরপুত্রবিশিষ্ট ছিল।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ ذِي الْعَرْسِ الْخَلْدِ ۝٥١

৫২। হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। তোমরা যাহা করিতেছে তৎসম্বন্ধে আমি পূর্ণরূপে অবহিত।

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٥٢

৫৩। এবং তোমাদের এই জমাআত বস্তুতঃ একই জমাআত, এবং আমি তোমাদের প্রভু। অতএব তোমরা আমার তাকওয়া অবলম্বন কর।

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝٥٣

৫৪। কিন্তু লোকেরা তাহাদের (ধর্মীয়) বিষয়কে নিজেদের মধ্যে শূণ্ড-বিশ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে (অর্থাৎ তাহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে); যাহা তাহাদের নিকট আছে উহা নইয়া প্রত্যেক দল গর্ব করিতেছে।

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝٥٤

৫৫। অতএব তুমি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে তাহাদের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দাও।

قَدْ رَهْمُ فِي غَيْرِهِمْ حَتَّىٰ يَبِينُ ۝٥٥

৫৬। তাহারা কি ধারণা করে যে, আমরা যে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছি,

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُسْقِيهِم مِّن مَّاءٍ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٥٦

৫৭। (এতদ্বারা কি) আমরা তাহাদের জন্য কলাগ সাধনে ভ্রা করিতেছি? (এইরূপ নহে) বরং তাহারা বৃথিতে পারিতেছে না।

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَىٰ لَا يَشْعُرُونَ ۝٥٧

৫৮। নিশ্চয় যাহারা নিজেদের প্রভুর ভয়ে কম্পমান,

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفَعُونَ ۝٥٨

৫৯। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে,

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝٥٩

৬০। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত শরীক করে না,

وَالَّذِينَ هُمْ رَبَّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝٦٠

৬১। এবং যাহারা (হকদারকে) যাহা কিছু দান করে তাহা এমন অবস্থায় দান করে যে, তাহাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে এই বলিয়া যে, এক দিন তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইবে—

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝٦١

৬২। এই সকল লোকই পূণ্য কর্মে তৎপরতা অবলম্বন করে এবং তাহারা পূণ্য কর্মে একে অপরের আগে যাইবার প্রতিযোগিতা করে।

أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأَهُمْ لَهَا سَاقُونَ ۝٦٢

৬৩। এবং আমরা কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধাতীত কোন কর্মভার নাস্ত করি না ; এবং আমাদের নিকট এক কিতাব আছে যাহা সত্য কথা বলে; এবং তাহাদের উপর কোন য়ুনুম করা হইবে না।

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا لِكُتُبٍ يَنْطُوقُ  
بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। কিন্তু তাহাদের অন্তরসমূহ ইহার সম্বন্ধে ওদাসীনো পড়িয়া আছে, ইহা বাতীত তাহাদের আরও অনেক (মন্দ) কর্ম আছে যাহা তাহারা করিতেছে।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَهُمْ أَعْمَالٌ  
مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এমনকি যখন আমরা তাহাদের মধা হইতে অবস্থাশালী নোকদিগকে আমাব দ্বারা ধৃত করি, তখন দেখ! অকস্মাৎ তাহারা ফরিয়াদ করতঃ চিৎকার করিতে থাকে;

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعِدَابِ إِذَا هُمْ  
يَجْعَرُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। (ইহাতে আমরা বলি) 'আজ তোমরা ফরিয়াদ করতঃ চিৎকার করিও না; আমাদের তরফ হইতে তোমাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না;

لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تَنْصُرُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭। নিশ্চয় আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনানো হইত, কিন্তু তোমরা তোমাদের গোড়ানির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরিয়া যাইতে,

قَدْ كَانَتْ آيَاتُنَا تَنصُرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ  
تَنكِصُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। অহংকার করিয়া, উহার সম্বন্ধে রাত্রিকালে রুখা বাজে কথা বলিয়া তোমরা পশ্চাতে সরিয়া পড়িতে।

مُنْكَرِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯। তাহারা কি এই (ঐশী) বাণীর প্রতি মনোনিবেশ করে নাই অথবা তাহাদের নিকট কি এমন কিছু আসিয়াছে যাহা তাহাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের নিকট আসে নাই ?

أَفَلَمْ يَذَّبُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ  
آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٩﴾

৭০। অথবা তাহারা কি তাহাদের রসূলকে চিনে নাই যেজন্য তাহারা তাহাকে অস্বীকার করিতেছে ?

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। অথবা তাহারা কি বলিতেছে যে, সে উস্মাদপ্রসূ ? না, বরং সে তাহাদের নিকট সত্য নইয়া আসিয়াছে ; বস্তুতঃ তাহাদের অধিকাংশ লোক সত্যের প্রতি বীতব্রহ্ম।

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَآلَتْ لَهُمْ  
لِحْيَتُهُمْ ﴿٧١﴾

৭২। এবং সত্য যদি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিত তাহা হইলে আকাশ-মন্ডল ও পৃথিবী এবং উহাদের মধা যাহারা বাস করে সবকিছু বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত; বস্তুতঃ আমরা তাহাদের নিকট তাহাদের উপদেশ নইয়া আসিয়াছি কিন্তু তাহারা তাহাদের উপদেশকে উপেক্ষা করিতেছে।

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ  
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَنزَلْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ لَّهُمْ  
عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩। অথবা তুমি কি তাহাদের নিকট কোন কর চাহিতেছ ? কিন্তু তোমার প্রভুর প্রদত্ত প্রতিদান অতি উত্তম, এবং তিনি সর্বোত্তম রিয্কদাতা।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ مَّا يُؤْتُونَكَ وَهُوَ يُزِقُّنَا ۝

৭৪। এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে আহ্বান করিতেছ।

وَأَنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَوِيمٍ ۝

৭৫। এবং নিশ্চয় যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহারা ই সরল-সুদৃঢ় পথ হইতে বিচ্যুত।

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُنَا ۝

৭৬। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর দয়া করি এবং যেন অনিষ্ট তাহাদের সঙ্গে লাগিয়া আছে উহা দূর করি, তথাপি তাহারা নিজেদের বিপ্রোহিতায় অন্ধ হইয়া অনড় থাকিবে।

وَلَا نَرْجِيهِمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ مُّؤْمِنٍ لَّكُجُوبًا فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

৭৭। এবং আমরা তাহাদিগকে কঠোর শাস্তিতে ধৃত করিয়াছি, তবুও তাহারা তাহাদের প্রভুর সমীপে বিনয়ের সহিত ঝুঁকে নাই এবং তাহারা কান্নাকাটিও করে নাই।

وَلَقَدْ أَخَذْنَا لَهُم بِالْعَذَابِ مِمَّا اسْتَكْبَرُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَكَّرُونَ ۝

৭৮। এমন কি যখন আমরা তাহাদের উপর কঠিন শাস্তির দ্বার খুলিয়া দিই তখন দেখ! সহসা তাহারা হতাশ হইয়া যায়।

خَيْرًا إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝

৭৯। এবং তিনিই তো তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

৮০। এবং তিনিই তোমাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত করিয়াছেন, এবং তাহাদের নিকট তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

৮১। এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তন তাহাদের আয়ত্তাধীন। তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করিবে না ?

وَهُوَ الَّذِي يُعَيِّدُكُمْ وَيُرْسِلُ فِيكُمْ الْجُنُودَ وَالنَّيْلَ وَالنَّهَارِ أَقْلًا تَعْمَلُونَ ۝

৮২। বরং তাহারা সেই কথাই বলে, যাহা (তাহাদের) পূর্ববর্তীসপ বলিয়াছিল।

بَلْ قَالُوا وَمِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝

৮৩। তাহারা বলিয়াছিল, 'কী ! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মাটি হইয়া যাইব এবং অন্ধিতে পরিণত হইয়া যাইব তখনও কি আমরা বাস্তবিকই পুনরুৎপন্ন হইব ?'

قَالُوا إِذَا هُمْ إِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا مَّاءً إِنَّا لَنُبْعُوثُونَ ۝

৮৪। ইতিপূর্বেও আমরাদিগকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এই বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, (কিন্তু

لَقَدْ دُعِينَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِن هَذَا

এইরূপ কিছুই হয় নাই) আসলে ইহা পূর্ববর্তীগণের  
কিচ্ছা-কাহিনী বাতীত কিছুই নহে ।'

إِلَّا أَنَا طَيْرٌ الْأَقْلِينَ ①

৮৫ । তুমি বল, 'যদি তোমরা জান তাহা হইলে (বল) এই  
পৃথিবী এবং ইহার মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা কাহার ?'

قُلْ لَيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِلَّا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ①

৮৬ । তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌র ।' তুমি বল, 'তাহা  
হইলে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?'

سَيَقُولُونَ لِيْلَهُ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ①

৮৭ । তুমি (আবার) বল, 'সাত আকাশের প্রতিপালক এবং  
মহান আরশের অধিপতি কে ?'

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ  
الْعَظِيمِ ①

৮৮ । তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌র ।' তুমি বল, 'তাহা  
হইলে কেন তোমরা তাকুওয়া অবলম্বন কর না ?'

سَيَقُولُونَ لِيْلَهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ①

৮৯ । তুমি (আরও) বল, 'প্রত্যেক বস্তুর সর্বাধিপত্য কাহার  
হাতে আছে এবং যিনি সকলকে আশ্রয় দেন কিন্তু তাঁহার  
(শাস্তির) মোকাবেলায় অন্য কেহ আশ্রয় দিতে পারে না, যদি  
তোমরা জান ?'

قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَكُوتِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا  
يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ①

৯০ । তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌র ।' তুমি বল, 'তাহা  
হইলে তোমাদিগকে ধোকা দিয়া কোন দিকে লইয়া  
যাওয়া হইতেছে ?'

سَيَقُولُونَ لِيْلَهُ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ①

৯১ । বরং আমরা তাহাদের নিকট সত্য আনিয়াছি, বস্তুতঃ  
তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী ।

بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ①

৯২ । আল্লাহ্‌ কোন পুত্র গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার সহিত  
অন্য কোন মা'বুদ নাই, এইরূপ হইলে প্রত্যেক মা'বুদ নিজ নিজ  
সৃষ্ট-বস্তুকে লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং তাহাদের কতক  
কতকের উপর অবশ্যই চড়াও করিয়া বসিত । তাহারা যাহা  
বর্ণনা করে, উহা হইতে আল্লাহ্‌ পবিত্র ।

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ  
إِلَهِ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ شُبُهَاتٌ لِلَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ①

৯৩ । তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের জান রাখেন । সূত্রাৎ  
তাহারা যাহা শরীক করে, তিনি উহা হইতে বহু উর্ধ্বে ।

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَكَلَّمَا عَمَّا يُشْرِكُونَ ①

৯৪ । তুমি বল, 'হে আমার প্রভু ! যদি তুমি আমাকে উহা  
দেখাইয়া দাও যাহার প্রতিপত্তি তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে;

قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ①

৯৫ । হে আমার প্রভু ! তখন তুমি আমাকে যানেম জাতির  
অন্তর্ভুক্ত করিও না ।'

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ①



৯৬। এবং আমরা তাহাদের সহিত যে ওয়াদা করিতেছি উহা তোমাকে দেখাইতে অবশ্যই আমরা সক্ষম।

وَأَنَا عَلَىٰ أَنْ تُرِيدَ مَا نَعِدُهُمْ لَقْدُرُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭। তুমি মন্দকে উহা দ্বারা প্রতিহত কর যাহা সর্বোত্তম, তাহারা যাহা বর্ণনা করে, আমরা উহা ভালভাবেই জানি।

إِذْفَعُ بِالْأَثْرِ هِيَ أَحْسَنُ التَّيْبَةِ ۗ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْصُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮। এবং তুমি বল, 'হে আমার প্রভু! আমি শয়তানদের সকল কুপ্ররোচনা হইতে তোমারই আশ্রয় চাহিতেছি;

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٨﴾

৯৯। এবং হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট ইহা হইতেও আশ্রয় চাহিতেছি যে, তাহারা আমার নিকটে উপস্থিত হউক।'

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٩﴾

১০০। এমন কি যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ফেরৎ পাঠাও,

عَنِّي إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْحَمْنِي ﴿١٠٠﴾

১০১। যেন আমি সেই সব পূণ্য কর্ম করিতে পারি যাহা আমি (পার্থিব জীবনে) ছাড়িয়া আসিয়াছি।' কখনও নহে! ইহা কেবল মুখের কথা যাহা সে বলিতেছে, এবং তাহাদের পিছনে সেই দিন পর্যন্ত এক পর্দা রহিয়াছে যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠١﴾

১০২। এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেইদিন তাহাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা থাকিবে না এবং তাহারা একে অন্যের অবস্থা জিজ্ঞাসাও করিবে না।

فَإِذَا نْفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। অতএব যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে— তাহারাও সফলকাম হইবে;

مَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে— তাহারাও নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে; তাহারা দীর্ঘকাল জাহান্নামে থাকিবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَيْرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। অগ্নি তাহাদের মুখমণ্ডলকে ঝলসাইয়া দিবে এবং তথায় তাহারা (ডয়ে) বিতংস হইয়া যাইবে।

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আরতি করা হইত না এবং তোমরা কি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে না?'

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রবল হইয়া গিয়াছিল এবং আমরা এক বিপদগামী জাতি ছিলাম।'

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহা হইতে বাহির কর, অতঃপর যদি আমরা পুনরায় এইরূপ করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যালেম হইব।'

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। তিনি বলিবেন, 'তোমরা দূরে সর, ঘৃণা অবস্থায় থাক উহাতেই এবং আমার সহিত তোমরা কথা বলিও না।'

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٩﴾

১১০। নিশ্চয় আমার বান্দাগণের মধ্য হইতে এমন একদল ছিল যাহারা বলিত, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর দয়া কর, বস্তুতঃ দয়াকারীদের মধো তুমিই সর্বোত্তম।'

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٠﴾

১১১। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্‌পের পাত্র বানাইয়া লইয়াছিলে, এমন কি তাহারা (ঠাট্টা-বিদ্‌পের পাত্র হইয়া) তোমাদিগকে আমার সমুদয় ভুলাইয়া দিয়াছিল, এবং তোমরা সদা তাহাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিতে ;

فَأَخَذَتْهُمُ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمُ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَلُّونَ ﴿١١١﴾

১১২। যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল এইজন্য আজ আমি তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিয়াছি; নিশ্চয় তাহারা ই সফলকাম হইয়াছে।'

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا وَأَلَّيْتُ بِهِمُ الْقَارُونَ ﴿١١٢﴾

১১৩। তিনি বলিবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে?'

قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٣﴾

১১৪। তাহারা বলিবে, 'আমরা একদিন অথবা দিনের কিয়দংশ অবস্থান করিয়াছিলাম, সূতরাং তুমি গণনাকারীদিগকে জিজ্ঞাসা কর।'

قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَلِّ الْعَادِينَ ﴿١١٤﴾

১১৫। তিনি বলিবেন, 'যদি তোমাদের জ্ঞান থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তোমরা বৃষ্টিতে পারিবে যে, তোমরা অতি অল্প সময়ই অবস্থান করিয়াছিলে।'

قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٥﴾

১১৬। 'তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমরা তোমাদিগকে অযথা সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে না'?

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٦﴾

১১৭। অতএব, আল্লাহ্ মহিমামানিত্ত প্রকৃত সর্বাধিপতি। তিনি বাতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

فَتَطَعْنَا اللَّهَ الْبَلِيغَ الْحَقَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٧﴾

১১৮। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত অন্য মা'বুদকে ডাকে, যাহার জন্য তাহার নিকট কোন প্রমাণ নাই, তাহা হইলে তাহার হিসাব তাহার প্রভুর নিকটে আছে; বস্তুতঃ কাফেররা কখনও সফলকাম হয় না।

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لَا يَتَّخِذُ سَابِقَةَ اللَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٨﴾

১১৯। এবং তুমি বল, 'হে আমার প্রভু! ক্ষমা কর এবং দয়া কর, বস্তুতঃ দয়াকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বোত্তম।'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا بَيْنَهُمْ لِقَاءَ رَبِّهِمْ أَسْمِعُوا عَلَيْهِمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١١٩﴾

سُورَةُ النُّورِ مَدَنِيَّةٌ ﴿٢٨﴾

২৪- সূরা আন নূর

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬৫ আয়াত এবং ৯ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। ইহা সেই সূরা, যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি এবং যাহাকে আমরা ফরয করিয়াছি এবং ইহাতে আমরা সমৃদ্ধ মিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর ।

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢﴾

৩। বাডিচারিণী ও বাডিচারী — ইহাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত বেগ্নাঘাত করিবে; এবং যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখ তাহা হইলে আল্লাহর বিধান পালনে যেন ঐ দুই অপরাধীর সম্বন্ধে তোমাদের অন্তরে মায়্যা-মমতার উদ্রেক না হয়, এবং যেন মোমেনদের এক জমায়াত তাহাদের উভয়ের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে ।

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَلَيْمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

৪। বাডিচারী কেবল বাডিচারিণী অথবা মোশরেক নারী ব্যতীত কাহারও সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না এবং বাডিচারিণী— বাডিচারী অথবা মোশরেক ব্যতীত কেহ তাহার সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না, এবং মোমেনদের জন্য ইহা হারাম করা হইয়াছে ।

الَّذِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ الَّتِي لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُزْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾

৫। এবং যাহারা সতী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর তাহারা চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহা হইলে তাহাদিগকে তোমরা আশীটি বেগ্নাঘাত কর এবং তাহাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করিও না; বস্তুতঃ ইহারা ই দৃষ্টকারী ।

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ لَمَّ لَا يَأْتُوا بِآدِلَةٍ بَدَلَهُنَّ شَهَدَاءَهُ فَاَجْلِدْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالِّينَ ﴿٥﴾

৬। কেবল তাহারা ব্যতীত, যাহারা ইহার পর তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে; কারণ নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦﴾



১৫। এবং যদি তোমাদের উপর আলাহ্‌র ফয়ল এবং তাঁহার রহমত ইহকালে ও পরকালে না হইত, তাহা হইলে সেই কাজের জন্য যাহাতে তোমরা নিঃশ্রু হইয়াছিলে, তোমাদিগকে অবশ্যই এক গুরুতর শাস্তি স্পর্শ করিত।

১৬। (এইজন্য যে) যখন তোমরা নিজেদের রসনাসমূহ দ্বারা ইহা (অপবাদ) শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলে এবং তোমরা নিজেদের মুখে এমন কথা বলিতেছিলে, যাহার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, তোমরা এই কথাকে সাধারণ মনে করিয়াছিলে, অথচ ইহা আলাহ্‌র দৃষ্টিতে অতি গুরুতর ছিল।

১৭। এবং কেন এইরূপ হইল না যে, যখন তোমরা ইহা গুনিয়াছিলে তখন তোমরা বলিলে না যে, 'এই বিষয়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যে চর্চা করার কোন অধিকার নাই। (যে আলাহ্‌!) তুমি পবিত্র, ইহা একটি গুরুতর অপবাদ।'

১৮। আলাহ্‌ তোমাদিগকে এইরূপ কাজ পুনরায় করিতে চিরতরে বারণ করিতেছেন, যদি তোমরা মো'মেন হও।

১৯। এবং আলাহ্‌ তোমাদের জন্য (নিজ) আদেশাবলী বর্ণনা করিতেছেন; বস্তুতঃ আলাহ্‌ সর্বজানী, প্রজাময়।

২০। যাহারা এই কামনা করে যে, মো'মেনদের মধ্যে অলীনতা বিস্তার লাভ করুক, তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে। বস্তুতঃ আলাহ্‌ জ্ঞানেন এবং তোমরা জান না।

২১। এবং যদি তোমাদের উপর আলাহ্‌র ফয়ল ও তাঁহার রহমত না হইত (তাহা হইলে তোমরা কষ্ট পতিত হইতে) বস্তুতঃ আলাহ্‌ অতীব স্নেহশীল, পরম দয়াময়।

২২। হে মো'মেনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না এবং যে ব্যক্তি শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে, তাহার জন্য উচিত যে, নিশ্চয় সে অলীন ও ঘৃণ্য কাজের আদেশ দেয়, এবং যদি তোমাদের উপর আলাহ্‌র ফয়ল ও তাঁহার রহমত না হইত, তাহা হইলে তোমাদের কেহই পবিত্র হইতে পারিত না, কিন্তু আলাহ্‌ যাহাকে চাহেন পবিত্র করেন; এবং আলাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজানী।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسُكَرْتُمْ فِي مَا فَضَحْتُمْ فِيهِ مَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالْيَتِيمِ وَالْقَوْلُوانِ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّئًا ۗ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۗ كِبْرًا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٧﴾

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ وَدُؤُفٌ ﴿٢١﴾ تَجِيمٌ ﴿٢٢﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالنَّكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَئِنْ اللَّهُ يُرِزِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٣﴾



৫০। তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তাইবে না যদি তোমরা এমন অনাবাদ গৃহসমূহে প্রবেশ কর যাহাতে তোমাদের প্রবাস্ত্রার রহিয়াছে, এবং আল্লাহ্ জেনেন উহাও যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং উহাও যাহা তোমরা গোপন কর।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ

৫১। তুমি মো'মেনদিগকে বন, তাহারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফায়ত করে। ইহা তাহাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতার কারণ হইবে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ্ জানভাবে অবগত আছেন।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفْضُلُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ إِنْ اللَّهُ خَائِفٌ يَمَاصْنَعُونَ ۝

৫২। এবং তুমি মো'মেন নারীদিগকে বন, তাহারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফায়ত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, কেবল উহা বাতিরেকে যাহা স্বতঃই প্রকাশ পায়; এবং তাহারা উড়নাগুলিকে নিজেদের বক্ষঃদেশের উপর টানিয়া লয়, এবং তাহারা যেন তাহাদের স্বামীগণ অথবা তাহাদের পিতাগণ অথবা তাহাদের স্বামীর পিতাগণ অথবা তাহাদের পুত্রগণ অথবা তাহাদের স্বামীর পুত্রগণ অথবা তাহাদের ভ্রাতাগণ অথবা তাহাদের ভ্রাতৃপুত্রগণ অথবা নিজেদের ডুলী-পুত্রগণ অথবা তাহাদের সমশ্রেনীর নারীগণ অথবা তাহারা যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের ডান হাত অথবা পুরুষদের মধ্য হইতে যৌন-কামনাবিহীন অধীনস্থ বাস্তীগণ অথবা নারীদের গোপন বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অস্ত্র বালকগণ বাস্তীত অপর কাহারও নিকট নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এবং তাহাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে যেন তাহারা সজোরে পা দিয়া আঘাত না করে। এবং হে মো'মেনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্ দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُلْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّامِيمِ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِقِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৫৩। এবং তোমাদের মধ্যে বিধবা এবং তোমাদের দাস এবং দাসীগণের মধ্যে যাহারা সং, তোমরা তাহাদের বিবাহ করাও। যদি তাহারা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে সচ্ছল করিবেন। বসন্তঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞানী।

وَأَكْرِمُوا الْوَالِدَاتِ مِنْكُمْ وَالضَّرِيعِينَ مِنْ بَيْنِكُمْ وَمَا يَكْفُرُ أَنْ يَكُونُوا مُعْرَمًا يَنْفِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

৫৪। এবং যাহাদের বিবাহ করিবার সামর্থ্য নাই, তাহারা যেন পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে যতরূপ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহ দ্বারা সামর্থ্যবান করিয়া দেন। এবং

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ رِجَالًا عَنْهُمْ يَتَزَوَّجَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَعُونَ الْكُتُبَ وَمَا مَلَكَتْ



তোমাদের দান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা 'মুকাতেবত' (মুক্তি-পণ ধার্য) করিতে চাহে, তোমরা তাহাদের মধ্যে কোন কল্যাণ দেখিলে তাহাদের সহিত মুকাতেবত কর, এবং আল্লাহর সেই ধন-সম্পদ হইতে যাহা তিনি তোমাদিকে দান করিয়াছেন, তোমরা তাহাদিগকে দান কর । এবং তোমরা যাহাতে পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ করিতে পার তজ্জন্য তোমাদের দাসীগণকে (বিবাহ না করাইয়া দেওয়ার দরুণ) বাড়িচারী জীবন যাপনে বাধ্য করিও না যখন তাহারা সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে চাহে । এবং যে কেহ তাহাদিগকে বাধ্য করিবে সেক্ষেত্রে তাহারা বাধ্য হওয়ার পর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

৩৫ । এবং আমরা তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নামেল করিয়াছি এবং তোমাদের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্ত (বর্ণনা করিয়াছি) এবং মৃত্যুকালগণের জন্য উপদেশও (বর্ণনা করিয়াছি) ।

৩৬ । আল্লাহ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর নূর । তাহার নূরের উপমা হইল একটি তাক সদৃশ, যাহার মধ্যে একটি প্রদীপ আছে, সেই প্রদীপটি একটি গোলাকূর কাঁচের চিমনির মধ্যে আছে, সেই কাঁচের চিমনিটি এমনই দীপ্তমান, যেন উহা একটি উজ্জ্বল তারকা । উহা (প্রদীপটি) এক এমন বরকতপূর্ণ যায়তুন বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, যাহা পূর্বেরও নহে পশ্চিমেরও নহে (বরং উহা সারা বিশ্বের জন্য), উহার তৈল এমন যেন একগুণই উহা (স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে) জ্বলিয়া উঠিবে যদিও অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করে । নূরের উপর নূর ! আল্লাহ যাহাকে চাহেন নিজের নূরের দিকে পরিচালিত করেন । এবং আল্লাহ মানব-মণ্ডলীর জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

৩৭ । (এই নূর) এমন গুহসমূহে আছে যাহাদিগকে উন্মীত করার এবং উহাদের মধ্যে তাহার নাম উচ্চারিত করার জন্য আল্লাহ আদেশ দিয়াছেন । প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ঐগুলির মধ্যে তাহার পবিত্রতা ঘোষণা করে—

৩৮ । এমন লোক, যাহাদিগকে বাবসা বাগিণ্ডা ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর সম্মরণ হইতে এবং নামায কায়ম ও যাকাত প্রদান হইতে অনমনোযোগী করিতে পারে না । তাহারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন অন্তরসমূহকে এবং দৃষ্টিসমূহকে উল্টা পাশ্চাৎ করিয়া দেওয়া হইবে;

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يَأْتِي الْبُاطِلَ وَأَن تَأْتُوا بَأْسَاءَ وَالسُّوءِ لَا تَجِدُ لَهَا مَلْفًا وَأَن تَأْتُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَتَكْفُرْ فَكَفْرًا مِّنْهُ فَإِنَّهَا سَاءُ مُنْقَلَبًا لِّمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ

كُفَرُوا مِن تَحْتِهَا وَمَوْعِظَةٌ لِّلشَّاعِنِينَ ﴿٣٦﴾

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلَةِ نَارٍ فِي مِصْبَاحٍ مِّصْبَاحٍ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَدِينُهَا نَارٌ ذَاتُ آلَمَاقِينَ لَوْ كَرِهَ لِنَفْسِهِ أَن تَأْتِيَهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُدْعُونَ إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ لِيُبَيِّنَ لَهُ فِيهَا بِالْقُدْوَةِ وَالْوَصَالِ ﴿٣٨﴾

رِجَالٍ دَعَوْنَهُمْ لِتِجَارَةٍ وَلَا يَبِيعُ عَنْ دِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَمِمَّا قُوتُوا يَوْمَاسِيئَتِهِمْ فِيهِ الْعُقُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٩﴾

৩৯। যেন আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে আরও বাড়াইয়া দেন। এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বেহিসাব রিয়ক দান করেন।

৪০। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের কৃত-কর্মসমূহ বিশাল মরুভূমিতে অবস্থিত মরীচিকার ন্যায়, যাহাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমন কি সে যখন উহার নিকট পৌঁছে তখন সে উহাকে দেখে যে উহা কিছুই নহে। এবং আল্লাহ্কে নিজের নিকটে দেখিতে পায়, তখন আল্লাহ্ তাহাকে তাহার হিসাব পূর্ণ মাত্রায় চুকাইয়া দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর।

৪১। অথবা (তাহাদের কৃত-কর্মের অবস্থা) গভীর সমুদ্রে বিরাজমান এমন অন্ধকাররাশির ন্যায় যাহাকে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যাহার উপর মেঘমালা রহিয়াছে, এই অন্ধকাররাশি এমন যাহা স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত। যখন কেহ তাহার হাত বাহির করে তখন সে উহা আদৌ দেখিতে পায় না; আল্লাহ্ যাহার জন্য নূর নির্ধারিত করেন নাই তাহার জন্য কোনই নূর নাই।

৪২। তুমি কি দেখিতেছে না যে তাহারা আল্লাহ্রই পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে যাহারা আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে আছে এবং পক্ষীকুলও (উহাদের) ডানা বিস্তৃত অবস্থায়? তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামায ও নিজ নিজ তসবীহ জানে। এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ উহা খুব ভালভাবে অবগত আছেন।

৪৩। এবং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্রই, এবং আল্লাহ্রই দিকে সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

৪৪। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ মেঘমানাকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করেন, অতঃপর, উহাদিগকে একত্র বিনাস্ত করেন এবং স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি উহার মধ্য হইতে রুষ্টি ধারা ঝরিতে দেখিতে পাও? এবং এই রুষ্টি ধারা তিনি আকাশ হইতে—পাহাড় (সদৃশ মেঘমালা) হইতে বর্ষণ করেন যাহার মধ্যে এক প্রকার শিলা থাকে, অতঃপর তিনি যাহাকে চাহেন উহা দ্বারা আঘাত করেন এবং যাহার উপর হইতে চাহেন তিনি উহা সরাইয়া দেন। উহার বিদ্যুৎ-ঝলক যেন দৃষ্টিসমূহকে অপসারণ করিবার উপক্রম করে।

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَوَزَّيْدَهُمْ مِنْ قَوْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَتَّبِعُهُ يَتَخَسَّبُهَا الظَّنُّ أَنْ مَاءً عَذْبًا إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ قَوْلَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

أَوْ كَالظُّلُمِ فِي بَحْرٍ لَمِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ قَوْلِهِ سَعَابٌ ظُلُمٌ يَطْمَسُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرِيهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۝

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفْقٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

وَالِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْسِطُ سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رِيًّا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَابِهِ وَ يُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ حِجَابٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ مُجْتَبٍ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۝

৪৫। আল্লাহ্ রাত্রি ও দিবসের আবর্তন ঘটান। নিশ্চয় ইহার মধ্যে চক্ষুমান ব্যক্তিসপের জন্য সবিশেষ শিরুণীয় বিষয় আছে।

يُغَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَاتِ فِي ذَلِكَ لُجْبَةً  
لِرَادِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾

৪৬। আল্লাহ্ সকল প্রাণীকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা পেটের উপর ডর দিয়া চলে এবং তাহাদের কতক এমন আছে যাহারা দুই পায়ের উপর ডর দিয়া চলে এবং তাহাদের কতক এমনও আছে যাহারা চারি পায়ের উপর ডর দিয়া চলে। আল্লাহ্ যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٦﴾

৪৭। নিশ্চয় আমরা সমুজ্জল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করিয়াছি। এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সরল-সৃষ্ট পথ পরিচালিত করেন।

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং তাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও এই রসূলের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আনুগত্য করিয়াছি।' কিন্তু ইহার পর তাহাদের মধ্য হইতে এক দল মুখ ফিরাইয়া লয়। বস্তুতঃ ইহার (কখনও) মো'মেন নহে।

وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْيَانًا وَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو بِذَلِكَ وَ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের দিকে এই জন্য আহ্বান করা হয় যেন সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করে, তখন দেখ! সহসা তাহাদের মধ্য হইতে একদল মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رُسُولِهِ يُعْضَمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং যদি এই হুক্ (ফয়সালা) তাহাদের পক্ষে যায়, তাহা হইলে তাহারা বিনত হইয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসে।

وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٥٠﴾

৫১। তাহাদের অন্তরে কি কোন ব্যাধি আছে? অথবা তাহারা সন্দেহ পোষণ করিতেছে? অথবা তাহারা ভয় করিতেছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল তাহাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করিয়া অবিচার করিবেন? নহে, বরং তাহারা ই যোগেন।

إِنْ قُلُوبِهِمْ مَرَضَتْ أَمْزَنُوا أَمْ يَتَوَلَّى أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رُسُولَهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥١﴾

৫২। নিশ্চয় মো'মেনদের উক্তি ইহাই যে, যখন তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাহারা বলে, 'আমরা গুনাহাম এবং আনুগত্য করিলাম।' বস্তুতঃ ইহারাই হইবে সফলকাম।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رُسُولِهِ يُعْلِمُهُمْ بِمَا هُمْ قَائِلُونَ وَ أَطَعْنَا وَ أَطَعْنَا أَوْلِيَاءَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁহার ডাকওয়া অবলম্বন করে, তাহারা ই কৃতকার্য হয়।

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ وَيَتَّقِ مَا آوَاهُ  
هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং তাহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম খায় যে, যদি তুমি তাহাদিগকে আদেশ কর তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বাহির হইবে। তুমি বল, 'তোমরা কসম খাইও না, তোমাদের নিকট হইতে কেবল যথোচিত আনুগত্যই হওয়া চাই। তোমরা যাহা কিছু কর সেই সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ সর্বিশেষ অবহিত।'

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آيَاتِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ  
قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ يَخْبِرُكُمْ  
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুশ ফিরাইয়া নও তাহা হইলে এই রসূলের উপর কেবল উহারই দায়িত্ব যাহা তাহাকে অর্পণ করা হইয়াছে এবং তোমাদের উপরে কেবল উহারই দায়িত্ব যাহা তোমাদিগকে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি তোমরা তাহার আনুগত্য কর তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত পাইবে। এবং এই রসূলের দায়িত্ব কেবল সম্পষ্টভাবে (পর্যগাম) পৌছাইয়া দেওয়া।

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا  
عَلَيْهِ مَأْجِيلٌ وَعَلَيْكُمْ مَا جِئْتُمُ وَإِن تُطِيعُوا  
تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٥٥﴾

৫৬। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে শরীফা নিযুক্ত করিবেন যোভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে শরীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারা ই হইবে দুষ্কৃতকারী।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا مِن  
قَبْلِهِمْ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ  
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي  
وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং তোমরা নামায কায়ম কর এবং যাকাত দাও এবং এই রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করা যায়।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। তুমি কখনও ধারণা করিও না যে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা পৃথিবীতে আমাদিগকে (আমাদের পরিকল্পনায়) বার্থ করিতে পারিবে, তাহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং উহা অতিশয় মন্দ পরিণামস্থল।

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ  
يَعٍ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٨﴾

৫৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের জান হাত যাহাদের অধিকারী হইয়াছে তাহারা এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে নাই তাহারা যেন তিন সময় তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে (তোমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য) — ফজরের নামাযের পূর্বে এবং দ্বিপ্রহরের সময় যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলিয়া রাখ এবং ইশার নামাযের পর; এই তিন সময় তোমাদের পর্দার সময়, এই তিন সময় বাদে (ভিতরে যাতায়াতে) তোমাদের জন্য কোন পাপ হইবে না এবং তাহাদের জন্যও কোন পাপ হইবে না, (কারণ) তোমরা পরস্পর একে অপরের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিয়া থাক; এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধানসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজাময়।

৬০। এবং যখন তোমাদের ছেলে-মেয়েরা সাবানক হয় তখন তাহারা যেন সেইভাবে অনুমতি লয় যেভাবে তাহাদের পূর্ববর্তী (বয়ঃপ্রাপ্ত) লোকেরা অনুমতি লইত; এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজাময়।

৬১। এবং মহিলাদের মধ্যে যে সকল বৃদ্ধা, যাহারা বিবাহের বাসনা রাখে না, তাহাদের উপর কোন পাপ বর্তাইবে না যদি তাহারা সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া নিজেদের (উড়নার) কাপড় খুলিয়া রাখে, এবং সংযত থাকাই তাহাদের জন্য উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বপ্রাতা, সর্বজ্ঞানী।

৬২। অঙ্গের উপরও কোন দোষ নাই এবং ঋজের উপরও কোন দোষ নাই এবং রুজের উপরও কোন দোষ নাই এবং তোমাদের নিজেদের উপরও (কোন দোষ) নাই যে, তোমরা আহার কর তোমাদের নিজেদের গৃহসমূহ অথবা তোমাদের পিতার গৃহ অথবা তোমাদের মাতার গৃহ অথবা তোমাদের দ্রাতার গৃহ অথবা তোমাদের ভগ্নীর গৃহ অথবা তোমাদের চাচার গৃহ অথবা তোমাদের ফুফুর গৃহ অথবা তোমাদের মামার গৃহ অথবা তোমাদের খালার গৃহ অথবা সেই সব গৃহ হইতে যাহার চাবিসমূহের তোমরা মালিক হইয়াছ অথবা তোমাদের বন্ধুগণের (গৃহসমূহ) হইতে। এইরূপে তোমাদের উপর কোন দোষ বর্তাইবে না যদি তোমরা আহার কর সকলে একত্রে অথবা পৃথক পৃথকভাবে; অতএব যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তখন তোমরা নিজেদের লোকদিগকে সালাম বল, আল্লাহর তরফ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ  
مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ  
مِنَ الظُّهُورِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوَّلِيَةٍ  
لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ  
مَنْعُوهُنَّ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا  
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا  
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ  
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا  
عَلَى الْمَرْبُوعِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ  
بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ  
أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ  
أَوْ مَا مَلَكَتْهُنَّ قَفَا تَحَةً أَوْ صَدَبًا يُؤْكَلُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا إِذَا تَخَلَّصْتُمْ  
بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ خَيْرٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

হইতে অতি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র দোয়া স্বরূপ; এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে নিজ বিধানসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুঝির সহিত কাজ কর ।

مُبْرَكَةٌ كَلِمَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩ । অবশ্য মো'মেন কেবল তাহারা ই সাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনে এবং যখন তাহারা এই রসূলের সঙ্গে কোন গুরুতর (জাতীয়) কাজের জন্য মিলিত হয় তখন তাহারা তাহার অনুমতি না লওয়া পর্যন্ত কোথাও সরিয়া পড়ে না । নিশ্চয় সাহারা তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারা ই বসন্ত; আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান রাখে, অতএব যখন তাহারা তাহাদের কোন বিশেষ কাজের জন্য তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তুমি তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহ অনুমতি দাও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্ নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর । নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْأَلُوهُ إِنْ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِيُغْضِبَ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَفْهَمَ لَهُمُ اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪ । তোমরা রসূলের আহ্বানকে তোমাদের মধ্যে তোমাদের একে অপরকে আহ্বান করার ন্যায় মনে করিও না । নিশ্চয় আল্লাহ্ ঐ সকল লোককে জানেন সাহারা তোমাদের মধ্য হইতে পাশ কাটাইয়া (পরামর্শ সভা হইতে) সরিয়া পড়ে । সুতরাং সাহারা তাহার হুকুমের বিরোধিতা করে তাহারা যেন সাবধান হয় পাছে আল্লাহ্ তরফ হইতে কোন বিপদ তাহাদিগকে স্পর্শ করে অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক আঘাত তাহাদিগকে স্পর্শ করে ।

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونَ مِنْكُمْ وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْحَقِّ مِنَ اللَّهِ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٥﴾

৬৫ । ওন ! যাহা কিছু আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আছে সকলই আল্লাহ্ । সাহারা (যে অবস্থার) উপর তোমরা আছ উহাকেও আল্লাহ্ জানেন । এবং যেদিন তাহাদিগকে তাঁহার দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, সেদিন তিনি তাহাদিগকে উহার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত করিবেন সাহা তাহারা করিত । বসন্ত; আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

الآيَاتِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٦٦﴾

## سُورَةُ الْمُرْقَاتَانِ مَكِّيَّةٌ ﴿٢٥﴾

### ২৫-সূরা আল্ ফুরকান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭৮ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অশাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। সেই সত্তা পরম বরকতের অধিকারী যিনি নিজ বাণীর উপর ফুরকান নাযেল করিয়াছেন যেন সে সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হয়—

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْمُرْقَاتَانَ عَلَى عَبْدٍ لَيْكُونَ لِّلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿٢﴾

৩। তিনিই সেই সত্তা যাহার জন্য আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সর্বাধিপত্য এবং যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, এবং যাহার সর্বাধিপত্যের মধ্যে কোন শরীক মাই এবং যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন অনন্তর উহার সঠিক পরিমাপ নির্ধারিত করিয়াছেন ।

الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ نُجُودٌ وَلَدَا وَلَدْرِيكَ لَهُ سُرُودٌ فِي الْمَلِكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ تَدْرِيًا ﴿٣﴾

৪। এবং তাহার তাহার পরিবর্তে এমন মা'ব্দ গ্রহণ করিয়াছে যাহারা কোন কিছুই সৃষ্টি করে না বরং নিজেরাই সৃষ্টি, বস্তুতঃ উহারা নিজেদের জন্যও তো না কোন উপকার এবং না কোন অপকার করার ক্ষমতা রাখে এবং না জীবন এবং না মরণ এবং না পুনরুত্থানেরই উহারা কোন ক্ষমতা রাখে ।

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يُخْلِقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٤﴾

৫। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহার বলে, 'ইহা এক অলৌকিক কথা ছাড়া কিছুই নহে যাহা সে নিজে মিথ্যা রচনা করিয়া লইয়াছে এবং এই ব্যাপারে অন্য এক জাতি তাহাকে সাহায্য করিয়াছে ।' বস্তুতঃ তাহার গুরতর যুলুম করিয়াছে এবং জঘন্য মিথ্যা বলিয়াছে ।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَذَا إِلَّا أُنشَاءُ مِنَّا فَتَرْجَاهُ وَآعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٥﴾

৬। এবং তাহার বলে, 'এই সব পূর্ববর্তীদের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে এবং ইহা তাহার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় পড়িয়া গুনানো হইতেছে ।'

وَقَالُوا سَاطِرُ أَوْدُنَيْنِ أَتَيْنَهُمَا فِي مَثَلِ عَلَيْهِمْ بُكْرَةٌ وَأَيْسَاءٌ ﴿٦﴾

৭। তুমি বল, 'ইহাকে তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীর প্রত্যেক রহস্য সম্বন্ধে অবগত আছেন । নিশ্চয় তিনি অতীত ক্রমাশীল, পরম দয়াময় ।'

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧﴾

৮। এবং তাহারা বলে, 'এই আবার কেমন রসূল যে আহারাও করে এবং বাজারেও চলাফেরা করে? তাহার উপর কেন কোন ফিরিশতা নাযেল করা হয় নাই যাহাতে সে তাহার সঙ্গে থাকিয়া সতর্ককারী হইতে পারিত?'

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الْقَطَامَ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا لِهَذَا مِنْكَ مَكَّةَ كَذِبًا ۝٨

৯। অথবা তাহার নিকট কোন ধন-ডাণ্ডার অবতীর্ণ করা হইত অথবা তাহার কোন বাগান থাকিত যাহা হইতে সে (ফল-ফলাদি) শাহিত! এবং মালোমগণ বলে, 'তোমরা কেবল এক যাদুশাস্ত্র বাস্তির পিছনে চলিতেছ।'

أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝٩

১০। দেখ! তাহারা তোমার সম্বন্ধে কেমন উপমাসমূহ বর্ণনা করিতেছে। ফলে তাহারা বিপথগামী হইয়াছে, অতএব তাহারা কোন সঠিক পথ হুঁজিয়া পাইবে না।

أُنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَظْهِرُونَ سَبِيلًا ۝١٠

১১। পরম কল্যাণের অধিকারী তিনি, যিনি চাহিলে তোমার জন্য উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জিনিষ সৃষ্টি করিতে পারেন— এমন বাগানসমূহ যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইতে থাকিবে— এবং তোমার জন্য বড় বড় প্রাসাদ তৈয়ার করিয়া দিতে পারেন।

تَبْرَكَ الَّذِي يَنْشَاءُ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝١١

১২। বরং তাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে; এবং যে বাস্তি কিয়ামতকে অস্বীকার করিবে তাহার জন্য আমরা প্রজ্বলিত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِتِّمُوا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ بَلْ آيَاتِنَا سَعِيرًا ۝١٢

১৩। যখন উহা তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিবে তখন তাহারা উহার তীব্র রোষ ও গর্জন শুনিতে পাইবে।

إِذَا رَأَوْهَا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَفَافُطًا وَزَفِيرًا ۝١٣

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে উহার একটি সংকীর্ণ স্থানে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় নিরুপেক্ষ করা হইবে তখন তাহারা তথায় মৃত্যু কামনা করিবে।

وَإِذَا الْقَوْمُ مِنْهَا مُكَاثِبًا حَتِيقًا مُقْرَبِينَ دَعَوْهَا نَائِكَ بُيُوتًا ۝١٤

১৫। (তাহাদিগকে বলা হইবে,) 'আজ তোমরা এক মৃত্যু কামনা করিও না, বরং বহু মৃত্যু কামনা কর।'

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ بُيُوتًا وَرَأْسًا وَادْعُوا بُيُوتًا كَثِيرًا ۝١٥

১৬। তুমি বল, 'ইহা উত্তম, না চিরস্থায়ী জাম্বাত, যাহার ওয়াদা মৃত্যুকীদের সঙ্গে করা হইয়াছে? ইহা তাহদের প্রতিদান এবং শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল হইবে।'

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْغُلِيِّ الَّذِينَ وَعَدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَصِيْرًا ۝١٦

১৭। তথায় তাহারা যাহা চাহিবে উহাই পাইবে, তাহারা উহাতে সদা বসবাস করিবে। ইহা এমন ওয়াদা যাহা পূর্ণ করা তোমার প্রভুর দায়িত্ব।

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُورًا ۝١٧



১৮। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে এবং উহাদিগকে, যাহাদের তাহারা আলাহুর পরিবর্তে ইবাদত করিত, সমবেত করিবেন; অতঃপর তাহাদিগকে বলিবেন, 'তোমরা কি আমার এই বান্দাদিগকে পথপ্রষ্ট করিয়াছিলে, না তাহারা নিজেরাই পথপ্রষ্ট হইয়াছিল ?'

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ رَبُّ مَا يَلْعَنُ ذَلِكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلُّنَا أَمْ لَكُمْ آلَاءٌ مِمَّا ضَلَّوْا  
التَّيْبِيلَ ۝

১৯। তখন তাহারা বলিবে, 'তুমি পবিত্র, আমাদের কোন অধিকার ছিল না যে আমরা তোমার পরিবর্তে অন্যদিগকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করি, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে পার্থিব সম্পদ দান করিয়াছিলে, পারিণামে তাহারা (তোমার) সম্মরণকে ডুলিয়া গিয়াছিল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।'

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ  
دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى  
نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝

২০। কিন্তু (মোশরেকগণকে বলা হইবে, দেখ!) যাহা কিছু তোমরা বলিতেছ ইহাকে তাহারা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; সুতরাং (আজ) তোমরা এই শাস্তিকে অপরসারিত করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকার সাহায্যও লাভ করিতে পারিবে না। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা যালেম তাহাদিগকে আমরা মহা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব।

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَغْفِرُونَ صَرَفًا  
وَلَا تَصْرَافًا وَمَنْ يُظْلَمِ مِنْكُمْ فَبِئْسَ فَتَىٰ عَدُوًّا  
كَبِيرًا ۝

২১। এবং আমরা তোমার পূর্বে যত বৃসল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই তো আহার করিত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করিত। এবং আমরা তোমাদের মধ্য হইতে কতককে কতকের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছি (ইহা দেখিবার জন্য যে) তোমরা সবুর কর কিনা। বস্তুতঃ তোমার প্রভু সর্বপ্রষ্ট।

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ  
يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا  
بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ  
رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

২২। এবং যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহারা বলে, 'আমাদের উপর ফিরিশতা নাযেল করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন?' তাহারা নিজেদের মনে অহংকার পোষণ করিয়াছে এবং বিদ্রোহিতায় সীমা ছাড়িয়া গিয়াছে।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ  
عَلَيْنَا السَّلْطَنَةُ أَوْ نُرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا  
فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۝

২৩। যেদিন তাহারা ফিরিশ্তাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন অপরাদীদের জন্য কোন শুভ সংবাদ থাকিবে না; এবং তাহারা (বিচলিত হইয়া) বলিবে, 'আমাদের ও তাহাদের মধ্যে) শক্ত আড়াল চাই!'

يَوْمَ يَرَوْنَ السَّلْطَنَةَ لَا يَشْرُونَ يَوْمِيذٍ لِلْمُجْرِمِينَ  
وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ۝

২৪। এবং আমরা তাহাদের সর্ব প্রকার কৃত-কর্মের প্রতি মনোযোগ দিব যাহা তাহারা করিত, অতঃপর উহাদিগকে আমরা বিচ্ছিন্ন ধূলিকণায় পরিণত করিব।

وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ جَعَلْنَاهُ هَبَاءً  
مَّنْفُورًا ۝

১১১]

পরা  
তম  
১১১]

২৫। সেদিন জামাতবাসীগণ (তাহাদের) ঠিকানার দিক দিয়াও উৎকৃষ্ট হইবে এবং বিশ্রামাগারের দিক দিয়াও সর্বাধিক সুন্দর-মনোরম হইবে।

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝

২৬। এবং যেদিন মেঘমালাসহ আকাশ বিদীর্ণ হইবে; এবং বহল সংখ্যায় ফিরিশতা নাযেল করা হইবে—

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاوَاتُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ۝

২৭। সেই দিন সর্বাধিপত্য সত্য সত্যই রহমান আল্লাহর হইবে। এবং কাফেরদের জন্য সেই দিনটি হইবে অতি কঠোর।

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَبِيرُ وَاللَّذِينَ فِي الْأَعْيُنِ عَلَى الْكَافِرِينَ غَاسِقٌ ۝

২৮। সেদিন মালেম নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিয়া বলিবে, 'হায়, যদি আমি রসূলের সঙ্গে পথ অবলম্বন করিতাম!

وَيَوْمَ يَعْصُفُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝

২৯। হায়, আমার দুর্ভাগ্য! যদি আমি অম্বককে বন্ধরূপে গ্রহণ না করিতাম!

يَوَيْلٌ لِّيَٰسَىٰ يَتَّبِعِي لِمَ اتَّخَذْتُ حُلَمًا ۝

৩০। নিশ্চয় সে আমাকে উপদেশ হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে, উহা আমার নিকট আসিবার পর।' নিশ্চয় শয়তান প্রয়োজনের সময় মানুষকে একা ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

لَقَدْ أَضَلُّوا عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَهُمْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا ۝

৩১। এবং এই রসূল বলিবে, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমার জাতি এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।'

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝

৩২। এইরূপে আমরা সকল নবীর জন্য অপরাধীগণের মধ্য হইতে দূশমন নিয়োজিত করিয়াছি; বস্তুতঃ তোমার প্রভু হেদায়াত দানকারী ও সাহায্য দানকারী হিসাবে ষথেষ্ট।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ مَّشْرُوعًا وَكَانَ يَرْثِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝

৩৩। এবং কাফেরগণ বলিল, 'কুরআনকে তাহার উপর কেন একত্রে নাযেল করা হইল না?' এইভাবে (বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সূরায়) এইজন্য (নাযেল করিয়াছি) যেন আমরা এতদ্বারা তোমার হাদয়কে সুদৃঢ় করি। এবং আমরা ইহাকে উত্তম আকারে সুবিন্যস্ত করিয়াছি।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝

৩৪। এবং তোমার নিকট তাহারা যত আপত্তি উত্থাপন করে অবশ্যই আমরা তোমার নিকট (উহার) সত্য সঠিক উত্তর এবং সর্বাধিক সুন্দর ব্যাখ্যা পেশ করিয়া দিই।

وَلَا يَأْتُونَكَ بِسَلْبٍ آلِإِحْسَانِكَ وَالْحَقُّ وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا ۝

৩৫। তাহাদিগকে তাহাদের মুখের উপরে দোযখের দিকে একত্রিত করা হইবে— তাহারা হইবে মোকাম-মর্যাদায় অতি নিকৃষ্ট এবং সঠিক পথ হইতে হইবে সর্বাধিক দ্রাষ্ট ।

الَّذِينَ يُحْسِرُونَ عَلَىٰ دُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ أَوْلِيَّكَ شُرَكَائِكَ ۖ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং মুসাকে আমরা কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার সহিত তাহার ভাই হারুনকে সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলাম ।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِينًا ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং আমরা বলিয়াছিলাম, 'তোমরা উভয়ে সেই জাতির নিকট যাও যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।' অতঃপর আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দিলাম ।

فَقُلْنَا أَذْهَبًا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَرَبْنَا لَهُمُ النَّارَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং নূহের জাতিকেও, যখন তাহারা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল তখন আমরা তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং মানবজাতির জন্য তাহাদিগকে আমরা এক নিদর্শন করিলাম । এবং আমরা যালেমদের জন্য এক যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি ।

وَقَوْمٍ نُوحِيَ لَنَا كَذَّبُوا الرَّسُولَ ۖ نَعَزَّوْنَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلْقَاسِ أَيْةً ۖ وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি আদ ও সামুদকে এবং কুপের অধিবাসীগণকে এবং তাহাদের মধাবর্তী আরও বহু জাতিকে,

وَعَادًا وَثَمُودًا ۖ وَأَصْحَابَ الرَّيِّسِ وَفُرُونَ ۖ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٩﴾

৪০। এবং তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকের জন্য আমরা দৃষ্টান্ত সমূহ বর্ণনা করিয়া দিয়াছি, কিন্তু (যখন তাহারা গুনিল না তখন) আমরা সকলকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি ।

وَكُلًّا فَهَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ۖ وَكُلًّا نَبِّئْنَا نَتِيحًا ﴿٤٠﴾

৪১। এবং তাহারা (মক্কাবাসীগণ) সেই জনপদের নিকট দিয়া নিশ্চয় যাতায়াত করিয়াছে, ' যাহার উপর কষ্টদায়ক নিকৃষ্ট স্রষ্টি বর্ষণ করা হইয়াছিল । তবু কি তাহারা ইহা দেখে না ? বস্তুতঃ তাহারা পুনরুত্থানের আশাই রাখে না ।

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرِ السُّوَدِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلِّ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤١﴾

৪২। এবং তাহারা যখন তোমাকে দেখে তখন তাহারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র বলিয়া গণ্য করে (এবং বলে): 'এই কি সেই ব্যক্তি ! যাহাকে আল্লাহ রসূলরূপে আবির্ভূত করিয়াছেন ?

وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا اتَّخَذُوا مِنكَ الْهَضْرَاءَ ۚ أَلَمْ يَأْتِنَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤٢﴾

৪৩। সে তো আমাদিগকে আমাদের মা'বুদ হইতে বিপথগামী করিয়া দেওয়ার উপক্রম করিয়াছিল যদি না আমরা ইহাদের উপর স্পৃহভাবে কায়েম থাকিতাম ।' এবং যখন

إِنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ الْبَيْتِ لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۖ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۖ مَنْ أَضَلُّ

তাহারা শাস্তিকে প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে (সঠিক) পথের দিক দিয়া সর্বাধিক বিদ্রান্ত কাহারা।

سَيَلًا ۞

৪৪। তুমি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যে নিজের প্ররুতিসমূহকে নিজের মা'ব্দরূপে গ্রহণ করে? তুমি কি তাহার উপর অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছ?

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ كَتُونَ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ۞

৪৫। তুমি কি মনে কর যে, তাহাদের অধিকাংশ লোক শ্রবণ করে এবং অনুধাবন করে? তাহারা একেবারে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়— বরং (সঠিক) পথের দিক দিয়া তাহারা সর্বাধিক বিদ্রান্ত।

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ الْكُرْهُمُ يَسْمَعُونَ أَوْ يَبْصُرُونَ ۚ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞

৪  
[১০]  
২

৪৬। তুমি কি তোমার প্রভুর প্রতি লক্ষ্য কর নাহি যে, কিভাবে তিনি ছায়ায় লক্ষ্য করিয়া দেন? তিনি ইচ্ছা করিলে উহাকে একই স্থানে স্থির করিয়া দিতেন। অতঃপর আমরা সূর্যকে ইহার উপর একটি নির্দেশক করিয়াছি।

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞

৪৭। অতঃপর উহাকে আমরা আমাদের দিকে ক্রমান্বয়ে গুটাইয়া আনি।

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۞

৪৮। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত্তিকে আবরণস্বরূপ এবং নিদ্রাকে আরামস্বরূপ করিয়াছেন এবং দিবসকে উপান ও উন্নতির উপায়স্বরূপ করিয়াছেন।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۞

৪৯। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি বায়ুকে নিজ রহমত বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন এবং আমরা মেঘ হইতে বিগুচ্ছ ও পরিষ্কার পানি বর্ষণ করি,

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا يَنْبِئُ بِدَىٰ نَحْتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۞

৫০। যেন আমরা উহার দ্বারা মৃত ভূমিকে সজীবিত করি এবং আমাদের সৃষ্টি বহু সংখ্যক জীবজন্তু ও মানুষকে পানি পান করাই।

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَهُ قَيْمًا وَنُنْفِئَهُ وَمَا خَلَقْنَا النَّعَامَ وَآنَابِي كَثِيرًا ۞

৫১। এবং আমরা ইহাকে (কুরআনকে) তাহাদের মধ্যে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিল কেবল অস্বীকার ছাড়া।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِم مِّنْ آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞

৫২। এবং যদি আমরা ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে প্রত্যেক জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিতাম;

وَلَوْ شِئْنَا لَبَشَّرْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞

৫৩। অতএব তুমি কাফেরদের আনুগত্য করিও না, এবং তুমি ইহার (কুরআনের) সাহায্যে তাহাদের সহিত রহতর জিহাদ কর।

৫৪। তিনিই সেই সত্তা যিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করিয়াছেন যাহাদের মধ্য হইতে একটি মিষ্ট, সুপুষ্ক এবং অপরাটি লবণাক্ত, তিক্ত এবং তিনি উভয়ের মধ্যে এক আড়াল এবং শক্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন।

৫৫। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি মানুষকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি তাহার জন্য বংশগত (পৌত্রিক) সম্বন্ধ এবং বৈবাহিক (মাতৃক) সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন; এবং তোমার প্রভু প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

৫৬। এবং তাহার আলাহুর পরিবর্তে উহার ইবাদত করে যাহা তাহাদের কোন উপকারও করিতে পারে না এবং কোন অপকারও করিতে পারে না। বস্তুতঃ কাফের সদা তাহার প্রভুর (পরিকল্পনা সমূহের) বিরুদ্ধাচারীই হইয়া থাকে।

৫৭। এবং আমরা তোমাকে শুধু শুভসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

৫৮। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না কেবল ইহা ছাড়া যে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাহা হইলে সে নিজের প্রভুর (নিকট যাওয়ার) পথ অবলম্বন করুক।'

৫৯। এবং তুমি সেই চিরজীবের উপর ভরসা কর যিনি কখনও মরেন না, এবং তাহার প্রশংসার সহিত তসবীহ পাঠ কর। বস্তুতঃ তিনি নিজ বান্দাগণের পাপসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।

৬০। যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সেই সব হয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি সুদৃঢ়রূপে আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; ইনি অযাচিত-অসীম দাতা। অতএব তুমি তাহার সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে অধিক অবহিত।

৬১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা রহমান (আলাহ)কে সেজদা কর; তখন তাহার বলে, 'রহমান' আবার কে? আমরা কি তাহাকে সেজদা করিব যাহার সম্বন্ধে তুমি

فَلَا تَطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَمَادًا كَيْدًا ۝

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ۝

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝

وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ إِلَّا مَا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

وَ تَوَكَّلْ عَلَىٰ الْعَلِيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَ سَتَجِدُنِي مِنكُمْ وَ كَفَىٰ بِهِ يَدُنُوبٍ عِبَادًا حَسِيرًا ۝

إِلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ حَسِيرًا ۝

وَ إِذْ أَقْبَلَ لَهُمُ السَّجْدَ وَ لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الْإِنْسُ جِ اسْجُدْ لِمَا تَأْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُورًا ۝

৫  
১৬

আমাদিগকে হুকুম দিতেছ ?' বস্তুতঃ এইকথা তাহাদের ঘৃণাকে আরও বাড়াইয়া দেয় ।

৬২ । তিনি পরম কলাণের অধিকারী সত্তা যিনি আকাশে (তারকারাজির জন্য) কক্ষসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে প্রদীপ্ত সূর্য এবং উজ্জ্বল চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন ।

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سُدْرًا وَمَنَازِلَ النُّجُومِ ﴿٦٢﴾

৬৩ । এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি রজনী ও দিব্যকে একে অপরের পক্ষাচ্ছাবনকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ব্যক্তির উপকারের জন্য যে উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে অথবা সক্রতজ বান্দা হইতে চাহে ।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ سُكُورًا ﴿٦٣﴾

৬৪ । এবং রহমানের প্রকৃত বান্দা তাহারা, যাহারা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নম্র হইয়া চলে, এবং যখন অজ্ঞতা তাহাদিগকে সম্বোধন করে তখন তাহারা (কোন বিবাদ না করিয়া) বলে, 'সালাম' !

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتُوبُونَ عَلَى الذُّلِّهِمْ هَمًا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٤﴾

৬৫ । এবং যাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের প্রভুর সমীপে সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান অবস্থায়;

وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لَدَيْهِمْ مُجِدًّا وَوَيْحًا ﴿٦٥﴾

৬৬ । এবং যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর হইতে দোষের আযাবকে অপসারিত কর, নিশ্চয় উহার আযাব সর্বনাশ;

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ مَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٦﴾

৬৭ । নিশ্চয় উহা অতি মন্দ— অস্থায়ী ঠিকানা হিসাবেও এবং দীর্ঘস্থায়ী আবাসস্থল হিসাবেও ।'

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٧﴾

৬৮ । এবং যাহারা, যখন খরচ করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্ণাগণ করে না বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে;

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٨﴾

৬৯ । এবং যাহারা, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মাব্দকে ডাকে না এবং ন্যায়-সংগত কারণ ব্যতীত এমন কোন প্রাপকে হত্যা করে না যাহাকে আল্লাহ্ (হত্যা করা) হারাম করিয়াছেন এবং তাহারা ব্যাভিচার করে না; বস্তুতঃ যে কেহ এইরূপ কাজ করিবে সে (তাহার) পাপের শাস্তির সম্মুখীন হইবে;

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٩﴾

৭০ । কিয়ামতের দিন তাহার জন্য আযাবকে দ্বিগুণ করা হইবে এবং তথায় সে নাস্তিহ অবস্থায় বাস করিতে থাকিবে—

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٧٠﴾

৭১। সেই ব্যক্তি বাতীল যে তওবা করে এবং ঈমান আনে এবং পূণ্য কর্ম করে, ইহারা এমন লোক যে, আল্লাহ তাহাদের মন্দ কর্মগুলিকে সুন্দর কর্মে বদলাইয়া দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧١﴾

৭২। যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সংকর্ম করে বস্তুতঃ সে পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে যুঁকে;

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং যাহারা, মিথ্যা সাক্ষা দেয় না এবং যখন তাহারা রুখা বিষয়ের নিকট দিয়া অতিক্রম করে তখন সসম্মানে অতিক্রম করে;

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং যাহারা, তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহ তাহাদিগকে যখন স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় তখন উহার প্রতি বধির ও অঙ্কের ন্যায় আচরণ করে না।

وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَمْحُذُوا عَلَيْهَا سُبًّا وَعُجْبًا ﴿٧٤﴾

৭৫। এবং যাহারা বলেন, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের স্মরণ করাইয়া দাও সত্তান-সত্ততির মাধ্যমে চক্রুর স্মৃতিত্ব দান কর এবং আমাদের স্মৃতিত্বের ইমাম বানাও।'

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَدْوَانِنَا دُزْدِينَ قَوَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٥﴾

৭৬। ইহারা ই এমন লোক, যাহাদিগকে তাহাদের সংকর্মের উপর ধৈর্যসহকারে কায়মে থাকার কারণে প্রতিদানস্বরূপ (সূরমা) বালাখানা দেওয়া হইবে এবং তথায় তাহাদিগকে শুভাশীষ এবং শান্তির বাণী দ্বারা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে,

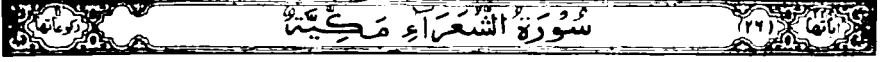
أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا سَجِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٦﴾

৭৭। তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে। উহা অতি উত্তম হইবে—অস্থায়ী বিশ্রামাগার হিসাবে এবং স্থায়ী বাসস্থান হিসাবেও।

خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقْرَأًا وَمَقَامًا ﴿٧٧﴾

৭৮। তুমি (অবিশ্বাসীদেরকে) বল, 'আমার প্রভু তোমাদের কোন পরওয়া করেন না যদি তোমাদের দোয়া না থাকে। যেহেতু তোমরা (আল্লাহর বাণীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, অতএব উহার শাস্তি অচিরেই তোমাদের সহিত সংস্কৃত হইবে।'

قُلْ مَا يَنْبَغُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِإِمَامٍ ﴿٧٨﴾



## ২৬-সূরা আশ্ শো'আরা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২২৮ আয়াত এবং ১১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা,  
পরম দয়াময়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

২। তা সীন মীম্ ।

طسّم ①

৩। এইগুলি সুস্পষ্ট (বর্ণনাকারী) কিতাবের আয়াত ।

بَلٰك اِنَّ الْكِتٰبَ الْبِیْنِیْنَ ①

৪। সম্ভবতঃ তুমি নিজের প্রাণকে বিনাশ করিয়া  
ফেলিবে এই জন্য যে, তাহারা মো'মেন হইতেছে না ।

لَعَلَّكَ بِاَحْسَنِ نَفْسِكَ اَلَّا یَكُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ ①

৫। আমরা চাহিলে তাহাদের উপর আকাশ হইতে এমন এক  
নিদর্শন নাযেল করিয়া দিব যাহার সম্মুখে তাহাদের  
ঘাড়সমূহ নত হইয়া যাইবে ।

اِنْ نَّشَاۤءُ نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ اٰیَةً فَظَلَّتْ

اَعْنَآئُهُمْ لَهَا خٰصِیْعِیْنَ ①

৬। এবং রহমানের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট কখনও  
কোন নূতন উপদেশ-বানী আসে না যাহা হইতে তাহারা মুখ  
ফিরাইয়া না লয় ।

وَمَا یَأْتِیْهِمْ مِنْ ذِکْرِ مِنَ الرَّحْمٰنِ مُعَدَّلٍ اِلَّا

كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِیْنَ ①

৭। সূতরাং যেহেতু তাহারা (আল্লাহর উপদেশ-বানীকে) মিথ্যা  
বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এইজন্য তাহাদের নিকট অচিরেই  
উহার সংবাদ আসিয়া পৌঁছাবে যাহা নইয়া তাহারা  
ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত ।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَمَا فَسَدَتْ لَهُمْ اَنْبَاۤءُ مَا كَانُوْا یَسْتَفْزِزُوْنَ ①

৮। তাহারা কি পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে,  
আমরা উহাতে কত রকমের উৎকৃষ্ট জোড়া উৎপন্ন  
করিয়াছি ?

اَوَلَمْ یَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمَا اَنْبَتْنَا فِیْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

كَرۜیْمٍ ①

৯। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে  
অধিকাংশই ঈমান আনে না ।

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً وَّمَا كَانَ اَلۜكۜرُھُمُ مُّؤْمِنِیْنَ ①

১০। এবং নিশ্চয় তোমার প্রভুই মহা পরাক্রমশালী, পরম  
দয়াময় ।

۞ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ①

১১। এবং (সম্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু মুসাকে ডাকিয়া  
বলিয়াছিলেন, "তুমি যালেম জাতির নিকট যাও —

رَاۤءِ ذٰلِكَ اَدۜاۤی رَبَّكَ مُؤۜمِنًا اِنَّ اِنۜتَ اَلۜقَوۜمُ الظَّالِمِیْنَ ①



১২। ফেরাউনের জাতির নিকট। তাহারা কি তাকওয়া অবলম্বন করিবে না ?

قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا يَتَّقُونَ ﴿١٢﴾

১৩। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমি ভয় করিতেছি যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে;

قَالَ رَبِّ اِنَّيْ اَخَافُ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِيْ ۙ ﴿١٣﴾

১৪। এবং আমার বন্ধু সংকুচিত হইতেছে, তাছাড়া আমার জিহ্বায় (জড়তা থাকার কারণে) কথা পরিস্ফুট হয় না, অতএব হারুনের প্রতিও প্রত্যাশে প্রেরণ কর;

وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلَيَّ هُرُوْدَ ﴿١٤﴾

১৫। ইহা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে তাহাদের এক অভিযোগও আছে, অতএব আমার ভয় হয় যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে।

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَقْتُلُوْا ۙ ﴿١٥﴾

১৬। তিনি বলিলেন, 'কখনও না; অতএব তোমরা উভয় আমাদের আয়াতসমূহ লইয়া চলিয়া যাও, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা (তোমাদের দোয়া) শুনিব।'

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ اِلَيْنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَعِيْنُونَ ﴿١٦﴾

১৭। 'অতএব তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও এবং তাহাকে বল, 'নিশ্চয় আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত রসূল;

قَاتِلِيْنا فِرْعَوْنَ فَقَوْلَا اِنَّا رُسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮। (তোমাকে এই কথা বলার জন্য) যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দাও।'

اَنْ اَرْسِلَ مَعَنَا بَنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ ﴿١٨﴾

১৯। সে বলিল, 'আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে আমাদের মধ্যে লালনপালন করি নাই? এবং অবশ্য তুমি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছ;

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِتْنًا وَّلَيْدًا وَّلَكُنْتَ فِىْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِيْنًا ﴿١٩﴾

২০। এবং তুমি এক কার্য করিয়াছ, এমন এক কার্য করিয়াছ যাহা নিঃসন্দেহে তুমিই করিয়াছ তথাপি তুমি অকৃতজ্ঞদের অন্তর্গত হইতেছ।'

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَك الْاِيْٓمٰنِيْ فَفَلْتَ رَاٰتٍ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১। সে বলিল, 'আমি ইহা তখন করিয়াছিলাম যখন আমি অতাদের অন্তর্গত ছিলাম;

قَالَ فَعَلْتَهَا اِذْ اَوْ اَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ ﴿٢١﴾

২২। অতএব যখন আমি তোমাদের পক্ষ হইতে ভয় অনুভব করিলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হইতে পলাইয়া গেলাম; অতঃপর আমার প্রভু আমাকে সঠিক বিচার-বুদ্ধি দান করিলেন এবং আমাকে রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْكُمْ فَرَّجْتُ لِيْ رَحْمٰتِيْ فَاَرْسَلْتُكَ وَمِنْ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং (বাল্যকালে আমাকে লালন-পালন করার) এই অনুগ্রহ, যাহার উল্লেখ তুমি আমার নিকট করিতেছ এমন নাকি যে, (ইহার বিনিময়ে) তুমি সারা বনী ইসরাঈল জাতিকে দাস বানাইয়া রাখ?'

وَلَيْكَ نِصْمَةٌ مِّنْهَا عَلٰى اَنْ عَدَدْتَ بَنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ ﴿٢٣﴾

২৪। ফেরাউন বলিল, 'সমস্ত জগতের প্রতিপালক আবার কে?'

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। সে বলিল, 'তিনি আকাশমণ্ডল ও এই পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের প্রভু, যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হও।'

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। সে তাহার আশ-পাশের লোকদিগকে বলিল, 'তোমরা কি শুনিতেছ না?'

قَالَ لَيْسَ حَوْلَهُ إِلَّا تَسْمِعُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। সে বলিল, 'তিনি তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও প্রভু।'

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٧﴾

২৮। সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমাদের রসূল, যাহাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে, সে অবশ্যই পাসল।'

قَالَ إِنْ رَسُولُكَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمْ نُحِبَّهُ ﴿٢٨﴾

২৯। সে বলিল, 'তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে সব কিছুর প্রভু, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও।'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। সে বলিল, 'যদি তুমি আমার পরিবর্তে অন্য কাহাকেও মাব্দুরায়ে প্রহণ কর তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাকে কারাগারে আবদ্ধ করিব।'

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ الْإِنَّمَاءَ غَيْرِي لَأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। সে বলিল, 'যদি আমি তোমার নিকট কোন সূক্ষ্ম নিদর্শন উপস্থাপন করি, তবুও কি?'

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣١﴾

৩২। সে বলিল, 'যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহা হইলে উহা উপস্থাপন কর।'

قَالَ فَأَبِ يَدِي إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। তখন সে তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, তখন দেখ! সহসা উহা এক সূক্ষ্ম অজগর হইয়া গেল।

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾

৩৪। এইরূপে সে তাহার হাত (স্বীয় বসন হইতে) টান দিয়া বাহির করিল, তখন দেখ! সহসা উহা দর্শকগণের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে গুহ্র পরিদৃষ্ট হইল।

فَكَرِهَ النَّاسُ أَنْ يُنْفِذَهُ فَرَاخٌ مِّنْ عِلْمِهِ لِلنَّاسِ إِذْ هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। সে তাহার আশ-পাশের পরিষদবর্গকে বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি একজন সূক্ষ্ম যাদুকর;

قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِن هَذَا لَشَرٌّ عَلَيْكُمْ ﴿٣٥﴾

৩৬। সে তাহার যাদুবলে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহে। এখন তোমরা পরামর্শ দাও, কি করিতে হইবে?'

يُؤَيِّدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِعِزِّهِمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। তাহারা বলিল, 'তাহাকে ও তাহার ভাইকে কিছু কানের জন্য অবকাশ দাও এবং শহরে শহরে সমবেতকারীগণকে পাঠাও,

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْنَيْهِ فِي الْمَدَائِنِ خَيْرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। যেন তাহারা তোমার নিকট প্রত্যেক সূদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত করে।'

يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سَخِرٍ عَلَيْهِمْ ﴿٣٨﴾

৩৯। অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদিগকে একত্রিত করা হইল,

فَجِيعَ السَّحَرَةِ بِنِقَاتٍ يَوْمَ قَعَلُومٍ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং লোকদিগকে বলা হইল, 'তোমরাও কি সমবেত হইবে,

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। যেন যাদুকরেরা বিজয়ী হইলে আমরা তাহাদের অনুসরণ করিতে পারি ?'

لَمَلْنَا نَسْحُ السَّحَرَةِ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾

৪২। অতঃপর যখন যাদুকরগণ উপস্থিত হইল তখন তাহারা ফেরাউনকে বলিল, 'যদি আমরা বিজয়ী হই তাহা হইলে আমাদের জন্য কি কোন বিশেষ পুরস্কার থাকিবে ?'

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنْ كُنَّا لِأَجْرٍ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩। সে বলিল, 'হাঁ, তদুপরি তখন তোমরা নিশ্চয় আমার দরবারে নৈকটাপ্রাপ্তদের অন্তর্গত হইবে।'

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لِينَ الْمَغْرِبِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪। মুসা তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের যাহা কিছু নিষ্কপ করার আছে তাহা নিষ্কপ কর।'

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَنْتُمْ مُخْفُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তখন তাহারা তাহাদের রজ্জুসমূহ এবং লাঠিগুলিকে নিষ্কপ করিল এবং বলিল, ফেরাউনের সন্মানের শপথ! অবশ্যই আমরা বিজয়ী হইব।'

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। তখন মুসা তাহার লাঠি নিষ্কপ করিল, তখন দেখ! সহসা উহা তাহাদের বানানো সকল ভেদ্বীবাজীকে গ্রাস করিতে লাগিল।

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। তখন যাদুকরগণকে সেজ্জদায় প্রণত করা হইল,

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِهَابِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। তাহারা বলিল, 'আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম,

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। মুসা এবং হারুনের প্রতিপালকের উপর।'

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। সে (ফেরাউন ক্রুদ্ধস্বরে) বলিল, 'আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিবে? নিশ্চয় এই ব্যক্তি তোমাদের ওস্তাদ যে তোমাদিগকে এই যাদুবিদ্যা

قَالَ أَمْنَعُ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَيْدٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾

الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ هَلْ أَتَاكُمْ مِنَ

শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং তোমরা অচিরেই (ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবে। নিশ্চয় আমি তোমাদের হস্ত ও পদগুলি (অবাধ্যতার জন্য) উল্টা দিক হইতে কঠন করিব এবং তোমাদের সকলকে শূন্যে বিদ্ধ করিব।'

أَيُّدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا تُصِيبُكُمْ  
أَعْيُنِي ۝

৫১। তাহারা বলিল, 'ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইব;

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝

৫২। নিশ্চয় আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রভু আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন, যেহেতু আমরা হইলাম ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম।'

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ  
الْمُؤْمِنِينَ ۝

৫৩। এবং আমরা মুসার প্রতি ওহী করিলাম, 'তুমি আমার বান্দাগণকে নইয়া রান্নিষেগে সফর কর, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাচ্ছাবন করা হইবে।'

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْمِ بِأُمَّيَّتِي إِنَّكُمْ فَتَنُونَ ۝

৫৪। ইহাতে ফেরাউন শহরে শহরে সমবেতকারীগণকে পাঠাইল;

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ خُضْرًا ۝

৫৫। (এই বলিয়া যে) 'নিশ্চয় ইহারা একটি ক্ষুদ্র দল,

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۝

৫৬। তথাপি ইহারা আমাদিগকে উড্ডিক্ত ও ক্রোধান্বিত করিয়া তুলিয়াছে;

وَأَنَّهُمْ لَنَا إِلْطُونَ ۝

৫৭। অথচ আমরা এক সতর্ক ও হিশিয়ার জনগোষ্ঠি।'

وَأِنَّا لَنَجِيعٌ خَلِيدُونَ ۝

৫৮। ফলে আমরা তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলাম উদ্যানরাজি ও বরণাসমূহ হইতে।

فَأَخْرَجْنَهُمْ مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْبُونَ ۝

৫৯। এবং ধনভাণ্ডার এবং সন্মানজনক আবাসস্থল হইতে।

وَلَنُوزِيَهُمْ مَقَامًا رَرِيمًا ۝

৬০। এইরূপই ঘটিয়াছিল; এবং আমরা বনী ইসরাঈলকে ঐ সকল বস্তুর উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম।

كَذَلِكَ وَأَدْرَأْتُنَّهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

৬১। অতএব তাহারা সূর্যোদয়কালে তাহাদের পশ্চাচ্ছাবন করিল।

فَأَتَبَوْهُمْ فَغَشَّقُوا ۝

৬২। অতঃপর যখন দুইদল পরস্পরকে দেখিল, তখন মুসার সংগীগণ বলিল, 'আমরা নিশ্চয় ধরা পড়িয়া গিয়াছি।'

فَلَمَّا تَرَأَتْهُ إِتْمِينُ قَالِ أَهْلِبْ مُؤْتِنَهُ إِنَّا لَمُدْرُونَ ۝

৬৩। সে বলিল, 'কখনও নহে, নিশ্চয় আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন; তিনি অবশ্যই আমাকে নিরাপদ পথ দেখাইবেন।'

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

৬৪। তখন আমরা মূসার প্রতি ওহী করিলামঃ 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে উহা বিভক্ত হইয়া গেল, এবং প্রত্যেকটি খণ্ড বড় বড় ঢিপির ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ  
فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالظَّوَادِ الْعَظِيمِ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং আমরা অপর দলকে নিকটে আনিলাম।

وَأَرْسَلْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং আমরা মূসা ও তাহার সংগীগণকে উদ্ধার করিলাম।

وَأَيُّبِنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭। অতঃপর অপর দলটিকে আমরা নিমজ্জিত করিলাম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

﴿٦٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

৭০। এবং তুমি তাহাদের নিকট ইব্রাহীমের রুডান্ত আর্ন্তি করিয়া শুনাও।

وَأَنْذِرْ عَلَيْهِمْ نَارَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٧٠﴾

৭১। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কিসের ইবাদত কর?'

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧١﴾

৭২। তাহারা বলিল, 'আমরা প্রতিমাসমূহের ইবাদত করি, এবং আমরা সদা নিষ্ঠার সাথে উহাদের উপাসনায় মগণন থাকি।'

﴿٧٢﴾ قَالُوا تَعْبُدُونَ أَصْنَامًا تَقُولُ لَهَا عَظِيمِينَ

৭৩। সে বলিল, 'যখন তোমরা (তাহাদিগকে) ডাক তখন তাহারা কি তোমাদের ডাক শুনে?'

﴿٧٣﴾ قَالِ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ

৭৪। অথবা তাহারা কি তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করিতে পারে?'

﴿٧٤﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ

৭৫। তাহারা বলিল, 'এমন তো নহে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি।'

﴿٧٥﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

৭৬। সে বলিল, 'তোমরা কি উহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ তাহাদের তোমরা উপাসনা করিয়া আসিতেছ—

﴿٧٦﴾ قَالِ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

৭৭। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণ,

﴿٧٧﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ

৭৮। বস্তুতঃ সমগ্র জগতের প্রতিপালক ব্যতীত তাহারা সকলেই আমার শত্রু,

﴿٧٨﴾ فَأِنَّهُمْ صَدُّوا فِي الْآيَةِ الْعَلِيِّنَ

৭৯। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন;

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٩﴾

৮০। এবং তিনিই আমাকে খাবার ষাওয়ান এবং আমাকে পানীয় পান করান;

وَالَّذِي هُوَ يُطْوِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন;

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨١﴾

৮২। এবং তিনিই আমাকে মৃত্যু দান করিবেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পুনর্জীবিত করিবেন;

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং তিনিই এমন মহান সজা যে, আমি আশা করি, তিনি আমার অপরাধসমূহ বিচার দিবসে ক্ষমা করিবেন;

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٣﴾

৮৪। হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে হিকমত দান কর এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর;

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَارْحَمْنِي بِالسَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য প্রকৃত (স্বামী) যশ দান কর,

وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং তুমি আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জামাতের উত্তরাধিকারীগণের অন্তর্ভুক্ত কর;

وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّوَافِلِ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর, কারণ সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত;

وَاعْفِرْ لِي رَبِّي إِنْ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং যেদিন তাহাদিগকে পুনরুন্মিত করা হইবে সেদিন তুমি আমাকে অপমানিত করিও না;

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْفَخُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসিবে না—

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٩﴾

৯০। কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে বিদগ্ধ ও প্রশস্ত অন্তর লইয়া আলাহুর সমীপে উপস্থিত হইবে।'

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٩٠﴾

৯১। এবং মুতাকীগণের জন্য জামাতকে নিকটবর্তী করা হইবে।

وَأَرْزَلْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩١﴾

৯২। এবং বিপথগামীদের জন্য দোষকে সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে।

وَبُورَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُفْسِدِينَ ﴿٩٢﴾

৯৩। এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, 'কোথায় তাহারা যাহাদের তোমরা উপাসনা করিতে—

وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪। আলাহুর পরিবর্তে? তাহারা কি তোমাদের কোন

مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُم مَّا يَدْعُونَ ﴿٩٤﴾

সাহায্য করিতে পারে, অথবা তোমাদের জন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে ?'

৯৫ । তখন তাহাদিগকে এবং পথভ্রষ্টদিগকে উহাতে অধোমুখে নিষ্ক্রেপ করা হইবে,

فَلْيَكُونُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬ । এবং ইবলীসের সকল দলবলকেও ।

وَجُودُ الْإِنْسِ أَجْمَعُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭ । তাহারা উহাতে পরস্পর ঝগড়া করিতে করিতে বলিবে,

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮ । 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা নিশ্চয় স্পষ্ট দ্রষ্টতায় পড়িয়াছিলাম,

ثَلَاثِينَ لَيْلًا لِّئِن مَّسَلْنَا ثَمَرًا لَا يَسْمَلُ إِلَّا فِي سِنَانٍ ﴿٩٨﴾

৯৯ । যখন আমরা তোমাদিগকে সমগ্র জগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ স্থির করিয়াছিলাম,

إِذْ نَسَوْنَا كَمَّ يَتَّبِعُ الْغَالِبِينَ ﴿٩٩﴾

১০০ । বসন্তঃ অপরাধীগণই আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল,

وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا النَّجْمُ بُرُوجَ ﴿١٠٠﴾

১০১ । এই জনা (আজ) আমাদের কোন সুপারিশকারী নাই,

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠١﴾

১০২ । এবং আমাদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নাই;

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠٢﴾

১০৩ । অতএব যদি আমাদের (দুনিয়ায়) ফিরিয়া যাইবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম !'

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ النُّؤْمِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৪ । নিশ্চয় ইহার মধ্যে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনিতেছে না ।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৫ । এবং তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।

﴿١٠٥﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَعَلَّ الْوَالِعِينَ ﴿١٠٥﴾

১০৬ । নূহের জাতি রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

كَلَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৭ । যখন তাহাদের ডাই নূহ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৮ । নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٨﴾

১০৯ । সূতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٩﴾







১৩৯। আসলে আমাদিগকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না।'

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٩﴾

১৪০। অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, ফলে আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলাম। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইমান আনে না।

كَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤٠﴾

৯  
[১৮]  
১১

১৪১। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

﴿١٤١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

১৪২। এইভাবে সামুদ্র রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩। যখন তাহাদের ভাই সালেহ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করিবে না ?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল;

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٤﴾

১৪৫। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

১৪৬। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকট আছে;

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عِنْدَ رَبِّ الْمَالِكِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। এখানে যাহা কিছু (সুখ-সস্তার) আছে, তোমাদিগকে কি উহাতে নিরাপদ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইবে—

أَتَذْكُرُونَ فِي مَا هُمْ بِأَمِينٍ ﴿١٤٧﴾

১৪৮। বাগানসমূহ ও ঝরপাসমূহের মধ্যে;

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٨﴾

১৪৯। এবং শস্যক্ষেতসমূহ এবং এমন খুর্দর বৃক্ষসমূহের মধ্যে যাহার শুষ্কগুলি (ফলভারে) ডাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে ?

وَرُزْجٍ وَتَخَلَّىٰ ظِلِّهَا فَهَيْبَةٌ ﴿١٤٩﴾

১৫০। এবং তোমরা পরম নিপুণতার সহিত পাহাড়ে পাহাড়ে পাথর কাটিয়া সর্ব্বে গৃহ নির্মাণ করিতেছ ;

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَهَيْبَةٌ ﴿١٥٠﴾

১৫১। অতঃপর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

১৫২। এবং তোমরা সীমান্তঘনকারীগণের আদেশ মানিও না,

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ السُّرْيَانِ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। যাহারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করিয়া বেড়ায় এবং সংশোধন করে না।'

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٢٥٣﴾

১৫৪। তাহারা বলিল, 'তুমি অবশ্যই মাদুগ্ৰস্ত লোকদের অন্তর্গত;

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿٢٥٤﴾

১৫৫। তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ। অতএব যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে কোন নির্দশন উপস্থিত কর।'

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖ فَأَبِءْ بِآيَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٥٥﴾

১৫৬। সে বলিল, 'এই যে উষ্ণিটি, ইহারও পানি পানের জন্য পাল্লা আছে এবং পানি পানের তোমাদেরও পাল্লা আছে নির্দিষ্ট দিনে;

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ ﴿٢٥٦﴾

১৫৭। সূতরাং তোমরা ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, নচেৎ এক ভয়াবহ দিনের শাস্তি আসিয়া তোমাদিগকে ধৃত করিবে।'

وَلَا تَسْوَأُوا بِهَا فَإِنَّهَا عَادٌ أَبِيكُمْ ﴿٢٥٧﴾

১৫৮। কিন্তু তাহারা উহার হাটুর রগ কাটিয়া ফেলিল, ফলে তাহারা অন্তর্গত হইল।

فَعَقَرُوهَا فَاصْبِرُوا نَدِيمِينَ ﴿٢٥٨﴾

১৫৯। তখন আযাব আসিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিল। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٥٩﴾

১৬০। বসন্তঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٦٠﴾

১৬১। লুতের জাতি রসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٦١﴾

১৬২। যখন তাহাদের ভাই লুত তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٦٢﴾

১৬৩। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসুল;

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٢٦٣﴾

১৬৪। সূতরাং তোমরা আন্নাহর তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَآٰطِعُوا أَمْرًا ﴿٢٦٤﴾

১৬৫। আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦٥﴾

১৬৬। তোমরা কি সৃষ্টির মধ্যে পুরুষদের নিকট আগমন কর ?

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦٦﴾

১৬৭। এবং তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যাহাদিগকে তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, বরং তোমরা সৌমিল-ঘনকারী জাতি।'

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮। তাহারা বলিল, 'হে মৃত! যদি তুমি নিরুত্ত না হও, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি নির্বাসিতগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَوِينِ ﴿١٦٨﴾

১৬৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কার্যকলাপকে ঘৃণা করি।'

قَالَ إِنِّي بِمَا كُمْرْتُمْ مِنَ الْعَالِينَ ﴿١٦٩﴾

১৭০। 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার পরিজনকে সেই সকল কার্যকলাপ হইতে রক্ষা কর যাহা তাহারা করিতেছে।'

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭১। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিজন সকলকে রক্ষা করিলাম;

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧١﴾

১৭২। কেবল এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পক্ষান্তে অবস্থান করিণীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٧٢﴾

১৭৩। অতঃপর, আমরা অপরাপর সকলকে ধ্বংস করিয়া দিলাম।

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأُخْرَى ﴿١٧٣﴾

১৭৪। এবং আমরা তাহাদের উপর প্রবল (শিলা) বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম; সুতরাং যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের উপর অতি নিকৃষ্ট বৃষ্টি হইয়াছিল।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا مَسَاءً مَطَرُ السُّنْدِيِّينَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

১৭৬। এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

﴿١٧٦﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٦﴾

১৭৭। অরণ্যের অধিবাসীগণও রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمُدَلِّجِينَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮। যখন শো'আম্বুব তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করিবে না?'

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾

১৭৯। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٩﴾

১৮০। অতএব তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

১৮১। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨١﴾

১৮২। (হে লোক সকল!) তোমরা মাপ পূর্ণ মাত্রায় দিও, এবং ঋতিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না;

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨٢﴾

১৮৩। এবং সঠিক দাঁড়ি-পাঠায় ওজন করিও,

وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ السَّتْقِيمِ ﴿١٨٣﴾

১৮৪। লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য প্রব্যাদি কম দিও না, এবং পৃথিবীতে বিশ্ব্বলা করিয়া বেড়াইও না,

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٤﴾

১৮৫। যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন, তোমরা তাহার তাকওয়া অবলম্বন কর।'

وَاتَّبِعُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ﴿١٨٥﴾

১৮৬। তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় তুমি যাদুগ্রন্থদের অন্তর্গত;

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحِقِينَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ বৈ কিছু নহ, এবং আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করি,

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَكُفُّكَ لَئِنْ لَكُنَّ يَوْمَئِذٍ

১৮৮। অতএব, তুমি যদি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলিয়া দাও।'

فَأَسْقُطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾

১৮৯। সে বলিল, 'আমার প্রভু তোমাদের কার্যকলাপ ভালভাবে জানেন।'

قَالَ رَبِّيَ عَلَّمَ بِنَاتِمَلُون ﴿١٨٩﴾

১৯০। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। ফলে এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি তাহাদিগকে ধৃত করিল। নিশ্চয় উহা এক গুরুতর দিবসের শাস্তি ছিল।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلْظُلِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٩٠﴾

১৯১। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ آلَهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩١﴾

১৯২। এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহা পরাক্রমশালী ও পরম দয়াময়।

يَعْلَمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩٢﴾

১৯৩। এবং নিশ্চয় ইহা (এই কুরআন) সকল জগতের প্রতিপালকের তরফ হইতে নাযেল করা হইয়াছে।

وَأِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٣﴾

১৯৪। বিশ্বস্ত 'রাহুল আমীন' (জিবরাঈল) ইহাকে লইয়া নাযেল হইয়াছে,—

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٤﴾

১৯৫। তোমার হৃদয়ের উপর, যেন তুমি সতর্ককারী হইতে পার,

عَلَّ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٥﴾

১৯৬। সুস্পষ্ট প্রাক্তন আরবী ভাষায়।

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٦﴾

১৯৭। এবং নিশ্চয় ইহার উল্লেখ পূর্ববর্তীদের  
কিতাবসমূহেও ছিল।

وَأَنَّهُ لَنِي ذُرِّيُّ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٧﴾

১৯৮। তাহাদের জন্য কি ইহা নিদর্শন নহে যে, বনী  
ইসরাঈলের আলেমগণও ইহা জানে ?

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةٌ أَن يَكَلِّمَهُ الْعُلَمَاءُ بِبَنِي  
إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٨﴾

১৯৯। যদি আমরা ইহা কোন অনারবের উপর অবতীর্ণ  
করিতাম,

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٩﴾

২০০। এবং সে ইহা তাহাদের নিকট পাঠ করিয়া ওনাইত;  
তাহা হইলে তাহারা কখনও ইহার উপর ঈমান আনিত না।

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾

২০১। এইভাবেই আমরা অপরাধীগণের অন্তরসমূহে  
ইহার (প্রতি অস্বীকার) সঞ্চারিত করিয়াছি।

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠١﴾

২০২। তাহারা ইহার উপর ঈমান আনিবে না যতরূপ পর্যন্ত না  
তাহারা যত্বপাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে,

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠٢﴾

২০৩। সুতরাং ইহা তাহাদের উপর এমন আকস্মিক ভাবে  
আসিবে যে তাহারা টেরও পাইবে না।

يَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৪। তখন তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে কি কিছু অবকাশ  
দেওয়া হইবে ?'

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٤﴾

২০৫। তবুও কি তাহারা আমাদের শাস্তি সম্বন্ধে তাড়াহড়া  
করিতেছে ?

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٥﴾

২০৬। তুমি কি চিন্তা করিয়া দেখ নাই যে, যদি আমরা  
তাহাদিগকে বহু বৎসর যাবৎ সুখ-শান্তি উপভোগ  
করাইতাম,

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٦﴾

২০৭। অতঃপর তাহাদের উপর ইহা আসিয়া পড়িত যাহার  
ওয়াদা তাহাদের সজ্ঞে করা হইতেছে,

لَنُرَجِّعَنَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ ﴿٢٠٧﴾

২০৮। তখন যাহা কিছু তাহাদিগকে উপভোগ করানো  
হইতেছিল উহা তাহাদের কোন উপকারে আসিত না ?

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴿٢٠٨﴾

২০৯। বস্তুতঃ আমরা কখনও এমন কোন জনপদকে ধ্বংস  
করি নাই যাহার জন্য (পূর্বে) সতর্ককারী (পাঠানো) হয়  
নাই,

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٩﴾

২১০। নসীহত করার জন্য; বস্তুতঃ আমরা যালেম নহি।

وَلَوْلَا أَنَّا لَمَلَأْنَا ظُلُمَاتٍ ﴿٢١٠﴾

২১১। এবং শয়তানগণ ইহাকে নইয়া নাযেল হয় নাই;

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١١﴾

২১২। এবং ইহা তাহাদের অবস্থাসম্মতও ছিল না, এবং তাহাদের (ইহা) কোন ক্ষমতাও ছিল না।

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١٢﴾

২১৩। নিশ্চয় তাহাদিগকে ইহা শ্রবণ করা হইতে অপসৃত করা হইয়াছে।

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُوفُونَ ﴿٢١٣﴾

২১৪। অতএব তুমি আল্লাহর সহিত অন্য কোন মা'বুদকে ডাকিও না, নতুবা তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে,

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ تَكُونَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢١٤﴾

২১৫। এবং তুমি (সর্বপ্রথম) নিজের নিকটতম আত্মীয়স্বজনদিগকে সতর্ক কর,

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٥﴾

২১৬। এবং মো'মেনদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করে তুমি তাহাদের প্রতি মমতার বাহ প্রসারিত রাখ।

وَإخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٦﴾

২১৭। অতঃপর যদি তাহারা তোমার অবাধ্যতা করে তাহা হইলে তুমি বল, 'তোমরা যে সকল কার্যকলাপ করিতেছ উহা হইতে আমি দায়িত্বমুক্ত।'

إِنِ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٧﴾

২১৮। এবং তুমি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের উপর নির্ভর কর,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٨﴾

২১৯। যিনি তোমাকে তখনও দেখেন যখন তুমি (একা নামায়ে) দণ্ডায়মান হও,

الَّذِي يَرَبُّكَ جِئْنَا نَقُومُ ﴿٢١٩﴾

২২০। এবং তখনও দেখেন যখন তুমি সেজদাকারীদের মধ্যে ঘোরাফেরা কর।

وَتَقَابَلَكَ فِي السُّجُودِ ﴿٢٢٠﴾

২২১। নিশ্চয় তিনিই সর্বপ্রভা, সর্বজানী।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢١﴾

২২২। আমি কি তোমাদিগকে অবহিত করিব যে, কাহার উপর শয়তানরা নাযেল হয় ?

هَلْ أَتَيْتُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلَ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢٢﴾

২২৩। তাহারা প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, পাপাচারীর উপর নাযেল হয়।

تَنَزَّلَ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٣﴾

২২৪। তাহারা কান পাতিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٤﴾

২২৫। আর যে আছে কবিসগ— বিপথগামীগণই তাহাদের অনুসরণ করে।

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٥﴾

২২৬। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, তাহারা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়ায়,

الَّذِينَ تَرَاهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمِينُونَ ﴿٢٢٦﴾

২২৭। এবং তাহারা যাহা বলে তাহা পালন করে না ?

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٧﴾

২২৮। কেবল তাহারা ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করে এবং ময়নাম হইবার পর তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এবং যাহারা মূল্য করিয়াছে তাহারা অচিরেই জানিয়া লইবে যে, কোন প্রত্যাবর্তনের স্থানে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا وَأَنصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ

بِغِ الذِّمَّتِ كَلِمَاتٍ أَىٰ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٨﴾



سُورَةُ النَّهْلِ مَكِّيَّةٌ (١٤)

২৭-সূরা আন্ নাম্বল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৪ আয়াত এবং ৭ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তা সীন । এইগুলি হইতেছে কুরআন এবং সুস্পষ্ট (বর্ণনাকারী) কিতাবের আয়াত,

كُنُوزٍ وَمَقَالٍ وَالْحَقُّ كَرِيمٌ ②

৩। যাহা মো'মেনদের জন্য পূর্ণ হেদায়াত এবং শুভসংবাদ,

هُدًى وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ ③

৪। যাহারা নামায কায়ম করে এবং যাকাত দেয় এবং তাহারা পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ।

الَّذِينَ يُعِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ ④

৫। নিশ্চয় যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না, আমরা তাহাদের কার্যকলাপকে তাহাদের জন্য সুন্দর করিয়া দেখাই, সূতরাং তাহারা অজ্ঞভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় ।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ

فَهُمْ يَسْمَهُونَ ⑤

৬। এই সকল লোকের জন্য নিকট শাস্তি আছে এবং তাহারা এই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

هُمْ الْأَخْسَرُونَ ⑥

৭। এবং নিশ্চয় তোমাকে কুরআন প্রদান করা হইতেছে পরম প্রজাময় সর্বজানীর নিকট হইতে ।

وَإِنَّا لَنَكْتُبُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّكَ عَلِيمٌ ⑦

৮। (স্মরণ কর) যখন মুসা নিজ পরিবারবর্গকে বলিল, নিশ্চয় আমি এক আঙন দেখিয়াছি । আমি উহা হইতে তোমাদের নিকট শীঘ্রই কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আনিব, অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অংগার আনিব যেন তোমরা আঙন পোহাইতে পার ।'

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَاءَتِ كَلِمَتُهَا

وَنَهَا بِحَبِيرٍ أَوْ أُنبِئُكُمْ بِشَيْءٍ قَبِيصٍ لَعَلَّكُمْ

تَضَلُّونَ ⑧

৯। অতঃপর যখন সে সেই আঙনের নিকট আসিল, তখন তাহাকে ডাকিয়া বলা হইল, 'বরকতমণ্ডিত করা হইয়াছে তাহাকে যে আঙনের মধ্যে আছে এবং তাহাদিগকেও যাহারা উহার চতুঃপার্শ্বে আছে, এবং সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ অতি পবিত্র;

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ تُبَدِّلِكَ مِنَ النَّاسِ وَ

مَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑨

১০ । হে মুসা ! প্রকৃত কথা এই যে, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়;

يُؤْتِي سُلَيْمَانَ إِلهَهُ أَنَا اللهُ التَّوَكُّلُ الْحَكِيمُونَ

১১ । এবং তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর ।' অতঃপর যখন সে উহাকে নড়িতে দেখিল যেন উহা একটি ছোট সাপ, তখন সে পিছনের দিকে ছুটিজ এবং ফিরিয়াও তাকাইল না; (তখন আমরা বলিলাম) 'হে মুসা ! ভয় করিও না; নিশ্চয় আমি এমন সত্তা যে, আমার দরবারে রসূলগণ ভয় করে না;

وَأَلْقَى عَصَاهُ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَؤُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَمُنُّ لَدُنِّي الْمُرْسَلُونَ ﴿١١﴾

১২ । কেবল সে বাতীরকে স্নেহ যুলুম করিয়া বসে, অতঃপর মন্দকর্মের পরিবর্তে সংকর্ম করে (তাহার প্রতি) আমি জ্ঞাতীভূতামাশীল, পরম দয়াময় ;

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسْتًا بَعْدَ سُوءٍ فَسَخَطْنَا عَفْوَكَ وَسِرْجِيئَهُ ﴿١٢﴾

১৩ । এবং তুমি স্বীয় হস্তকে নিজ বঙ্গনে প্রবিষ্ট কর, উহা ওত্র হইয়া নির্দোষরূপে বাহির হইবে, ইহা ফেরাউন ও তাহার জাতির জন্য নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; নিশ্চয় তাহারা এক সীমানাংঘনকারী জাতি ।

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٣﴾

১৪ । অতঃপর যখন তাহাদের নিকট আমাদের দৃষ্টি উন্মোচনকারী নিদর্শন আসিল তখন তাহারা বলিল, 'ইহা সুস্পষ্ট মাদু ।'

فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْجِرَةً قَالُوا هَذَا سُحُورٌ بَيْنُنَا ﴿١٤﴾

১৫ । এবং তাহারা যুলুম ও অহংকারপূর্বক ঐগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিল, অথচ তাহাদের হৃদয় উহাদের (সত্যতার) উপর দৃঢ় বিশ্বাস আনিয়াছিল; অতএব দেখ, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল !

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَمُلُوءًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٥﴾

১৫  
১৬

১৬ । এবং নিশ্চয় আমরা দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম; এবং তাহারা উড়য়েই বলিল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে তাহার বহু মো'মেন বান্দা হইতে অধিক মর্যাদা দিয়াছেন ।'

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّهَا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾

১৭ । এবং সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইল । এবং সে বলিল, 'হে মোকসকন ! আমাদেরকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদেরকে প্রত্যেক প্রকারের (আবশ্যকীয়) বস্তু দেওয়া হইয়াছে । নিশ্চয় ইহা তাহার প্রকাশ্য অনুগ্রহ ।'

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَظِقَ الظَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْبَيْنُ ﴿١٧﴾

১৮ । এবং (একদা) সোলায়মানের সম্মুখে জিম্ম ও ইনসান এবং পক্ষীকুল হইতে তাহার সেনাদল একত্রিত করা হইল, অতঃপর তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিনাস্ত করা হইল,

وَحَشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الطَّيْرِ وَالْإِنْسِ وَالظَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٨﴾

১৯। এমন কি যখন তাহারা নাম্বলের উপত্যকায় পৌঁছন তখন এক নাম্বলীয় বলিল, 'হে নাম্বলীয়রা ! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সোলায়মান ও তাহার সেনাদল তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে ।'

২০। তখন সোলায়মান তাহার কথায় মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যেন আমি তোমার নেম্রামতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে পারি, যাহা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দিয়াছ এবং যেন এমন সংকর্ষ করিতে পারি যাহা তুমি পসন্দ কর এবং তুমি নিজ রহমত দ্বারা আমাকে তোমারই নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর ।'

২১। এবং সে পক্ষীকুলের পরিদর্শন করিল এবং বলিল, 'ব্যাপার কি, আমি যে হৃদহৃদকে দেখিতেছি না, সে কি (জানিয়া বৃষ্টিয়া) অনুপস্থিত আছে ?

২২। নিশ্চয় আমি তাহাকে কঠোর শাস্তি দিব অথবা যবহ করিব, আর না হয় সে আমাকে (অনুপস্থিতির) উপযুক্ত কারণ দর্শাইবে ।'

২৩। অতঃপর সে স্বল্পক্ষণই অবস্থান করিল, (ইতিমধ্যে হৃদ-হৃদ উপস্থিত হইল) এবং সে বলিল, 'আমি এমন এক বিষয় অবগত হইয়াছি যাহা আপনি অবগত হন নাই এবং সে বলিল, 'আমি আপনার নিকট সাবা হইতে এক নিশ্চিত সংবাদ আনিয়াছি,

২৪। আমি এক রমণীকে তাহাদের উপর রাজত্ব করিতে দেখিয়াছি, এবং তাহাকে সব কিছুই দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার একটি বিরাট সিংহাসন আছে;

২৫। আমি তাহাকে ও তাহার জাতিকে আল্লাহর পরিবারে সূর্যকে সেজদা করিতে দেখিয়াছি এবং শয়তান তাহাদের কার্যাবলীকে তাহাদের নিকট সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে এবং তাহাদিগকে সত্য পথ হইতে নিরুত্ত রাখিয়াছে, ফলে তাহারা হেদায়াত পাইতেছে না—

২৬। (এবং তাহারা বন্ধ পরিকর) যে, তাহারা আল্লাহকে সেজদা করিবে না, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যেক গুণ বস্তুকে প্রকাশ করেন; বস্তুতঃ তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর সব কিছুই তিনি জানেন;

كَانَ إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ التَّمَلُّكِ قَالَتْ نَسْلَةٌ يَا أَيُّهَا  
التَّمَلُّكُ ادْخُلُوا مِنكُمْ كَمَا لَمْ يَخْطِبْكُم سَلِيمٌ  
وَجَبُودٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠﴾

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوذِعْنِي  
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَتِي  
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ  
فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿٢١﴾

وَتَقَعَّدَ الظِّلِّيقَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ  
أَمْ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٢﴾

لَوْ مَلَ بَتْكَ عَدَاؤُنَا لَشَدِيدٌ أَوَّلًا لَذَبَحْتَهُ  
أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾

فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ مَحْطُ بِهِ  
وَرَحْمَتِكَ مِنْ سُبْحَانَ مَنِيَّاً تَوْفِينِ ﴿٢٤﴾

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُورِيَتْ مِنْ كُلِّ  
شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٥﴾

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ وَرَبُّنَا لَهُمُ الشَّايِطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَلِّ لَهُمْ  
عَنِ الشَّيْطَانِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٦﴾

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْغَبَّ فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُكَلِّمُونَ ﴿٢٧﴾

২৭। আল্লাহ্ তিনি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, তিনি মহা আরশের অধিপতি ।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٧﴾

২৮। সে বলিল, 'আমরা অবশ্যই দেখিব, তুমি বলিতেছ অথবা তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত;

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ﴿٢٨﴾

২৯। তুমি আমার এই পত্রটি নইয়া যাও এবং ইহা তাহাদের সম্মুখে পেশ কর, অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া পড় এবং দেশ তাহারা কি উত্তর দেয় ।

إِذْ هَبْ بِكُتَيْبٍ هَذَا فَاَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। সে (রাগী) বলিল, 'হে প্রধানগণ! আমার সম্মুখে একটি সন্মানিত পত্র পেশ করা হইয়াছে;

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَى الْإِنِّى كَيْبُ كَرِيمٍ ﴿٣٠﴾

৩১। ইহা সোলায়মানের নিকট হইতে, এবং ইহা আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়,

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣١﴾

৩২। (ইহাতে বলা হইয়াছে) যে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিও না, এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমার নিকট আস ।'

إِلَّا تَعْلَمُوا عَلَىٰ وَاتُوتِي مَسْلُوبِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। সে বলিল, 'হে প্রধানগণ! তোমরা আমার বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দাও । কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আমার সম্মুখে (পরামর্শ দেওয়ার জন্য) হাযির হও, আমি কখনও কোন চূড়ান্ত ফয়সলা করি না ।'

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَى الْإِنِّى فِي أَمْرِي مَا كُنتَ تَاطِعَةً أَمْرًا خَلَّيْتَهُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। তাহারা বলিল, 'আমরা অতি শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা, কিন্তু আদেশ দান করা আপনার কাজ; স্তরং চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনি কি আদেশ দিবেন ।'

قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةٍ وَأُولَا بَأْسٍ شَدِيدَةٍ وَآمُرُوا إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। সে বলিল, 'বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাহারা উহাকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং উহার অধিবাসীদের মধ্যে সন্মানিত ব্যক্তিদিগকে লাক্ষিত করে । এবং তাহারা এইরূপই করিয়া থাকে;

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَصَدُّوْهَا وَجَعَلُوا آيَةً أَهْلِهَا آيَةً ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের নিকট উপটোকন পাঠাইব, অতঃপর দেখিব যে আমার দূতগণ কি (উত্তর) নইয়া আসে ।'

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظُرُهُمْ بِمَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতঃপর, যখন দূতগণ সোলায়মানের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বলিল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করিতে চাহ ? তাহা হইলে (সমরণ রাখ যে) আল্লাহ্ আমাকে যাহা দিয়াছেন উহা তোমাদিগকে তিনি যাহা দিয়াছেন

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالِي فَمَا آخِذْتُ بِاللَّهِ خَيْرٌ وَمِنَّا أَنْكُمْ بَلْ أَنْتُمْ يَهُودِيكُمْ يَفْرَحُونَ ﴿٣٧﴾

তাহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম তথাপি মনে হয় যে তোমরা তোমাদের উপটৌকনে গর্বিত;

৩৮ । তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাও (এবং বল) যে, নিশ্চয় আমরা তাহাদের নিকট এমন এক বড় সৈন্য বাহিনী নইয়া আসিব যে তাহারা উহার মোকাবিলা করিতে সমর্থ হইবে না এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে তথা হইতে অপদস্থ করিয়া বাহির করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে হেয় হইতে হইবে ।'

৩৯ । সে বলিল, 'হে প্রধানগণ! তোমাদের মধ্য হইতে কে আছে যে তাহারা অন্তর্গত হইয়া আমার নিকট হাযির হওয়ার পূর্বে তাহার সিংহাসন আমার নিকট নইয়া আসিবে ?

৪০ । জিম্মদের মধ্য হইতে এক শক্তিশালী সরদার বলিল, 'আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আপনার নিকট নইয়া আসিব এবং নিশ্চয় আমি এই কাজ করিতে ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত ।'

৪১ । (ইহাতে) সেই ব্যক্তি যাহার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল বলিল, 'আমি আপনার নিকট ইহা আপনার চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই নইয়া আসিব ।' অতঃপর যখন সে (সোলায়মান) উহাকে নিজের সম্বন্ধে সংস্থাপিত দেখিল, তখন সে বলিল 'ইহা আমার প্রভুর এক অনুগ্রহ যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি তাহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, না অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি; এবং যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে নিজের কল্যাণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অসীম সম্পদশালী; পরম দাতা ।'

৪২ । সে বলিল, 'তোমরা (এই সিংহাসনকে অধিক সূন্দর কর এবং) তাহার (রাণীর) সিংহাসনকে তাহার জন্য সাধারণ— তুচ্ছ করিয়া দেখাও, আমরা দেখিব যে, সে হেদায়াত পায় অথবা ব্রহ্মসকল লোকের অন্তর্গত হয় যাহারা হেদায়াত পায় না ।'

৪৩ । অতঃপর যখন সে আসিল তখন বলা হইল, 'তোমার সিংহাসন কি এইরূপই ?' সে বলিল, 'মনে হয় ইহা যেন উহাই । আসলে আমাদিগকে ইহার পূর্বেই জ্ঞান দান করা হইয়াছিল এবং আমরা (পূর্বেই) আত্মসমর্পিত হইয়া গিয়াছিলাম ।'

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمُ بَجُودٍ لَا يَمُكُّ لَهُمْ بِهَا  
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَدْلَلَةً وَهُمْ ضِعْرُونَ ۝

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا إِلَيْكُمْ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا مَا لَكُمْ مِنْ  
يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝

قَالَ عِفْرِيُّ قَوْمِ الْجِنِّ إِنَّا آتَيْنَاكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ  
تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْكَ لَقَوِيٌّ أَوْيئٌ ۝

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِينَاكَ بِهِ  
قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ  
قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَتْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ  
أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ  
فَإِنَّ رَبِّي عَنِّي كَرْيَمٌ ۝

قَالَ تَكُونُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْدِينِي أَمْ تَكُونُونَ  
مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ  
وَأُوْتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝

৪৪। এবং আল্লাহর পরিবর্তে সে যাহার ইবাদত করিত উহা হইতে সে তাহাকে বিরত রাখিল, নিশ্চয় সে কাফের জাতির অন্তর্গত ছিল।

৪৫। তাহাকে বলা হইল, 'তুমি এই মহলে প্রবেশ কর।' যখন সে উহা দেখিল তখন উহাকে সে এক চেউ-খেলানো গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে নিজের পায়ের নলাদ্বয় হইতে কাপড় উঠাইয়া লইল। সে (সোলায়মান) বলিল, 'ইহা একটি স্বচ্ছ কাঁচ-খচিত মহল।' তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রাপের প্রতি যত্নম করিয়াছি, আমি সোলায়মানের সহিত সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।'

৪৬। এবং নিশ্চয় আমরা সামুদ্র জাতির নিকট তাহাদের ভাই সালেহকে পাঠাইয়াছিলাম (এই বাণীসহ) যে, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর।' তখন দেখ! সহসা তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল।

৪৭। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! কেন তোমরা কন্যাণের পূর্বে অকন্যাণের জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছ? কেন তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না যেন তোমাদের উপর দয়া করা হয়?'

৪৮। তাহারা বলিল, 'আমরা তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের দরুন কুলক্ষণ প্রত্যাশ করিতেছি।' সে বলিল, 'তোমাদের কুলক্ষণের কারণ আল্লাহর নিকট আছে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক জাতি যাহাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে।'

৪৯। আর সেই শহরে এমন নয়জন লোক ছিল যাহারা দেশে ফাসাদ করিয়া বেড়াইত এবং সংশোধন-মূলক কাজ করিত না।

৫০। তাহারা বলিল, 'তোমরা সকলে পরস্পর আল্লাহর কসম খাও যে, নিশ্চয় আমরা তাহার উপর এবং তাহার পরিজনদের উপর রাষ্ট্রিকালে আক্রমণ করিব, অতঃপর আমরা তাহার অভিভাবককে বলিব যে, আমরা তাহার পরিজনদের ধ্বংসের ঘটনা প্রত্যক্ষ করি নাই এবং নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী।'

৫১। এবং তাহারা এক বিরাট চক্রান্ত করিল এবং আমরাও এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তাহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٤﴾

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَهِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ لِنَفْسِي وَاسْكُرْ لِي مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ طرِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فِئْقَمَن يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٦﴾

قَالَ يَوْمَ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٧﴾

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَرِحُوا كُرْهُنَّ لِلَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٨﴾

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بَعْضُ ذُرِّيَةِ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٩﴾

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٥٠﴾

وَمَكْرًا وَمَكْرًا وَمَكْرًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَضُرُّونَ ﴿٥١﴾

৩  
[১৩]  
১৮

৫২। অতএব তুমি চিন্তা করিয়া দেখ যে, তাহাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হইয়াছিল! নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এবং তাহাদের গোটা জাতিকেই ধ্বংস করিয়াছিলাম।

فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ  
وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٢﴾

৫৩। সূতরাং (দেখ!) এই তো হইল তাহাদের গৃহসমূহ, বিরান অবস্থায় পড়িয়া আছে, এই জনা যে তাহারা যুলুম করিয়াছিল। নিশ্চয় ইহাতে জানী জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চলিত।

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং নৃত্যকেও (আমরা পর্তাইয়াছিলাম), যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কেন অস্বীকৃত কাজ করিতেছ, অথচ তোমরা অবলোকন করিতেছ ?

وَلَوْ كُنَّا إِذْ قَالَتْ لِقَوْمِي أَلَمْ نَكُنْ مِنَ الْفَآئِضَةِ وَأَنْتُمْ  
بُيُوتُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। কী! তোমরাই এমন যে, নারীদিগকে ছাড়িয়া কামচারিতার্থে তোমরা পুরুষদের নিকট উপগত হইতেছে? প্রকৃতপক্ষে তোমরা এমন এক জাতি যে, মূর্খের কাজ করিতেছ।

إِنِّي كُنْتُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ  
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। তখন তাহার জাতির ইহা বলা ব্যতিরেকে আর কোন উত্তর ছিল না যে, 'তোমরা নৃত্যের পরিবারকে তোমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া দাও। নিশ্চয় তাহারা এমন লোক, যাহারা পবিত্রতার বড়াই করে।'

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوآ أَل  
لَوْ طِمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْتَهَرُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। অবশেষে আমরা তাহাকে এবং তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিবারের সকলকে রক্ষা করিলাম, এবং তাহাকে (নৃত্যের স্ত্রীকে) পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে অবধারিত করিয়া দিলাম।

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ تَدْرِكُهُ مِنَ الْغُيُوثِ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং আমরা তাহাদের উপর প্রবল (শিলা) রুষ্টি বর্ষণ করিলাম; বস্তুতঃ যাহাদিগকে সতর্ক করা হয়, তাহাদের উপর অতি মন্দ রুষ্টিপাতই হইয়া থাকে।

وَإَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٩﴾

৬০। তুমি বল, 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, এবং সদা শান্তি বর্ধিত হয় তাঁহার প্রে সকল বান্দার উপর যাহাদিগকে তিনি মনোনীত করেন। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ না উহারা, যাহাদিগকে তাহারা তাঁহার সহিত শরীক করে ?

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى  
اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। অথবা কে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কে তোমাদের জন্ম মেঘমালা হইতে বারি বর্ষণ করেন? অতঃপর আমরাই উহার দ্বারা সৃষ্টি বাগানসমূহ উদগত করি; তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে যে, তোমরাই ঐ সকল বাগানের বৃক্ষসমূহ উদগত কর। আল্লাহর সহিত কি অন্য কোন মা'বুদ আছে? কিন্তু তাহারা এমন এক জাতি যাহারা (আল্লাহর সহিত) সমকক্ষ শরীক স্থির করিতেছে।

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُشْجِرُوهَا إِذْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ بِلَهُمْ قَوْمٌ يَنْبِتُونَ ﴿٦١﴾

৬২। অথবা কে পৃথিবীকে অবস্থান স্থলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার মধ্য দিয়া নদ-নদীসমূহ প্রবাহিত করিয়াছেন এবং উহার উপর সৃষ্টি পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং দুই সমুদ্রের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন? আল্লাহর সহিত কি অন্য কোন মা'বুদ আছে? প্রকৃত কথা এই যে, তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَابِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِيَّاهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। অথবা কে উদ্ভিন্নচিত্ত ব্যক্তির দোয়া শুনে যখন সে তাহার নিকট দোয়া করে এবং (তাহার) কষ্ট দূর করিয়া দেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করিয়া দেন? আল্লাহর সহিত কি অন্য কোন মা'বুদ আছে? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلُقَاءَ الْأَرْضِ إِيَّاهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। অথবা কে তোমাদিগকে স্থানের ও ভূলের অন্ধকার রাশির মধ্যে উদ্ধারের পথ দেখান? এবং কে স্বীয় রহমত বর্ষণের পূর্বে শুভ সংবাদস্বরূপ বায়ু প্রেরণ করেন? আল্লাহর সহিত কি অন্য কোন মা'বুদ আছে? তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ উহা হইতে বহু উর্ধ্ব।

أَمَّنْ يُهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُؤْتِي الْوَيْلَ بِشْرَائِنِ يَدِي رَحْمَةً إِيَّاهُ مَعَ اللَّهِ كَيْلَ اللَّهِ عَنَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। অথবা কে প্রথম সৃষ্টির উদ্ভব করেন, অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করেন? এবং কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে রিস্ক দেন? আল্লাহর সহিত কি অন্য কোন মা'বুদ আছে? তুমি বন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।'

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يُوْرُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِيَّاهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ مَا تَوْابِعُنَا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬। তুমি বন, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কেহই অদৃশ্য বিষয় অবগত নহে, এবং তাহারা জানে না যে কখন তাহাদিগকে পুনরুজ্জিত করা হইবে।'

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭। বরং প্রকৃত বিষয় এই যে, পরকাল সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান শেষ পর্যায়ের সৌচ্ছিয়া সিদ্ধাছে; বরং তাহারা পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে, বরং তাহারা ইহার সম্বন্ধে অন্ধ।

بَلِ إِدْرَاكَ عِلْمِهِمْ فِي الْأَجْرِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا لَئِنْ لَمْ يَنْهَاهُمْ عَنْهُنَّ لَآتَيْنَهُنَّ وَمَنْ يَرْجُوهَا فَهُمْ لَهَا كَائِدُونَ ﴿٦٧﴾



৬৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'যখন আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি হইয়া যাইব তখন কি (পুনরায়) আমাদেরিকে (জীবিত করিয়া ভূমি হইতে) অবশ্যই বাহির করিয়া আনা হইবে ?

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُنَا أَيْتًا  
لَنُخْرِجُوهُمْ ۝

৬৯। নিশ্চয় আমাদেরিকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরিকে ইতিপূর্বে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ইহা শুধু পূর্ববর্তীদের কেছ-কাহিনী বাতীত আর কিছুই নহে।'

لَقَدْ وَعَدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۗ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

৭০। তুমি বল, 'তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং দেখ যে, অপরাধীগণের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল ?'

قُلْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُجْرِمِينَ ۝

৭১। এবং তুমি তাহাদের জন্য দুঃখিত হইও না এবং তাহারা যে যড়যন্ত্র করিতেছে তুমি উহার জন্য কুণীত হইও না।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَلٰٓئِلِ مَن يَكْفُرُونَ ۝

৭২। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে (আমাদের) এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰٓدِقِينَ ۝

৭৩। তুমি বল, 'তোমরা যে (শাস্তি) সম্বন্ধে তাড়াহুড়া করিতেছ, সম্ভবতঃ উহার কতকাংশ তোমাদের পিছনে পিছনে চলিয়া আসিতেছে।'

قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رِيعًا لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي  
تَسْتَعْجِلُونَ ۝

৭৪। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অতীব অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ  
لَا يَشْكُرُونَ ۝

৭৫। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ঐ সব বিষয়ও জানেন যাহা তাহাদের বন্ধঃস্থল গোপন করিতেছে এবং উহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করিতেছে।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَيَايُبُّونَ ۝

৭৬। এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু গোপন বস্তু আছে সবই সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে।

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتٰٓبٍ  
مُّبِينٍ ۝

৭৭। নিশ্চয় এই কুরআন বনী ইসরাঈলের সম্মুখে অধিকাংশ এমন বিষয় বর্ণনা করে যাহাতে তাহারা মতভেদ করিতেছে।

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يُقْرَأُ عَلَىٰ يَتٰٓمٍ إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ  
الَّذِينَ هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

৭৮। এবং নিশ্চয়ই ইহা মো'মেনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

وَإِنَّهُ لَهْدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

৭৯। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক নিজ হুকুম দ্বারা তাহাদের মধ্যে ষয়সালা করিবেন; বস্তুতঃ তিনিই মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী।

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْعَلِيمُ ۝

৮০। সূতরাং তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর কর, নিশ্চয় তুমি সম্পূর্ণ সত্যের উপর কায়ম আছ।

৮১। নিশ্চয় তুমি এই আহ্বান মৃতগণকেও শুনাইতে পারিবে না এবং বধিরগণকেও শুনাইতে পারিবে না, (বিশেষ করিয়া) যখন তাহারা পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

৮২। এবং তুমি অজ্ঞদিগকেও তাহাদের পথপ্রণতা হইতে বাহির করিয়া হেদায়াত দিতে পারিবে না। তুমি কেবল সেই সকল লোককে শুনাইতে পারিবে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে; বস্তুতঃ তাহারা ইয়াসসমর্পণকারী।

৮৩। এবং যখন তাহাদের বিরুদ্ধে (পূর্ববর্ণিত) কথা পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন আমরা তাহাদের জন্য ভূমি হইতে এক প্রকার কীট বাহির করিব, যাহা তাহাদিগকে জ্বলম করিবে এই কারণে যে, মানুষ আমাদের নিদর্শনসমূহের উপর বিশ্বাস করিত না।

৮৪। এবং (স্মরণ কর) সেই দিনকে, যখন আমরা এমন প্রত্যেক জাতি হইতে, যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত, এক একটি দল সমবেত করিব, এবং তাহাদিগকে (জওয়াবদিহির জন্য) বিভিন্ন প্রণীতে বিনাস্ত করা হইবে।

৮৫। এমন কি যখন তাহারা তাহার সমীপে উপস্থিত হইবে, তখন তিনি বলিবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে অথচ তোমরা উহাকে পূর্ণভাবে জানায়ত্ত করিতে পার নাই? অথবা তোমরা কি কি কার্যকলাপ করিতে?'

৮৬। এবং তাহাদের মূল্যের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে বর্ণিত সেই কথা পূর্ণ হইবে; ফলে তাহারা কথাই বলিতে পারিবে না।

৮৭। তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে না যে, আমরা রাত্রিকে সৃষ্টি করিয়াছি যেন উহার মধ্যে তাহারা বিশ্রাম করে এবং দিবসকে করিয়াছি জ্যোতির্ময় করিয়া? নিশ্চয় ইহাতে মো'মেন জাতির জন্য নিদর্শন আছে।

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ①

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَةَ وَلَا تَسْمَعُ الضَّمَّةَ الدَّاعِيَةً إِلَيْنَا  
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ②

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ أَنْ تَسْمَعُ  
إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ③

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ  
الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا  
لَا يُؤْمِنُونَ ④

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنْ يَّكُذِّبُ بِآيَاتِنَا  
فَهُمْ يُوزَعُونَ ⑤

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا  
لِمَا آتَيْنَاكُمْ تَعْمَلُونَ ⑥

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا أَنَّهُمْ لَا يُظْفِقُونَ ⑦

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَةً لَّهُمْ وَالنَّهَارَ  
مُبَشِّرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُفْتَنُونَ ⑧

৮৮। এবং সেই দিনকেও (সম্বরণ কর), যখন শিলায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখন আল্লাহ্ যাহাদিগকে ইচ্ছা করিবেন তাহারা ব্যতিরেকে আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে অবস্থানরত সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে এবং প্রত্যেকেই তাহার সম্মুখে অনুগত হইয়া উপস্থিত হইবে।

৮৯। এবং তুমি পর্বতমানাকে দেখিতেছে, যেগুলিকে তুমি অচল মনে করিতেছ অথচ উহার মেষমালার গতিতে অতিক্রম করিতেছে; ইহা সেই আল্লাহ্ শিল্পনৈপুণ্য, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরম নৈপুণ্যের সহিত মযবুত করিয়াছেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্য সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

৯০। যে ব্যক্তি সৎকর্ম লইয়া উপস্থিত হইবে তাহার প্রতিদান উহা অপেক্ষা উত্তম হইবে, এবং তাহারা সেইদিন সকল সন্তোষ হইতে নিরাপদে থাকিবে।

৯১। এবং যাহারা মন্দ কর্ম লইয়া উপস্থিত হইবে তাহাদিগকে অধোমুখী করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে, (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদিগকে কি তোমাদেরই কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হয় নাই?'

৯২। আমাকে কেবল এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি এই শহরের (মক্কার) প্রভুর ইবাদত করি, যিনি ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক বস্তু তাহারই জন্য; এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অস্তিত্ব হই।

৯৩। এবং ইহাও যে, আমি যেন কুরআন পাঠ করিয়া শুনাই। অনন্তর যে হেদায়াত পাইবে, সে তাহার নিজের প্রাণের কল্যাণের জন্যই হেদায়াত পাইবে, এবং যে পথভ্রষ্ট হইবে, তুমি (তাহাকে) বল, 'আমি তো কেবল সতর্ককারীদের মধ্যে একজন।'

৯৪। এবং ইহাও বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্, তিনি অচিরেই তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ দেখাইবেন, তখন তোমরা ইহা চিন্মিতে ও বিশ্বাস্তে পারিবে।' এবং তোমার প্রভু তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অমনোযোগী নহেন।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ نَفْعٌ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَوْتَةٍ ذِكْرٌ لِّمَن

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادًا وَهِيَ كَمَصْرٍ السَّعَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَيْسَ أَتَقَنَّ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨٩﴾

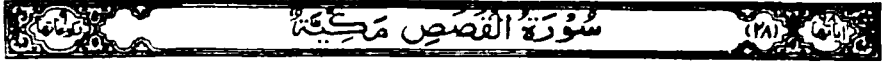
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ مِثْلِهَا ۖ وَهُمْ مِنْ فَرَجٍ يَوْمَئِذٍ أَيْتُونَ ﴿٩٠﴾

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْفَ ذُكِّرْتُمْ ۖ وَجَهَنَّمُ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩١﴾

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ ۚ وَالَّذِي حَرَّمَهَا ۚ وَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ذَرَأْتِ ۚ إِنَّ الْوَكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٩٢﴾

وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا صِن السُّنْدِرِينَ ﴿٩٣﴾

وَقُلِ الصِّدْقُ لِيَوْمِ سَعِيدٍ كَمَا أَنبِئْتُمْ بِهَا ۚ وَمَا فِي رُؤْيَاكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾



## ২৮-সূরা আল্ কাসাস

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৯ আয়াত এবং ৯ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

২। তা সৌন মৌম্ ।

طَسْمًا ②

৩। এইগুলি সুন্দর কিতাবের আয়াত ।

بَلٰك اِنَّ الْكِتٰبَ الْمُبِیْنِ ③

৪। মোমেন জাতির উপকারার্থে আমরা তোমার নিকট মূসা এবং ফেরাউনের রুত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি ।

سَأَلُوْا عَلَیْكَ مِنْ نَّبِیِّ مُوْسٰی وَفِرْعَوْنَ بِآلِهٰتِیْ  
لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ④

৫। নিশ্চয় ফেরাউন দেশে বড়ই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল এবং উহার অধিবাসীগণকে দলে দলে বিভক্ত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একদলকে সে দুর্বল করিতে চাহিয়াছিল (এইরূপে) যে, তাহাদের পুত্রগণকে নশংসভাবে হত্যা করিত এবং তাহাদের নারীগণকে জীবিত রাখিত । নিশ্চয় সে কাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্গত ছিল ।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰی فِی الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا سِبْعًا  
یَسْتَضَوْفُ طٰلَافَةً مِنْهُمْ یُدْبِحُ اِبْنٰهُمْ وَیَسْتَفِی  
یَسَآهُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ ⑤

৬। এবং আমরা সংকল্প করিয়াছিলাম যে, যাহাদিগকে দেশে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল তাহাদের উপর আমরা অনুগ্রহ করিব এবং তাহাদিগকে (জাতির) নেতা মনোনীত করিব এবং তাহাদিগকে (আমাদের নেয়ামতসমূহের) উত্তরাধিকারী করিব,

وَنُرِیْدُ اَنْ لَّمْ عَلَی الَّذِیْنَ اسْتَضَوْفُوْا فِی الْاَرْضِ  
وَجَعَلْنٰهُمْ اٰیةً وَجَعَلْنٰهُمْ الْاُوْرَثِیْنَ ⑥

৭। এবং তাহাদিগকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিব এবং ফেরাউন ও হামান এবং উডয়ের সৈন্য বাহিনীকে উহা দেখাইব যাহার সম্বন্ধে তাহারা তাহাদের নিকট হইতে আশঙ্কা করিতেছিলেন ।

وَنُسَبِّحُنَّ لَهُمْ فِی الْاَرْضِ وَنُرِیْ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ  
وَجُنُوْدَهُمْ اِنَّهُمْ سَآكِنُوْا یَحْمَدُ رُوْدًا ⑦

৮। এবং আমরা মূসার মাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যে, 'তুমি তাহাকে দুধ পান করাইতে থাক এবং যখন তাহার সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কা হইবে তখন তুমি তাহাকে নদীতে ফেলিয়া দিও এবং তুমি ভয় করিও না এবং চিন্তিত ও দুঃখিত হইও না; নিশ্চয় আমরা তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া আনিব এবং তাহাকে রসুলগণের অন্তর্ভুক্ত করিব ।'

وَ اَوْحٰیْنَا اِلٰی اُمِّ مُوْسٰی اَنْ اَرْضِیْ بِهٖ فَاِذَا اخْبَتِ  
عَلِیْهٖ فَآلِیْقِیْهٖ فِی الْیَمِّ وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِی اِنَّا  
رَآدُوْهُ اِلَیْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُوْسِلِیْنَ ⑧

৯। অতঃপর ফেরাউনের লোক তাহাকে কুড়াইয়া লইল, পরিণামে সে যেন তাহাদের জন্য একদিন শত্রু সাবাস্ত হয় এবং দুঃখের কারণ হয়। নিশ্চয় ফেরাউন এবং হামান এবং উত্তয়ের সৈন্যদল অনায়াসকারী ছিল।

১০। এবং ফেরাউনের স্ত্রী বলিল, 'এ তো আমার ও তোমার জন্য নয়ন-তৃপ্তিদায়ক! ইহাকে হত্যা করিও না। হয়তো সে একদিন আমাদের উপকারে আসিতে পারে, অথবা আমরা তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারি।' আসলে (আমাদের উদ্দেশ্য) তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

১১। এবং মূসার মাতার হৃদয় (দুশ্চিন্তা) মুক্ত হইয়া গেল। যদি আমরা তাহার অন্তরকে সুদৃঢ় না করিয়া দিতাম যাহাতে সে মো'মেনদের অন্তর্গত হইতে পারে, তাহা হইলে সে বিষয়টিকে প্রকাশ করিবার উপক্রম করিয়াছিল।

১২। সে (মূসার মাতা) তাহার (মূসার) ভয়ীকে বলিয়াছিল, 'তুমি তাহার পিছনে পিছনে যাও।' সে দূর হইতে আড়চোখে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল; কিন্তু তাহারা ইহা বৃত্তিতে পারে নাই।

১৩। এবং আমরা ইতিপূর্বে সকল সন্দেহাত্মকে তাহার জন্য নিষিদ্ধ করিয়া রাখিলাম; অতঃপর মূসার ভগ্নী বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে এমন এক পরিবারের সংবাদ দিব, যাহারা ইহাকে তোমাদের জন্য লালন-পালন করিবে এবং তাহারা তাহার জন্য সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী হইবে?'

১৪। এইভাবে আমরা তাহাকে তাহার মাতার নিকট ফিরাইয়া দিলাম যেন তাহার নয়ন তৃপ্তি লাভ করে এবং সে দুঃখ না করে এবং যেন সে জানিতে পারে যে, আলাহ্বর প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না।

১৫। এবং যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌছিল এবং উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর উপর) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন আমরা তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম; এবং এইরূপই আমরা সংকর্মপরায়ণদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

১৬। এবং (একদিন) সে নগরীতে এমন সময়ে প্রবেশ করিল, যখন উহার অধিবাসীগণ অসতর্ক ছিল, তখন তথায় সে দুই ব্যক্তিকে পরস্পর লড়াই করিতে দেখিতে পাইল, এক ব্যক্তি

كَانَتْطَهَآءُآلْفِرَعَوْنَ يَبْكُونَ لَهُمْعَدَا وَحَزَنًا  
إِنْ دُرُعُونَ وَهَامَنْ وَجُودَهُمَا كَانُواخُطِيئِينَ ①

وَقَالَتْ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَ لَكَ لَدَا  
تَقْتُلُوهُ لَعَنَآءُ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَنْفَعَهُ وَ لَدَا وَهُمُ  
لَا يَشْعُرُونَ ②

وَاصْبَحَ فُؤَادُ أَرْمُوسَى فَرِحًا إِنْ كَانَتْ تَبْدُو  
بِهِ كَوَلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ③

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِينَةُ يُبَسِّرْت بِهِ عَنْ جُؤِبٍ وَهُمُ  
لَا يَشْعُرُونَ ④

وَ حَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ مَمَّا تَمَلَّكَ مِنْ أَدْلَمُ  
عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُؤُونَ لَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نُومُونَ ⑤

فَرُودُهُ إِلَىٰ أَوْهَىٰ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَ لَتَلَعْمَ  
إِنَّ وَدَّ اللَّهُ حَتَّىٰ وَلَٰكِنْ أَكْفَرْتُمْ لَا يَسْمَعُونَ ⑥

وَكَمَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا  
وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ⑦

وَ دَخَلَ الْمَدْيَنَةَ عَلَىٰ جَبِينٍ عَفْلَوٍ مِنْ أَهْلِهَا  
فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شَيْعَةِ

তাহার নিজ সম্প্রদায়ের এবং অপর ব্যক্তি তাহার শত্রুপক্ষের । সতুরাং তাহার সম্প্রদায়ের যে লোকটি ছিল সে তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে তাহার শত্রুপক্ষের ছিল । তখন মুসা তাহাকে ঘৃষি মারিল এবং সেই ঘৃষিতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়া গেল । সে (মুসা) বলিল, 'ইহা একটি শয়তানী কাজ , নিশ্চয় সে মো'মোনের শত্রু এবং স্পষ্ট বিদ্রান্তকারী ।'

১৭ । সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমি নিশ্চয় নিজের প্রাণের প্রতি মূলম করিয়াছি; তুমি আমাকে ক্ষমা কর ।' সতুরাং তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন; নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

১৮ । সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, অতএব আমি ভবিষ্যতে কখনও অন্যায়কারীগণের সাহায্য করিব না ।'

১৯ । অতঃপর সে ভীত অবস্থায় এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে প্রভাত বেলায় নগরীতে বাহির হইল, তখন সে দেখে যে, যেব্যক্তি পতকলা তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল সে পুনরায় তাহাকে সাহায্যের জন্য চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে । মুসা তাহাকে বলিল, 'নিশ্চয় তুমি একজন স্পষ্ট বিপথগামী ব্যক্তি ।'

২০ । অতঃপর যখন মুসা মনস্থ করিল যে, সে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবে যে তাহাদের উভয়ের শত্রু; তখন সে বলিল, 'হে মুসা ! তুমি পতকলা যেভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ সেইভাবে কি আমাকেও হত্যা করিতে চাহিতেছে ? তুমি তো দেশে কেবল অত্যাচারী হইতে চাহিতেছ , এবং মোটেই শান্তি স্থাপনকারীদের অন্তর্গত হইতে চাহ না ।'

২১ । এমন সময়ে নগরীর দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল এবং বলিল, 'হে মুসা ! (রাজ্যের) নেতৃবৃন্দ তোমাকে হত্যা করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছে । সতুরাং তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, বিশ্বাস করিও, আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষীদের অন্তর্গত ।'

২২ । তখন সে ভীত অবস্থায় সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে অত্যাচারী জাতি হইতে রক্ষা কর ।'

وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ;  
عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ;  
قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ⑤

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ  
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑥

قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا  
لِلْمُجْرِمِينَ ⑦

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي  
اسْتَضَرَّهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى  
إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ⑧

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا  
قَالَ يَبُوءُ لِي إِنِّي أُتْرِبُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا  
بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ  
وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْحِحِينَ ⑨

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْتَسْقِي قَالَ يَبُوءُ  
لَكَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ  
مِنَ الْمُصْحِحِينَ ⑩

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي  
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ⑪

২৩। এবং যখন সে মিদিয়ান অভিযুখে রওয়ানা হইল, তখন বলিল, আমি আশা করি, আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথ দেখাইবেন।'

২৪। এবং যখন সে মিদিয়ান শহরের পানির (কুপের) নিকট আসিল তখন একদল লোককে সেখানে দেখিতে পাইল যে, তাহারা (তাহাদের পশুপালকে) পানি পান করাইতেছে। এবং তাহাদের নিকট কিছু দূরে দুইজন রমণীকে দেখিতে পাইল, যাহারা তাহাদের পশু-পালকে (ভীড় হইতে) সরাইতে ছিল। সে বলিল, 'তোমাদের কি ব্যাপার?' তাহারা বলিল, 'রাখালগণ যতরুগ পর্যন্ত চলিয়া না যায় ততরুগ পর্যন্ত আমরা পানি পান করাইতে পারি না; এবং আমাদের পিতা অতি রুগ।'

২৫। অনন্তর সে তাহাদের সাহায্যার্থে (তাহাদের পশুগুলিকে) পানি পান করাইল। অতঃপর এক ছায়ার নীচে চলিয়া গেল এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি যে কোন কল্যাণ আমার প্রতি নাযেল কর আমি অবশ্যই উহার ভিখারী।'

২৬। তখন রমণীদ্বয়ের একজন মজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাহার নিকট আসিল। সে বলিল, 'আমার পিতা তোমাকে ডাকিতেছেন, তুমি যে আমাদের জন্য (পশুপালকে) পানি পান করাইয়াছ তিনি যেন তোমাকে উহার বিনিময় দান করেন।' অতঃপর যখন সে তাহার নিকট পৌছিল এবং সমস্ত রুডান্ত তাহার সম্মুখে বর্ণনা করিল, তখন সে বলিল, 'তুমি কোন ভয় করিও না, যালেম জাতির কবল হইতে তুমি রক্ষা পাইয়াছ।'

২৭। রমণীদ্বয়ের একজন বলিল, 'হে আমার পিতা! তুমি তাহাকে কাজের জন্য রাখিয়া লও, কারণ তুমি যাহাকে কাজের জন্য রাখিবে সে-ই উত্তম হইবে যে শক্তিশালী, বিঘ্নস্ত।'

২৮। তখন সে বলিল, 'আমি আমার এই কণ্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত এই শর্তে বিবাহ দিতে চাই যে, তুমি আট বৎসর যাবৎ আমার কাজ করিবে। আর যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর, তাহা হইলে উহা তোমার তরফ হইতে (অনুগ্রহ) হইবে। তবে আমি তোমাকে কোন কষ্ট দিতে চাই না; আলাহ্ চাহিলে তুমি আমাকে সদাচারীদের মধ্যে পাইবে।'

وَلَمَّا تَوَجَّهَ وَّلَفَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عِنْدَ سَرِيحَةٍ أَن  
يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ  
النَّاسِ يَسْفُونَ لَهُ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ  
تَذُرُونِ قَالَ مَا مِثْلُكُمْ قَالَ لَا نَسْقِي حَتَّى  
يُصِيبَ الْوِجَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي مِمَّا  
أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرِ قَوْمٍ ۝

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَتَشْتَّى عَلَى ابْتِغَاءِ مَاءٍ قَالَتْ إِنَّ  
ابْنَ يَدْعُوكَ لِيعْزُبَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا وَنَحْنُ  
جَاءَةٌ وَقَضَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ حَتَّى  
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبِئِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ  
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝

قَالَ إِنِّي يَرْيدُ أَنْ أُلْجَأَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ  
عَلَّ أَنْ تَجْرِيَنِي شَيْئًا رَجِيحًا وَإِنْ أَنْتَ عَضْرًا  
فِي سِتْرِ عِيَالِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ حَتْفًا  
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

৩  
[৭]

২৯। সে বলিল, 'আপনার ও আমার মধ্যে এই (ছক্তি) হইল। এই দুই মিয়াদের মধ্যে যে কোনটি আমি পূর্ণ করি তাহাতে আমার প্রতি অন্যায় হইবে না; আমরা যাহা কিছু বলিতেছি আল্লাহ্ উহার উপর সাক্ষী।'

৩০। অতঃপর যখন মূসা নির্দিষ্ট মিয়াদ পূর্ণ করিল এবং স্বীয় পরিবারবর্গকে লইয়া যাত্রা করিল, তখন সে তুর পর্বতের দিকে এক আঙন দেখিল। সে তাহার পরিবারকে বলিল, 'তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি এক আঙন দেখিয়াছি; হয়তো আমি সেখান হইতে তোমাদের জন্য কোন জরুরী সংবাদ আনিব অথবা আঙনের জ্বলন্ত অঙ্গার আনিব যেন তোমরা আঙন পোহাইতে পার।'

৩১। অতঃপর যখন সে উহার নিকট পৌঁছিল, তখন বরকতপূর্ণ ভূখণ্ডে অবস্থিত ডানদিকের (বরকতপূর্ণ) উপত্যকার প্রান্ত দেশ হইতে, এক বৃক্ষের নিকট হইতে তাহাকে ডাকিয়া বলা হইলঃ 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ সমগ্র জগতের প্রতিপালক;

৩২। এবং (আরও বলা হইল) যে, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে উহাকে একটি সাপের ন্যায় নড়াচড়া করিতে দেখিল, তখন সে পিঠি ফিরাইয়া পশ্চাদগমন করিল এবং ফিরিয়া তাকাইল না। (তাহাকে বলা হইল) 'হে মূসা! তুমি সম্মুখে অগ্রসর হও, ভয় করিও না, তুমি নিশ্চয় নিরাপদ লোকদের অন্তর্গত,

৩৩। এবং তুমি তোমার হাত নিজ বগনে প্রবেশ করাও উহা ওত্র, নির্দোষ হইয়া বাহির হইবে এবং ভয় উপশম করার জন্য স্বীয় বাহকে নিজের দিকে (টানিয়া) মিনাও। এই দুইটি দলীল তোমার প্রভুর নিকট হইতে ফেরাউন ও তাহার সভাসদগণের প্রতি প্রেরিত হইল, নিশ্চয় তাহারা এক দুষ্টকারী অবস্থা জাতি।'

৩৪। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি তাহাদের এক বাজিন্দকে হত্যা করিয়াছিলাম, অতএব আমার আশংকা হয় যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে;

৩৫। এবং আমার ভাই হারুন আমা অপেক্ষা অধিক বাকপটু; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে আমার সহিত পাঠাও যেন সে আমার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। আমি অবশ্যই ভয়

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ صَبَّيْتُ فَلَا  
عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٣٠﴾

فَلَمَّا فَصَّ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ  
جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ  
نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْرَةٍ مِنْ الشَّارِ  
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٣١﴾

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ  
الْعُبْرَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يُّوَسَّىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ  
الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

وَأَنَّ إِنِّي عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى  
مُدْبِرًا وَكَأَنَّمْ يُعِيقُ الْيُوسَىٰ أَقِيلٌ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّكَ  
مِنَ الْأَمِينِينَ ﴿٣٣﴾

أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيضًا وَ مِنْ عَبْرِ سَوْءِ  
رَأْسِمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذُنُوبُكَ يُهَاتِنِ  
مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ يُرْعَوْنَ وَمَلَأِيهَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا  
فَاسِقِينَ ﴿٣٤﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي تَمَتُّكَ مِنْهُمْ نَفْسًا فَآخَأْتُ أَنْ  
يَقْتُلُونِ ﴿٣٥﴾

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْتُهُ مَعِيَ  
رِدًّا لِيُصَدِّقَنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٦﴾



করিতেছি যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে ।’

৩৬ । তিনি বলিলেন, ‘নিশ্চয় আমরা তোমার ডাইয়ের দ্বারা তোমার বাহকে শক্তিশালী করিব এবং তোমাদের উভয়ের জন্য বিজয়ের উপকরণ সৃষ্টি করিব; ফলে তাহারা তোমাদের নিকট পৌছিতে পারিবে না । তোমরা উভয়ে এবং যাহারা তোমাদের অনুসরণ করিবে তাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহ দ্বারা অবশ্যই বিজয়ী হইবে ।’

৩৭ । অতএব, যখন মুসা আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আগমন করিল, তখন তাহারা বলিল, ‘ইহা পরিষ্কার যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে যাহা মিথ্যাক্রমে বানানো হইয়াছে; এবং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণের নিকট এই সব কথা কখনও শুনি নাই ।’

৩৮ । তখন মুসা বলিল, ‘আমার প্রভু তাহাকে সর্বাধিক উত্তম জানেন যে তাহার নিকট হইতে হেদায়াত নাইয়া আসিয়াছে এবং তাহাকেও (জানেন) যাহার শেষ গৃহের পরিণাম সুন্দর ও শুভ হইবে । মোট কথা, যালেমগণ কখনও সফলকাম হইবে না ।’

৩৯ । ফেরাউন বলিল, ‘হে প্রধানগণ ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা’বুদ আছে বলিয়া আমি জানি না, অতএব হে হামান ! তুমি আমার জন্য কাদামাটির উপর আঙন জ্বালাও (ইট প্রস্তুতকর) এবং আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর, যেন আমি উহাতে (চড়িয়া) মুসার মা’বুদকে উঁকি মারিয়া দেখিতে পারি; কারণ আমি মনে করি যে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্গত ।’

৪০ । বস্তুতঃ সে এবং তাহার সেনাদল দেশে অন্যায়ভাবে অহংকার করিল এবং ধারণা করিল যে, তাহাদিগকে আমাদের নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে না ।

৪১ । অতএব আমরা তাহাকে ও তাহার সেনাদলকে ধৃত করিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্র নিষ্ক্ষেপ করিলাম; অতএব দেখ, যালেমদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল !

৪২ । এবং আমরা তাহাদিগকে অগ্রন্যায়ক করিয়াছিলাম যাহারা (নোকদিগকে) আঙনের দিকে আহ্বান করিত; কিয়ামতের দিন তাহাদের কোন সাহায্য করা হইবে না ।

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَيْدِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ آيَاتًا  
فَلَا يَمْلُؤُونَ إِلَيْكَ إِتِكَامَةً بِأَيْدِيكَ أَنتَ وَمِنَ الْغَالِبِينَ ﴿٣٦﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا  
إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَيَعْتَابُ بِهِدَايَةِ آبَائِنَا  
الْأَوَّلِينَ ﴿٣٧﴾

وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَهُ بِالْهُدَىٰ مِن  
عِنْدِهِ وَمَن يَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٣٨﴾

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّن  
إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْذِيَنِي بِآيَاتِنَا عَلَى الظَّالِمِينَ فَأَجْعَلْ  
لِي مَعْرَجًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ  
مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾

وَأَسْتَكَبِرُهُمْ وَجُودُهُ فِي الْأَرْضِ يَغْيِرُ الْحَقِّ وَ  
ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ  
كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَذْعَبُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ  
لَا يُنصَرُونَ ﴿٤٢﴾

৪  
[১৪]  
৭

৪৩। এবং এই দুনিয়াতেও আমরা তাহাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত নাগাইয়া দিয়াছি এবং কিয়ামতের দিনেও তাহারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَاتَّبَعُهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ  
بِأَقْبَلِ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং আমরা পূর্ববর্তী জাতিগণকে ধ্বংস করার পর মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহা লোকদের জন্য অন্তর্দৃষ্টি, হেদায়াত এবং রহমতের কারণ ছিল যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَدَمًا مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ  
الْأُولَى بِصَابِرٍ وَرَاحَةٍ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং তুমি (তুর পর্বতের) পশ্চিম পাশ্বে উপস্থিত ছিলে না, যখন আমরা মুসাকে (নবুওয়তের) দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলাম এবং তুমি তখন সাক্কীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলে না।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى  
الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। কিন্তু আমরা বহু জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, অতঃপর তাহাদের উপর (তাহাদের) জীবন দীর্ঘ হইয়া গেল। এবং তুমি মিদিয়ানবাসীদের মধ্যেও কোন কালে অবস্থানকারী ছিলে না যে, তুমি তাহাদের নিকট আমাদের নিদর্শনসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইতে; কিন্তু আমরাই রসূল প্রেরণকারী।

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا  
كُنْتَ ثَائِرًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا  
وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং তুমি তখনও তুর পর্বতের পাশ্বে উপস্থিত ছিলে না যখন আমরা (মুসাকে) ডাকিয়াছিলাম (এবং তাহার উপর তোমার আগমন সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ করিয়াছিলাম); বস্তুতঃ এই সব কিছু তোমার প্রভুর তরফ হইতে রহমতস্বরূপ, যেন তুমি সেই জাতিতে সতর্ক করিয়া দাও যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الظُّرُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحِمَةً  
مِّن رَّبِّكَ إِسْتَنْدَرْتَهُمْ فَمَا أَنَّهُمْ مِّن تَذَكُّرٍ  
مِّن قِبَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং যদি এইরূপ না হইত যে, তাহাদের কৃত-কর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসিলে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! কেন তুমি আমাদের নিকট কোন রসূল পাঠাও নাই, যাহাতে আমরা তোমার নিদর্শনসমূহের অনুসরণ করিতে পারিতাম এবং আমরা মো'মেনদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতাম?' (তাহা হইলে হয়তো আমরা তোমাকে রসূলরূপে কখনও পাঠাইতাম না)।

وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ  
فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعِ آيَاتِكَ  
وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। অতঃপর যখন তাহাদের নিকট আমাদের তরফ হইতে সত্য আসিল, তখন তাহারা বলিল, 'মুসাকে যেরূপ (শিক্ষা) দেওয়া হইয়াছিল সেরূপ (শিক্ষা) এই ব্যক্তি কে (মুহাম্মদ) কেন দেওয়া হইল না?' ইতিপূর্বে কি তাহারা উহাকে অস্বীকার করে নাই যাহা মুসাকে প্রদান করা হইয়াছিল? তাহারা বলিয়াছিল,

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ  
مِثْلَ مَا أُنزِلَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ  
مِن قَبْلُ قَالُوا يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّشْرِكُونَ قَالُوا إِنَّا بِكُمْ

'এই দুইজন বড় যাদুকার, তাহারা একে অপরকে সাহায্য করে।' তাহারা আরও বলিয়াছিলেন, 'আমরা তাহাদের উভয়কে অস্বীকার করি।'

### كُفْرُونًا ﴿٥٠﴾

৫০। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা আল্লাহর নিকট হইতে এমন এক কিতাব আন যাহা এতদুভয় (তাওরাত ও কুরআন) হইতে অধিকতর হেদায়াত সম্বলিত হইবে, যাহাতে আমি উহার অনুসরণ করিতে পারি।'

قُلْ فَأَنزِلْ كِتَابِي مِنَ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ هُدًى وَمِنْهُمَا  
أَنبَأَهُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٠﴾

৫১। অতঃপর যদি তাহারা তোমাকে উত্তর না দেয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, তাহারা কেবল নিজেদের বাসনার অনুসরণ করিতেছে। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর বিপথগামী কে যে আল্লাহর হেদায়াতকে উপেক্ষা করিয়া নিজ বাসনার অনুসরণ করে? বস্তুতঃ আল্লাহ যানেম জাতিকে কখনও হেদায়াত দেন না।

إِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ  
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ  
﴿٥١﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং আমরা তাহাদের জন্য ক্রমাগত ওহী অবতীর্ণ করিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। যাহাদিগকে আমরা ইহার (কুরআনের) পূর্বে কিতাব দিয়াছিলাম তাহারা ইহার উপর ঈমান আনে।

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং যখন তাহাদের নিকট ইহা পাঠ করা হয় তখন তাহারা বলে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান আনিলাম। ইহা আমাদের প্রভুর তরফ হইতে সুনিশ্চিত সত্য। আমরা ইহর পূর্বেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম।'

وَإِذَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا  
إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এই সকল লোককে তাহাদের পুরস্কার দুই বার প্রদান করা হইবে—এই জন্য যে, তাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং পুণার দ্বারা পাপকে প্রতিহত করে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিযক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ  
يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং তাহারা যখন কোন বাজে কথা শুনে তখন তাহারা উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলে এবং বলে, 'আমাদের কৃত-কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কৃত-কর্ম তোমাদের জন্য; তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমরা মূর্খদের সহিত সংপ্রব রাখা পসন্দ করি না।'

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّفْظَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا  
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلِ الْبَطِيلِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭। তুমি যাহাকে ভালবাস তাহাকেই হেদায়াত দিতে পার না; কিন্তু আল্লাহ যাহাকে চাছেন তিনি তাহাকে হেদায়াত দেন

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ  
يَشَاءُ إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبُ الْقُلُوبِ ﴿٥٧﴾

এবং তিনি হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে সর্বাধিক বেশী জানেন ।

يَسْأَلُكَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٩﴾

৫৮ । এবং তাহারা বলে, 'যদি আমরা তোমার সহিত এই হেদায়াতের অনুগমন করি তাহা হইল আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হইবে।' (তাহাদিগকে বল) 'আমরা কি তাহাদিগকে পবিত্র নিরাপদ জায়গায় স্থান দিই নাই যেখানে আমাদের পক্ষ হইতে সর্বপ্রকার ফল-মূল রিষ্কস্বরূপ আনয়ন করা হয় ? কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না ।

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخَفِضَنَّ مِنْ أَرْضِنَا  
أَوْ لَمْ نَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا أَوْ مَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ نَمُرَّتْ  
كُلُّ شَيْءٍ زَرْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯ । এবং কত জনপদকেই না আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদের (প্রাচুর্যের) জন্য অহংকার করিয়াছিল ! এইগুলি হইল তাহাদের বাসস্থান যেখানে তাহাদের পরে অতি অল্প বাতীত বসতি স্থাপন করা হয় নাই । এবং আমরাই তাহাদের উত্তরাধিকারী হইয়াছি ।

وَكَمَا هَلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ يَطُورَتِ مَعِيذَتَهَا فَمَكَ  
مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُنْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ  
كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٦٠﴾

৬০ । এবং তোমার প্রভু জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঐগুলির কেন্দ্রস্থলে এমন কোন রসূল প্রেরণ করেন যে তাহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া উনায়; এবং আমরা জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার অধিবাসীগণ যালেম হইয়া যায় ।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي آيَاتِنَا  
رَسُولًا يُتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ  
إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٦٠﴾

৬১ । এবং তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে উহা কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ-বিনাসের সামগ্রী এবং ইহার সৌন্দর্য; এবং আল্লাহর নিকট যাহা আছে উহা উত্তম এবং চিরস্থায়ী । তবুও কি তোমরা বুঝিবে না ?

وَمَا أَوْتَيْنَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَمَتَّاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ  
فِي زِينَتِهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

৬২ । তবে কি সেই ব্যক্তি যাহার সহিত আমরা অতি উত্তম (পুরস্কারের) অঙ্গীকার করিয়াছি এবং যাহা সে নিশ্চয় (পূর্ণ অবস্থায়) পাইবে ঐ ব্যক্তির নাম হইতে পারে যাহাকে আমরা ৩ধু পার্থিব জীবনের সুন্দর সামগ্রী দিয়াছি, অতঃপর কিয়ামতের দিন সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহাদিগকে (আল্লাহর সমীপে জবাবদিহির জন্য) উপস্থিত করা হইবে ?

أَفَنَنْ وَوَدَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ ۗ لَٰكِنَّ مَتَّعْنَاهُ  
مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٢﴾

৬৩ । এবং (স্মরণ কর) যে দিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, অতঃপর জিজ্ঞাসা করিবেন, 'আমার শরীকগণ কোথায় যাহাদিগকে তোমরা (শরীক) মনে করিতে ?'

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ  
كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তখন যাহাদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) বাণী পূর্ণ হইবে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! ইহারা ই সেই সব লোক, যাহাদিগকে আমরা বিদ্রান্ত করিয়াছিলাম। আমরা তাহাদিগকে ঠিক সেইভাবে বিদ্রান্ত করিয়াছিলাম যেভাবে আমরা স্বয়ং বিদ্রান্ত হইয়াছিলাম। আজ আমরা তোমার সমক্ষে বিপথগামিতার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতেছি। তাহারা আমাদের ইবাদত করিত না।'

قَالَ الَّذِينَ حَتَّىٰ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ  
أَغْوَيْنَا ۖ أَغْوَيْنَهُمْ بِمَا عَوَيْنَا ۖ يَبْرَأْنَا إِلَيْكَ مَا  
كَانُوا إِنَّا يَجْعُدُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং বলা হইবে, (এখন) 'তোমরা তোমাদের শরীক দিগকে আহ্বান কর।' তখন তাহারা উহাদিগকে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে কোন উত্তর দিবে না। এবং তাহারা নির্ধারিত আযাব প্রত্যক্ষ করিবে। হায়! যদি তাহারা হেদায়াত পাইত।

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا  
لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ ۖ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং সেই দিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং বলিবেন, 'তোমরা রসূলগণকে কি উত্তর দিয়াছিলে?'

وَيَوْمَ يناديهم يقرول ما ذا اجبتم المرسلين ﴿٦٦﴾

৬৭। অতএব সেদিন সকল দলীল-প্রমাণ তাহাদের উপর ঘোনাটে হইয়া যাইবে; ফলে তাহারা একে অপরকে প্রহ্ন করিতে পারিবে না।

فصيبت عليهم الالباء يومئذ فهم لا ينصرون ﴿٦٧﴾

৬৮। অনন্তর যে তওবা করিবে এবং ঈমান আনিবে এবং সৎ কর্ম করিবে, সে অবশ্যই সফলকাম ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

فأما من تاب وأمن وعمِل صالحا فنحن أن يكون  
من المفلحين ﴿٦٨﴾

৬৯। তোমার প্রতিপালক যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন এবং যাহাকে চাহেন মনোনীত করেন, এই ব্যাপারে তাহাদের কোন অধিকার নাই। আল্লাহ্ পবিত্র এবং যাহাকে তাহারা শরীক করে উহা হইতে তিনি উঃখ।

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة  
سبحن الله ولا تعطوا عتاً يسركون ﴿٦٩﴾

৭০। এবং তোমার প্রতিপালক তাহাও জানেন যাহা তাহাদের বক্ষঃস্থল গোপন করে এবং তাহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করে।

وربك يعلم ما تكبون صدورهم وما يعلنون ﴿٧٠﴾

৭১। এবং তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। সকল প্রশংসা তাঁহারই, ইহকালেও এবং পরকালেও। এবং আধিপত্য তাঁহারই; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة  
وله الحكم وإليه ترجعون ﴿٧١﴾

৭২। তুমি বল, 'তোমরা নফ্লা করিয়াছ কি—আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর রাগিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবিচন করিয়া দেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ বাতীত আর কি কোন মা'বদ আছে যে তোমাদের নিকট আনো আনিয়া দিবে? তবুও কি তোমরা কর্পপাত করিবে না?'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَوْمًا  
إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ بِأَيِّكُمْ بَضِيًّا  
أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝

৭৩। তুমি বল, 'তোমরা নফ্লা করিয়াছ কি—আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবিচন করিয়া দেন তাহা হইলে আল্লাহ্ বাতীত আর কি কোন মা'বদ আছে যে তোমাদের নিকট রাগি আনিয়া দিবে যাহাতে তোমরা সস্তি লাভ করিতে পার? তবুও কি তোমরা দেখিতেছ না?'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَوْمًا  
إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ بِأَيِّكُمْ يَكْسِبُ  
تَسْكُونًا فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

৭৪। বস্তুতঃ ইহা তাঁহারই রহমত হইতে যে, তিনি তোমাদের জন্য রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহ্যত বিশ্রাম করিতে পার এবং তাঁহার ফয়নের অনুসন্ধান করিতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

وَمِنْ تَحْتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا  
فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৭৫। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন, 'আমার শরীকগণ কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা (আমার সঙ্গে শরীক) মনে করিতে?'

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ  
تَزْعُمُونَ ۝

৭৬। এবং আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন করিয়া সাক্ষী বাহির করিয়া আনিব, অনন্তর বলিব, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, সকল সত্য (কেবল) আল্লাহর জন্য এবং যাহা কিছু তাহারা রটনা করিত, উহা সমস্তই তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

وَنُرْعَمْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا نَقَلْنَا مَا وَجَدْنَا لَكُمْ  
فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

৭৭। নিশ্চয় কারণ ছিল মুসার জাতির অস্তিত্ব, কিন্তু সে তাহাদেরই উপর নির্যাতনমূলক আচরণ করিল। এবং আমরা তাহাকে এত ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলাম যে, উহার চাবিগুলি (বহন করিতে) এক শক্তিশালী নোকের দনকেও ক্লান্ত করিয়া দিত। (সম্ভরণ কর) যখন তাহার জাতি তাহাকে বলিয়া ছিল, 'স্বর্গিত হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ গর্বকারীদেরকে ভালবাসেন না;

إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى بَعَثْنَاهُمْ لَمِيزًا  
وَمِنَ الْكُفْرَانِ إِنَّ مَقَامَهُ لَتَبَتُّوا بِالْقِسْبَةِ أُولِي  
الْفُؤَادِ إِنْ قَالُ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْفَاحِشِينَ ۝

৭৮। এবং আল্লাহ্ তোমাকে যাহা কিছু দিয়াছেন তুমি উহার দ্বারা পরকালের বাসগৃহের অনুসন্ধান কর এবং তোমার পার্থিব জীবনের অংশকেও ভুলিও না এবং যেভাবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছেন তদুপ তুমিও নোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর, এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করার কোন কাজ করিও

وَ ابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ  
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ  
إِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদিগকে ডালবাসেন না।'

৭৯। সে বলিল, 'এই সব (সম্পদ ও মর্যাদা) তো আমি এমন জান-বলে পাইয়াছি যাহা শুধু আমার নিকটেই আছে।' সে কি ইহা জানিত না যে, আল্লাহ্ তাহার পূর্বে বহু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন যাহারা শক্তিতে তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এবং ধন-সম্পদে অধিকতর প্রাচুর্যশালী ছিল? বস্তুতঃ অপরাধীগণকে (শাস্তির সময়) তাহাদের পাপ সহ্যক্ৰে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না।

৮০। অতঃপর সে তাহার জাতির সম্মুখে নিজ সাজ-সজ্জা সহকারে বাহির হইল। ইহাতে যাহারা পাখিব জীবনের সুখ-সম্পদ কামনা করিত তাহারা বলিল, 'হায় অফোসাস, কারুনকে যাহা দান করা হইয়াছে তদুপ যদি আমরাদিগকেও দান করা হইত! সে নিশ্চয় পরম সৌভাগ্যশালী।'

৮১। এবং যাহারা জানী ছিল তাহারা বলিল 'তোমাদের সর্বনাশ! আল্লাহ্‌র পুরস্কার ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম যে ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে, এইরূপ পুরস্কার শুধু ধৈর্যশীল ব্যক্তিগণই পাইয়া থাকে।'

৮২। অতঃপর আমরা তাহাকে ও তাহার বাস-গৃহকে ভূগর্ভে প্রোধিত করিয়া দিলাম; তখন তাহার এমন কোন দল ছিল না, যাহারা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহার সাহায্য করিতে পারিত, এবং সে কোন ক্রমেই আশ্রয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিল না।

৮৩। এবং যাহারা গতকাল পর্যন্ত তাহার স্থানে হওয়ার কামনা করিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'সর্বনাশ! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ নিভ বান্দাগণের মধ্যে যাহার জন্য চাহেন রিয়ক প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন। আল্লাহ্‌ যদি আমাদের উপর অনুগ্রহ না করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি আমরাদিগকেও ভূগর্ভে প্রোধিত করিয়া দিতেন, সর্বনাশ! নিশ্চয় কাফেরগণ কখনও সফলকাম হয় না।'

৮৪। ইহা পরকালের বাসগৃহ, ইহা আমরা তাহাদের জন্যই অবধারিত করি যাহারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং ফাসাদ সৃষ্টি করিতে চাহে না। এবং উত্তম পরিণাম মৃত্যুকীগণের জন্যই।

الْمُفْرِدِينَ ﴿٧٩﴾

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ  
اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مِن هُوَ أَشَدُّ  
مِنهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَعَاءً وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ  
الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٠﴾

فَعَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي ذُنُوبِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِئْتِ لَنَا وَمِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ  
إِنَّهُ لَدُوٌّ حَظِيٌّ عَظِيمٌ ﴿٨١﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلِكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ  
لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِمُهَا إِلَّا الضَّالِّينَ ﴿٨٢﴾

فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنَ فَعَلٍ  
يُنْفَعُوهَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَفِعِينَ ﴿٨٣﴾

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّعُوا بِمَكَانِهِ بِالْأَمْسِ يُعْرَفُونَ وَيَكْفُرُونَ  
اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ  
لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكْفُرُونَ لَا يَنْفَعُ  
الْكُفْرَانَ ﴿٨٤﴾

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا  
فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫। যে কেহ ডান কাজ করবে, তাহাকে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং যে মন্দ কাজ করিবে তাহাকে কেবল তাহার কৃত-কর্ম অনুযায়ীই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

৮৬। নিশ্চয় যিনি তোমার উপর কুরআনকে ফরয করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবেন। তুমি বল, 'আমার প্রভু সেই ব্যক্তিকে খুব ভালভাবে জানেন যে হেদায়াতসহ আগমন করিয়াছে, এবং তাহাকেও, যে প্রকাশ্য দ্রাস্তিতে নিপতিত আছে।'

৮৭। এবং তুমি কখনও আশা করিতে না যে, তোমার প্রতি এক পরিপূর্ণ কিতাব নাযেল করা হইবে, কিন্তু ইহা কেবল তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে রহমত স্বরূপ, অতএব তুমি কখনও কাফেরদের সাহায্যকারী হইও না।

৮৮। এবং আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তোমার উপর নাযেল হওয়ার পর উহা হইতে তাহারা যেন তোমাকে নিবৃত্ত করিতে না পারে, এবং তুমি তোমার প্রভুর দিকে (মানব জাতিকে) আহ্বান কর, এবং তুমি কখনও মোশরেকদের মধ্যে শামেল হইও না।

৮৯। এবং তুমি আল্লাহ্র সহিত অন্য কোন মা'বুদকে ডাকিও না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তাহার সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল; সকল হকুম (দেওয়ার অধিকার) তাহারই এবং তোমাদের সকলকে তাহারই দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادِ قُلُوبِ رَبِّكَ أَكْبَرُ مِنْ جَاءِ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٦﴾

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٧﴾

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ عِندَ إِزْطِلَاتِ إِلَيْكَ وَادْعَ لِي رَبِّي وَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٨٨﴾

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَدْعُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَىٰ مَالِكِ إِلَّا وَجْهَهُ لَهٗ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٩﴾



سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ (٢٩)

২৯-সূরা আল্ আনকাবুত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭০ আয়াত এবং ৭ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ নাম মীম ।

الْقُرْآنِ

৩। নোকেরা কি ইহা মনে করিয়াছে যে, তাহাদিগকে কেবল এই কারণে অব্যাহতি দেওয়া হইবে যে তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না ?

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ②

৪। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম । সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকেও অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা সত্যবাদী এবং অবশ্যই তাহাদিগকেও প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মিথ্যাবাদী ।

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ③

৫। যাহারা মন্দ কর্ম করে, তাহারা কি মনে করে যে, তাহারা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে ? তাহারা যাহা ফয়সালা করে উহা কত মন্দ !

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفُتُونَا ④  
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ⑤

৬। আল্লাহ্র সহিত যে ব্যক্তি সাক্ষাতের আশা রাখে (তাহার জানিয়া রাখা উচিত যে), আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় নিশ্চয় আসিবে । এবং তিনিই সর্বপ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ⑥  
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑦

৭। এবং যে ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা করে বস্তুত: সে নিজেরই প্রাণের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে; আল্লাহ্ জগতসমূহের অদৌ মুখাপেক্ষী নহেন ।

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنُفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ ⑧  
عَنِ الْعَالَمِينَ ⑨

৮। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদের পাপসমূহকে তাহাদের নিকট হইতে দূর করিয়া দিব, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার দান করিব ।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَجْعِرَنَّ عَنْهُمْ ⑩  
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْلَمُونَ ⑪

৯। এবং আমরা ইনসানকে তাহার পিতামাতার সহিত সন্দ্বাহার করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছি, এবং (বলিয়াছি) যদি তাহারা তোমার সহিত কলহ করে যেন তুমি আমার সহিত এমন কিছু

وَوَضَّيْنَا لِلْإِنْسَانِ إِلَىٰ إِلَدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ ⑫  
لِيُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ⑬ إِنَّ

শরীক কর যাহার সম্বন্ধে তোমার কোন ড়ান নাই তাহা হইলে তুমি তাহাদের আদেশ মান্য করিও না। তোমাদের সকলকে আমারই দিকে ফিরিয়া আসিতে হইবে; তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত করিব।

مَرْجِعَكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾

১০। বস্তুতঃ যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহাদিগকে অবশ্যই আমরা সৎকর্মশীলগণের মধ্যে প্রবিষ্ট করিব।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

১১। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা বলে, ‘আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছি;’ অতঃপর যখন তাহাদিগকে আল্লাহর পথে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন তাহারা মানুষের শাস্তিকে আল্লাহর শাস্তির মত মনে করে। এবং যদি তোমার প্রভুর নিকট হইতে কোন সাহায্য আসে তখন তাহারা জোর দিয়া বলে, ‘নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।’ বিশ্ববাসীর বক্ষঃস্থলে যাহা কিছু আছে, আল্লাহ্ কি উহা সমধিক অবগত নহেন ?

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ لِبُيُوتِهِ آيَةً وَاللَّهُ لَبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَئِن جَاءَهُ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾

১২। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাদিগকেও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মো’মেন এবং তাহাদিগকেও অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মোনাফেক।

وَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١٢﴾

১৩। এবং কাকেরগণ মো’মেনগণকে বলে, ‘তোমরা আমাদের পথের অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করিব।’ অথচ তাহারা তাহাদের পাপের বোঝা হইতে কিছুই বহন করিতে পারিবে না। তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

১৪। বস্তুতঃ তাহারা নিজেদের বোঝাও বহন করিবে এবং তাহাদের বোঝার সহিত অন্য (লোকের) বোঝাও বহন করিবে। এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রটনা করিত সেই সম্বন্ধে কৈয়ামতের দিন তাহাদিগকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে।

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُنَظَّرُنَّ يُحْيِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنَّا كَانُوا يَفْرُقُونَ ﴿١٤﴾

[১৪]  
১৫

১৫। এবং আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম, অন্তরঙ্গ সে তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর কম এক হাজার বৎসর অবস্থান করিয়াছিল। অতঃপর প্রাবন তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, কারণ তাহারা যালেম ছিল।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٥﴾

১৬। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং (তাহার) নৌকায় আরোহী সঙ্গীদিগকে উদ্ধার করিলাম এবং ইহাকে সকল বিশ্ববাসীর জন্য একটি নিদর্শন করিলাম।

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

১৭। এবং আমরা ইব্রাহীমকেও (রসূল করিছা পাঠাইয়াছিলাম) যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁহার তাকওয়া অবলম্বন কর। যদি তোমরা জান রাখ তাহা হইলে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম;

১৮। আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া তোমরা কেবল প্রতিমাসমূহের ইবাদত করিতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করিতেছ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদের ইবাদত করিতেছ তাহারা তোমাদিগকে আদৌ রিষক দিতে পারে না, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট রিষক কামনা কর এবং তাহারই ইবাদত কর এবং তাহারই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমাদিগকে তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।'

১৯। এবং তোমরা যদি (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান কর তাহা হইলে (ইহা কোন নূতন কথা নহে) তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলিও (তাহাদের রসূলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। বস্তুতঃ (পয়গাম) স্পষ্ট ভাবে পৌছাইয়া দেওয়াই হইল রসূলের একমাত্র কর্তব্য।

২০। তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, কিভাবে আল্লাহ্‌ সৃষ্টির প্রথমবার উদ্ভব করিয়া থাকেন, অতঃপর ইহার পুনরাবর্তন করেন। নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্‌র জন্য অতি সহজসাধ্য।

২১। তুমি বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ যে, কিভাবে আল্লাহ্‌ সৃষ্টির প্রথমবার উদ্ভব করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ্‌ই তাহাদিগকে দ্বিতীয় উত্থানে উদ্ভিত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান;

২২। তিনি যাহাকে চাহেন আযাব দেন এবং যাহার উপর চাহেন দম্মা করেন; তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

২৩। এবং তোমরা না পৃথিবীতে এবং না আকাশে (আল্লাহ্‌কে তাঁহার পরিকল্পনায়) বার্থ করিতে পারিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ বাতীত তোমাদের না কোন বন্ধ আছে এবং না কোন সাহায্যকারী।'

২৪। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে এবং তাঁহার সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তাহারা ই আমার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। এবং তাহাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইবে।

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ  
ذَلِكُمْ عَزَىٰ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ  
إفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ  
لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ  
وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٨﴾

وَإِن كَلَّبْتُمْ بِأَفْعًا كَذَّابًا أُمِرْتُمْ بِهِ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا  
عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْبَيِّنُ ﴿١٩﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ  
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٠﴾

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ  
ثُمَّ اللَّهُ يُعِيدُ الشَّعْأَ الْأَخْرَجَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْبَلُونَ ﴿٢٢﴾

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ  
ۚ مَا لَكُمْ فِي دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٣﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَرِيسَالِهِ أُولَٰئِكَ  
يَجْزُوا مِن سَخْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

২৫। অতঃপর তাহার জাতির ইহা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না যে তাহারা বলিল, 'তাহাকে হত্যা কর অথবা তাহাকে অগ্নিদগ্ধ কর।' কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। নিশ্চয় ইহাতে মো'মেন জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ  
فَأَنزَلَهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং সে বলিল, 'তোমরা কেবল পার্থিব জীবনে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি স্থাপন করিবার জন্য আল্লাহ্কে ছাড়িয়া প্রতিমাসমূহকে মা'বদরূপে গ্রহণ করিয়াছ। অনন্তর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং তোমরা একে অপরকে অভিসম্পাত করিবে। এবং তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নাম এবং কেহই তোমাদের সাহায্যকারী হইবে না।'

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ مَوَدَّةَ  
بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ مَوْمَأْتُم بِالْكَفْرِ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَبِئْسَ لَكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ  
النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن لُّؤْلُؤٍ بِئْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। অতএব নূত তাহার প্রতি ঈমান আনিব; এবং (ইব্রাহীম) বলিল, 'আমি আমার প্রভুর দিকে হিজরত করিব; নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।'

فَأَمِنَ لَهٗ لُؤْلُؤًا وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّمَا  
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং আমরা তাহাকে ইসহাক এবং ইয়াকুবকে দান করিলাম এবং তাহার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়্যাত ও কিতাব প্রবর্তিত করিলাম এবং তাহাকে পৃথিবীতেও তাহার কর্মের বিনিময় দান করিলাম এবং পরকালেও নিশ্চয় সে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ  
النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أُجُورًا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا فِي  
الْآخِرَةِ لَإِنصَارِفِينَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং নূতকেও (আমরা রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম), যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, নিশ্চয় তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বাসীর মধ্যে অন্য কেহই করে নাই;

وَلَوْلَا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ إِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ  
سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ آلِهَةٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

৩০। তোমরা কি (কাম চরিতার্থে) পুরুষদের নিকট উপগত হও এবং রহস্যজানি করিয়া থাক এবং নিজেদের সভায় প্রকাশ্যভাবে ঘৃণা কাজ কর? তখন তাহার জাতির কেবল এই কথা বলা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না যে, 'যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আঘাত আনয়ন কর।'

أَبِكُمْ تَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطَعُونَ السَّيْلَ ۗ وَ  
تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ  
إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوا بَعْدَ أَبِي اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ  
الصَّالِحِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এই ফাসাদকারী জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য কর।'

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং যখন আমাদের দূতগণ ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ আনিব, তখন তাহারা বলিল, 'আমরা এই জনপদের

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا

অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিয়া দিব, কারণ ইহার অধিবাসীগণ অবশ্যই যানেম ।'

৩৩ । সে বলিল, 'এই জনপদে তো নৃতও আছে ।' তাহারা বলিল, 'উহাতে যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা ডানরূপে জানি, আমরা অবশ্যই তাহাকে এবং তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিব, কেবল তাহার স্ত্রী বাতীত, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ।'

৩৪ । এবং যখন আমাদের দূতগণ নৃতের নিকট আসিল, তখন তাহাদের কারণে সে বিষম হইয়া পড়িল, এবং তাহাদের (হিফাযতের) ব্যাপারে সে নিজেকে অক্ষম অনুভব করিল । ইহাতে তাহারা বলিল, 'তুমি ভয় করিও না এবং দুঃখও করিও না; নিশ্চয় আমরা তোমাকে এবং তোমার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিব, কেবল তোমার স্ত্রী বাতীত, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ।'

৩৫ । নিশ্চয় আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ হইতে আঘাত অবতীর্ণ করিব, এই জনা যে, তাহারা অবাধতা করিয়া আসিতেছে ।'

৩৬ । এবং নিশ্চয় আমরা ইহার দ্বারা বৃদ্ধিমান লোকদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন পশ্চাতে ছাড়িয়াছি ।

৩৭ । এবং আমরা মিদিয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভাই শো'আয়বকেও (রসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম), তখন সে তাহাদিগকে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, এবং পরকানের প্রতি মনোযোগী হও, এবং পৃথিবীতে ফাসাদ করিয়া বেড়াইও না ।'

৩৮ । ইহাতে তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিল । ফলে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল তখন তাহারা তাহাদের গৃহে মুখ ধুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল ।

৩৯ । এইরূপে আদ ও সামুদকেও (আমাদের শাস্তি ধৃত করিয়াছিল) এবং তাহাদের বাসগৃহসমূহের অবস্থা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । বস্তুতঃ শয়তান তাহাদের কার্যকলাপকে তাহাদের দৃষ্টিতে মনোরম করিয়া দেখাইয়াছিল এবং সে তাহাদিগকে আল্লাহর পথ হইতে নিরত্ন রাখিয়াছিল, অথচ তাহারা বিচক্ষণ লোক ছিল ।

مُهَلِّكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣٣﴾

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا مَن أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا إِنَّهُ لَنَجِيَّتِكَ وَأَهْلِهِ إِلَّا امْرَأَتُكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٤﴾

وَمَا أَن جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَىٰ إِلَيْهِمْ وَمَنَّا بِهُمْ خَشِيئَةً وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٥﴾

إِنَّا مُنَزِّلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِيحًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٦﴾

وَلَقَدْ جَعَلْنَا مِنهَا آيَةً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَوْمٍ يَقُولُونَ ﴿٣٧﴾

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا رَجَا إِلَٰهُمُ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٨﴾

لَقَدْ آتَيْنَا لُوطًا نُّجُوتًا فَاصْبِرْ إِنَّ وَادِيَّ الْعَمْرُوتَ لَنَجِيَّتُكَ وَأَهْلِكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْجَانِثِينَ ﴿٣٩﴾

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ يُكِبُّونَ لَكُمْ فِيَن لَّسِيكْرِيَوْمَ وَذَرِكُنَّ لَهُمُ السَّيْلُونَ آبَعًا لَهُمْ فَصَدَّ عَنْهُمُ الرِّجَالُ وَالْجِبَالُ وَكَانُوا مُسْتَعْجِلِينَ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং কারান ও ফেরাউন এবং হামানকেও (আমাদের শাস্তি ধৃত করিয়াছিলেন)। এবং মুসা তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল, তখন তাহারা দেশ অহংকার করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা (আমাদের শাস্তিকে) অতিক্রম করিয়া বাঁচিতে পারে নাই।

৪১। সুতরাং আমরা তাহাদের প্রত্যেককেই তাহার পাপের কারণে ধৃত করিয়াছিলাম; অতএব তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহার উপর আমরা মরু-ঝাটিকা প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহাকে গর্জনকারী আঘাব ধৃত করিয়াছিল, এইরূপে তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহাকে আমরা ভূগর্ভে পুঁত্রিয়া দিয়াছিলাম, এবং কেহ এমন ছিল যাহাকে আমরা নিমজ্জিত করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ আল্লাহ তাহাদের উপর যুলুম করেন নাই, পরন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিত।

৪২। যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের উপমা মাকড়সার অনুরূপ যে নিজের জন্য একটি ঘর তৈয়ার করে বটে, কিন্তু সকল ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সর্বাধিক দুর্বল; হায়! যদি তাহারা ইহা জানিত।

৪৩। আল্লাহ জানভাবে জানেন এমন প্রত্যেক বস্তুকে; যাহাকে তাহারা আল্লাহ বহিতরেকে ডাকে; বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রভাময়।

৪৪। এই ঙনি হইতেছে উপমা যাহা আমরা মানবজাতির জন্য বর্ণনা করিতেছি; কিন্তু জানী নোক ছাড়া অন্য কেহ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

৪৫। আল্লাহ আকাশমন্ডল ও পৃথিবী মধ্যস্থভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন; নিশ্চয়ই ইহাতে মো'মিনদের জন্য নিদর্শন আছে।

৪৬। এই কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হয়, তাহা তুমি আরত্ব কর, এবং নামায কায়েম কর; নিশ্চয় নামায অলীল ও মন্দকায হইতে বিরত রাখ; এবং নিশ্চয় আল্লাহর সিকুর (সমরণ) হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ (পূণ্য)। এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা জানেন।

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ  
بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَٰبِقِينَ ﴿٤٠﴾

كُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَٰوِبًا  
وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَفْنَا  
بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ  
يُظِلُّهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤١﴾

مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ اللَّهِ الْأَمْثَالَ كَثِيلٌ  
الْعَنْكَبُوتِ إِذْ بُنِيَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ  
الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٣﴾

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَهَا لِلَّذِينَ وَمَا يُعْقِلُهَا إِلَّا  
الْعَالِمُونَ ﴿٤٤﴾

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَةً لِّذُومِنِينَ ﴿٤٥﴾

أَتْلُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ  
الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ  
أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং তোমরা আহলে কিতাবের সঙ্গে শুধু উত্তম পন্থায়ই বিতর্ক করিবে, তাহাদের মধ্য হইতে ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা যুলুম করিয়াছে (তাহাদের সঙ্গে আদৌ বিতর্ক করিবে না)। এবং (তুমি (তাহাদিগকে) বল, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি উহার উপর যাহা আমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং তোমাদের প্রতিও নাযেল করা হইয়াছে বস্তুতঃ আমাদের মা'বদ এবং তোমাদের মা'বদ এক-ই এবং আমরা তা'হারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'

৪৮। এবং এইরূপে আমরা তোমার প্রতি এই কামেল (পূর্ণ) কিতাব নাযেল করিয়াছি, অতএব যাহাদিগকে আমরা কিতাব (তাওরাত ও উহার প্রকৃত জ্ঞান) দিয়াছিলাম, তাহারা ইহার (কুরআনের) উপর ঈমান আনে; এবং এই সকল লোকের (মক্কাবাসীদের) মধ্য হইতেও কতক ইহার উপর ঈমান আনে। বস্তুতঃ কেবল কাকেরগণই হঠকারিতার সহিত আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

৪৯। এবং তুমি ইহার পর্বে কোন কিতাব আয়ত্তি কর নাই, এবং তোমার ডান হাতে ইহা নিখও নাই, যদি এইরূপে হইত তাহা হইলে মিথ্যাবাদীগণ অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করিত।

৫০। আসলে যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহাদের বক্ষঃস্থলে এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। বস্তুতঃ কেবল যালেনমরাই আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।

৫১। এবং তাহারা বলে, 'তাহার প্রতি তাহার প্রভুর নিকট হইতে কেন নিদর্শনসমূহ নাযেল করা হয় নাই?' তুমি বল, 'নিদর্শনসমূহ আল্লাহর ইচ্ছতিয়ারে রহিয়াছে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

৫২। ইহা কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট (নিদর্শন) নহে যে, আমরা তোমার উপর এক কামেল কিতাব নাযেল করিয়াছি যাহা তাহাদের নিকট আয়ত্তি করা হয়; নিশ্চয় ইহাতে মো'মেন জাতির জন্য বিশেষ রহমত ও উপদেশ রহিয়াছে।

৫৩। তুমি বল, 'আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তিনি সবই জানেন এবং যাহারা অসত্যের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে তাহারা ই ক্ষতিগ্রস্ত।'

৫৪। এবং তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে; যদি একটি সময় নির্ধারিত না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদের

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ لِلَّذِينَ  
ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَهَوَّلُوا أَمَّا بِالَّذِي آتَيْنَا أَنْزَلَ وَإِنزِيلَ  
الْيَكْفُرُوا وَاللَّهُ وَاحِدٌ ۗ وَعَنْ لَهُ مُسْتَمُونَ ﴿٥٧﴾

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۗ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ  
يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ  
بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٥٨﴾

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُرُ بِمِثْلِكَ  
إِلَّا الْأَرْتَابَ النَّبِطِيَّةَ ﴿٥٩﴾

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٦٠﴾

وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّمَا  
أُنزِلَتْ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٦١﴾

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُفْتَنُ عَلَيْهِمْ  
ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٢﴾

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنَاتٍ وَبَيِّنَاتُكُمْ شَاهِدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا  
بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٣﴾

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَوْلَا إِجْلٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ

নিকট আযাব আসিয়া পৌছিত । এবং নিশ্চয় তাহাদের উপর আযাব অকস্মাৎ আসিবে, এমন অবস্থায় যে তাহারা টেরও পাইবে না ।

৫৫ । তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে, অথচ নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে ।

৫৬ । যেদিন সেই আযাব তাহাদিগকে তাহাদের উম্মদেশ এবং তাহাদের পাদদেশ হইতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে এবং তিনি বলিবেন, 'তোমরা যে কর্ম করিয়া আসিতেছিলে (এখন) উহার স্বাদ গ্রহণ কর ।'

৫৭ । হে আমার বান্দগণ যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিশ্চয় আমার পৃথিবী স্পৃশস্ত, সুহরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর ।

৫৮ । প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে, অতঃপর তোমাদিগকে আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ।

৫৯ । এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অবশ্যই আমরা তাহাদিগকে জাহান্নামে বানানামায় বসবাসের জন্য স্থান দান করিব, - যাহার তনুদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে । তাহারা তথায় সর্দান অবস্থান করিবে । সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম !

৬০ । যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে ।

৬১ । এবং এমন কত জীবজন্তু আছে যাহারা নিজেদের রিয়ক বহন করিয়া বেড়ায় না ! আল্লাহই তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকে রিয়ক দেন । এবং তিনিই সর্বপ্রাণী, সর্বজ্ঞানী ।

৬২ । এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে (মানুষের) সেবায় কে নিয়োজিত করিয়াছেন? তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ ।' তথাপি তাহাদিগকে (সত্য হইতে সরাইয়া) কোন দিকে বিভ্রান্ত করিয়া নইয়া যাওয়া হইতেছে ?

৬৩ । আল্লাহই নিজ বান্দগণের মধা হইতে যাহার জন্য চাহেন রিয়ককে সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকুচিত করিয়া দেন । নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

الْعَذَابُ وَيَأْتِيَهُمْ بَعْتَهُ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَكَيْتٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٦﴾

يَوْمَ نَفْسُهُمُ الْعَذَابِ مِنْ قُوهِمْ وَرَبِّهِمْ تَحْتِ  
أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾

يُعَادَى الَّذِينَ اتَّخَذُوا آيَاتِي  
فَاعْتَدُوا ﴿٥٨﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ لَمَّا آتَيْنَا تُرْجَمُونَ ﴿٥٩﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِنْ  
الْحَبَّةِ غُرْفًا تَدْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَنُؤْتِيَنَّهُمْ  
مِنْهَا ﴿٦٠﴾

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٦١﴾

وَكَانَ مِنَ آيَاتِهِ لَآ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا  
وَإِنَّهَا لَكَلِمَةٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٢﴾

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَتَحْتَهُ  
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٦٣﴾

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ  
لَهُ إِنَّ اللَّهَ لَبَلِيغٌ أَمْرِهِ ﴿٦٤﴾



৬৪। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশ হইতে কে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা জমিকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন?' তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্ !' তুমি বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।' কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না।

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ  
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا يَقُولُونَ اللَّهُ قُلِ الْخَشِدُ  
لِيْلِي بَلْ أَكْذَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এই পার্থিব জীবন আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুক বৈ আর কিছুই নহে। আর যে পারলৌকিক আবাস উহাই হইতেছে প্রকৃত জীবন; হায় যদি তাহারা জানিত!

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ  
الْآرَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং যখন তাহারা নৌকায় আরোহণ করে তখন তাহারা ধর্মকে একমাত্র তাঁহাদেরই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে ডাকিতে থাকে। কিন্তু যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলের দিকে নইয়া আসেন তখন দেখ! সহসা তাহারা শরীক করিতে আরম্ভ করে,

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَاوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
فَلَمَّا نَجَّوْهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭। যেন তাহারা উহাকে অস্বীকার করে যাহা আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি এবং যেন তাহারা পার্থিব ভোগ-বিনাস করিয়া নয়। কিন্তু অচিরেই তাহারা (ইহার প্রতিফল) জানিতে পারিবে।

يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَطُوفُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, আমরা (মস্কার) পবিত্র গৃহকে নিরাপদ স্থান করিয়াছি, অথচ লোকদিগকে তাহাদের চতুর্দিক হইতে অতর্কিতে অপহরণ করিয়া নইয়া যাওয়া হয়? তাহারা কি অসত্যের প্রতি সন্মান আনিতেছে এবং আল্লাহ্র নেয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَأْمُونًا وَمَا نَحْنُ بِمُحَاطَفِ النَّاسِ مِنْ  
حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبِاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِصْيَةِ اللَّهِ يُكَفِّرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯। সে ব্যক্তি আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে, অথবা যখন সত্য তাহার নিকটে আগমন করে তখন উহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে? এইরূপ কাফেরদের জন্য কি জাহান্নামে আবাসস্থল হওয়া উচিত নহে?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ  
بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾

৭০। এবং যাহারা আমাদের (সাম্রাজ্যের) উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আমাদের (নিকটে আসার) পথসমূহ প্রদর্শন করিব। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীল গণের সঙ্গে আছেন।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ  
لَلْعَمَلِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٠﴾

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ

৩০-সূরা আর রুহাম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬১ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আনিস্‌ লাম মিম্ ।

الْقَمْرِ ②

৩। রুমীগণ পরাজিত হইয়াছে—

غُلِبَتِ الرُّومُ ③

৪। নিকটবর্তী দেশে, এবং তাহারা তাহাদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হইবে,

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ④

৫। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে— সর্বাধিপত্য পূর্বে ও পরে আল্লাহরই—এবং সেইদিন মো'মেনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইবে,

فِي يَضَعُ سَيْفِينَ لَهُ الْإِمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ⑤

৬। আল্লাহর সাহায্যে তিনি যাহাকে চাহেন সাহায্য করেন; এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।

يُنصِرُ اللَّهُ يُنصِرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑥

৭। ইহা আল্লাহর ওয়াদা । আল্লাহ নিজের ওয়াদাকে ভঙ্গ করেন না; কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝে না ।

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑦

৮। তাহারা কেবল, পার্থিব জীবনের বাহ্যিক শান ও শওকতকে বুঝে; কিন্তু পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ গাফেল ।

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ⑧

৯। তাহারা কি নিজেদের অন্তরে কখনও চিন্তা করে নাই যে, আল্লাহ্ আকাশমন্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই যথায়থভাবে এবং এক নির্দিষ্ট মিয়াদ বাতীত সৃষ্টি করেন নাই? কিন্তু লোকদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী ।

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ⑨

১০। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই যেন তাহারা দেখিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল? তাহারা শক্তিতে অধিকতর প্রবল ছিল,

أَوَلَمْ يَلْبِسُوا فِي الْأَرْضِ يَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا

তাহারা অনেক ভূমি কর্ষণ করিয়াছিল এবং ইহারা ভূপৃষ্ঠে যে পরিমাণ বসতি স্থাপন করিয়াছে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহারা ইহাতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল । এবং তাহাদের নিকট তাহাদের রসুলগণ উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল । আল্লাহ্ তো এইরূপ নহেন যে, তিনি তাহাদের উপর কোন যুলুম করিয়াছিলেন, বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিত ।

১১ । অতঃপর যাহারা মন্দ কাজ করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল, কারণ তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত এবং ঐগুলিকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত ।

১২ । আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে প্রথম বার উদ্ভব করেন, অতঃপর ইহার পুনরারম্ভ করেন; অতঃপর তাহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ।

১৩ । এবং যেদিন নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবে, সেইদিন অপরাধীগণ নিরাশ হইয়া যাইবে ।

১৪ । এবং তাহাদের (উদ্ভাবিত) শরীকগণ হইতে কেহই তাহাদের জন্য সুপারিশকারী হইবে না এবং (তখন) তাহারা তাহাদের নিজেদের (তথাকথিত) শরীকগণকে অস্বীকার করিবে ।

১৫ । এবং যেদিন নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে—সেই দিন তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হইয়া যাইবে ।

১৬ । বাকি রহিল তাহাদের কথা যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে মনোরম উদ্যানে সন্মান ও আনন্দ দান করা হইবে ।

১৭ । কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগকে আযাবের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে ।

১৮ । সূতরাং তোমরা আল্লাহ্র তসবীহ (পবিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রশংসা) কর তখনও যখন তোমরা সন্ধ্যাকালে প্রবেশ কর এবং তখনও যখন তোমরা প্রভাত কালে প্রবেশ কর—

১৯ । বসন্ত; আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাহারই জন্য—(এইরূপে তাহার তসবীহ কর) অপরাহ্নে এবং যখন সূর্য চলিয়া পড়ার সময়ে প্রবেশ কর তখনও ।

الْأَرْضِ وَعَمْرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَّرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ  
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ  
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١﴾

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّؤَىٰ أَنْ كَذَّبُوا  
بِحُكْمِ اللَّهِ وَاللَّوْ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٢﴾

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٣﴾

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٤﴾

وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا  
بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٥﴾

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُ بِنَفْسِهِ يَفْرُونَ ﴿١٦﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ  
يُحْبَرُونَ ﴿١٧﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَفِي الْآخِرَةِ  
ثَأْوَتِهِمْ فِي الْعَذَابِ مُخْتَلِفُونَ ﴿١٨﴾

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٩﴾

وَلَهُ الْعِزَّةُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿٢٠﴾

২০। তিনি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন; এবং যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। এবং এইভাবেই তোমাদিগকে বাহির করা হইবে।

২  
৫

২১। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে ইহাও একটি (নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর দেখ! তোমরা মানুষরূপে (সমস্ত পৃথিবীতে) ছড়াইয়া পড়িতেছ।

২২। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাও একটি (নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়া-মায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিন্তানীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

২৩। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষায় ও বর্ণে প্রভেদ সৃষ্টি করাও অন্যতম নিদর্শন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

২৪। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রাত্রিকালে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করাও অন্যতম নিদর্শন। নিশ্চয় ইহার মধ্যেও বহু নিদর্শন আছে ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা প্রবণ করে।

২৫। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাও যে, তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মধ্যে ভয় ও আশা সঞ্চারের জন্য বিদ্যাৎ প্রদর্শন করেন, এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন, অনন্তর ইহা দ্বারা যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বৃদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

২৬। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ইহাও যে, তাঁহার আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে : অতঃপর যখন তিনি তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠ হইতে বাহির হওয়ার জন্য আহ্বান করিবেন তখন দেখ! সহসা তোমরা যমীন হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ نَخْرُجُكَ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْقَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ مِنْهَا لِنَفْسِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٢﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالإِنْعَامُ لِمَنْ فَضَّلَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْآبَاقُ حَوَائِجَ وَطَمَاطُ وَيُرِيكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَّقُونَ ﴿٢٤﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ نَقُومَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنْ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

২৭। এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই তাহার। তাহারা সকলেই তাহার অনুগত।

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٗ قِيَتُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। বস্তুতঃ তিনিই সৃষ্টিকে প্রথম বার উদ্ভব করেন, অতঃপর তিনিই ইহার পুনরাবর্তন করেন, এবং ইহা তাহার জন্য অতি সহজ বিষয় এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শান-মর্যাদা তাহারই, এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٨﴾

২৯। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে এক উপমা বর্ণনা করিতেছেন। তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কি ঐ ধন-সম্পদে, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি, তোমাদের সমতুল্য শরীক হয়, এমনভাবে যে, তোমরা সকলেই (মালিক ও দাস) উহাতে সমান হইয়া যাও, এবং তোমরা তাহাদিগকে (দাসদিগকে) এমনভাবে ভয় কর যেভাবে তোমরা পরস্পরকে ভয় করিয়া থাক ? এইরূপে আমরা বৃদ্ধিমান জাতির জন্য নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া থাকি।

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقِكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ مَّا مَلَكْتُمْ كَخَيْفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। বরং প্রকৃত কথা—এই যে, যালেম লোকেরা অজানতা বশতঃ নিজেদেরই প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে বিপথগামী করেন, কে আছে যে তাহাকে হেদায়াত করিবে ? বস্তুতঃ কেহই তাহাদের সাহায্যকারী হইবে না।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। অতএব তুমি তোমার সমস্ত মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে ধর্মের জন্য নিবদ্ধ কর। আল্লাহর (সৃষ্টি) প্রকৃতিকে (তুমি অনুসরণ কর) যাহার উপর তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই চিরস্থায়ী ধর্ম— কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা অবগত নহে—

فَأَوْحَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٣١﴾

৩২। সূতরাং তোমরা সকলে তাহার নিকট বাকিয়া অগ্রসর হও, এবং তাহার তাকওয়া অবলম্বন কর এবং নামায কায়েম কর এবং মোশরেকগণের অন্তর্ভুক্ত হইও না—

مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। ঐ সকল (মোশরেক) লোকের, যাহারা নিজেদের ধর্মকে শূন্য বিখণ্ড করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে; প্রত্যেকটি দলেই তাহাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহা নইয়া আনন্দিত।

وَمِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جُزْءٌ مِّمَّا قَاتَلُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং মানুষকে যখন কোন ক্রেশ স্পর্শ করে তখন তাহারা তাহাদের প্রভুর প্রতি ঝুঁকিয়া তাঁহাকেই ডাকিতে থাকে; অতঃপর যখন তাহাদিগকে তিনি নিজ রহমতের স্বাদ গ্রহণ করান তখন দেখ! সহসা তাহাদের এক দল নিজেদের প্রভুর সঙ্গে শরীক করিতে আরম্ভ করে,

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ  
ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ وَنُصِرَتْ بِهِ إِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ رَدَّتْ  
يُشْرِكُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। যেন তাহারা উহা অস্বীকার করে যাহা আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি। সূতরাং তোমরা (কিছুক্ষণের জন্য) ভোগ-বিন্যাস করিয়া নও; তোমরা অচিরেই নিজেদের পরিণাম জানিতে পারিবে।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। আমরা কি তাহাদের জন্য কোন প্রমাণ নাযেল করিয়াছি যাহা উহার সমর্থনে কথা বলে যাহাকে তাহারা তাঁহার সঙ্গে শরীক করিতেছে ?

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ  
يُشْرِكُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যখন আমরা মানুষকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন তাহারা উহাতে আনন্দিত হয় এবং যদি তাহাদের নিজেদের কৃত-কর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন দেখ! সহসা তাহারা নিরাশ হইয়া পড়ে।

وَإِذَا آتَيْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِيبَهُمْ  
سَيِّئَةٌ يَسَاءَ فَعَدَمَتِ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقِظُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তাহারা কি দেখে নাই যে, আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন রিষককে সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সঙ্কুচিত করিয়া দেন? নিশ্চয় ইহাতে সেই জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে যাহারা ঈমান আনে।

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ  
يَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। অতএব তুমি আশ্বীয়-স্বজনকে তাহার প্রাপ্য দাও এইরূপে মিসকীনদিগকে এবং পথিকদিগকেও। ইহা তাহাদের জন্য উত্তম যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের কামনা করে; বস্তুতঃ ইহারাই সফলকাম হইবে।

فَأْتِ ذَاقُوا طَعْمَهُ وَالسَّكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ  
ذَلِكَ حَيْثُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং তোমরা যাহা সুদের উপর দিয়া থাক যাহাতে উহা লোকের ধন-সম্পদের সহিত বৃদ্ধি পায়, বস্তুতঃ উহা আল্লাহ্‌র সমীপে বৃদ্ধি পায় না; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে স্বাকাত দাও—জানিয়া রাখিও যে, এই সকল লোকই (নিজেদের ধন-সম্পদ) বহু গুণে বর্ধিত করিতেছে।

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ لِئَوْفَىٰ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا  
يُرِيدُونَ وَاللَّهُ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ ذِكْرٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর রিষক দিয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দিবেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। তোমাদের (কল্পিত) শরীকগণের মাধো কি এমন কেহ আছে যে

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَدَّكُمْ ثُمَّ يُؤْتِيكُمْ مِنْهُ  
يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شَرِكٍ لَّكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ دُونِهِ  
مِنْ شَيْءٍ يُسْجَنُ لَهُ وَيَحْمِلُ عَنَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

এই সকল কার্যের কিছু মাত্রও করিতে পারে ? তিনি পবিত্র এবং তাহারা যাহাকে তাঁহার সহিত শরীক করিতেছে উহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্ব।

৪২। মানুষের হস্তসমূহ যাহা অর্জন করিয়াছে উহার ফলে স্থলে ও জলে ফাসাদ ছাইয়া গিয়াছে; পরিণামে আল্লাহ তাহাদিগকে, তাহারা যে কর্ম করিয়াছে উহার কতকাংশের শাস্তি, ভোগ করাইবেন যেন তাহারা (তাহাদের অবাধ্যতা হইতে) ফিরিয়া আসে।

৪৩। তুমি বল, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, পূর্ববর্তী লোকদের কি পরিণাম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মোশরেক ছিল।'

৪৪। অতএব তুমি তোমার মনোযোগ চিরস্থায়ী ধর্মের প্রতি নিবিষ্ট কর, আল্লাহর নিকট হইতে সেই দিন আগমনের পূর্বে যাহাকে রদ করা যাইবে না। যেদিন তাহারা (মো'মেন ও কাফেরগণ) একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়বে।

৪৫। যে ব্যক্তি অস্বীকার করিয়াছে তাহার অস্বীকারের কুফল তাহার উপরই আসিয়া বর্তিবে, এবং যাহারা সৎ কর্ম করিয়াছে তাহারা নিজেদেরই জন্য সুখ-শয্যা প্রস্তুত করিতেছে,

৪৬। যেন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে পুরস্কার দান করেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎ কর্ম করিয়াছে। তিনি কাফেরদিগকে আদৌ ভালবাসেন না।

৪৭। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ইহাও যে, তিনি বায়ুরাশিকে শুভসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন, এবং যেন তিনি তোমাদিগকে স্বীয় রহমত উপভোগ করান, এবং যেন নোয়ানওলি তাঁহারই আদেশে পরিচালিত হয় এবং যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুমণ করিতে পার এবং (তাঁহার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

৪৮। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূলকে তাহাদের জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিলেন। অতঃপর যাহারা অপরাধ করিয়াছিলেন আমরা তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ মো'মেনগণকে সাহায্য করা আমাদের উপর ফরয।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِّمَا كَسَبَتْ آيَاتِهِ  
الْمَآسِ لِيُذَيِّقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٤٢﴾

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٣﴾

فَآتَمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ  
يَوْمًا لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّقُونَ ﴿٤٤﴾

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نُقِيمُ  
سَعْدَةً لَهُ ﴿٤٥﴾

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن نَّظَائِهِ  
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٦﴾

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذَيِّقَهُمْ  
فِرْنَ رَحْمَتِهِ وَلِيَجْزِيَ الْفَالِكِ بِأَمْوَالِهِمْ وَلِيَتَّبِعُوا مِن  
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٤٧﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَفَعْنَا مِنَ الَّذِينَ جَرَمُوا وَكَانَ حَقًّا  
عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। তিনিই আল্লাহ যিনি বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন, অনন্তর উহা মেঘ বহন করে। অতঃপর তিনি যেরূপে চাহেন উহাকে আকাশে বিস্তৃত করেন এবং তিনি উহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দেন এবং তুমি দেখিতে পাও যে উহার মধ্য হইতে রূপি নির্গত হইতেছে। অতঃপর যখন তিনি নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা করেন উহা পৌছাইয়া দেন, তখন দেখ! তাহারা কেমন উৎফুল্ল হইতে থাকে;

৫০। যদিও ইতিপূর্বে— তাহাদের উপর রূপি বর্ষণের পূর্বে তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া গিয়াছিল।

৫১। অতএব তুমি আল্লাহর রহমতের নামদশনসমূহর প্রতি লক্ষ্য কর যে, কিরূপে তিনি যমীনেকে ইহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনিই (আল্লাহ) যিনি মৃতগণকে জীবিত করেন; এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

৫২। এবং যদি আমরা বায়ু প্রবাহিত করি এবং তাহারা উহাকে (শসাক্লেত্রকে) হরিদ্বর্ণ দেখে তখন তাহারা উহার (দৃশ্য) প্রত্যক্ষ করার পর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে।

৫৩। বস্তুত: তুমি (তোমার) এই আহ্বান মৃতদিগকেও শুনাইতে পারিবে না এবং বধিরদিগকেও শুনাইতে পারিবে না যখন তাহারা পিঠ দেখাইয়া ফিরিয়া যায়;

৫৪। এবং তুমি অন্ধদিগকেও তাহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে ফিরাইয়া সোজা পথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। তুমি কেবল তাহাদিগকেই শুনাইতে পারিবে যাহারা গ্রামাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।

৫৫। তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদিগকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেন এবং দুর্বলতার পর তোমাদিগকে শক্তি দান করেন, এবং সেই শক্তির পর পুনরায় দুর্বলতা ও বার্বক্য দেন, তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। এবং তিনিই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

৫৬। এবং যেদিন নির্দিষ্ট মুহূর্ত উপস্থিত হইবে, তখন অপরাধীরা কসম খাইবে যে, তাহারা অল্প কাল বাতীত অবস্থান করে নাই; এইভাবেই তাহাদিগকে (সত্য পথ হইতে) ফিরাইয়া দেওয়া হইত।

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُحْمَلُ السَّحَابُ بِهَا وَيَنْسِفُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَكَرِهَ أَلْوَدَّ يَخْرِجُ مِنْ خَلْقِهِ إِذَا آصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٤٩﴾

وَأَن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْسِلِينَ ﴿٥٠﴾

فَلَقَدْ رَأَىٰ أَنزَلَ الرَّحْمَتِ اللَّهُ كَيْفَ يُبْرِئُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُنجِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥١﴾

وَلَئِن أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفًا فَلَوْلَا أَرْسِلْنَا مِنْ قَبْلِهِ لَنَكْفُرُونَ ﴿٥٢﴾

وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الْقُمْرَ الدَّاعِيَ إِذَا دَعَا وَلَا تَسْمَعُ مَدْبُورِينَ ﴿٥٣﴾

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيَ عَن صَلَاتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا بِعَمَلٍ مِّن يُّؤْمِنُونَ وَإِن تَبْتَئِنَّا فَمُهُم قَسِيمُونَ ﴿٥٤﴾

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٥﴾

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُعَرِّمُهُمُ الْمُرِيمُونَ وَلَا لِيُحَا فَيَسْأَلَهُمْ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٦﴾



৫৭। কিন্তু যাহাদিগকে জ্ঞান ও ঈমান দান করা হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় তোমরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। (এখন শুন!) ইহাই সেই পুনরুত্থান দিবস; কিন্তু তোমরা জানিতে না'।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لَكُمْ أَنْتُمْ كَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। সূতরাং সেইদিন যালেমদের কোন ওজর-আপত্তি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগও দান করা হইবে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং আমরা মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার উপমা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি, এবং যদি তুমি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর তাহা হইলে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'তোমরা মিথ্যাবাদী বৈ কিছই নহ'।

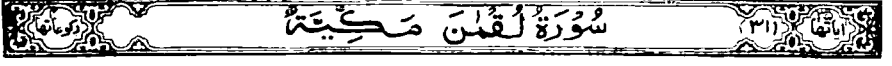
وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْحَلُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। এইরূপে আল্লাহ তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দেন যাহারা জ্ঞান রাখে না।

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না তাহারা যেন তোমাকে ধোকা দিয়া আদৌ স্থানচ্যুত না করে।

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦١﴾



### ৩১-সূরা লুক্‌মান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৫ আয়াত এবং ৪ রুকু আছে ।

- ১ । আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
- ২ । আলিফ লাম মীম । ﴿الْم﴾
- ৩ । এইগুলি হিক্মতপূর্ণ কামিল কিতাবের আয়াত, ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾
- ৪ । সৎকর্মশীলগণের জন্য হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ, ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾
- ৫ । যাহারা নামায কামেয় করে এবং যাকাত দেয় এবং পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে । ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِآلْحِقَةِ هُمْ يُؤْتُونَ﴾
- ৬ । এই সকল লোকই তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে আগত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইহারাই সফলকাম হইবে । ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
- ৭ । এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ (জনগণকে) আল্লাহর পথ হইতে বিভ্রান্ত করার জন্য (আল্লাহর কথার পরিবর্তে) ক্রীড়া-কৌতুকের কথাবার্তা ক্রয় করে, এবং উহাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের বিষয় বানাইয়া লয় । এই সকল লোকের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি (অবধারিত) আছে । ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُثَلِّثَ عَنْ سِينِلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾
- ৮ । এবং যখন তাহার (উল্লিখিত ব্যক্তির) সম্মুখে আমাদের আয়াতসমূহ আরুজি করা হয় তখন সে অহংকার করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়, যেন সে উহা শুনিতেই পায় নাই, যেন তাহার কর্ণরয়ে বধিরতা রহিয়াছে । অতএব তুমি তাহাকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনাইয়া দাও । ﴿وَإِذَا نُنزِلُ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلِي مُّسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَنَسَاهُ فَعَادَابَ السُّعُودِ﴾
- ৯ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য আছে নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহ, ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ التَّوْبَةِ﴾
- ১০ । তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে । আল্লাহর ওয়াদা সত্য; এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রভাময় । ﴿خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

১১। তিনি আকাশসমূহকে স্তম্ভ বাতিরেকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেমন তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছে; এবং তিনি ভূপৃষ্ঠে পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছেন যেন ইহা তোমাদিগকে লইয়া টলিয়া না পড়ে; এবং ইহাতে প্রত্যেক প্রকারের জীব-জন্তু বিস্তৃত করিয়াছেন। এবং আমরা মেঘ হইতে পানি বর্ষণ করি, এবং ইহাতে সকল প্রকারের উত্তম জোড়া সৃষ্টি করি।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَآلَتْ فِي الْأَرْضِ رَوَائِي أَنْ يَتَّيِدَ بِكُمْ وَبَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَبْيَأْنَا بِهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ كَرِيمٍ ①

১২। ইহা আল্লাহর সৃষ্টি, অতএব এখন তোমরা আমাকে দেখাও তিনি বাতিরেকে অনোরা কি সৃষ্টি করিয়াছে। কিছুই নহে, বরং যানেমরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছে।

هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ لَيْلَ الظُّلُمُونَ فِي صَلَاتِي يُهَيِّنُونَ ②

১৩। এবং আমরা লুক্‌মানকে হিকমত দান করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম) যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, বস্তুতঃ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে সম্রণ রাখিতে হইবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ পরম প্রশংসিত।

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ③

১৪। এবং (সম্রণ কর) যখন লুক্‌মান তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, নিশ্চয় শিব্বক অতি ভয়ানক যুলুম।

وَأَذَى قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ بِبَيْتٍ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ④

১৫। এবং আমরা মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত সদাচরণের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছিলাম — তাহার জননী তাহাকে দুর্বল অবস্থার পর দুর্বল অবস্থায় বহন করে, এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে — সূতরাং আমার এবং তোমার পিতামাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; আমারই দিকে (শেষ) প্রত্যাবর্তন;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنَةً أُمَّهُ وَهِيَ عَلَى رَهْمٍ وَفَضْلُهُ فِي عَائِي أَنْ اشْكُرُوا لِلَّهِ وَاللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ⑤

১৬। এবং যদি তাহারা উভয়ে তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে যেন তুমি আমার সঙ্গে কাহাকেও শরীক কর যাহার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তাহা হইলে তুমি তাহাদের আনুগত্য করিও না; কিন্তু পার্থিব বিষয়ে তাহাদের উত্তম সঙ্গী হইও; এবং সেই বাজির পথের অনুসরণ করিও যে আমার দিকে যুঁকে। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের সকলকে ফিরিয়া আসিতে হইবে; তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব;

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑥

১৭। হে আমার প্রিয় পুত্র ! সমরপ রাখিও, যদি কোন কর্ম এক সরিষা দানা পরিমাণও হয় এবং ইহা কোন শত্রু প্রস্তরখণ্ডে অথবা আকাশমণ্ডলে অথবা ভূগর্ভে অবস্থান করে, তথাপি আল্লাহ্ উহাকে হাযির করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব সন্মদনী, সর্বজ্ঞাতা :

১৮। হে আমার প্রিয় পুত্র ! নামায কায়েম করিও, (নোকদিগকে) সংকর্মের উপদেশ দিও এবং অসংকর্ম হইতে বিরত রাখিও এবং তুমি কোন ক্লেশে পতিত হইলে উহাতে ধৈর্য ধারণ করিও। নিশ্চয় ইহা অতি দৃঢ় সংকল্পের কাজ :

১৯। এবং তুমি নোকের সম্মুখে অবজ্ঞাতরে নিজের গাল ফুলাইও না, এবং ভূগৃষ্ঠে অহংকারের সহিত চলিও না, কোন দাস্তিক, অহংকারীকে আল্লাহ্ আদৌ জানবাসেন না :

২০। এবং তুমি নিজ চান-চননে মধ্যম পদ্বা অবলম্বন করিও এবং নিজ কষ্ঠস্বরকে মৃদু রাখিও; নিশ্চয় সকল কষ্ঠস্বরের মধ্যে গর্দভের কষ্ঠস্বর হইল সর্বাধিক কর্কশ।

২১। তোমরা কি দেখ না যে যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলকেই আল্লাহ্ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তিনি তাহার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করিয়াছেন? এবং নোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা জ্ঞান, হেদায়াত এবং সমৃদ্ধ কিতাব বাতিরেকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে কলহ করিয়া থাকে।

২২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা কিছু নাযেল করিয়াছেন, তোমরা উহার অনুসরণ কর,' তখন তাহারা বলে, 'না, বরং আমরা সেই পথের অনুসরণ করিব যাহার উপর আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে পাইয়াছি। কী! শয়তান যদি তাহাদিগকে দোষখের আঘাতের দিকে ডাকে তবুও ?

২৩। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট, আশ্বসমর্পণ করে এবং তৎসঙ্গে সংকর্মপরায়ণ হয় সে বস্তৃতঃ এক সূদৃঢ় হাতলকে ধরে। এবং আল্লাহ্রই দিকে সমস্ত কাজের পরিণাম ফিরিয়া যায়।

يُبَيِّنُ إِنَّهَا إِنْ تَكَرَّرَ مِنْ عَزَلٍ لَمْ تَكُنْ فِي  
صَفْوَةٍ أَوْ فِي السَّلْوَةِ أَوْ فِي الْأَرْضِ بَاتَ بِهَا اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٧﴾

يُبَيِّنُ أَقْبِرَ الصَّلَاةَ وَأَمْرًا بِالتَّوْبَةِ وَأَنَّهُ عَنِ الشُّكْرِ  
وَأَصْبَحَ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزَلٍ الْأُمُورِ ﴿١٨﴾

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُتَعَالٍ ﴿١٩﴾

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ  
يُ أَتَكَرَّرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحِمِيرِ ﴿٢٠﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً  
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى  
وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

وَإِذْ أُنزِلَ لَهُمُ الْكِتَابُ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَحْنُ  
مَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ  
يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢٢﴾

وَمَن يَلْمِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ  
اسْتَسَنَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ  
الْأُمُورِ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করে তাহার অস্বীকার যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। আমাদের দিকেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন, অতএব আমরা তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব। নিশ্চয় বন্ধঃস্থলে নিহিত সব কিছু আল্লাহ জানেন।

২৫। আমরা তাহাদিগকে রূপিকের জন্য সূক্ষ-সন্তোষ করিতে দিব, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব।

২৬। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশ-মন্ডল ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?' তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তুমি বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।' কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

২৭। আকাশমন্ডলে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহরই জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই সত্তা, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অতীত প্রশংসিত।

২৮। এবং পৃথিবীতে যত বন্ধ আছে যদি সব কনক হয়, এবং এই যে সমুদ্র আছে, তৎসঙ্গে যদি আরও সাত সমুদ্র কালি হইয়া যুক্ত হয়, তথাপি আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হইবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রভাময়।

২৯। তোমাদের সৃষ্টি এবং তোমাদের পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাপের (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) নাম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বপ্রভাতা, সর্বদ্রষ্টা।

৩০। তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সেব্যয় নিয়োজিত করিয়াছেন; ইহাদের প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট মিয়াদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত?

৩১। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহর সত্তাই সত্তা এবং তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া যাহাকে ডাকে তাহা নিশ্চয় মিথ্যা; বস্তুতঃ আল্লাহ্ই অতীত উচ্চ, অতীত মহান।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾

نُنَبِّئُهُمْ وَيَلْبِئُهُمْ لِيُظَاهَرَهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿٢٥﴾

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

يَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرٍ أَغْلَامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَمْجَالٍ لَّفُتْنَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا نَبْنِيكُمْ إِلَّا لَنُبَيِّنَ لَكُمْ وَاجِدُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٩﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزِيلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُزِيلُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٠﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَيُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْبَكِيرُ ﴿٣١﴾

৩২। তুমি কি দেখে না যে, নৌযানগুলি আল্লাহর নেয়ামত বহন করিয়া সমুদ্রে চলাচল করিতেছে যেন তিনি তোমাদিগকে তাহাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে কিছু দেখান ? নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ বাস্কার জনা বহু নিদর্শন আছে।

৩৩। এবং যখন কোন তরঙ্গ তাহাদিগকে ছায়ার ন্যায় আবৃত করিয়া ফেলে তখন তাহারা (একাগ্রচিত্তে) আল্লাহকে ডাকিতে থাকে ধর্মকে তাহাঁহারই জন্ম বিস্তৃত করিয়া; অতঃপর যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্কনের দিকে লইয়া আসেন তখন তাহাদের কেহ কেহ মধ্যপন্থ অবলম্বনকারী হয়। এবং শুধু বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ লোকই আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।

৩৪। হে লোক সকল ! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তাহার পুত্রের কোন উপকারে আসিবে না এবং পুত্রও তাহার পিতার কোন উপকারে আসিবে না। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সূতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কোন ক্রমেই প্রভারিত না করে এবং প্রভারক শয়তানও যেন তোমাদিগকে আল্লাহ সম্বন্ধে আদৌ প্রভারিত না করে।

৩৫। কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটই আছে। তিনিই রুষ্টি বর্ষণ করেন, এবং জরায়ুতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই জানেন। এবং কেহ জানে না যে আগামীকাল্য সে কি উপার্জন করিবে, এবং কেহ জানে না যে কোন স্থানে সে মরিবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত।

الْمُرَّانَ الظَّلَاكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ  
تِنِ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَوجٌ كَالظُّلُمِ اللَّيْلِ دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ  
لَهُ الدِّينَ فَلَنَسْجُدْ لَهُمْ إِلَى الْبُرُوقِ مِنْهُمْ مُتَّقِدِينَ  
وَمَا يَجْعَلْ يَأْتِيَنَّكَ إِلَّا كُلُّ خَسَارٍ كَفُورٍ ۝

يَأْتِيهَا النَّاسُ انْتَعَاذَ بِكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي  
وَالَّذِي عَنْ وَوَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارِعٌ عَنِّ وَالَّذِي  
شَيْءًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْتُرَّكُمْ الْغِيُورَةُ الدُّنْيَا  
وَلَا يَغْتُرَّكُمْ بِأَيْدِي النَّفُورِ ۝

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ  
مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْتُمُ عَدَا  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

بِحَيْثُ ۝

## سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

(৩৩)

### ৩২-সূরা আস্ সাজ্দা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৯ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ নাম মীম ।

الْمِ ②

৩। সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে এই কিতাব নাযেল হইয়াছে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ لَأرَبِّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ③

৪। তাহারা কি বলিতেছে যে, 'সে নিজেই ইহা রচনা করিয়া লইয়াছে ?' না, বরং ইহা অবশ্যই তোমার প্রভুর নিকট হইতে সমাগত সত্য, যেন তুমি ইহার দ্বারা ঐ জাতিকে সতর্ক করিতে পার যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন রসূল আসে নাই, যেন তাহারা হেদায়াত পায় ।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلَىٰ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِشَدِيدِ قَوْمًا مِمَّا أَنَّهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ④

৫। আল্লাহ্ তিনি, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সুপারিশকারীও নাই । তথাপি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ?

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا تُشْفِعُ أُمَّلًا شَيْئًا لَكُمْ ⑤

৬। তিনি আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে হুকুম প্রবর্তন করেন ; অতঃপর ইহা তাহার দিকে উঠিয়া যাইবে এক দিনে, যাহার পরিমাপ হইবে তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বৎসর ।

يُنزِلُ الْأَمْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ⑥

৭। তিনিই অদৃশ্যের এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় —

ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑦

৮। যিনি প্রত্যেক বস্তুকে, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সুন্দর রূপ-গুণ দিয়াছেন । এবং তিনি কাদা হইতে মানুষের সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন ।

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ⑧

৯। অতঃপর তিনি তাহার বংশ সৃষ্টি করিয়াছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস হইতে;

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ⑨

১০। অতঃপর তিনি তাহাকে পূর্ণ শক্তি দিয়া সুগঠিত করিলেন এবং উহাতে নিজের রূহ হইতে ফুৎকার করিলেন। এবং তিনি তোমাদিগকে কান, চোখ এবং হৃদয় দান করিলেন, কিন্তু তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১১। এবং তাহারা বলে, 'কী! যখন আমরা মাটিতে বিলীন হইয়া যাইব তখনও কি অবশ্যই আমরা এক নূতন সৃষ্টির আকারে (উদ্ভিত) হইব?' না, বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করিতেছে।

১২। তুমি বল, 'মৃত্যুর ফিরিশতা, যাহাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তোমাদের জান কবয করিবে; অতঃপর তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

১৩। এবং যদি তুমি সেই অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারিতে, যখন অপরাধীগণ তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে স্ব স্ব মাথা অবনত করিবে (এবং বলিবে), 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রতাপ্ত করিলাম এবং প্রবণ করিলাম; অতএব তুমি এখন আমাদের ফেরৎ পাঠাও, আমরা সৎকর্ম করিব, নিশ্চয় আমরা (তোমার কথার উপর) দৃঢ় বিশ্বাস করিলাম।'

১৪। বস্তুত: যদি আমরা (বাধাতামলকভাবে হেদায়াত দেওয়ার) ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার উপযোগী হেদায়াত দিতে পারিতাম; কিন্তু আমার এই বাক্য পূর্ণ হইয়াছে যে, 'নিশ্চয় আমি জিন্ ও ইনসান দ্বারা তাহালায় পূর্ণ করিব।'

১৫। অতএব তোমরা সোহেতু তোমাদের আত্মিকার দিনের সাক্ষাৎকে বিস্মৃত হইয়াছিলে, এই জন্য (শাস্তির) স্বাদ ভোগ কর। আমরাও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইলাম। অতএব (এখন) তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের জন্য দীর্ঘস্থায়ী শাস্তির স্বাদ ভোগ করিতে থাক।

১৬। আমাদের নিদর্শনসমূহের উপর কেবল তাহারাই ঈমান আনে, যাহাদিগকে ঐগুলি সম্বন্ধে যখনই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তখনই তাহারা সেজন্য উল্লসিত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রভুর প্রশংসাসহ তসবীহ করিতে থাকে, এবং তাহারা অহংকার করে না।

لَمْ سُوِّهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِي وَجَعَلْتُكُمْ الْبَشَرِ  
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْهَامَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

وَقَالُوا إِذَا صَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَنَحْنُ حِينِ جَدِيدُهُ  
بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ﴿١١﴾

قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَنَ الْإِذِي وَعَجَلَ بِكُمْ ثُمَّ  
إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٢﴾

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُؤْمِنُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا لَعَلَّآ صَالِحًا إِنَّا  
مُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ  
 مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنْسِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٤﴾

فَذُوقُوا بِمَا يَسْتَنْبِغُوا بِقَدْرِهِمْ هَذَا إِنَّا سَائِغِرُكُمْ  
وَذُوقُوا عَذَابَ الْعُقُلِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

إِنشَاءً يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حُزُوا وَجُنِدُوا  
وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٦﴾



১৭। তাহাদের পাশ্চদেশ শয্যা হইতে পৃথক হইয়া যায়, এবং তাহারা তাহাদের প্রভুকে ডাকে ভয়ে এবং আশায়, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয়ক্‌ দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

تَجَاءِي جُنُودَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا  
وَطَمَعًا ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٧﴾

১৮। বস্ত্রতঃ কেহই জানে না যে, তাহাদের জন্য তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিদানস্বরূপ কি কি নয়ন-ভূষিকর বস্ত্র গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে।

فَلَا تَعْلَمُونَ نَسْفًا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ دُورَةِ الْعَيْنِ جَزَائِلًا  
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

১৯। যে ব্যক্তি মো'মেন সে কি দুষ্কর্মকারীর সমতুল্য হইতে পারে? তাহারা কখনও সমান হইতে পারে না।

الَّذِينَ كَانُوا مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٩﴾

২০। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য হইবে চিরস্থায়ী আবাস গৃহের বাগানসমূহ, যাহা তাহাদের কৃত-কর্ম অনুযায়ী আপ্যায়নস্বরূপ হইবে।

أَمْ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ  
الْأُولَىٰ نُزُلًا ۖ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

২১। কিন্তু যাহারা দুষ্কর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য বাসস্থল হইবে জাহান্নাম, যখনই তাহারা উহা হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিবে তখনই তাহাদিগকে উহার মাধ্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, 'এখন তোমরা জাহান্নামের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে।'।

وَأَمْ أَلَّذِينَ تَسْقُوا مِمَّا زَكَّيْتُمْ وَلَهُمُ النَّارُ ۚ كَلَّمْنَا أُولَٰئِكَ  
فَيَعْرَجُونَ ۖ مِنْهَا وَعَيْدٌ وَفَيْضٌ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ  
الَّذِينَ كُفَرُوا بِهِ ۚ تَكذَّبُونَ ﴿٢١﴾

২২। এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে সেই আসন্ন বড় আযাবের পূর্বে (পৃথিবীতে) ছোট আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব যেন তাহারা (আমাদের দিকে) ফিরিয়া আসে।

وَلَنُرِيَنَّاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأُولَىٰ ذُوقَ الْعَذَابِ  
الْأَكْبَرِ ۚ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যানেম আর কে হইতে পারে যাহাকে তাহার প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তথাপি সে উহা হইতে বিমুখ হইয়া যায়? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا  
ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِبُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং নিশ্চয় আমরা মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতএব তুমিও উহা (এক কামিল কিতাব) প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমরা সেই কিতাবকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত স্বরূপ করিয়াছিলাম।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي شِرْكٍ ۚ  
لِقَابِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে এমন বহু ইমাম নিযুক্ত করিয়াছিলাম যাহারা আমাদের আদেশানুযায়ী (লোকদিগকে) হেদায়াত করিত, কেননা তাহারা ধর্ম্য সহকারে

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً ۚ يَهْتَدُونَ بِآيَاتِنَا ۚ لَتَأْتِيَ  
وَكَاوُوا بِآيَاتِنَا يُؤْفِقُونَ ﴿٢٥﴾

কাজ করিত এবং আমাদের নিদর্শনসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিত ।

২৬ । নিশ্চয় তিনিই তোমার প্রতিপালক যিনি কিয়ামতের দিনে তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিত ।

২৭ । ইহা কি তাহাদিগকে হেদায়াত করে নাই যে, আমরা তাহাদের পূর্বে বহু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহাদের বাসসুস্থসমূহে তাহারা (এখন) চনাফেরা করিতেছে ? নিশ্চয় ইহাতে অনেক নিদর্শন আছে, তথাপি তাহারা কি শুনিতেছে না ?

২৮ । তাহারা কি দেখে না যে, আমরা শুষ্ক ভূমির দিকে বারিধারাকে হাঁকাইয়া নইয়া যাই, অতঃপর উহা দ্বারা আমরা শস্য উৎপাদন করি যাহা হইতে (কিয়দংশ) তাহাদের পশুগুলি উচ্চারণ করে এবং (কিয়দংশ) তাহারা নিজেরা আহার করে ? তথাপি তাহারা কি দেখিতেছে না ?

২৯ । এবং তাহারা বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে বল দেখি, সেই বিজয় কখন আসিবে ?'

৩০ । তুমি বল, 'যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ঈমান সেই বিজয়ের দিনে তাহাদের কোন উপকার করিবে না এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইবে না ।'

৩১ । অতএব তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং অপেক্ষা কর; নিশ্চয় তাহাদিগকেও (কিছুকাল) অপেক্ষা করিতে হইবে ।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٦﴾

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا هَلَكَنَا مِن قَبْلِهِمْ مِّن الْقُرُونِ يَسْتَأْذِنُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٧﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٨﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْيَابُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٣٠﴾

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَضَرُونَ ﴿٣١﴾

## سُورَةُ الْأَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ

### ৩৩-সূরা আল্ আহ্‌যাব

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭৪ আয়াত এবং ৯ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হে নবী ! তুমি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং কাফেরদের ও মোনাফেকদের আনুগত্য করিও না । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বভানী, পরম প্রজাময় ।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالنَّفُوثِينَ ②  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ③

৩। তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যে ওহী নাযেল করা হয়, তুমি (কেবল) উহার অনুসরণ কর । তোমরা যাহা কর উহা সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সমাক অবহিত আছেন ।

وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ④ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ⑤

৪। এবং তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর কর; কার্য-সম্পাদনকারী হিসাবে বস্তুতঃ আল্লাহ্ই যথেষ্ট ।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ⑥

৫। আল্লাহ্ কোন পুরুষের বন্ধুঃভাঙরে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই এবং তিনি তোমাদের স্ত্রীগণকে, যাহাদিগকে তোমরা জননী বলিয়া ফের, তোমাদের (পর্ভাচারিনী) জননী বানান নাই এবং তিনি তোমাদের পোষা-পুত্রকে তোমাদের (ওরসজাত) পুত্র বানান নাই । এই সব তোমাদের মুখের কথা মাত্র, এবং আল্লাহ্ সত্য বলেন এবং তিনিই সঠিক-পথ প্রদর্শন করেন ।

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ⑦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلِيًّا تَنْظَهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ⑧ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ⑨

৬। তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃগণের (পুত্র) বলিয়া ডাকিও; ইহা আল্লাহর নিকট অধিকতর ন্যায়সঙ্গত কথা, কিন্তু যদি তোমরা তাহাদের পিতৃগণকে না জান, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ডাই এবং তোমাদের বন্ধু । এবং তোমরা (পূর্বে) যাহা ভুল করিয়াছ তাহার জন্য তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না, কিন্তু যে কথার উপর তোমাদের অন্তর দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে (ইহা অবশ্য শাস্তির উপযুক্ত) । বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

أَدْعَوْهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ ⑩ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ⑪ إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَلَا تُخْرَجُوا فِي الدِّينِ وَمَوْلَاهُمْ ⑫ وَكَانَ لَكُمْ وَلِيُّكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑬ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ⑭

৭। এই নবী মো'মেনগণের জন্য তাহাদের প্রাণাপেক্ষা নিকটতর এবং তাহার পত্নীগণ তাহাদের মাতা । এবং আল্লাহর কিতাব অনুসারে (অনাস্থীয়) মো'মেনগণ ও

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ⑮ وَأَشْرَؤُا بِأُمَّهَاتِهِمْ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ⑯

মুহাজেরগণ অপেক্ষা রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ একে অপরের জন্য অধিকতর ঘনিষ্ঠ; কিন্তু তোমরা তোমাদের বন্ধুগণের সহিত সন্মত হবার করিবে। ইহা এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হইল।

৮। এবং (সম্মরণ কর) যখন আমরা নবীদের নিকট হইতে তাহাদের অস্বীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও, এবং নূহ, ইব্রাহীম, মুসা এবং মরিয়মের পুত্র ইস্‌হাক নিকট হইতেও; বস্তুতঃ আমরা তাহাদের সকলের নিকট হইতেই এক দৃঢ় অস্বীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম;

৯। যেন তিনি সত্যবাদীগণকে তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। পক্ষান্তরে কাফেরদের জন্য তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

১০। হে মো'মেনগণ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে সম্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর (শত্রুর) সৈন্য বাহিনী চড়াও করিয়া আসিয়াছিল, তখন আমরা তাহাদের উপর বাটিকা এবং এমন সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়াছিলাম যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাও নাই; তোমরা যাহা কিছু কর, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

১১। যখন তাহারা তোমাদের উর্ধ্বদেশ হইতেও এবং তোমাদের নিম্নদেশ হইতেও তোমাদের উপর চড়াও করিয়া আসিয়াছিল, এবং (তোমাদের) চক্ষুগুলি আতংকে বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রাণসমূহ (গ্রাসে) কণ্ঠাগত হইয়া গিয়াছিল এবং আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে তোমরা নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে,

১২। তখন মো'মেনগণকে এক ভয়ংকর পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল।

১৩। এবং (সম্মরণ কর) যখন মোনাফেকরা এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূল আমাদের সঙ্গে প্রতারণা ব্যতীত কোন ওয়াদা করেন নাই,'

১৪। এবং যখন তাহাদের মধ্যে এক দল ইহাও বলিতেছিল, 'হে ইয়াসরিব্বাসীগণ! তোমাদের জন্য এখন আর কোন ঠাই নাই, অতএব তোমরা (ইসলাম হইতে) ফিরিয়া

فِي كَيْفِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهْجِرِينَ إِلَّا أَنْ  
تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولَئِكَ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ  
مَسْطُورًا ۝

وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَرَبِّنَا  
فُؤَادًا فَأَتَيْنَاهُمْ مِنْهُم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ  
وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلَيْنَا ۝

يَسْئَلُ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ  
عَذَابًا أَلِيمًا ۝

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ  
جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ  
تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝

إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ قَوْمِكُمْ وَرَبِّنَا سَفَلًا مِنْكُمْ وَإِذْ  
رَأَيْتَ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ  
بِاللَّهِ الظُّنُونًا ۝

هَذَا لِكَيْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَدْعُونَهُمْ  
إِلَى الْكُفْرِ وَرَبِّنَا

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا هَلْ يَنْتَظِرُونَ لِمَقَامٍ  
لَكُمْ فَأَرْجُوا وَاسْتَأْذِنُوا قَرِيبًا مِنْهُمْ لِلَّهِ يَقُولُونَ

যাও, এবং তাহাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করিতেছিল এই বলিয়া যে, 'আমাদের ঘরগুলি অরক্ষিত,' অথচ তাহাদের ঘরগুলি অরক্ষিত ছিল না। তাহারা কেবল পলায়ন করিতে চাহিয়াছিল।

১৫। এবং যদি ইহার (মদীনার) বিভিন্ন দিক হইতে তাহাদের উপর সৈন্যদলকে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) ফিৎনা করার জন্য বলা হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা উহাতে নিপু হইবে; কিন্তু (ইহার পরে) অতি অল্প সময় ব্যতীত তাহারা তথায় কখনও অবস্থান করিতে পারিবে না।

১৬। অথচ ইহার পূর্বে তাহারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, তাহারা কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না এবং আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চয় জিহাঙ্গিস্ত হইবে।

১৭। তুমি বল, 'যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা হইতে পলায়ন কর, তাহা হইলে (তোমাদের) পলায়ন তোমাদের কখনও কোন উপকারে আসিবে না, এবং সে অবস্থায় তোমাদিগকে সামান্য কিছু ব্যতিরেকে উপভোগ করিতে দেওয়া হইবে না।'

১৮। তুমি বল, 'এমন কে আছে যে তোমাদিগকে আল্লাহর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল করিতে চাহেন, অথবা যদি তিনি তোমাদের উপর রহম করিতে চাহেন (তাহা হইলে কে আছে, যে তোমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে)?' বস্তুতঃ তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কোন বন্ধু পাইবে না এবং কোন সাহায্যকারীও পাইবে না।

১৯। আল্লাহ নিশ্চয় তাহাদিগকে জানেন, যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে (অন্যদিগকে জিহাদ হইতে) বাধা দেয় এবং নিজেদের ভাইদিগকে বলে, 'আইস আমাদের সঙ্গে,' অথচ তাহারা অল্প ব্যতীত নিজেদেরও যুদ্ধ করিতে আসে না।

২০। তোমাদের (মঙ্গলের) ব্যাপারে তাহারা ভীষণ রূপণ। সূতরাং যখন কোন ডয়ের সময় উপস্থিত হয়, তখন তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে, তাহারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকাইতেছে, যেন তাহাদের চক্ষুগোলকগুলি তিক সেই ব্যক্তির ন্যায় ঘূর্ণপাক খাইতেছে যে মৃত্যুর কবলে মূর্ছাগত হয়।

إِنَّ يَبُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا مِنْ يَعُودَةٍ إِنَّ يُرِيدُونَ  
الْأَقْوَارِ ۝

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَمْ يَلْمُوا الْفِتْنَةَ  
لَأَنفُسَهُمْ وَمَا يَلْتَبِتُونَهَا إِلَّا يَلْمُوكَ ۝

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُؤْتُونَ  
الَّذِي بَارَوْا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مُسَوِّدًا ۝

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ قُورْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ  
الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تَشْعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ  
سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ  
هَلَمْ الْيَتَاءَ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

أَشِجَّةٌ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ سَرَّابَتْهُمْ  
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْتَبَسُ  
عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقْتُمْ

অতঃপর যখন ডয়ের সময় পার হইয়া যায়, অমনি তাহারা তোমাদিগকে তীক্ষ্ণ বাকাবাণে জর্জরিত করে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা (তোমাদের) কল্যাণের ব্যাপারে ভীষণ কৃপণ। এই সকল লোক ঈমানই আনে নাই, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের সকল কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিয়াছেন। এবং ইহা আল্লাহ্ পক্ষে অতি সহজ।

২১। তাহারা (এখনও) মনে করে যে, সৈন্যদলগুলি চলিয়া যায় নাই; এবং যদি সৈন্যদলগুলি পুনরায় ফিরিয়া আসে তাহা হইলে তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিবে যে, যদি তাহারা মক্কাবাসীদের মধ্যে যাবাবর হইত, এবং তাহারা (দূরে থাকিয়া) তোমাদের সম্বন্ধে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত (যে তোমরা বাঁচিয়া আছ না কি)। এবং যদি তাহারা তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের পক্ষ হইতে অল্পই যুদ্ধ করিত।

২২। নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্ রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রহিয়াছে, তাহার জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।

২৩। এবং যখন মো'মেনগণ সৈন্যদলগুলিকে দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিল, 'ইহা তো উহাই যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল আমাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল সত্যই বলিয়াছিলেন।' এবং এই ঘটনা তাহাদিগকে কেবল ঈমানে ও আত্মসমর্পণে আরও বাড়াইয়া দিল।

২৪। অবশ্য মো'মেনগণের মধ্যে কতক পুরুষ এমন আছে যাহারা সেই অংগীকারকে পূর্ণ করিয়াছে যাহা তাহারা আল্লাহ্ র সঙ্গে করিয়াছিল। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা (শাহাদত বরণ করিয়া) নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা অপেক্ষা করিতেছে এবং তাহারা নিজেদের সংকল্পে তিন পরিমাণও পরিবর্তন করে নাই,

২৫। যেন আল্লাহ্ সত্যবাদীদিগকে তাহাদের সত্যতার প্রতিদান প্রদান করেন এবং তিনি চাহিলে মোনাফেকদিগকে আযাব দেন অথবা তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্রমাশীল, পরম দয়াময়।

بِأَيْسَرَةٍ حِدَادٍ أَسْحَقَ عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَخْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢١﴾

يَخْبُونَ الْأَحْرَابَ لَمْ يَدْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْرَابَ يَوَدُّوا لَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَحْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنَّا أَنبَاءَكُمْ وَوَكَانُوا فِيكُمْ مَتَاتِلًا وَالْأَقْلَبِيَّةُ ﴿٢٢﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢٣﴾

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٤﴾

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَبِمَهُمْ قُضِيَ نَجْيَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدْلًا نَّيِّبًا ﴿٢٥﴾

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَلَّا يُتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٦﴾

২৬। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের সকল ক্রোধসহ (মদীনা হইতে) ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন প্রকার উপকার লাভ করিতে পারিল না। বস্তুতঃ যুদ্ধে মো'মেনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমতাবান, মহা পরাক্রমশালী।

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا  
وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا  
عَزِيزًا ﴿٢٦﴾

২৭। এবং আহ্লে কিতাব হইতে যাহারা তাহাদের সাহায্য করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গসমূহ হইতে নামাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন, (এমন কি) তাহাদের একদলকে তোমরা হত্যা করিয়াছিলে এবং অপর দলকে তোমরা বন্দী করিয়াছিলে।

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ  
صَيِّبِهِمْ وَقَدْ قَامُوا فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ فَرِيقًا  
تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ قَوْمًا ﴿٢٧﴾

২৮। এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভূসম্পত্তির, তাহাদের ঘর-বাড়ির এবং তাহাদের ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন এবং সেই ভূমির ও যাহার উপর তোমরা (এখনও) পদার্পণ কর নাহি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্কান্তিমান।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا  
لَمْ تَكُنْ لَكُمْ قَبْلَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٨﴾

২৯। হে নবী! তুমি তোমার পত্নীদিগকে বল, 'যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও উহার শোভা-সৌন্দর্য কামনা কর, তাহা হইলে আইস, আমি তোমাদিগকে সুখ-সম্ভোগের সামগ্রী দিব, এবং তোমাদিগকে অতি সুন্দরভাবে বিদায় করিব।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُؤْتِيَنَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ  
الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّكُمْ وَأُسَخِّرَنَّكُمْ  
سَرَاتًا حَيْثُ شِئْتُمْ ﴿٢٩﴾

৩০। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাহার রসূল এবং পারলৌকিক গৃহ কামনা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য হইতে সৎকর্মশীলগণের জন্য মহান পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।'

وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ  
فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٠﴾

৩১। হে নবীর পত্নীগণ! যদি তোমাদের মধ্য হইতে কেহ প্রকাশ্য অসদাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। এবং আল্লাহ্‌র জন্য ইহা সহজ।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ  
يُضَعِّفْ لَهَا الْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى  
اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣١﴾

৩২। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ আল্লাহ্ ও তাহার রসূলের আনুগত্য করিবে এবং সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমরা পুরস্কার দিব দুইবার, এবং আমরা তাহার জন্য অতি সম্মানজনক রিয্ক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ خَيْرًا ۖ وَرَسُولِهِ ۖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا  
تُوَفِّئْنَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣٢﴾

৩৩। হে নবীর পত্নীগণ! তোমরা কোন সাধারণ নারীগণের মত নহ, যদি তোমরা তাকুওয়া অবলম্বন করিয়া চল; অতএব তোমরা নম্র মিহি সুরে কথা বলিও না, নতুবা যাহার অন্তরে বাধি আছে সে গুরু হইতে পারে, এবং সদা ন্যায়-সংগত কথা বলিও।

৩৪। এবং তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করিও এবং পূর্বতন অভ্যুগের পদ্ধতিতে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করিও না, এবং নামায কয়েম করিও, যাকাত দিও এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিয়া চলিও। হে আহলে বায়ত (নবী-পরিবার)! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগ হইতে সর্বপ্রকার কলুষ দূরীভূত করিতে এবং তোমাদিগকে পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে চাহেন।

৩৫। এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও হিকমত হইতে যাহা কিছু তোমাদের গৃহসমূহে আরতি করা হয় উহা তোমরা সমরণ রাখিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত সন্দ্বন্দশী, সকল বিষয়ে অবহিত।

৩৬। নিশ্চয় (আল্লাহ্‌র সমীপে) মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী এবং মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারী এবং অনগত পুরুষ ও অনগত নারী এবং সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী এবং ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী এবং বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী এবং দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফায়তকারী পুরুষ ও হিফায়তকারী নারী এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে সমরণকারী পুরুষ ও সমরণকারী নারীগণ—আল্লাহ্ তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

৩৭। যখন আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দেন তখন কোন মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীর পক্ষে তাহাদের নিজেদের বিষয়ে অধিকার ষাটানো সমীচীন নহে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের অবাধতা করে সে প্রকাশ্য বিপ্রান্তিতে পতিত হয়।

৩৮। এবং (সমরণ কর) যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে, যাহাকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করিয়াছিলে, বলিতেছিলে: 'তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজের

نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ أُنثِيَّتَ  
فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ يَطِيعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْءٌ  
وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٣﴾

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ  
الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٤﴾

وَأذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

إِنَّ السُّلَيْمِيْنَ وَالسُّلَيْمِيَّاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْقِيَّتِيْنَ وَالْقِيَّتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَ  
الضَّيِّرِيْنَ وَالضَّيِّرَاتِ وَالْخَشِيْعِيْنَ وَالْخَشِيْعَاتِ  
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ  
وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللَّهَ  
كِيْثَرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا  
عَظِيْمًا ﴿٣٦﴾

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِيْنًا ﴿٣٧﴾

وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ  
أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ



নিকট রাশ্ব (তাহাকে তালাক দিও না) এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর,' এবং তুমি নিজ অন্তরে যাহা গোপন করিতেছিলে আল্লাহ্‌ উহা প্রকাশ করিয়া দিতে চলিয়াছিলেন এবং তুমি মানুষকে ভয় করিতেছিলে । অশ্চ আল্লাহ্‌ অধিকতর হকদার যে, তুমি তাঁহাকে ভয় কর । অতঃপর যখন যামেদ তাহার (স্ত্রী) সম্বন্ধে (তালাক দেওয়ার) ইচ্ছা পূর্ণ করিল, তখন আমরা তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ করাইয়া দিলাম, যেন মো'মেনদের জন্য তাহাদের পোষাপুত্রগণের স্ত্রীগণের ব্যাপারে যখন তাহারা তাহাদের সম্বন্ধে (তালাক দেওয়ার) ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া নয় তখন (তাহাদের সহিত বিবাহ করিতে) কোন সংকোচ না হয়, এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমাসাধা পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল ।

مَا اللَّهُ مُدِينُهُ وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَكُنَّا قَضَاءً مِنْهَا وَطَرًا وَرَوَّجْنَا لَهُمَا لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعَى إِلَيْهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

৩৯ । নবীর উপর সেই বিষয়ে কোন দোষারোপ হইতে পারে না যাহা আল্লাহ্‌ তাহার উপর করয় করিয়াছেন । তিনি এই নিয়মসমূহ পূর্ববর্তীগণের মধ্যেও প্রবর্তিত করিয়াছিলেন—এবং আল্লাহ্‌র আদেশ এক সূনির্ধারিত বিষয়—

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ۝

৪০ । যাহারা আল্লাহ্‌র পয়গামসমূহ (লোকদিগকে) পৌছাইয়া দিত এবং তাঁহাকে ভয় করিত, এবং আল্লাহ্‌ বাতীত তাহারা কাহাকেও ভয় করিত না । বস্তুতঃ হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

الَّذِينَ يَبْتُغُونَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَمْنُونُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

৪১ । মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহে, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর, এবং আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

৪২ । হে মো'মেনগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে সমরণ কর ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ وَكُلُوا كَثِيرًا

৪৩ । এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার তসবীহ্‌ (পবিত্রতা ঘোষণা) কর ।

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

৪৪ । তিনিই তোমাদের উপর রহমত প্রেরণ করেন এবং তাঁহার ক্রিশ্‌তাগণও (তোমাদের জন্য রহমত কামনা করে, ), যাহাতে তিনি তোমাদিগকে অল্পকার রাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া আসেন । বস্তুতঃ তিনি মো'মেনদের উপর পরম দয়াময় ।

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝

৪৫ । যেদিন তাহারা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে সেদিন তাহাদের সম্ভাষণ ও দোয়া হইবে 'সালাম' । এবং তিনি

تَجِيئِهِمْ يَوْمَ يَقُومُهُ سَلَامٌ وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا

তাহাদের জন্য অতি সম্মানজনক প্রতিদানের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন ।

كَوْنِيْنَا ①

৪৬ । হে নবী ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষী এবং সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে,

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا  
وَنَذِيرًا ①

৪৭ । এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁহার দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে ।

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ②

৪৮ । সুতরাং তুমি মো'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে রহিয়াছে মহা অনুগ্রহ ।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ③

৪৯ । এবং তুমি কাকেরদের ও মোনাক্কেদের কথা মানিও না এবং তাহাদের মর্মসীড়াদায়ক কথাকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর ! বস্তুতঃ কাব্য নির্বাহকরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

وَلَا تُطِعِ الْكُفْرِينَ وَالنَّفَقِينَ وَدَعْ أَرْحَامَهُمْ وَوَكَيْلَ  
عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ④

৫০ । হে মো'মিনগণ ! যখন তোমরা মো'মিন নারীগণকে বিবাহ কর, অতঃপর তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও তখন তাহাদের উপর তোমাদের জন্য কোন ইচ্ছত নাই বাহা তোমরা পণনা কর । অতএব তোমরা তাহাদিগকে কিছু দ্রব্য-সামগ্রী দান কর এবং সুন্দরভাবে তাহাদিগকে বিদায় দাও ।

يَأْتِيهَا الدِّينُ أَمَّا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ وِدْيَةٍ  
تَعْتَدْنَ وَهِيَ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَوَّوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ⑤

৫১ । হে নবী ! আমরা তোমার জন্য হালাল করিয়াছি তোমার সেই সকল পত্নীকে যাহাদিগকে তুমি তাহাদের 'দেন-মহর' পরিশোধ করিয়াছ এবং সেই সকল স্ত্রীলোককেও তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ যুদ্ধের পরে তোমার অধিকারে আনিয়া দিয়াছেন, এবং তোমার চাচাদের কন্যাসপকে, তোমার ফুফুদের কন্যাসপকে, তোমার মামাদের কন্যাসপকে, তোমার খালাদের কন্যাসপকে যাহারা তোমার সঙ্গে হিজরত করিয়াছে এবং সেই মহিলাকেও যে নিজেকে পেশ করিয়াছে নবীর জন্য, যদি নবী তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, এই আদেশ কেবল তোমার জন্য, অপর মো'মিনদের জন্য নহে— তাহাদের উপর তাহাদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে এবং তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা বাহা ফরম করিয়াছি উহা আমরা জানি, যেন তোমার জন্য কোন অসুবিধা না হয়— বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ  
أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ  
وَبَنَاتِ عَيْتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ  
خَلِيكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ  
ذَهَبَتْ نَفْسُهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَنْتَحِبَهَا  
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا  
فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
لِيُكَلِّمَ لِيَكُونَ عَلَيْكَ حُجٌّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ⑥

৫২। তুমি তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা পৃথক করিয়া দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা নিজের নিকট রাখ; এবং যাহাদিগকে তুমি (ইতিপূর্বে) পৃথক করিয়া দিয়াছ তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও যদি তুমি আনিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে ইহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না। ইহা হইল নিকটতম পন্থা যদ্বারা তাহাদের নয়নসমূহ সূশীতল হইবে এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না, এবং তুমি তাহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছ তাহাতে তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের সকল কথা জানেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম সচিব।

رُزِيَ مِنْ نَشَاءِ مِنْهُمْ وَنُؤِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ  
وَمِنْ ابْتِغَيْتَ وَمَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ آيَاتِهِمْ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا  
آتَيْتَهُمْ كُلَّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ  
اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥٢﴾

৫৩। ইহার পর আর কোন স্ত্রীলোক তোমার জন্য বৈধ হইবে না এবং ইহাও বৈধ হইবে না যে, তুমি বর্তমান স্ত্রীগণকে পরিবর্তন করিয়া অন্য স্ত্রীগণকে গ্রহণ কর, তাহাদের রূপ ও গুণ তোমাকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন, তবে, শুধু সেই সকল মহিলা ব্যতীত যাহাদের মালিক হইয়াছে তোমার দক্ষিণ হস্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর পর্যবেক্ষক।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ  
مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ  
يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٣﴾

৫৪। হে মো'মেনগণ! তোমারা নবীর গৃহসমূহে প্রবেশ করিও না যতরূপ পর্যন্ত না তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দান করা হয়, তখনও তোমারা (সেখানে) আহার্য রান্না হওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিও না, কিন্তু যখন তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করা হয় তখন তোমারা প্রবেশ করিও, অতঃপর যখন তোমারা ভোজন শেষ কর তখন স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইও এবং (সেখানে) তোমারা কথা-বার্তায় মশগুল হইও না; কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কিন্তু সে তোমাদিগকে (উঠিয়া যাওয়ার জন্য বলিতে) লজ্জা বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য কথা বলিতে লজ্জাবোধ করেন না। এবং যখন তোমারা তাহাদের (নবীর পত্নীগণের) নিকট কোন জিনিস চাহ, তখন পর্দার অন্তরাল হইতে তাহাদের নিকট চাহিও। ইহা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাহাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতম নিয়ম। এবং তোমাদের জন্য আদৌ সমীচীন নহে যে, তোমারা আল্লাহ্র রসূলকে কষ্ট দাও এবং ইহাও তোমাদের জন্য আদৌ বৈধ নহে যে, তোমারা তাহার পরে তাহার পত্নীগণকে বিবাহ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ইহা অতি গর্হিত কাজ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ  
يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرِ نَبِيٍّ إِلَيْهِ وَلَكِنْ  
إِذَا وَعَيْتُمْ فَادْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ  
لَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنْ ذُكِرْتُمْ كَانَ يُؤْذَى  
النَّبِيُّ فَيَسْتَعِزَّ بِمَنْكَرِ اللَّهِ لَا يَسْتَعِزَّ مِنَ الْحَقِّ  
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ  
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ  
أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُكَلِّمُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ  
بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

৫৫। যদি তোমারা কোন বিষয়কে প্রকাশ কর অথবা উহাকে গোপন কর— সকল অবস্থায় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয় জানন্ডাবে জানেন।

إِنْ تَبَدَّلَ شَيْئًا أَوْ تَخَفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
عَلِيمًا ﴿٥٥﴾

৫৬। তাহাদের (নবীর পত্নীগণের) উপর তাহাদের পিতা, তাহাদের পুত্র, তাহাদের ভ্রাতা, তাহাদের ভ্রাতৃপুত্র, তাহাদের ভাগিনা, তাহাদের (স্বজাতি) মহিলা এবং তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে (পূর্বোল্লিখিত পদা না করিলে) কোন পাপ হইবে না। (হে নবীর স্ত্রীগণ!) তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পর্যবেক্ষক।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٦﴾

৫৭।। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করিতেছেন এবং তাহার কিরিশতাগণও তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٧﴾

৫৮। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার রসুলকে কষ্ট দেয়— আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন ইহকালেও এবং পরকালেও; এবং তিনি তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٨﴾

৫৯। যাহারা মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে কোন দোষ না করিলেও কষ্ট দেয়, তাহারা অবশ্যই ভয়াবহ মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা নিজেদের উপর উঠাইয়া লইয়াছে।

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا كُفِّرُوا فَقَدْ أَحْبَبُوا بِهِنَّ تَأْتًا وَإِنَّمَا مُؤْمِنًا ﴿٥٩﴾

৬০। হে নবী! তুমি তোমার পত্নী, তোমার কন্যা এবং মো'মেনগণের পত্নীগণকে বল, যেন তাহারা তাহাদের চাদর নিজেদের উপর (মাথা হইতে টানিয়া মুখমণ্ডল পর্যন্ত) বুলাইয়া লয়, এতদ্বারা তাহাদের পরিচয় অত্যন্ত সহজ হইবে এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزَوِّجُكُم بِنِسَائِكُمْ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ يُدْرِكُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا رَحِيمًا ﴿٦٠﴾

৬১। মো'মুফেকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এবং যাহারা মদীনায় মিথ্যা গুজব ছড়াইয়া বেড়ায়, তাহারা যদি বিরত না হয় তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে ষাড়া করিয়া দিব, উহার পর তাহারা এই শহরে তোমার সঙ্গে প্রতিবেশী হিসাবে অতি অল্পকালই থাকিবে—

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالرُّجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦١﴾

৬২। অভিশপ্ত অবস্থায়। তাহাদিগকে যেখানে পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা হইবে এবং কঠোরভাবে হত্যা করা হইবে।

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقِفُوا اجْلُدُوا وَقْتُلُوا قَتِيلًا ﴿٦٢﴾

৯  
[৬]  
৪

৬৩। আল্লাহ্ এই বিধান (গ্রহণ কর), যাহা ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল যাহারা পূর্বে অতীত হইয়াছে; এবং তুমি আল্লাহ্ বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না।

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

৬৪। লোকেরা তোমাকে নির্ধারিত মুহূর্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ নিকট আছে।' এবং কিসে তোমাকে জানাইবে যে, সে মুহূর্ত অতি নিকটেই হইতে পারে ?

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝

৬৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَاعْتَدَ لَهُمْ سَعِيرًا ۝

৬৬। যেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে, সেখানে তাহারা কোন বন্ধু এবং কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ فِيهَا وَلِيًّا وَلَا يُصَلُّونَ ۝

৬৭। সেদিন তাহাদের মুখমণ্ডলকে আগুনে উলটানো-পালটানো হইবে, তাহারা বলিবে, 'হায় দুঃখ আমাদের! যদি আমরা আল্লাহ্ আনুগত্য করিতাম এবং এই রসূলের আনুগত্য করিতাম।'

يَوْمَ تُعَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۝

৬৮। এবং তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও প্রবীণদের অনুগত হইয়া চলিয়াছি, ফলে তাহারা আমাদের পথপ্রষ্ট করিয়াছে,

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَصَلَّوْنَا السَّبِيلَ ۝

৬৯। হে আমাদের প্রভু! তুমি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাহাদিগকে মহা অভিশাপে অভিশপ্ত কর।'

رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَلُّوا مِنَ الْغَدَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا ۝

৭০। হে মো'মেনগণ! তোমরা ঐ সকল লোকের মত হইও না যাহারা মুসাকে কষ্ট দিয়াছিল; কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে উহা হইতে নিদোষ প্রমাণিত করিলেন যাহা তাহারা রটনা করিয়াছিল। বস্তুতঃ সে আল্লাহ্ দরবারে বড়ই সম্মানিত ছিল।

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۝

৭১। হে মো'মেনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং সরল-সদৃঢ় কথা বল;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

৭২। (ফলে) আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধিত করিবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিয়া চলিবে সে নিশ্চয় মহা সাফলা অর্জন করিবে।

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

৭৩। নিশ্চয় আমরা (শরীয়াতের) আমানতকে আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং পর্বতমালার সম্মুখে উপস্থাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে ভয় পাইল, কিন্তু ইনসান উহা বহন করিল। নিশ্চয় সে (নিজের প্রতি) যত্নমকরী (এবং পরিণাম সম্বন্ধে) বেপরোয়া।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٣﴾

৭৪। (এই বাব্বা এই জনা) যেন আল্লাহ্ মোনাফেক পুরুষদিগকে ও মোনাফেক নারীদিগকে এবং মোশরেক পুরুষদিগকে ও মোশরেক নারীদিগকে আযাব দেন এবং মো'মেন পুরুষগণের ও মো'মেন নারীগণের উপর সদয় দৃষ্টিপাত করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্রমান্বীল, পরম দয়াময়।

يَعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالشَّارِكِينَ وَالشَّارِكَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٤﴾

[৫]  
৬

## سُورَةُ سَبَأٍ مَكِّيَّةٌ

### ৩৪-সূরা সাবা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। সকল প্রশংসা আল্লাহর, আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার । এবং পরকালেও সকল প্রশংসা তাঁহারই, এবং তিনি পরম সর্বজ্ঞাতা ।

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَلَهُ الْمَحْدُ فِي الْأَجْرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ②

৩। যাহা কিছু যমানে প্রবেশ করে এবং যাহা কিছু উহা হইতে নির্গত হয়, এবং যাহা কিছু আকাশ হইতে নামোল হয়, এবং যাহা কিছু উহাতে আরোহণ করে সবই তিনি জানেন, তিনি পরম দয়াময়, অতীব ক্রমাশীল ।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ  
الْعَفُورُ ③

৪। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, 'আমাদের উপর (ঋৎসের) নির্ধারিত মুহূর্ত আসিবে না।' তুমি বল, 'না, বরং আমার প্রতিপালকের কসম ! যিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সমাক জ্ঞাত, উহা তোমাদের উপর নিশ্চয় আসিবে । আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে অবস্থিত কোন পরমাণু পরিমাণ বস্তুও অথবা উহা হইতে ক্ষুদ্রতর অথবা উহা হইতে বৃহত্তর বস্তুও আল্লাহ হইতে গোপন নহে, বরং সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিখা আছে,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَقُ رَيْنَ ذَلِكَ وَلَا آكُفِّرُ الْإِلَافِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ④

৫। যেন তিনি তাহাদিগকে প্রতিদান দেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে । ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য ক্রমা এবং সম্মানজনক রিয়ক নির্ধারিত আছে ।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ⑤

৬। কিন্তু যাহারা (আমাদিগকে) আমাদের নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে বার্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারাই সেই সকল লোক যাহাদিগকে নিকৃষ্ট প্রকারের যন্তণাদায়ক আযাব দেওয়া হইবে ।

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ رَبِّنَا آيَةٌ ⑥

৭। এবং যাহাদিগকে জান দান করা হইয়াছে তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছে যে, তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমার প্রতি

وَرَبِّكَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ

যাযা নাযেন করা হইতেছে ইহা সত্য এবং ইহা মহা পরাক্রমশালী, অতীব প্রশংসাময় সত্যার পথের দিকে পরিচালিত করিতেছে ।

رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ  
الْحَيِّدِ ①

৮ । এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, (হে লোক সকল ! ) ‘আমরা কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যক্তির সজ্ঞান দিব যে তোমাদিগকে এই সংবাদ দিয়া বেড়ায় যে, যখন তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে, তখন নিশ্চয় তোমরা আবার নতুন সৃষ্টির আকারে উদ্ভিত হইবে ?

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُنَادِيكَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ  
إِذَا مَرَّكُمْ عَلَىٰ صَرْقٍ أَكْبَرَ لِيَأْخُذَ بِالْحَيِّدِ ①

৯ । সে কি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রটনা করিতেছে অথবা সে উদ্ভাদ ? না, বরং যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহারা আযাব এবং ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আছে ।

أَفَتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبُعيدِ ①

১০ । তাহারা কি আকাশ ও পৃথিবীর সেই সকল জ্বিন্মির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, যাযা তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের পশ্চাতে (তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া) আছে ? আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভুগর্ভে পুঁতিয়া দিতে পারি অথবা আকাশের কিছু খণ্ড তাহাদের উপর ফেলিয়া দিতে পারি । নিশ্চয় ইহাতে (আল্লাহ্‌র প্রতি) প্রত্যেক বিনয়ী বান্দার জন্য নিদর্শন আছে ।

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءُ نَضِيفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُنُوقِظُ  
عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَلْبٍ عَبدِ  
عَئِينِ ①

১০০

১১ । এবং নিশ্চয় আমরা দাউদকে আমাদের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম) ‘হে পর্বত সকল ! তোমরা তাহার সঙ্গে (আল্লাহ্‌র) পুনঃপুনঃ গুণ কীর্তন কর, এবং হে পক্ষীকুল তোমরাও !’ এবং আমরা তাহার জন্য লোহাকে নরম করিয়া দিয়াছিলাম ।

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَمُوسَىٰ إِبْرَاهِيمَ الْأَوَّلِينَ  
الطَّيْرَ وَآتَيْنَاهُ الْحَدِيدَ ①

১২ । (এবং বলিয়াছিলাম যে, ‘তুমি পূর্ণ লম্বাকৃতির বর্ম প্রস্তুত কর এবং (উহার) আঁটা বুননে পরিমিত মাপ রাখ । এবং (হে দাউদের সঙ্গীণ ! ) তোমরা সংকর্ম কর; তোমরা যাযা কিছু করিতেছ তৎসম্বন্ধে নিশ্চয় আমি সমাক দ্রষ্টা ।’

أَنِ اعْمَلْ سَابِغَةً وَاتِّرِفِي فِي الصُّورِ وَأَعْلُو صَالِحًا  
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ①

১৩ । এবং সূনায়মানের জন্য এমন বায়ু (প্রবাহিত করিয়াছিলাম) যাহার সকালের গতি এক মাসের (সফরের) সমান এবং সন্ধ্যার গতিও এক মাসের (সফরের) সমান হইত । এবং আমরা তাহার জন্য গলিত তামার ঝরণা প্রবাহিত করিয়াছিলাম । এবং একদল জিন্মকেও তাহার অধীন করিয়াছিলাম, যাহারা তাহার প্রতিপালকের আদেশে তাহার

وَأَسْلَمْنَا لَهُ الْوَهَّابِ وَالْمِنْجَلِ وَالْمِنْجَلِ وَالْمِنْجَلِ  
أَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِبِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيِّنًا  
يَدِينَهُ بِأَدْبَارِ رَبِّهِ وَهُنَّ صَبْرٌ مِنْهُمْ عَنْ أَرْبَابٍ لَهُمْ  
مِّنْ عَدَابِ السَّوِيرِ ①



অনুগত হইয়া কাজ করিত । এবং (বলিয়াছিলাম যে,) তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ আমাদের আদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া নাইবে, আমরা তাহাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের আশাব ভোগ করাইব ।

১৪ । সে (সুলায়মান) যাহা চাহিত তাহারা তাহার জন্য উহাই নির্মাণ করিত যথা : ইবাদতস্থানাসমূহ, চালাইকরা প্রতিমূর্তিসমূহ, পুকুর সদৃশ গামলাসমূহ এবং সর্বদা (চুল্লিতে) রাখা বড় বড় ডেগসমূহ । (আমরা বলিয়াছিলাম) হে দাউদের বংশধর ! তোমরা শোকর গুয়ারীর সহিত কাজ করিয়া যাও; কিন্তু আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্প লোকই শোকরগুয়ার ।

১৫ । অতঃপর যখন আমরা তাহার মৃত্যু ঘটাইলাম তখন তাহাদিগকে তাহার মৃত্যুর শ্বর দিন কেবল মাটির একটি পোকা, যাহা তাহার (রাজ-) দণ্ডটি স্বাইতেছিল । অতঃপর যখন উহা পড়িয়া গেল তখন জিন্নগণ স্পষ্টভাবে বঝিতে পারিল যে, তাহারা যদি অদৃশের জ্ঞান রাখিত, তাহা হইলে তাহারা লাজনাজনক আশাবে পড়িয়া থাকিত না ।

১৬ । সাবার জন্য তাহাদের নিজ আবাস ভূমিতে এক নিদর্শন বিদ্যমান ছিল— (তাহাদের) দুইটি বাগান ছিল, একটি ছিল ডান দিকে, অপরটি ছিল বাম দিকে (আমরা বলিয়াছিলাম) 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া রিয়ক হইতে খাও এবং তাঁহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । (তোমাদের শহর) একটি সুন্দর শহর এবং (তোমাদের) প্রতিপালক অতীব ক্রমাশীল ।'

১৭ । কিন্তু তাহারা মুখ ফিরাইয়া নহিল, তখন আমরা তাহাদের উপর এক প্রবল ধ্বংসকারী প্লাবন পাঠাইলাম । এবং তাহাদিগকে তাহাদের সেই উত্তম দুইটি বাগানের পরিবর্তে বিস্বাদ ফল, ঝাউ এবং অল্প কিছু কুল বৃক্ষ বিশিষ্ট দুইটি বাগান দান করিলাম ।

১৮ । আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অকৃতজ্ঞতার দরুন এই প্রতিফল দিয়াছিলাম, এবং আমরা কেবল অকৃতজ্ঞ লোকদিগকেই এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকি ।

১৯ । এবং আমরা তাহাদের মধ্যে এবং সেই সকল জনপদের মধ্যে যে ডলিতে আমরা বরকত নাসেল করিয়াছিলাম, অন্য বহু জনপদ আবাদ করিয়াছিলাম যে ডলি দৃশ্যমান (পরস্পর

يَسْأَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجِبَانٍ  
كَالْجِبَابِ وَقَدْ زُرْتُمُنَا إِعْتَلَوْا أَلْ دَاوُدَ شُكْرًا  
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ۝

فَلَمَّا فَضَّيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا  
رَابِيَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنَّا خَرَّتْ فَخَدَّتْ  
الْحِجْنَ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَذَابَ مَا لِيَثُوا فِي  
الْعَذَابِ الْمُبِينِ ۝

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِهُمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتِ عَنْ نَبِيِّنَ  
وَشِمَالِهِ كُلُومٌ مِّنْ زُرْقٍ يَكْتُمُونَ وَأَشْكَرُوا لَهُ أَهْلُ بَدَاةٍ  
طَلِبَةَ رَبِّهِمْ غَفُورٌ ۝

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّ لَهُمْ  
بِحَسْبَتِهِمْ جَنَّاتٍ ذَوَاتِ أَكْمٍ خَضِطٍ وَأَنْبُلٍ وَشَعِيرٍ  
مِّنْ سِدْرٍ طَلِيلٍ ۝

ذَلِكَ جَزَائِهِمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نَجِوِي إِلَّا الْكُفُورُ ۝

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا  
قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا الشَّيْرَةَ سَبْعًا فِيهَا

মুখোমুখী এবং সন্নিকটবর্তী) ছিল এবং আমরা ঐগুলির মধ্যে সফরকে সংরক্ষণ ও সহজ করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম যে,) 'তোমরা উহাতে দিবা-রাত্রি নিরাপদে সফর কর ।'

২০। কিন্তু তাহারা (আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করার পরিবর্তে) বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের সফরগুলির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দাও।' এবং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যত্ন করিল; সুতরাং আমরা তাহাদের নম মুছিয়া দিয়া তাহাদিগকে অতীতের কাহিনীতে পরিণত করিয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলাম। নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধর্মশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য বহু নিদর্শন আছে।

২১। এবং ইবলীস তাহাদের সম্বন্ধে তাহার ধারণাকে সত্য প্রমাণিত করিল, সুতরাং মো'মেনগণের এক দল বাতিরেকে তাহারা তাহার অনুসরণ করিল,

২২। অথচ তাহাদের উপর তাহার কোন আধিপত্য ও ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু ইহা এই জন্য যেন আমরা পরকালের উপর ঈমান আনয়নকারীদিগকে ঐ সকল লোক হইতে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দিই যাহারা পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর উপর হিফায়তকারী।

২৩। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে (মা'ব্দ বলিয়া) মনে কর, তাহাদিগকে তোমরা (সাহায্যার্থে) আহ্বান কর। তাহারা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে কোথায়ও অণু পরিমাণ বস্তুরও মালিক নহে, এবং এতদূত্বের (সহায়িকারের) মধ্যে তাহাদের কোন অংশ নাই এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ তাহার সাহায্যকারী নাই।'

২৪। এবং তাহার দরবারে ঐ ব্যক্তির শাকায়াত (সুপারিশ) ব্যতীত, যাহাকে আল্লাহ্ (কাহারও জন্য শাকায়াত করার) অনুমতি দান করিবেন, কাহারও শাকায়াত ফলপ্রসূ হইবে না; এমন কি (যাহারা শাকায়াতের অনুমতি পাইবে) যখন তাহাদের অন্তর হইতে উয় দূরীভূত হইবে, তখন অন্য লোক তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের প্রতিপালক এখন তোমাদিগকে কি বলিয়াছেন?' তাহারা বলিবে, 'তিনি সত্যই বলিয়াছেন,' বস্তুতঃ তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, অতি মহান।

لَيْلَىٰ وَآيَاتِنَا ۝۱۵

فَقَالُوا رَبَّنَا بَدَّلْنَا بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ  
فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَسْرُورٍ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ الرَّبُّ خَلَقَهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا  
فَرِيقًا تَوَلَّوْا ۝۱۶

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا لِيُنذِرَ مَنِ  
يُرِي ۝۱۷  
بِالْآخِرَةِ وَمَن هُوَ مِنهَا فِي سَلْبٍ ۝۱۸  
وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ حَافِظٌ ۝

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ فِرْدُونِ اللَّهُ لَا يَبْلُغُونَ  
وَشِقَالٌ ذُرِّيَّتِي فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ  
فِيهَا مِن شَيْءٍ وَلَا فِي شَيْءٍ مِّنْهُم فِرْدَوْا لِيُنذِرَ ۝

وَلَا تَسْتَفْعِلُ الشَّفَاعَةَ عِنْدَكَ إِلَّا لِمَن أُوْن لَهُ حَسَنَةٌ  
إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا  
الْحَقُّ وَهُوَ الْعِلْمُ الْكَبِيرُ ۝

২৫। তুমি বল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে রিয়ক দেয়?' তুমি বল, 'আল্লাহ্।' এবং হয় আমরা অথবা তোমরা নিশ্চয় হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রকাশ্য বিদ্রাঘিতে নিপতিত।'

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ  
وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَّ هُدًى آؤْفَى صَلَّى قُبَيْنِ ۝

২৬। তুমি বল, 'আমরা যে অপরাধ করিয়াছি সেই সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না, এবং তোমরা যে কার্যকলাপ করিতেছ সেই সম্বন্ধে আমরাও জিজ্ঞাসিত হইব না।'

قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَنَّا أَجْرَمَنَا وَلَا نَسْأَلُ عَنَّا تَعَابُونَ ۝

২৭। তুমি বল, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্রিত করিবেন; অতঃপর তিনি সত্য ও ন্যায়ের সহিত আমাদের উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করিবেন; বস্তুতঃ তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞানী।'

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ  
الْفَاتِحُ الْعَلِيمُ ۝

২৮। তুমি বল, 'তোমরা আমার সামনে তাহাদিগকে আন যাহাদিগকে শরীক করিয়া তোমরা তাঁহার সঙ্গে মিনাইতেছ; ইহা কখনও হইতে পারে না, বরং আল্লাহ্ই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।'

قُلْ أَدْرَأِي الَّذِينَ أَحَقَّمْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلْبًا بَلْ هُوَ  
اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

২৯। এবং আমরা তোমাকে বিনাব্যতিক্রমে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা জানে না।'

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا  
لِّكُنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৩০। এবং তাহারা বলিতেছে যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে বল, 'এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে?'

دَيِّقُوا لَكُمْ فِي هَذَا الْوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

৩১। তুমি বল, 'তোমাদের জন্য একদিনের মিয়াদ নির্ধারিত আছে, যাহা হইতে তোমরা এক মুহূর্ত পশ্চাতেও থাকিতে পারিবে না এবং এক মুহূর্ত সম্মুখেও যাইতে পারিবে না।'

قُلْ لَكُمْ فِيهَا عَادٌ يَوْمَ لَا تَسْأَلُونَ عَنْهُ سَاعَةً  
هَ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ۝

৩২। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, 'আমরা এই কুরআনের উপর কখনও ঈমান আনিব না, এবং উহার উপরও (ঈমান আনিব) না যাহা ইহার সম্মুখে আছে।' এবং তুমি যদি (সেই সময়কে) দেখিতে পাইতে যখন যালেমদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন তাহারা একে অপরের সহিত বিতর্ক করিবে; যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল তাহারা অহংকারীদিগকে বলিবে, 'যদি তোমরা না থাকিতে তাহা হইলে আমরা অবশ্যই মো'মেন হইতাম।'

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا  
بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ أَنَّا رَأَيْنَا إِذْ الظَّالِمُونَ مَوْجُودُونَ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ  
يَعُولُ الَّذِينَ انْصَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ  
لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝

৩৩। (তখন) যাহারা অহংকার করিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে বলিবে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত, 'আমরা কি তোমাদের নিকট হেদায়াত আসিবার পর তোমাদিগকে উহা হইতে বিরত রাখিয়াছিলাম? না, বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে।'

৩৪। এবং যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল, তাহারা অহংকারীদিগকে বলিবে, 'না, বরং (তোমাদের) রাত-দিনের মড়মড়ই ছিল (যাহা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল), যখন তোমরা আমাদিগকে আদেশ দিতে যেন আমরা আলাহকে অস্বীকার করি এবং তাহার সহিত অন্যকে সমমর্যদাসম্পন্ন শরীক স্থির করি।' এবং যখন তাহারা আযাব দেখিবে তখন তাহারা নিজেদের অনুতাপ গোপন করিবে, এবং যাহারা অস্বীকার করিয়া থাকিবে আমরা তাহাদের গলায় বেড়া পরাইব, তাহারা যে কার্যকলাপ করিত উহা ছাড়া তাহাদিগকে অন্য কোন প্রতিফল দেওয়া হইবে না।

৩৫। এবং আমরা এমন কোন জনপদে কোন রসূল পাঠাই নাই যাহার বিভ্রাণী লোকেরা এই কথা বলে নাই যে, (হে রসূলগণ!) 'তোমাদিগকে যে পয়গাম দিয়া পাঠানো হইয়াছে, নিশ্চয় আমরা উহা অস্বীকার করিতেছি।'

৩৬। এবং তাহারা ইহাও বলিত যে, 'আমরা ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে অধিক, এবং আমাদিগকে কখনও আযাব দেওয়া হইবে না।'

৩৭। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যাহার জন্য চাহেন রিয্ক (এর দ্বার) সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাহা জানে না।'

৩৮। এবং তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন কোন বস্তু নহে যে, উহা তোমাদিগকে মর্যাদায় আমাদের নিকটবর্তী করিয়া দিবে, সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, এইরূপ লোকদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য শিগুণ পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং তাহারা বালাখানার মধ্যে শান্তির সহিত বসবাস করিবে।

৩৯। এবং যাহারা (আমাদিগকে) আমাদের নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বার্থ করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিবে তাহাদিগকে আমাদের সম্মুখে হাম্বিল করা হইবে।

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُمُ أَنْ خُنُّوا  
صَدَدْتُمْ عَنْ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَل لَّكُمْ  
مُجْرِمِينَ ۝

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُمُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكَرُوا  
الْيَبِيَّ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ  
لَهُ أَندَادًا وَمَسْرُومًا لَنَا وَالْعَذَابُ وَ  
جَعَلْنَا الْأَعْمَالُ فِي آغْنَانِي الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُعَذِّبُونَ  
إِلَّا مَا كَانُوا يَسْعَوْنَ ۝

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرِكُهَا  
إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَأَعْيُنًا عَمَلَيْنَا

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ  
بِغْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّذِي نَعْتَذِرُ عِنْدَنَا  
زُلْفَىٰ إِلَّا مَنِ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نَّوَابِلِكُمْ لَهُمْ  
جَزَاءٌ الْوَعُودُ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ۝

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُجْرِمِينَ أُولَٰئِكَ فِي  
الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ۝

৪০। তুমি বন, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার জন্য চাহেন রিয্ক (এর দ্বার) সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন। এবং তোমরা যাহা কিছু খরচ করিবে তিনি অবশ্যই উহার প্রতিদান দিবেন, বস্তুতঃ তিনি রিয্কদানকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ غَافِلٌ بِهِ ۖ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

৪১। এবং যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্রিত করিবেন, অতঃপর তিনি ফিরিশ্বাদিগকে বলিবেন, 'ইহারা কি তোমাদের ইবাদত করিত ?'

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبْرِيئِيلُ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ الْهَوَالَةَ ۖ إِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝

৪২। তাহারা বলিবে, 'তুমি পবিত্র, তাহাদের মোকাবেলায় একমাত্র তুমিই আমাদের অভিভাবক। বরং তাহারা আসলে জিন্নদের ইবাদত করিত, তাহাদের অধিকাংশই উহাদের উপর ঈমান রাখিত।'

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْرَهْتُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۝

৪৩। (কাফেরদিগকে বলা হইবে) 'সূতরাং আজ তোমাদের কেহ একে অপরের না উপকার করিতে পারিবে এবং না অপকার।' এবং আমরা হালেমগণকে বলিবে: 'তোমরা সেই আগুনের আশাব ভোগ কর, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে।'

فَالْيَوْمَ لَا يَنفَعُكَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۖ وَ نَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْفُرُونَ ۝

৪৪। এবং যখন আমাদের সুস্পষ্ট আঘাতসমূহ তাহাদিগকে আর্হুতি করিয়া গুনানো হয় তখন তাহারা বলে, এই বাস্তি একজন মানুষ বৈ কিছুই নহে, যে তোমাদিগকে ঐ সকল অস্তিত্ব হইতে প্রতিরোধ করিতে চাহে যাহাদের ইবাদত তোমাদের পিতৃপুরুষগণ করিত।' এবং তাহারা ইহাও বলে, 'ইহা (কুরআন) মনসড়া মিথ্যা রচনা ছাড়া কিছুই নহে।' এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা সত্য সম্বন্ধে, যখন উহা তাহাদের নিকট সমাগত হয়, বলে, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু বাতীত কিছুই নহে।'

وَإِذَا نَطَقَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا حُلٌّ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ ۖ وَ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَنْفُكَ مُفْتَرِيَةٌ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَاحِظِي لَنَا جَاءَهُمْ ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُضْمِينٌ ۝

৪৫। এবং আমরা তাহাদিগকে (পূর্বে) এমন কোন কিতাব দিই নাই যাহা তাহারা আর্হুতি করিয়া আসিতেছে; এবং তোমার পূর্বে তাহাদের নিকট কোন সত্বককারীও পাঠাই নাই।

وَ مَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَذُرُّونَهَا وَ مَا آتَيْنَاهُمُ الرِّيمَ ۖ وَ بَلَّغَهُ مِنْ تُذُنِي ۝

৪৬। এবং তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও (রসূলদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; অথচ আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম ইহারা তাহার এক

وَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَ مَا بَلَّغُوا وَعْثَارَهُ ۖ مَا آتَيْنَاهُمْ مَكَّدًا بُرُؤُسُنِي ۖ كَيْفَ كَانَ لِكَيْفِي ۝

৫  
১২

দশমাংশেও পৌছিতে পারে নাহি, তথাপি ইহারা আমার প্রেরিত রসূলসমূহকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং (তাহারা এখন দেখিতে পাইবে যে) আমাকে কুফরী করার প্রতিশ্রুতি করিয়া গিয়াছে।

৪৭। তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে শুধু একটি কথার উপদেশ দিতেছি যে, তোমরা দুই দুইজন করিয়া এবং এক একজন করিয়া আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা কর (তখন নিশ্চয় তোমরা বুঝিতে পারিবে) যে, তোমাদের এই সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্নততা নাই, সে তোমাদের জন্য আসন্ন কঠোর আঘাত সম্বন্ধে একজন সতর্ককারী মাত্র।'

৪৮। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট (সত্য প্রচারের বিনিময়ে) সাহা কিছু পারিশ্রমিক চাহিয়া থাকি উহা তোমাদেরই জন্য। আমার পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহর নিকট আছে, বস্তুতঃ তিনিই প্রত্যেক বিষয়ে পথবেক্ষক।'

৪৯। তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক অবশ্যই সত্যকে (মিথ্যার উপর) নিরূপণ করেন (মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার জন্য)। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাত্মানী।'

৫০। তুমি বল, 'পূর্ণ সত্য আসিষ্কারে, বস্তুতঃ মিথ্য (কোন কিছু) উদ্ভাবনও করিতে পারে না এবং পুনরাবৃত্তিও করিতে পারে না।'

৫১। তুমি বল, 'যদি আমি বিভ্রান্ত হইয়া থাকি তাহা হইলে আমার বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই উপর বর্তিবে, এবং যদি আমি হেদায়াতের উপর থাকি তাহা হইলে ইহা শুধু সেই ওহীর কারণে সাহা আমার প্রতিপালক আমার প্রতি করিতেছেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিহিতবর্তী।'

৫২। এবং যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের পলায়নের কোন পথ থাকিবে না এবং তাহারা এক নিকটবর্তী স্থান হইতে ধৃত হইবে।

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِيَارِكُمْ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّي شَيْئٌ مِّنْ شَيْءٍ ۚ إِن هُوَ إِلَّا زَيْدٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۝

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

قُلْ إِن رَّبِّي يَقْذِرُ بِالْحَقِّ ۖ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلُ وَمَا يُغْنِيكُمْ ۝

قُلْ إِن ضَلَّكَ فَإِنَّمَا أَنُحِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فِيمَا يُؤْتِيكَ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ قُرْعُوا فَلَأَقْوَاتَ وَآخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝

৫৩। এবং তাহারা বলিবে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান আনিলাম।' কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে ইহাকে হাসিল করা তাহাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে ?

وَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। অথচ তাহারা ইহাকে ইতিপূর্বে অস্বীকার করিয়াছিল এবং দূরবর্তী স্থান হইতে অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে আনুমানিক আপত্তি করিত।

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقُولُونَ بِلَاغِيبٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং তাহাদের মধ্যে এবং তাহারা যাহার কামনা করিত উহার মধ্যে সেইভাবে বাধা সৃষ্টি করা হইবে যেভাবে ইতিপূর্বে তাহাদের সমতুল্য দলগুলির জন্য করা হইয়াছিল; নিশ্চয় তাহারা এক উৎকর্ষাজনক সন্দেহে নিপতিত ছিল।

وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُذِيبٍ ﴿٥٥﴾

## سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

### ৩৫-সূরা আল্ ফাতের

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৬ আয়াত এবং ৫ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদি-স্রষ্টা এবং ফিরিশ্তাগণকে বার্তাবহরূপে নিযুক্তকারী, যাহারা দুই দুই, তিন তিন এবং চার চার ডানা বিশিষ্ট । সৃজনে তিনি যত চাহেন বৃদ্ধি করেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান ।

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِةَ رُسُلًا أُولِي أَجْنَمَةٍ مُّشْفَىٰ ذُلَّتْ وَرَبِّعَ بِيْرِيْدٍ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنْ اللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ②

৩। আল্লাহ্ মানুষের জন্য যে কোন রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিলে উহার প্রতিরোধকারী কেহ নাই; এবং তিনি (উঁহাকে) প্রতিরোধ করিলে তাঁহার পরে উহার উন্মুক্তকারী কেহ নাই; বস্তুত: তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময় ।

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③

৪। হে মানব মগুলা! তোমাদের উপর আল্লাহর যে নেয়ামত নাযেল হইয়াছে উহাকে তোমরা স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যক্তিরেকে কি অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা আছে যে তোমাদিগকে আকাশ ও যমীন হইতে রিস্ক দেয়? তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তথাপি তোমাদিগকে কোথায় বিভ্রান্ত করিয়া দইয়া যাওয়া হইতেছে?

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَاذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ ④

৫। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল; বস্তুত: সকল বিষয় (ফয়সালার জন্য) আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তিত হইবে।

وَإِنْ يَكْفُرْ بِكَ فَكُفِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑤

৬। হে মানব মগুলা! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য, অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে ধোকা না দেয় এবং কোন প্রতারক যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্ সযক্কে প্রতারণা না করে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمْ الْأَمْوَالُ الدُّنْيَا وَلَا تَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ⑥

৭। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তোমরা তাহাকে শত্রু বলিয়াই জানিও। সে নিজের দল-বলকে গুণ্ এই জনাই ডাকে যেন তাহারা দোষধ্বাসী হয়।

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑦



৮। যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য কঠোর আযাব নির্ধারিত আছে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার অবধারিত আছে।

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
يَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

৯। অতএব যে ব্যক্তির জন্য তাহার কুকর্মকে সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং সে উহাকে উত্তম বলিয়া মনে করিয়াছে সে কি (কখনও হেদায়াত পাইতে পারে)? নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বিপ্রান্ত হইতে দেন, এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন; সুতরাং তাহাদের জন্য আক্ষুপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন বিনষ্ট হইয়া না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সম্যক জানেন যাহা তাহারা করিতেছে।

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ  
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ  
نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

১০। এবং আল্লাহ্ তিনি, যিনি বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন, যাহা মেঘমানাকে বহন করে; অতঃপর আমরা উহাকে কোন মৃতদেশের দিকে হাফাইয়া লইয়া যাই, অতঃপর আমরা উহার দ্বারা যমীনের উহার মৃত্যুর পর সজীবিত করিয়া তুলি। অনুরাপভাবেই পুনরুত্থান ঘটিবে।

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُحْمَىٰ أَيُّهَا مَطْفُتَةٌ إِلَىٰ  
بَلَدٍ مَّيْمَنٍ فَأَتِمَمَتْنَا فِيهَا أَرْضًا يُغْفَىٰ بِهَا  
الشُّرُورُ ۝

১১। যে কেহ সন্মান চাহে সে যেন সম্মরণ রাখে যে, সব সন্মান আল্লাহর জন্য। পবিত্র বাকাসমূহ তাহারই দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম উহাকে উন্নীত ও সন্মানিত করে; এবং যাহারা কুকর্মসমূহের জন্য মড়মত্ত করিতেছে— তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে, এবং তাহাদের মড়মত্ত ব্যর্থ হইবেই।

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْغَزَا فَلَهِ غِزَاهُ جُنَيْدًا إِلَىٰ  
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ  
وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السُّيُوفَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  
وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبْوَؤُ ۝

১২। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর ৩৩-বর্ষ হইতে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জোড়া জোড়া করিয়াছেন। এবং তাহার জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। এইরূপে কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু দীর্ঘও করা হয় না এবং তাহার আয়ু কমও করা হয় না কিন্তু সবই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ  
أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ  
وَمَا يُعْتَمِرُ مِنْ مَّعْتَمِرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا  
فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

নিশ্চয় ইহা আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ।

১৩। এবং এমন দুই সমুদ্র কখনও সমান হইতে পারে না, একটির পানি স্মিঠ-স্বাদু এবং সুপেয় এবং অপরটির পানি লবণাক্ত এবং বাঁঝাল। এবং (ইহা সত্ত্বেও) তোমরা প্রত্যেক সমুদ্র হইতে তাজা মাংস আহার কর এবং অলংকার বাহির কর যাহা তোমরা পরিধান কর। তুমি উহাতে তরঙ্গসমূহ বিদীর্ণ করিয়া নৌযানগুলিকে যাইতে দেখ, যেন তোমরা তাহার

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَابٌ مُؤْتَمَرٌ لِمَا  
شَرَّابُهُ وَهَذَا صِلحٌ آجَالٍ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ  
لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَيْلَهُ تَلْبَسُونَهَا وَ  
تَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ قَضِيهِ وَ

অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং যেন (তোমরা তাঁহার প্রতি) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর ।

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٠﴾

১৪ । তিনি রাষ্ট্রিকে দিবসে প্রবিশ্ট করান এবং দিবসকে রাষ্ট্রিতে প্রবিশ্ট করান । এবং তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে (সব সৃষ্টির) সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন; (উহাদের মধ্যে) প্রত্যেকই নির্দিষ্ট মিম্বাদ অনুযায়ী ধাবমান আছে । এই আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক, তাঁহারই জন্য আধিপত্য; এবং তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাক তাহারা স্বর্জুর আঁটির মধাকার খিল্লিরও মালিক নহে ।

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ  
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ  
مُّسَمًّى ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ  
مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿٢١﴾

১৫ । যদি তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহা হইলে তাহারা কখনও তোমাদের ডাক শুনিবে না, আর শুনিলেও তাহারা তোমাদের উপকারের জন্য উহা কবুল করিতে পারিবে না । এবং কিয়ামতের দিন তাহারা তোমাদের (তাহাদিগকে আল্লাহর সঙ্গে) শরীক করাকে অস্বীকার করিবে । বস্তুতঃ তোমাকে সর্বজ্ঞাতা সত্তার নাম্য সঠিক সংবাদ কেহ দিতে পারিবে না ।

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْعَوْا دُعَاءَكُمُ وَلَا يَسْعَوُا  
مَعَكُمْ إِن يَأْتُواكُم بِنُحُومٍ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ  
وَلَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُهُمْ وَلَا يَغْنِي  
عَنكَ كَثْرَتُهُمْ وَلَا يَكْفُرُونَ ﴿٢٢﴾

১৬ । হে মানব মণ্ডলী ! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী; বস্তুতঃ আল্লাহ্ তিনি, যিনি প্রভুত সম্পদশালী, পরম প্রশংসিত ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ  
الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٣﴾

১৭ । তিনি চাহিলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন এবং (তোমাদের স্থলে) নতুন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন ।

إِن يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٢٤﴾

১৮ । এবং ইহা আল্লাহর পক্ষে মোটেই কঠিন নহে ।

وَمَا ذَلِك عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٥﴾

১৯ । এবং কোন ভার বহনকারী অন্য কাহারও ভার বহন করিতে পারিবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত তাহার ভার বহনের জন্য অন্য কাহাকেও ডাকিলে তাহার ভার হইতে সামান্য পরিমাণ ভারও বহন করা হইবে না, যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হউক না কেন । তুমি কেবল ঐ সকল লোককেই সতর্ক করিতে পার যাহারা অদৃশ্যেও নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামাম কায়ম করে । এবং যে ব্যক্তি পবিত্র হয় সে নিজেই আত্মার কল্যাণের জন্য পবিত্র হয়, এবং আল্লাহরই নিকট মকনের প্রত্যাবর্তন হইবে ।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ  
إِلَىٰ جُنُبِهِمْ لَا يَقْضُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا كَانُوا قَافِلِينَ  
إِشْرَاقًا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ  
وَأَكَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ  
وَاللَّهُ السَّمِيعُ ﴿٢٦﴾

২০ । বস্তুতঃ সমান হইতে পারে না অল্প এবং চক্ষুমান,

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿٢٧﴾

২১। এবং না অন্ধকার ও না আলো

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢١﴾

২২। এবং না ছায়া এবং না রৌদ্র

وَلَا الظُّلُّ وَلَا النُّورُ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং সমান হইতে পারে না জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন প্রবণ করান; কিন্তু যাহারা কবরে আছে তুমি তাহাদিগকে গুনাইতে পারিবে না।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٣﴾

২৪। তুমি কেবল একজন সতর্ককারী।

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

২৫। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সতাসহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; এবং এমন কোন জাতি নাই যাহার নিকট সতর্ককারী আগমন করে নাই।

إِنَّا أَرْسَلْنَا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে (সমরগ রাখিও) নিশ্চয় তাহাদের পর্বততীরাও (রসূনগগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহাদের নিকট তাহাদের রসূনগগ সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ এবং ঐশী প্রহসমূহ এবং জ্যোতির্ময় কিতাবসহ আগমন করিয়াছিল।

وَإِنْ يَكْفُرْ بِكَ فَكُذِّبَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٦﴾

২৭। অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলাম যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল; অতএব (এখন তাহারা দেখিয়া লউক) আমাকে অস্বীকার করার ফল কিরূপ হইয়া থাকে!

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٧﴾

২৮। তুমি কি দেখে নাই যে, আল্লাহ্ মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহার দ্বারা আমরা বিচিত্র বর্ণের ফল উৎপাদন করি, এবং পর্বতসমূহের মধ্যে কতক পাহাড় আছে যাহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, কোনটি গুদ্র, কোনটি লোহিত, আবার কোনটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের।

اللَّهُ تَرَانِ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ شَرَابًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَايِبٌ سَوْدٌ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং অনুরূপভাবে মানুষ, জীবজন্তু এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও এমন আছে যাহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্কে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে কেবল জানীগণই ভয় করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

وَمِنَ النَّاسِ وَالذِّئَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٩﴾

৩০। নিশ্চয় যাহারা আলাহ্‌র কিতাব পাঠ করে এবং নামায কায়ম করে, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা হইতে সোপানে ও প্রকাশে স্বরচ করে, তাহারা এমন এক বাণিজ্যের আশা রাখে যাহা কখনও বিফল হইবে না,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً  
لَّتَبُورَ ۙ

৩১। যেন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের (আমনের) পূর্ণ প্রতিদান দেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে আরও অধিক দান করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমশীল, পরম গুণগ্রাহী।

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ  
عَفُورٌ شَكُورٌ ۙ

৩২। এবং আমরা তোমার নিকট এই কিতাব হইতে যাহা ওহী করিয়াছি উহা নিশ্চিত সত্য এবং উহার পূর্বকার কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আলাহ্‌ নিজ বান্দাসপ সয়ক্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন এবং তাহাদের অবস্থা দেখিতেছেন।

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا  
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۙ

৩৩। অতঃপর আমরা (সদা) ঐ সকল লোককে এই কিতাবের উত্তরাধিকারী করিয়াছি যাহাদিগকে আমরা আমাদের বান্দাগণের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি। অতএব তাহাদের মধ্য হইতে কেহ নিজ আস্থার প্রতি যুলুমকারী, এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ মধ্যপন্থী এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ আলাহ্‌র আদেশে পূনা কর্মে (অনদের মোকাবেলায়) অগ্রগামী। ইহাই হইতেছে (আলাহ্‌র) মহা অনুগ্রহ।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا  
فِيهِمْ ظَالِمٌ لِّلنَّفْسِ ۖ وَفِيهِمْ مَّقْتُولٌ ۖ وَفِيهِمْ  
سَائِقٌ ۖ وَالْخَبِيرُ يَأْذِنُ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ  
الْكَبِيرُ ۙ

৩৪। (তাহাদের বিনিময়) চিরস্থায়ী জামাতসমূহ হইবে, যাহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে, তখন তাহাদিগকে স্বর্ণ-নির্মিত কংকণ এবং মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে এবং সেখানে তাহাদের পোষাক হইবে রেশমের।

جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْعُوْنَهَا يُخَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ  
مِّن ذَهَبٍ وَتُلُوتًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۙ

৩৫। এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রশংসা আলাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদের সকল চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক অতীব ক্ষমশীল, পরম গুণগ্রাহী,

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ  
رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ۙ

৩৬। যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে এমন স্থায়ী আবাসগৃহে স্থান দান করিয়াছেন যেখানে আমাদেরকে কোন দুঃখও স্পর্শ করে না এবং যেখানে কোন ক্লান্তিও আমাদেরকে স্পর্শ করে না।

إِلَّيَّهِ أَهْلَكْنَا وَارْتَمَيْنَا مِن فَضْلِهِ ۖ لَآ يَسْتَأْذِنُ  
فِيهَا نَسَبٌ ۖ وَلَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا الْقَوْمُ ۙ

৩৭। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের আগুন। তাহাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করা হইবে না যাহার ফলে তাহারা মরিয়্য শেখ হইতে পারে, এবং তাহাদের জন্য উহার আঘাবও লাঘব করা হইবে না। এইভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়া থাকি।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْفَضُ عَنْهُمْ  
فَيْمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ  
نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ۙ

৩৮। এবং তাহার উহাতে চিৎকার করিবে এবং বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের (এই জাহান্নাম হইতে) বাহির কর, আমরা সৎকর্ম করিব উহার পরিবর্তে যাহা আমরা প্রথম জীবনে করিতাম।' (আল্লাহ্ বলিবেন) 'আমরা কি তোমাদিগকে এমন আয়ু দিই নাই, যাহাতে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত ? অথচ তোমাদের নিকট সতর্ককারীও আসিয়াছিল। অতএব (এখন) তোমরা ইহা ভোগ কর, কারণ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী হয় না।'

৩৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে অবগত আছেন; নিশ্চয় তিনি অন্তর্নিহিত কথা শ্বব ভালভাবে জানেন।

৪০। তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থানাভিষিক্ত করিয়াছেন, অতএব যে কুফরী করিবে তাহার কুফরীর শাস্তি তাহারই উপর বর্তিবে। বস্তুতঃ কাফেরদিগকে তাহাদের কুফরী তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে কেবল অসন্তোষেই বাড়াইতেছে, এবং কাফেরগণের কুফরী শুধু তাহাদের ক্ষতিকেই বৃদ্ধি করিতেছে।

৪১। তুমি বল, 'তোমরা কি তোমাদের (কল্পিত) শরীকগণকে দেখিয়াছ যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্ বাতীত ডাক ? তোমরা আমাকে দেখাও যে, তাহারা ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ সৃষ্টি করিয়াছে অথবা আকাশসমূহে তাহাদের কোন অংশ আছে ? অথবা আমরা কি তাহাদিগকে এমন কোন কিতাব দিয়াছি যে, তাহারা উহাতে বর্ণিত স্পষ্ট প্রমাণসমূহের উপর কায়ম আছে ?' বরং যালেমগণ একে অপরের সংগে শুধু প্রবঞ্চনামূলক প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।

৪২। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে রক্ষিয়া রাখিয়াছেন যেন উভয়ে স্থানচ্যুত না হইয়া পড়ে। এবং যদি উহারা স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে তাহা হইলে তিনি ছাড়া কেহই উহাদিগকে রক্ষিয়া রাখিতে পারিবে না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, অতীব ক্ষমাশীল।

৪৩। এবং তাহারা আল্লাহ্ নামে শক্ত কসম খাইয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন সতর্ককারী (নবী) আগমন করে তাহা হইলে তাহারা সকল জাতির মধ্যে প্রত্যেকটি অপেক্ষা অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যখন তাহাদের নিকট সতর্ককারী আগমন করিল, তখন তাহার আগমন কেবল তাহাদের ঘৃণাকেই বাড়াইয়া দিল,

وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا: رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا  
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ  
فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا  
لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَوَاصِرٍ ﴿٣٨﴾

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ  
بِدَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٩﴾

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ  
فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ  
رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا  
خَسَارًا ﴿٤٠﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ أَرَأَيْتُمْ مَا دَخَلُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ  
فِي السَّمَوَاتِ أَمْ أَلْبَنَاهُمْ كُتُبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِنْهُ  
بَلْ إِنْ يَتَّبِعُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤١﴾

إِنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُكَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَنْ تَرُودَاهُ وَ  
لَنْ تَأْتِيَا إِنْ أَسْكَمْتَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّهُ  
كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٢﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ  
لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِضْيَاءِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ  
نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٣﴾

৪৪। কারণ তাহারা পৃথিবীতে অনেক বড় হইতে চাহিয়াছিল এবং হীন ষড়যন্ত্র করিতে চাহিয়াছিল বস্তুতঃ হীন ষড়যন্ত্র কেবল ষড়যন্ত্রকারীদিগকেই ধ্বংস করিয়া থাকে। অতএব তাহারা কি শুধু পূর্ববতীদের রীতির (অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তির জন্য) অপেক্ষা করিতেছে না? অতএব তুমি আল্লাহর নিয়মে আদৌ কোন পরিবর্তন পাইবে না; এবং আল্লাহর নিয়মকে কখনও উলিতে দেখিবে না।

৪৫। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই (যদি করিত), তাহা হইলে তাহারা দেখিত যে, তাহাদের পূর্ববতীদের কি পরিণাম ঘটিয়াছিল? অথচ তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। এবং আল্লাহ এমন নহেন যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে কোন বস্তু তাহাকে বিফল করিতে পারে; নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

৪৬। এবং যদি আল্লাহ মানুষকে তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য (তৎক্ষণাৎ) ধরিতেন তাহা হইলে তিনি ধরাপুষ্ঠে কোন প্রাণীকে ছাড়িতেন না; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতএব যখন তাহাদের নির্দিষ্ট মিয়াদ ফুরাইয়া আসে, তখন সাবাস্ত হইয়া যায় যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহার বান্দাগণকে ডানভাবে দেখিতেছিলেন।

إِسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّوْءِ وَلَا يَحِيقُ  
الْمَكْرُ السَّوْءِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ  
الْأَوَّلِينَ فَلَنْ يَحْدِلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَبْدِيلًا وَلَنْ يَحْدِلَ  
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَخْوِيلًا ﴿٤٤﴾

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا  
كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي  
الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٥﴾

وَلَوْ يَؤُودُ أَخِذُ اللَّهِ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى  
ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخَّرُهُمْ إِلَىٰ آجَلٍ  
مُسْتَقَرٍّ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ قَانَ اللَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ  
بَصِيرًا ﴿٤٦﴾



### ৩৬-সূরা ইয়াসীন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৪ আয়াত এবং ৫ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- ২। ইয়াসীন,  
 يَسِّ ②
- ৩। হিকমত পূর্ণ কুরআনের শপথ,  
 وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ③
- ৪। নিশ্চয় তুমি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত,  
 إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ④
- ৫। সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত ।  
 عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑤
- ৬। (এই কুরআন) মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের নিকট হইতে অবতারণিত,  
 تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ⑥
- ৭। যেন তুমি সেই জাতিকে সতর্ক কর, যাহাদের পিতৃপুরুষগণকে সতর্ক করা হয় নাই যাহার ফলে তাহারা গাফেল ।  
 لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ⑦
- ৮। তাহাদের অধিকাংশের সম্বন্ধে (আমাদের) বাক্য অবশ্যই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতএব তাহারা ঈমান আনিতেছে না ।  
 لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ آلِهِمْ فَهُمْ لَا يَؤْمِنُونَ ⑧
- ৯। নিশ্চয় আমরা তাহাদের গনায় বেড়ি পরাইয়া দিয়াছি যাহা তাহাদের চিবুক পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা (কষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য) মাথা উচু করিয়া আছে ।  
 إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا لِّيَبُؤُوا إِلَىٰ الْآذَانِ فُهِم مَقْصُوحُونَ ⑨
- ১০। এবং আমরা তাহাদের সম্মুখেও এক প্রতিবন্ধক এবং পশ্চাতেও এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদিগকে ঢাকিয়া দিয়াছি; সূত্রাং তাহারা দেখিতে পারে না ।  
 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ⑩
- ১১। এবং তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর তাহাদের জন্য উভয় সমান, তাহারা ঈমান আনিবে না ।  
 وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑪
- ১২। তুমি শুধু সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করিতে পার যে উপদেশের অনুসরণ করে, এবং অদৃশ্যও রহমান আল্লাহকে  
 إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ ⑫

ভয় করিয়া চলে । অতএব তুমি তাহাকে ক্ষমা এবং সন্দানজনক পুরস্কারের শুভ সংবাদ দাও ।

قَبِيرُهُمْ سَعْفَرًا وَأَجْرًا كَرِيمًا ﴿٥٧﴾

১৩ । নিশ্চয় আমরাই মৃতকে জীবিত করি এবং তাহারা যাহা কিছু (জীবিত জীবনের জন্য) অগ্রে প্রেরণ করে এবং যাহা কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যায় সকলই আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুকেই আমরা সুস্পষ্ট কিতাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছি ।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ  
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٥٨﴾

১৩  
১৮

১৪ । এবং তুমি তাহাদের নিকট এক জনগদের অধিবাসীদের উপমা বর্ণনা কর, যখন তাহাদের নিকট রসূলগণ আসিয়াছিল ।

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا  
الرُّسُلُونَ ﴿٥٩﴾

১৫ । যখন আমরা তাহাদের নিকট (প্রথমে) দুইজন (রসূল কে) পাঠাইয়াছিলাম তখন তাহারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন আমরা তৃতীয় একজন (রসূল) দ্বারা (তাহাদিগকে) শক্তিশালী করিলাম, এবং তাহারা বলিল, ‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি ।’

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ  
فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿٦٠﴾

১৬ । তাহারা উভয়ের বলিল, ‘তোমরা আমাদের মত মানুষ বই কিছুই নহ, এবং রহমান আল্লাহ কিছুই নামেন করেন নাই, তোমরা শুধু শুধু মিথ্যা বলিতেছ ।’

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ  
مِنْ سَمَاءٍ إِلَّا نَجْمٌ مُّذَبِّبُونَ ﴿٦١﴾

১৭ । তাহারা বলিল, ‘আমাদের প্রতিপালক জ্ঞানেন যে, আমরা নিশ্চয় তোমাদের নিকট রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি;

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَهُكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿٦٢﴾

১৮ । বস্তুতঃ আমাদের উপর দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে (পয়গাম) পৌছাইয়া দেওয়া ।’

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٦٣﴾

১৯ । তাহারা বলিল, নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে (আগমন) অশুভ মনে করি, তোমরা যদি তোমাদের কার্যকলাপ হইতে বিরত না হও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরঘাতে হত্যা করিব, এবং নিশ্চয় আমাদের তরফ হইতে তোমাদিগকে যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করিবে ।’

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْهَوْا لَنَرَجِمَنَّكُمْ  
وَنَحْنُ لَنَسْتَكْفُرُ بِمَا عَدَّابُ إِلَيْهِ ﴿٦٤﴾

২০ । তাহারা বলিল, ‘তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদেরই সঙ্গে আছে । (তোমরা) কি ইহা এইজন্য (বলিতেছ) যে, তোমাদিগকে সৎ উপদেশ দেওয়া হইতেছে ? বরং (সত্য কথা এই যে) তোমরা সীমানংঘনকারী জাতি ।’

قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ لَئِن دُررْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
مُفْرِقُونَ ﴿٦٥﴾



২১। এবং শহরের দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিল, সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর ।

وَجَاءَ مِنَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

২২। অনুসরণ কর তাহাদের, যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে না এবং তাহারা হেদায়াত প্রাপ্ত;

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং আমার কি হইয়াছে যে আমি তাঁহার ইবাদত করিব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে ?

وَمَا لِي لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي تُرْجَعُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। আমি কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য মা'ব্দ গ্রহণ করিব ? যদি রহমান আল্লাহ আমাকে কোন ক্ষতি পৌছাইতে চাহেন তাহা হইলে তাহাদের সূপারিশ আমার কোন উপকারে আসিবে না, এবং তাহারা আমাকে বাঁচাইতেও পারিবে না;

أَتَأْتِدُونَ مِنَ اللَّهِ آيَةً أَن نُّنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَنزَّلُ بِهِ حُلُوفًا يُحْتَمِي بِهَا مِنَ الْغَمِّ وَنُحِيطَ بِالشَّجَرِ بِالْحُلُوفِ إِنَّا كَنُزُولِ الْغَمِّ أَكْبَرُ ﴿٢٤﴾

২৫। এইরূপ করিলে আমি অবশ্যই প্রকাশ্যে ড্রাঙ্কিতে পড়িব,

إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٥﴾

২৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, অতএব তোমরা আমার কথা শুন ।

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿٢٦﴾

২৭। তাহাকে বলা হইল, 'তুমি জামাতে প্রবেশ কর ।' সে বলিল, 'হায় ! আমার জাতি যদি (আমার পরিণাম) জানিতে পারিত —

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। যে কিরাপে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ।

بِمَا عَفَى لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং আমরা তাহার পর তাহার জাতির বিরুদ্ধে আকাশ হইতে কোন সৈন্যদল নাযেল করি নাই এবং না আমরা কখনও এইরূপ নাযেল করি ।

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾

৩০। উহা কেবল এক বিকট শব্দকারী আযাব ছিল, তখন দেখ ! সহসা তোমাদের জীবন প্রদীপ নিভিয়া গেল ।

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خِيدُونَ ﴿٣٠﴾

৩১। পরিতাপ ! বান্দগণের জনা, তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই, যাহার প্রতি তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই ।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَدْ أُتِيَ بِنُوحٍ وَعِيسَى وَمُوسَى وَهَارُونَ وَآخَرِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَمْ يَأْتِكُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ جَاهِلُونَ ﴿٣١﴾

৩২। তাহারা কি দেখে নাই তাহাদের পূর্বে আমরা কত জনগোষ্ঠিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তাহারা কখনও তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসে না ?

أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ  
الْيَوْمَ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٢﴾

১০

৩৩। এবং তাহাদের সকলকেই একত্রিত করিয়া নিশ্চয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে।

﴿٣٣﴾ وَإِن كُلُّ لَنَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْتَصِرُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং মৃত স্বমীনও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন, আমরা উহাকে সজীবিত করি এবং উহা হইতে শস্য উৎপন্ন করি, অতঃপর তাহারা উহা হইতে আহার করে।

وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ ۚ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا  
مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং আমরা উহাতে শূর্ভুর এবং আঙ্গুরের বাগানসমূহও উৎপাদন করিয়াছি এবং উহাদের মধ্যে আমরা বরপাসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি,

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن تَجْوِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرًا  
فِيهَا مِّن الْعُيُونِ ﴿٣٥﴾

৩৬। যেন তাহারা উহার ফল আহার করে, অথচ তাহাদের হস্ত উহা উৎপাদন করে নাই, তবুও কি তাহারা শোকরভয়ারী করিবে না ?

يَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا  
يَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। পবিত্র তিনি, যিনি সকল বস্তুকে, যাহা স্বমীন উৎপাদন করে এবং স্বয়ং তাহাদিগকে এবং উহাদিগকেও যাহা তাহারা জানে না; জোড়া জোড়া, করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْمِتُ  
الْأَرْضُ وَمِن أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং রাত্রিও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন, যাহার মধ্য হইতে আমরা দিনকে পৃথক করিয়া লই, ফলে তাহারা অকস্মাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

وَأَيُّ لَّهُمُ الْبَيْتُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ  
مُظْلِمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং সূর্য উহার গন্তব্য স্থানের দিকে দ্রুত বেগে ধাবমান রহিয়াছে, ইহা মহা পরাক্রমশালী সর্বত্র আল্লাহ্র নির্ধারিত নিয়ম।

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ  
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং চন্দ্রের জন্য আমরা বিভিন্ন মণ্ডল নির্ধারিত করিয়াছি, এমন কি (মণ্ডলগুলি অতিক্রম করিতে করিতে) উহা শূর্ভুর বৃক্ষের পুরাতন গুহ শাখার ন্যায় প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ  
الْقَدِيمِ ﴿٤٠﴾

৪১। সূর্যের ক্ষমতা নাই যে উহা চন্দ্রকে ধরে এবং রাত্রিরও ক্ষমতা নাই যে উহা দিবসকে অতিক্রম করে। এবং উহাদের প্রত্যেকেই আকাশে নিজ নিজ কক্ষপথে অবাধে সত্তরণ করিয়া চলিয়াছে।

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا  
الْبَيْتُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤١﴾

৪২। এবং তাহাদের জন্য ইহাও এক নিদর্শন যে, আমরা তাহাদের বংশধরগণকে বোঝাই করা নৌযানে বহন করিয়া থাকি।

وَايَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَالِكِ الْقَتُونَ

৪৩। এবং আমরা নিশ্চয় উহার সদৃশ আরও (যানবাহন) সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা আরোহণ করিবে।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ فِئْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

৪৪। এবং যদি আমরা চাহি তাহা হইলে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারি, তখন তাহাদের জন্য কেহ ফরিয়াদ প্রবণকারী থাকিবে না এবং তাহাদিগকে উদ্ধারও করা হইবে না,

وَأِن نَّشَاءُ نَفْرُقُهُمْ فَلَا يَصْرِيخُ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ

৪৫। কেবল আমাদের পক্ষ হইতে রহমত বাতীত, এবং উহা কেবল এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পার্থিব সুখ-সন্তোষস্বরূপ।

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

৪৬। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা কিছু তোমাদের সম্মুখে আছে উহা হইতে এবং যাহা কিছু তোমাদের পশ্চাতে আছে উহা হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর যেন তোমাদের উপর রহম করা হয় (তখন তাহারা মুখ ফিরাইয়া নয়)।'

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

৪৭। এবং যখনই তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী হইতে কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট আসে তখনই তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নয়।

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

৪৮। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহা হইতে শরচ কর,' তখন কাকেরগণ মো'মেনগণকে বলে, 'আমরা কি এমন ব্যক্তিকে খাওয়াইব যাহাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিজে খাওয়াইতে পারেন? তোমরা একেবারে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ।'

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِن لَّنَّا لَنُؤْتِيهِمْ مِنْ لَدُنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ اطَّعِمَهُ إِنَّا لَنَنظُرُهُمْ مِنْ لَدُنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَطَّعِمَهُ

৪৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে?'

وَيَقُولُونَ كَيْفَ هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

৫০। তাহারা কেবল এক বিকট শব্দকারী আযাবের অপেক্ষা করিতেছে যাহা তাহাদিগকে আসিয়া ধরিবে এমন অবস্থায় যে তাহারা বিতর্কই করিতে থাকিবে।

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ

৫১। সেই সময় তাহারা একে অপরকে ওসীয়াতও করিতে পারিবে না এবং নিজেদের পরিবারবর্গের নিকটও ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।

فَلَا يَسْتَجِيبُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

৫২। এবং যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন অকস্মাৎ তাহার কবর হইতে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটিয়া আসিবে।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। তাহারা (একে অপরকে) বলিবে, 'হায় আমাদের সর্বনাশ! কে আমাদের নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল? ইহা তো উহাই যাহার প্রতিশ্রুতি রহমান আল্লাহ্ দিয়াছিলেন এবং রসূলগণও সত্য বলিয়াছিলেন।'

قَالُوا لَوْلَا بُولِينَا مِنَ مَنَّا وَمَنْ مَّزَّقَنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الرَّسُولُ ﴿٥٣﴾

৫৪। ইহা হইবে কেবল একটি প্রচণ্ড আর্তনাদ, তখন সহসা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধাবির করা হইবে।

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং সেদিন কোন আশ্বাস প্রতি বিন্দুমাত্র যলুম করা হইবে না, এবং তোমাদিগকে কেবল তোমাদের কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

فَالْيَوْمَ لَا تَصْلَحُ سَيِّئًا وَلَا تَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। সেদিন নিশ্চয় জালাতবাসীগণ (নিজেদের অবস্থা দেখিয়া) আনন্দে উৎফুল্ল হইবে;

إِن أَخْطَبَ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاذْكُرُونَا ﴿٥٦﴾

৫৭। তাহারাও এবং তাহাদের স্ত্রীগণও (রহমতের) ছায়াতলে পালংকের উপর হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে।

هُمُورًا وَزَوْجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَكِنُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। তখন তাহাদের জন্য নানা ফল-মূল থাকিবে আর থাকিবে তাহাদের কাংশিত সকল বস্তু।

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। 'শান্তি'— ইহাই হইবে তাহাদের পরম দয়াময় প্রতিপালকের নিকট হইতে সাদর-সন্তোষণ।

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং (আল্লাহ্ ইহাও বলিবেন) 'হে অপরাধীগণ! আজ তোমরা (মো'মেনগণ হইতে) পৃথক হইয়া যাও।'

وَأَمَّا زُورًا أَلَيْسَ الْيَوْمَ آيَاتُ النَّازِعِينَ ﴿٦٠﴾

৬১। হে আদমের সন্তানগণ! আমি কি তোমাদিগকে এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিই নাই যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করিবে না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু—

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَئِ أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦١﴾

৬২। এবং তোমরা শুধু আমার ইবাদত করিবে, ইহাই হইল সরল-সুদৃঢ় পথ।

وَإِنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং সে অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে অনেক দলকে বিপথগামী করিয়াছে, তথাপি তোমরা কি বৃথিতে পার নাই?

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হইয়াছিল।'

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝

৬৫। আজ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর, যেহেতু তোমরা অস্বীকার করিতে।'

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

৬৬। সেদিন আমরা তাহাদের মুখের উপর মোহর মারিয়া দিব, এবং তাহাদের হাত আমাদের সঙ্গে কথা বলিবে, এবং তাহাদের পাঙালি তাহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ  
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

৬৭। এবং আমরা চাহিলে তাহাদের চক্ষুওনি বিন্ধু করিয়া দিতে পারি, তখন তাহারা পথ অনুসন্ধানে দ্রুত বেগে দৌড়াইবে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় তাহারা কিভাবে দেখিতে পারিবে ?

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ  
فَأَنَّىٰ يَصِيرُونَ ۝

৬৮। এবং আমরা চাহিলে তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থান স্থলেই এমন নাজেহাল করিয়া দিতে পারি, যাহার ফলে তাহারা সম্মুখেও যাইতে পারিবে না এবং পশ্চাতেও ফিরিতে পারিবে না।

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتِبِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوا  
مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝

৬৯। এবং আমরা যাহাকে দীর্ঘায়ু দান করি— তাহাকে শারীরিক গঠনে ক্ষয়প্রাপ্ত ও দুর্বল করিতে থাকি। তবুও কি তাহারা বুঝে না ?

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝

৭০। এবং আমরা তাহাকে না কোন কবিতা রচনা করার শিক্ষা দিয়াছি, না ইহা তাহার পক্ষে সংগত; ইহা তা কেবল এক উপদেশ-বানী এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআন (পুনঃ পুনঃ পঠনীয় কিতাব),

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا  
ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ۝

৭১। যেন ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দেয় যে জীবিত এবং যেন কাকেরদের সম্বন্ধে (আলাহুর) ফয়সানা পূর্ণ হয়।

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَجِزَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

৭২। তাহারা কি দেখে না যে, আমাদের হস্ত যাহা সৃষ্টি করিয়াছে উহাদের মধ্যে আমরা তাহাদের জন্য চতুষ্পদ ভ্রু সৃষ্টি করিয়াছি যাহার তাহারা এখন মানিক হইয়াছে ?

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا صِلَاتًا  
أَنعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۝

৭৩। এবং আমরা চতুষ্পদ ভ্রুগুলিকে তাহাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছি, উহাদের মধ্যে কতকগুলি তাহাদের যানবাহনস্বরূপ এবং কতকগুলিকে তাহারা গুরুণ করে।

وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝

৭৪। এবং তাহাদের জন্য উহাতে নানাবিধ উপকার এবং পানীয় আছে। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না ?

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝

৭৫। এবং তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য মা'বুদ গ্রহণ করিয়াছে এই বলিয়া যে, হয় তো কোন সময় (তাহাদের দ্বারা) তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে।

وَأَمَّا دُونَ ذَلِكَ اللَّهُ إِلَهُهُ لَعَلَّهُمْ يَتَصَدَّقُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তাহারা তাহাদের কোন সাহায্য করিতে পারে না। পক্ষান্তরে তাহাদিগকে (তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে) তাহাদের বিরুদ্ধে (সাক্ষ্য বহনকারী) সৈন্যদলরূপে হাযির করা হইবে।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْتَضَرُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। অতএব তাহাদের কথাবার্তা যেন তোমাকে মনোকষ্ট না দেয়। নিশ্চয় আমরা জানি উহাও যাহা তাহারা গোপন করে এবং উহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করে।

فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮। মানুষ কি চিন্তা করিয়া দেখে না যে, নিশ্চয় আমরা তাহাকে (এক নগণ্য) গুত্র-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছি? অতঃপর সে অকস্মাৎ বিতণ্ডাকারী হইয়া দাঁড়ায়।

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانَ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং সে আমাদের সম্বন্ধে সাদৃশ্য বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত ভুলিয়া যায়। এবং বলিতে থাকে, 'অস্থিপুঞ্জ কে জীবন সঞ্চার করিতে পারে যখন ঐগুলি পচিয়া গলিয়া যায়?'

وَصَرَبَ لَنَا مِثْلًا وَرَجَى خَلْقَهُ قَالٍ مَنْ يُّبْنِي الْوِطَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٩﴾

৮০। তুমি বল, 'ঐগুলিতে তিনি জীবন সঞ্চার করিবেন যিনি ঐগুলিকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন; বস্তুতঃ তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী,

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٨٠﴾

৮১। যিনি তোমাদের জন্য সব্জ বৃক্ষ হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর সহসা তোমরা উহা হইতে অগ্নি প্রস্থলিত কর।

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْشَرْتُمْهُ تُوْقِدُونَ ﴿٨١﴾

৮২। যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন?' হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি মহা সৃষ্টিকর্তা, সর্বজ্ঞানী।

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ بَعْدَ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٢﴾

৮৩। তাঁহার কার্যধারা তো' এইরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু সম্বন্ধে ইচ্ছা করেন তখন তিনি উহাকে শুধু বলেন, 'হও', তখন উহা হইয়া যায়।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٣﴾

৮৪। অতএব পবিত্র তিনি, যাঁহার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের আধিপত্য। এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٤﴾

سُورَةُ الضُّحَىٰ مَكِّيَّةٌ ﴿١٢﴾

৩৭-সূরা আস্ সাফ্ফাত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ১৮৩ আয়াত এবং ৫ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। কসম তাহাদের যাহারা (শত্রুর মুকাবেলায়) দৃঢ়ভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান,

وَالضُّحَىٰ ﴿٢﴾

৩। এবং যাহারা (দৃষ্ণতকারীগণের) কঠোরভাবে তিরস্কারকারী,

فَالزُّجُرِثِ ﴿٣﴾

৪। এবং যাহারা উপদেশ-বাণীর (কুরআনের) আনুভিকারী,

فَالثَّالِثِثِ ﴿٤﴾

৫। নিশ্চয় তোমাদের মা'বুদ এক-ই,

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٥﴾

৬। তিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের অন্তর্গত সব কিছুর প্রতিপালক এবং কিরণোদয়স্থলসমূহেরও প্রতিপালক ।

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَرْبُّ  
النَّارِ ﴿٦﴾

৭। নিশ্চয় আমরা নিকটবর্তী আকাশকে গ্রহ-নক্ষত্র রাজির সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়াছি ।

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْوَكَايِبِ ﴿٧﴾

৮। এবং (আমরা) উহাকে প্রত্যেক বিপ্রোহী শয়তান হইতে সুরক্ষিত করিয়াছি ।

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٨﴾

৯। তাহারা (ফিরিশতাগণের) উৎখাতমত মজলিসের কথা শুনিতে পায় না, এবং তাহাদের প্রতি প্রত্যেক দিক হইতে (প্রস্তর) নিক্ষেপ করা হয়,

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْاَعْلَىٰ وَيُقَدُّونَ مِنْ  
كُلِّ جَانِبٍ ﴿٩﴾

১০। বিতাড়িত করার জন্য, এবং তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী আযাব আছে—

دُحْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿١٠﴾

১১। কিন্তু (তাহাদের মধ্যে) যে কেহ গোপনে কিছু ছৌ মারিয়া নইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহার পিছনে এক জ্বলন্ত উচ্চা ধাবমান হয় ।

إِلَّا مَنِ خُطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَائِبٌ ﴿١١﴾

১২ । অতএব তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাদিগকে সৃষ্টি করা বেশী কতিন অথবা (তাহাদের ছাড়া বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি) যাহা আমরা সৃষ্টি করিয়াছি, বেশী কতিন ? নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আঁতালো কদম হইতে সৃষ্টি করিয়াছি ।

فَأَسْتَفْتِيهِمْ أَهْمَ أَسَدُ عَلَقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا  
خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴿١٢﴾

১৩ । বরং প্রকৃত কথা এই যে তুমি (তাহাদের কথায়) বিসময় বোধ করিতেছ এবং তাহারা (তোমার কথায়) হাসি-বিদ্রুপ করিতেছে ।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٣﴾

১৪ । এবং যখন তাহাদিগকে উপদেশ দান করা হয় তখন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না ।

وَإِذَا دُعُوا لَا يَدْعُوكُمْ ﴿١٤﴾

১৫ । এবং যখন তাহারা কোন নিদর্শন দেখে তখন তাহারা (উহা নইয়া) হাসি-বিদ্রুপ করে ।

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ﴿١٥﴾

১৬ । এবং তাহারা বলে, 'ইহা তো প্রকাশ্য যাদু বই কিছুই নহে,

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾

১৭ । কী ! যখন আমরা মরিয়া মাটি হইয়া যাইব এবং অস্থিপুঞ্জ পরিণত হইব, তখনও কি সত্যিই আমাদিগকে পুনরুৎপাদিত করা হইবে ?

إِذَا دُئِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَءَعْظَامًا إِنَّا لَنَبْتَوِّؤُنَّ ﴿١٧﴾

১৮ । এবং আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণকেও ?

أَوِ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٨﴾

১৯ । তুমি বল, 'হাঁ, এবং তোমরা তখন নাস্তিত হইবে ।'

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٩﴾

২০ । উহা হইবে একটি বিকট গর্জন মাত্র, তখন অকস্মাৎ তাহারা (জীবিত হইয়া) দেখিতে থাকিবে ।

فَأَنسَاهِي رَجْرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٢٠﴾

২১ । এবং তাহারা বলিবে, 'হায়, আমাদের সর্বনাশ ! ইহা তো সেই বিচার দিবস ।'

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢١﴾

২২ । (আল্লাহ বলিবেন) 'ইহাই সেই ফয়সালার দিন, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে ।'

﴿٢٢﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْتُمُونَ ﴿٢٢﴾

২৩ । (ফিরিশতাগণকে আদেশ করা হইবে) 'তোমরা তাহাদিগকে সমবেত কর যাহারা মুলুম করিয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গীগণকে এবং তাহাদিগকেও যাহাদের তাহারা ইবাদত করিত—

أَحْسَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا  
يَعْبُدُونَ ﴿٢٣﴾

২৪ । আল্লাহকে ছাড়িয়া, সূতরাং তাহাদিগকে জাহান্নামের পথে নইয়া যাও;

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٤﴾



২৫। এবং (তথায়) তাহাদিগকে দাঁড় করাও, কেননা তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে।'

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। (তাহাদিগকে প্রমত্ত করা হইবে) 'তোমাদের কি হইয়াছে যে, (এখন) তোমরা একে অপরকে সাহায্য করিতেছ না?'

مَا كُنْتُمْ لَنَا صَاحِبُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। বরং তাহারা সেই দিন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে।

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَلْمُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া পরস্পর প্রমত্ত করিবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় তোমরা সর্বদা আমাদের নিকট ডান দিক হইতে আসিতে।'

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٩﴾

৩০। তাহারা (অন্য দল) বলিবে, 'না, বরং তোমরা নিজেরাই মো'মেন ছিলে না।

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরা এক সীমানলগ্ননকারী জাতি ছিলে;

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ ﴿٣١﴾

৩২। অতএব (আজ) আমাদের সকলের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ হইয়াছে; নিশ্চয় (এখন) আমাদের (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে;

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। অবশ্য আমরা তোমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিলাম, কেননা আমরা নিজেরাই বিপথগামী ছিলাম।'

فَأَعْوَبْنَاكُمْ أَنَّا كُنَّا غَوِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪। বস্তুতঃ সেই দিন তাহারা সকলেই শাস্তির মধ্যে অংশীদার হইবে।

وَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। আমরা অপরাধীদের সঙ্গে এইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকি।

إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬। কারণ এখন তাহাদিগকে বলা হইত, 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই,' তখন তাহারা অহংকার করিত,

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং তাহারা বলিত, 'আমরা কি একজন পাগল কবির জন্য আমাদের মা'বুদদিগকে পরিত্যাগ করিব?'

وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نُنَادِيكُم بِاللَّهِتَابِ إِنَّا عَرَفْتُونُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। বরং সে সত্য নহইয়া আসিয়াছে এবং পূর্ববর্তী সকল রসূলগণকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯। (হে অস্বীকারকারীগণ!) নিশ্চয় তোমরা যত্নপাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিবে;

إِنكُمْ لَذَآبِقُوا الْعَذَابِ الْآلِيِّنَ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং তোমরা যাহা কিছু করিতে তোমাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে—

وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। শুধু আল্লাহর বিশেষ মনোনীত বান্দাগণ ছাড়া;

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤١﴾

৪২। তাহাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয়ক—

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। ফল-ফলাদি; এবং তাহারা পরম সন্মানিত বলিয়া গণ্য হইবে,

فَوَالِئِهِ وَهُمْ مَكْرُومُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। নেয়ামত পূর্ণ বাগানসমূহে,

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٤﴾

৪৫। তাহারা পালকে পরস্পর মুখামুখী হইয়া বসিবে,

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। ঝরণার পানি দ্বারা পরিপূর্ণ পান-পাত্র তাহাদের সম্মুখে পরিবেশিত হইবে,

يُطَآءُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٤٦﴾

৪৭। যাহা স্বচ্ছ-শুভ্র হইবে; পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হইবে;

بِضَرَاءٍ لَّذَّةٍ لِّشَرِبِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। উহাতে কোন মাদকতা থাকিবে না এবং উহার ব্যবহারে তাহারা মাতালও হইবে না।

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنرَفُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তাহাদের নিকট সংযত দৃষ্টি-সম্পন্নায় আলতলোচনা (সতী-সাধবী) মহিলাগণ থাকিবে,

وَعِنْدَهُمْ قُضُبَاتٌ مِّنَ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٩﴾

৫০। যেন তাহারা আরও ডিম্ব।

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُونٌ ﴿٥٠﴾

৫১। অতঃপর তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥١﴾

৫২। তাহাদের মধ্য হইতে কোন এক ব্যক্তি বলিবে, 'আমার একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিল,

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥٢﴾

৫৩। সে বলিত, 'তুমিও কি (পুনরুত্থান) বিশ্বাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত ?

يَقُولُ إِنَّكَ لِمَنِ الْمَصْدِقِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪। কী! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মুক্তিকায় ও অস্থিপুঞ্জ পরিণত হইব, তখনও কি অবশ্যই আমাদিগকে (আমাদের আমলের) প্রতিফল দেওয়া হইবে ?

إِذَا هِيَئًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبِيُونٌ ﴿٥٤﴾

৫৫। সে বলিবে, 'তোমরা কি উঁকি মারিয়া দেখিবে (যে সেই ব্যক্তি কি অবস্থায় আছে) ?'

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُظْلِعُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। অতঃপর সে উঁকি মারিবে এবং সে তাহাকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখিতে পাইবে।

فَأَطَّلَعَ قَوَّارًا فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾

৫৭। সে (তাহাকে) বলিবে, 'আল্লাহর কসম, তুমি আমার সর্বনাশ করার উপক্রম করিয়াছিলে,

قَالَ تَأْتِهَوْنِ إِيَّاهُ لَكُرْدِينِ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং যদি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না হইত তাহ হইলে নিশ্চয় আমিও (জাহান্নামের সম্মুখে) হাজিরকৃতগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।

وَلَوْلَا رَحْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯। (হে জাহান্নামী! বল) তবে কি ইহা ঠিক নহে যে, আমরা আর মৃত্যুস্থলে পতিত হইব না —

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٩﴾

৬০। কেবল আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া, এবং আমাদের আর কোন আঘাত দেওয়া হইবে না ?

إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٦٠﴾

৬১। নিশ্চয় ইহা এক মহান সফলতা।

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦١﴾

৬২। এইরূপ সফলতা অর্জনের জন্যই সাধনাকারীগণের সাধনা করা উচিত।

يُثْبِتُ هَذَا فَيَعْمَلِ الْعِلْمُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। আপায়ন হিসাবে কি ইহা উত্তম, না যাক্বুম (ফনৌমনসা) বৃক্ষ ?

أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزَلُّ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوَمِ ﴿٦٣﴾

৬৪। নিশ্চয় আমরা ইহাকে যালেমদের জন্য এক পরীক্ষার কারণ করিয়াছি।

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫। নিশ্চয় ইহা এমন এক বৃক্ষ যাহা জাহান্নামের মূল দেশ হইতে উদ্গত হয়।

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٥﴾

৬৬। উহার মুকুল যেন বহু ফনাধর সাপের মাথা।

كُلْمِهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٦﴾

৬৭। সূত্রাং তাহারা সেই বৃক্ষ হইতে আহার করিবে এবং উহা দ্বারা তাহারা নিজেদের উদর পূর্ণ করিবে।

فَأَنَّهُمْ لَا يُؤْنَسُونَ مِنْهَا فَمَا لِيُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। অতঃপর নিশ্চয় তাহাদের জন্য উহার উপর ফুটন্ত পানির মিশ্রণ থাকিবে।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَيْمِمْ ﴿٦٨﴾

৬৯। অতঃপর নিশ্চয় তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে জাহান্নামের দিকে।

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٩﴾

৭০। তাহারা নিশ্চয় তাহাদের পিতৃপুরুষগণকে বিপথগামী পাইয়াছিল।

إِنَّهُمْ أَقْبَوُا آبَاءَهُمْ صَالِحِينَ ①

৭১। তথাপি তাহারাও তাহাদের পদাংক অনুসরণে প্রধাবিত হইতেছে।

فَهُمْ عَلَىٰ أُنْزِهِمْ يَهْرَعُونَ ②

৭২। এবং ইহাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীগণের অধিকাংশ বিপথগামী হইয়াছিল।

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ③

৭৩। এবং অবশ্যই আমরা তাহাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠাইয়াছিলাম।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّذِرِينَ ④

৭৪। অতএব দেখ, সাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল,

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذَرِّينَ ⑤

[৫৩] ৭৫। একমাত্র আল্লাহর শুদ্ধ-চিহ্ন বান্দাগণ বাতীত।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ⑥

৭৬। এবং নূহও আমাদিগকে ডাকিয়াছিল, অতএব দেখ, আমরা কত উত্তম উত্তরদাতা!

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَنصَحْ الْمُجْرِبُونَ ⑦

৭৭। এবং আমরা তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে মনঃ দুঃখ-দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম।

وَجَنَيْنَهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ⑧

৭৮। এবং আমরা শুধু তাহার বংশধরগণকেই বাকি রাখিয়াছিলাম।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ⑨

৭৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ⑩

৮০। সকল জগৎবাসীর মধ্যে নূহের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

سَلَّمَ عَلَىٰ نُوْحٍ فِي الْغَلَمِينَ ⑪

৮১। এবং নিশ্চয় আমরা এইভাবেই সৎকর্মশীল লোকদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি!

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ⑫

৮২। নিশ্চয় সে আমাদের মোমেন বান্দাগণের অবতুঁত ছিল।

إِنَّكَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ⑬

৮৩। এবং আমরা অন্য লোকদিগকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ⑭

৮৪। এবং নিশ্চয় তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ইব্রাহীমও ছিল;

وَرَأَىٰ مِنْ شَيْعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ⑮

৮৫। (সম্মরণ কর) যখন সে তাহার প্রতিপালকের সমীপে বিগুচ্ছিতে উপস্থিত হইয়াছিল;

إِذْ جَاءَهُ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ⑯

৮৬। যখন সে তাহার পিতাকে ও তাহার জাতিকে বনিয়াম্বিন,  
'তোমরা কাহার ইবাদত কর ?'

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا عَبَدُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭। কি তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া মিথ্যারূপে অন্য  
মাব্দসমূহকে গ্রহন করিতে চাহিতেছ ?

أَفَنُكْفَىٰ إِلَٰهَةً دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮। যাহা হউক, সকল জগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে  
তোমাদের কী ধারণা ?

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٨﴾

৮৯। অতঃপর সে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে  
দৃষ্টিপাত করিল,

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٩﴾

৯০। এবং সে বলিল, 'আমি অসম্ভবতা বোধ  
করিতেছি।'

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٩٠﴾

৯১। তখন তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া পিতৃ ফিরাইয়া  
চলিয়া গেল।

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩١﴾

৯২। অনন্তর সে সংগোপনে তাহাদের মাব্দউল্লির দিকে  
অগ্রসর হইল এবং বলিল, 'তোমরা কিছু  
খাইতেছ না কেন ?

فَرَاغَ إِلَىٰ إِلَٰهِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩। তোমাদের কী হইয়াছে, তোমরা যে কথাও  
বলিতেছ না ?'

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪। তখন সে (তাহাদের প্রতি) সংগোপনে অগ্রসর হইয়া ডান  
হাত দ্বারা তাহাদের উপর সজোরে আঘাত হানিল।

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٤﴾

৯৫। ফলে তাহারা (নোকেরা) তাহার দিকে  
ছুটিয়া আসিল।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْفُؤُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬। সে বলিল, 'তোমরা কি উহার ইবাদত কর যাহা তোমরা  
নিজেদের হাতে খোদাই কর,

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭। অথচ আল্লাহ তোমাদিগকেও এবং তোমরা যাহা কিছু  
বানাইতেছ উহাকেও সৃষ্টি করিয়াছন ?'

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮। তাহারা বলিল, 'তাহার জন্য তোমরা একটি ইমারত  
(অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড) নির্মাণ কর এবং তাহাকে সেই স্নাত্ত অগ্নিতে  
নিষ্ক্রেপ কর।'

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا لَّنَا لَقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٨﴾

৯৯। অনন্তর তাহারা তাহার বিরুদ্ধে মড়যন্ত্রের সংকল্প করিল;  
কিন্তু আমরা তাহাদিগকে চরমভাবে অপদস্থ করিলাম।

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٩﴾

১০০। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের দিকে ঘাইব, তিনি নিশ্চয় আমাকে সৎপন্থ প্রদর্শন করিবেন।'

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

১০১। (সে বলিল,) 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎ কর্মশীল পুত্র দাও।'

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

১০২। তখন আমরা তাহাকে এক ধৈর্যশীল, প্রতিভাবান পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

فَبَشِّرْنَاهُ بِقَوْلٍ خَلِيلٍ ۝

১০৩। অতঃপর যখন সেই পুত্র তাহার সহিত দৌড়াইবার বয়সে উপনীত হইল তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি যেন তোমাকে ঘবহ করিতেছি; সুতরাং তুমি চিন্তা কর, তোমার কি অভিমত?' সে বলিল, 'হে আমার পিতা! তুমি যাহা আদিষ্ট হইয়াছ, তাহাই কর; ইনশাআল্লাহ্ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত পাইবে।'

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا بَتِ أِفْعَلْ مَا تَأْمُرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

১০৪। অতঃপর যখন তাহারা উভয়ই (আল্লাহর সমীপে) আত্মসমর্পণ করিল এবং সে তাহাকে ঘবহ করার জন্য কপালের উপর উপড় করিয়া শোয়াইল;

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝

১০৫। তখন আমরা তাহাকে ডাক দিলাম যে, 'হে ইব্রাহীম!

وَتَادِينَهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ ۝

১০৬। তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করিয়াছ।' নিশ্চয় আমরা এইরূপেই সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

১০৭। নিশ্চয় ইহা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝

১০৮। এবং আমরা এক মহা কুরবানীর দ্বারা তাহার ফিদয়া (মুক্তি-পন) দিয়াছিলাম।

وَقَدْ يُنَبِّئُكَ عِظِيمِ ۝

১০৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝

১১০। ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক!

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝

১১১। এইরূপেই আমরা সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

১১২। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

১১৩। এবং আমরা তাহাকে ইসহাকের সূসংবাদ দিয়াছিলাম, যে একজন নবী ছিল এবং সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٣﴾

১১৪। এবং আমরা তাহার উপর এবং ইসহাকের উপর বরকত নাযন করিয়াছিলাম। এবং তাহাদের উভয়ের বংশধরগণ হইতে কতক লোক সৎকর্মশীল ছিল এবং কতক ছিল নিজেদের প্রাণের উপর স্পষ্ট মূল্যকারী।

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا بِعَمْرٍأَ مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مِثْلُ قَوْمِهِ ﴿١١٤﴾

১১৫। এবং নিশ্চয় আমরা মুসা ও হারানের প্রতিও অনুগ্রহ করিয়াছিলাম।

وَلَقَدْ مَتَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٥﴾

১১৬। এবং আমরা তাহাদের উভয়কে এবং তাহাদের জাতিকে মহা দুঃখ-দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম;

وَنَجَّيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٦﴾

১১৭। এবং আমরা তাহাদের সকলকে সাহাঙ্গ করিয়াছিলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইয়াছিল।

وَنَصَّرْنَاهُمْ فَاكْفَرْنَا لَهُمُ الْعَالِيَيْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮। এবং আমরা তাহাদিগকে (প্রত্যেক বিষয়) সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এক কিতাব দিয়াছিলাম।

وَأَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٨﴾

১১৯। এবং আমরা তাহাদের উভয়কে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।

وَهَدَيْنَهُمَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١١٩﴾

১২০। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাদেরকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম—

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১। মুসা এবং হারানের উপর শাস্তি বর্ষিত হউক।

سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢١﴾

১২২। নিশ্চয় আমরা এইভাবে সৎকর্মশীলগণকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। নিশ্চয় তাহারা উভয়ে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِنَّهُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। এবং নিশ্চয় ইনিয়াসও আমাদের রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَأَنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। (স্মরণ কর) যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। তোমরা কি বা'ন মৃত্তিকে ডাকিতেছে এবং পরিহার করিতেছ সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তাকে—

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। আল্লাহকে, যিনি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও প্রতিপালক ?'

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿٢٧﴾

১২৮। অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল; সুতরাং অবশ্যই তাহাদিগকে (আমাবের জন্য) হাযির করা হইবে।

فَكَذَّبُوهُ فَأَنهَمُ لَمُحَضَّمُونَ ﴿٢٨﴾

১২৯। কেবল আল্লাহর বিশুদ্ধ-চিন্ত বান্দাগণ বাতীত।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٩﴾

১৩০। এবং আমরা পরবর্তীপদের মধ্যে তাহাদেরকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম—

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٣٠﴾

১৩১। ইলিয়াস এবং তাহার লোকদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক!

سَلِّمْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٣١﴾

১৩২। নিশ্চয় আমরা এইভাবে সৎকর্মশীলগণকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٢﴾

১৩৩। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾

১৩৪। এবং সূতও নিশ্চয় রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَأَنَّ لَوْهَانَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

১৩৫। (সম্মরণ কর) যখন আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিজনবর্গের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

إِذْ يَجِئُهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٣٥﴾

১৩৬। কেবল এক রুদ্ধ বাতীত, যে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿٣٦﴾

১৩৭। অতঃপর আমরা অন্যান্য সকলকে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿٣٧﴾

১৩৮। এবং নিশ্চয় তোমরা প্রভাবেই তাহাদের (এনাকার) উপর দিয়া অতিক্রম করিয়া থাক;

وَأَنكُمْ لَتَسُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿٣٨﴾

১৩৯। এবং রাত্রি বেনায়ও; তথাপি তোমরা কি বৃথিবে না ?

بِئْسَ مَا يَكُونُ لِمَن أَفْلَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾

১৪০। এবং নিশ্চয় ইউনুস রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَأَنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٠﴾

১৪১। (সম্মরণ কর) যখন সে বোঝাই নৌকার দিকে পলায়ন করিয়াছিল;

إِذْ أَتَىٰ إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْجُونِ ﴿٤١﴾



১৪২। যখন তুমানে নৌকা নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিল) তখন সে (অন্যান্য আরোহীগণের সঙ্গে) ভাগ্য-নির্দেশক তীর নিক্ষেপ করিল; ফলে সে (পরাজিত হইয়া সমুদ্রে) নিক্ষিপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩। তখন এক বৃহৎ মৎসা তাহাকে গিনিয়া ফেলিল, এবং সে (নিজেকেই) ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

فَاتَّقَتُهُ الْوَعْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। এবং সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হইত,

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫। তাহা হইলে সে অবশ্যই উহার উদরে সেই দিবস পর্যন্ত পড়িয়া থাকিত যখন তাহারা পুনরুজ্জিত হইবে।

لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬। অতঃপর আমরা তাহাকে এক উশ্রুজ ময়দানে নিক্ষিপ্ত করিলাম; এমতাবস্থায় যে সে তখন পৌড়িত ছিল;

فَنَدَدْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। এবং আমরা তাহার নিকট একটি লাউ গাছ উৎপন্ন করিলাম।

وَأَبْتَدْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٧﴾

১৪৮। এবং আমরা তাহাকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের নিকট (রসুনরূপে) পাঠাইয়াছিলাম,

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯। সূতরাং তাহারা (সকলেই) ঈমান আনিল, এবং আমরা তাহাদিগকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পার্থিব সুখ-সম্পদ দান করিলাম।

فَأْمَنُوا فَأَتَتْهُمْ إِلَى جَنِّ ﴿١٤٩﴾

১৫০। অতএব তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের জন্য কি কণ্যাগণ আর তাহাদের জন্য পুত্রগণ?

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُيُوتُ ﴿١٥٠﴾

১৫১। আমরা কি ফিরিশ্বাসপকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহারা কি উহার সাক্ষী ছিল?

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥١﴾

১৫২। সুন! নিশ্চয় তাহারা তাহাদের মনগড়া মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া বলিতেছে,

أَلَا أَنهَمْ قَوْمٌ يَفْقَهُونَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। 'আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়াছেন,' বস্তুতঃ তাহারা চরম মিথ্যাবাদী।

وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪। তিনি কি পুত্রগণের পরিবর্তে কণ্যাগণকে বাছিয়া গাইয়াছেন?

أَضْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫। তোমাদের কি হইয়াছে? তোমরা কিরূপ বিচার কর?

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٥٥﴾

১৫৬। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

১৫৭। তোমাদের নিকট কি কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে?

أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴿٥٧﴾

১৫৮। সুতরাং তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের কিতাব পেশ কর।

فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٨﴾

১৫৯। এবং তাহারা তাঁহার এবং জিন্মদের মধ্যে আত্মীয়তা আরোপ করে; অথচ জিন্মগণ ভালরূপে জানে যে, নিশ্চয় তাহাদিগকেও (তাঁহার সম্মুখে বিচারের জন্য) হাশির করা হইবে।

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَابًا وَقَدَّ عَلَيَاتِ الْجَنَّةِ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿٥٩﴾

১৬০। তাহারা যাহা বর্ণনা করিতেছে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র!

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٦٠﴾

১৬১। কেবল আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধ-চিত্ত বান্দাগণ ব্যতীত (তাহারা এইরূপ কথা বর্ণনা করে না)।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٦١﴾

১৬২। সুতরাং (জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয় তোমরা এবং তোমাদের মা'বুদগণ—

فَأَنذَرْتُكُمْ وَمَا تَقْبَلُونَ ﴿٦٢﴾

১৬৩। তোমাদের কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে (কাহাকেও) বিদ্রান্ত করিতে পারিবে না,

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَعِيلِينَ ﴿٦٣﴾

১৬৪। কেবল সেই বাক্তি ব্যতীত যে জাহান্নামে দক্ষ হইবে।

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾

১৬৫। (তাহারা বলে) 'আমাদের মধ্যে কেহ নাই কিন্তু তাহার জন্য অবশ্যই এক নিখারিত স্থান আছে;

وَمَا مَثَلًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿٦٥﴾

১৬৬। এবং নিশ্চয় আমরা সকলেই (আল্লাহ্‌র সমীপে) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছি।

وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿٦٦﴾

১৬৭। এবং নিশ্চয় আমরা সকলেই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।'

وَأَنَا لَنَحْنُ السُّبِّحُونَ ﴿٦٧﴾

১৬৮। এবং নিশ্চয় তাহারা (মক্কাবাসীগণ ইতিপূর্বে) এইরূপ বনিয়া আসিতেছিল,

وَأَن كَانُوا يَقُولُونَ ﴿٦٨﴾

১৬৯। 'যদি আমাদের নিকটেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় উপদেশপূর্ণ কোন কিতাব থাকিত,

لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٩﴾

১৭০। তাহা হইলে আমরাও আল্লাহর বিস্ময়-চিত্ত বান্দা হইয়া যাইতাম।'

لَكِنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلُوعِينَ ﴿٧٠﴾

১৭১। (এবং যখন ইহা তাহাদের নিকটে আসিল) তখন তাহারা ইহাকে অস্বীকার করিল, সুতরাং তাহারা অচিরেই (নিজেদের পরিপাম) জানিতে পারিবে।

فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

১৭২। এবং নিশ্চয় আমাদের রসূলরূপে প্রেরিত বান্দাগণ সম্বন্ধে পূর্বেই আমাদের সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে—

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٢﴾

১৭৩। যে, নিশ্চয় তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে,

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿٧٣﴾

১৭৪। এবং আমাদের যে বাহিনী (মো'মেনদের দল), নিশ্চয় তাহারাই বিজয়ী হইবে।

وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٧٤﴾

১৭৫। অতএব তুমি কিছু কাল পরন্ত তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ كَيْفَ حَبِطٌ ﴿٧٥﴾

১৭৬। এবং তুমি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, অতঃপর তাহারাও শীঘ্রই (নিজেদের পরিপাম) দেখিতে পাইবে।

وَأَبْصُرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٦﴾

১৭৭। তাহারা কি আমাদের আযাবকে শীঘ্র কামনা করিতেছে ?

أَفِعْدَابًا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٧﴾

১৭৮। কিন্তু যখন উহা তাহাদের প্রাপ্তপে নায়েন হইবে, তখন স্বাহাদিপকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের প্রভাত অতি মন্দ হইবে।

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٨﴾

১৭৯। অতএব তুমি কিছু কাল পরন্ত তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও,

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حَبِطُوا ﴿٧٩﴾

১৮০। এবং তুমি (তাহাদের প্রতি) লক্ষ্য রাখ, অতঃপর তাহারাও শীঘ্রই (নিজেদের পরিপাম) দেখিতে পাইবে।

وَأَبْصُرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٨٠﴾

১৮১। তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল সম্মান ও শক্তির অধিকারী, উহা হইতে পবিত্র-মহান, যাহা তাহারা বর্ণনা করিতেছে।

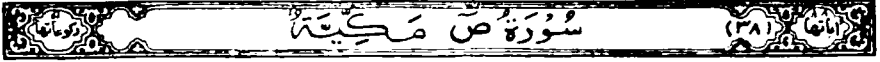
مُبْنِي رَيْكِ رَبِّ الْوَرْدِ وَوَعْتَا يَصِفُونَ ﴿٨١﴾

১৮২। এবং শক্তি রসূলগণের উপর।

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٢﴾

বিস্তারিতঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

﴿٨٣﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾



## ৩৮-সূরা সাদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৯ আয়াত এবং ৫ রুকু আছে ।

- ১। আলাহর নামে, যিনি অশাচিত-অসীম দাতা, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①  
পরম দয়াময় ।
- ২। সাদ নসীহতপূর্ণ কুরআনের শপথ (যে ইহা ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ②  
আমাদের তরফ হইতে নাযেলকৃত কানাম)।
- ৩। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করে তাহারা অহংকার এবং بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَذَابٍ وَشِقَاقٍ ③  
শত্রুতায় নিমগ্ন রহিয়াছে ।
- ৪। কতই না জনগোষ্ঠীকে আমরা তাহাদের পূর্বে ধ্বংস كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ نَكَاذُوا وَالَاتِ  
جِنَّ مَنَاصِصٍ ④  
করিয়াছি ! তখন তাহারা (সাহায্যের জন্য) আর্তনাদ করিয়াছিল,  
অথচ তখন বাঁচিবার সময় ছিল না ।
- ৫। এবং তাহারা বিস্মিত হয় যে, তাহাদের নিকট তাহাদেরই وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرِينَ  
هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ ⑤  
মধ্য হইতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, এবং কাকেরগণ  
বলে, 'এ তো একজন যাদুকার, বড়ই মিথ্যাবাদী ।'
- ৬। কী ! সে বহু মা'বুদকে এক মা'বুদ বানাইয়া লইয়াছে ? أَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓءَا وَاحِدًا ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ  
مُّجَابٌ ⑥  
নিশ্চয় ইহা এক তাজ্জবের ব্যাপার !
- ৭। এবং তাহাদের মধ্যে প্রধানগণ এই বলিয়া চলিয়া গেল যে, وَاَنْطَلَقَ الْمَلَاَ مِنْهُمْ اَنْ اٰمَنُوْا وَاٰصِرُوْا وَاَعْلَى  
الْهَيْكَلِ ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ⑦  
তোমরা এখন হইতে চলিয়া যাও, এবং তোমাদের মা'বুদগণের  
উপর তোমরা অবিচল থাক । নিশ্চয় ইহা 'এমন এক বিষয়  
যদ্বারা কোন একটা মতলব আঁটা হইয়াছে;
- ৮। আমরা এরূপ কথা পূর্ববর্তী কোন ধর্মমতে مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْاِسْلٰمِ الْاٰخِرَةِ ۗ اِنَّ هٰذَا اِلَّا  
اٰخْتِلَافٌ ⑧  
শুনি নাই । ইহা মনগড়া মিথ্যা বই কিছুই নহে;
- ৯। আমাদের (সারা জাতির) মধ্য হইতে কি কেবল তাহারই ۗ اَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنَ الْاٰدَمِ ۗ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ  
مِّنْ ذِكْرِيْ ۗ بَلْ لَمَّا يَدْعُوْا عَدَابٌ ⑨  
উপর এই উপদেশ-বাণী নাযেলকরা হইয়াছে ? না, বরং  
তাহারা আমার উপদেশ-বাণী সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে । না,  
বরং তাহারা এখন পর্যন্ত আমার আযাবের স্বাদই গ্রহণ  
করে নাই ।

১০। তোমার মহা পরাক্রমশালী ও পরম দানশীল প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারসমূহ কি তাহাদের নিকটে আছে ?

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝

১১। অথবা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর আধিপত্য কি তাহাদের কব্জায় আছে ? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাহারা যেন তাহাদের রশিসমূহের সাহায্যে উপরে আরোহণ করে ।

أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَنْزِقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝

১২। (তাহারা) বিভিন্ন দল সমন্বয়ে একটি সেনাবাহিনী, যাহারা সেখানে পরাভূত হইবে ।

جُنُودًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومُونَ الْآخِرَابِ ۝

১৩। তাহাদের পূর্বেই নূহের জাতি এবং আদ এবং শুলসমূহের অধিকারী ফেরআউনও (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল;

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَذُرَّعُونَ ذُو الْأَوْتَادِ ۝

১৪। (অনুকরণভাবে) সামুদ ও লুতের জাতি এবং জঙ্গনের অধিবাসীগণ— ইহারাও সংঘবদ্ধ দল ছিল ।

وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَخْبَثُ نِيكَتِهِ أُولَئِكَ الْآخِرَابِ ۝

১৫। (তাহাদের) প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; পরিণামে আমার শাস্তি (তাহাদের বিরুদ্ধে) কার্যকরী হইল ।

إِنَّ كُلَّ الْكَاذِبِ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝

১৬। এবং এই সকল লোক কেবল একটি বিকট শব্দকারী আঘাবের অপেক্ষা করিতেছে, যাহাতে কোন বিলম্ব হইবে না ।

وَمَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ مِّنْ تَوْبِ ۝

১৭। তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! হিসাবের দিবসের পূর্বেই আমাদের আঘাবের (আঘাবের) অংশ সস্তুর দিয়া দাও ।'

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْنَا قَلِيلًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝

১৮। তাহারা যাহা কিছু বলে উহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং আমাদের বান্দা দাউদকে সত্রণ কর যে বড় শক্তির অধিকারী ছিল, নিশ্চয় সে (আল্লাহর দিকে) বার বার ঝুঁকিত ।

إِصْرًا عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرُ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

১৯। নিশ্চয় আমরা পাহাড়গুলিকে (তাহার) সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম— তাহারা সন্ধ্যায় এবং সকালে তাহার সহিত আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত ।

إِنَّا مَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَّ بِالْأَشْرَاقِ ۝

২০। এবং (নিয়োজিত করিয়াছিলাম) পক্ষীকুলকেও একত্রিত করিয়া; যাহারা সকলেই তাহার পরম অনুগত হইয়া থাকিত।

২১। এবং আমরা তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে হিকমত এবং অকাটা বাগ্মিতা (ও বিচার-শক্তি) দান করিয়াছিলাম।

২২। এবং তোমার নিকট কি কলহকারীদের খবর পৌছিয়াছে যখন তাহারা প্রাচীর ডিসাইন্না (তাহার) ব্যক্তিগত ইবাদত-খানায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল ?

২৩। যখন তাহারা দাউদের নিকট পৌছিল তখন সে তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল, 'ডয় করিও না, আমরা দুই বিবাদমান পক্ষ, আমাদের কেহ কেহ অপরের প্রতি বিপ্রোহাষক আচরণ করিতেছে; সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার কর এবং অবিচার করিও না এবং তুমি আমাদেরকে সঠিক-সোজা পথে পরিচালিত কর।

২৪। "এই লোকটি আমার ভাই, তাহার নিকট নিরানব্বইটি দুম্বা আছে এবং আমার নিকট মাত্র একটি দুম্বা আছে। তথাপি সে বলে, 'ইহা আমাকে সঁপিয়া দাও', এবং কথ্য-বার্তায় সে আমাকে পরাভূত করে।"

২৫। সে (দাউদ) বলিল, 'নিশ্চয় সে তোমার দুম্বা নিজ দুম্বাগুলির সহিত সংযোগ করিবার দাবী জানাইয়া তোমার প্রতি যুলুম করিয়াছে। এবং অধিকাংশ অংশীদার এইরূপই যে, তাহারা একে অন্যের উপর যুলুম করিয়া থাকে, কেবল ঐ সকল লোক ছাড়া যাহারা ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও তো নগণ্য।' এবং দাউদ মনে করিল যে, আমরা তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছি, সুতরাং সে তাহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং (আল্লাহর দিকে) ঝুকিয়া পড়িল।

২৬। তখন আমরা তাহার এই সব হুঁচি-বিদ্ভূতিক ক্ষমা করিলাম; নিশ্চয় তাহার জন্য আমাদের দরবারে নৈকটা এবং উত্তম আশ্রয়স্থল নির্ধারিত আছে।

২৭। (অতঃপর আমরা তাহাকে বলিলাম,) 'হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শলীফা নিযুক্ত করিয়াছি; অতএব

وَالْقَلِيدَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ آوَابٌ ۝

وَشَدَدْنَا مَلَكَةَ وَآيِنَهُ الْعِصْمَةَ وَنَمَلُ  
الْخِطَابِ ۝

وَهَلْ آتَاكَ نَبَأُ الْعَصَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْبَرْحَابِ ۝

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا نَحْفَظُ  
خَصْمِينَ بَنَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخَلِمُ بَيْنَنَا  
بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الْغَوَاظِ ۝

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَغَلَةُ  
نَعْجَةٍ وَاحِدَةٌ قَالُوا لَوْلَا نَحْنُ بِهَا وَعَزَّوْنَا  
فِي الْخِطَابِ ۝

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعِيكَ إِلَى نَعَايَةِ  
وَأِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ  
وَطَنَّ دَاوُدُ إِذْنًا فَتَنَّهُ فَاِنتَقَمَ رَبُّهُ وَخَزَّوْنَا  
وَآتَابَ ۝

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحَسَنَ  
مَأْتَابٍ ۝

يَذُورُوا إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ

তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়-বিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, নতুবা ইহা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে দ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর পথ হইতে দ্রষ্ট হয় তাহাদের জন্য কঠোর আযাব আছে, কারণ তাহারা বিচার-দিবসকে ] তুলিয়া বসিয়া আছে।

بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, রুখা সৃষ্টি করি নাই। ইহা ঐ সকল লোকের ধারণা, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। সূতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য আগুনের দুর্ভোগ অবধারিত আছে।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا  
ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
مِنَ النَّارِ ﴿٢٨﴾

২৯। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে আমরা কি তাহাদিগকে পৃথিবীতে বিশংখলা সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করিব? অথবা মৃত্যুকীগণকে কি আমরা দৃষ্ণতকারীদের সমতুল্য করিব?

أَمْ جَعَلْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ  
فِي الْأَرْضِ أَمْ جَعَلْنَا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٩﴾

৩০। ইহা (কুরআন) এমন এক কিতাব, যাহা আমরা তোমার প্রতি নাযেল করিয়াছি, যাহা অতীব কল্যাণময়, যেন তাহারা তাহার আয়াতসমূহকে অনুধাবন করে, এবং খীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষা লাভ করে।

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ لِيَذَرَكَ لَيْسَ ذَرِيرًا عَلَيْهِ  
لَيْسَ تَذَكَّرُوا أُولَٰئِكَ الْكَلْبَابِ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং আমরা দাউদকে দান কারিয়াছিলাম স্লামমান; সে (আমাদের) বড়ই চমৎকার বান্দা ছিল। নিশ্চয় সে (আমাদের দিকে) পুনঃপুনঃ স্বীকিত।

وَدَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ۗ وَنِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ  
أَوَّابٌ ﴿٣١﴾

৩২। (সম্মরণ কর) যখন সজ্জাকালে তাহার সম্মুখে উৎকৃষ্টতম দ্রুতগামী অস্ত্ররাজিকে উপস্থিত করা হইয়াছিল,

إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَدِيِّ الصُّفُوفُ الْوَجَادُ ﴿٣٢﴾

৩৩। তখন সে বলিয়াছিল, 'আমি (দুনিয়ার) উৎকৃষ্ট বস্তুর ভালবাসাকে এই কারণে পসন্দ করি যে ইহারা আমার প্রতিপালককে (আমায়) সম্মরণ করাইয়া দেয়।' এমন কি যখন উহারা পর্দার পিছনে গুপ্ত হইয়া গেল,

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنِّ وَكَرِهْتُ  
حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٣﴾

৩৪। (তখন স্লামমান বলিল) 'উহাদিগকে আমার নিকট ফিরাইয়া আন।' (যখন উহারা আসিল) তখন সে উহাদের পায়ের নলা ও ঘাড়ের উপর হাত ব্লাইতে লাগিল।

رُدُّوهُمَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং নিশ্চয় আমরা স্লামমানকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং তাহার সিংহাসনে একটা (অপদার্থ) দেহকে স্থাপন

وَلَقَدْ مَتَّأْنَا سُلَيْمَانَ ۖ وَآلَقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ

করার ফয়সালা করিয়াছিলাম । অতঃপর (ইহা বখিতে পারিয়া)  
সে (তাহার প্রতিপালকের দরবারে) ঝুকিয়া পড়িল ।

৩৬ । সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! (আমার ভ্রুটি)  
আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজ্য দান কর যাহা  
আমার পরে অন্য কাহারও জন্য (উহার উত্তরাধিকারী হওয়া)  
সমীচীন না হয়, নিশ্চয় তুমিই পরম দাতা ।'

৩৭ । সুতরাং আমরা বায়ুকে তাহার সেবায় নিয়োজিত  
করিয়াছিলাম, সে যেদিকে যাইতে চাহিত সেই দিকেই তাহার  
আদেশে বায়ু মৃদুভাবে চলিতে থাকিত,

৩৮ । এইরূপে (আমরা তাহার সেবায় নিয়োজিত  
করিয়াছিলাম) শয়তানদিগকে, সকল প্রকার স্থপতিগণকে  
এবং ডুবুরীগণকে,

৩৯ । এবং অন্য কতককেও যাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ  
থাকিত ।

৪০ । এইগুলি আমাদের দান, সুতরাং তুমি (ইচ্ছা করিলে)  
বেহিসাব দান কর অথবা বিরত থাক ।

৪১ । এবং নিশ্চয় তাহার জন্য আমাদের দরবারে নৈকট্য  
এবং উত্তম আশ্রয়স্থল নির্ধারিত আছে ।

৪২ । এবং আমাদের বান্দা আইউবকে সম্মরণ কর, যখন সে  
তাহার প্রতিপালককে এই বলিয়া ডাকিয়াছিল: 'নিশ্চয় শয়তান  
(এক কাফের শত্রু) আমাকে অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্ট  
দিয়াছে ।'

৪৩ । (উখন আমরা তাহাকে নির্দেশ দিয়াছিলাম): 'তুমি  
তোমার (বাহনকে) পা দিয়া আঘাত কর (তাড়াতাড়ি হিজরত  
কর)। এই তো সামনে রহিয়াছে গোসলের স্ফীতল পানি এবং  
পানীয় ।

৪৪ । এবং আমরা তাহাকে তাহার পরিবার পরিজন  
দিয়াছিলাম এবং আমাদের নিকট হইতে রহমতস্বরূপ তাহাদের  
মত অন্য লোকও দিয়াছিলাম এবং ধীসম্পন্ন লোকদের  
জন্য সম্মরণীয় সদুপদেশ দিয়াছিলাম ।

৪৫ । এলং (তাহাকে আমরা নির্দেশ দিয়াছিলাম): 'তুমি বৃষ্ণের  
এক মুষ্টি শুষ্ক শাখা নিজ হাতে ধর এবং উহা দ্বারা (তোমার  
বাহনকে) আঘাত কর এবং মিথ্যার দিকে ঝুকিও

جَسَدًا ثُمَّ آتَابَ ۝

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْتَغِيهِ لِإِخْوَتِي  
مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيْثُ  
أَصَابَ ۝

وَالشَّيْطَانَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَاصًّا ۝

وَأَخْرَجْنَا مَقْرَبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْكِرْ بِخَيْرٍ حِسَابًا ۝

۞ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّآبٍ ۝

وَإِذْ كُرِهْنَا يَا أَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْرِي  
الشَّيْطَانُ بِضَبِّ وَعْدٍ آتٍ ۝

أَرُلُّهُ يَرْجُلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا  
وَوَكْرَهُمْ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

وَخَذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَإِضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ  
إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝



না। নিশ্চয় আমরা তাহাকে ধৈর্যশীল পাইয়াছিলাম। সে বড়ই চমৎকার বান্দা ছিল। নিশ্চয় সে সদা আল্লাহর প্রতি যুক্তিত।

৪৬। এবং সমরণ কর আমাদের বান্দা ইব্রাহীম ও ইসহাক এবং ইয়াকুবের কথা, তাহারা শক্তিশালী এবং সফল ও দূরদর্শী লোক ছিল।

৪৭। আমরা তাহাদিগকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে মনোনীত করিয়াছিলাম— (লোকদিগকে) পারলৌকিক বাসস্থান সম্বন্ধে সমরণ করাইয়া দিতে।

৪৮। এবং নিশ্চয় তাহারা আমাদের সম্মুখে মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪৯। এবং সমরণ কর, ইসমাইল, ইয়াসআ' এবং মূল-কিফলের বৃত্তান্ত, তাহারা সকলেই অতি উত্তম লোক ছিল।

৫০। ইহা এক সমরণীয় বিবরণ। এবং নিশ্চয় মুতাকীসগণের জন্য পরম উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল নির্ধারিত আছে—

৫১। চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, তাহাদের জন্য সকল দ্বার সত্তত উন্মুক্ত থাকিবে,

৫২। তথায় তাহারা তাকিয়াতে হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে, তথায় তাহারা প্রচুর পরিমাণে ফল-মূল এবং পানীয় বস্তুর জন্য ফরমায়েশ করিবে,

৫৩। এবং তাহাদের পার্শ্বে থাকিবে আনতনয়না সমবয়স্ক নারীগণ।

৫৪। এই হইল সেই সব জিনিস যাহা তোমাদিগকে হিসাবের দিনে দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে।

৫৫। নিশ্চয় ইহা আমাদের দেওয়া রিয়ক, যাহা কখনও নিঃশেষ হইবে না।

৫৬। এই তো হইল (মো'মেনদের জন্য পুরস্কার)। কিন্তু বিদ্রোহপোষণকারী উদ্ধত লোকদের জন্য নির্ধারিত আছে নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল—

৫৭। জাহান্নাম, যাহাতে তাহারা জ্বলিবে। ইহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল!

وَأَذْكُرِبِدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٦﴾

إِنَّا أَخْلَصْنَهُمْ بِمَا لَبِثُوا وَكَرَّمْنَا دَارَهُمْ ﴿٤٧﴾

وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا لِنَ الْنُصَافِقِينَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

وَأَذْكُرْ إِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلَّ مَن الْأَخْيَارِ ﴿٤٩﴾

هَذَا وَكَرَّمْنَا وَإِن لِّنُتَّقِينَ لِحَسَن مَّآبٍ ﴿٥٠﴾

جَنَّتْ مَدَائِنٌ مَّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥١﴾

مُتَّقِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِمَا كَانُوا كٰثِرِينَ وَشَرَابٍ ﴿٥٢﴾

وَعِنْدَهُمْ قُورَاتُ الظَّلْفِ آتَابٍ ﴿٥٣﴾

هَذَا مَا نُوَدُّكَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٤﴾

إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَهُ مِن نَّفَائِدٍ ﴿٥٥﴾

هَذَا وَإِن لِّلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَا بٍ ﴿٥٦﴾

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَسَّ إِلَيْهَا دَارٌ ﴿٥٧﴾

৫৮। ইহা হইল (কাফেরদের জন্য প্রতিশ্রুত বস্তু), সুতরাং তাহাদিগকে উহার স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে— অত্যধিক গরম পানি এবং অত্যধিক দুর্গন্ধযুক্ত ঠাণ্ডা পানি দেওয়া হইবে।

هَذَا قَلِيلٌ وَقُوَّةٌ حِينَهُمْ وَغَشَائِقُ ⑤

৫৯। এবং তদনুরূপ আরও থাকিবে বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রণা।

وَأَعْرَبُ مِنْ سُكُولِهِ أَزْوَاجُ ⑥

৬০। (অবিশ্বাসীদের নেতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইবেঃ) 'ইহারাও এক দল, যাহারা তোমাদের সহিত জাহান্নামে দাখিল হইবে। তাহাদিগকে কেহ স্বাগত জানাইবে না। তাহারা অবশ্যই আগুনে স্তমিবে।

هَذَا قَوْجٌ مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ⑦

৬১। তাহারা (অনুসারীরা) বলিবে, 'বরং তোমরা এমন লোক, যাহাদিগকে কেহ স্বাগত জানাইবে না। তোমরাই তো (আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া) ইহাকে (জাহান্নামকে) আমাদের জন্য আগে পাঠাইয়াছ। বস্তুতঃ ইহা অতি মন্দ অবস্থান স্থল।

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْرَجِبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَّعْتُمْ لَنَا قِيَسَ الْقَرَارِ ⑧

৬২। তাহারা যখন বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে ব্যক্তি আমাদের জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তুমি তাহাকে আগুনের মধ্যে দ্বিগুণ আযাব বর্ধিত করিয়া দাও।'

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِّدْهُ عَلَيْنَا بِأَوْضَعًا فِي النَّارِ ⑨

৬৩। এবং তাহারা (জাহান্নামীরা) বলিবে, 'আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা ঐ সমস্ত লোকদিগকে দেখিতেছি না যাহাদিগকে আমরা মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম?'

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِثْلَ الْأَشْرَارِ ⑩

৬৪। আমরা কি (অশুধাই আমাদের স্বেয়ান অনুযায়ী) তাহাদিগকে উপহাসের পাত্র মনে করিতাম, অথবা তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি বিপ্রম ঘটিয়াছে?'

أَتَّخَذْنَا لَهُمْ بَعْضًا أَمْزَاجًا عَنْهُمْ لَا يُبْصَرُونَ ⑪

৪  
[২৪]  
৩৬

৬৫। নিশ্চয় ইহা সত্য— জাহান্নামীদের এই তর্ক-বিতর্ক।

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ⑫

৬৬। তুমি বল, 'আমি মাত্র একজন সতর্ককারী, এবং আলাহ্ বাস্তব, কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং মহা প্রতাপশালী;

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنَ الْإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑬

৬৭। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং প্রত্যেকের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক, যিনি মহা পরাক্রমশালী, অতীত ক্রমশালী।

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ⑭

৬৮। তুমি বল, 'ইহা এক মহা সংবাদ

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ⑮

৬৯। যাহা হইতে তোমরা বিমুগ্ধ হইতেছ;

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٩﴾

৭০। উর্ধ্বাঙ্গত মজলিসের কোন ইন্স-জ্ঞান আমার জানা ছিল না, যখন তাহারা (তাহাদের বিষয় নইয়া) পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল,

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। আমার প্রতি তো কেবল এই ওহী করা হয় যে, আমি শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

إِنْ يُؤْتَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَا أَنَا تَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧١﴾

৭২। (সম্বরণকর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাগণকে বনিয়াছিলেন, 'আমি কাদা হইতে এক মানব সৃষ্টি করিতে চলিয়াছি;

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿٧٢﴾

৭৩। অতএব যখন আমি তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিব এবং তাহার মধ্যে আমার রূহ হইতে ফুৎকার করিব তখন তোমরা আনুগত্য করিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইও।

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪। তখন ফিরিশ্‌তাগণ সকলেই তাহার আনুগত্য করিল,

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫। ইবলীস ব্যতীত। সে অহংকার করিল, এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তিনি বলিলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাহাকে আমার দুই হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে তোমাকে কিসে বিরত রাখিয়াছে? তুমি কি অহংকার করিয়াছ, না তুমি আমার আদেশ পালন হইতে নিজেকে বহু উর্ধ্ব মনে করিয়াছ?'

قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ اسْتَكَبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭। সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আঙন হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ।'

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٧﴾

৭৮। তিনি বলিলেন, 'তুমি এখন হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ, নিশ্চয় তুমি বিভাড়াইত;

قَالَ فَأخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং নিশ্চয় বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার উপর আমার অভিসম্পাত পড়িতে থাকিবে।'

وَأَنَّ عَلَيْكَ لعنתי إلى يوم الدين ﴿٧٩﴾

৮০। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাহা হইলে তুমি আমাকে সেইদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যখন তাহাদিগকে পুনর্কথিত করা হইবে'।

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٨٠﴾

৮১। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশ-প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত,

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٢١﴾

৮২। সেই সুবিদিত সময়ের দিন পযুক্ত।

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٢٢﴾

৮৩। সে বলিল, 'সুতরাং তোমার ইশ্বতের কসম, নিশ্চয় আমি তাহাদের সকলকেই বিদ্রান্ত করিব,

قَالَ فَيُعَذِّبُكَ لِأَعْيُنِهِمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢٣﴾

৮৪। তাহাদের মধা হইতে কেবল তোমার মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিরেকে।'

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

৮৫। তিনি বলিলেন, 'অতএব সত্য ইহাই, এবং আমি সত্যই বলি—

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ ﴿٢٥﴾

৮৬। আমি নিশ্চয় তোমা দ্বারা এবং তাহাদের মধা হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহাদের সকলের দ্বারা জাহামামকে পূর্ণ করিব।'

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢٦﴾

৮৭। তুমি বল, 'আমি ইহার জনা তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিদান চাহি না, এবং আমি ডানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নহি,

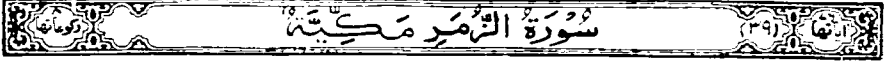
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٢٧﴾

৮৮। ইহা (কুরআন) সকল জগৎবাসীর জন্য সদুপদেশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

৮৯। এবং তোমরা স্বল্পকাল পরে ইহার (সত্যতার) সংবাদ অবশ্যই জানিতে পারিবে।'

يَعْلَمُونَ وَلَتَعْلَمَنَّ بَنَاءَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٢٩﴾



### ৩৯-সূরা আয্ যুমার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭৬ আয়াত এবং ৮ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রভাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এই কিতাব নাযেল হইয়াছে ।

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

৩। নিশ্চয় আমরা সত্যসহ এই কিতাব তোমার প্রতি নাযেল করিয়াছি, অতএব তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত কর—আনুসত্যকে তাঁহারই জন্য বিগ্ৰহ করিয়া ।

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

৪। শুন ! বিগ্ৰহ আনুসত্য কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য। এবং যাহারা আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে অনেকে বস্তুরূপে গ্রহণ করে, (এবং বলে যে) 'আমরা তাহাদের কেবল এই জন্য ইবাদত করি যেন তাহারা আমাদের মর্মান্দায় আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করিয়া দেয়' নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করিবেন যাহার সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মিথ্যাবাদী অকৃতজ্ঞকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

أَلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ هُوَ فِيهِمْ يَتَّبِعُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

৫। যদি আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় সৃষ্টি হইতে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া লইতেন। তিনি পবিত্র ও মহান ! তিনি আল্লাহ্‌ এক, প্রবল প্রতাপশালী।

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَظْفَرَ مَتَّخِئًا مَا يَشَاءُ ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

৬। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন এবং রাত্রিকে দিবস দ্বারা আবৃত করেন, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সেব্য নিয়োজিত করিয়াছেন, ইহাদের প্রত্যেকই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (স্ব স্ব পথে) ধাবমান রহিয়াছে। শুন ! তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীত ক্রমশালী।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ يَكُوْنُ الْيَلَدُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوْنُ النَّهَارُ عَلَى الْيَلَدِ وَسَفَرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلُّ يَجْرِي لِاَجْلِ مَسٰوِي الْاَمْوَاعِيْنَ الْعَقٰرِ

৭। তিনি তোমাদিগকে একই আশ্বা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর উহা হইতে উহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধা হইতে আট

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَائِدًا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَرًا ثَمَرًا ۗ اِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

জোড়া নাযেন করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃপর্বে এক সৃজনের পর অন্য সৃজনে (পরিবর্তন করিয়া) দ্বিবিধ অন্ধকারের ভিতর দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক—আধিপত্য তাঁহারই। তিনি বাতীত কোন মান্বদ নাই। অতএব তোমরা কোন দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতেছ ?

৮। যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা কর তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদের আদৌ মুখাপেক্ষী নহেন। এবং তিনি তাঁহার বান্দাদের জন্য অকৃতজ্ঞতাকে পসন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা কর তাহা হইলে তিনি ইহা তোমাদের জন্য পসন্দ করেন। এবং কোন বোঝাবহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে, তখন তিনি তোমাদিগকে তোমরা যাহা করিতে তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের বন্ধঃস্থলে নিহিত সব বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

৯। এবং যখনই মানুষকে কোন কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে নিজ প্রতিপালককে তাঁহার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ডাকিতে থাকে। এবং যখন তিনি নিজ সম্মিথান হইতে তাহাকে কোন নেয়ামত দান করেন তখন সে পূর্বে যাহার জন্য তাহাকে ডাকিতেছিল উহা ভুলিয়া যায়, এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করে যেন সে (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতে পারে। তুমি বল, '(হে মানব!) তুমি তোমার অস্বীকৃতি দ্বারা কিছু কাল ফায়দা ভোগ করিয়া গও, নিশ্চয় তুমি অগ্নিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

১০। তবে যে ব্যক্তি রাশির বিভিন্ন প্রহরে সেজদা করিয়া এবং দণ্ডায়মান হইয়া পরম আনুগত্য প্রকাশ করে, এবং পরকালকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা রাখে, সে কি (তাঁহার নাম্য হইতে পারে যে অবাধ্যতা করে)? তুমি বল, 'যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না তাহারা কি সমান হইতে পারে?' বস্তুতঃ ধীসম্পন্ন লোকসমূহই কেবল শিক্ষা লাভ করে।

১১। তুমি বল, 'হে আমার বান্দাসগণ যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের তাক্‌ওলা অবলম্বন কর।' যাহারা এই দুনিয়াতে কন্যাগ সাধন করে তাহাদের জন্য

فِي بَطْنٍ أَمْهَرْتُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِي فِي  
خَلْقِي ثَلَاثٌ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ  
إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصَوَّرُونَ ①

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْغَبُ بِكُفْرِكُمْ  
الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَمَرَتْهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ  
ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو  
إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّیُضِلَّ عَنْ  
سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَعْيُنِ  
النَّارِ ①

أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ أَنَا أَيْلٌ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْذُرُ  
الْأَجْرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي  
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ  
أُولُو الْأَلْبَابِ ①

قُلْ يُوجِبُ الْإِيمَانَ الْإِيمَانُ أَمَّا رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَبُوا  
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ

কন্যাপই অবধারিত আছে । এবং আল্লাহর পৃথিবী সুপ্রশস্ত ।  
ধৈর্যশীলসগণকে অবশ্যই বেহিসাব প্রতিদান দেওয়া  
হইবে ।

إِنَّمَا يُؤْتِي الضَّالِّينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

১২ । তুমি বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি  
আল্লাহর ইবাদত করি—তাঁহারই জন্য আনুগত্যকে বিস্তৃত  
করিয়া,

قُلْ إِنِّي أُؤْتِي اللَّهَ عِبَادَةً مَّخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝

১৩ । এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি আশ্ব  
সমর্পণকারীগণের মধ্যে প্রথম হই ।

وَأُؤْتِي لِأَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝

১৪ । তুমি বল, 'যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধতা  
করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি এক মহা দিবসের আযাবকে ভয়  
করি ।'

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ  
عَظِيمٍ ۝

১৫ । তুমি বল, 'আমি আল্লাহর ইবাদত করি— তাঁহারই  
জন্য আমার আনুগত্যকে বিস্তৃত করিয়া ।

قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۝

১৬ । 'তোমরা তাঁহাকে ছাড়া যাহার ইচ্ছা ইবাদত কর ।' তুমি  
বল, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাহারা, যাহারা কিয়ামত দিবসে  
নিজদিগকেও এবং নিজেদের পরিজনবর্গকেও ক্ষতিগ্রস্ত  
করিয়াছে ।' স্তন ! ইহাই হইতেছে সুস্পষ্ট ক্ষতি ।

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَيْرَ فِي  
الدِّينِ خَيْرًا وَأَنْفُسِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝

১৭ । তাহাদের উর্ধ্ব অগ্নির আবরণসমূহ থাকিবে এবং  
তাহাদের নিম্নেও (তদনুরূপ) আবরণসমূহ থাকিবে । ইহাই সেই  
বিষয়, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ নিজ বান্দাগণকে সতর্ক  
করিতেছেন, 'হে আমার বান্দাগণ ! আমার তাক্ওয়া অবলম্বন  
কর ।'

لَهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ ظُلٌّ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ  
ظُلٌّ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يُجَادُونَ فَاتَّقُوا ۝

১৮ । এবং যাহারা পুণ্যের পথে বাধা-সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীদের  
ইবাদত হইতে আশ্রয়লাভ করে এবং আল্লাহর দিকে বৃকিয়া  
থাকে— তাহাদের জন্য মহা সুসংবাদ । সূতরাং তুমি আমার  
বান্দাগণকে সুসংবাদ দাও,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا  
إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝

১৯ । যাহারা মনোযোগসহকারে কথা শুনে এবং উহার উত্তম  
অংশের অনুসরণ করে তাহারাই ঐ সকল লোক,  
যাহাদিগকে আল্লাহ হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং তাহারাই  
প্রকৃত বৃক্টিমান ।

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ  
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

২০ । তবে যাহার উপর আশ্ববের আদেশ জারী হইয়া গিয়াছে  
সে কি (রক্ষা পাইতে পারে)? তুমি কি সেই ব্যক্তিকে রক্ষা  
করিতে পার যে আগুনে আছে ?

أَمَّنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنذِرُ  
مَنْ فِي النَّارِ ۝

২১। কিছু যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য অবধারিত আছে বহু তল বিশিষ্ট বানাস্থানা, যাহার উপর অরুও বানাস্থানা নির্মিত থাকিবে, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে। ইহা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا  
غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ لَّا يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآبْهَارُ وَمَعَدَ  
اللَّهُ لَإِيْخْلِفَ اللَّهُ الْبِعَادَ ﴿٢١﴾

২২। তুমি কি দেখে নাই যে, আল্লাহ্‌ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, ফলে উহাকে ভূগর্ভে প্রব্রবণের আকারে প্রবাহিত করেন; অতঃপর তিনি শুষ্ক মরুভূমি উৎপন্ন করেন যাহার বর্ষ ভিন্ন ভিন্ন? অতঃপর উহা যখন পাকিয়া শুকাইয়া যায় তখন তুমি উহাকে হৃদয়বর্ষ দেখিতে পাবে, যাহার পর তিনি উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ খড়কুটায় পরিণত করেন। নিশ্চয় ইহাতে বৃক্ষিমান লোকদের জন্য সমরণীয় উপদেশ রহিয়াছে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَ  
بِهِ نَبَاتٍ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا  
أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهْبِطُ فَتَرَاهُ مَصْفًرًا ثُمَّ يَغْمِغُ  
بِهِ حُطًا مَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٢٢﴾

১২২

২৩। তবে যাহার বক্ষঃকে আল্লাহ্‌ ইসলামের জন্য উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে (সমাগত) জ্যোতির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে সে কি (ঐ বাজির সমান হইতে পারে যে এইরূপ নহে)? সূতরাং তাহাদের জন্য দুর্ভোগ যাহাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র সমরণে কঠোর! উহারাই প্রকাশ্য প্রান্তির মধ্যে আছে।

أَفَمَنْ سَخَّ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ  
مِّن رَّبِّهِ قَوْلٌ لِّلْفُصَيْيَةِ فَلَوْلَبُغْمُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ  
أَوْ تَبَكَّ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾

২৪। আল্লাহ্‌ কিভাবেই সর্বোত্তম বানী নায়েল করিয়াছেন, যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠনীয়। ইহার (পাঠের) কারণে তাহাদের গাভ্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তৎপর তাহাদের দেহ ও তাহাদের মন আল্লাহ্‌র সমরণে নরম হইয়া পড়ে। ইহা আল্লাহ্‌র হেদায়াত, ইহার দ্বারা তিনি যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন। এবং যাহাকে আল্লাহ্‌ বিভ্রান্ত সাবাস্ত করেন তাহার জন্য কেহই হেদায়াতদাতা নাই।

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ  
تَقْشُرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْتُونُ رَبَّهُمْ ثُمَّ يَلْبِثُونَ  
جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدًى  
لِّلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِّ اللَّهُ  
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٤﴾

২৫। তবে যে বাজি কিয়ামত দিবসে নিকৃষ্ট আশাব হইতে বাঁচিবার জন্য নিজ মশমগুলকে চাল বানাইবে সে কি (জামাতবাসীর সমান হইতে পারিবে)? এবং যালেনমদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা কিছু অর্জন করিতে উহার স্বাদ গ্রহণ কর।'

أَفَمَنْ يَتَّبِعِ يَدْوِجِهِمْ سُوءَ الْعَادَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল যাহার ফলে তাহাদের উপর এমন দিক হইতে আঘাত আসিয়াছিল যাহা তাহারা অনুমানও করিতে পারে নাই।

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَهُمُ الْعَذَابَ  
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾



২৭। সূতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহজীবনেও লাঞ্ছনা ভোগ করাইয়াছেন, এবং পরকালের আযাব হইবে গুরুতর, হয় ! যদি তাহারা বৃষ্টিত ।

২৮। এবং নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানবমণ্ডলীর জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ।

২৯। কুরআনকে আরবী ভাষায় বক্তৃতামূল্য করিয়া (আমরা নামেল করিয়াছি), যেন তাহারা তাকুওয়া অবলম্বন করিতে পারে ।

৩০। আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেনঃ এক ব্যক্তির সাহায্য কয়েকজন এমন মালিক রহিয়াছে যাহারা পরস্পর মত বিরোধ রাখে এবং অপর এক ব্যক্তির সাহায্য মালিক পুরাপুরি এক-জনই। এই দুই জনের অবস্থা কি সমান হইতে পারে ? সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য । কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না ।

৩১। নিশ্চয় তুমিও মরণশীল এবং তাহারাও নিশ্চয় মরণশীল ।

৩২। অতঃপর নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে পরস্পর কলহ-বিবাদ করিবে ।

৩৩। অতএব ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেন কে যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্যকে যখন উহা তাহার নিকট আসে, মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? জাহান্নামে কি কাফেরদের জন্য আবাসস্থল নাই ?

৩৪। এবং যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র নিকট হইতে) সত্য আনে এবং যে ব্যক্তি উহার ভঙ্গীক (সত্যায়ন) করে— তাহারাই মুত্তাকী ।

৩৫। তাহারা যাহা কিছু কামনা করিবে সব কিছু তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে মঞ্জুর থাকিবে; ইহাই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার,

৩৬। যেন আল্লাহ্ তাহাদের কৃত-কর্মের অনিষ্টকে তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দেন এবং তাহাদের কৃত-কর্মের মধ্যে সর্বোত্তম কর্ম অনুযায়ী তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার দান করেন ।

فَأَذَانَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَلَعْدَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ  
كُلِّ مَثَلٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

فُرَاتًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زُجَلًا فِيهِ شُرَكَاءٌ مُتَشَابِهُونَ  
وَرُجُلًا سَلَمًا أَرْجُلِي هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا الْاِحْتِدَادِ  
لِيَوْمِ بَلِّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣١﴾

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣٢﴾

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ  
بِالْبَيْتِ إِذْ جَاءَهُ الْيَسَسُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى  
لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْبَيْتِ وَصَدَقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ  
الْمُتَّقُونَ ﴿٣٤﴾

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاؤُ  
الْحَسَنِينَ ﴿٣٥﴾

يُنْفِرُ اللَّهُ عَنْهُمْ آسَافًا الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন? তথাপি তাহারা তোমাকে তাঁহার পরিবর্তে লোকদের ভয় দেখায়। এবং যাহাকে আল্লাহ্ বিপথগামী সাব্যস্ত করেন— তাহার জন্য অন্য কেহ পথ-প্রদর্শক নাই।

৩৮। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথপ্রদর্শন করেন— তাহার জন্য কেহই পথপ্রদর্শক হইতে পারে না। আল্লাহ্ কি মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নহেন?

৩৯। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিত্তাসা কর, 'কে আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন?' তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'আল্লাহ্।' তুমি বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদিপক্ষে ডাক, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করিতে চাহিলে, তাহারা কি তাঁহার অনিষ্টকে দূর করিতে পারিবে? অথবা আল্লাহ্ আমাকে রহমত দান করিতে চাহিলে, তাহারা কি তাঁহার রহমতকে রোধ করিতে পারিবে?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁহারই উপর নির্ভরশীলগণ নির্ভর করিয়া থাকে।'

৪০। তুমি বল, 'হে আমার জাতি! তোমরা নিজ নিজ সাধা অনুযায়ী কাজ করিতে থাক, আমিও (আমার সাধা অনুযায়ী কাজ) করিব, অতঃপর তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে,

৪১। কাহার উপর সেই আযাব আসে, যাহা তাহাকে লাঞ্চিত করে এবং কাহার উপর স্বায়ী আযাব আপতিত হয়?

৪২। নিশ্চয় আমরা মানবমণ্ডলীর কল্যাণের জন্য তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ নাযেল করিয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, বস্তুতঃ সে নিজেরই কল্যাণ সাধনে এইরূপ করে, এবং যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, বস্তুতঃ সে নিজেরই আশ্বার ক্ষতি সাধনের জন্য পথভ্রষ্ট হয়। এবং তুমি তাহাদের উপর অভিভাবক নহ।

৪৩। আল্লাহ্ মানুষের রূহকে তাহাদের মৃত্যুর সময় কবচ করিয়া থাকেন, এবং যাহাদের (এখনও) মৃত্যু হয় নাই (তাহাদের রূহকেও) তাহাদের নিদ্রাকালে (কবচ করিয়া থাকেন)। অতঃপর যাহাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালার করেন তাহাদের রূহকে ধরিয়্যা রাখেন, এবং অন্যগুলিকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য ফিরাইয়া দেন। নিশ্চয় ইহাতে চিত্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۝

وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْمِلْ عَلَيْهِ عِدَابٌ فَرِيئًا ۝

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا يَبِئسَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

اللَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ جِنَّةً صَوَّيَّتَهَا وَاللَّيْلِ لَمْ تَكُنْ فِي مَتَابِعِهَا فَيَسْئَلُكَ الْبَنِيُّ عَنْهَا لَمَّا مَاتَ وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ۝

৪৪। তাহারা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া শাফায়াতকারী দিগকে (সুপারিশকারী) ধরিয়াকে? তুমি বল, 'যদি তাহাদের কোন ক্ষমতা না থাকে, এবং তাহাদের কোন বৃদ্ধিও না থাকে, তবুও কি (তাহারা এইরূপ করিবে)?'

৪৫। তুমি বল, 'সকল প্রকার শাফায়াত (সুপারিশ) আল্লাহর ইচ্ছাযারে রহিয়াকে; আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য তাহারই। অতঃপর তাহারই দিকে তোমরা প্রতাবর্তিত হইবে।'

৪৬। এবং যখন আল্লাহকে সন্মরণ করা হয় তাঁহাকে একক বলিয়া, তখন যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না তাহাদের অন্তরসমূহ ঘূর্ণায় সংকুচিত হয়, এবং যখন তিনি ছাড়া অন্যদের কথা উল্লেখ করা হয় অর্থাৎ তাহারা হর্ষোৎফুল্ল হয়।

৪৭। তুমি বল, 'হে আল্লাহ! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়ের পরিজ্ঞাতা; তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে সেই সব বিষয়ের ফয়সালা করিবে যে সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে।'

৪৮। এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে যদি যালেমগণ উহার সব কিছুর মালিক হইত, বরং উহার সঙ্গে উদনরূপ আরও থাকিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় উহা কিয়ামত দিবসে কঠোর আঘাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মজ্জি-পগস্বরূপ পেশ করিত; এবং আল্লাহর তরফ হইতে তাহাদের উপর এমন সবকিছু প্রকাশিত হইবে যাহা তাহারা কল্পনাও করে নাই।

৪৯। এবং তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইবে, এবং যে বিষয়ে তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

৫০। এবং যখন মানুষকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে আমাদিগকে ডাকে। কিন্তু যখন আমরা তাহাকে আমাদের নিকট হইতে কোন নেয়ামত দিই, তখন সে বলে, 'ইহা তো আমাকে আমার জ্ঞানের কারণে দেওয়া হইয়াছে।' না, বরং ইহা এক পরীক্ষা; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

৫১। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও এইরূপ বলিত; কিন্তু তাহাদের 'প্রজিত সম্পদ তাহাদের কোন উপকারে আসে নাই।

أَرَأَيْتُمْ لِمَنِ دُونِ اللَّهِ تُشْفَعُونَ قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا  
لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ  
الْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٥﴾

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْرَأَتِ قُلُوبُ الَّذِينَ  
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ  
إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٤٦﴾

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عِلْمُ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا  
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٧﴾

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَ  
مَعَةِ لَأَفْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
وَبَدَأَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَهُمْ لِيَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٨﴾

وَبَدَأَ اللَّهُ مَنَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا  
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٩﴾

وَإِذَا نَسَّ الْإِنْسَانَ صُؤْرَدَعَانًا ثُمَّ إِذَا نَحْوَهُ  
نِعْمَةٌ تَنَاءً قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَدَل  
مِنْ فَتْنَةٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

قَدْ كَانُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَتَاعًا غَيْرًا  
كَانُوا يَنْكَبُونَ ﴿٥١﴾

৫২। সূতরাং তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল তাহাদের উপর আপত্তিত হইল; এই সকল লোকের মধ্য হইতেও যাহারা মুলুম করিয়াছে তাহাদের উপর তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল অবশ্যই আপত্তিত হইবে; এবং তাহারা (আল্লাহকে) অক্ষম করিতে পারিবে না।

৫৩। তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন রিয়ককে প্রশস্ত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন? নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেন জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

৫  
১১]

৫৪। তুমি বল, 'হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের গ্রাণের উপর অবিচার করিয়াছে, তোমরা আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালয়;

৫৫। এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঝোক এবং তাহার নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের উপর সেই আযাব আসিবার পূর্বে যাহা আসিবার পর তোমাদের কোন সাহায্য করা হইবে না;

৫৬। এবং তোমরা সর্বোত্তম শিক্ষার অনুসরণ কর যাহা তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে নাযেল করা হইয়াছে, তোমাদের উপর অকস্মাৎ আযাব আসিবার পূর্বেই এমতাবস্থায় যে তোমরা বৃথিতে পারিবে না, '

৫৭। পাছে যেন কোন ব্যক্তি এইরূপ না বলে যে, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমি যে অবহেলা করিয়াছি উহার জন্য পরিতাপ! বস্তুতঃ আমি উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, '

৫৮। অথবা পাছে কোন ব্যক্তি যেন না বলে যে, 'যদি আল্লাহ্ আমাকে হেদায়াত দিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমি মুতাকীসণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম;

৫৯। অথবা যখন আযাবকে দেখিবে তখন যেন সে এইরূপ না বলে যে, 'যদি আমার জন্য (দুনিয়াতে) ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। '

৬০। (তখন তাহাকে বলা হইবে) 'নহে, বরং তোমার নিকট আমার নিদর্শনসমূহ আসিয়াছিল — তখন তুমি ঐগুলিকে মিথ্যা

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَهُمْ يُعْجِزُونَ ﴿٥٢﴾

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

قُلْ يُعِزُّهُمُ اللَّهُ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ وَالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾

وَأَنْبِئُوا آلَ الرَّسُولِ مَا نَزَّلُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٥﴾

وَأَنْبِئُوا أَحْسَنَ مَا نَزَّلَ إِلَيْكُمْ مِنَ دَعْوَاهُمْ ۗ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿٥٦﴾

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرُنِي عَلَىٰ مَا فَطَنْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٧﴾

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾

أَوْ تَقُولَ لِيِن تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرْهُ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾

بَلَىٰ قَدْ جَاءَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ

وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠﴾

বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে এবং অহংকার করিয়াছিলে এবং কাফেরদের মধ্যে शामिल হইয়াছিলে ।'

৬১ । এবং যাহারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিয়াছে, কিয়ামত দিবসে তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ । অহংকারীদের জন্য কি জাহান্নামে আবাসস্থল নাই ?

৬২ । এবং আল্লাহ মুতাকীসগকে তাহাদের সফলতাসহ উদ্ধার করিবেন, কোন অমঙ্গল তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

৬৩ । আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর অভিভাবক ।

৬৪ । আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চারিসমূহ তাঁহারই হাতে আছে, এবং যাহারা আল্লাহর নিদর্শনাবনীকে অস্বীকার করে তাহারা ই ক্ষতিগ্রস্ত ।

৬৫ । তুমি বন, হে জাহিলগণ ! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিতে আদেশ দিওছ ?

৬৬ । অথচ আল্লাহর তরফ হইতে তোমার নিকট এবং তোমার পূর্ববর্তীদের নিকট ওহী করা হইয়াছিল যে, যদি তুমি শিরক কর তাহা হইলে তোমার কর্ম বৃথা যাইবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।'

৬৭ । বরং আল্লাহর ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ বান্দাগণের মধ্যে शामिल হও ।

৬৮ । এবং তাহারা আল্লাহর (সুপারবনীর) যথাযথ মন্যায়ন করিতে পারে নাই । এবং কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁহার করায়ত্ত হইবে এবং আকাশসমূহ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ওটানো থাকিবে । তিনি পবিত্র ও মহান, বস্তুতঃ তাহারা তাঁহার সহিত যাহাকে শরীক করে, উহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্ব ।

৬৯ । এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা মর্ছিত হইয়া পড়িবে, কেবল তাহারা ব্যতীত যাহাদিগকে আল্লাহ (বাদ রাখিত) চাহিবেন । অতঃপর ইহাতে দ্বিতীয় বার ফুৎকার দেওয়া হইবে,

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُاْ عَلَىٰ اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿١١﴾

وَيَتَجَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَقَارِنِهِمْ لَا يَأْسُهُمُ الشُّوْءُ وَلَا لَهُمْ بَخْرُؤُونَ ﴿١٢﴾

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٣﴾

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۗ يَاۤئِتِ اللّٰهُ اَوْلٰىكَ هُمَا الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٤﴾

قُلْ اَتَغَيِّرُ اللّٰهُ تَاۡمُرًا وَّيٰۤاَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿١٥﴾

وَلَقَدْ اُرْسِيۡ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيۡنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اٰسْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوۡنَ مِنَ الْخٰسِرِيۡنَ ﴿١٦﴾

بَلِ اللّٰهُ تَاۡعِبُدُ وَاَكُنَّ مِنَ الشّٰكِرِيۡنَ ﴿١٧﴾

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَتّٰى قَدَرَهُ ۗ وَالْاَرْضُ جٰنِبًا مِّمَّا بَنٰنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيٰتٍ بِيَمِيۡنِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَٰلٰى عَنَّا اِشْرٰكُوۡنَ ﴿١٨﴾

وَنُفِخَ فِي الصُّوۡرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنۢ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيۡهِ اٰخَرًا ۗ وَاِذَا هُمْ قِيٰمًا يَّتَطَرُوۡنَ ﴿١٩﴾

তখন দেখ! সহসা তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া (নিজেদের বিচারের জন্য) অপেক্ষমান হইবে।

৭০। এবং পৃথিবী তাহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং কিতাব সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইবে এবং নবীগণকে এবং সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদের সকলের মধ্যে নায়-সংগতভাবে সৃবিচার করা হইবে এবং তাহাদের উপর অবিচার করা হইবে না।

৭১। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাহা সে করিয়াছে উহার পূর্ণ পরিমাণে প্রতিদান দেওয়া হইবে। এবং তাহারা যাহা কিছু করে তিনি উহা সর্বাধিক জানেন।

৭  
[৭]  
৪

৭২। এবং কাফেরদিগকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে, এমন কি যখন তাহারা ইহার নিকট উপস্থিত হইবে তখন ইহার দ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং ইহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রসুলগণ আসেন নাই যাঁহারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া গুনাইতেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিতেন?' তাহারা বলিবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু কাফেরদের উপর আযাবের বাক্য (যাহা পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল) পূর্ণ হইল।'

৭৩। তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, তথায় তোমরা দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে। অতএব অহংকারীদের আবাসস্থল অতীব মন্দ।'

৭৪। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহাদিগকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে, এমনকি যখন তাহারা উহার নিকট উপস্থিত হইবে, এবং উহার দ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং উহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হউক, তোমরা সুখী হও, অতএব তোমরা ইহাতে চিরকাল অবস্থান করিবার জন্য প্রবেশ কর।'

৭৫। এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রসংশা আলাহুর জন্য, যিনি আমাদের সহিত কৃত তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং যিনি আমাদের উপর উত্তরধিকারী করিয়াছেন,

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَ  
جَاءَتْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالشَّهَادَاتِ وَفُضِّعَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا  
يُظْلَمُونَ ۝

وَوُضِعَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ أَعْمَىٰ مِمَّا بَعَلُّونَ ۝

وَسَيَقُ الَذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ إِذَا  
جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ  
يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ  
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِن  
حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ  
مَوْمِنًا الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

وَسَيَقُ الَذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا  
ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ  
خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ رَبَّنَا ۖ قَدْ خَلَوْهَا خَالِدِينَ ۝

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا  
الْأَرْضَ نَتَبَوُّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَمِمْ

আমরা জালাতের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করিব।' বস্তুতঃ  
সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান কতই না উত্তম !

أَجْرُ الْعَالَمِينَ ۝

৭৬। এবং তুমি ফিরিশতাসপকে আরশের চতুর্দিকে সারিবদ্ধ  
অবস্থায় দেখিবে, মাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ  
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে এবং তাহাদের  
সকলের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে সুবিচার করা হইবে এবং বনা  
হইবে যে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের  
প্রতিপালক।'

وَرَأَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُحْمَدُونَ  
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ

بِعِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ (٣٠)

৪০-সূরা আল্ মো'মিন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৬ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অস্বাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হা মীম্ ।

حَمِّمٌ ②

৩। এই কামিল কিতাব নামেন হইয়াছে মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহর তরফ হইতে,

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ③

৪। যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, পরম দানশীল । তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই । তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তন ঘটিবে ।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ  
ذِي الظُّلُمِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَسْكُونِ ④

৫। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা ব্যতীত আর কেহই আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে না । সূতরাং (স্বাধীনভাবে) নগরে নগরে তাহাদের পরিভ্রমণ যেন তোমাকে প্রতারণিত না করে ।

مَا يَأْتِيهِمْ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَنصُرُكَ  
تَقَابُلُهُمْ فِي الْبِلَادِ ⑤

৬। তাহাদের পূর্বে নূহের জাতি এবং তাহাদের পরে অনেক অনেক দল (আমাদের নিদর্শনাবলীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং প্রত্যেক জাতিই তাহাদের রসূলগণকে গ্রেপ্তার করিবার সংকল্প করিয়াছিল এবং মিথ্যা দনৌন-প্রমাণ দ্বারা বাক-বিতণ্ডা করিয়াছিল যেন তাহারা উহার দ্বারা সত্যকে স্থানচ্যুত করিয়া নিষ্ফল করিতে পারে । ফলে আমরা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলাম, সূতরাং (দেখ) আমার শাস্তি কেমন (ভয়ানক) হইয়াছিল !

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَنِي إِدْرِيسَ  
وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدُوا  
بِأَبْنَائِهِمْ لِيُذْخَبُوا بِهِ الْخَيْفَ فَأَخَذْتَهُمْ لَكَيْفَ  
كَانَ عِقَابٌ ⑥

৭। এবং এইভাবে তোমার প্রতিপালকের বাক্য কাফেরদের সম্বন্ধে পূর্ণ হইয়াছে যে, তাহারা আঙনের অধিবাসী ।

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا  
إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑦

৮। যাহারা 'আরশকে' বহন করে এবং যাহারা উহার চতুষ্পাশ্বে আছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁহার উপর ঈমান রাখে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (এই বলিয়া যে,) 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি প্রত্যেক

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ  
رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ  
آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا



বস্তুকে নিজ করুণা ও জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং যাহারা তওবা করে এবং তোমার পথ অনুসরণ করে, তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, এবং দোষখের আয়াব হইতে রক্ষা কর;

৯। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে চিরস্থায়ী জালাতে দাখিল কর, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দান করিয়াছ, এবং তাহাদের পিতৃপুরুষগণ, তাহাদের সহধর্মিণীগণ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও (জালাতে দাখিল কর)। নিশ্চয় তুমিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়;

১০। এবং তুমি তাহাদিগকে সকল অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর, বস্তুতঃ তুমি যাহাকে সেই দিন অনিষ্টসম্ভ হইতে রক্ষা করিবে তাহার প্রতি তুমি নিশ্চয় দয়া করিবে; এবং ইহাই প্রকৃত পক্ষে মহা সফলতা।

১১। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে (সেদিন) ডাকিয়া বলা হইবেঃ 'তোমাদের আত্মার প্রতি তোমাদের ঘৃণা অপেক্ষা (তোমাদের প্রতি) আল্লাহ্র ঘৃণা বৃহত্তর; (সম্মরণ কর) যখন তোমাদিগকে ঈমানের দিকে আহ্বান করা হইত তখন তোমরা অস্বীকার করিতে।'

১২। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে দুইবার যত্ন দিয়াছ, দুইবার আমাদিগকে জীবিত করিয়াছ; অতএব আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করিতেছি। সুতরাং নিষ্কৃতি নাডের কি কোন পথ আছে?'

১৩। (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদের এইরূপ অবস্থা এই কারণে যে, যখন আল্লাহ্কে ডাকা হইত, তাঁহাকে একক বলিয়া তখন তোমরা অস্বীকার করিতে, কিন্তু যখন তাঁহার সহিত কোন শরীক স্থির করা হইত তখন তোমরা ঈমান আনিতে। অতএব (এখন প্রকাশ হইয়া গেল যে) সকল আদেশ একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছতিয়ারে, যিনি অতি উচ্চ এবং অতি মহান।

১৪। তিনিই তোমাদিগকে নিজ নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্য আকাশ হইতে রিস্ক নাযেল করেন; কিন্তু উপদেশ কেবল ঐ ব্যক্তিই গ্রহণ করে যে (আল্লাহ্র দিকে) ঝুঁকে।

فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ  
عَذَابَ الْجَحِيمِ ①

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ  
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ  
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ  
بُعْدٌ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ③

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينادُونَ لَكَفَّتْ اللَّهُ أَكْبَرُ  
مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ  
تُكْفَرُونَ ④

قَالُوا رَبَّنَا آتِنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ  
فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِمِّنْ  
سَبِيلٍ ⑤

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَخَذَهُ كَفَرْتُمْ  
وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ نُؤْمِنُوا ۗ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ  
الْكَبِيرِ ⑥

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ  
السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ⑦

১৫। অতএব তোমরা আল্লাহকে ডাক—আনগত্যকে একমাত্র তাহায়েই জন্য বিতর্ক করিয়া, যদিও কাফেররা ইহাকে অপসন্দ করুক না কেন।

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٥﴾

১৬। তিনি মর্যাদায় অতি উচ্চ, আরশের অধিপতি। তিনি তাহার বাম্বাগপের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন নিজ আদেশ—বাণী অবতীর্ণ করেন যেন সে (লোকদিগকে) পরস্পর সাফাভের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে।

رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٦﴾

১৭। সেদিন তাহারা বাহির হইয়া পড়িবে, তখন আল্লাহর নিকট তাহাদের কোন কিছু গোপন থাকিবে না। আজ সর্বাধিপত্য কাহার জন্য? এক, প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর জন্য।

يَوْمَ هُمْ بَارُزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَسْنَا نَأْتِيكَ أَيُّومًا إِلَّا الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٧﴾

১৮। আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃত-কর্মের প্রতিফল দেওয়া হইবে। আজ (কাহারও উপর) কোন অবিচার করা হইবে না; নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

أَيُّومًا نُنْجِزُهُ لِكُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ أَيْوَمِنَّا إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তুমি তাহাদিগকে সেই আসন্ন (কিয়ামত) দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যখন হৃদয়গুলি অন্তর্নিহিত দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায় কঠাঙ্গত হইবে। তখন যানেমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) হইবে না যাহার শাফায়াত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَذْفَىٰ إِذُ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظُلْمِئِنَّهُ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَسِبٍ وَلَا يَشْفِعُ يُطَاعُ ﴿١٩﴾

২০। চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা এবং বন্ধুত্বন যাহা গোপন করিয়া রাখে তাহা তিনি জানেন।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿٢٠﴾

২১। এবং আল্লাহই ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিচার করেন এবং তাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ বাতীত ডাকে, তাহারা কোন বিষয়েই বিচার করিতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢١﴾

২২। তাহারা কি ভূগুণ্ডে ভ্রমণ করে না যেন তাহারা দেখিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল? তাহারা শক্তি এবং পৃথিবীতে সন্মুতিসৌখ স্বাপনের দিক দিয়া ইহাদের চাইতে অধিকতর প্রবল ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাহাদের পাপের জন্য তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠার করিয়াছিলেন, এবং আল্লাহ (প্রদত্ত শাস্তি) হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার মত কেহই ছিল না।

أَوَلَمْ يَبْهَرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا فِي الْأَرْضِ فَنَعَاهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَكَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٢٢﴾

২৩। ইহা এই কারণে হইয়াছিল যে, তাহাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আসিত, কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিত। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে পাকড়াও করিতেন। নিশ্চয় তিনি পরম শক্তিশালী, শাস্তি দানে কঠোর।

২৪। এবং নিশ্চয় আমরা মুসাকেও আমাদের নিদর্শনাবলী এবং স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম,

২৫। ফেরাউন, হামান ও কারনের নিকট; কিন্তু তাহারা বলিয়াছিল, '(এই ব্যক্তি) যাদুকর, বড় মিথ্যাবাদী।'

২৬। এবং যখন সে আমাদের নিকট হইতে সত্যসহ তাহাদের নিকট আগমন করিল তখন তাহারা বলিল, 'যাহারা তাহার সহিত ঈমান আনিয়াছে তাহাদের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখ।' কিন্তু কাফেরদের যড়যন্ত্র বাধাই হইয়া থাকে।

২৭। এবং ফেরাউন বলিল, 'তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও, যেন আমি মুসাকে হত্যা করি, এবং সে তাহার প্রতিপালককে (সাহায্যার্থে) ডাকুক, নিশ্চয় আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করিয়া দিবে অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটাইবে।'

২৮। এবং মুসা বলিল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট এমন প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি হইতে আশ্রয় চাহিতেছি যে হিসাবের দিনের উপর ঈমান রাখে না।'

২৯। এবং ফেরাউনের বংশ হইতে এক ঈমানদার ব্যক্তি, যে নিজ ঈমানকে গোপন করিতেছিল, বলিল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করিবে যে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ্' অথচ সে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী আনিয়াছে? এবং যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহা হইলে তাহার মিথ্যার প্রতিফল তাহারই উপর বর্তিবে; আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহা হইলে সে তোমাদিগকে যে (সমস্ত আশা বা সম্বন্ধে) ভয় প্রদর্শন করিতেছে, উহার কিয়দংশ অবশ্যই তোমাদের উপর বর্তিবে। নিশ্চয় সীমানাঘনকারী, ঘোর মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ্ কখনও সৎপথে পরিচালিত করেন না।'

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَاۡتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَلَمَّا وَاۡخَذَهُمُ اللّٰهُ اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيْدٌ لِّعَاقِبِ ۝

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰیٰتِنَا وَسُلٰطِيْنٍ مُّبِيْنٍ ۝

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَاۡرُوْا اِنۡحٰرُكَدٰۤا ۝

فَلَمَّا جَاۡءَهُمُ الْبَحۡثُ مِنْ عِنۡدِنَا قَالُوْا اِنۡتٰلُوْا اٰبَاۡءَ الدِّيۡنِ اٰمَنُوْا مَعَهُ وَاَسۡتَحۡيُوْا سَاۡءَ هُمۡ وَمَا كِيۡدُ الْكٰفِرِيۡنَ اِلَّا فِى ضَلٰلٍ ۝

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُمِّرُوْنِيۡ اَقۡتُلْ مُوْسٰى وَلِيۡدَعُ رَبَّۙ اِنِّيۡۤ اَخَافُ اَنۡ يُبَدِّلَ دِيۡنِكُمْ اَوْ اَنۡ يُّظٰهِرَ فِى الْاَرۡضِ الْفَسٰۤاۡدَ ۝

وَقَالَ مُوْسٰى اِنِّيۡ مُدۡتۡ بِرَبِّيۡ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مَكۡتَبٍ لَا يُؤۡمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤۡمِنٌ مِّنۡ آلِ فِرْعَوْنَ يَكۡتُمۡ اٰیٰتِنَاۙ اَتَقۡتُلُوْنَ رَجُلًا اِنۡ يَقُوْلَ رَبِّيۡ اللّٰهُ وَوَدَّ جَاۡءِكُمۡ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَاِنۡ يَّكۡذٰبُنَاۙ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِنۡ يَّكۡذٰبُوۡاۙ فَاَيُّ صٰۤاۡدِقًا يُّصۡبِحُكُمْ بَعْضُ الَّذِيۡنَ يَعۡبُدُوۡكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهۡدِيۡ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كٰذٰبٌ ۝

৩০। 'হে আমার জাতি! আজ আধিপত্য তোমাদের (দখলে আছে), ফলে দেশে তোমরা প্রভাবশালী। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাবের মোকাবেলায়, যখন উহা আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে, তখন আমাদিগকে কে সাহায্য করিবে?' ফেরাউন বলিল, 'আমি তোমাদিগকে সেই পথই দেখাইতেছি যাহা আমি স্বয়ং ভাল বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, বস্তুতঃ আমি তোমাদিগকে সঠিক-সৎপথেই পরিচালিত করিতেছি।'

يَقُومُ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهْرِيْنَ فِي الْاَسْرٰحِ  
فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بٰسِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا قَالُ  
فَوَعَدُوْا مَا اُرِيْكُمْ اِلَّا مَا اَرٰى وَمَا اَهْدٰكُمْ  
اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشٰدِ ۝

৩১। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছিল সে বলিল, 'হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে (পূর্ববর্তী) বড় বড় সম্প্রদায়ের (ধ্বংসের) দিনের ন্যায় (তোমাদের ধ্বংসের) আশংকা করিতেছি —

وَقَالَ الَّذِيْ اٰمَنَ يَوْمَئِذٍ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ وَفِي  
يَوْمِ الْاٰخِرٰتِ ۝

৩২। নূহ, আদ ও সামূদের জাতির এবং তাহাদের পরবর্তীদের অবস্থার অনুরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাহার বান্দাদের উপর অবিচার করিতে চাহেন না;

وَشَلْ دَابُّ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَثَمُوْدٍ وَالَّذِيْنَ  
مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰبَادِ ۝

৩৩। এবং হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই দিনের ভয় করিতেছি যখন নোক একে অপরকে (সাহায্যার্থে) ডাকাডাকি করিবে,

وَيَقُومُ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنٰازِ ۝

৩৪। সেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে, এবং কেহই আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তোমাদের রক্ষাকারী হইবে না, এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাবাস্ত করেন তাহার জন্য কেহই হেদায়াতদাতা হইতে পারে না।'

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ  
عٰصِمٍ وَمَنْ يُّضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

৩৫। এবং ইতিপূর্বে ইউসূফ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু যাহা কিছু লইয়া সে তোমাদের নিকট আসিয়াছিল তৎসম্বন্ধে তোমরা সন্দেহেই পড়িয়া রহিলে, এমন কি যখন তাহার মৃত্যু হইল, তখন তোমরা (নিরাশ হইয়া) বলিতে লাগিলে, 'আল্লাহ্ তাহার পরে আর কোন রসূল আবির্ভূত করিবেন না; এইভাবেই আল্লাহ্ প্রত্যেক সীমানংঘনকারী এবং সন্দেহ পোষণকারীকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন —

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْاٰبَتِيْنَ فَمَا  
رٰلْتُمْ فِيْ شَيْءٍ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهٖ عَتٰى اِذَا هَلَكَ قَلْبُكُمْ  
لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ  
اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ۝

৩৬। যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে (তাঁহার তরফ হইতে) তাহাদের নিকট সমাগত কোন প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করে। ইহা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত বিষয় এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও যাহারা ঈমান আনিয়াছে। এইরূপে আল্লাহ্ সকল অহংকারী স্বৈরাচারীর হৃদয়ে মোহর মারিয়া দেন।

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَعِبْرِىٰ سُلْطٰنِ اٰتِهِمْ  
كَبْرًا مَّقٰتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ  
يُضِلُّ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُّسْكِرٍ ۝

৩৭। এবং ফেরাউন বলিল, 'হে হামান ! আমার জন্য একটি উচ্চ মহল তৈরী কর যেন আমি ঐসকল প্রবেশ পথে গিয়া পৌছি —

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يُهَيِّئْ لِي مَخْرَجًا فَقَالَ لَأَأْتِيَنَّكَ مِنْهُنَّ آبَابٌ مِثْلَ بَابِ الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّكَ مِنْهَا وَيُخْرِجَنَّهُنَّ مِنَ الْمَدِينَةِ وَتَكْفُرُنَّ بِآيَاتِي وَلَوْلَا كِتَابُ رَبِّي لَأَمَنَّ فِرْعَوْنَ بِعَصَاهُ إِنَّهُ كَذَّابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٧﴾

৩৮। আকাশসমূহের প্রবেশ পথে, যেন আমি মূসার মা'বদকে দেখিতে পাই; বস্তুতঃ আমি তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াই জানি।' এবং এইরূপে ফেরাউনের দৃষ্টিতে তাহার নিকৃষ্ট কর্মকে মনোহর করিয়া দেখানো হইয়াছিল এবং তাহাকে সত্য পথ হইতে নিরুত্ত রাখা হইয়াছিল; এবং ফেরাউনের তদবীর বার্থতায় পর্যবসিত হওয়াই অবধারিত ছিল।

وَأَنزَلْنَا السَّمَاءَ مَطَرًا مُّبِينًا فَنَسَّبْنَاهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছিল সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে হেদায়াতের পথ দেখাইব;

وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا أَتَيْتُمُونَا بِأَهْدٍ مُّبِينَةٍ ﴿٣٩﴾

৪০। হে আমার জাতি ! এই পার্থিব জীবন (ক্ষণস্থায়ী) ভোগবিন্যাসের সত্তার মাত্র, এবং পরলোকই প্রকৃত পক্ষে চিরস্থায়ী আবাস;

يَقَوْمِ إِنَّمَا هِيَ دُنْيَا مَتَاعٌ وَذُنُوبِكُمْ بَاطِنَةٌ ﴿٤٠﴾

৪১। যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করিবে তাহাকে কেবল তদনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং যে ব্যক্তি মো'মেন হওয়া অবস্থায় সৎকর্ম করিবে, সে পুরুষ হউক বা নারী, সত্যতাঃ এই সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে, সেখানে তাহাদিগকে বেহিসাব বিষ্ক দেওয়া হইবে;

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُحْزَىٰ إِلَّا مِنهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ دُونِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَلَنَجْزِيَنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤١﴾

৪২। এবং হে আমার জাতি। কেমন আশ্চর্য কথা ! আমি তো তোমাদিগকে মুক্তির দিকে আহ্বান করিতেছি, আর তোমরা আমাকে আঙ্কনের দিকে ডাকিতেছ;

وَيَقَوْمِ مَا إِلَىٰ آذُنِكُمْ إِلَّا النَّجْوَىٰ وَتُدْعُونَنِي إِلَىٰ الثَّغَارِ ﴿٤٢﴾

৪৩। তোমরা আমাকে এই জন্য ডাকিতেছ যেন আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং উহাকে তাঁহার শরীক করি যাহার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই; এবং আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি মহা পরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমশীল (আল্লাহর) দিকে।

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَأَنَا أَذْعَمُ أُمَّ إِلَىٰ الْعَزِيزِ الْقَهَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৪। ইহাতে অবশ্যই কোন সন্দেহ নাই যে, যাহার দিকে তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ সে ইহজগতেও কোন আহ্বানের অধিকারী নহে এবং পরজগতেও নহে, এবং আমাদের সকলকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এবং সীমালংঘনকারীরাই আঙনের অধিবাসী হইবে;

لَا جَرَمَ لَنَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَأَنْ مَّرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْأُولَىٰ هِيَ الْآخِرَةُ ۖ إِنَّهُمْ مُّصِيبُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। সূতরাং আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিতেছি তাহা তোমরা শীঘ্রই সমরণ করিবে। এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর নিকট সোপর্দ করিতেছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাহার বান্দাগণকে উত্তমভাবে দেখিতেছেন।

৪৬। ইহাতে আল্লাহ সেই (মো'মেন) ব্যক্তিকে তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল উহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন, এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়কে নিকৃষ্ট আযাব পরিবেষ্টন করিয়া লইল—

৪৭। সেই আগুন, যাহার সম্মুখে তাহাদিগকে সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয়। এবং যখন নির্ধারিত মুহূর্ত উপস্থিত হইবে, তখন (ফিরিশ্বতাদিগকে বলা হইবে যে,) 'ফেরাউনের সম্প্রদায়কে কঠোর আযাবে দাখিল কর।'

৪৮। এবং যখন তাহারা আগুনের মধ্যে বাদানুবাদ করিতে থাকিবে, তখন দুর্বলেরা তাহাদিগকে বলিবে, যাহারা অহংকার করিত, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসরণ করিতাম, অতএব এখন কি তোমরা আমাদের নিকট হইতে এই অগ্নি-যন্ত্রণার কিয়দংশ অপসারিত করিতে পার?'

৪৯। যাহারা অহংকার করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আমরা সকলেই তো ইহার মধ্যে আছি। নিশ্চয় আল্লাহ (তাহার) বান্দাগণের মধ্যে যথাযথ বিচার করিয়াছেন।'

৫০। এবং যাহারা আগুনের মধ্যে থাকিবে তাহারা জাহান্নামের প্রহরীগণকে বলিবে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক যেন তিনি আমাদের দিনকে আমাদের জন্য নাযব করিয়া দেন।'

৫১। তাহারা বলিবে, 'তোমাদের রসুলগণ কি সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহসহ তোমাদের নিকট আসে নাই?' তাহারা বলিবে, 'হ্যাঁ।' তাহারা (প্রহরীগণ) বলিবে, 'তোমরা (যত চাহ) ডাকিতে থাক।' বসন্তঃ কাফেরদের ডাক রাখাই যায়।

৫২। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রসুলগণকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই সাহায্য করিব, পার্থিব জীবনেও এবং ঐ দিবসেও যখন সাক্ষীগণ দাঁড়াইবে,

فَسْتَدْرُونَ مَا قَوْلُ لَكَرُوا أَفَوْسُ اتُّرَىٰ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْأَعْيَادِ ۝

فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۝

الَّذِينَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

وَلَاذِي بَعَّا جُنَّ فِي النَّارِ لَيَكْفُلُنَّ الضُّعْفُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَإِنَّا لَكُنَّا لَهُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَوَيْبًا مِنَ النَّارِ ۝

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدَّ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَدْنُو جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۝

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنَّا نُرْسِلُكُمْ بِالْبَيْتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعْوَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ ۝

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۝

৫৩। যেদিন যালেমদিগকে তাহাদের ওয়হর-আপত্তি কোন উপকার করিবে না এবং তাহাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য নিকটী আবাসস্থল অবধারিত।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا لَهُمُ الدَّارِ ۝

৫৪। এবং নিশ্চয় আমরা মুসাকে হেদায়াত দান করিয়াছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে আমরা (৩৩রাত) কিতাবের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম—

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ۝

৫৫। যাহা বুক্‌মান লোকদের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ স্বরূপ ছিল।

هُدًى وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

৫৬। সূত্রাং তুমি ধৈর্য ধরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। এবং তুমি ক্রমা প্রার্থনা কর— তোমার (প্রতি যাহারা) ভ্রষ্ট-বিচ্যুতির (অপবাদ দিয়াছে তাহাদের) জন্য; এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَتَبْتَغِ بِحَبْلِ رِجْلِكَ وَأَلْعَنِي وَالْإِنكَارِ ۝

৫৭। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে (তাঁহার তরফ হইতে) তাহাদের নিকট সমাগত কোন প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করে, তাহাদের বক্ষঃস্থলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাতীত আর কিছুই নাই যাহা তাহারা কখনও লাভ করিতে পারিবে না। সূত্রাং আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَهُمُ انْفِيسٌ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا تَكَاثُرُوا بِهَا لَغْوِيَةً فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

৫৮। নিশ্চয় আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃজন কার্য মানুষের সৃজন কার্য হইতে বৃহত্তর, কিন্তু অধিকাংশ লোক (তাহা) অবগত নহে।

لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَبِيرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৫৯। এবং অন্ধ এবং চক্ষুমান সমান নহে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা এবং দুষ্কৃতকারীরা সমান নহে। তোমরা হুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَةُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ فَتَلْتَأَمُونَ ۝

৬০। (শাস্তির) নির্ধারিত মুহূর্ত নিশ্চয় আসিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনেনা।

إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৬১। এবং তোমাদের প্রতিপালক বলিতেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কিন্তু যাহারা আমার ইবাদত সম্বন্ধে অহংকার করে, তাহারা নিশ্চয় লাস্তিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।'

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ عَنِّي يَصُدُّونَ عَنِّي فَلَمْ يُسَمِعُوا مِنِّي وَهُمْ يَخْتَفُونَ ۝

৬২। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা উহাত বিশ্রাম লাভ করিতে পার। এবং দিবসকে দেখার জন্য (আলোকোজ্জ্বল করিয়াছেন)। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এই তো আল্লাহ্, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। সুতরাং তোমাদিগকে কি করিয়া বিপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ?

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ عَلَيْنَ لِيَسِيءَ إِلَيْكُمُ الْوَالِدُ الْكَافِرُ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَنُورٍ قَالُوا تَوْفَكُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। মাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে হঠকারিতা করিয়া অস্বীকার করে, তাহাদিগকে এইরূপে বিপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়।

كَذٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِي يَدِينُ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَحَدِّثُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। তিনিই আল্লাহ্, যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন তোমাদের জন্য অবস্থানস্থলস্বরূপ এবং আকাশকে (সংরক্ষণার্থে) ছাদ স্বরূপ; এবং তিনি তোমাদিগকে আকৃত্রিম দান করিয়াছেন এবং তোমাদের আকৃত্রিম করিয়াছেন সর্বোৎকৃষ্ট এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র রিয়ক দান করিয়াছেন। এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; অতএব পরম বরকতের অধিকারী আল্লাহ্, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُم مَّوَدًّا فَحَسَنَ مَّوَدَّكُمْ وَسَرَّ ذِكْرُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ فَتَتَذَكَّرُ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬। তিনি চিরজীব এবং জীবন-দাতা। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। সুতরাং তোমরা আনুগত্যকে তাহারই জন্য বিস্ময় করিয়া তাহাকে ডাক। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাক, তাহাদের ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে, যেহেতু আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসিয়াছে এবং আমি সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।'

قُلْ إِنِّي بُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُرْسِنُ أِن أُسَلِّمَ لِآيَاتِ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮। তিনিই তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর বর্ষ হইতে, অতঃপর আঠালো জমাত রক্তপিণ্ড হইতে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির্গত করেন, অতঃপর (তিনি বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া তোমাদিগকে লইয়া যান) যেন তোমরা যৌবনে পৌছ, অতঃপর যেন তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হও; এবং তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও রুহ্ ইহার (বার্ধক্যে

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَوتُوا شِيبُوا وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلٍ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلَ مُّسَمًّى ۚ وَ لَلَّكُمْ



উপনীত হওয়ার পূর্বেই কবয করিয়া লওয়া হয়, এবং (তিনি এইজন্য এইরূপ করেন) যেন তোমরা (তোমাদের জন্য) নির্ধারিত সময়ে পৌছ এবং যেন তোমরা বৃদ্ধি-বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পার।

৬৯। তিনিই (আল্লাহ্) যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। এবং যখন তিনি কোন বিষয়ের ফয়সালা গ্রহণ করেন, তখন তিনি উহার সম্পর্কে বলেন 'হও।' তখন উহা হইয়া যায়।

৭০। তুমি কি ঐ সকল লোককে দেখ নাই যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে হঠকারিতা করিয়া বিতর্ক করে, কিভাবে তাহাদিগকে (সংগত হইতে) কিরাইয়া দেওয়া হইতেছে!

৭১। যাহারা এই কিতাবকে এবং উহাকে (পয়গামকে) যাহা দিয়া আমরা আমাদের রসূলগণকে পাঠাইয়াছিলাম, মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। সূতরাং ইহারা শীঘ্রই 'নিজেদের পরিণাম' জানিতে পারিবে,

৭২। যখন তাহাদের প্রীবাদেশে বেড়ী থাকিবে এবং শৃংখল সমূহও; (এই অবস্থায়) তাহাদিগকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে—

৭৩। ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাহাদিগকে আগুনে জ্বালানো হইবে।

৭৪। অতঃপর তাহাদিগকে বনা হইবে, উহারা কোথায় যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে,

৭৫। আল্লাহ্ বাতীত? তাহারা বলিবে, উহারা আমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে; না, বরং আমরা ইতিপূর্বে কোন বস্তুকেই (আল্লাহ্‌র সহিত শরীক বলিয়া) ডাকিতাম না; এইভাবে আল্লাহ্ কাকেরদিগকে বিভ্রান্ত হইতে দেন।

৭৬। ইহা এইজন্য যে, তোমরা ভূগুণ্ডে অনায়াভাবে উল্লাস করিতে এবং এইজন্য যে তোমরা বড়াই করিতে।

৭৭। তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর উহাতে বসবাস করিবার জন্য। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!

تَعْقِلُونَ ۝

هُوَ الَّذِي يُبَيِّئُ وَيُنَبِّئُ فَاِذَا قَضَىٰ اَمْرًا فَاِنَّآ اَنۡقَضٰهُ يَقُوْلُ لَهُ كُنۡ فَيَكُوْنُ ۝

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ يُجَادِلُوْنَ فِيۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ اَنۡىٰ يُصِرُّوْنَ ۝

الَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاَلۡكِتٰبِ وَبِمَاۤ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا فَتَوَسَّوۡا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ اِلَى اللّٰهِ لِيُخۡرِجَ عَلٰى سَبِيۡلِ اللّٰهِ مِمَّا رَزَقَنَا اللّٰهُ لَعَلَّآ نَشَكَرَ ۝

اِذِ الْاَعۡمَالُ فِيۡۤ اَعۡنَاۡقِهِمۡ وَالنَّٰسِلُ يُسۡجَبُوْنَ ۝

فِي الْحَيۡوَةِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسۡجَرُوْنَ ۝

ثُمَّ قِيلَ لَهُمۡ اِنَّ مَا كُنۡتُمْ تُشۡرِكُوْنَ

مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ قَالُوۡا صَلُّوۡا عَلٰى بَلۡ لَّمۡ يَكُنۡ تَدۡعُوۡا مِّنۡ قَبۡلِ شَيْۡءٍ كَذٰلِكَ يُخۡضَلُ اللّٰهُ الْكٰفِرِيۡنَ ۝

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنۡتُمْ تَفۡرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيۡرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنۡتُمْ تَمۡرَحُوْنَ ۝

اُدۡخِلُوۡا اَبۡوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَقۡمِسۡ مَثۡوٰى الْمُتَكۡدِرِيۡنَ ۝

৭৮। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সূতরাং আমরা তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, যদি উহার কতকাংশ আমরা তোমাকে (তোমার জীবদ্দশায় পূর্ণ করিয়া) দেখাই, অথবা (ইহার পূর্বেই) তোমাকে মুত্য়া দিই, বস্তুতঃ তাহাদিগকে আমাদের নিকটই ফিরাইয়া আনা হইবে।

৭৯। এবং আমরা তোমার পূর্বেও অনেক রসূল পাঠাইয়াছিলাম, যাহাদের মধ্য হইতে কাহারও কাহারও বিষয় তোমার নিকট আমরা বর্ণনা করিয়াছি, এবং তাহাদের মধ্য হইতে কতকের উল্লেখ আমরা তোমার নিকট করি নাই; এবং কোন রসূলের পক্ষে সন্দেহ নহে যে সে আল্লাহর আদেশ বাতীল কোন নিদর্শন আনে। কিন্তু যখন আল্লাহর আদেশ আসে তখন নাযাডাবে মীমাংসা করা হয় এবং মিথ্যাবাদীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৮০। তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা ইহাদের কতকের উপর আরোহণ কর এবং ইহাদের কতককে আহাৰ কর—

৮১। এবং ইহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য আরো অনেক উপকার আছে, এবং এইজন্যও যেন তোমরা ইহাদের উপর আরোহণ করিয়া তোমাদের বক্ষঃস্থলে নিহিত প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পার। এবং উহাদের উপর এবং নৌকাসমূহের উপর তোমাদিগকে আরোহণ করানো হয়,

৮২। এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাৰ নিদর্শনসমূহ দেখান; অতএব তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে কোনটিকে অস্বীকার করিবে ?

৮৩। তাহারা কি, পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই যাহাতে তাহারা দেখিতে পারিত যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হইয়াছিল ? তাহারা সংখ্যায় ইহাদের অংগা অধিকতর ছিল, এবং শক্তিতে এবং পৃথিবীতে সমৃতিসৌধ নির্মাণেও অধিকতর প্রবল ছিল। কিন্তু তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিত উহা তাহাদের কোন কাজে আসিল না।

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَأَمَّا رَبِّكَ بُعْثَ  
الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْلِيَّائِكَ فَإِنَّا يَرْجِعُونَ ﴿٧٨﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا  
عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ  
رَسُولٌ أَن يَأْتِيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ  
أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ فَوَيْ بِالْحَيْدِ خَيْرٌ هُنَالِكَ الْبَاطِلُونَ ﴿٧٩﴾

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ تَرْكَبُونَهَا وَمِنْهَا  
تَأْكُلُونَ ﴿٨٠﴾

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَتَتَّبِعُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي  
صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِكِ تَحْمِلُونَ ﴿٨١﴾

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨٢﴾

أَلَمْ يَجْعَلُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَلَشَدَّ  
قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ مِمَّا أَخْفَى عَنْهُمْ كَانُوا  
يَكْفُرُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪। এবং যখনই তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছে তখনই তাহারা তাহাদের নিকট যে যৎসামান্য জ্ঞান ছিন্ন উহার গর্বে উল্লসিত হইয়াছে এবং তাহারা যাহার (আযাবের) প্রতি উপহাস করিয়াছে তাহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে।

৮৫। এবং যখন তাহারা আমাদের আযাবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তখনই তাহারা বলিয়াছে, 'আমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম এবং আমরা যাহাদিগকে তাঁহার সহিত শরীক করিতেছিলাম, তাহাদিগকে অস্বীকার করিলাম।'

৮৬। কিন্তু যখন তাহারা আমাদের আযাবকে প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাহাদের ঈমান তাহাদের কোন উপকারে আসিল না। ইহাই আল্লাহর বিধান যাহা তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে। এবং এইভাবে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ  
مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ تَاكُوتُهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٤﴾

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّاهُ وَكُفَرْنَا بِمَا  
كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٥﴾

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا  
سَلَّتْ اللَّهُ إِلَيْهِ قَدْحَكَ فِي عِبَادِهِمْ وَخَسِرَ  
فِي هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٦﴾



## ৪১-সূরা হা মীম আস্ সাজ্জদা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা,  
পরম দয়াময়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হা মীম ।

حَمْدٌ ②

৩। অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়ের নিকট হইতে  
(এই কুরআন) নামেন হইয়াছে—

تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③

৪। এমন কিতাব, যাহার আয়াতসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ  
বর্ণিত হইয়াছে, যাহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হইবে, যাহা আরবী  
(প্রাঞ্জল) ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সকল নোকের জন্য যাহারা  
আনের অধিকারী,

كِتَابٌ فَضَّلْتِ اللَّهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ④

৫। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। তথাপি তাহাদের  
অধিকাংশই বিমূখ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা শ্রবণ  
করে না ।

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا  
يَسْمَعُونَ ⑤

৬। এবং তাহারা বলে, 'তোমরা যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে  
আহ্বান করিতেছ উহা সম্বন্ধে আমাদের অন্তর পর্দায় (ঢাকা)  
আছে এবং আমাদের কর্ণ বধিরতা আছে, এবং আমাদের  
ও তোমার মধ্যে এক অন্তরাল আছে । সূত্রাৎ তুমি তোমার  
কাজ কর এবং আমরাও আমাদের কাজ করি ।'

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكْثَمَةٍ فَمَا تَدْعُنَا إِلَيْهِ  
وَرَفِيْ أَدَانَا وَقَدْ وَرَيْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حَبَابٌ  
فَاعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ ⑥

৭। তুমি বল, 'আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার  
প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'ব্দ এক-ই মা'ব্দ; সূত্রাৎ  
তোমরা তাঁহার দিকে যাওয়ার পথে ধৈর্যের সহিত অবিচল থাক,  
এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ।' এবং মোশরেকদের  
জন্য দূর্ভোগ—

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَا لِلْهَلْمِ  
إِلَى اللَّهِ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ وَوَيْلٌ  
لِّلْمُشْرِكِينَ ⑦

৮। যাহারা যাকাত দেয় না, বস্তুতঃ তাহারই পরকাল সম্বন্ধে  
অবিশ্বাসী ।

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ⑧

৯। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য  
নিশ্চয় অফুরন্ত প্রতিদান (অবধারিত) আছে ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ  
مُتَّوِّبٍ ⑨

১০। তুমি বল, 'তোমরা কি বাস্তবিক তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছ, যিনি পৃথিবীকে দুই দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার সমকক্ষ স্থির করিতেছ ? ইনিই তো সকল জগতের প্রতিপালক।

১১। এবং তিনি পৃথিবীতে উহার উপরিভাগে পর্বতশ্রেণী সংস্থাপন করিয়াছেন এবং উহাতে বহু বরকত রাখিয়াছেন এবং উহাতে চারদিনে পরিমিত পরিমাণে উহার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন— যাহা সকল অনেুষণকারীদের জন্য সমান।

১২। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন, তখন উহা ছিল (এক প্রকার) ধূম্র, অমস্তর তিনি উহাকে এবং পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় (আনুগত্যের জন্য) 'আইস।' তাহারা উড়য়ে বলিল, 'আমরা স্বেচ্ছায় আসিয়াছি।'

১৩। অতঃপর তিনি উহাদিগকে সাত আকাশে সম্পূর্ণ করিলেন দুই দিনে; এবং প্রত্যেক আকাশকে উহার কাণ্ড সম্বন্ধে ওহী করিলেন। এবং আমরা নিম্নতম আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করিলাম, এবং হিফাযতের কারণ করিলাম। ইহা হইল পরম পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান।

১৪। অতঃপর যদি তাহারা বিমূখ হইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে আদ এবং সামুদ জাতির ধ্বংসাত্মক আযাবের মত ধ্বংসাত্মক আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছি।'

১৫। যখন তাহাদের নিকট রসুলগণ তাহাদের সম্মুখেও এবং তাহাদের পশ্চাতেও আগমন করিয়াছিল এই বলিয়া যে, তোমরা আল্লাহ্ বাতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিও না—তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি (আমাদের উপর) ফিরিশতাগণকে নাযেল করিতেন। সুতরাং তোমরা যে শিক্ষাসহ প্রেরিত হইয়াছ তাহা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করিতেছি।'

১৬। এবং আদ জাতির বিবরণ এই যে, তাহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করিত এবং বলিত, 'শক্তিতে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কে ?' তাহারা কি চিন্তা করিয়া

قُلْ أَيْعَمَّكُمْ لَكُمْ دُونَِ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي  
يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَسْدَادًا ۚ ذَٰلِكَ سَبُّ  
الْعَالَمِينَ ۝

وَجَعَلْ فِيهَا رَوَابِي مِنْ قَوْعِهَا وَبَرَكَ فِيهَا  
وَقَدَّرْ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً  
لِلنَّاسِ يَلِينٌ ۝

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا  
وَالْأَرْضِ انْتَبِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا  
طَائِعِينَ ۝

فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى  
فِي كُلِّ سَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا  
بِمَصَابِيحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ  
الْعَلِيمِ ۝

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ  
صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُودٍ ۝

إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَرِثَا  
خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا  
لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ لَكَاذِبُونَ ۝

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ  
قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

দেখে নাই যে, নিশ্চয় সেই আল্লাহ্, যিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শক্তিতে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ? এবং তাহারা হঠকক্রিয়া করিয়া আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিত ।

১৭ । ফলে আমরা তাহাদের উপর অন্তত দিনসমূহে প্রচণ্ড ঝড়বায়ু পাঠাইয়াছিলাম যাহাতে আমরা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাজনক আঘাব ভোগ করাই । এবং পরকালের আঘাব অবশ্যই ইহা অপেক্ষা অধিকতর লাঞ্ছনাজনক হইবে এবং তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না ।

১৮ । আর সামূদ জাতির বিবরণ এই যে, আমরা তাহাদিগকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম । কিন্তু তাহারা হেদায়াতের পরিবর্তে অন্ধত্বকে পসন্দ করিয়াছিল; তখন তাহাদের ক্রূত-কর্মের ফলে এক লাঞ্ছনাজনক আঘাবের প্রকট বজ্রধ্বনি আসিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিল ।

১৯ । আর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলিত, আমরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম ।

২০ । এবং যেদিন আল্লাহর শত্রুদিগকে আগুনের অভিমুখে সববেত করা হইবে, অতঃপর তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিনাস্ত করা হইবে,

২১ । এমন কি যখন তাহারা উহার নিকাটে পৌছিবে, তখন তাহারা যে সকল কার্যকলাপ করিত উহার জন্য তাহাদের কর্ণ, তাহাদের চক্ষু এবং তাহাদের চর্ম তাহাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ।

২২ । এবং তাহারা নিজেদের চর্মকে বলিবে, 'তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে ?' উহারা বলিবে, 'সেই আল্লাহ্ আমাদের বাকশক্তি দিয়াছেন যিনি প্রত্যেক বস্তুকে বাকশক্তি দিয়াছেন । এবং তিনিই তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে ।

২৩ । এবং তোমরা (তোমাদের পাপসমূহকে) এই কারণে গোপন করিতো না যে, (পরকালে) তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের চর্ম তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, বরং তোমরা

الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٧﴾

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لَّنُرِيدَ يَوْمَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَثْوَرُ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٨﴾

وَأَنَّا لَمُرُّوهُمْ فَهُمْ فَاسْتَجَبُوا لِنَعْيِ عَلَى الْهُدَى فَأَخَذْتَهُمْ صُوقَةَ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٩﴾

وَجَبِينَا الَّذِينَ أَمْنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٢٠﴾

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٢١﴾

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَنَعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وُجُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢٢﴾

وَكَانُوا يُجَادِدُهُمْ لِمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْكَ قَالُوا إِنَّمَنْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالْيَوْمَ تَرْجَعُونَ ﴿٢٣﴾

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعِزُّونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَنَعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ

ধারণা করিতে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অনেক কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত নহেন যাহা তোমরা করিতেছ ।

২৪ । এবং তোমাদের এই কুখারণাই, যাহা তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে পোষণ করিয়া আসিয়াছ, তোমাдиগকে ধ্বংস করিয়াছে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছ ।'

২৫ । এখন তাহারা ধৈর্য ধারণ করিলেও আঙনই হইবে তাহাদের আবাসস্থল, এবং তাহারা (আল্লাহর সমীপে) নৈকট্য কামনা করিলেও তাহারা নৈকট্য-প্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না ।

২৬ । এবং আমরা তাহাদের জন্য এমন সহচররূপ নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি, যাহারা তাহাদের সম্মুখবর্তী এবং তাহাদের পশ্চাত্তরী সকল কার্যকলাপকে তাহাদের দৃষ্টিতে মনোহর করিয়া দেখাইয়াছে, ফলে তাহাদের উপরও সেই প্রত্যাদেশ জারী হইয়া গেল যাহা জিন্ন এবং ইনসানের অপরাপের জাতিসমূহের উপর জারী হইয়াছিল, যাহারা ইহাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে । নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল ।

৩  
৭]  
১৭

২৭ । এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বনে, তোমরা এই কুরআন শুনিও না, এবং ইহার মধ্যে (পাঠ কালে) শোর গোল সৃষ্টি কর, যাহাতে তোমরা জয় লাভ করিতে পার ।'

২৮ । সূতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে আমরা ইহার-জুর্মা তাহাদিগকে অবশ্যই কঠোর আঘাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব এবং তাহাদিগকে তাহাদের জঘনাতম কার্যকলাপের প্রতিফল দিব ।

২৯ । আল্লাহর শত্রুদের প্রতিফল ইহাই— আঙন । তথায় তাহাদের জন্য দীর্ঘকাল বসবাসের আবাস (অবধারিত) রাখিয়াছে, ইহা হইবে প্রতিফল স্বরূপ, কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে হঠকারিতার সহিত অস্বীকার করিত.

৩০ । এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বান্ধবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! জিন্ন ও ইনসান হইতে আমাদেরকে ঐ সকল নোক দেখাইয়া দাও যাহারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, যাহাতে আমরা তাহাদের উভয়কে আমাদের পদতলে মর্দন করি, যাহাতে তাহারা নিকৃষ্টতম লোকদের অন্তর্গত হইয়া যায় ।'

اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٠﴾

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمُ  
فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣١﴾

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعِيبُوا  
فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٣٢﴾

وَقَضَيْنَا لَهُمْ قُرْبَانَ فَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ مَا بَيْنَ  
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ  
فِي أَمْرِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ  
إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٣٣﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ  
وَالْقُرْآنُ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ ﴿٣٤﴾

فَلَنْ نَقْبَعَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَدَاءُ آبَائِهِمْ شَيْدَانًا  
وَلَنْ نَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

ذَلِكَ جَزَاءُ الْعَدَاةِ وَاللَّهُ الْعَارِفُ لِمَعْرِفَتِهَا دَائِمًا  
الْخَلْقِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَأْتِينَا يَجْحَدُونَ ﴿٣٦﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضْلِنَا  
مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمُ تَحْتَ أَقْدَامِنَا  
يَكُونُوا مِنَ الْاسْفَلِينَ ﴿٣٧﴾

৩১। নিশ্চয় যাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্,' অতঃপর তাহারা দৃঢ়তার সহিত অবিচল থাকে, তাহাদের উপর ফিরিশ্তাপন না,যল হয় (এই বনিয়া), 'তোমরা ভয় করিও না, এবং দুঃখিত হইও না এবং সেই জন্মান্তের জন্ম তোমরা অনন্দিত হও যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে,

إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا تَتَرَوْنَ  
عَلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةَ الْأَمْرَأَاتُ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا يَبْهَرُوا  
بِالْحِجَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣١﴾

৩২। আমরা তোমাদের বন্ধু— ইহজীবনেও এবং পরজীবনেও। তখন তোমাদের মন যাহা কিছু কামনা করিবে তাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইবে এবং যাহা কিছু তোমরা ফরমাম্বেশ করিবে তাহাও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে—

نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ  
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا  
تَدْعُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়ের পক্ষ হইতে ইহা আপায়ন স্বরূপ হইবে।'

﴿٣٣﴾ نَزَلْنَا مِنْ عَفْوٍ رَجِيمٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে নোকাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং সংকর্ম করে, এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি আহ্বাসমর্পণকারীগণের অন্তর্গত ?'

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ  
صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। বস্তুতঃ ভাল এবং মন্দ সমান নহে; অতএব তুমি উহা দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর যাহা সর্বোত্তম, ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি, যাহার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে শত্রুতা রহিয়াছে, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হইয়া যাইবে।

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي  
فِي أَحْسَنِ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ  
كَأَنَّهُ وَبِئْسَ حَيَمًا ﴿٣٥﴾

৩৬। কিন্তু ইহার অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকে যাহারা খৈর্য ধারণ করে, এবং ইহার অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকে যাহারা মহা সৌভাগ্যশালী।

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا  
إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনিই সর্বপ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَوِذْ  
بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র তাঁহার নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত। তোমরা সূর্যকে সেজদা করিও না, এবং চন্দ্রকেও না, বরং তোমরা কেবল সেই আল্লাহ্‌কে সেজদা কর, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর।

وَمِنْ آيَاتِهِ الْبَيْتُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ  
وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي  
خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। যদি তাহারা অহংকার করে, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, যাহারা তোমার প্রতিপালকের সমিধানে আছে, তাহারা রাত্রিতে ও দিবসে তাঁহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে এবং তাহারা ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয় না।

وَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ  
بِالْأَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئُونَ ﴿٣٩﴾



৪০। এবং ইহাও তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত যে, তুমি পৃথিবীকে গুরু-কৃণহীন দেখিতে পাও, অতঃপর যখন আমরা উহাতে বারি বর্ষণ করি তখন উহা সতেজ ও সফীত হইয়া উঠে; নিশ্চয় যিনি উহাকে (যমীনকে) সজীবিত করেন, তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবনদাতা; তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَكَ تَرَى الْأَرْضَ خَالِصَةً وَلَئِن أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّتِي أَحْيَاكُمَا لَخَيْرُ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

৪১। যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে বক্রতা দেখাইবার জন্য উহাদিগকে বিকৃত করে তাহারা কখনও আমাদের দৃষ্টি হইতে পোপন নহে যে ব্যক্তি আগুনে নিষ্কণ্ড হইবে, সেই ব্যক্তি কি উত্তম অথবা যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে শান্তির সহিত (আমাদের নিকটে) আসিবে, সে উত্তম? তোমরা যাহা চাহ কর, যাহা কিছু তোমরা করিতেছ, নিশ্চয় তিনি উহার দ্রষ্টা।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آيَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيرٌ ﴿٤١﴾

৪২। নিশ্চয় যাহারা এই যিক্রকে (কুরআনকে) অস্বীকার করিয়াছে যখন ইহা তাহাদের নিকট আসিল (তাহাৰা ক্রতিগ্রস্ত হইয়াছে)। অথচ ইহা নিশ্চয়ই এক মহা সম্মানিত কিতাব,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَنَجَاءَهُمْ وَرَأَاهُ كَذِبٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। কোন প্রকার মিথ্যা ইহার নিকট ইহার সন্মুখ হইতেও আসিতে পারে না এবং ইহার পশ্চাৎ হইতেও না। পরম প্রজাময়, মহা-প্রশংসনীয় আল্লাহর নিকট হইতে ইহা নাযেল হইয়াছে।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَتُوبُ لِيْلٍ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٣﴾

৪৪। তোমাকে (শত্রুপক্ষ হইতে) কেবল উহাই বলা হইতেছে যাহা তোমার পূর্ববর্তী রসুলগণকে বলা হইয়াছিল। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্রমার অধিকারী এবং যন্তপাদায়ক শাস্তির মালিক।

مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং আমরা যদি ইহাকে অনারবী ভাষায় (নাযেল) করিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা (মক্কাবাসীরা) বলিত, 'কেন ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় নাই? কি! ভাষা অনারবী এবং (নবী) আরবীয়?' তুমি বল, 'ইহা একটি হেদায়াত এবং আরোগ্য তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে।' এবং যাহারা ঈমান আনে নাই তাহাদের কর্ণে বধিরতা আছে, এবং ইহা তাহাদের নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহারা ই এমন লোক (যেন) তাহাদিগকে অনেক পূর্ববর্তী স্থান হইতে আহ্বান করা হইতেছে।

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا نُحِلَّتْ آيَاتُهُ ۗ أَعْجَبِي ۗ وَعَرَبِي ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَبُشْرًا ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ ۗ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং আমরা মুসাকেও এক কিতাব দিয়াছিলাম, কিন্তু উহার মধ্যেও মডভেন করা হয়নি; বশতঃ যদি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক বাকা পূর্ব হইতে বলা না থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের মধ্যে (অনেক পূর্বেই) ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত, এবং নিশ্চয় তাহারা ইহার সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত রহিয়াছে।

৪৭। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, বশতঃ উহা তাহারই নিজের কল্যাণের জন্য হইবে, এবং যে ব্যক্তি মন্দকর্ম করে, উহার শাস্তি তাহারই উপর বর্তবে। এবং তোমার প্রতিপালক বাঙ্গাগণের প্রতি আদৌ মূল্যমকরী নহেন।

২৫তম পাতা

৪৮। কেবল তাহারই প্রতি কিয়ামতের জ্ঞান সমর্পিত হয়। তাহার অভ্যন্তরে কোন ফল উহার কলির আবরণ হইতে বাহির হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, এই বলিয়া যে, 'কোথায় আমার শরীকরা?' তাহারা বলিবে, 'আমরা তোমাকে স্পষ্টভাবে নিবেদন করিয়াছি যে, আমাদের মধ্যে কেহই (এই কথার) সাক্ষী নাই'।

৪৯। তাহারা পূর্বে মাহাদিগকে আহ্বান করিত তাহারা তাহাদের নিকট হইতে উখাও হইয়া যাইবে এবং তাহারা বিশ্বাস করিবে যে, এখন তাহাদের জন্য পলায়নের কোন স্থান নাই।

৫০। মানুষ নিজ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে কখনও ক্লান্ত হয় না, কিন্তু যদি কোন অকল্যাণ তাহাকে স্পর্শ করে তখনই সে নিরাশ হইয়া পড়ে।

৫১। এবং তাহাকে কোন দুঃখ-যাতনা স্পর্শ করার পর যদি আমরা আমাদের সন্নিধান হইতে তাহাকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন অবশ্যই সে বলিতে থাকে, 'ইহা তো আমারই প্রাপ্য এবং আমি বিশ্বাস করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হয় তাহা হইলে নিশ্চয় আমার জন্য তাহার নিকট উত্তম নেয়ামতসমূহ প্রস্তুত থাকিবে।' স্তুরাং আমরা অবশ্যই কাফেরদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব এবং অবশ্যই আমরা তাহাদিগকে কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا  
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَوْى بَيْنَهُمْ وَأَنْهَمُمْ  
لِنِ سَأَلِ مِنْهُ مُوسَى ۝

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا  
وَمَا رَبُّكَ بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ  
مِّنَ الْأَشْجَارِ وَمَا تُحْمَلُ مِنْ أُخْتَى وَلَا تَضَعُ  
إِلَّا بِوَعْدِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ آيُنُ شُرَكَائِهِمْ قَالُوا  
أُذُنُكَ مَا مَعَنَا مِنْ شُعَيْبٍ ۝

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَلُّوا  
مَا لَهُمْ مِّن قَمِيصٍ ۝

لَا يَسْمُرُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعْوَى الْغَيْرِ وَإِن مَّتَّعْنَا  
النَّاسَ نَفْسًا مِّنْهُ ۝

وَلَكِن آذَنَهُ نَفْسَهُ وَمِن مَّا مِن قَبْلِ صَرَخٍ مِّنْهُ  
يَكْفُرُونَ هُدَايَ وَمَا أُظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَكِن  
رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْبَانَ فَسَخَّرْنَا  
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا عَمَلُهُمْ وَلَسْنَا نَعْلَمُ مِمَّنْ عَمَلُوا  
يَوْمَئِذٍ ۝

৫২। এবং যখন আমরা মানুষকে কোন নেয়ামত দান করি, তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং নিজ পাশ্ পরিবর্তন করিয়া ফেলে, এবং যখন কষ্ট তাহাকে স্পর্শ করে তখন সে লম্বা-চওড়া দোয়া করিতে থাকে।

৫৩। তুমি বল, 'তোমরা চিন্তা করিয়া আমাকে বল, যদি ইহা আল্লাহর সন্নিধান হইতে সমাগত হইয়া থাকে এবং তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তাহার অপেক্ষা অধিক বিদ্রান্ত আর কে হইতে পারে ?'

৫৪। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যেও আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাইব এমন কি তাহাদের জন্য সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, ইহা সূনিশ্চিত সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে, তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সম্যক পর্যবেক্ষক ?

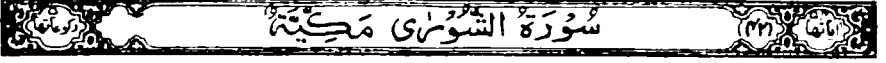
৫৫। ওন ! তাহারা নিজেদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিপতিত, আবার ওন ! তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

وَلَوْ أَنفَسْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَمَّنَا بِنِجْمَةٍ  
وَرَأَى مَتَّهُ الشَّرَّ فَنَدَى دُعَاؤَ عَرَفِيصٍ ①

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ  
بِهِ مِنْ أَمَلٍ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاكُمُ بَوِينٌ ②

سَرُّنَهُمْ أَيْتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى  
يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَلَمْ يَكْفِ يَرْبُكَ أَنَّهُ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ③

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ④



## ৪২-সূরা আশ্ শূরা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৪ আয়াত এবং ৫ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা,  
পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হা মৌম্ ।

حَمِّمٌ ②

৩। আইন সীন কাফ ।

عَسَقٌ ③

৪। মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজাময় আল্লাহ্ এইভাবে তোমার  
প্রতি ওহী নামেল করিতেছেন যেভাবে তিনি তোমার পূর্ববর্তীদের  
প্রতি (ওহী নামেল) করিয়াছিলেন ।

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ  
اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④

৫। যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে  
আছে, সব কিছু তাঁহারই; এবং তিনি অতীব উচ্চ-মহাদাশালী,  
অতীব মহান ।

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ  
الْعَظِيمُ ⑤

৬। আকাশসমূহ উহাদের উপর হইতে বিদীর্ণ হইয়া পড়ার  
উপক্রম হইয়াছে, এমতাবস্থায় যে ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের  
প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা  
করিতেছে । এবং পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদের  
জনা  
ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে । ঠুন ! নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল,  
পরম দয়াময় ।

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالنَّبِيُّ  
يُسْتَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي  
الْأَرْضِ الْأَرَأَيْنَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑥

৭। এবং যাহারা তাঁহাকে বাতিরেকে অন্যদেরকে অভিভাবক  
রূপে গ্রহণ করিয়াছে; আল্লাহ্ তাহাদের উপর (তাহাদের  
কার্যকলাপের) সংরক্ষণকারী, এবং তুমি তাহাদের উপর  
অভিভাবক নহ ।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ  
عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ⑦

৮। এবং এইভাবে আমরা তোমার প্রতি আরবী ভাষায়  
কুরআন ওহী করিয়াছি যেন তুমি জনপদ-জননী (মক্কা)  
এবং ইহার চতুর্দিকের লোকদিগকে সতর্ক কর এবং সমবেত  
হওয়ার সেই দিন সম্বন্ধেও সতর্ক করিয়া দাও, যাহার (আগমন)  
সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; সেদিন এক দল (যাইবে) জামাতে  
এবং একদল জাহান্নামে ।

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ  
الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْبَيْعِ لَا رَبَّ  
فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ⑧

৯। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদের সকলকে এক উন্মত্তভুক্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে চাহেন তাহাকে নিজ রহমতে প্রবিষ্ট করেন। বস্তুতঃ যালেমরা এমন যে তাহাদের কোন অভিভাবকও নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

১০। তাহারা কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিয়াছে? অতএব (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ তিনিই প্রকৃত অভিভাবক। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন, এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১১। এবং তোমরা যে কোন বিষয়েই মতভেদ কর, উহার শেষ ফয়সলা আল্লাহ্‌র নিকট। (তুমি বল) 'এই হইতেছেন আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, তাহারই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাহারই দিকে আমি পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্তন করি।'

১২। তিনিই আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা। তিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং চতুস্পদ স্তবুর মধ্য হইতে (তাহাদের জন্য) জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তিনি ইহার মধ্য তোমাদিগকে বিস্তৃত করিয়াছেন। কোন কিছুই তাহার সদৃশ নহে; তিনি সর্বপ্রোতা, সর্বপ্রষ্টা।

১৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চাবীসমূহ তাহারই নিকট। তিনি যাহার জন্য চাহেন রিষক সম্প্রসারিত করেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

১৪। তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন সেই দীন যাহার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে, এবং যাহা আমরা (এখন) তোমার প্রতি ওহী করিলাম, এবং আমরা ইব্রাহীম এবং মুসা এবং ইস্রায়েলকে ইহার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছিলাম যে, 'তোমরা এই দীনকে (পৃথিবীতে) স্প্রতিষ্ঠিত কর এবং ইহাতে কখনও মতভেদ করিলা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইও না। মোশরেকদের উপর উহা অনেক কঠিন, যাহার প্রতি তুমি তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছে। আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজের জন্য মনোনীত করেন, এবং যে তাঁহার দিকে পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাহাকে নিজের দিকে হেদায়াত দেন।'

رَأَوْا شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِن يَنْزِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَصِيرَةٍ ۝

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قَالَهُ هُوَ الْوَلِيُّ ع ۖ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَرِكُمْ اللَّهُ رَبِّيَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

فَأَطْرُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرْكُمْ فِيهَا لَيْسَ كَيْفَلُهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْظُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ يُجِزِلُ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ ۝

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الشَّرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝

১৫। এবং তাহাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞান সমাগত হওয়ার পরেই তাহারা পারস্পরিক বিষেষবশতঃ নিজদের মধ্যে মতভেদ করিল। এবং যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত (অবকাশ দানের) এক বাবা পূর্ব হইতে ঘোষিত না থাকিত, তাহা হইলে (বহু পূর্বেই) তাহাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত। এবং তাহাদের পরে যাহাদিগকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছিল তাহারা নিশ্চয় ইহার সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত আছে।

১৬। অতএব তুমি (এই দীনের প্রতি লোকদিগকে) আহ্বান কর। এবং যেভাবে তোমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে তুমি (এই দীনের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক; এবং তুমি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না; এবং বল 'আল্লাহ্ কিতাব হইতে যাহা কিছু নামেল করিয়াছেন উহার উপর আমি ঈমান আনিয়াছি, এবং তোমাদের মধ্যে সুন্দিলাপ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি; আল্লাহ্ আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। আল্লাহ্ই আমাদের সকলকে একত্রিত করিবেন, এবং তাঁহারই নিকট (আমাদের) প্রত্যাবর্তন।'

১৭। এবং যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে তাঁহার আহ্বান পূহীত হওয়ার পর হঠকারিতা করিয়া তর্ক-বিতর্ক করে তাহাদের যুক্তি-তর্ক তাহাদের প্রতিপালকের সমীপে পণ্ড হইয়া যাইবে। এবং তাহাদের উপর (তাঁহার) জোখ (বর্ষিত হইবে) এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠোর আযাব।

১৮। আল্লাহ্ তিনি, যিনি সত্য সহকারে কামিল কিতাব এবং তুলাদণ্ড নামেল করিয় হন; এবং কিসে তোমাকে অবগত করিবে যে, নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) সম্ভবতঃ সন্নিকটবর্তী।

১৯। যাহারা সেই নির্ধারিত সময়ের প্রতি ঈমান আনে না, তাহারাই উহাকে সঙ্কর কামনা করে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারাই উহার জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত, এবং তাহারা জানে যে, উহা অবশ্য সত্য। ওন ! যাহারা নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) সম্বন্ধে বাক-বিতণ্ডা করে, তাহারা যের দ্রাস্তিতে নিপতিত।

وَمَا تَفْرُقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ  
بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ  
إِلَىٰ أَجْلِ مُسْتَىٰ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ  
أُورُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ هُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيْبٍ ۝

فَلَيْدِكَ فَادْعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ  
أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَفَلْ آمَنَّا بِمَا آتَىٰ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ  
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ  
لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَةَ بَيْنَنَا وَ  
بَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

وَالَّذِينَ يُخَافُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ  
لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاجِحَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ  
عَذَابٌ وَهُمْ عَدَاؤُا سَيِّدٍ ۝

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا  
يُدرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝

يَسْتَحْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ  
آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ  
إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ فِي السَّاعَةِ لِطِفْلِ طَلِيلٍ  
يُعِيدُ ۝

২০। আল্লাহ্ তাহার বান্দাগণের প্রতি পরম সদয়, তিনি যাহাকে চাহেন (প্রচুর) রিয়ক দেন। এবং তিনি পরম শক্তিশালী, মহা পরাক্রমশালী।

২১। যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাহার জন্য তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দিই, এবং যে ব্যক্তি ইহকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাহাকে ইহা হইতে কিছু (অংশ) দিয়া দিই, কিন্তু পরকালে তাহার জন্য কোন অংশ থাকিবে না।

২২। তাহাদের জন্য কি এরূপ কিছু শরীক আছে যাহারা তাহাদের জন্য এমন ধর্মীয় বিধান নির্ণয় করিয়াছে যাহার কোন আদেশ আল্লাহ্ দেন নাই? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বাক্য নির্ধারিত হয়ইয়া না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে নিশ্চয় ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত। এবং যালেমদের জন্য নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে।

২৩। তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে-উহার জন্য তুমি যালেমদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখিবো-ঈশ্বর উহা তাহাদের উপর অবশ্যই আপতিত হইবে। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহারা জাহান্নামসমূহের সবুজ তৃণবনস্থানে থাকিবে। তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাদের প্রতিপালকের সম্মিথানে তাহাদের জন্য উহা মওজুদ থাকিবে। ইহা হইবে (তাঁহারা) মহা অনুগ্রহ।

২৪। ইহাই সেই বিষয় যাহার সুসংবাদ আল্লাহ্ নিজের বান্দাগণকে দিতেছেন, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। তুমি বল, ‘আমি তোমাদের নিকট হইতে ইহার (ঈদমত্তের) বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাহি না, একমাত্র সৌহার্দ ও প্রেম-প্রীতি ছাড়া যাহা নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিদ্যমান। এবং যে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর কার্য করে আমরা তাহার জন্য সেই কার্যে সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করিয়া দিই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম রূমাক্ষীণ, অতীব গুণগ্রাহী।

২৫। তাহারা কি বনে-য়ে, ‘সে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রচনা করিয়াছে?’ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমার অন্তরের উপর মোহর মারিয়া দিতে পারেন। আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং সত্যকে নিজ বাণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি বক্ষঃস্থলে নিহিত কথা সমাক পরিভ্রাতা আছেন।

২৬। এবং তিনিই তো নিজ বান্দাগণের তওবা কবল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন। এবং তোমরা যাহা কিছু কর, তাহা তিনি অবগত আছেন।

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ  
عَلِيمُ الْقَوِي الْعَزِيزُ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ  
وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ  
مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمُ مِنَ الدِّينِ مِمَّا بَدَأَ  
بِهِ اللَّهُ وَوَلَّاهُ كَلِمَةَ الْفَصْلِ لَقَوْسٌ بَيْنَهُمْ  
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ لَا يَخَافُونَ  
يَوْمَ ذَلِكَ بَعْثْنَا أَمْوَالَهُمْ وَصَلُّوا الصَّلَاةَ فِي رُوحَةٍ  
الْحَيَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ  
الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ  
فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْرَأْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا  
حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ  
يَخْرُجْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَخَذِ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُخَيِّطُ النَّحْيَ  
بِكَلِمَتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو  
عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝

২৭। এবং নিশ্চয় তিনি তাহাদের দোয়া কবুল করেন যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে; এবং তিনি নিজ অনুগ্রহ দ্বারা (তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার অপেক্ষা) তাহাদিগকে অধিক দিয়া থাকেন; এবং কাফেরদের জন্য কঠোর আযাব নিধারিত আছে।

وَيَجْتِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং যদি আল্লাহ নিজ বান্দাগণের জন্য রিয়্যকে অধিক পরিমাণে সম্প্রসারিত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাহার পৃথিবীতে অবশ্যই বিদ্রোহ করিত, কিন্তু তিনি যাহা কিছু চাহেন পরিমাণ অনুযায়ী নাযেল করেন। নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত পর্যবেক্ষক।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং তিনিই তো তাহাদের নিরাশ হইয়া যাওয়ার পর বারি বর্ষণ করেন এবং নিজ রহমতকে বিস্তৃত করিয়া দেন। বস্তুতঃ তিনিই প্রকৃত অভিভাবক, সকল প্রশংসার অধিকারী।

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَدَا مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সমস্ত জীবজন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন উহা তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এবং তিনি যখন চাহিবেন তাহাদের সকলকে একত্রিত করিতে সক্ষম।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ নিপতিত হয় উহা তোমাদের কৃত-কর্মেরই কারণে। এবং তোমাদের বহু অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন।

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ آيَاتُنَا وَاعْتَنُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣١﴾

৩২। এবং তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহকে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে) কখনও বার্থ্য করিতে পারিবে না; এবং আল্লাহ বাতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং সমুদ্রে পর্বতসদৃশ দ্রুতগামী জাহাজগুলিও তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত।

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٣﴾

৩৪। তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুর চলাচলকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন, ফলে সেইগুলি সমুদ্রে পৃষ্ঠদেশে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে; নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য বহু নিদর্শন আছে,

إِنْ يَشَاءُ يُسَكِّنُ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظُهُورِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। অথবা সেইগুলিকে (আরোহীসহ) তাহাদের কৃত-কর্মের কারণে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু তিনি বহু অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন।

أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٥﴾



৫৬। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করে তিন তাহাদিগকে জানেন, তাহাদের জন্য পলায়নের কোন স্থান নাই।

৫৭। এবং তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করা হইয়াছে উহা পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী মাত্র, এবং আল্লাহর নিকট যাহা কিছু আছে উহা উৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক স্বাদী— তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে,

৫৮। এবং যাহারা বড় বড় পাপ এবং অশ্লীল কার্যকে বর্জন করে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করিয়া দেয়,

৫৯। এবং যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় এবং নামায কয়েম করে, এবং তাহাদের কাজ তাহাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা রিয়ক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ করে।

৬০। এবং তাহাদের উপর যখন যুলুম হয় তখন তাহারা অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

৬১। এবং (সম্ভরণ রাখিও যে) মন্দের প্রতিফল টুহার অনুরূপ মন্দ, এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে তাহার পুরস্কার আল্লাহর জিম্মায়। আল্লাহ্ যালেমদিগকে আদৌ ভালবাসেন না।

৬২। এবং অবশ্য যাহারা, তাহাদের উপর যুলুম হওয়ার পর, প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই।

৬৩। অভিযোগ তো কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহচরণ করিয়া বেড়ায়। এই সকল লোকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব (অবধারিত) আছে।

৬৪। এবং অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে—নিশ্চয় এই আচরণ দৃঢ় সংকল্পের অন্তর্গত।

৬৫। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথদ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য ইহার পর আদৌ কোন রক্ষাকারী অভিভাবক হইতে পারে না। এবং তুমি যালেমদিগকে, যখন তাহারা আযাব প্রত্যক্ষ করিবে, বলিতে শুনিবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?'

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ

مَخْرَجٍ ۝

مِمَّا أُرْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا  
مَا غَضِبُواهُمْ يَغْفِرُونَ ۝

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ  
شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ  
 فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

وَلَسِنِ أَنْتُمْ بَعْدَ ظَنِّهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ  
سَبِيلٍ ۝

إِنَّمَا التَّعْبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ يَبْغُونَ  
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۞ وَلَسَنَ صَعِدَ وَنَقَرْنَا ۚ إِنَّكَ لَرَأْسُ الْأُمُورِ ۝

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ بَعْدِهِ ۚ  
وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَنَا رَاوًا أَعْدَابًا يَقُولُونَ هَلْ

إِلَّا مَرَدٌّ مِنْ سَبِيلِ ۝

৪৬। এবং তুমি তাহাদিগকে অপমানের দরুন অবনত অবস্থায় আযাবের সম্মুখে আনিতে দেখিবে, এবং দেখিবে যে, তাহারা আড় চোখে তাকাইতেছে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিবে, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজদিগকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে কিয়ামতের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।' তোমরা মনযোগ দিয়া শোন? যালেমগণ নিশ্চয় এক চিরস্থায়ী আযাবের মধ্যে অবস্থান করিবে।

৪৭। তাহাদের এমন কোন বন্ধ থাকিবে না যে আল্লাহর মোকাবেলায় তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পশ্চাৎ সাবাত করেন তাহার জন্য (হেদায়াত পাওয়ার) কোন পথ থাকে না।

৪৮। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাজা নাও সেই দিন আসিবার পূর্বে যাহাকে আল্লাহর মোকাবেলায় প্রতিহত করা যাইবে না। সেই দিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থলও থাকিবে না এবং তোমাদের অস্বীকার করারও কোন উপায় থাকিবে না।

৪৯। কিন্তু যদি তাহারা বিমূখ হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা তোমাকে তাহাদের উপর হিফযাতকারী করিয়া পাঠাই নাই। কেবল (সংবাদ) পৌছাইয়া দেওয়াই তোমার কর্তব্য এবং প্রকৃত বিষয় এই যে, আমরা যখন মানুষকে নিজ সন্নিধান হইতে কোন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে আনন্দিত হয়। কিন্তু যদি তাহাদের কৃত-কর্মের কারণে, তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন দেখ! মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

৫০। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহর জন্য। তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে চাহেন কন্যা দান করেন, এবং যাহাকে চাহেন পুত্র দান করেন;

৫১। অথবা তিনি তাহাদিগকে পুত্র ও কন্যা মিনাইয়া দান করেন, এবং যাহাকে চাহেন বন্ধ্যা করিয়া দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বভ্রাতা, সর্বশক্তিমান।

৫২। এবং কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে যে, আল্লাহ্ তাঁহার সঙ্গে বাক্যলাপ করিবেন— কিন্তু কেবল ওহীযোগে অথবা পদার অন্তরঙ্গ হইতে অথবা এমন দূত প্রেরণ করিয়া যে

وَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الَّذِينَ  
يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا  
إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٦﴾

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَتَصَدَّقُهُمْ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٧﴾

يَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بِيَوْمٍ لَا مَرَدَ  
لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ تَوَمِّدٍ وَمَا لَكُمْ  
مِنْ تَكْوِينٍ ﴿٤٨﴾

إِن أَعْرَضُوا فَأَاوَيْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ  
إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَوْفَيْنَا الْإِنْسَانَ مَقَارِعَهُ فَرِحَ  
بِهَا وَإِنْ تُبْهِمُهُمْ سَبِيحَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ  
فَأَن الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٩﴾

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  
وَهُبَّ لِمَنْ يَشَاءُ رِثَاتًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ  
الدُّكُورَ ﴿٥٠﴾

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ  
عَقِبًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥١﴾

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ  
وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَانِهِ





## ৪৩-সূরা আয্ যুখরুফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯০ আয়াত এবং ৭ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হা মীম ।

حَمْدٌ ②

৩। এই সুন্দর বর্ণনাকারী কিতাবের শপথ,

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ③

৪। নিশ্চয় আমরা ইহাকে কুরআনরূপে (পুনঃ পুনঃ পঠনীয় কিতাবরূপে) প্রাজল আরবী ভাষায় নামেন করিয়াছি। যেন তোমরা বুঝিতে পার ।

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ④

৫। এবং নিশ্চয় ইহা আমাদের নিকট উম্মুল কিতাবে (মূল-গ্রন্থ) আছে, যাহা অতীব মহিমান্বিত, পরম হিকমতপূর্ণ ।

وَأَنَّهُ فِي آيْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ ⑤

৬। আমরা কি (তোমাদিগকে হেদায়াত হইতে বঞ্চিত রাখিয়া) উপেক্ষাপূর্বক তোমাদের নিকট হইতে এই যিকুর বর্ণনা করা প্রত্যাহার করিয়া লইব, এই জন্য যে তোমরা এক সৌমালগ্ননকারী জাতি ?

لَنَنْصُرِبُ عَنْكُمُ الْإِبْرَاهِيمَ أَن لَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّشْرِكِينَ ⑥

৭। এবং আমরা পূর্ববর্তীদের মধ্যে কত নবী পাঠাইয়াছিলাম !

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ⑦

৮। কিন্তু তাহাদের নিকট এমন কোন নবী আসে নাই, যাহার সহিত তাহারা হাসি-বিদ্রূপ করে নাই ।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑧

৯। এবং শৌর্যে-বীর্যে ইহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী জাতিক আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, এবং (এইভাবে) পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অতীত হইয়াছে ।

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَجَعَلْنَا الْأَوَّلِينَ ⑨

১০। এবং তুমি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, আকাশ-সমূহ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তখন তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'এইগুলিকে মহা পরাক্রমশালী, সর্বভাবনী আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন,

وَلِيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

يَقُولُونَ خَلَقَهُمَنْ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑩

১১। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শযাস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ইহাতে বহু পথ সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা সঠিক পথে চলিতে পার,

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١١﴾

১২। এবং যিনি মেঘ হইতে পরিমাণমত বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহার দ্বারা আমরা মৃত্তকায় জীবিত করিয়া তুলি—এইরূপে তোমাদিগকে বহির্গত করা হইবে,

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٢﴾

১৩। এবং যিনি সর্বপ্রকার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য যিনি নৌকাসমূহ এবং চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের উপর তোমরা আরোহণ করিয়া থাক,

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٣﴾

১৪। যেন তোমরা উহাদের পৃষ্ঠদেশে স্থিরভাবে উপবেশন করিতে পার, অতঃপর তোমরা যখন উহাদের উপর স্থিরভাবে উপবেশন কর, তখন যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামতকে স্মরণ কর এবং বল, 'তিনি পবিত্র, যিনি ইহাদিগকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, অথচ আমরা ইহাদিগকে আয়ত্যাধীন করিতে সক্ষম ছিলাম না,

لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং নিশ্চয়ই আমরাও আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া যাইব।'

وَرَأَى إِلَى رَبِّنَا لَسُقِلُومُونَ ﴿١٥﴾

১৬। কিন্তু তাহারা আল্লাহর জন্য তাঁহাদের বান্দাদের মধ্য হইতে একাংশকে (শরীকরূপে) নির্ধারিত করিয়াছে। নিশ্চয় মানুষ স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْأً إِنْ الْأِنْسَانُ لَكَفُورٌ ﴿١٦﴾

১৭। তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন পুত্র দ্বারা ?

أَمْ أَتَّخَذَ مَا يَمْلِكُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٧﴾

১৮। অথচ যখন তাহাদের কাহাকেও উহার সুসংবাদ দেওয়া হয় যাহাকে সে রহমান আল্লাহর জন্য উপমা বর্ণনা করিয়া থাকে, তখন তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, এবং চাপা ক্রোধে সে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে।

وَإِذَا بُرُءٌ أَحَدَهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَاطِمٌ ﴿١٨﴾

১৯। তবে কি (তাহারা আল্লাহর জন্য নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে) যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বাক-বিতণ্ডার মধ্যে স্পষ্টভাবে (নিজের) মনোভাবও প্রকাশ করিতে পারে না ?

أَمْ مَنْ يُنْتَوَى فِي الْحُلِيِّهِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُؤَيِّنٍ ﴿١٩﴾

২০। এবং তাহারা ফিরিশ্‌তাপনকে, যাহারা রহমান আল্লাহর বান্দা, নারীরূপে অভিহিত করিয়াছে। তাহারা কি উহাদের সৃষ্টির সময়ে উপস্থিত ছিল ? তাহা হইলে তাহাদের সাক্ষা নিশ্চয়

وَجَعَلُوا الشَّيْطَانَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا كُنَّا نُهَدِّدُ زَاخِرَهُمْ سَكَتٌ بِمَا أَنبَأَهُمْ وَيَسْتَوُونَ ﴿٢٠﴾

লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং (কিয়ামতের দিন) তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

২১। এবং তাহারা বলে, 'যদি রহমান আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আমরা উহাদের ইবাদত করিতাম না।' এই সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। তাহারা কেবল অনুমান করিয়া অবান্তর কথা বলিতেছে।

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢١﴾

২২। আমরা কি ইহার পূর্বে তাহাদিগকে এরূপ কোন কিতাব দিয়াছিলাম, যাহাকে তাহারা দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছে ?

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَبْسِكُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। না, বরং তাহারা বলিতেছে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এই ধর্ম-পদ্ধতির উপরেই বন্ধপরিকর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণে পরিচালিত আছি।'।

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ وَإِنَّا لَعَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং এইভাবে (হে নবী!) আমরা তোমার পূর্বে এমন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পাঠাই নাই যাহার বিভাগালী লোকগণ এই কথা বলে নাই যে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এক ধর্ম-পদ্ধতির উপর বন্ধপরিকর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিয়া যাইতেছি।'।

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرُونَ هَذَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ وَإِنَّا لَعَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। সে (তাহাদের রসূল) বলিল, 'যে ধর্ম-পদ্ধতির উপর তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে পাইয়াছ, যদি আমি উহার চাইতেও উৎকৃষ্টতর শিক্ষা তোমাদের জন্য লইয়া আসি তবুও কি (তোমরা তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিবে)?' তাহারা বলিল, 'যে শিক্ষাসহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ, আমরা অবশ্যই উহাকে অস্বীকার করিতেছি।'।

قُلْ أَوْلُو جِبْتِكُمْ يَهْدِي مَتَىٰ وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। অতএব আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম। সুতরাং দেখ (নবীর প্রতি) মিথ্যাআরোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল !

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম তাহার পিতা এবং তাহার জাতিকে বলিয়াছিলেন, 'নিশ্চয় আমি উহা হইতে মুক্ত যাহার ইবাদত করিতেছ তোমরা,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। কেবল তিনি বাতিরেকে যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।'।

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং তিনি তাহার বংশের মধ্যে এই শিক্ষাকে এক স্থায়ী বিধানরূপে প্রবর্তিত করিলেন যেন তাহারা (আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তন করে।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاطِيئَةً فِي عَيْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। না, বরং আমি ইহাদিগকে এবং ইহাদের পিতৃপুরুষদিগকে ক্রমাগত পার্থিব ধন-সম্ভার দান করিয়া আসিয়াছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট সত্য (কুরআন) এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল আগমন করিল।

بَلْ مَتَّعْتُ قَوْلًا وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং যখন তাহাদের নিকট সত্য সমাগত হইল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা তো যাদু, এবং আমরা ইহা অস্বীকার করিতেছি।'

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَاذِبُونَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং তাহারা ইহাও বলিল যে, 'এই কুরআন দুইটি নগরীর মধ্যে হইতে কোন মহান বাস্তির উপর নামেন করা হইল না কেন?'

وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمَةٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। তাহারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমতকে বটন করিতেছে? আমবাই তাহাদের মধ্যে এই পার্থিব জীবনে তাহাদের জীবিকা বটন করি; এবং তাহাদের কতককে কতকের উপর পদ-মর্যাদায় উন্নীত ও সম্মানিত করি যাহাতে তাহাদের মধ্য হইতে কতক তাহাদের কতককে অধীনস্থ করিতে পারে। এবং তাহারা যে সম্পদ জমা করে উহা অপেক্ষা তোমার প্রতিপালকের রহমত উত্তম।

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّيْسَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا مَّخْرُجًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং যদি এইরূপ না হইত যে, সমগ্র মানবমণ্ডলী একই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে আমরা রহমান আল্লাহর অস্বীকারকারীগণের জন্য তাহাদের গৃহগুলির ছাদসমূহ এবং সিঁড়িসমূহ, যাহার উপর দিয়া তাহারা আরোহণ করে, রৌপ্যনির্মিত করিয়া দিতাম;

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِنِ يَكْفُرُوا بِالرَّحْمَنِ لِيُوقُوا أَنَّهُمْ سُفْقَاءٌ مِنْ فَضْلِ وَرَعَلِيحَ عَلَيْهَا يَطْرُدُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তাহাদের গৃহগুলির দ্বারসমূহ এবং পালঙ্ক সমূহকেও, যাহার উপর তাহারা হেলান দিয়া উপবেশন করে (রৌপ্য নির্মিত করিয়া দিতাম),

وَلِيُوقُوا أَنَّهُمْ سُفْقَاءٌ مِنْ فَضْلِ وَرَعَلِيحَ عَلَيْهَا يَطْرُدُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। পরন্তু স্বর্ণনির্মিত করিয়া দিতাম। কিন্তু এই সব কেবল পার্থিব জীবনের সম্পদ। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের নিকট মৃত্যুকীগণের জন্য রহিয়াছে পরজগৎ (এর সুখ-শান্তি)।

وَرُحْرُقًا وَإِنْ كُنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যে ব্যক্তি রহমান আল্লাহর সম্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া যায়, আমরা শয়তানকে তাহার উপর নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিই, অতঃপর সে তাহার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হইয়া যায়।

وَمَنْ يَفْسُقْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضُ لَهُ شَيْطَانًا  
فَهُوَ لَهُ قَدِيرٌ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং নিশ্চয় তাহারা (শয়তানরা) তাহাদিগকে সংপথ হইতে নিবৃত্ত রাখে, তথাপি তাহারা মনে করে যে, তাহারা সংপথে চলিতেছে;

وَأَنَّهُمْ لَيَصَدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ  
مُهْتَدُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এমন কি, যখন সে আমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হায় ! (হে শয়তান ! ) আমার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকিত ! সে কত মন্দ সঙ্গী !

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ لِيَأْتِيَنَّكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ  
الْمَشْرِقَيْنِ فَيَمْسُقُ الْقَدِيرِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং (তাহাদিগকে বলা হইবে যে,) 'আযাবে তোমাদের সকলের শরীক হওয়া আজ তোমাদের আদৌ উপকার করিবে না, যেহেতু তোমরা যুলুম করিয়াছ।'

وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ  
مُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। এমতাবস্থায় তুমি কি বধিরগণকে ডনাইতে পারিবে, অথবা অন্ধগণকে পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে, এবং তাহাকেও (পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে) যে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত আছে ?

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ  
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤١﴾

৪২। অনস্তর যদি আমরা তোমাকে (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লই তবুও আমরা তাহাদের নিকট হইতে নিশ্চয় প্রতিশোধ গ্রহণ করিব;

فَأَمَّا نَذَبْنَا بِكَ فَأَنَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। অথবা আমরা তোমাকে সেই বিষয় অবশ্যই দেখাইয়া দিব যাহার প্রতিশ্রুতি আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর ক্ষমতাবান।

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। সূতরাং যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে তুমি উহা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর, নিশ্চয় তুমি সরল-সুদৃঢ় পথে আছ।

فَأَسْتَفِيكُ بِالَّذِي أَوْعَىٰ إِلَيْكَ إِنَّا عَلَىٰ صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং নিশ্চয় ইহা (এই কুরআন) তোমার জন্য এবং তোমার জাতির জন্য সম্মান ও গৌরবের বিষয়; এবং নিশ্চয় তোমরা (তোমাদের আমল সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসিত হইবে।

وَأِنَّ لَكَ لَأَذَانَ لِقَوْمِكَ لَعَنُوا وَنَحْنُ لَتَالُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং তোমার পূর্বে আমরা আমাদের যে সব রসূল পাঠাইয়াছি, তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আমরা কি রহমান আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য এমন মা'বুদ স্থির করিয়াছিলাম, যাহাদের ইবাদত করা হইত ?'

وَسَأَلْنَا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا  
عِبَادَةً مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا فَعْبَدُونَ ﴿٤٦﴾



৪৭। এবং আমরা মুসাকে আমাদের নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তাহার প্রধানগণের নিকট পাঠাইয়াছিলাম; অতঃপরে সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি সকল জগতের প্রতিপালকের প্রেরিত একজন রসূল।'

৪৮। অতঃপর যখন সে আমাদের নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আসিল, তো দেখ! তখন তাহারা এইগুলির প্রতি হাসি-বিদ্রুপ করিতে লাগিল।

৪৯। এবং আমরা তাহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার পূর্ববর্তী নিদর্শন হইতে বড় ছিল না, এবং আমরা তাহাদিগকে আযাবে ধৃত করিয়াছিলাম যেন তাহারা (আমাদের দিকে) প্রত্যাবর্তন করে।

৫০। এতদসঙ্গেও তাহারা (প্রত্যেক বারই) বলিল, 'হে যাদুকর! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রার্থনা কর, যাহার অসীকার তিনি তোমার সঙ্গে করিয়াছেন (যদি আযাব উলিয়া যায় তাহা হইলে), নিশ্চয়ই আমরা হেদায়াত গ্রহণ করিব।

৫১। অতঃপর যখনই আমরা তাহাদের উপর হইত আযাবকে অপসারিত করিতাম, তো দেখ! তখনই তাহারা অসীকার ভংগ করিত।

৫২। এবং ফেরাউন তাহার জাতির মধা ঘোষণা করিল; 'হে আমার জাতি! মিশর দেশ কি আমার অধিকারভুক্ত নহে এবং এই সব নহর কি আমার অধীনে প্রবাহিত হইতেছে না? তথাপি তোমরা কি দেখিতেছ না?

৫৩। না, বরঞ্চ আমি এই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অতি হীন, এবং স্পষ্টভাবে কথাও বলিতে পারে না।

৫৪। অতঃপরে কেন তাহার উপর স্বর্ণের কঙ্কণ নাযেন করা হয় নাই, অথবা কেন তাহার সহিত ফিরিশ্‌তাগণ সারিবদ্ধ হইয়া আসে নাই?'

৫৫। এইভাবে সে তাহার জাতিকে হালকা (বৃদ্ধিহারা) করিয়া ফেলিল; ফলে তাহারা তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল। নিশ্চয় তাহারা দুষ্কার্যকারী জাতি ছিল।

৫৬। সূত্রাং যখন তাহারা আমাদের দিকে রাগান্বিত করিল, তখন আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম, এবং তাহাদের সকলকে জলমগ্ন করিলাম।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ فِيهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٨﴾

وَمَا يُرِيدُ مِنْ آيَاتِنَا إِلَّا هِيَ الْآخِرُ مِنَّا نُفِخُ الْفُؤَادَ  
وَأَعَدُّنَّهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٩﴾

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الضُّرُّادُ اذْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدْنَا  
عِنْدَكَ إِنَّا لَنَهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿٥١﴾

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي  
مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا  
تُبْهَرُونَ ﴿٥٢﴾

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ  
يُبِينُ ﴿٥٣﴾

فَلَوْلَا أَلْفِي عَلَيْهِ سُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ  
الْمَلِيكَةُ مُقَرَّبِينَ ﴿٥٤﴾

فَأَسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْوَامًا فٰعِينِينَ ﴿٥٥﴾

فَلَمَّا أَسْفَرْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٦﴾

৫  
(১১)  
১১

৫৭। এবং আমরা তাহাদিগকে অতীতের কাহিনীতে পরিণত করিলাম এবং পরবর্তীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত করিয়া দিলাম।

৫৮। এবং যখনই দৃষ্টান্ত স্বরূপ মরিয়মের পুত্রের উল্লেখ করা হয়, তো দেখ! তখনই তোমার জাতি ইহাতে হৈ চৈ আরম্ভ করে।

৫৯। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের মা'ব্দ শ্রেষ্ঠ, না সে?' এবং তাহারা কেবল বাক-বিতণ্ডা স্বরূপই তোমাকে এই কথা বলে। বরং তাহারা বড়ই অগড়াটে জাতি।

৬০। সে (আমাদের) কেবল এক বান্দা ছিল, যাহাকে আমরা পূরস্কার দান করিয়াছিলাম এবং তাহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত করিয়াছিলাম।

৬১। এবং আমরা চাহিলে অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে কতককে ফিরিশতা করিয়া দিতাম, যাহারা পৃথিবীতে (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত হইত।

৬২। এবং সে নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ের জন্য একটি নিদর্শন; সূতরাং উহার সম্বন্ধে তোমরা সম্বন্ধ করিও না, এবং আমার অনুসরণ কর। ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।

৬৩। এবং শয়তান যেন তোমাদিগকে (সঠিক পথ হইতে) নিবৃত্ত করিয়া না রাখে। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬৪। এবং ঈসা যখন উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহসহ আগমন করিল, তখন সে বলিল, 'আমি তোমাদের নিকট হিকমতের বিষয় নইয়া আসিয়াছি, এবং (এই জন্য আসিয়াছি) যেন আমি তোমাদিগকে এমন কতক বিষয় খুলিয়া খুলিয়া বর্ণনা করি যাহার সম্বন্ধে তোমরা মতভেদ করিতেছ। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুসৃত্য কর।

৬৫। নিশ্চয় আল্লাহ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; সূতরাং তোমরা তাহারই ইবাদত কর। ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।'

৬৬। কিন্তু বিভিন্ন দল তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ করিতে লাগিল; সূতরাং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের জন্য রাখিয়াছে এক কষ্টদায়ক দিনের আঘাবের দুর্ভোগ!

فَعَلَّمْنَاهُمْ صَلَاةً وَمَثَلًا لِّلَّآخِثِينَ ﴿٥٧﴾

وَلَقَدْ صَوَّبَ اِبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمَكَ مِنْهُ  
يَعُوذُونَ ﴿٥٨﴾

وَقَالُوا ءَاٰلِهِنَّا خَيْرٌ اَمِ هُوَ مَا صَوَّرُوْهُ لَكَ الْاِجْلَاءُ  
بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَوْفُونَ ﴿٥٩﴾

اِنَّ هُوَ الْاَعْبَدُ اَنْتُمْ اَعْبَادٌ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي  
اِسْرٰٓءِيْلَ ﴿٦٠﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ فِى الْاَرْضِ  
يَخْلُقُوْنَ ﴿٦١﴾

وَاِنَّهٗ لَيَعْلَمُ لِسَاعَةِ فَلَاسْتَرْنَ بِهَا وَاِيَّاهُنَّ  
هٰذَا صِرَاطٌ فَسْتَقِيْمِيْنَ ﴿٦٢﴾

وَلَا يَصْدَقُكُمْ الشَّيْطٰنُ اِنَّهٗ لَكٰذِبٌ وَّمُضِيْٓءٌ ﴿٦٣﴾

وَلَمَّا جَاءَ عِيسٰٓى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ  
وَلِاِيْنٍ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ؕ  
فَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا ﴿٦٤﴾

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ سَرِيْقٌ وَّرَبُّكُمْ فَاَعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ  
مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٥﴾

فَاخْتَلَفَ الْاِحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ  
ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ النَّاسِ ﴿٦٦﴾

৬৭। তাহারা কেবল নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষা করিতেছে যেন উহা অকসমাৎ তাহাদের উপর আপতিত হয়, যখন তাহারা ইহা অনুভবও করিতে না পারে।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। সেদিন একমাত্র মুছাকীপণ বাতীত অন্য বজ্রা একে অপরের শত্রু হইবে;

الْأَجْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯। (আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিবেন) 'হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃশ্রিতও হইবে না;

يَوْمَئِذٍ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

৭০। (তোমরা এমন) যাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছে,

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٧٠﴾

৭১। (তাহাদিগকে বলা হইবে) তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মীগণ সম্মানিত ও আনন্দিত হইয়া জাহ্নাতে প্রবেশ কর।'

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُغْتَبَرُونَ ﴿٧١﴾

৭২। তাহাদের সমস্ত স্বর্ণ নির্মিত রেকাবীসমূহ ও পানপাত্র সমূহ বারবার পরিবেশিত হইবে এবং তথায় তাহাদের মন যাহা চাহিবে এবং যাহাতে নয়নসমূহ তৃপ্তি লাভ করিবে তাহাই তাহাদের জন্য মওজুদ থাকিবে। এবং (বলা হইবে) তোমরা ইহার মধ্যে চিরকাল থাকিবে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِمِثَابٍ مِنْ ذَهَبٍ وَالْكَوَابِ  
وَفِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ مِنَ الْأَنْفُسِ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩। 'এবং ইহাই সেই জাহ্নাত, তোমাদিগকে যাহার উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে—— সেই কর্মের বিনিময়ে যাহা তোমরা করিতে।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪। তোমাদের জন্য ইহার মধ্যে প্রচুর ফল-মূল রহিয়াছে যাহা হইতে তোমরা আহার করিবে।'

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫। নিশ্চয় অপরাধীগণ দোষের আমাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িয়া থাকিবে।

إِنَّ الْعَاصِينَ فِي آذَانٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তাহাদের উপর হইতে আযাব লাঘব করা হইবে না, এবং উহার মধ্যে তাহারা নিরাল হইয়া যাইবে।

لَا يُغْنِي عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُتُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। বস্তুতঃ আমরা তাহাদের প্রতি কোন যত্ন করি নাই, বরং তাহারা নিজেরাই যালেম ছিল।

وَمَا كُنَّا لِنُغْنِيَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮। এবং তাহারা চিৎকার করিয়া ডাকিবে, 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদিগকে শেষ

وَأَقْرَبُوا بِرَبِّكَ لِيَقْضِيَ عَلَيْكَ مَا لَكُمْ تَسْتُرُونَ ﴿٧٨﴾

করিয়া দেন।' সে বলিবে, 'তোমরা দীর্ঘকাল (এখানেই) অবস্থান করিবে।'

৭৯। (আল্লাহ্ বলিবেন) 'আমরা নিশ্চয় তোমাদের নিকট সত্য নইয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যকে ঘৃণা করিত।'

لَقَدْ جِئْتُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ لَكْرَهُونَ ﴿٧٩﴾

৮০। তাহারা কি (তোমার বিরুদ্ধে) কোন বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প করিয়া নইয়াছে? তাহা হইলে আমরাও (তাহাদিগকে ধ্বংস করার) দৃঢ় সংকল্প করিয়া নইয়াছি।

أَمْ أَرَبُؤُا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٨٠﴾

৮১। তাহারা কি মনে করে যে, আমরা তাহাদের ওস্ত বিঘ্নাবলী এবং তাহাদের ওস্ত পরামর্শগুলি গুনিতে পাই না? এইরূপ নহে, বরং আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশতাসগণ) তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া নিশ্চিতহে।

أَمْ يَتَّبِعُونَ آتَانَا لَا تَسْمَعُ سِرُّهُمْ وَجِئْتُهُمْ بِبَيِّنَاتٍ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُمُونَ ﴿٨١﴾

৮২। তুমি বল, 'যদি রহমান আল্লাহর কোন পুত্র থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় ইবাদতকারীদের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম হইতাম।'

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩। আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিপতি, আরশের অধিপতি, ঐসব বিষয় হইতে পবিত্র ও মহান, যাহা তাহারা (তাহার প্রতি) আরোপ করিতেছে।

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبُّ الْعَرِشِ عَتَا يَصِفُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪। অতএব তুমি তাহাদিগকে রুখা বাক-বিতণ্ডা এবং ক্রীড়া-কৌতুক করিতে ছাড়িয়া দাও যতরূপ পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করে যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

فَذَرَهُمْ خَوْضًا وَيَلْبَسُوا حَتَّى يَلْقَوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং তিনিই আকাশও মা'বুদ এবং পৃথিবীতেও মা'বুদ, বস্তুতঃ তিনি পরম প্রজাময়, সর্বজানী।

هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং তিনি পরম বরকতের অধিকারী যাহার জন্য আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবকিছুর অধিপতি, এবং নিদ্রিষ্ট সময়ের জান একমাত্র তাহারই নিকট; এবং তাহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

وَتَبَرَّكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالَّذِي تَرْجَعُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং তাহারা আল্লাহ্ বাতীত যাহাদিগকে ডাকিয়া থাকে, তাহারা শাফায়াত (সুপারিশ) করিবার কোন ক্ষমতা রাখে না; কেবল সেই ব্যক্তি বাতিরেকে যে সত্য সম্বন্ধে সাক্ষা দান করে, এবং তাহারা ইহা ভালরূপে জানে।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর 'কে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন?' তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে, 'আল্লাহ'। তাহা হইলে তাহারা কোন দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতেছে?

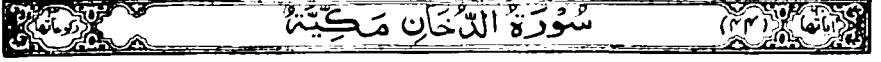
وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝

৮৯। তাহার (এই রসূলের) এই উক্তি'র কসম, যখন সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! ইহারা এমন এক জাতি, যাহারা ঈমান আনিতেছে না।'

وَقِيلَ لَهُ رَبِّ إِن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৯০। (আমরা উত্তরে বলিলাম) সূতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'; অতএব অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ سَأَلُوا عَنْ نِعْمَةِ رَبِّهِمْ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ سِوَا الْقَوْلِ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ وَقَلَّ السَّالِمُونَ ۝



### ৪৪- সূরা আদ্ দুখান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬০ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হা মীম্ ।

حَمْدٌ ②

৩। সুন্দর বর্ণনাকারী কিতাবের শপথ।

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ③

৪। নিশ্চয় আমরা ইহাকে এক বরকতপূর্ণ রাগিতে নামেল করিয়াছি। নিশ্চয় আমরা (সদা) সতর্ক করিয়া আসিতেছি।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ④ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ⑤

৫। এই রাগিতে প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করা হয়,

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ⑥

৬। আমাদেরই আদেশক্রমে। নিশ্চয় আমরা সদা রসূল পাঠাইয়া থাকি,

أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ⑦

৭। তোমার প্রতিপালকের সম্মিধান হইতে রহমতস্বরূপ। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজানী,

رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑧

৮। যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং প্রত্যেকের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা নূতন বিশ্বাস করিয়া থাক।

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑨

৯। তিনি বাস্তবিক কোন মাবুদ নাই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ ⑩ الْأُولِينَ ⑪

১০। তথাপি তাহারা সন্দেহে নিপতিত হইয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছে।

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ⑫

১১। অতএব তুমি সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধূস্র নহইয়া আসিবে,

فَأَرْقُبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ⑬

১২। উহা মানব মস্তনীরক আরত করিয়া ফেলিবে। ইহা এক মহা যন্ত্রপাদায়ক আঘাত হইবে।

يُنْفِثُ السَّمَاءَ هَدَاً عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑭

১৩। তাহারা চিংকার করিয়া বলিবে 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর হইতে এই আযাবকে দূর কর; নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিতেছি।'

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

১৪। তখন উপদেশ গ্রহণ তাহাদের কি উপকার করিবে? অথচ (পূর্বে) তাহাদের নিকট একজন সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করিয়াছে,

أَلَيْسَ لَهُمُ الْوَاكِلُ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ مِنْهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٤﴾

১৫। তখন তাহারা তাহার নিকট হইতে বিম্ব্হ হইয়া চলিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, 'এই বাক্তি কাহারও দ্বারা শিক্ষা প্রদত্ত একজন উন্মাদ!'

لَمْ تَوَلَّاوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٥﴾

১৬। আমরা অবশ্যই অল্প কালের জন্য আযাবকে অপসারিত করিয়া দিব, (কিন্তু) তোমরা যে পুনরায় (সেই অপকর্মেই) ফিরিয়া যাইবে।

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٦﴾

১৭। যেদিন আমরা (তোমাদিগকে) কঠিনভাবে ধৃত করিব সেদিন নিশ্চয় আমরা প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

يَوْمَ يَبُطِّشُ الْبَطِّشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٧﴾

১৮। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে ফেরাউনের জাতিকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের নিকট একজন সম্মানিত রসূল আগমন করিয়াছিল,

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ قَارُونَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

১৯। (সে তাহাদিগকে বলিয়াছিল) যে, 'তোমরা আল্লাহর বান্দাগণকে আমার নিকট সোপর্দ কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

أَنْ أَدُوًّا لِّي عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٩﴾

২০। এবং যেন তোমরা আল্লাহর সম্বন্ধে অহংকার না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নইয়া আসিয়াছি,

وَأَنْ لَا تَعْلَوْا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّي ﴿٢٠﴾

২১। এবং নিশ্চয় আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করি যেন তোমরা আমাকে প্রস্তরখাতে নিহত না কর,

وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢١﴾

২২। যদি তোমরা আমার উপর ঈমান না আন তাহা হইলে তোমরা আমাকে একাকী ছাড়িয়া দাও।'

وَإِنْ لَّمْ تُوَفُّوْا لِي فَأَعْرِضُوْا ﴿٢٢﴾

২৩। অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিল (এবং বলিল) যে, 'নিশ্চয় ইহারা এক অপরাধী জাতি।'

فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُجْرِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। অতএব (আল্লাহ্ বলিলেন) 'তুমি আমার বান্দাগণকে নইয়া রাগিয়াসে চলিয়া যাও, নিশ্চয় তোমরা পশ্চাচ্ছাবিত হইবে।

فَأَسْرِ بِبِيَدِي قَلِيلًا إِنَّكُمْ مَّسْجُومُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তুমি (বালিয়াড়ির উপর দিয়া) সমুদ্রকে শান্ত অবস্থায় পিছনে ছাড়িয়া যাও। তাহারা এমন এক সৈন্যদল, যাহাদিগকে নিশ্চয় নিমজ্জিত করা হইবে।

وَأَتْرِكُ الْبَحْرَ هَوًّا أَنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। তাহারা কত বাগান ও ঝরণা ছাড়িয়া গেল,

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং শসক্ৰেত ও সুন্দর-মনোরম আবাসস্থল,

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং নেয়ামত, যাহাতে তাহারা পরম সুখ ও আনন্দে ছিল।

وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَرَهِينَ ﴿٢٨﴾

২৯। এইভাবেই (হইয়াছিল) এবং আমরা অন্য এক জাতিতে ঐ সকলের উত্তরাধিকারী করিয়া দিলাম।

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٩﴾

৩০। তখন তাহাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে নাই, এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হয় নাই।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا

৩০।

مُنظَرِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে এক লাহুনাজনক আযাব হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

وَلَقَدْ بَجْنَاكَ يَا إِسْرَائِيلَ مِنْ الْعَذَابِ الْهَيْبِيِّ ﴿٣١﴾

৩২। ফেরাউন (-এর কবল) হইতে। নিশ্চয় সে সীমানংঘন কারীদের মধ্যে অত্যধিক উদ্ধত ব্যক্তি ছিল।

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ السُّرْيَانِ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে জানের ভিত্তিতে (তৎকালীন) বিশ্ববাসীর উপর মনোনীত করিয়াছিলাম,

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِنَا عَلَى الطَّيِّبِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং আমরা তাহাদিগকে কতিপয় নিদর্শন প্রদান করিয়াছিলাম যাহাতে সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

وَأَتَيْنَاهُمُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। নিশ্চয়ই ইহারা বলে,

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। 'আমাদের জন্য কেবল প্রথম মৃত্যুই রহিয়াছে, এবং আমরা পুনরুজ্জিত হইব না,

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا عَنَّا بِغَيْرِنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতএব তোমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আনয়ন কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক।'

فَأْتُوا يَا بَنِي آدَمَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তাহারা কি অধিকতর উত্তম, না তুম্বা জাতি এবং যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল? আমরা তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিয়াছিলাম কেননা তাহারা অপরাধ-পরায়ণ ছিল।

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ بُيُوتِكُمْ وَالدَّيْنِيِّينَ الَّذِينَ قَبَلَهُمْ أَصْلَابُهُمْ

إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে কোন বস্তুই ক্রীড়া-কৌতুক স্বরূপ সৃষ্টি করি নাই।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿٣٩﴾



৪০। আমরা উভয়কে যথাযথ উদ্দেশ্য বাতিরেকে সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। নিশ্চয় ফয়সালার দিনটি হইতেছে তাহাদের সকলের (বিচারের) জন্য নির্ধারিত সময়।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِنفَعًا لَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤١﴾

৪২। সেইদিন কোন বন্ধু অপর বন্ধুর কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদের কোন প্রকার সাহায্যও করা হইবে না,

يَوْمَ لَا يَفِيئُ مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ تِيًّا وَلَا يُمْسِكُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। কেবল তাহারা বাতিরেকে যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করিবেন; নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

يَعْنِي إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٣﴾

৪৪। নিশ্চয় যাক্কুম (ফনীমনসা জাতীয়) রুক্ক—

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْوَمِ ﴿٤٤﴾

৪৫। পাপীদের খাদ্য হইবে,

طَعَامُ الْآثِمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। বিগলিত তাম্বুর নায়; ইহা (তাহাদের) উদরে ফুটিতে থাকিবে,

كَالْهَيْلِ يَفِيئُ فِي الْبُحُورِ ﴿٤٦﴾

৪৭। উত্তপ্ত পানি যেমন ফুটিতে থাকে।

كَفَلِي الْجَنِينِ ﴿٤٧﴾

৪৮। (আমরা ফিরিশ্বাদিগকে বলিব) "তাহাকে ধর এবং জাহান্নামের মধ্যস্থল পর্যন্ত তাহাকে হেঁচড়াইয়া নইয়া যাও,

خَذُوهُ نَاعِيذُهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٨﴾

৪৯। অতঃপর তাহার মস্তকের উপর উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া শাস্ত দাও।

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنَ عَذَابِ الْجَبِينِ ﴿٤٩﴾

৫০। (আমরা তাহাকে বলিব) 'স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি (নিজেকে ভাবিয়াছিনে) একজন মহা শক্তিশালী, সম্মানিত মানুষ,

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٥٠﴾

৫১। নিশ্চয় ইহা সেই বিষয়, যাহার সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতে।

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥١﴾

৫২। নিশ্চয় মুতাকীফণ থাকিবে এক শাস্তিপূর্ণস্থানে,

إِنَّ السَّعِيرِينَ فِي مَقَامٍ آصِينَ ﴿٥٢﴾

৫৩। বাগানসমূহ ও বরণাসমূহের মাঝে,

بَيْنَ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা পরিধান করিবে চিত্রণ ও মোটা রেশমী বস্ত্র, তাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া থাকিবে;

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرِيِّ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এইরূপই হইবে। এবং আয়তলোচনা পরমাসন্দরী মহিলাগণকে আমরা তাহাদের সঙ্গিনী করিয়া দিব।

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ حُورٍ عِينٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। নিরাপদ অবস্থায় তাহারা সেখানে প্রত্যেক প্রকারের ফল-মূলের ফরমায়েশ দিবে।

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭। তখন তাহারা কেবল প্রথম মৃত্যু বাতীত আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে না; এবং তিনি তাহাদিগকে জাহান্নামের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন,

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٧﴾

৫৮। (এই সব) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহ স্বরূপ হইবে। এবং ইহাই হইবে পরম সফলতা।

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٨﴾

৫৯। অবশ্যই আমরা ইহাকে (কুরআনকে) তোমার ডায়ায় সহজ করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

فَأَنشَأْنَا لِيَسْرُونَ ۗ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। সূতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় তাহারাও অপেক্ষমান রহিয়াছে।

يَعِ ۚ فَآرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿٦٠﴾

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ ﴿٧٥﴾

৪৫-সূরা আল্ জাসিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৮ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি, অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

২। হু মীম ।

حٰمٓ ②

৩। মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রভাময় আল্লাহর পক্ষ হইতে এই কিতাব অবতীর্ণ ।

تَنْزِیْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ ③

৪। নিশ্চয় আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে মো'মেনগণের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে ।

اِنَّ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لٰیٰتٍ لِّمُؤْمِنِیْنَ ④

৫। এইরূপে স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে এবং পৃথিবীতে তিনি যে সকল জীব-জন্তু বিস্তার করেন উহাদের মধ্যেও ঐ জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে, যাহারা দৃঢ়-বিশ্বাস করে ।

وَفِی خَلْقِكُمْ وَمَا یَبْدُؤُكُم مِّنْ دَابَّةٍ اَیْتٌ لِّقَوْمٍ یُّؤْقِنُوْنَ ⑤

৬। এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ হইতে আল্লাহ্‌ যে রিয্ক নাযেল করেন যদ্বারা তিনি যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, ইহার মধ্যে এবং বায়ুমণ্ডলের প্রবাহে বুদ্ধিসম্পন্ন জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে ।

وَاخْتِلَافِ النَّیْلِ وَالتَّهَارِیْرِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَاَحْیَا بِهٖ الْاَرْضَۢ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِیْفِ الرِّیْحِ اَیْتٌ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ⑥

৭। এইগুলি আল্লাহর নিদর্শন, যাহা আমরা যথার্থভাবে তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি । অতএব তাহারা আল্লাহর ও তাহার নিদর্শনাবলীর (অস্বীকার করার) পরে কোন কথার উপর ঈমান আনিবে ?

بَلٰٓءَ اَیْتِ اللّٰهُ تَسْتَلُوْهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ فَاِیُّ حٰمِلِیْنَۢ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰیٰتِهٖ یُؤْمِنُوْنَ ⑦

৮। প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য দুর্ভোগ —

وَنِیْلِ لِّكُلِّۢ اَنۡفَاكٍ اَنْۢیْمِیۡ ⑧

৯। যে আল্লাহর আয়াতসমূহ, যাহা তাহার সম্মুখে আরক্তি করা হয়, শ্রবণ করে, অতঃপর সে অহংকার ভরে হঠকারিতা করে যেন সে উহা শ্রবণই করে নাই । সুতরাং তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও ।

یَسْمَعُ اٰیٰتِ اللّٰهِ تَنْتَلِیْ عَلَیْهِ ثُمَّ یُعَصِّرُ مُسْتَكْبِرًا ۙ كَانَ لَمْ یَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ الْاٰیْمِیۡ ⑨

১০। এবং যখন সে আমাদের আয়াতসমূহের মধা হইতে কিছু জানিতে পায় তখন সে উহাকে হাসি-বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়া

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰیٰتِنَا شَیْئًا اِغْتَدَّهَا هُزُوًا وَاُوَلِّیْكَ

লয়। এই প্রকারের লোকদের জন্য লাহুনাজনক আযাব নির্ধারিত আছে।

১১। তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে জাহান্নাম; এবং তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে উহা তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না, এবং আল্লাহ্ বাতিরেকে যাহাদিগকে তাহারা বন্ধরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহারাও (কোন উপকারে আসিবে না)। এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব (নির্ধারিত) আছে।

১২। ইহা হইতেছে (সত্যিকার) হেদায়াত। এবং যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জঘনাতম আযাবের যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি।

১৩। আল্লাহ্ তিনি, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন যেন তাহার আদেশে উহাতে নৌযানগুলি চলাচল করিতে পারে এবং যেন (উহার দ্বারা) তোমরা তাহার অনুগ্রহ অনুমণ করিতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

১৪। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সব কিছুই তিনি তাহার পক্ষ হইতে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহাতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

১৫। তুমি তাহাদিগকে বল, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা যেন সেই সকল লোককে ক্ষমা করে যাহারা তাহাদিগকে কষ্ট দেয় এবং আল্লাহ্‌র দিনগুলির কোন তোয়াক্কা করে না যেন তিনি এই জাতিকে উহার প্রতিফল দান করেন যাহা তাহারা অর্জন করিয়া আসিতেছে।

১৬। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, উহার কল্যাণ তাহারই নিজের জন্য হইবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করে উহার ক্ষতি তাহারই নিজের উপর বর্তিবে। অতঃপর তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

১৭। এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব এবং নবুওয়্যাত দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে পবিত্র বস্ত্র হইতে উপজীবিকা দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে (সমসাময়িক) বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ①

مِنْ دَرَأِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا  
شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ ①

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّذِينَ لَهُمْ عَذَابٌ  
مِّنْ وَجْهِ اللَّهِ ①

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُوكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ  
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَكُمْ فِي شُكْرِهِ ①

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا  
وَنَهَ أَنْ فِي ذَلِكَ لِابْتِغَاءِ لِقَوْمٍ يُتَّفَكَّرُونَ ①

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ اللَّهُ الذَّنْبَ لِمَنْ يَشَاءُ  
يُجِزِي قَوْمًا مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ①

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَلِنَفْسِهِ  
إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ①

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ النَّبَاتِ وَقَطَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعُلُوقِ ①

১৮। এবং আমরা তাহাদিগকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের নিকট (প্রকৃত) জ্ঞান (কুরআন) আসিবার পরই তাহারা পরস্পরের মধ্যে বিদ্রোহবশতঃ মতভেদ করিল। তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ করিয়া আসিতেছিল নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক উহার সম্বন্ধে কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন।

১৯। অতঃপর আমরা তোমাকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে এক মহান শরীয়াতের (বিধানের) উপর অধিষ্ঠিত করিয়াছি; সুতরাং তুমি ইহার অনুসরণ কর এবং ঐ সকল লোকের কুপ্রভৃতির অনুসরণ করিও না, তাহাদের কোন জ্ঞান নাই।

২০। নিশ্চয় তাহারা আল্লাহর মোকাবেলায় তোমার কোন উপকারে আসিবে না। এবং নিশ্চয় যালেমগণ একে অপরের বন্ধু, কিন্তু আল্লাহ্ মুতাকীপনের বন্ধু।

২১। ইহা (কুরআন) মানবজাতির জন্য জ্ঞোতির্ময় দলীল-প্রমাণ এবং দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপনকারী জাতির জন্য হেদায়াত এবং রহমত।

২২। তাহারা মন্দ কর্ম করে তাহারা কি মনে করে যে, আমরা তাহাদিগকে উহাদের সমতুল্য করিয়া দিব তাহাদের ঈমান আনে এবং সংকম করে তাহাদের ফলে তাহাদের জীবন এবং তাহাদের মরণ সমান হইয়া যাইবে? তাহারা কত মন্দ বিচার করিতেছে!

২৩। এবং আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সনাতন নিয়মানুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হয় যাহা সে অর্জন করে, বস্তুতঃ তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না।

২৪। তুমি কি সেই ব্যক্তির (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যে নিজের হীন প্ররক্তিকে মা'বদ বানাইয়া লইয়াছে, অথচ আল্লাহ্ তাহাকে (তাঁহার) জানানুযায়ী পঞ্চদ্রষ্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহার কর্ণের ও হৃদয়ের উপর মোহরাংকিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার চক্ষুর উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র (এইরূপ ফয়সালায়) পর কে তাহাকে হেদায়াত দিবে? তোমারা কি তথ্যটি উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

২৫। এবং তাহারা বলে, "আমাদের এই পার্থিব জীবন ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, (এমনইভাবে) আমরা মরি এবং

وَأَيُّهُمْ يَنْتَظِرُ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ  
بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ  
يَفُوقِي يَدَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ  
يَخْتَلِفُونَ ﴿١٨﴾

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيحَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ  
لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

إِنَّهُمْ لَنْ يَنْفَعُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ  
بِنَفْسِهِمْ أُولَئِكَ أَوْسَعُ رَأْفَتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
﴿٢٠﴾

هَذَا بَصَّارَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ  
يُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ  
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً عِنْدَ اللَّهِ  
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا نُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢٢﴾

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ  
كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ  
عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ  
بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ  
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا

বাঁচি, এবং একমাত্র কালই (এর প্রভাবই) আমাদিগকে ধ্বংস করে।' বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা কেবল আনুমানিক কথা বলিতেছে।

২৬। এবং যখন তাহাদের সম্মুখে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আরতি করা হয়, তখন তাহাদের ওধু এই কথা ছাড়া আর কোন যুক্তি প্রমাণ থাকে না যে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে আমাদের পিতৃপুরুষদিগকেও উপস্থিত কর।'

২৭। তুমি বল, 'আল্লাহই তোমাদিগকে জীবন দান করেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান, অতঃপর তিনি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদিগকে সমবেত করিতে থাকিবেন, যাহার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা জানে না।'

২৮। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহর জন্য, এবং যেদিন সেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাবাদীগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

২৯। এবং তুমি প্রত্যেকটি জাতিকে নতজানু অবস্থায় দেখিতে পাইবে। প্রত্যেকটি জাতিকে তাহার নিজ নিজ কিতাবের দিকে আহ্বান করা হইবে (এবং বলা হইবে) 'আজ তোমাদিগকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।'

৩০। এই আমাদের কিতাব, ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সত্য কথা বলিতেছে, তোমরা যাহা কিছু করিতে আমরা নিশ্চয় উহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতাম।'

৩১। সূতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক তাঁহার রহমতের ছায়াতলে প্রবিষ্ট করিবেন। ইহাই সুস্পষ্ট সফলতা।

৩২। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তবে কি তোমাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ আরতি করা হইত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করিতে; বস্তুতঃ তোমরা অপরাধী জাতি ছিলে।'

৩৩। এবং যখন বলা হইত, 'নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতও (সত্য), ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; তখন তোমরা বলিতে, 'আমরা জানি না কিয়ামত কি, আমরা মনে করি ইহা

وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ⑤

وَإِذَا تَنَطَّلَ عَلَيْهِمْ أَنبِئْنَا بِعَذَابٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّمَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْمَلُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑦

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُ بِهَا كَثِيرٌ مِمَّنْ ظَنَّ أَنَّهُ بَاطِلٌ ⑧

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِعَةٍ تُكَلِّمُ كُلَّ أُمَّةٍ تَدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑨

هَذَا كِتَابُنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنْ أَنْتُمْ تَتَذَكَّرُونَ ⑩

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْبَاقِي ⑪

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِنَا تَنْطَلِعُ عَلَيْكُمْ فَمَا نَسْتَكْفِرُكُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ⑫

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ لَكُنَّ إِلَّا طَائِفًا

একটি ধারণা বাতীত কিছুই নহে, আমরা ইহাতে বিশ্বাস করি না।'

﴿ مَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ ﴾

৩৪। এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে উহার অনিষ্টতা তাহাদের উপর প্রকাশ হইয়া পড়বে, এবং যাহা লইয়া তাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া নইবে।

﴿ وَبَلَّآ لَهُمْ سِنَاتٌ مَّا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا  
بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾

৩৫। এবং (তাহাদিগকে) বলা হইবে, 'আজ আমরা তোমাদিগকে এইরূপেই ভুলিয়া যাইব যেরূপে তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলিয়া গিয়াছিলে এবং আশ্রয় তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে এবং কেহ তোমাদের সাহায্যকারী হইবে না;

﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِكُمْ كَمَا تَبِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا  
وَمَا أَوْلَاكُمْ التَّرَاوَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾

৩৬। ইহা এইজন্য হইবে যে, তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শন-সমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্ত্র বানাইয়া লইয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারণিত করিয়াছিল।' সুতরাং আজ তাহাদিগকে আঘাত হইতে বাহির করা হইবে না এবং (আল্লাহ্র) নৈকট্য লাভ করিবার জন্য তাহাদের চেষ্টা ও ওজর কবুল করা হইবে না।

﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَنَعَزْتُمْ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُجْرِبُونَ فِيهَا وَلَا هُمْ  
يُسْتَعْتَبُونَ ﴾

৩৭। অতএব সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্রই, যিনি আকাশসমূহের প্রতিপালক এবং পৃথিবীর প্রতিপালক, এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

﴿ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ﴾

৩৮। এবং আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে সকল মহিমা একমাত্র তাহারই এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

﴿ وَهُوَ الْكَبِيرُ بَاطِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
بِالْحَكِيمِ ﴾

## سُورَةُ الْأَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ

### ৪৬-সূরা আল্ আহ্কাফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৬ আয়াত এবং ৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। হা মীম ।

حَمْدٌ

৩। মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজাময় আল্লাহর নিকট হইতে এই কিতাব অবতীর্ণ ।

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

৪। আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং প্রতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই যথাযথ উদ্দেশ্য এবং নির্দিষ্ট মিয়াদ বাতিরেকে সৃষ্টি করি নাই; এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারাই উহা হইতে বিমুখ হয় যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে ।

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُتُوا مُعْرِضُونَ

৫। তুমি বন, তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে কি কিছু জান যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাক ? আমাকে দেখাও তাহারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা আকাশসমূহের (সৃষ্টির) মধ্যে তাহাদের কোন অংশ আছে কি ? যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে ইহার পূর্ববর্তী কোন কিতাব আমার সম্মুখে পেশ কর অথবা জানগর্ত পরম্পরাগত কোন নিদর্শন পেশ কর ।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ إِنْ تَوْنِي يَكْتُبُ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَدْنَىٰ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

৬। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট আর কে হইতে পারে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন অস্তিত্বকে ডাকে যাহা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাহার ডাকে সাড়া দিতে পারিবে না, এবং তাহারা তাহাদের দোয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রাকৈন ?

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دَعْوَاهُمْ غَفُورُونَ

৭। এবং যখন মানব জাতিকে (তাহাদের মৃত্যুর পর) পুনরুজ্জ্বলিত করিয়া একত্রিত করা হইবে তখন তাহারা (অন্যক মা'ব্দারা) তাহাদের (অন্যক মা'ব্দদের ইবাদতকারীদের) শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে ।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفْرِينَ



৮। এবং যখন তাহাদের নিকট আমাদের সমৃদ্ধ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা সত্যকে, যখন উহা তাহাদের নিকট সমাগত হয়, বলে, 'ইহা স্পষ্ট যাদু।'

৯। তাহারা কি এইরূপ বলে যে, 'সে নিজেই ইহা মিথ্যা রচনা করিয়া নইয়াছে?' তুমি বল, 'যদি আমি ইহা স্বয়ং মিথ্যা রচনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আল্লাহর মোকাবেলায় আমাকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের ক্ষমতা হইবে না। ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু তোমরা বর্ণনা করিয়া বেড়াইতেছ উহা তিনি সর্বাধিক জানেন। তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে মথেষ্ট। বস্ততঃ তিনি অতীত ক্ষমামণী, পরম দয়াময়।'

১০। তুমি বল, 'আমি কোন অভিনব রসূল নহি, আমি জানি না আমার সংসে কি ব্যবহার করা হইবে এবং তোমাদের সংগেই বা কি ব্যবহার করা হইবে। আমি কেবল উহারই অনুসরণ করিয়া চলি যাহা আমার প্রতি ওহী করা হয়; এবং আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

১১। তুমি বল, 'তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ, যদি ইহা আল্লাহর নিকট হইতে নামেন হইয়া থাকে এবং তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর অথচ বনী ইসরাঈল হইতে একজন সাক্ষী তাহার নিজের অনুরূপ একজনের (আবির্ভাবের) সাক্ষ্য দান করিয়াছে এবং সে স্বয়ং ঈমান আনিয়াছে, কিন্তু তোমরা অহংকার কর (তাহা হইলে ইহার পরিণাম কিরূপ হইবে)?' আল্লাহ্ যালেম জাতিকে আদৌ হেদায়াত দেন না।

১২। এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহারা উহাদিগকে বলে যাহারা ঈমান আনে, 'যদি ইহা (কুরআন) কল্যাণময় হইত তাহা হইলে তাহারা আমাদের আগে ইহার উপর ঈমান আনিতে পারিত না।' অতএব যখন তাহারা ইহা দ্বারা হেদায়াত গ্রহণ করিল না, তখন নিশ্চয় তাহারা এই কথাই বলিবে, 'ইহা বহু পুরাতন মিথ্যা।'

১৩। এবং ইহার পূর্বে মূসার কিতাব ছিল পথ-প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ, এবং এই কিতাব যাহা (পূর্বে বর্ণিত ডবিশাদ্বাণীর) সত্যায়নকারী, আরবী ভাষায় বর্ণিত, যেন ইহা যালেমদিগকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীলগণকে সুসংবাদ দেয়।

وَأَذِخْطُ عَلَيْهِمْ أَنبَتْنَا بَيِّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
لِلْحَقِّ لَنَا جَاءَ هُمْ هَذَا إِسْحَرُ قُتِينُ ۝

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْنَاهُ فَلَا تَكُونُ  
لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ  
كُفَىٰ بِهِ شَهِيدًا نَّبِيًّا وَبَيِّنَاتٍ هُوَ الْغَفُورُ  
الْوَهِيمُ ۝

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاةٍ مِنَ الرَّسُولِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفَعَّلُ  
بِي وَلَا يَكْفُرُ إِنِّي أَعْبُدُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا  
إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

قُلْ أَنزَلْنَاهُ إِنَّا كَانُوا فِي اللَّهِ يَكْفُرُونَ  
وَشَهِيدًا شَاهِدًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ  
فَلْيَأْمَنُ وَاسْتَكْبِرُوا إِنَّا اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا  
سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ سَبِقُوا لِقَاءَ  
هَذَا إِنَّكَ قَدِيرٌ ۝

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِسْمَاءًا وَرَحْمَةً وَهَذَا  
كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَزِيزٍ لَّيِّنٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
وَيَسُرُّونَ لِلْمُنْحَرِفِينَ ۝

১৪। নিশ্চয় যাহারা বলে, 'আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক; অতঃপর তাহারা ইহার উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়ম থাকে, অবশ্য তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

১৫। ইহারা ই আম্মাতের অধিবাসী, তাহারা উহাতে চিরকাল বাস করিবে— সেই কর্মের বিনিময় স্বরূপ যাহা তাহারা করিত।

১৬। এবং আমরা মানুষকে তাহার মাতাপিতার সহিত সম্বাবহার করিবার তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছি, কারণ তাহার মাতা তাহাকে-কষ্টের সহিত গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং কষ্টের সহিত প্রসব করিয়াছে, এবং তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও দুধ ছাড়াইতে ত্রিশ মাস লাগিয়াছে; অতঃপর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তওফীক দান কর, যাহাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি যাহা তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দান করিয়াছ এবং (তওফীক দাও) যেন আমি এমন সৎকর্ম করিতে পারি যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও; এবং আমার জন্য আমার বংশধরগণের মধোও পূণা প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয় আমি তোমার সমীপে অবনত হইয়াছি এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

১৭। ইহারা ই এমন লোক যাহাদের উৎকৃষ্ট কর্মসমূহকে আমরা গ্রহণ করিব এবং তাহাদের মন্দ কর্মসমূহকে উপেক্ষা করিব, তাহারা আম্মাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে; ইহা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যাহা তাহাদের সহিত করা হইতেছে।

১৮। এবং ঐ ব্যক্তি কেমন (হতভাগা), যে তাহার মাতা-পিতাকে বলে, 'আক্ষোসাস তোমাদের প্রতি! তোমরা কি এই বলিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছ যে আমাকে (কবর হইতে পুনঃ) বহির্গত করা হইবে অথচ আমার পূর্বে বংশের পর বংশ অতীত হইয়া গিয়াছে?' এবং তাহারা উভয়ে আল্লাহর সমীপে ফরিয়াদ করে, (এবং বলে হে বৎস!) 'খিক তোমাকে! তুমি ঈমান আন, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।' তখন সে বলে, 'ইহা পূর্ববর্তীগণের উপকথা বাতীত কিছুই নহে।'

১৯। ইহারা ই এমন লোক, যাহাদের উপর (শাস্তির) বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইহারা জিম্ম ও ইনসানের সেই সকল জাতির

إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْصَمُوا فَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّوْنٌ ﴿١٤﴾

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَسْعَلُونَ ﴿١٥﴾

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَنَّانَةٌ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنَيْتُ الْيَتِيمَ وَرَأَيْتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ تَتَّقِلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَجَّوهُمْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الْعُقَدِيُّ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٧﴾

وَالَّذِي قَالَ لِلِإِبْدِيِّ أَيْ لِكُلَّمَا أَتَوَيْتُنِي أَنْ أُخْرِجْ وَقَدْ خَلَّتِ الْعُرُوقُ مِنْ ثِقَلٍ أُوْحِنَا يَسْتَوْغِيثِينَ اللَّهُ وَبِكَ آمِنُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ يُقُولُونَ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَسْمِهِمْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لِأَنَّهُمْ

অন্তর্গত, যাহারা ইহাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে; নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত।

﴿كَاٰنُوْا خٰسِرِيْنَ ۝۱﴾

২০। এবং তাহারা যে কাজ করিয়াছে তদনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পদমর্যাদা আছে, ইহা এই জন্য যেন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন, এবং তাহাদের উপর কোন মূলুম করা হইবে না।

﴿وَلِكُلِّ دَرَجٰتٍ مِّنْهَا عَمَلًا وَّلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝۱﴾

২১। এবং যেদিন তাহাদিগকে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে আশুনের সম্মুখে পেশ করা হইবে (এবং বনা হইবে) তোমরা তোমাদের পার্থিব-জীবনে নিজেদের সমস্ত উত্তম বস্তু খরচ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ এবং তন্মারা পূর্ণরূপে সুখ ভোগ করিয়াছ; সুতরাং আজ তোমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে নাশ্বনাজনক আয়াব; এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অনায়াভাবে অহংকার করিতে এবং এই কারণে যে, তোমরা দুষ্কর্ম করিতে।

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَ النَّارِ اٰهْبٰتُهُمْ  
يَلْبَسُوْنَ فِيْ حَيٰتِكُمْ الدُّنْيَا وَاَسْتَعْتَمَرُ بِهَا  
فَاَلَيْسَ لِمُجْرِمُوْنَ عَذٰبِ الْهُوْنِ عَلَيْكُمْ مُّشْكَلُوْنَ  
فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَيٰتِ رَبِّمَا لَكُمْ تَفْسُوْنَ ۝۱﴾

২২। এবং 'আদ' জাতির ভাইকে (হদকে) সম্মরণ কর, যখন সে তাহার জাতিকে আহ্‌কাফে (বানির টিনাসমূহে) সতর্ক করিয়াছিল এবং তাহার পূর্বেও এবং তাহার পরেও অনেক সতর্ককারী গত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই এই শিক্ষা দিয়াছিল যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিনের আযাবের আশংকা করিতেছি।

﴿وَاذْكُرْ اٰخَا عَادَ اِذْ اَنْذَرْتَهُمْ بِالْاَحْقَابِ وَاذْكُرْ  
قَدْحَلِيَّتِ التَّنْذُرِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهٖ  
اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذٰبِ  
يَوْمِ عَظِيْمٍ ۝۱﴾

২৩। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এইজন্য আসিয়াছ যেন তুমি আমাদের মা'বুদসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পার? অতএব যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আমাদের নিকটে সেই সব বিষয় নইয়া আস যাহার উয় তুমি আমাদের দেখাইতেছে।'

﴿قَالُوْا اَجْتَنَّا لِنَا وَاَكْنَا عَنِ الْهَيْتٰنَا فَاٰتِنَا بِمَا  
تَعْبُدْنَ اَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۱﴾

২৪। সে বলিল, 'প্রকৃত জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট আছে এবং আমি তোমাদের নিকট কেবল সেই শিক্ষাই পৌছাইয়া দিতেছি যাহা নইয়া আমি প্রেরিত হইয়াছি, কিন্তু আমি যে তোমাদিগকে এক অজ্ঞ জাতিরূপে দেখিতেছি।'

﴿قَالَ اِنَّمَا اٰتٰنَا عِنْدَ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ كَاٰنُرِيْتُ  
بِهٖ وَاَلَيْسَ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْمَلُوْنَ ۝۱﴾

২৫। অতঃপর যখন তাহারা উহাকে (আযাবকে) এক মেঘের আকারে তাহাদের উপত্যকাসমূহের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা এক মেঘ, যাহা আমাদের উপর ঝড়ি বর্ষণ করিবে (আমরা বলিলাম) 'না, বরং ইহা সেই আযাব যাহা তোমরা তাড়াতাড়ি চাহিয়াছ— এক বায়ু, যাহার মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব নিহিত আছে;

﴿فَلَمَّا رَاُوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا  
عَارِضٌ مُّطْرًا اَبْلُ هُوَ مَا سَخَعْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ  
فِيْهَا عَذٰبٌ اَلِيْمٌ ۝۱﴾

২৬। যাহা ইহার প্রতিপালকের আদেশক্রমে প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করিয়া যাইতে থাকিবে।' ফলে তাহাদের প্রভাত হইল এমন অবস্থায় যে, তাহাদের গৃহগুলি ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। এইরূপেই আমরা অপরাধী জাতিকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

২৭। এবং আমরা তাহাদিগকে এমন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেভাবে (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদিগকে উহাতে প্রতিষ্ঠিত করি নাই; এবং আমরা তাহাদিগকে কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় দান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাদের কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় কোন কিছুই তাহাদের উপকারে আসিল না; কারণ তাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে হঠকারিতা করিয়া অস্বীকার করিত; এবং যে আযাব নইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত উহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল।

৩  
৬

২৮। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদের চতুস্পার্বতী জনপদসমূহকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, অথচ আমরা নিদর্শনসমূহকে পুনঃ পুনঃ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে তাহারা (হঠকারিতা হইতে) ফিরিয়া আসে।

২৯। অতএব তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে (তাঁহার) নৈকট্যলাভের জন্য যাহাদিগকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল উহারা কেন তাহাদের সাহায্য করিল না? বরং তাহারা তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহা ছিল তাহাদের মিথ্যা এবং যাহা তাহারা মিথ্যা রচনা করিত (উহার পরিণতি)।

৩০। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমার নিকট জিম্মদের এক দলকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম, যাহারা কুরআন শুনিতে চাহিয়াছিল; অতঃপর যখন তাহারা ইহার (কুরআন আরুত্তির মজলিসের) সমক্ষে উপস্থিত হইল তখন তাহারা একে অপরকে বলিল, 'চুপ কর,' অতঃপর যখন ইহা (কুরআন আরুত্তি) শেষ হইল তখন তাহারা নিজেদের জাতির নিকট (তাহাদের জন্য) সতর্ককারী হইয়া ফিরিয়া গেল।

৩১। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের জাতি! আমরা এমন এক কিডাব শুনিয়াছি যাহা মুসার পরে নাথেন করা হইয়াছে, যাহা ইহার সম্মুখস্থ কিডাবের সত্যায়ন করিতেছে, (মানুষকে)

تُدْفِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٦﴾

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِينَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَآبْصَارًا وَأَنْفًا فَمَا أَعْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْفُهُمْ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمُ الظُّلُمَاتُ ﴿٢٧﴾ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٨﴾

وَلَقَدْ أَهَلْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَوَّغْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٩﴾

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِن دُونِ اللَّهِ كَرِهَاتِ آلِهَةٍ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ أَفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٣٠﴾

وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ قُرْآنَ الْجِنِّ يَتَّبِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَبُوا فَلَمَّا قَفَىٰ وَلُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّتَذَرِينَ ﴿٣١﴾

قَالُوا يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كُتُبًا أَنْزَلَ مِن بَيْنِ مَوْسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ

সত্য এবং সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে পরিচালিত করিতেছে;

كَلِمَاتٍ مُّتَقِينٍ ﴿٦٠﴾

৬২। হে আমাদের জাতি! তোমরা আল্লাহর আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি ঈমান আন, ফলে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবেন।

يُعَوْمَنَا أَجْمَعِينَ وَإِنَّا بِهِ لَنَعْمَ لَكَ  
مِن دُنُوبِكُمْ وَيُجْزَلُكُمْ مِّن مَّذَابِ النَّارِ ﴿٦١﴾

৬৩। এবং যে আল্লাহর আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না সে পৃথিবীতে (তাঁহাকে) আদৌ পরাজিত করিতে পারিবে না, এবং তিনি ব্যতীত তাহার জন্য কোন অভিভাবক হইবে না। ইহারাই স্পষ্ট পথপ্রদেতার মধ্যে নিপতিত আছে।

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ  
وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ آلٌ أُولَٰئِكَ فِي صَلَاتِهِمْ

৬৪। তাহারা কি অনুধাবন-করে নাই যে, নিশ্চয় সেই আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের সৃজনে তিনি ক্লাস্ত হন নাই, তিনি মৃতকে জীবিত করিতেও সক্ষম? নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَلَمْ يَكُنْ يَخْتَفِيهِمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ  
بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٢﴾

৬৫। এবং যেদিন কাফেরদেরকে আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে (এবং বলা হবে) 'ইহা কি সত্য নহে?' তাহারা বলিবে, 'হাঁ! আমাদের প্রতিপালকের কসম (ইহা সত্য)।' তখন তিনি বলিবেন, 'তোমরা যেহেতু অস্বীকার করিতে এই জন্য আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।'।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا  
بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ  
بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٣﴾

৬৬। সূতরাং তুমিও খৈর্যধারণ কর যেভাবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রসূলগণ খৈর্য ধারণ করিয়াছে এবং তুমি তাহাদের জন্য শীঘ্র (আযাব কামনা) করিও না। যেদিন তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যেন তাহারা এই পৃথিবীতে দিবসের এক মুহূর্ত বাতিরেকে অবস্থান করে নাই। (এই সতর্কবাণী) পৌছানো হইল, অতএব দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতি বাতিরেকে কাহাকেও ধ্বংস করা হয় না।

فَأَصْبَحْنَا صِدْقًا وَأُولُو الْأَعْمُرِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا  
تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ  
لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَغَ هَهُنَا مَكَانَكُمُ  
﴿٦٤﴾ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٥﴾



### ৪৭- সূরা মুহাম্মাদ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৯ আয়াত এবং ৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। যাহারা অস্বীকার করে এবং নোকদ্দিপকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিরত রাখে— তিনি তাহাদের সকল কর্ম বার্থ করিয়া দেন ।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ  
أَعْمَالَهُمْ ②

৩। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং যাহা মুহাম্মাদের উপর নামেণ করা হইয়াছে উহার উপরও ঈমানি আনে— বস্তুতঃ ইহা তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে পূর্ণ-সত্য— তিনি তাহাদের অনিষ্টতা সম্বন্ধে দূরীভূত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থার সংশোধন করিয়া দিবেন ।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ  
عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لَكَفَرَ عَنْهُمْ  
سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ③

৪। ইহা এই জন্য যে, যাহারা অস্বীকার করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যাহারা ঈমান আনে তাহারা নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে সমাগত পূর্ণ সত্যের অনুসরণ করে । এইভাবেই আল্লাহ মানব জাতির জন্য তাহাদের উপাস্যমূর্তের (মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়) বর্ণনা করিয়া থাকেন ।

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ  
آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ  
لِلنَّاسِ أَمْثَالَ لَهُمْ ④

৫। অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সংগে যুদ্ধে নিপু হও তখন (তাহাদের) প্রীবাদেশে সজোরে আঘাত কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ব্যাপকভাবে তাহাদের রক্ত প্রবাহিত করিয়া (তাছাড়াই পলায়িত করিয়া) নাও, তখন যখনকে শক্ত কর; অতঃপর (তাহাদিগকে মুক্ত কর) অগ্রগ্রহ করিয়া অথবা মুক্তি-পত্র নইয়া, (যুদ্ধ করিয়া যাও) যতক্ষণ পর্যন্ত না যুদ্ধ উহার অস্ত রাখিয়া দেয় । ইহাই হইল (প্রত্যাদেশ) । এবং আল্লাহ ইচ্ছা করিলে নিজেই তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করিতে চাহেন । এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে— তাহাদের কৃত-কর্ম তিনি কখনও বিনষ্ট করিবেন না ।

وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا  
أَخَذْتُمُوهُمْ فَذَرُوا النَّوَاصِبَ ۚ أَيُّهَا مَتَّاعٌ وَرِمَا  
فِيءَ إِذْ كُنْتُمْ تَصَعُّ الْعَرَبُ أَوْ ذُرَاهِمَ ذِكَا ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ  
اللَّهُ لَا تَنْصَرِفُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ تَبْلُغُوا بَعْضَكُمْ بَعْضٌ ۚ  
وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُجِزَلَ أَعْمَالَ لَهُمْ ⑤

৬। তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে হেদায়াতের (সফলতার) পথে লইয়া যাইবেন, এবং তাহাদের অবস্থার সংশোধন করিয়া দিবেন।

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالِهِمْ ﴿٦﴾

৭। এবং তাহাদিগকে সেই ডাঙ্গাতে দাখিল করিবেন যাহার পরিচয় তিনি পূর্বেই তাহাদিগকে দিয়াছেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ﴿٧﴾

৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহা হইলে তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের পাণ্ডলিকে সুদৃঢ় করিয়া দিবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٨﴾

৯। এবং তাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ভাগ্যে ধ্বংস অবধারিত এবং তিনি তাহাদের কৃত-কর্মকে বিনষ্ট করিয়া দিবেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا تَتَمَنَّاهُمْ وَاصْلَ أَعْمَالِهِمْ ﴿٩﴾

১০। ইহা এইজন্য যে, তাহারা উহা ঘৃণা করিয়াছে যাহা আল্লাহ নাহেল করিয়াছেন; ফলে তিনিও তাহাদের কৃত-কর্মকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَحَبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿١٠﴾

১১। অতএব তাহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং তাহারা দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল? আল্লাহ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছেন (এবং বর্তমান সময়ের) কাফেরদের অবস্থাও তদনুরূপ হইবে।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَرَاهُمْ عَلَيْهِمْ وَالْكُفْرِينَ أَتَقَالَهُمَا ﴿١١﴾

১২। ইহা এইজন্য হইবে যে, আল্লাহ তাহাদের অভিজ্ঞাবক যাহারা ঈমান আনিয়াছে, পক্ষান্তরে কাফেরদের কোন

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكُفْرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١٢﴾

১৩। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে ডাঙ্গাতসমূহে প্রবিশ্ত করিবেন যাহাদের তনদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; এবং যাহারা অস্বীকার করে, এবং তাহারা (পার্থিব) সূখ ভোগ করে এবং এইরূপেই আহার করিয়া বেড়ায় যেরূপে চতুষ্পদ জন্তু আহার করিয়া বেড়ায়, এবং (পরিশেষে) আঙন হইবে তাহাদের আবাসস্থল।

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَغَمَلُوا الْغُلِيِّ حَبَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَاللَّهُ مُنَوِّسٌ لَهُمْ ﴿١٣﴾

১৪। এবং এমন কত জনপদ ছিল, যাহারা তোমার সেই জনপদ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল, যাহা তোমাকে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তখন কেহই তাহাদের সাহায্যকারী ছিল না।

وَكَايِنٍ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٤﴾

১৫। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হইতে সমাগত এক সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হইতে পারে, যাহাকে তাহার কার্যের অনিশ্চিত্যকে সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং তাহার নিজেদের হীন প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে ?

১৬। মুত্তাকীগণকে যে জন্মাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে উহার বিবরণঃ উহাতে নির্মল-বিশুদ্ধ পানির নহরসমূহ থাকিবে; এবং দুধের নহরসমূহ থাকিবে যাহার স্বাদ কখনও বিকৃত হইবে না; এবং পানকারীদের জন্য সুখাদ্য সুরার নহরসমূহ থাকিবে; এবং পরিষ্কার স্বচ্ছ মধুর নহরসমূহ থাকিবে। এবং তথায় তাহাদের জন্য থাকিবে প্রত্যেক প্রকারের ফল-ফলাদি এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে ক্ষমা। (এইরূপ জন্মাতবাসীগণ কি) তাহাদের ন্যায় হইতে পারে যাহারা দীর্ঘকাল আঙনে বাস করিবে এবং যাহাদিগকে এমন ফুটন্ত পানি পান করানো হইবে যাহা তাহাদের নাড়ী-ভূড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিবে ?

১৭। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা তোমার কথা কান পাতিয়া শুনিতে থাকে, অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায়, তখন যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে তাহারা বলে, 'এক্ষণি সে এই সব কি বলিল ?' ইহারা এমন নোক, যাহাদের হৃদয়ের উপর আল্লাহ মোহরাংকিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

১৮। এবং যাহারা হেদায়াত পায় তিনি তাহাদিগকে হেদায়াতের মধ্যে আরও বর্ধিত করিয়া দেন, এবং তাহাদিগকে তাহাদের (অবস্থা অনুপাতে) তাকওয়া দান করেন।

১৯। অতএব তাহারা শুধু নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করিতেছে যেন উহা তাহাদের নিকট অকস্মাৎ আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ উহার লক্ষণসমূহ আসিয়াই পড়িয়াছে। কিন্তু যখন উহা কার্যতঃ তাহাদের নিকট আসিয়া পড়িবে তখন তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করা তাহাদের কি উপকার করিবে ?

২০। অতএব তুমি জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ বাতীত অন্য কোন আ'বুদ নাই; এবং তুমি তোমার (মানবীয়) গুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা ও হেফায়ত প্রার্থনা কর, এইরূপে মো'মিন পুরুষ ও মো'মিন নারীদের জন্যও। এবং আল্লাহ তোমাদের এদিক

أَفَن كَانَ عَلَىٰ بَيْتِهِ مِن رَّبِّهِ كُنْزٌ لَّهُ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَيْرِ لَّدَىٰ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُل الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كُنْزٌ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَعِيبُ الْيَاكُتَةَ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَعِبَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَأَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٧﴾

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًىٰ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٨﴾

فَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ﴿١٩﴾

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَدْعُ الْمُتَّقِلَّكُمْ وَ



ওদিক গমনাগমনস্থল ও অবস্থানস্থলকে ভালভাবে জানেন ।

২১ । এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলে, 'কোন সূরা কেন নাখেল করা হইল না ?' অতঃপর যখন এমন দ্বার্বহীন-সুদৃঢ় সূরা নাখেল করা হয় যাহার মধ্যে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেমন ভাবে মৃত্যুর ঘোর অচেতন্য ব্যক্তি তাকায় । সুতরাং তাহাদের জন্য ধ্বংস !

২২ । (তাহাদের আচরণ হওয়া উচিত ছিল) আনুগত্য করা এবং সংগত কথা বলা । অতঃপর যখন (যুদ্ধের) বিষয় চূড়ান্ত হয় তখন যদি তাহারা আল্লাহর সঙ্গে সতাপরায়ণতা দেখাইত তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য অতি উত্তম হইত ।

২৩ । অতএব, যদি তোমরা শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হও তাহা হইলে সম্ভবতঃ তোমরা কি পৃথিবীতে ফাসাদ করিয়া এবং নিজেদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বেড়াইবে না ?

২৪ । ইহারাই সেই সব লোক, মুহাদিগকে আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বধির এবং তাহাদের চক্ষুগুলিকে অন্ধ করিয়া দিয়াছেন ।

২৫ । তবে কি তাহারা কুরআনের উপর মনোনিবেশ করে না, অথবা তাহাদের অন্তরগুলির উপর তান্না লাগানো আছে ?

২৬ । যাহারা নিজেদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, তাহাদের উপর হেদায়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর, নিশ্চয় শয়তান তাহাদিগকে বিপথে প্রলুব্ধ করে এবং তাহাদিগকে মিথ্যা আশ্বাস দেয় ।

২৭ । ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ যাহা নাখেল করিয়াছেন উহাকে যাহারা ঘূণা করে তাহাদিগকে ইহারা বলে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের আনুগত্য করিব; এবং আল্লাহ তাহাদের সকল গোপন রহস্য জানেন ।'

২৮ । সুতরাং যখন ফিরিশতাগণ তাহাদের মুখমণ্ডলে ও তাহাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে তাহাদের প্রাণ বাহির করিয়া লইবে তখন তাহাদের কেমন শোচনীয় অবস্থা হইবে !

﴿ مَثْوَاكُمْ ﴾

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا  
أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُنكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ  
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ  
الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ۚ

طَاعَةٌ وَقَوْلٍ مَّعْرُوفٍ ۚ إِذًا عَزَمَ الْأَمْرَ فَلَوْ  
صَدَّقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفِيدُوا فِي الْأَرْضِ  
وَتُقْبِلُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى  
أَبْصَارَهُمْ ۚ

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۚ

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا  
بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَطَّ  
لَهُمْ ۚ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا سَأَلَ اللَّهُ  
سُؤْلِيكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
إِسْرَارَهُمْ ۚ

فَلْيَكْفُ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ  
وَأَدْبَارَهُمْ ۚ

৩৬

২৯। ইহা এইজন্য হইবে যে, যাহা আল্লাহকে অসবুট করে তাহারা উহার অনুসরণ করে এবং তাহার সন্তুষ্টি (সন্তুষ্টি নাভের চেপ্টা-সাখনাকে) তাহারা ঘৃণা করে। সুতরাং তিনিও তাহাদের কৃত-কর্মসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

৩০। সাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাহারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাহাদের (অন্তর্নিহিত) হিংসা-বিদ্বেষকে কখনও প্রকাশ করিবেন না?

৩১। এবং আমরা ইচ্ছা করিলে অবশ্যই তোমার দৃষ্টিতে তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া দিতাম, তখন তুমি তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার লক্ষণগুলির দ্বারা নিশ্চয় চিনিয়া নাইতে। এবং তুমি (এখনও) নিশ্চয় তাহাদিগকে তাহাদের কথার স্বর ভংগীর দ্বারা চিনিতে পারিবে। এবং আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্মকে জানেন।

৩২। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের পরীক্ষা করিতে থাকিব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তোমাদের মধ্য হইতে জিহাদকারীগণ ও ধৈর্যশীলগণকে স্তম্ভভাবে প্রকাশ করিয়া দিব,। এবং তোমাদের (সঠিক) অবস্থা অবহিত করিয়া দিব

৩৩। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, এবং তাহাদের নিকট হেদায়াত প্রকাশ হইবার পরও তাহারা রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহারা আল্লাহর আদৌ কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; পরব্রু তিনি তাহাদের কৃত-কর্মসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দিবেন।

৩৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা নিজেদের কৃত-কর্মসমূহকে নষ্ট করিও না।

৩৫। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, তৎপর কাফের হওয়া অবস্থায় মুত্যা বরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ কখনও ক্ষমা করিবেন না।

৩৬। সুতরাং (হে মো'মেনগণ!) তোমরা অলস হইও না এবং সজ্জির জন্য আছেন করিও না; অবশেষে তোমরা বিজয়ী হইবে। এবং আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের কৃত-কর্মসমূহকে (ফলদানে) কখনও কম করিবেন না।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اتَّبَعُوْا مَا اسَخَطَ اللّٰهُ وَكَرِهُوا  
رِضْوَانَهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرِيْنٌ اَنْ يَّنْجُوْا  
اللّٰهُ اَضْعَاثَهُمْ ۝

وَلَوْ نَشَاءُ لَّارْسِلْنٰكُمْ فَلَعرَفْتَهُمْ بِيْسْمِهِمْ وَا  
لَعَرَفْتَهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۝

وَلَكِنَّا نُبَيِّنُ لَكُمْ لَعْنَةَ الْمُجْرِمِيْنَ وَمَنكُم وَا  
الصّٰبِرِيْنَ وَتَبَيَّنُوْا اٰخَبَارَكُمْ ۝

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَا  
شَاقُّوْا الرّٰسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى  
لَنْ يَضُرُّوْا اللّٰهَ شَيْئًا وَّسَيَحْطُ اَعْمَالَهُمْ ۝

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرّٰسُوْلَ  
وَلَا تَطُغُوْا اَعْمَالَكُمْ ۝

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَعْنَةُ  
مَّا تُوُوْا وَّهُمْ كٰفِرًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۝

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلٰمِ وَاَنْتُمْ اَطْلٰقُوْنَ  
وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَاَنْ يَّبْرِكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۝

৩৭। এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ বাতীত আর কিছুই নহে; এবং তোমরা যদি ঈমান আন এবং তাকওয়া অবনমন কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পুরস্কার দান করিবেন এবং তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের ধন-সম্পদ চাহিবেন না।

৩৮। যদি তিনি তোমাদের নিকট সম্পদ চাহেন এবং তোমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তোমরা কার্পণা করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের ঈমান-বিদ্বেষকে তোমাদের অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিবেন।

৩৯। ওন ! তোমরাই হইতেছ সেই নোক, যাহাদিগকে আল্লাহর পথে খরচ করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে; তবে তোমাদের মধ্যে এমনও আছে যে কার্পণা করে। কিন্তু যে কার্পণা করে, সে প্রকৃত পক্ষে নিজের প্রাণের বিরুদ্ধেই কার্পণা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অসীম সম্পদশালী, এবং তোমরাই অভাবগ্রস্ত। এবং যদি তোমরা বিমুখ হইয়া যাও, তাহা হইলে তিনি তোমাদের স্থানে অন্য এক জাতিকে লইয়া আসিবেন, তখন তাহারা তোমাদের ন্যায় (গাফেল) হইবে না।

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا  
وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٧﴾

إِنْ يَسْأَلْكُمْ عَنْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّرُوا وَيَخْرُجْ  
أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

هَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فِيَسْأَلُكُمْ مَنْ يَتَّقِلُ وَمَنْ يُثْقَلْ وَأَنْتُمْ لَا يَتَّقِلُ  
عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا  
يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٩﴾

## سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ

### ৪৮-সূরা আল্ ফাত্‌হ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক সম্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ②

৩। যেন আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেন তোমার ভ্রাটি-বিচ্যুতি যাহা পূর্বে (তোমার প্রতি আরোপিত) হইয়াছে এবং ডবিষাতে হইতে পারে, এবং তোমার উপর নিজ নেয়ামতকে পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন;

يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ  
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ سُبُلًا كَمَا تَشَاءُ ③

৪। এবং আল্লাহ তোমাকে অতি শক্তিশালী সাহায্য দান করেন ।

وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ④

৫। তিনিই হো মো'মেনদের অস্তুরে প্রশান্তি নামেন করিয়াছেন, যেন তাহারা তাহাদের পূর্বকার ঈমানের সহিত আরও ঈমানে রুজি নাভ করে, বস্তুতঃ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সকল সৈন্যদল আল্লাহরই; এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়—

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ  
لِيَزِيدُوا دِينًا وَإِيمَانًا فَهُمْ وَ اللَّهِ جُنُودُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑤

৬। যেন তিনি মো'মেন পুরুষদিগকে এবং মো'মেন নারীদিগকে এমন জামাতসমূহে প্রবিষ্ট করেন যাহার তলাদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তাহারা উহাতে সর্বদা বসবাস করিতে থাকিবে, এবং যেন তিনি তাহাদের সকল অনিষ্টতা দূরীভূত করিয়া দেন; এবং আল্লাহর নিকট ইহা হইবে মহা সফলতা ।

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ  
سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ⑥

৭। এবং যেন তিনি মোনাফেক পুরুষদিগকে ও মোনাফেক নারীদিগকে এবং মোশরেক পুরুষদিগকে ও মোশরেক নারীদিগকে, যাহারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে অনেক মন্দ ধারণা পোষণ করে, আযাব দেন । তাহাদের উপরই অমঙ্গল-চক্র আসিবে ; এবং আল্লাহ্‌ তাহাদের উপর ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য জাহামাম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন । এবং প্রত্যবর্তনস্থল হিসাবে উহা অতীব নিরুপষ্ট ।

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ  
وَالْمُشْرِكَاتِ الْخَالِقِينَ بِاللَّهِ طَانَ السَّوْءُ عَلَيْهِمْ  
وَأَعَدَّ لَهُمْ السَّوْءَ وَعَذَابَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ  
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ⑦

৮। এবং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৈন্যদলসমূহ আল্লাহরই, এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

৯। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতারূপে এবং সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়াছি,

১০। যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন এবং তাহাকে সাহায্য কর এবং তাহাকে সম্মান কর; এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর।

১১। নিশ্চয় যাহারা তোমার বয়স্কারত করে বস্তুতঃ পক্ষ তাহারা আল্লাহর বয়স্কারত করে। আল্লাহর হাত তাহাদের হাতের উপর আছে। অতএব যে ব্যক্তি (বয়স্কারতের) অসীকারকে উন্নত করে সে নিজেই বিরুদ্ধে অসীকার উন্নত করে; এবং যে ব্যক্তি ঐ অসীকারকে পূর্ণ করে যাহা সে আল্লাহর সঙ্গে করিয়াছে তাহাকে অচিরেই তিনি মহাপুরস্কার দান করিবেন।

১২। মরুবাসীদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় তোমাকে বলিবে, 'আমাদিগকে আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিজনবর্গ মশগুল রাখিয়াছিল, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' তাহারা নিজেদের জিহ্বায় যাহা বলে তাহা তাহাদের অন্তরে নাই। তুমি বল, 'যদি আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষতি করিতে চাহেন অথবা তোমাদের কল্যাণ সাধন করিতে চাহেন তাহা হইলে কে আছে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কিছু করিবার ক্ষমতা রাখে? না, বরং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।'

১৩। 'না, বরং তোমরা এই ধারণা করিয়াছিলে যে, এই রসূল এবং মো'মেনগণ নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না; এবং এই ধারণাকে তোমাদের অন্তরে অতি মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছিল, এবং তোমরা অতি মন্দ ধারণা করিয়াছিলে; বস্তুতঃ তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি ছিলে।'

১৪। এবং সে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনে না— অবশ্যই আমরা এইরূপ কাফেরদের জন্য ফলন আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

وَاللَّهُ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا  
حَكِيمًا

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَ  
تَتَّقُوهُ يُذَكِّرْكَ وَأَصِيحًا

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ  
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْتَكُ عَلَى  
نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَيُؤْتِيهِ  
مِنْ أَجْرٍ عَظِيمًا

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا  
أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِآلْسِنَتِهِمْ  
مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ  
شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ  
كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

بَلْ كُنْتُمْ أَن لَّن تَغْلِبَ الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنِينَ  
إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيْنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَ  
كُنْتُمْ ظَنَاقُ السُّوءِ ۗ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا

১৫। বস্তুতঃ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন। এবং আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৬। যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ মালের দিকে অগ্রসর হইবে, উহা নেওয়ার জন্য, তখন যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আমাদিগকেও তোমাদের অনুসরণ করিতে দাও।' তাহারা আল্লাহ্‌র ফয়সালাকে পরিবর্তন করিতে চাহিবে। তুমি বল, 'তোমরা কখনও আমাদের পিছনে আসিতে পারিবে না। তোমাদের সম্বন্ধে এইরূপই আল্লাহ্‌ ইতিপূর্বে বলিয়াছেন।' তখন তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'না, বরং তোমরা আমাদের সহিত হিংসা করিতেছ।' বস্তুতঃ তাহারা শুব সামান্য ব্যতীত কিছুই বুঝে না।

১৭। মরুবাসীদের মধ্যে যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে বল, 'অচিরেই তোমাদিগকে এক দুর্দান্ত যোদ্ধা জাতির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে, তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আত্মসমর্পণ করে। সূত্রাং যদি তোমরা তখন আনুগত্য কর, তাহা হইলে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দিবেন; কিন্তু যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেরূপে পূর্বে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলে, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।'

১৮। অন্ধের উপর কোন দোষ নাই, ঞ্জের উপর কোন দোষ নাই, পীড়িতের উপর কোন দোষ নাই (যদি তাহারা জিহাদে যোগদান না করিতে পারে) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাহার রসূলের আনুগত্য করিবে, তিনি তাহাকে এমন জায়গাতে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া মরুবাসীরা প্রবাহিত থাকিবে; কিন্তু যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে তাহাকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন।

২  
[৭]  
১০

১৯। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মো'মেনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন যখন তাহারা একটি বৃক্ষতলে তোমার বয়'আত করিতেছিল, এবং তিনি তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল তাহা অবগত ছিলেন, সূত্রাং তিনি তাহাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযেল করিলেন এবং তাহাদিগকে নিকটবর্তী বিজয় দান করিলেন—

২০। এবং বহু পরিমাণ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ (দান করিলেন) যাহা তাহারা সংগ্রহ করিতেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

وَاللَّهُ مَلَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ  
وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥﴾

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ  
لِّيَأْخُذُواهَا ذُرُوءًا نَتَيْكُمْ يُرِيدُونَ أَن  
يُبَدِّلُوا كَلِمَةَ اللَّهِ قُلْ لَن تَسْبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ  
اللَّهُ مِنْ قَبْلُ سَيَقُولُونَ بَلْ نَحْنُ وَنَسَاءُ بَلْ  
كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعُونَ إِلَى  
قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُقَاتِلُونَكُمْ  
فَإَن تَطِبَّعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَرَأَى  
تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا  
أَلِيمًا ﴿١٧﴾

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ  
وَلَا عَلَى السَّرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَ  
رَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتُ جَبْرِئِيلَ مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ  
الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ  
عَلَيْهِمْ وَأَنْزَبَهُمْ قَفًّصًا قَرِيبًا ﴿١٩﴾

وَمَغَائِمَ كَثِيرَةً كَأَخْذِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا  
حَكِيمًا ﴿٢٠﴾

২৯। আল্লাহ্ তোমাঙ্গিকে বহু যুদ্ধ-লক্ষ্য সম্পদের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন যাহা তোমরা হস্তগত করিবে; এবং ইহা তিনি তোমাঙ্গিকে হারিত দান করিয়াছেন, এবং লোকদের হাতকে তোমাদের উপর হইতে প্রতিহত করিয়াছিলেন, যেন ইহা মো'মেনদের জন্য নিদর্শন হয়, এবং যেন তিনি তোমাঙ্গিকে এতদ্বারা সরল-সুন্দর পথে পরিচালিত করেন;

وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَادِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُوهَا فَجَعَلَ  
لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ  
آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢٩﴾

২২। এবং আরও একাট (বিজয়) আছে, যাহা তোমরা এখনও করায়ত্ত করিতে পার নাই; আল্লাহ্ উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٢﴾

২৩। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা পিঠ ফিরাইয়া নহিত, তখন তাহারা না পাইত কোন অভিজ্ঞাবহ এবং না কোন সাহায্যকারী।

وَلَوْ فَتَحْنَا لَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَآؤُلَآءِ الْأَنْبَارِ ثُمَّ لَا  
يُحِذُونَ وَايُنَا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٣﴾

২৪। (সমরপকর) আল্লাহ্ চিরাচরিত বিধানকে যাহা ইতিপূর্বে অতীত হইয়াছে; এবং ভূমি আল্লাহ্ চিরাচরিত বিধানের মধ্যে আদৌ কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না।

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۗ وَلَن تَجِدَ  
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তোমাঙ্গিকে তাহাদের উপর বিজয়ী করার পর তাহাদের হাতকে তোমাদের উপর হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদের উপর হইতে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃত-কর্মসমূহকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ  
عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ  
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٥﴾

২৬। তাহারা ইতো ছিল যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং তোমাঙ্গিকে মসজিদুল হারাম হইতে বাধা দিয়াছিল; এবং কুরবানীর পণ্ডনিকের, সেগুলি (কুরবানীর উদ্দেশ্যে) অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, কুরবানীমূলে পৌঁছিতে বাধা দিয়াছিল। এবং যদি কতিপয় এমন মো'মেন পুরুষ এবং মো'মেন নারী (মক্কার) না থাকিত, যাহাঙ্গিকে তোমরা জানিতে না (এবং এই আশংকা না হইত) যে তোমরা তাহাঙ্গিকে পদদলিত করিবে, ফলে তোমাদের উপর তাহাদের পক্ষ হইতে অজ্ঞাতসারে একটা দোষ বর্তিয়া যাইবে (তাহা হইলে তিনি তোমাঙ্গিকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতেন, কিন্তু তিনি তোমাঙ্গিকে নিরস্ত রাখিলেন); ইহা এই জন্য যেন আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ রহমতে প্রবিষ্ট করেন। যদি তাহারা (মো'মেনগণ) এদিক ওদিক সরিয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
وَالْهَدْيِ مَعَكُومًا أَن يَبْلُغَ حِمْلَهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالُ  
مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٍ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن  
تَطُورُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعْرَةٌ ۚ بَعْدَ عَلِيمٍ  
يُدْخِلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۗ لَوْ تَرَىٰ إِذِ  
نُذِرْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَنْهُمْ عَدُوًّا لِلَّهِ ﴿٢٦﴾

অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে যন্ত্রপাদায়ক অস্বাভ দিতাম ।

২৭ । (সমরণ কর সেই সময়কে) যখন তাহারা, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, নিজেদের অন্তরে জাহিলিয়াতের যুগের আত্মশাস্তির ন্যায় আত্মশাস্তি পোষণ করিয়াছিল, তখন আল্লাহ তাহার রসূলের উপর এবং মো'মিনগণের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযেরা করিলেন এবং তিনি তাহাদিগকে তাকওয়ার নীতির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, বস্তুতঃ তাহারা ইহার অধিকতর অধিকারী ও উপযুক্ত ছিল এবং আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

৩  
[৯]  
১১

২৮ । নিশ্চয় আল্লাহ তাহার রসূলের জন্য স্বপ্নটি বাস্তবে সত্য করিয়া দেখাইলেন : যদি আল্লাহ চাহেন, তোমরা অবশ্যই নিরাপদে 'আল্ মসজিদুলহারামে' প্রবেশ করিবে; তোমাদের কেহ কেহ মাথা মড়ানো অবস্থায় এবং কেহ কেহ কেশ ছাঁটানো অবস্থায় হইবে, তোমরা কোন ভয় করিবে না । সূত্রায় আল্লাহ উহা জানিতেন যাহা তোমরা জানিতে না এবং ইহা ছাড়া তিনি আরও একটি আসন্ন বিজয় নির্ধারিত করিয়াছেন ।

২৯ । তিনিই তো তাহার রসূলকে হেদায়াত ও সত্য-ধর্ম সহ প্রেরণ করিয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন । এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট ।

৩০ । মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, এবং যাহারা তাহার সঙ্গে আছে, তাহারা কাফরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ালুপ্রতিভ । তুমি তাহাদিগকে রুকু ও সেজদারত দোখতে পাইবে, তাহারা সর্বদা আল্লাহর ফয়ল ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য যত্নবান থাকে । সেজদার চিহ্নের দরুন তাহাদের চেহারায়া তাহাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রহিয়াছে । তাহাদের এই বিবরণ তওরাতে আছে, এবং ইজীনেও আছে তাহাদের বিবরণ, এক শস্য ক্ষেত্রের ন্যায়, যাহা নিজে অঙ্কুর নির্গত করে, অস্তঃপর উহাকে সুদৃঢ় করে ফলে উহা আরও পুষ্ট হয়, অস্তঃপর উহা স্বীয় কাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা কৃষককে আনন্দিত করে, যেন তিনি তাহাদের (মো'মিনদের উন্নতি) দ্বারা কাফেরদিগকে ক্রোধান্বিত করেন । তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদের সংগে ক্ষমা এবং মহা প্রতিদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন ।

৪  
[৩]  
১২

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا عَلَيْهَا أُمَّمًا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْيَوْمَ بِالْحَقِّ لَتَنذُنَّ الْاَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللَّهُ اٰمِنِينَ مَخْلِقِينَ رُدُّوْكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخْفٰنَ فَاَنْتُمْ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فِتْنًا قَرِيْبًا ۝

هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شٰهِدًا ۝

فَعْتَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ رِجَالًا بَيْنَهُمْ تَرْهٰؤُهُمْ رُكْعًا مُّجْتَدِدًا بَيِّنَعُوْنَ قَضًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سَيَبَاهُهُمْ فِيْ دُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَشْرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِيْ التَّوْرٰةِ سِمْكٰنٌ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ثِيْلٌ لَّوْرَجٍ اَخْرَجَ سَطْنَهُ فَاَلْوَرُ فَاسْتَظَلَّ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْتِهِ يَعْجِبُ الزَّرْعَ لِيُعْظِيْهُمُ الْكٰفِرٰتُ وَعَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّقْفُوْرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝



## سُورَةُ الْحُجُرَاتِ مَدِينَةُ

### ৪৯-সূরা আল হুজুরাত

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৯ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। হে সাহারা ইমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের সম্মুখে অপ্রবর্তী হইও না, এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর । নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজানী ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ﴿٢﴾

৩। হে সাহারা ইমান আনিয়াছ ! তোমরা নিজেদের কষ্ট স্বরূপে নবীর কষ্টস্বরের উপর উচু করিও না, এবং তোমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে উচ্চঃস্বরে কথা বলার ন্যায় তাহার সম্মুখে উচ্চঃস্বরে কথা বলিও না, কারণ ইহাতে তোমাদের কুত-কর্মসমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তোমরা অনুভবও করিতে পারিবে না ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٣﴾

৪। নিশ্চয় সাহারা নিজেদের কষ্টস্বরূপে আল্লাহর রসূলের সম্মুখে চাপা দিয়া রাখে— তাহারাই এমন লোক সাহাদের অন্তরকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য বিস্ত্রিত করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার অবধারিত রহিয়াছে ।

إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٤﴾

৫। সাহারা কামরাসমূহের পিছন হইতে তোমাকে উচ্চঃস্বরে ডাকাডাকি করে— তাহাদের অধিকাংশই বন্ধি খাটায় না ।

إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

৬। এবং তুমি বাহির হইয়া তাহাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তাহারা ধৈর্য ধারণ করিত তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য খুব উত্তম হইত—এবং আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦﴾

৭। হে সাহারা ইমান আনিয়াছ ! যদি কোন দুষ্কৃতকারী তোমাদের নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ লইয়া আসে তাহা হইলে তোমরা ভালরূপে তদন্ত কর, যেন এইরূপ না হয় যে, অজ্ঞাতসারে তোমরা কোন জাতিককে কষ্ট দাও এবং পরে তোমরা যে (ডুন) কাজ কর উহার জন্য অন্তঃপ্র হও ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٧﴾

৮। এবং তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল রহিয়াছে; যদি অনেক বিষয়ে সে তোমাদের কথা মানিয়া চলে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা কষ্টে পড়িবে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের দৃষ্টিতে ঈমানকে প্রিয় করিয়া দিয়াছেন, এবং তোমাদের অন্তরে ইহাকে মনোরম করিয়া দিয়াছেন; এবং কুফরী, দুষ্কৃতি এবং অবাধ্যতাকে তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণা করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহারাই সৎ পথে কায়ম আছে।

৯। ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে অনুগ্রহ ও নেয়ামত স্বরূপ। এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১০। এবং যদি মো'মেনদের দুইদল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাইবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাহাদের উভয়ের মধ্য হইতে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে তোমরা সকলে মিলিয়া যে বিদ্রোহ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতরূপ পর্যন্ত না সে আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে। যদি সে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত মীমাংসা করাইয়া দিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে জানবাসেন।

১১। নিশ্চয় মো'মেনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর, এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাহাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়।

(১১)  
১৩

১২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! কোন জাতি যেন অন্য জাতিকে হাসি-বিদূষ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে; এবং নারীগণও যেন অন্য নারীগণকে হাসি-বিদূষ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না; এবং একে অপরকে অবজ্রাসূচক উপাধি দিয়া ডাকিও না। ঈমান আনার পর দুঃখনীয় নাম (দিয়া ডাকা) বড়ই মন্দ কথা; এবং যাহারা ইহার পর তওবা করিবে না তাহারা ই যালম।

১৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে পরিহার কর, কারণ কতক (ক্ষত্র) সন্দেহ পাপ বিশেষ। এবং তোমরা ছিদ্মনোষ করিও না, এবং একে অপরের পিছনে সীবত (ক্লেংসা) করিয়া বেড়াইও না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার মৃত ভাইয়ের গোশত খাইতে

وَاَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبَ الْيَتِيمِ وَالْإِيمَانَ وَرَزَقَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَوَّهَ الْيَتِيمَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ

فَضَلَّ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝

وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْحَبُوا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ عَنْ نِّقَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاتَتْ فَأَصْحَبُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْحَبُوا بَيْنَ أَخْوِيكُمْ يُحِبُّ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْعَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ بَشَرِ الْإِسْمِ الضُّعُفِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ

চাহিবে? অবশ্যই তোমরা ইহাকে ঘৃণা করিবে; এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করিও, নিশ্চয় আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

১৪। হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনিতে পার; নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত।

১৫। মক্কাবাসীগণ বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' তুমি বল, 'তোমরা (এখনও প্রকৃত) ঈমান আন নাই, বরং তুমি বলে, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, কারণ এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই;' কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলের আনুগত্য কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ হইতে কিছুই কম করিবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৬। বস্তুতঃ মো'মেন কেবল তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ ও রসূলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর তাহারাই সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়া আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাহারাই সত্যবাদী।

১৭। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবে, অথচ আল্লাহ্ জানেন যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।'

১৮। তাহারাই ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহার তোমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছে বলিয়া মনে করে। তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আমার উপর তোমাদের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিও না। বরং আল্লাহ্ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তোমাদিগকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়াছেন; যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক।'

১৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়া বলী জানেন; এবং তোমরা যে কর্ম কর তাহা আল্লাহ্ ভালভাবে

أَخْبَهُ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى  
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ ﴿١٥﴾

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ  
قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ  
وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْعَنَنَّكُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ  
سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ  
يَكُنُوا يَدْعُونَ دِينًا وَلَا يَدْعُونَ دِينًا وَلَا يَدْعُونَ دِينًا  
سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ أُولِيكَ هُمُ الضَّالِّينَ ﴿١٧﴾

قُلْ أَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي  
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ ﴿١٨﴾

يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عِلْمًا  
بِئِنَّ اللَّهَ يَسُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ  
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩﴾

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ  
بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾



## ৫০-সূরা কাফ্

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৬ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। কাফ্ । এই পরম মর্যাদাশালী-মহান কুরআনের কসম (যাহা একটি বড় প্রমাণ স্বরূপ যে পুনরুত্থান অবশ্যই সংঘটিত হইবে)।

قَسَمَ الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ ①

৩। কিন্তু তাহারা বিসময় প্রকাশ করিতেছে যে, তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধা হইতে একজন সতর্ককারী আগমন করিয়াছে । অতএব কাফেররা বলিতেছে, 'ইহা এক তাজ্জবের ব্যাপার !

بَلْ عَجَبًا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عُجِيبٌ ①

৪। কী আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মাটিতে পরিণত হইব (তখন আমরা পুনর্জীবিত হইব)? এইরূপ প্রত্যাভর্তন (সম্ভাবনা হইতে) অনেক দূরের বিষয় ।

وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ①

৫। আমরা নিশ্চয় জানি যাহা যমীন তাহাদের মধা হইতে হ্রাস করে (এবং উহাও যাহা তাহাদের মধা বৃদ্ধি করে), এবং আমাদের নিকট এমন এক কিতাব আছে, যাহা (সর্বকিছু) সংরক্ষণ করিয়া যাইতেছে ।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ①

৬। বরং যখন পূর্ব-সত্তা তাহাদের নিকট আসিল, তখন তাহারা ইহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিল; এইজন্য তাহারা বিষম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবস্থায় পড়িয়া আছে ।

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيضٍ ①

৭। তাহারা কি নিজেদের উর্ধ্বস্থিত আকাশকে দেখে না যে, আমরা উহাকে কিরূপে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে কিরূপে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছি, এবং যাহার মধা কোন ছিদ্র নাই?

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَدَأْنَاهَا وَرَزَقْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ①

৮। এবং (তাহারা কি দেখে না) পৃথিবীকে— আমরা ইহাকে সম্প্রসারিত করিয়াছি, এবং ইহাতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছি এবং উহার মধা সর্ব প্রকারের সুন্দর সুন্দর জোড়া উৎপন্ন করিয়াছি,

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَابِي وَأَثْبَاتًا فِيهَا مِنْ كُلِّ دَوْجٍ يُهَيِّجُ ①

৯। ইহাতে (আল্লাহ্‌র সমীপে) অবনত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্তর্দৃষ্টি ও উপদেশ রহিয়াছে ।

تَبْصِيرًا ① وَذَكَرَ لِمَنْ يَحِبُّ عَبْدًا مَرْيُومًا ①

১০। এবং আমরা মেঘ হইতে বরকত পূর্ণ বারি বর্ষণ করি, অতঃপর আমরা উহা দ্বারা বাগানসমূহ এবং কর্তনযোগ্য শস্য উৎপন্ন করি,

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتِ  
وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝

১১। এবং উচ্চ শর্তুর বৃক্ষসমূহ, গাছাদের উচ্ছসন হইতে শুরু (সুসজ্জিত) রহিয়াছে —

وَالنَّخْلُ لِيَفْتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۝

১২। বান্দাদের জন্য রিস্কস্বরূপ; এবং আমরা উহা দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবিত করি। অনুরূপভাবেই পুনরুৎপাদন হইবে।

نَزَقْنَا لِلنَّاعِمِ الْوَعْدِ وَأَخْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ  
الْخُرُوجُ ۝

১৩। (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল — তাহাদের পূর্বে নূহের জাতি এবং কূপের অধিবাসীগণ এবং সামুদ্র জাতি,

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَشُودُدٌ

১৪। এবং আদ (এর জাতি) এবং ফেরাউন এবং নূতের প্রাতরন্দ,

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝

১৫। এবং অরণ্যের অধিবাসীগণ এবং তুকার জাতি। তাহারা প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, পরিণামে আমার প্রতিশ্রুত আযাব পূর্ণ হইল।

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُتَيْحٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ  
فَحَقَّ وَعِيدُ ۝

১৬। তবে কি আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি? না, বরং নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহে নিপতিত।

أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ  
حَقِّ جَدِيدٍ ۝

১৭। এবং নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার আস্থা তাহাকে যাহা কিছু পরোচনা দেয় উহাও আমরা অবগত আছি, এবং আমরা (তাহার) জীবন-শিরা অপেক্ষাও তাহার অধিকতর নিকটে আছি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسُّوْنَ بِهِ  
نَفْسَهُ ۚ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

১৮। যখন (তাহার) ডানদিকে এবং বামদিকে উপবিষ্ট দুইজন লিপিকার লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছে;

إِذْ يَتْلَى السُّورَاتِ الْيُسْرَىٰ عَنِ الْيُسْرَىٰ وَعَنِ الشِّمَالِ  
يَعْبُدُونَ ۝

১৯। সে সে কথাই বলুক না কেন, তাহার নিকট অবশ্যই (সংরক্ষণের নিমিত্তে) একজন অতন্ত্র প্রহরী (ফিরিশতা নিয়োজিত) রহিয়াছে,

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْنِدٌ ۝

২০। এবং মৃত্যুর মুহূর্ত সত্য সত্যই আসিবে, 'ইহা সেই অবস্থা যাহা হইতে তুমি পাশ কাটাইয়া যাইতে।'

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ  
مِنْهُ تَجِدُ ۝

২১। এবং শিংশায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। ইহাই সেই প্রতিশ্রুত দিবস।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ۝

২২ । এবং প্রত্যেকটি আখ্যা (এমন অবস্থায়) উপস্থিত হইবে যে, পিছন হইতে হাঁকিবার জন্য তাহার সঙ্গে একজন চানক (ফিরিশ্‌তা) এবং একজন সাক্ষী (ফিরিশ্‌তা) থাকিবে ।

২৩ । (তখন আমরা বলিব) 'এই (দিন) সম্বন্ধে তুমি গাফেল ছিলে, সুতরাং (এখন) আমরা তোমার উপর হইতে তোমার পর্দা সরাইয়া দিলাম, ফলে আজ তোমার দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়াছে ।'

২৪ । এবং তাহার সঙ্গী বলিবে, 'যাহা কিছু আমার নিকট প্রস্তুত আছে তাহা এই ।'

২৫ । (অতঃপর আমরা তাহাদের উভয় চানক ও সাক্ষীকে বলিব) 'তোমারা জাহান্নামে নিষ্ক্রেপ কর প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে, সত্যের শত্রুকে,

২৬ । ভান কাণ্ডের প্রতিরোধকারীকে, সীমাতিক্রমকারীকে, সন্দেহ পোষণকারীকে—

২৭ । যে আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য মা'বুদ গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং তোমরা তাহাকে অতি কঠোর আঘাবে নিষ্ক্রেপ কর ।'

২৮ । তাহার সঙ্গী বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমি তো তাহাকে অবাধা করি নাই, বরং সে (নিজেই) ঘোর পথভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল ।'

২৯ । তিনি বলিবেন, 'তোমরা আমার নিকট ঝগড়া করিবে না, আমি তোমাদিগকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম,

৩০ । আমার দরবারে কোন কথা পরিবর্তন করা যায় না, এবং আমি বান্দাগণের প্রতি ন্যূনতম যত্নমণ্ড করিব না ।'

৩১ । সেদিন আমরা জাহান্নামকে বলিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়াছ ?' এবং সে উত্তরে বলিবে, 'আরও কিছু আছে কি ?'

৩২ । এবং জাহান্নামকে মৃত্যুকীর্ণনের জন্য এত নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে যে, কোন দ্রব্ব থাকিবে না ।

৩৩ । (এবং বলা হইবে) 'ইহাই, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদের মধ্যে (আল্লাহর দিকে) প্রত্যেক পুণঃ পুণঃ প্রত্যাবর্তনকারী এবং

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢٢﴾

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٣﴾

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي ﴿٢٤﴾

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كَقَارِ عَيْنِي ﴿٢٥﴾

مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ﴿٢٦﴾

إِنِّي جَعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَالْقَبِيْهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٧﴾

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْنَاهُ وَّلَكِنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ مّبِيْدٍ ﴿٢٨﴾

قَالَ لَا تَحْتَمِلُوْا لَدَيْ وَّقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْيِيْدِ ﴿٢٩﴾

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيْ وَّمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٣٠﴾

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِّنْ مَّرِيْبٍ ﴿٣١﴾

وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِّلنَّوْعِيْنَ غَيْرِ بَعِيْدٍ ﴿٣٢﴾

هَذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ آدٰمٍ حٰفِيْظٍ ﴿٣٣﴾

(ধর্ম-কর্মের) অধিক হিফায়তকারী ব্যক্তির সঙ্গে করা হইয়াছে,

৩৪। যে রহমান আল্লাহকে সংগাপনেও উয়্য করিয়া চলিয়াছে, এবং (আল্লাহর নিকট) বিনয়ের সহিত প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর নইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

৩৫। তোমরা শান্তির সহিত এই জান্নাতে প্রবেশ কর। ইহা সেই চিরস্থায়ী বসবাসের দিন।

৩৬। সেখানে তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাই তাহারা পাইবে, ইহা ছাড়া আমাদের নিকট দেওয়ার আরও অনেক কিছু আছে।

৩৭। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা পাকড়াও করার শক্তিতে ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল ছিল! (যখন আযাব আসিল) তখন তাহারা (রক্ষা পাওয়ার জন্য) সারা দেশ চমিয়া বেড়াইল। কিন্তু (তাহাদের জন্য) কোথাও কি বাঁচিবার স্থান ছিল?

৩৮। নিশ্চয় ইহাতে তাহার জন্য উপদেশ রহিয়াছে যাহার (বোধসম্পন্ন) অন্তর আছে অথবা যে কান পাতিয়া শ্রবণ করে এবং সে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

৩৯। নিশ্চয় আমরা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহাদিগকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছি অথচ আমাদেরকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।

৪০। অতএব তাহারা যাহা কিছু বস্তুতেছে উহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে মহত্ব এবং পবিত্রতা ঘোষণা কর;

৪১। এবং রাত্রেও তাঁহার তসবীহ কর এবং সেজদাসমূহের শেষেও (এইরূপ করিয়া থাক)।

৪২। ওন! যেদিন একজন আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করিবে,

৪৩। যেদিন সকল লোক অবশ্যস্তাবী আযাবের বিকট শব্দ শুনিবে; ইহাই হইবে (কবরসমূহ হইতে) বাহির হইবার দিন।

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۝

يَدْخُلُونَهَا يُنْفِثُونَ فِي ذَلِكَ يَوْمِ الْعُقُودِ ۝

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ

بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجْنُونٍ ۝

إِنِّي فِي ذَلِكَ لَدُرُّوسٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى

السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَتَنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝

فَأَضْرَعْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ

طُلُوعِ النَّوْصِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَآذَانَ السُّجُودِ ۝

وَاسْتَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝

৪৪। নিশ্চয় আমরাই জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু দিই, এবং আমাদেরই দিকে সকলের (চূড়ান্ত) প্রত্যাবর্তন হইবে,

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَوْتُ ﴿٤٤﴾

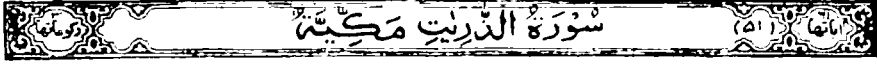
৪৫। যেদিন পৃথিবী তাহাদের (দুষ্কারের) দরুন বিদীর্ণ হইবে এমতাবস্থায় যে, তাহারা (উহা হইতে বাহির হওয়ার জন্য) তাড়াতাড়ি করিবে; এইরূপে (মৃত্যুদিগকে) সমবেত করা আমাদের জন্য সহজ।

يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَرْبًا نَحْرًا ﴿٤٥﴾

৪৬। তাহারা যাহা বলে আমরা উহা সবিশেষ অবগত আছি; তুমি তাহাদের উপর (কোন ক্রমেই) শক্তি প্রয়োগকারী নহ, অতএব তুমি কুরআন দ্বারা তাহাকে উপদেশ দাও যে আমার সতর্ক বাণীকে ভয় করে।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴿٤٦﴾  
فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَيَعِيدُ ﴿٤٦﴾





## ৫১ সূরা আয্ যারিয়াত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬১ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- ২। কসম তাহাদের যাহারা অত্যধিক ছড়ায়, وَالذَّرِّيَاتِ ذُرًّا ②
- ৩। অতঃপর কসম বোঝা বহনকারীদের, فَالْحَمَلِيتِ وَقَرًّا ③
- ৪। অতঃপর কসম মৃদু গতিতে ধাবমানগণের, فَالْجَوْرِيَّتِ نَسْرًا ④
- ৫। অতঃপর কসম (আমাদের) শ্রকুম (অনুযায়ী রহমত বারি) বন্টনকারীগণের, فَالْقَمْعِيَّتِ أَمْرًا ⑤
- ৬। তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে উহা নিশ্চয় সত্য, إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ⑥
- ৭। এবং বিচার (দিবস) অবশ্যই সংঘটিত হইবে । وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ⑦
- ৮। কসম বহু (কল্প) পথ-বিশিষ্ট আকাশের, وَالسَّمَاءِ فَاثِ الْحُبُكِ ⑧
- ৯। নিশ্চয় তোমরা পরস্পর বিরোধী কথায় নিপ্ত । إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ⑨
- ১০। (কেবল) সেই বাতাসকে উহা (সত্য) হইতে ফিরানো হয়, যাহাকে (সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) ফিরানো হইয়াছে । يُؤْتِكُ عَنْهُ مِنَ الْوَيْلِ ⑩
- ১১। ধ্বংস হইল তাহারা যাহারা অধিক আনন্দানন্দ কথা বলে, فَقِيلَ الْحُزُونُونَ ⑪
- ১২। যাহারা গভীর অজ্ঞতায় (সত্য সম্বন্ধে) উদাসীন হইয়া রহিয়াছে الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ⑫
- ১৩। তাহারা প্রশ্ন করে, 'বিচার দিবস কখন হইবে ?' يَسْتَأْذِنُونَ إِيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ⑬
- ১৪। (তুমি বল), 'ইহা সেই দিন হইবে যখন তাহাদিগকে যাগনের আসাবে নিপতিত করা হইবে ।' يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ⑭
- ১৫। (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে), 'তোমরা তোমাদের অগ্নি-যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ কর, ইহা সেই (অগ্নি-যন্ত্রণা) যাহার স্বরিত আগমন তোমরা কামনা করিত ।' ذُوقُوا وَفُتِنْتُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ⑮

১৬। নিশ্চয় মৃত্যুকীর্ণণ বাগান ও ঝরণাসমূহের মধ্যে থাকিবে,

إِنَّ السَّقَيْنَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٦﴾

১৭। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা কিছু দান করিবেন তাহারা উহা গ্রহণ করিতে থাকিবে, কারণ তাহারা ইহার পূর্বে সৎকর্মশীল ছিল;

أَخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٧﴾

১৮। তাহারা রান্নে অল্পই ঘুমাইত;

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তাহারা প্রভাতে ক্রমা প্রার্থনা করিত;

وَبِالْحَمْدِ لَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٩﴾

২০। বস্তুত তাহাদের ধন-সম্পদের মধ্যে হুক্ রহিম্বাছে তাহাদের যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাহাদেরও যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে না।

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٠﴾

২১। এবং দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী আছে,

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾

২২। এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তথাপি কি তোমরা দেখিতেছ না ?

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَذَلًا تُؤْوُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং আকাশে তোমাদের রিয়ুক আছে এবং উহাও আছে যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় ইহা (কুরআন) সেইভাবেই সত্য যেভাবে তোমরা কথা বলিতেছ।

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। তোমার নিকট কি ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানগণের রুডান্ত পৌছিয়াছে ?

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ النَّكْرِيِّ ﴿٢٥﴾

২৬। যখন তাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল, 'সালাম' (শান্তি বর্ধিত হউক)! সে বলিল, 'সালাম!' (ইব্রাহীম মনে মনে বলিল,) 'লোকজন অপরিচিত মনে হইতেছ।'।

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٍ مُّنتَكِرُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং সে নিরবে নিজ পরিবারের নিকটে চলিয়া গেল এবং একটি মোটা ডাজা গো-বৎস লইয়া আসিল,

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং উহা তাহাদের সম্মুখে রাখিল এবং বলিল, 'আপনারা কি খাইবেন না ?'

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং সে তাহাদের নিকট হইতে ভীতি অন্তর করিল, তাহারা বলিল, 'ভীত হইও না!' এবং তাহারা তাহাকে এক জানবান পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল।

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَمُوتُوا وَبَشِّرُوهُ  
بِعَلَامِهِ عَلَيْهِ ۝

৩০। তখন তাহার স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জিত ও হতভয় হইয়া সম্মুখে আসিল এবং সে নিজ মুখ করাঘাত করিয়া বলিল, 'আমি তো একজন বন্ধা, বন্ধা।'

فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَخٍ فَصَلَّتْ وَجْهَهَا وَ  
كَانَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝

৩১। তাহারা বলিল, 'এইভাবেই, তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি পরম প্রভাময়, সর্বজ্ঞানী।'

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ  
الْعَلِيمُ ۝

৩২। সে (ইব্রাহীম) বলিল, 'হে দূতগণ! তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝

৩৩। তাহারা বলিল, 'আমরা এক অপরাধপরায়ণ জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি,

قَالُوا إِنَّا أَنْزَلْنَاكَ إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝

৩৪। যেন আমরা তাহাদের উপর মৃত্তিকা-জাত প্রস্তররাশি বর্ষণ করি;

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ۝

৩৫। যেগুলিকে তোমার প্রতিপালকের দরবারে সীমানংঘনকারীদের শাস্তির জন্য চিহ্নিত করা হইয়াছে।'

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝

৩৬। সূত্রাং সেখানে যাহারা মো'মেন ছিল তাহাদিগকে বাহির করিয়া লইলাম।

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

৩৭। এবং আমরা সেখানে (আমাদের প্রতি) আশ্বসমর্পণকারীদের মাত্র একটি ঘরই পাইলাম।

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

৩৮। এবং আমরা সেখানে সেই সকল লোকদের জন্য এমন একটি নিদর্শন রাখিয়া দিলাম, যাহারা যন্ত্রপাদায়ক শাস্তিকে ভয় করিয়া চলে।

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

৩৯। এবং মুসার (রুত্বাহের) মধ্যেও (অনেক নিদর্শন রাখিয়াছে) যখন আমরা তাহাকে ফেরাউনের নিকট সম্পদ প্রমাণ সহকারে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ  
مُّبِينٍ ۝

৪০। কিন্তু সে তাহার শক্তির অহমিকায় মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'সে তো একজন যাদুকর অথবা একজন উদ্ভাদ।'

قَتُولٍ لِّرَبِّهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝

৪১। সূত্রাং আমরা তাহাকে এবং তাহার সৈন্যদলকে ধৃত করিলাম, অতঃপর তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম; ফলে সে অদ্যাবধি তিরস্কৃত হইতেছে।

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُوهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ  
مُتَّخِذٌ ۝

৪২। এবং 'আদ' জাতির মধ্যেও (নিদর্শন রহিয়াছে) যখন আমরা তাহাদের উপর এক সর্বনাশা কব্জা বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম;

৪৩। উহা যাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইত উহাকে পচা-গলিত অস্থিপুঞ্জ পরিণত না করিয়া ছাড়িত না।

৪৪। এবং 'সামুদ' জাতির মধ্যেও (নিদর্শন রহিয়াছে) যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'ভোগ করিয়া লও স্বল্পকাল।'

৪৫। কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আদেশকে অমান্য করিল, তখন তাহাদিগকে বজ্রাঘাত ধৃত করিল এবং তাহারা প্রতাক্ত করিতেছিল;

৪৬। এবং তাহারা না উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল এবং না কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য লাভ করিতে পারিল।

৪৭। এবং পূর্বে নূহের জাতিতেও (আমরা ধ্বংস করিয়াছিলাম), নিশ্চয় তাহারা এক অবাধা জাতি ছিল।

৪৮। এবং এই যৈ আকাশ— আমরা উহাকে আমাদের হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা মহা সম্প্রসারণকারী।

৪৯। আর এই যে পৃথিবী — আমরা ইহাকে বিছনারূপে বিস্তার করিয়াছি এবং আমরা কত উত্তম বিস্তারকারী!

৫০। এবং আমরা প্রত্যেক বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৫১। অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে খাণিত হও, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

৫২। এবং তোমরা আল্লাহর সহিত অন্য কোন ম'বদ স্থির করিও না, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

৫৩। এই সব তাহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট এমন কোন রসূল আগমন ক'নাই যাহাকে তাহারা একজন মাদুকর অথবা মন্দ উদ্দেশ্য বিনি-স্বাধ্যায়িত করে নাই।

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَوِيْمَ ۝

مَا تَدْرُونَ شَيْءًا أَنْتَ عَلَيْهِمُ الْإِجْمَلَتَهُ كَالرِّيْمِ ۝

وَفِي نُودٍ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۝

فَتَمَتَّعْنَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعْفَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ۝

۞ وَتَمَّتْ نُوحٌ مِنْ قَبْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۝

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيِّدُونَ ۝

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتًا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

فَوَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ۝

৫৪। তাহারা কি একে অপরকে (এই আচরণের) ওসীয়াত করিয়া গিয়াছিল? না, বরং তাহারা সকলে বিদ্রোহপরায়ণ জাতি।

أَتَوَاصَطُوا بِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ ﴿٥٤﴾

৫৫। সুতরাং তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া নও; এবং তুমি (তাহাদের কার্যকলাপের জন্য) তিরঙ্কৃত হইবে না।

فَوَلِّ عَنْهُمْ مِمَّا أَنْتَ بِمَأْمُورٌ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং তুমি বারংবার উপদেশ দিতে থাক; কেননা নিশ্চয় উপদেশ মোমেনদের উপকার সাধন করে।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং আমি জিন্ ও ইনসানকে শুধু এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহারা কেবল মাত্র আমারই ইবাদত করে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং আমি তাহাদের নিকট কোন রিয্ক চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে তাহারা আমাকে খাদ্য দান করুক।

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٨﴾

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٩﴾

৬০। অতএব যাহারা যুন্ম করিয়াছে নিশ্চয় তাহাদের জন্য সেইরূপ ভাগ্য নির্ধারিত আছে যেইরূপ তাহাদের (সমমতাবলম্বী) সঙ্গীদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল; সুতরাং তাহারা যেন আমার নিকট (শাস্তি চাহিতে) বাস্তুতা না দেখায়।

فَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مُثَلَّ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। সুতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য সেইদিন দুর্ভোগ হইবে, যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

يَوْمَ يُنْفَخُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِينَ يُوْعَدُونَ ﴿٦١﴾

৪] হইয়াছে।

২



## ৫২-সূরা আত্‌ তুর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫০ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়। بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- ২। কসম তুর পর্বতের; وَ الطُّورِ ②
- ৩। এবং (কসম এই) লিখিত কিতাবের; وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ③
- ৪। (যাহা) উন্মুক্ত চিহ্নণ চামড়ায় (লিখিত আছে); فِي سَائِيٍّ مَّنْشُورٍ ④
- ৫। এবং (কসম) সদা আবাদ গৃহের; وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ⑤
- ৬। এবং (কসম) চির সম্মত ছাদের; وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ⑥
- ৭। এবং (কসম) উন্মোলত সমুদ্রের; وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ⑦
- ৮। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হইবে। إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ⑧
- ৯। উহার প্রতিরোধকারী কেহই নাই। مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ⑨
- ১০। যেদিন আকাশ ভীষণ ভাবে তোলপাড় করিবে, يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مُمْرَاتٍ ⑩
- ১১। এবং পর্বতমালা দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিবে, وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ⑪
- ১২। অতএব সেইদিন দুর্ভোগ—সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান-কারীদের জন্য, فَوَيْلٌ لِلْمُصَدِّقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْمِنُونَ ⑫
- ১৩। ক্রীড়ামুখে যাহারা রুখা কথা-বার্তায় লিপ্ত থাকে, الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ مُّكْتَبُونَ ⑬
- ১৪। সেদিন যখন তাহাদিগকে ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া জাহান্নামের আগুনের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে, يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعْوًا ⑭
- ১৫। (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে), 'এই সেই আগুন যাহা তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে, هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ⑮

১৬। ইহা কি তবে যাদু, অথবা তোমরা (এখনও) কি দেখিতেছ না ?

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾

১৭। তোমরা ইহাতে দক্ষ হও; অতএব তোমরা সবুর কর বা সবুর না কর, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান। তোমাদিগকে কেবল সেই কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে যাহা তোমরা করিতে !

إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ  
إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

১৮। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ জামাতসমূহে ও নিয়ামতসমূহের মধ্যে থাকিবে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ لِيَعْبُدُوا

১৯। অতএব তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক যাহা কিছু দান করিবেন উহাতে তাহারা আনন্দিত হইবে; এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে (জাহান্নামের) আওনের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন,

فَلِيَهْنَأَ بِمَا أَنْهَمَ رَبُّهُمْ وَوَقَهُمُ رَبُّهُمْ  
عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

২০। (এবং আলাহ তাহাদিগকে বলিবেন), 'তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের বিনিময়ে সানন্দে রুচিসহকারে আহাৰ কর এবং পান কর।'

كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

২১। (সেইদিন) তাহারা সারি সারি সুসজ্জিত পানক্রের উপর হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে। এবং আমরা তাহাদিগকে পরমাসুন্দরী আয়ত্তলোচনা রমনীগণ জোড়ারূপে দান করিব।

مُكَيِّدِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَرَوَّحَهُمُ مِّنْ دُونِ  
عِينٍ ﴿٢١﴾

২২। এবং মাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছে— আমরা তাহাদের সন্তান-সন্ততিকেও তাহাদের সহিত মিলিত করিব। এবং তাহাদের কৃত-কর্ম হইতে আমরা কিছু মাত্রও কম করিব না। প্রত্যেক ব্যক্তি উহার জন্য দায়ী হইবে যাহা সে অর্জন করিয়াছে।

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ  
أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَلْتَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ  
مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং আমরা তাহাদিগকে নানাবিধ ফল ও মাংস প্রদান করিব যাহা তাহারা কামনা করিবে।

وَ أَمَدَدْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَ سْتَعْتُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। তাহারা তথায় একে অপরের সঙ্গে পান-পাত্র আদান প্রদান করিবে (ফলে) উহাতে (পানকারীর জন্য) রুখা কথা বলারও কিছু থাকিবে না এবং পাপকর্ম করারও কিছু থাকিবে না।

يَتَنَافَعُونَ فِيهَا كَأَن لَّا تَلْقَوُهَا وَ لَا تَأْتِيهِمْ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তাহাদের কিশোরগণ তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রমণ করিবে, তাহারা সুরক্ষিত মুত্তার নাময় পরিদৃষ্ট হইবে।

وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ زُمُرَانٌ كَانَتْهُمْ لَوْلَى  
مُكُونٌ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তাহারা প্রসন্ন করিতে করিতে পরস্পর মৃশাম্বি হইবে।

২৭। তাহারা বলিবে, 'ইতিপূর্বে নিশ্চয় আমরা আমাদের স্বজনদের মধ্যে (আল্লাহর ফয়সালা সম্বন্ধে) ভীত ছিলাম,

২৮। কিন্তু আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তিনি আমাদেরকে উষ্ণ বায়ুর আঘাৎ হইতে রক্ষা করিয়াছেন;

১৯৯

২৯। নিশ্চয় আমরা ইতিপূর্বে তাঁহাকে ডাকিয়া আসিতেছিলাম, নিশ্চয় তিনি পরম কন্যাপকারী, পরমদয়াময়।'

৩০। অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে গণকণ্ড নহ এবং উন্মাদও নহ।

৩১। তাহারা কি বলিতেছে, '(সে) একজন কবি? আমরা তাহার জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করিতেছি।'

৩২। তুমি বল, 'তোমারা অপেক্ষা করিতে থাক; আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকিলাম।'

৩৩। তাহাদের বিচার-বুদ্ধি কি তাহাদিগকে ইহার আদেশ করিতেছে অথবা তাহারা কি এক বিদ্রোহপরায়ণ জাতি?

৩৪। অথবা তাহারা কি বলিতেছে, 'সে নিজে ইহা রচনা করিয়াছে?' না, বরং তাহারা ঈমান রাখে না।

৩৫। অতএব যদি তাহারা সত্যবাদী হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ইহার অনুরূপ কোন বাণী পেশ করুক।

৩৬। তাহাদিগকে কি কোন কিছু বাতিরেকে সৃষ্টি করা হইয়াছে অথবা তাহারা নিজেরাই কি (নিজেদের) স্রষ্টা?

৩৭। তাহারা কি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছে? না, বরং তাহাদের (স্রষ্টা) দৃঢ় বিশ্বাস নাই।

৩৮। তাহাদের নিকটে কি তোমার প্রতিপালকের ডাণ্ডারসমূহ আছে অথবা তাহারা কি তত্ত্বাবধায়ক?

৩৯। তাহাদের নিকটে কি কোন সিঁড়ি আছে যাহাতে আরোহণ করিয়া তাহারা (আল্লাহর কথা) শ্রবণ করিতেছে? অতএব তাহাদের প্রোভা কোন সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ পেশ করুক।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٦﴾

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٧﴾

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدَّأَبَ السُّمُورِ ﴿٢٨﴾

يٰۤاَيُّهَا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٩﴾

فَدَكَّرْنَا مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٌ وَلَا هَيَّؤِيذٍ ﴿٣٠﴾

أَمْ يُؤْمِنُونَ شَاعِرٌ تَتَّخِذُ بِهِ رَبِّبَ السُّؤْمِ ﴿٣١﴾

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِمِينَ ﴿٣٢﴾

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ

طَاغُونَ ﴿٣٣﴾

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٤﴾

فَلْيَأْتُوا بِحُجَّتِهِمْ وَإِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٥﴾

أَمْ حُلِقُوا مِن غَيْرِئِي أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٦﴾

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَّبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصْطَفَرُونَ ﴿٣٨﴾

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَنْتَعِمُونَ فِيهِ فَيَأْتِيَتْ مِنْ سَمْعِهِمْ

بِسُلْطَنِ قَبِيلٍ ﴿٣٩﴾



৪০। তাঁহার জন্য কি কন্যা সন্তানগণ এবং তোমাদের জন্য পুত্র সন্তানগণ ?

أَمْرُهُ الْبِنْتُ وَالَكُمْ الْبَنُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। তুমি কি তাহাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহ যাহার ফলে তাহারা ঋণের বোঝায় ভাৱাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ?

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَفْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤١﴾

৪২। তাহাদের নিকট কি অদৃশ্য বিষয় (সম্পর্কিত জ্ঞান) আছে যাহা তাহারা নিপিবদ্ধ করিতেছে ?

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তাহারা কি (তোমার বিরুদ্ধে) কোন ষড়যন্ত্র করিতে মনস্থ করিতেছে ? তাহা হইলে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা হই (তাহাদের) ষড়যন্ত্রের শিকার হইবে।

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। আল্লাহ্ বাতীত কি তাহাদের কোন মা'বদ আছে ? তাহারা যাহাকে শরীক করিতেছে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র।

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ غَيْرُ اللَّهِ سُخْنُ اللَّهِ عَنَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং যদি তাহারা আকাশের কোন একটা খণ্ডকে পড়িতে দেখে তখন তাহারা বলে, 'ইহা এক ঘন মেঘ।'।

وَأَن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٥﴾

৪৬। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যতক্ষণপর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করে যখন তাহাদিগকে বজ্রাঘাতে সংগ্রাহীনা করা হইবে;

فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। যেদিন তাহাদের দূরভিসন্ধি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদিগকে কোন সাহায্যও করা হইবে না।

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং নিশ্চয় যাহারা যত্ন করিয়াছে তাহাদের জন্য ইহা ব্যতীত আরও আযাব আছে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

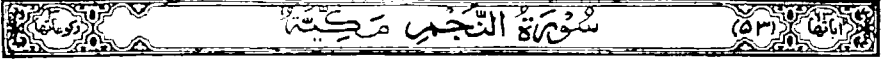
وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের জন্য ধৈর্য ধারণ কর, কারণ তুমি আমাদের দৃষ্টিতে আছ; এবং যখন তুমি (ইবাদতের জন্য) দণ্ডায়মান হও, তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং রাত্রির বিভিন্ন অংশে এবং তারকারাজির অন্তর্গমনের সময়ও তুমি তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা

﴿٥٠﴾ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٥٠﴾



## ৫৩- সূরা আন্ নাজ্‌ম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬৩ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- ২। কসম নক্ষত্রটির যখন উহা নিপতিত হয়, وَالتَّجْوِيْدَ إِذَا هُوَ ②
- ৩। তোমাদের সাথী পথপ্রদেও হয় নাই এবং বিভ্রান্তও হয় নাই; مَا صَلَ صَاجِبِكُمْ وَمَا عَوَى ③
- ৪। এবং সে নিজ প্রবৃত্তির বাশেও কথা বলে না । وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ④
- ৫। ইহা কেবল এমন ওহী যাহা (আল্লাহ্‌র সনীপ হইতে) ওহী করা হইতেছে । إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ⑤
- ৬। মহাশক্তিধর (আল্লাহ্‌) তাহাকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন; عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ⑥
- ৭। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রকাশমান শক্তিসমূহের অধিকারী । অতঃপর তিনি নিজে (আরশের উপর) অধিষ্ঠিত হইলেন । ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ⑦
- ৮। এবং (তিনি বাণী প্রেরণ করিলেন তখন) যখন সে সর্বোচ্চ দিগন্তের উপরে ছিল । وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ⑧
- ৯। অতঃপর সে (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হইল; তখন তিনিও (মুহাম্মদের প্রতি) নীচে নামিলেন । ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ⑨
- ১০। অতঃপর সে দুই ধনুকের এক তন্তী হইয়া গেল অথবা উহা হইতেও নিকটতর হইয়া গেল । فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ⑩
- ১১। অতঃপর তিনি নিজ বান্দার প্রতি উহাই ওহী করিলেন যাহা তিনি ওহী (করিবার সিদ্ধান্ত) করিয়াছিলেন । فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ⑪
- ১২। (মুহাম্মাদের) অন্তঃকরণ মিথ্যা বলে নাই যাহা সে দেখিয়াছিল । مَا كَذَّبَ الْقُودُ مَا رَأَىٰ ⑫
- ১৩। তোমরা কি তাহার সহিত সেই সন্মুখে বিতর্ক করিতেছ যাহা সে দেখিয়াছে ? أَفَتَسْمُرُونَ عَلَىٰ مَا بَرَأَ ⑬

১৪। এবং নিশ্চয় সে তাহাকে দ্বিতীয়বার দেখিয়েছে,

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ أُخْرَىٰ ۝

১৫। সর্বশেষ প্রান্তবর্তী কুল রুক্ষের নিকটে,

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝

১৬। উহার নিকট চিরস্থায়ী আশ্রয়স্থানের জামাত  
রহিয়াছে।

عِنْدَهَا جَنَّةُ النَّارِ ۝

১৭। (সে এই দৃশ্য তখন দেখিয়াছিলেন) যখন কুল রুক্ষকে উহা  
(প্রশী-বিকাশ) আচ্ছাদন করিতেছিল যাহা (ঐসময়) আচ্ছাদন  
করিয়া থাকে।

رُؤْيُفَهُ السِّدْرَةَ مَا يَفْتُنُ ۝

১৮। তাহার দৃষ্টি তখন বিভ্রান্তও হয় নাই এবং নক্ষত্র  
অতিক্রমও করে নাই।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝

১৯। নিশ্চয় সে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের মধ্যে  
সর্বাধিক মহান নিদর্শন দেখিয়াছিলেন।

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝

২০। এখন তোমরা আমাকে 'লাত' এবং 'উয্যার' অবস্থা  
শুনাও;

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝

২১। এবং আরও একটি তৃতীয় (প্রতিমা) 'মানাতের' অবস্থাও  
শুনাও।

وَمَنْوَةَ الْعَالِيَةِ الْأُخْرَىٰ ۝

২২। কী! তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং তাহার জন্য কন্যা  
সন্তান?

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝

২৩। তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত অসংগত বস্তু ন।

بَلَلَّكَ إِنَّا فَسَقْنَا فَزَيَّرْنَا ۝

২৪। ইহা তো কতকগুলি নাম মাত্র, যাহা তোমরা এবং  
তোমাদের পিতৃপুরুষগণ রাখিয়াছে, উহাদের জন্য আল্লাহ্ কোন  
দলীল-প্রমাণ নাযেন করেন নাই। তাহারা শুধু অনীক  
কল্পনার এবং উহার অনুসরণ করে যাহা তাহাদের প্ররুতি  
কামনা করে, অথচ তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের  
নিকট হইতে হেদায়াত আসিয়াছে।

إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَبَّحْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ  
مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا  
الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ  
رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ۝

২৫। মানুষ যাহা কামনা করে তাহাই কি সে পায়?

أَمْ لِلإِنْسَانِ مَا يَشَاءُ ۝

২৬। বস্তুতঃ পরকাল এবং ইহকাল আল্লাহ্‌রই জন্য।

بَلِّغْ قَوْلَهُ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝

২৭। এবং আকাশসমূহে কত ফিরিশ্তা, যাহাদের শাফা'য়াত  
(সুপারিশ) কাহারও কোন উপকার আসে না, কেবল ইহা ছাড়া  
যে, (এইরূপ করার) অনুমতি দেন আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে যাহাকে  
তিনি চাহেন এবং যাহার উপর তিনি সন্তুষ্ট হন।

وَكَمْ مِنْ مَلَائِكَةٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَعْلَمُ شَيْئًا عَنْهُمْ  
شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ  
يَزِيغُهُ ۝

২৮। নিশ্চয় যাহারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, তাহারা ইবস্তুতঃ জীনোকের নামানুসারে ফিরিশ্বাদের নামকরণ করিয়া থাকে ;

২৯। অথচ এই বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। তাহারা শুধু ধারণার অনুসরণ করিতেছে; বস্তুতঃ ধারণা সত্যের মোকাবেলায় আদৌ কোন উপকারে আসে না।

৩০। সূতরাং তুমিও তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, যাহারা আমাদের সঙ্গরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং পার্থিব জীবন ব্যতীত আর কিছুই কামনা করে না।

৩১। এই তেও তাহাদের জ্ঞানের পরিধি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সেই ব্যক্তিকে ডানরূপে জানেন যে তাহার পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং তিনি ঐ ব্যক্তিকেও ডানরূপে জানেন যে হেদায়াতের পথে চলিয়াছে।

৩২। এবং আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহর, যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে যেন তিনি তাহাদের কৃত-কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেন, এবং যাহারা উত্তম কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি উত্তমভাবে পুরস্কার দান করেন;

৩৩। যাহারা মহাপাপ ও অশ্লীলতাকে পরিহার করে কেবল স্ফটিকের জন্য মনে উদ্ভাসিত মন্দ ধারণা ছাড়া। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অতীব স্ফটিকশীল। তিনি তোমাদিগকে তখন হইতে ডানভাবে জানেন যখন তিনি তোমাদিগকে স্মৃতিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণাকারে লুকায়িত ছিলে। অতএব তোমরা নিজদিগকে পবিত্র জ্ঞান করিও না। তিনি তাহাকে সর্বাধিক জানেন যে তাকুওয়া অবলম্বন করে।

৩৪। তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছ যে (হেদায়াত হইতে) মুখ ফিরাইয়া লয়,

৩৫। এবং যে অল্প দান করে এবং কৃপণতা করে ?

৩৬। তাহার নিকট কি অদৃশ্যের কোন জ্ঞান আছে যাহার ফলে সে (নিজ পরিণামকে) প্রত্যক্ষ করিতেছে ?

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْتُؤْنِنُ السُّكَّةَ  
تَسْبِيحَةَ الْأَنْثَى ①

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَسْمَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ  
إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ②

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ هَٰذَا عَنَّا وَكُفْرًا وَكَمْ يَجِدُ إِلَّا  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ③

ذَٰلِكَ مَبْلَعُهُمْ وَإِنِ الْمَلَائِكَةُ رَأَتْكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمَنْ هَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ④

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَيَجْزِيَنَّ  
الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَنَّ الَّذِينَ أَحْسَبُوا  
بِأَنفُسِهِمْ ⑤

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا  
الْمَلَمَةَ إِنْ رَأَىٰكَ وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ  
إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي  
بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكَّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمَنْ أٰتَقَىٰ ⑥

أَقْرَبَ إِلَيْهِ الَّذِي تَوَلَّىٰ ⑦

وَاعْطِ وَبَيْلًا وَالدُّنْيَا ⑧

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ⑨

৩৭। তাহাকে কি উহা সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয় নাই যাহা মূসার কিতাবসমূহে আছে,

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي كُتُبِ مُوسَىٰ ۙ

৩৮। এবং ইব্রাহীমেরও, যে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়াছিল—

وَلِيَّهِمْ الذِّكْرُ وَتَىٰ ۙ

৩৯। এই যে, কোন ভারবাহী আশ্বা অনা কাহারও ভার বহন করিবে না।

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۙ

৪০। এবং এই যে, মানুষের জন্য কিছুই নাই কেবল উহা বাতীত যাহার জন্য সে চেষ্টা করে;

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۙ

৪১। এবং এই যে, তাহার প্রচেষ্টাকে অচিরেই প্রত্যক্ষ করা হইবে,

وَأَنْ سَعِيَّهٖ سَوْفَ يُرَىٰ ۙ

৪২। অতঃপর তাহাকে পূর্ণ মাপায় পুরস্কার প্রদান করা হইবে,

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۙ

৪৩। এবং এই যে, নিশ্চয় (সকল বিষয়ের) পরিসমাপ্তি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘটে;

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۙ

৪৪। এবং এই যে, তিনিই হাসান এবং কাঁদান;

وَأَنَّكَ هُوَ أَصْحَابُكَ وَأَبَىٰ ۙ

৪৫। এবং এই যে, তিনিই সৃষ্টা ঘটান এবং জীবন দান করেন;

وَأَنَّكَ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ۙ

৪৬। এবং এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়া জোড়া— নর ও নারী,

وَأَنَّكَ خَلَقَ الذَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۙ

৪৭। শুক্র বিন্দু হইতে যখন ইহা (জরায়ুতে) নির্গত করা হয়;

مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُنْفَىٰ ۙ

৪৮। এবং এই যে, পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁহারই উপর;

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ ۙ

৪৯। এবং এই যে, তিনিই ধনী করেন এবং পরিতৃপ্ত করেন;

وَأَنَّكَ هُوَ الْغَنِيُّ وَالْأَفَىٰ ۙ

৫০। এবং এই যে, তিনিই শি'রা (লুক্ক) নক্ষত্রের মালিক;

وَأَنَّكَ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَىٰ ۙ

৫১। এবং এই যে, তিনিই প্রথম 'আদ' জাতিকে ধ্বংস করিয়াছিলেন,

وَأَنَّكَ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۙ

৫২। এবং 'সামুদ' জাতিকেও, এবং তিনি তাহাদের কাহাকেও অবশিষ্ট রাখেন নাই;

وَسَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ۙ

৫৩। এবং তাহাদের পূর্বে নূহের জাতিকেও— তাহারা অত্যন্ত  
যানেম এবং বিদ্রোহপরায়ণ জাতি ছিল—

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْلَمَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং (সূতের জাতির) উনটানো জনপদসমূহকেও তিনিই  
ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন,

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ﴿٥٤﴾

৫৫। অতঃপর উহাদিগকে সেই জিনিস আৱত করিল যাছা  
এমতবস্থায় আৱত করিয়া থাকে।

فَنَفَسْهَا مَا غَشَى ﴿٥٥﴾

৫৬। অতএব (হে মানুষ) তুমি তোমার প্রতিপালকের  
নিয়ামতসমূহের মাধে কোন কোনটির প্রতি সন্দেহ পোষণ  
করিবে।

فَمَا بَى الْآلَاءِ وَرَبِّكَ تَتَمَارَى ﴿٥٦﴾

৫৭। পূর্ববর্তী সতর্ককারীদের ন্যায় (আমাদের) এই  
(নবীও) একজন সতর্ককারী।

هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذِيرِ الْأُولَى ﴿٥٧﴾

৫৮। এই (জাতির ফয়সালার) মুহূর্ত ঘনাইয়া  
আসিয়াছে,

أَزِفَتِ الْأَرْزَاقُ ﴿٥٨﴾

৫৯। আলাহ্ বাতীত কেহই উহাকে টনাইতে পারে  
না।

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٩﴾

৬০। তবে কি তোমরা এই কথায় বিস্মিত হইতেছ ?

أَفَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং তোমরা হাসিতেছ, এবং কাঁদিতেছ না—

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦١﴾

৬২। এবং তোমরা আমোদ-প্রমোদ করিতেছ ?

وَأَنْتُمْ سِمْدُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। অতএব (ওঠ ! এবং) আলাহ্‌র সমক্ষে সেজদা কর  
এবং তাহার ইবাদত কর।

فَأَسْجُدْ وَاقْبُدْ لِلَّهِ وَأَعْبُدْ ﴿٦٣﴾

سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ (৫৮)

৫৪-সূরা আল্ কামার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৬ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। নির্দিষ্ট মুহূর্ত নিকটবর্তী হইল এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইল।

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ②

৩। এবং তাহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া নয় এবং বলে, 'ইহাতো চির প্রচলিত যাদু।'

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَوْرٌ ③

৪। এবং তাহারা (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং নিজেদের প্রভূতির অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক নির্ধারিত সময় আছে।

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ مُّسْتَوْرٌ ④

৫। এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট এমন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসিয়াছে যাহার মধ্যে সতর্কবাণী আছে—

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ⑤

৬। হৃদয়স্পর্শী হিকমত। কিন্তু সাবধানবাণী তাহাদের কোন উপকারে আসিল না।

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التُّذْرُورُ ⑥

৭। সূতরাং তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং (অপেক্ষা কর সেই দিন পর্যন্ত) যেদিন এক আহ্বানকারী তাহাদিগকে এক অবাস্তিত বিষয়ের (আষাবের) প্রতি আহ্বান করিবে,

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّكَرٍ ⑦

৮। তখন তাহাদের চক্ষু অবনত থাকিবে, তাহারা (তাহাদের) কবরসমূহ হইতে এমনভাবে বাহির হইবে যেন তাহারা বিক্ষিপ্ত পত্রপাত,

خُسْفًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ⑧

৯। তাহারা ঘোষণাকারীর দিকে ধাবমান হইবে। কাফেরগণ বলিবে, 'ইহা বড়ই কঠিন দিন।'

مُهْطِعِينَ إِلَىٰ الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ⑨

১০। ইহাদের পূর্বে নূহের জাতিও (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; এবং তাহারা আমাদের বান্দাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'সে তো একজন উম্মাদ এবং তাহাকে (আমাদের দেবতা কর্তৃক) অভিশপ্ত করা হইয়াছে।'

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ⑩

১১। তখন সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমি পরাজিত, সুতরাং তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَوَى ۝

১২। তখন আমরা মূলধারে বারি বর্ষণে আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দিলাম;

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِسَاءٍ مُنْهَرٍ ۝

১৩। এবং ভূমিতেও আমরা বরণাসমূহ প্রবাহিত করিলাম, সুতরাং (দুই দিকের) পানি সম্মিলিত হইয়া গেল এমন এক বিষয়ের জন্য যাহার সিদ্ধান্ত পূর্ব হইতে করা হইয়াছিল।

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ  
قَدِ قُدِّرَ ۝

১৪। এবং আমরা তাহাকে তঙ্গ ও পেরেক দ্বারা নির্মিত যানের উপর আরোহণ করাইয়াছিলাম।

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ۝

১৫। উহা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে চলিতেছিল, ইহা সেই বাজির জন্য প্রতিদান স্বরূপ ছিল যাহাকে অস্বীকার করা হইয়াছিল।

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ۝

১৬। এবং আমরা উহাকে (পরবর্তীদের জন্য) এক নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়াছিলাম। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝

১৭। অতএব (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব ও সতর্কবাণী !

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ۝

১৮। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝

১৯। 'আদ' জাতিও (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সুতরাং (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব ও সতর্কবাণী !

كَذَّبَتْ مَا لَكُمْ كَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ۝

২০। এবং আমরা তাহাদের উপর এক প্রচণ্ড ঝঙ্কা বায়ু পাঠাইয়াছিলাম এক দীর্ঘস্থায়ী অন্তত দিনে,

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ  
مُتَّوِّجٍ ۝

২১। উহা মানুষকে এইরূপে উপাচিত করিতেছিল যেন তাহারা মনোহিপাতিত ফাঁপা খজুর-রুক্ষের কাণ্ডসমূহ।

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ عِجَارٌ حُلٌّ مُنْقَعٍ ۝

২২। অতএব (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমরা আযাব ও সতর্কবাণী।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ۝



২৩। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ۝

২৪। 'সামদ' জাতি সতর্ককারীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالدُّدْرِ ۝

২৫। এবং তাহারা বলিয়াছিল, 'কি আমরা আমাদেরই মধ্য হইতে একজন (মরণশীল) মানুষের অনুসরণ করিয়া চলিব ? এইরূপ করিলে আমরা নিশ্চয় বিভ্রান্তি এবং উন্মাদনার মধ্যে নিপতিত হইব।

فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثْلًا وَاحِدًا تَنْبَغُ عَلَيْنَا إِذَا لَفِيَ  
صَلِيلٌ وَسُعِيرٌ ۝

২৬। আমাদের মধ্য হইতে শুধু এই বাস্তব উপরই কি উপদেশ-বাপী নাযেন করা হইয়াছে ? না, বরং সে একজন চরম মিথ্যাবাদী, অত্যধিক দাস্তিক ব্যক্তি।

ءَأَلْفَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ  
أَشِرٌ ۝

২৭। তাহারা আপাতমূলক জানিবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, অত্যধিক দাস্তিক।

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ۝

২৮। আমরা তাহাদের পরীক্ষার জন্য এক উদ্ভী প্রেরণ করিব। সূতরাং (হে সালেহ !) তুমি তাহাদের পরিণামের অপেক্ষা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَامْرُتَجِبْنَهُمْ  
وَاصْطَبِرُوا ۝

২৯। এবং তাহাদিগকে জনাইয়া দাও যে, তাহাদের মধ্যে (এবং সেই উদ্ভীর মধ্যে) পানি বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, (পালাক্রমে) প্রত্যেক বার পানি পান করার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে।

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ  
مُحْتَضَرٌ ۝

৩০। অতঃপর তাহারা তাহাদের সঙ্গীকে ডাকিল, সূতরাং সে (উদ্ভীকে) বনপূর্বক ধরিল এবং (উহার) হাঁটুর পশ্চাদশিরা কাটিয়া দিল।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۝

৩১। অতএব (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব এবং সতর্কবানী !

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ۝

৩২। নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর একটি বিকট শব্দকারী আযাব পঠাইলাম, ফলে তাহারা খোঁয়াড় নির্মাণকারীর (ছুরি দিয়া চাঁছা) ওক্না কাষ্ঠ-টুকরার ন্যায় হইয়া গেল।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيِّغَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا  
كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۝

৩৩। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ۝

৩৪। লুতের জাতিও সতর্ককারীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর শিনা-রুষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলাম লুতের পরিবার ছাড়া, যাহাদিগকে আমরা প্রভাতে রক্ষা করিয়াছিলাম—

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَيْنَاهُمْ  
بِسَجْرِ ﴿٣٥﴾

৩৬। আমাদের পক্ষ হইতে নেয়ামতস্বরূপ। এইভাবেই আমরা পুরস্কার দিয়া থাকি যাহারা কৃতজ্ঞতা ভ্রাপন করে।

نِعْمَةٌ مِنَّا عِنْدَنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং সে তাহাদিগকে আমাদের গুরুতর ধৃতকরণ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিল।

وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَكَارَرُوا بِالذِّكْرِ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং তাহারা তাহাকে তাহার মেহমানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে চাহিয়াছিল; ফলে আমরা তাহাদের চক্ষুসমূহকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম এবং (বলিয়াছিলাম) 'আমার আযাব এবং সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ কর।'

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن صَيفِهِ فَحَسَبْنَا أَعْيُنَهُمْ  
فَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِي ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং প্রাতঃকালেই এক বিরামহীন আযাব তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল।

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُرْكَاءٌ عَالِيَةٌ مُّسْتَقِرَّةٌ ﴿٣٩﴾

৪০। 'অতএব তোমরা এখন আমার আযাব ও সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ কর।'

فَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِي ﴿٤٠﴾

৪১। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে সমরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

بِهِ ۖ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ ﴿٤١﴾

৪২। এবং ফেরাউনের জাতির নিকটও সতর্ককারীগণ আসিয়াছিল।

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ الذِّكْرُ ﴿٤٢﴾

৪৩। তাহারা আমাদের সকল নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আমরা তাহাদিগকে এক মহা পরাক্রমশালী শক্তিশ্বরের ধৃত করণের ন্যায় ধৃত করিয়াছিলাম।

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذْبًا فَخَذْنَا مِنْهُمُ احْصَاءَ عِزِّ مَقْتَدِرٍ ﴿٤٣﴾

৪৪। (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের কাকেরগণ কি উহাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম? অথবা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তোমাদের জন্য (আযাব হইতে) নিষ্কৃতি লিপিবদ্ধ আছে ?

أَلَمْ نَقُؤْكُمْ خَيْرًا مِّنْ أَوْلِيائِكُمْ إِنَّ لَكُمْ بَرَاءةً فِي  
الْيَوْمِ ﴿٤٤﴾

৪৫। তাহারা কি বলে, 'আমরা এক অপরাড্য়ে দন ?'

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿٤٥﴾

৪৬। অচিরেই সেই দনকে পরাভূত করা হইবে এবং তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে।

سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿٤٦﴾

৪৭। বরং (তাহাদের ধ্বংসের) সেই মুহূর্ত তাহাদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুত মুহূর্ত; বস্তুতঃ সেই মুহূর্ত অত্যন্ত ধ্বংসকারী এবং তিক্ত।

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَىٰ وَآمُرُ ﴿٤٧﴾

৪৮। নিশ্চয় অপরাধীরা পথ-ভ্রষ্টতা এবং উন্মাদনায় আক্রান্ত।

إِنَّ النُّجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٨﴾

৪৯। যেদিন তাহাদিগকে অধোমুখী করিয়া আঙনের মধ্যে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, (এবং বনা হইবে), 'তোমরা জাহান্নামের স্পর্শ-স্বাদ আন্বাদন কর।'

يَوْمَ يُنصَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٩﴾

৫০। নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক বস্তুকে পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছি।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং আমাদের আদেশ একবারই মাত্র, যাহা চক্ষুর পনকের ন্যায় (বাস্তবায়িত হয়)।

وَمَا أَمْرًا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥١﴾

৫২। এবং নিশ্চয় আমরা (পূর্বেও) তোমাদের মত বহু দনকে ধ্বংস করিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا شِيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং প্রত্যেক কাজ যাহা তাহারা করিয়াছে কিতাবের মধ্যে (সংরক্ষিত) আছে।

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং প্রত্যেক ছোট এবং বড় (কাজ) নিপিবদ্ধ আছে।

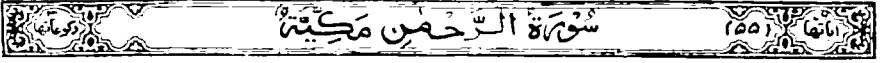
وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌّ ﴿٥٤﴾

৫৫। নিশ্চয় মৃতকীর্ণণ বাগানসমূহ এবং নহরসমূহের মধ্যে থাকিবে,

إِنَّ النَّشْوَِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। এক চিরস্থায়ী সম্মানজনক বাসস্থানে সর্বশক্তিমান মহা সম্রাটের সান্নিধ্যে।

يَجِي فِي مَقْعَدِ صِدْقِي عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٦﴾



### ৫৫-সূরা আর্ রাহ্মান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭৯ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তিনি অযাচিত-অসীম দাতা (আল্লাহ),

الرَّحْمَنُ ②

৩। যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন ।

عَلَّمَ الْقُرْآنَ ③

৪। তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ④

৫। (এবং) তাহাকে স্পষ্টভাবে কথা বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন ।

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ⑤

৬। সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মোতাবেক (নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণশীল) রহিয়াছে ।

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسِبَانِ ⑥

৭। এবং গুল্মলতা ও রুকূরাজি (তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী) সেজদা করিতেছে ।

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ⑦

৮। এবং এই যে আকাশ— তিনি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তুলানুশ্চ স্বাপন করিয়াছেন,

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ⑧

৯। যেন তোমরা তুলানুশ্চ সীমাতিক্রম না কর ।

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ⑨

১০। সূতরাং তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ওজন প্রতিষ্ঠিত কর এবং মাপ কম করিও না ।

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقَوْسِ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ⑩

১১। এবং এই যে পৃথিবী— তিনি ইহাকে (তাঁহার) সৃষ্টির জন্য সংস্থাপন করিয়াছেন,

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْبَاءِ ⑪

১২। যাহাতে রহিয়াছে ফল-ফলাদি এবং আবরণ-বিশিষ্ট খড়্গের রুকূ,

فِيهَا قَائِمَةٌ وَالثَّغْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ⑫

১৩। এবং খোসা বিশিষ্ট শসা-দানা এবং সুগন্ধি ফলগাছ ।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ⑬

১৪। অতএব (হে জিম্ম ও ইনসান!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَيَأْتِي آلَهُمَا وَيُكَذِّبُهَا ⑭

১৫। তিনি মানমকে খন্ খনে পাত্রের ন্যায় গুরু মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝

১৬। এবং জিম্মকে সৃষ্টি করিয়াছেন আঙনের শিখা হইতে।

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ۝

১৭। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَيَأْتِي آلَاءَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

১৮। তিনি দুইটি পর্বেরও প্রতিপালক এবং দুইটি পশ্চিমেরও প্রতিপালক।

رَبُّ الشَّرْقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝

১৯। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَيَأْتِي آلَاءَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

২০। তিনি দুই সমুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন যে, (এক সময়ে) উভয়ে মিলিত হইবে।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝

২১। (বর্তমানে) উভয়ের মধ্যে এক প্রতিবন্ধক আছে (যাহার দরুন) উহার একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۝

২২। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَيَأْتِي آلَاءَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

২৩। উভয় (সমুদ্র) হইতে মৃত্তা এবং প্রবাল বর্হগত হয়।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝

২৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَيَأْتِي آلَاءَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

২৫। এবং সমুদ্রবক্ষেঃ পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ দ্রুতগামী জাহাজগণি তাঁহারই।

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝

২৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَيَأْتِي آلَاءَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

২৭। উহার (তুপুষ্ঠের) উপর যাহা কিছু আছে সবই নস্বর,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

২৮। এবং অবিনস্বর হইয়া থাকিবে (কেবল) তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি প্রভাপ এবং সম্মানের অধিপতি।

وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

২৯। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَيَأْتِي آلَاءَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

৩০। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে সকলেই তাঁহার নিকট যাচঞা করে। প্রতিদিন তিনি নব নব মহিমায় প্রকাশিত হন।

سَلُّهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝

৩১। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةٍ وَرَبِّكُمْ تَكْذِبُونَ ۝

৩২। হে 'ইনসান ও জিন্ন'-এর দুই শক্তিশালী দল ! আমরা অচিরেই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করিব,

سَنَفْرُغُ لَكُمْ آيَةَ التَّقَلُّبِ ۝

৩৩। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةٍ وَرَبِّكُمْ تَكْذِبُونَ ۝

৩৪। হে জিন্ন ও ইনসানের দল ! যদি তোমরা আকাশ এবং পৃথিবীর প্রান্তসমূহ ভেদ করিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে ভেদ করিয়া যাও। তোমরা (সর্বাধিপতির) কতৃৎ বাতিরেকে আদৌ ভেদ করিয়া যাইতে পারিবে না।

يَمْشُرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝

৩৫। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةٍ وَرَبِّكُمْ تَكْذِبُونَ ۝

৩৬। তোমাদের উভয়ের উপর অগ্নি-শিখা এবং গলিত তাম্র প্রেরণ করা হইবে, তখন তোমরা (উহা হইতে বাঁচার জন্য) একে অপরের সাহায্য করিতে পারিবে না।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ ۝

৩৭। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةٍ وَرَبِّكُمْ تَكْذِبُونَ ۝

৩৮। এবং যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং উহা রক্তবর্ণ চামড়ার ন্যায় লাল হইবে।

وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝

৩৯। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةٍ وَرَبِّكُمْ تَكْذِبُونَ ۝

৪০। এবং সেদিন না মানুষ তাহার পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে এবং না জিন্ন।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۝

৪১। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةٍ وَرَبِّكُمْ تَكْذِبُونَ ۝

৪২। অপরাধীগণকে তাহাদের (চেহারার) লক্ষণাবলী দ্বারা চিনা যাইবে, এবং তাহাদিগকে তাহাদের মাথার বৃষ্টি এবং পা ধরিয়া প্রেঙ্কার করা হইবে।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالْأَعْيُنِ وَ الْأَعْقَابِ ۝

৪৩। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٣٠﴾

৪৪। (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে) 'ইহাই সেই জাহান্নাম যাহা অপরাধীরা অস্বীকার করিত;

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٣١﴾

৪৫। তাহারা ইহার মধ্যে এবং ফুটন্ত পরম পানির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে।'

يُطَوَّفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ حَيْمَرَيْنِ ﴿٣٢﴾

৪৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٣٢﴾

৪৭। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সমীপে দণ্ডায়মান হইতে ভয় পায় তাহার জন্য দুইটি জান্নাত আছে—

وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٣٣﴾

৪৮। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

৪৯। উভয়ই ঘন শাখা বিশিষ্ট (রুক্ষরাতিপূর্ণ) হইবে।

ذَوَاتًا أَفْنَانٍ ﴿٣٥﴾

৫০। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٣٥﴾

৫১। উভয়ের মধ্যে দুইটি ঝরণা প্রবাহিত থাকিবে।

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِينِ ﴿٣٦﴾

৫২। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

৫৩। উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের ফল জোড়া জোড়া থাকিবে।

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَيْنِ ﴿٣٧﴾

৫৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٣٧﴾

৫৫। তাহারা এমন সজ্জাসমূহের উপর থাকিয়াম হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে যাহার আন্তর হইবে ঘন বেশমের এবং উভয় বাগানের ফল (চারে বাকিয়া) নিকটবর্তী হইবে।

مُعْتَكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَّأَتْهَا مِنْ أَسْتَبْرَقٍ ۗ وَ جَنَّاتٍ الْجَنَّتَيْنِ دَائِنِ ﴿٣٨﴾

৫৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٣٨﴾

৫৭। সেইগুলির মধ্যে থাকিবে আনন্দ-মম্বনা নারীগণ যাহাদিগকে তাহাদের (জান্নাতবাসীগণের) পূর্বে কোন মানুষও স্পর্শ করে নাই এবং কোন জিন্নও না—

فِيهِنَّ قُصُودٌ الظَّرْفِ لَمْ يَطْمِئْتُنَّ إِسْرَ بَنَاتُ ۗ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾

৫৮। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةِ الرَّبِّ كُذِّبْتُمْ ۝

৫৯। (দেখিতে) তাহারা যেন ইয়াকূত (লোহিত পদ্মরাগমণি) এবং প্রবাল;

كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۝

৬০। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةِ الرَّبِّ كُذِّبْتُمْ ۝

৬১। ইহসানের (সদাচরণের) বিনিময় ইহসান (সদাচরণ) বাতীত আর কি হইতে পারে ?

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۝

৬২। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةِ الرَّبِّ كُذِّبْتُمْ ۝

৬৩। এবং এই জামাতদ্বয় বাতীত আরও দুইটি জামাত আছে—

وَمِنْ دُونِهِمَا جَمَاتٌ ۝

৬৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةِ الرَّبِّ كُذِّبْتُمْ ۝

৬৫। উভয়ই ঘন সবুজ হইবে—

مُدَّهَا مِثْقَالُ ۝

৬৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةِ الرَّبِّ كُذِّبْتُمْ ۝

৬৭। উভয়ের মধ্যে দুইটি স্ববেগে . উচ্ছলিত প্রবহমান ঝরণা থাকিবে।

فِيهِمَا عَيْنٌ نَّضَّاحَتَانِ ۝

৬৮। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةِ الرَّبِّ كُذِّبْتُمْ ۝

৬৯। উভয়ের মধ্যে থাকিবে (নানারকম) ফল-ফলাদি, এবং শর্ভূর এবং ডালিম।

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُسُلٌ ۝

৭০। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةِ الرَّبِّ كُذِّبْتُمْ ۝

৭১। ঐগুলির মধ্যে থাকিবে পূণ্যবতী এবং সুন্দরী রমনীগণ—

فِيهِنَّ حَيْرَاتٌ حِسَانٌ ۝

৭২। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةِ الرَّبِّ كُذِّبْتُمْ ۝



৭৩। তাহারা সতী কুফনয়না রূপসী হইবে যাহারা তাবর  
মধ্যে সুরক্ষিত থাকিবে—

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ ۝

৭৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন  
কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةٍ رَّبِّكُمَا تَكْفُرِينَ ۝

৭৫। যাহাদিগকে তাহাদের পূর্বে কোন মানুষও স্পর্শ করে  
নাই এবং কোন ভিন্নও না—

لَمْ يَطْمِئْتَهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۝

৭৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন  
কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةٍ رَّبِّكُمَا تَكْفُرِينَ ۝

৭৭। তাহারা হেমান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে— সবুজ ত্যাকিয়া  
এবং অতিসুন্দর গান্ধিচার উপর .

مُتَّكِنِينَ عَلَى رُفُوفٍ خُضْرٍ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَابٍ ۝

৭৮। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন  
কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِي أَيِّ آيَةٍ رَّبِّكُمَا تَكْفُرِينَ ۝

৭৯। তোমার প্রতিপালকের নাম অতীব বরকতপূর্ণ, যিনি  
মহাপ্রতাপ এবং সম্মানের অধিপতি ।

بَارِكْ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

سُورَةُ الرَّافِعَةِ مَكِّيَّةٌ ﴿٥٦﴾

৫৬-সূরা আল্ ওয়াফে'আ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৭ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
- ২। যখন অবশ্যস্বাবী ঘটনা সংঘটিত হইবে— إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿٢﴾
- ৩। ইহার সংঘটনে মিথ্যার কোন অবকাশ নাই— لَيْسَ لِيُوقِعَهَا كَاذِبَةٌ ﴿٣﴾
- ৪। ইহা (কতককে) অধঃপতিত করিবে এবং (কতককে) সম্মত করিবে । خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٤﴾
- ৫। যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড কম্পনে প্রকম্পিত করা হইবে । إِذَا رَجَّصَتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿٥﴾
- ৬। এবং পর্বতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে । وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٦﴾
- ৭। অনন্তর উহা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হইবে; فَكَانَتْ هَبَاءً مُتَّبَثًّا ﴿٧﴾
- ৮। এবং তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে; وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةٌ ﴿٨﴾
- ৯। সূত্রাৎ (এক শ্রেণী হইবে) ডান হাতের সহচররুদ্দ—  
কেমন (সৌভাগ্যশালী) হইবে ডান হাতের সহচররুদ্দ ? فَأَصْحَابُ الْيَمِينَةِ ﴿٩﴾ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَةِ ﴿١٠﴾
- ১০। এবং (দ্বিতীয় শ্রেণী হইবে) বাম হাতের সহচররুদ্দ—  
কেমন (হতভাগ্য) হইবে বাম হাতের সহচররুদ্দ । وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿١١﴾ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿١٢﴾
- ১১। এবং (তৃতীয় শ্রেণী হইবে) অগ্রগামী, তাহার  
প্রকৃতই অগ্রগামী হইবে; وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٣﴾
- ১২। ইহারাই (আল্লাহর) নৈকটাপ্রাপ্ত হইবে; أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١٤﴾
- ১৩। নিয়ামত পূর্ণ জালাতে— فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿١٥﴾
- ১৪। পূর্ববর্তীগণের (মো'মেনগণের) মধ্য হইতে হইবে এক  
রুহৎ দন, ثُلَّةٌ مِّنَ الْأُولَئِينَ ﴿١٦﴾
- ১৫। এবং পরবর্তীদের মধ্য হইতে হইবে, এক ছোট  
দন, وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾

১৬। স্বর্ণখচিত পালঙ্কসমূহের উপর (উপবিষ্ট থাকিবে),

عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٦﴾

১৭। উহাদের উপরে হেলান দিয়া মুশাম্মিখ অবস্থায়।

مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مَتَّعِلِينَ ﴿١٧﴾

১৮। চিরকিশোরগণ তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিবেশন করিতে থাকিবে,

يَطُوفُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ دُونِ الْمَخْدُونِ ﴿١٨﴾

১৯। বরপার পানি দ্বারা পূর্ণ পান-পাত্র, সূরাহী এবং পেয়ানাসমূহ নইয়া।

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿١٩﴾

২০। উহার দরুন তাহাদের শিরঃপীড়াও হইবে না এবং তাহারা মাতালও হইবে না—

لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং (তাহারা ঘুরিবে) ফল-মূল নইয়া যাহা তাহারা পসন্দ করিবে,

وَمَا كَرِهُوا مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢١﴾

২২। এবং পাখীর মাংস নইয়া যাহা তাহারা আকাংখা করিবে।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং (তথায় তাহাদের জন্য) আয়তলোচনা সুন্দরী রমনীগণ থাকিবে,

وَحُورٍ عِينٍ ﴿٢٣﴾

২৪। সযন্ত্রে রক্ষিত মুক্তার নায়,

كَامَنَاتٍ لَلْمُؤْتَى الْمُكْنُونِ ﴿٢٤﴾

২৫। ইহা বিনিময় স্বরূপ হইবে সেইসব কর্মের যাহা তাহারা করিত।

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। তথায় তাহারা না কোন বৃথা কথা শুনিবে এবং না কোন পাপের কথা,

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا ﴿٢٦﴾

২৭। কেবল এই (অভিবাদন) বাণী ছাড়া—সানাং সানাং (শান্তি বর্ষিত হউক, শান্তি বর্ষিত হউক)।

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا ﴿٢٧﴾

২৮। আর যে ডান হাতের সহচরগণ— কতই না সৌভাগ্যশালী হইবে ডান হাতের সহচরগণ!—

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۗ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾

২৯। কল্টকবিহীন-ভারাবনত কুলরক্ষরাজির মধ্যে,

فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং স্তরে স্তরে সজ্জিত ওচ্ছবিশিষ্ট কদলী রক্ষসমূহের মধ্যে,

وَأَطْحَافٍ مُنْضُودٍ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং সুবিস্তৃত ছায়াতে,

وَأَشْطَاتٍ مُسْتَوْدٍ ﴿٣١﴾

৩২। এবং প্রবহমান পানির মাঝে,

وَمَاءٍ مُسْكُوبٍ ﴿٣٢﴾

- ৩৩। এবং প্রচুর ফল-মূলের মধ্যে, وَفَالِهَةٍ يَسْبُرُونَ ۝
- ৩৪। যাহা শেষও হইবে না এবং নিষিদ্ধও হইবে না, لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝
- ৩৫। এবং সম্ভ্রান্ত রমনীগণের সংগে— وَفَرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۝
- ৩৬। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে উত্তম ভাবে সৃষ্টি করিয়াছি, إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ۝
- ৩৭। এবং তাহাদিগকে কুমারী করিয়াছি, فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۝
- ৩৮। প্রেমময়ী সম-বয়স্কা করিয়া, عُرُبًا أَتْرَابًا ۝
- [৩৯] ৩৯। ডান হাতের সহচরগণের জন্য। لَا ضَعِيفٍ لِّيَسِينٍ ۝
- ৪০। পূর্ববর্তী মো'মেনগণের মধ্য হইতে হইবে এক রহৎ দল। ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝
- ৪১। এবং পরবর্তীদের মধ্য হইতেও হইবে এক রহৎ দল। وَتَلَاةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝
- ৪২। আর যে বাম হাতের সহচরগণ— কেমন (হতভাগা) হইবে বাম হাতের সহচরগণ! وَأَخْطَبُ الشِّمَالِ ۝ مَا أَخْطَبُ الشِّمَالِ ۝
- ৪৩। তাহারা থাকিবে উষ্ণ বায়ু এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে فِي سُومٍ وَحَمِيمٍ ۝
- ৪৪। এবং ঘোর কৃষ্ণ ধোঁয়ার ছায়াতলে; وَوَيْلٌ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۝
- ৪৫। উহা না ঠাণ্ডা হইবে, না আরামদায়ক। لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۝
- ৪৬। ইতিপূর্বে তাহারা আরাম ও প্রাচুর্যের অবস্থায় ছিল, إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۝
- ৪৭। এবং তাহারা মহাপাপ গভীরভাবে নিমগ্ন থাকিত। وَكَانُوا يُعْرَضُونَ عَلَى الْعَذَابِ الْعَظِيمِ ۝
- ৪৮। এবং তাহারা বলিত, 'কী! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মুক্তিকা ও অস্থিপুঞ্জ পরিগত হইব তখনও কি আমরা সতিহাই পুনরুৎপন্ন হইব, وَكَانُوا يَقُولُونَ ۝ أَيُّهَا وَكُنَّا وَكُنَّا تَرَابًا ۝ وَعِظًا مَّا ۝ إِنَّا لَبُعُودُونَ ۝
- ৪৯। এবং আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণও কি? أَوْ آيَاؤُنَا الْأَدْوَانِ ۝
- ৫০। তুমি বল, 'নিশ্চয়ই পূর্ববর্তীগণও এবং পরবর্তীগণও, قُلْ إِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۝
- ৫১। অবশ্যই (সকলকে) একত্রিত করা হইবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে। لَنَجْجُوعُونَ ۝ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

৫২। 'অতঃপর তোমরা হে পথদ্রষ্টে, সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মিথ্যারোপকারীরা !

ثُمَّ اَنْكُرُهَا الصَّادِقُونَ اَلَا تَكْتُمُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। তোমরা নিশ্চয়ই যাক্বম রক্ষ হইতে আহার করিবে,

لَا تَكُلُونَ مِنْ شَجَرِ تَنْ زَعُومٍ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং উহা দ্বারা উদর পূর্তি করিবে,

فَمَا تَكُلُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং উহার উপর পরম পানি পান করিবে,

فَسِرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٥﴾

৫৬। পিপাসিত উষ্ট্রের পান করার ন্যায় পান করিবে,

فَسِرْبُونَ شَرَبَ الْهَيْمِ ﴿٥٦﴾

৫৭। বিচারদিবসে ইহা হইবে তাহাদের আপায়ন ।

هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٧﴾

৫৮। তোমাদিগকে আমরাই সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব তোমরা (ইহাকে) কেন সত্য বলিয়া স্বীকার কর না ?

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তোমরা (নারীগর্ভে) যে বীৰ্য পাত কর উহার বিষয়ে কি চিন্তা করিয়াছ ?

اَفَرَيْبَتْكُمْ مَا تُنْتُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। তোমরাই কি উহা সৃষ্টি কর, না আমরা (উহার) সৃষ্টিকর্তা ?

ءَاَنْتُمْ مَخْلُوقُونَ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। আমরাই তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি, এবং আমরা এমন নহি যে আমরািগকে কেহ ডিঙ্গাইয়া আগে যাইতে পারিবে,

نَحْنُ قَدْ دَرَأْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ ﴿٦١﴾

৬২। এই ব্যাপারে যে, আমরা তোমাদের অনুরূপ (অনা জাতিকে) তোমাদের স্থলে লইয়া আসি, এবং আমরা তোমাদিগকে এমন আকারে সৃষ্টি করি যাহা তোমরা অবগত নহ ।

عَلَىٰ اَنْ يُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং নিশ্চয় তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবহিত আছ । তথাপি তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ কর না ?

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তোমরা কি চিন্তা করিয়াছ, যাহা তোমরা (ক্ষেতে) বপন কর ?

اَفَرَيْبَتْكُمْ مَا تُحْرَثُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। তোমরাই কি উহা উৎপন্ন কর, না আমরা (উহার) উৎপাদনকারী ?

ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। আমরা ইচ্ছা করিলে উহাকে শুকনা গুঁড়ায় পরিণত করিতে পারিতাম, তখন তোমরা কেবল কথা রচনা করিতে থাকিতে;

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَمْتُمْ تَفْلُهُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭। নিশ্চয় আমরা ঋণ-ভারাক্রান্ত !

إِنَّا لَنُفْرَمُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। বরং আমরা (সম্পূর্ণরূপে) বঞ্চিত ?

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯। তোমরা কি সেই পানি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ যাহা তোমরা পান কর ?

أَفَرَأَيْتُم مَّا شَرَبْتُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَرَبْتُمْ مَاءً

৭০। তোমরাই কি উহাকে মেঘপূজ্য হইতে নাযেন কর, না আমরা (উহার) নাযেনকারী ?

مِنْ السَّمَاءِ أَمْ هُمْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا شَرَبُوا مَاءً

৭১। আমরা ইচ্ছা করিলে উহাকে তিষ্ঠ করিয়া দিতে পারিতাম, তথাপি তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ না ?

لَوْ شَاءَ جَعَلْنَاهُ إِنْجَامًا فَأُولَئِكَ يَشْكُرُونَ ﴿٧١﴾

৭২। তোমরা কি সেই প্রাণ্ডন সম্বন্ধেও চিন্তা করিয়াছ যাহা তোমরা জানাইয়া থাক ?

أَفَرَأَيْتُم مَّا شَرَبْتُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَرَبْتُمْ

৭৩। তোমরাই কি উহার (জন্ম) রক্ষকে উপদান কর, না আমরা (উহার) উপদানকারী ?

مِنْ السَّمَاءِ أَمْ هُمْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا شَرَبُوا مَاءً

৭৪। আমরা ইহাকে অজাবী ও মুসাফেরদের জন্য উপদান এবং সুফলপ্রদ করিয়াছি।

وَمَا جَعَلْنَاهُ تَذَكُّرًا وَلَا تَعْلَامًا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের তসবীহ কর।

سُبْحَانَكَ يَا عَظِيمُ ﴿٧٥﴾

৭৬। অবশ্যই আমি নক্ষত্ররাশির পতনের কসম খাইতেছি

فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং নিশ্চয়ই ইহা মহান কসম, যদি তোমরা জানিতে

وَأِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৮। নিশ্চয়ই ইহা মহা সখ্যানিত কুরআন,

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٨﴾

৭৯। যাহা এক ডগ্ৰ সুরক্ষিত কিতাবে আছ,

فِي كِتَابٍ مُّكْتَبٍ ﴿٧٩﴾

৮০। পবিত্র নোকগণ বাতীত কেহ ইহাকে স্পর্শ করিলে না।

لَا يَنْسَهُ إِلَّا الْبَاطِلُونَ ﴿٨٠﴾

৮১। সর্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে ইহা নাযেন হইয়াছ।

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾

৮২। তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি বীতপ্রভা প্রকাশ করিয়া অস্বীকার করিতেছ,

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং তোমরা কি ইহাকে নিজেদের জীবিকা স্বরূপ বানাইয়া নাইয়াছ যে তোমরা ইহাকে মিথ্যা বনিয়া প্রত্যাশ্যন কর ?

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنتُمْ تَكَذِّبُونَ ﴿٥٣﴾

৮৪। যখন (মুম্ব্ব্ব বাস্তির প্রাণ) কষ্টাগত হয় তখন কেন (উহাকে রোধ কর) না ?

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٥٤﴾

৮৫। এবং তোমরা সেই মুহূর্তে তাকাইতে থাক

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾

৮৬। বস্তৃতঃ আমরা তোমাদের অপেক্ষা তাহার অধিকতর নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না;

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٥٦﴾

৮৭। যদি তোমাদিগকে প্রতিফল না-ই দেওয়া হইত, তাহা হইলে কেনই বা না—

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٥٧﴾

৮৮। তোমরা উহাকে ফিরাইয়া আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক ?

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٨﴾

৮৯। অতএব যদি সে (আল্লাহর) নৈকটাপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হয়—

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٥٩﴾

৯০। তাহা হইলে তাহার জন্য অবধারিত আছে আরাম ও সুখ-স্বাস্থ্য এবং নেয়ামতপূর্ণ জামাত;

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٦٠﴾

৯১। এবং যদি সে ডান হাতের সহচরগণের অন্তর্ভুক্ত হয়,

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُضْطَرِّينَ ﴿٦١﴾

৯২। তাহা হইলে (তাহাকে বলা হইবে), 'তোমার উপর 'সালাম', হে ডান হাতের সহচরগণের অন্তর্ভুক্ত বাস্তি !'

فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ آصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٦٢﴾

৯৩। কিন্তু যদি সে মিথ্যারোপকারী বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে,

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٦٣﴾

৯৪। তাহা হইলে তাহার আপায়ন হইবে ফুটন্ত পানি দ্বারা,

فَنَزَّلُ مِنَ حَيْمٍ ﴿٦٤﴾

৯৫। এবং জাহান্নামের দহন ।

وَتَصْلِيَةٍ جَحِيمٍ ﴿٦٥﴾

৯৬। নিশ্চয় ইহাই বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্বাস,

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٦٦﴾

৯৭। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) কর ।

يَسُبِّحُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٦٧﴾

سُورَةُ الْحَدِيدِ مَدَنِيَّةٌ

৫৭-সূরা আন হাদীদ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১০ আয়াত এবং ৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অসীম-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলই আল্লাহর তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে; তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজাময় ।

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ②

৩। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর স্বত্বাধিকার তাহারই; তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ।

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ③

৪। তিনিই আদি ও অন্ত এবং বাস্তব ও প্রত্যক্ষ এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ④

৫। তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । তিনি জানেন যাহা কিছু পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং যাহা কিছু উহা হইতে বহির্গত হয় এবং যাহা কিছু আকাশ হইতে নাসেন হয় এবং যাহা কিছু উহাতে আরোহণ করে এবং তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন । এবং তোমরা যাহা কিছুই কর আল্লাহ উহা প্রত্যক্ষ করেন ।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهِيَ مَعَكُمْ أَيَّنْ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑤

৬। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকার তাহারই, বস্তুতঃ আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে ।

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑥

৭। তিনি রাাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাাত্রিতে প্রবিষ্ট করান, এবং বাক্যে নিহিত সমস্ত বিষয় তিনি সর্বতোভাবে পরিজ্ঞাত ।

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۗ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑦

৮। তোমরা আল্লাহ ও তাহার রসূলের উপর ঈমান আন, এবং তিনি তোমাদিগকে যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন উহা হইতে (আল্লাহর পথে) খরচ কর । অতএব তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনেন এবং খরচ করে তাহাদের জন্য রাখিয়াছে মহাপুরস্কার ।

أَمْثَلًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَأَنْفِقُوا ۖ إِنَّمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ⑧



৯। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আন না, অথচ এই রসূল তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে যেন তোমরা তোমাদের-প্রতিপালকের উপর ঈমান আন, এবং যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তিনি তোমাদের নিকট হইতে এক দৃঢ় অস্বীকার গ্রহণ করিয়াছেন ?

১০। তাহা হইতে তাহার বান্দার উপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নামেন করেন, যেন তিনি উহাদের দ্বারা তোমাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে আলোর দিকে লইয়া আসেন। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অস্বীকার মমতাশীল এবং পরম দয়াময়।

১১। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে খরচ কর না, অথচ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর উত্তরাধিকার একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ? তোমাদের মধ্য হইতে কেহ তাহার সমান হইতে পারে না যে বিজয়ের পূর্বে খরচ করিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে। ইহারা পদমর্যাদায় তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মাহারা বিজয়ের পরে খরচ করিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে। এবং সকলের সহিত আল্লাহ কন্যায়ের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে, মাহা তোমরা কর, সবিশেষ অবগত আছেন।

১২। কে আছে যে আল্লাহকে অতি উত্তম ঋণ দিবে ? ফলে, তিনি উহাকে তাহার জন্য বাড়াইয়া দেন এবং তাহার জন্য এক সম্মানজনক পুরস্কার অবধারিত।

১৩। যোদন তুমি মো'মেন পুরুষদিগকে এবং মো'মেন নারীদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের নর তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডাইনে ধাবমান আছে, (ফিরিশ্তাগণ তাহাদিগকে বলিবে) 'আজ তোমাদিগকে জাহান্নামসমূহের সুসংবাদ দেওয়া হইতেছে যাহার তনদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত, তাহারা তথায় চিরকাল বাস করিবে। ইহাই মহান সফলতা।'।

১৪। যোদন মোনাফেক পুরুষ এবং মোনাফেক নারীরা মো'মেনদিগকে বলিবে 'আমাদের জন্য অপেক্ষা কর যাহাতে আমরা তোমাদের নর হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারি' তখন (তাহাদিগকে) বলা হইবে, 'তোমরা পশ্চাতে ফিরিয়া যাও এবং (তথায়) নর অনেমগ

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ  
تُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ ①

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم  
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَعَدُوٌّ  
رَحِيمٌ ②

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَرْثُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ  
مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيَاءِ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِّن  
الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلَآ وَلَا وَعَدَ اللَّهُ  
بِالْكُفْرِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ③

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ  
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ④

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ  
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرًا لَّهُمْ الْيَوْمَ  
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑤

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا  
انظُرُونَا نَقْتَسِم مِّن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا  
وَسَاءَ لَكُمْ الْقَاتِلَسُوا نُورًا فَضَرَبَ بِسَنَامِهِمْ يُؤَدُّ

কর।' অতঃপর তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া হইবে যাহাতে একটি দরজা থাকিবে! উহার অভ্যন্তরে রহমত বিরাড করিবে এবং উহার বাহিরে উহার সমুখভাগে আযাব থাকিবে।

১৫। তাহারা (মোনাফেকরা) উহাদিগকে (মো'মেনদিগকে) বলিবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' তাহারা বলিবে, 'হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজদিগকে দুর্বিপাকে ফেলিয়াছ, এবং তোমরা (আমাদের ধরসের) অপেক্ষা করিতে এবং নানা প্রকার সন্দেহ করিতে, প্রকৃতপক্ষে হীন-বাসনা সমূহ তোমাদিগকে প্রতারণিত করিয়াছে — আল্লাহ্‌র আদেশ না আসা পর্যন্ত। এবং আল্লাহ্‌ সম্পর্কে প্রবঞ্চক (শয়তান) তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিল।

১৬। 'সূতরাং আজ (হে মোনাফেকরা) না তোমাদের নিকট হইতে, না যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার মজ্জি-পণ গ্রহণ করা হইবে। তোমাদের আশ্রয়স্থল আশুন, উহাই তোমাদের সঙ্গী, এবং উহা কতই না মন্দ বাসস্থান!'

১৭। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসে নাই, যখন তাহাদের হৃদয়সমূহ আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য এবং যে সত্য নাযেল হইয়াছে উহার জন্য ভয়ে বিনীত হয়? এবং (মো'মেনদের কর্তব্য) তাহারা যেন উহাদের মত না হয় যাহাদিগকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের উপর (আল্লাহ্‌র ফয়ল নাযেল হওয়ার) যমানা দীর্ঘ হওয়ার ফলে তাহাদের অন্তরসমূহ কঠিন হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের অধিকাংশই দৃষ্ণতকারী ছিল।

১৮। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, অবশ্যই আমরা তোমাদের জন্য নির্দেশাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি যেন তোমরা বৃদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ কর।

১৯। নিশ্চয় দানশীল পুরুষগণ এবং দানশীল রমণীগণ এবং যাহারা আল্লাহ্‌কে অতি উত্তম ঋণ দান করে—তাহাদিগকে বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, তদুপর তাহাদের জন্য রহিয়াছে অতি সম্মানজনক প্রকার—

لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ  
العَذَابُ ﴿١٥﴾

يُنَادُوا وَهُمْ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّكَ  
مَتَّعْنَاهُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ  
الْأَمَانَةُ عَلَىٰ جَهْدِ أَمْرِ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْعَرُورُ ﴿١٦﴾

فَالْيَوْمَ لَا يَتُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا مَا أَدْرِكُهُمُ النَّارُ مِنْ مَوْلَاهُمْ وَيَسُ  
النَّصِيرِ ﴿١٧﴾

الْمُرِيانَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِ  
اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ  
قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿١٨﴾

إِذْ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ  
يَتَنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٩﴾

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ  
قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ وَأَلْهَمَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٢٠﴾

২০। যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্ধীক এবং শহীদগণের পর্যায়ভুক্ত। তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের পরকর এবং তাহাদের নূর। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বনিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা জাহান্নামের অধিবাসী।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ  
وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَتُورُهُمْ  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

الْجَحِيمِ ﴿٥٧﴾

২১। তোমরা জানিয়া রাখ, এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাক-চিকা, সৌন্দর্য, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মশ্রমা, এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি রক্ষির প্রতিযোগিতা মাত্র। ইহার দৃষ্টান্ত বারিখারার ন্যায় যাহার (চারি উৎপাদিত) শাক-সব্জি কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা পরিপক্ব হয় এবং তুমি উহাকে হনুদবর্ণ দেখিতে পাও, যাহা অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এবং পরকালে রহিয়াছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন আযাব এবং (সৎকর্মশীল লোকদের জন্য) আল্লাহ্র নিকট হইতে রুমা এবং সন্তুষ্টি। এবং এই পার্থিব জীবন (সাময়িক) হলনাময়ী ভোগ্যবস্তু ব্যতিরেকে কিছু নহে।

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَمٌّ وَزِينَةٌ  
وَتَفَاهُحٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ  
كَثَلٌ عَنِيثٌ أَحَبَّ الْكَفَّارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ  
فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حطًّا مَّا وَفِي الْآخِرَةِ  
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ  
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُورِ ﴿٥٨﴾

২২। (হে লোকসকল!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে রুমা এবং এমন জামাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও, যাহার মূল্য আকাশ ও পৃথিবীর মনোর সমতুল্য; ইহা ঐ সকল লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে। ইহা আল্লাহ্র বিশেষ ফয়ল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন এবং আল্লাহ্ মহা ফয়লের অধিকারী।

سَابِقًا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنَ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  
كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا  
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ  
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥٩﴾

২৩। পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোন মুসীবে আসে না যে আমরা উহা প্রকাশ করিবার পূর্বেই এক কিতাবে লিবিবন্ধ না থাকে— নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্র জন্য অতি সহজ—

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ  
إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّا ذَٰلِكَ عَلَىٰ  
اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٦٠﴾

২৪। যেন তোমরা তোমাদের হারানো বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দেন উহাতে তোমরা আনন্দে স্ফীত না হও। এবং আল্লাহ্ কোন দান্তিক ও অহংকারীকে ডালবাসেন না—

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ  
وَاللَّهُ لَا يُؤْتِي كُلَّ مَحْتَالٍ فَخُورٌ ﴿٦١﴾

২৫। যাহারা স্বয়ং রূপণতা করে এবং লোকদিগকেও রূপণতার আদেশ দেয়, এবং যাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ই প্রাচুর্যশীল এবং সকল প্রশংসার অধিকারী।

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَغْلِ وَمَنْ  
يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ ﴿٦٢﴾

২৬। নিশ্চয় আমরা আমাদের রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছি এবং তাহাদের সঙ্গে কিতাব এবং তুলানন্ত নাযেল করিয়াছি যাহাতে লোক নায-বিচার কামেম করিতে পারে, এবং আমরা লৌহ নাযেল করিয়াছি, যাহাতে ভীষণ যুদ্ধের উপকরণ আছে এবং মানব জাতির জন্য বহুবিধ উপকার রহিয়াছে, এবং যেন আল্লাহ স্তম্ভরূপে প্রকাশ করেন তাহাদিগকে যাহারা (তাঁহাকে) না দেখিয়াও তাঁহাকে এবং তাঁহার রসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিশ্র, মহাপরাক্রমশালী।

১১৩

২৭। এবং নিশ্চয় আমরা নূহ ও ইব্রাহামকে প্রেরণ করিয়া ছিলাম এবং উভয়ের বংশধরগণের মধ্যে নূহওয়াত এবং কিতাব মনোনীত করিয়াছিলাম। সুতরাং তাহাদের মধ্যে কতক হেদায়াতের অনুসরণ করিয়া ছিল এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল দৃষ্ণতকারী।

২৮। অতঃপর তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমরা পরমায়ক্রমে আমাদের রসূলগণকে পাঠাইয়াছিলাম, এবং আমরা (তাহাদের) পিছনে মরিয়মের পুত্র ঈসাকে পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহাকে ইনজীল প্রদান করিয়াছিলাম। এবং যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল তাহাদের অন্তরে আমরা স্নেহ-মমতা ও দয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আর যে আছে সন্যাসবাদ— ইহা তাহারা নিজেরাই প্রবর্তন করিয়াছিল— যাহার নির্দেশ আমরা তাহাদিগকে দেই নাই, তাহারা অবশ্য আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যই ইহা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ইহার যথোচিত মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমরা তাহাদের পুরস্কার দিয়াছিলাম কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ছিল দৃষ্ণতকারী।

২৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন। তিনি তোমাদিগকে নিজ রহমত হইতে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং তোমাদের জন্য এমন নূর নির্ধারণ করিবেন যাহার সাহায্যে তোমরা (অজ্ঞকারে) চলিতে পার, এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন—বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৩০। (আমরা ইহা এই জন্য বলিতেছি) যেন আহলে কিতাব ইহা মনে না করে যে, তাহারা (মুসলমানগণ) আল্লাহর ফয়লের কোন কিছু উপর ক্ষমতা রাখেন না, বস্তুতঃ ফয়ল আল্লাহর হাতে রহিয়াছে, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন এবং আল্লাহ মহা ফয়লের অধিকারী।

৪  
(৪)  
২০

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٦﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَيَسُفُونَ ﴿٢٧﴾

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَيسُفُونَ ﴿٢٨﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٩﴾

إِنَّمَا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَتَذَكَّرُونَ عَلَىٰ قَوْلٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣٠﴾

سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ ﴿٥٧﴾

৫৮- সূরা আল্ মুজাদেলা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৩ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। আল্লাহ্ অবশ্য সেই মহিলার কথা গুনিয়েছেন, যে তাহার স্বামীর সম্বন্ধে তোমার সহিত বিতর্ক করিতেছিল এবং আল্লাহর নিকট অভিযোগ করিতেছিল । এবং আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের বাক্যানাপ গুনিতেছিলেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বপ্রাভা, সর্বপ্রভা ।

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ مَا دُرُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢﴾

৩। তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত 'যিহার' করে (অর্থাৎ 'মা' বলিয়া ফেলে, তাহাদের এইরূপ বলাতে), তাহারা তাহাদের 'মা' হয় না; তাহাদের মা কেবল উহার যাহারা তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছে । এবং নিশ্চয় তাহারা নিশ্চয় এবং মিথ্যা কথা বলে, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমশীল ।

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِمَّن نَسَأْتُهُمْ مَا مَنَ أُمَّهَتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَتُهُمْ إِلَّا الْآلُ وَلَدَتْ لَهُمْ وَ إِنْهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَ زُؤْمًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَفْوٌ ﴿٣﴾

৪। এবং যাহারা নিজেদের স্ত্রীদের সহিত 'যিহার' করে অতঃপর তাহারা যাহা বলিয়াছে উহাতে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাদিগকে অবশ্যই একটি গোলামকে আযাদ করিয়া দিতে হইবে । ইহাই সেই বিষয় যে সম্বন্ধে তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে । এবং তোমরা যে কর্মই কর তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন ।

وَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَهَا قَالَوا قَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ إِلَيْنَا ذَلِكُمْ فَوَعَدْنَا بِاللَّهِ عِثْمًا لَّنَحْيِدَ ﴿٤﴾

৫। কিন্তু যে (গোলাম) না পায়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিতে হইবে । কিন্তু সে যদি ইহাতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাকে ষাট জন মিসকীনকে আহার্য্য দিতে হইবে । ইহা এই জন্য যেন তোমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনিতে পার । এবং এইগুলি আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা; এবং কাকেরদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ إِلَيْنَا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَنْطِقْ فَأُظْمَأْهُ سِتَيْنِ وَ سَكَيْنَا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِكُلِّ فِرْقٍ عَدَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾

৬। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে, তাহাদিগকে অপদস্থ করা হইবে যেভাবে তাহাদের

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَأَنَّهُمْ لَكُنَّا كُنْتُ

পূর্ববর্তীদিগকে অপদস্থ করা হইয়াছিল, এবং আমরা অবশ্যই সম্পূর্ণ নিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি। এবং কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি অবধারিত আছে।

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ  
وَلْيَكْفُرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ①

৭। যেদিন আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে পুনরুৎপন্ন করিবেন এবং তিনি তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন। আল্লাহ্ ইহা হিসাব করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু তাহারা উহা জুলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর সাক্ষী।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا  
إِنَّ أَحْسَنَهُ اللَّهُ وَسُؤُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ①

[৭]

৮। তুমি কি চিন্তা করিয়া দেখ না যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সব জানেন? তিন জনের এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে তিনি তাহাদের চতুর্থজন না হন; এবং না পাঁচ জনের হয় যাহাতে তিনি তাহাদের ষষ্ঠজন না হন, এবং (সংখ্যায়) ইহার অপেক্ষা অল্প হউক অথবা অধিক হউক তিনি আবশ্যই তাহাদের সঙ্গে থাকেন— তাহারা যেখানেই থাকুক না কোন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا  
خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ  
وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنْ مَا كَانُوا شُرَكَاءَ  
يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ①

৯। তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, অতঃপর তাহারা পুনরায় সেই কাজই করে যাহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, এবং তাহারা পাপ কার্য, সীমানংঘন এবং রসুলের অবাধাতা করিবার জন্য গোপন পরামর্শ করে? এবং যখন তাহারা তোমার নিকট আসে তখন তাহারা তোমাকে এমনভাবে অভিবাদন করে যেভাবে আল্লাহ্ও তোমাকে অভিবাদন করেন নাই, এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে বলে, 'আমরা যাহা বলি তজ্জন্য আল্লাহ্ আমাদিগকে আঘাব দেন না কেন?' তাহাদের জন্য জাহান্নাম যথেষ্ট, উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, এবং উহা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يُعَادُونَ  
بِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَجْجُونَ بِالْآثِمِ وَالْعِدْوَانِ  
وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَادُوا حَيْثُكَ بِمَا  
لَمْ يُحِبِّكَ بِهِ اللَّهُ وَ يُقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا  
عُدِدْنَا لِلَّهِ بِمَا نَقُولُ حَسِبْنَاهُمْ جَهَنَّمَ بَلُوطًا  
فِي سَمَى الْعَالَمِينَ ①

১০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে গোপন পরামর্শ কর, তখন পাপ কার্য, সীমানংঘন এবং রসুলের অবাধাতা সম্পর্কে গোপন পরামর্শ করিও না; বরং পূণ্য কাজ এবং তাকওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ কর, এবং তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহ্ তাহাদের নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا تَنَجَّيْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا  
بِالْآثِمِ وَالْعِدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَتَّبِعُوا  
بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ①

১১। নিশ্চয় (মন্দ বিষয়ে) গোপন পরামর্শ কেবল শয়তান হইতে, যেন সে-ঐ সকল লোকদিগকে দুঃখ দেয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, অথচ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে সে তাহাদের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। সুতরাং মো'মেনগণকে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করা উচিত।

১২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা মজলিসে জায়গা খোলা রাখিয়া বস' তখন তোমরা জায়গা খোলা রাখিয়া বসিও, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রশস্ততা দান করিবেন। এবং যখন বলা হয় 'তোমরা উঠ' তখন তোমরা উঠিয়া পড়; তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ মর্যাদাসমূহে সমুন্নত ও সম্মানিত করিবেন। এবং তোমরা যে কন্ট কর উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন।

১৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা রসূলের সহিত পৃথকভাবে পরামর্শ করিতে চাহ, তোমরা তোমাদের পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকা প্রদান করিও। ইহাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং পবিত্রতার কারণ হইবে। কিন্তু যদি তোমরা কিছু দিতে না পার তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্রমাশীন এবং পরম দয়াময়।

১৪। তোমরা কি তোমাদের পরামর্শের পূর্বে সদকা দিতে ভয় কর? সুতরাং যখন তোমরা একরূপ কর নাই এবং আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলের আনুগত্য কর। এবং তোমরা যে কর্মই কর উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন।

১৫। তুমি কি তাহাদের দিকে লক্ষ্য কর নাই যাহারা এমন জাতির সহিত বন্ধু করিয়াছে যাহাদের উপর আল্লাহ্ ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহারা তোমাদের মধ্য হইতেও নহে এবং তাহাদের মধ্য হইতেও নহে; এবং তাহারা জাতিসারে মিথ্যা বিষয়ের কসম খাইতেছে।

১৬। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। নিশ্চয় তাহারা যে কর্ম করিতেছে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

১৭। তাহারা তাহাদের কসমকে চাল বানাইয়া নইয়াছে এবং তাহারা ইহা দ্বারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্র পথ হইতে

إِنَّمَا التَّحْوِي مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا  
وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ  
قَلْبَتُوهُنَّ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي  
الْمَجْلِسِ فَاكْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
انْتَرُوا فَانْتَرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرٌ ﴿١٢﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَأَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَرِّبُوا  
بَيْنَ يَدَيْكُمْ صَدَقَاتٍ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ  
وَأَظْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ نَجْوَاكُمْ  
صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ  
رَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِّبِ  
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

إِتَّخَذُوا آيَاتِنَا هُتًى فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ

নিরুত্ত রাখিতেছে, সুতরাং তাহাদের জন্য লাক্ষ্যনাঙ্কনক আযাব অবধারিত ।

اللَّهُ فَاهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٨﴾

১৮ । না তাহাদের ধন-সম্পদ এবং না তাহাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কোনও কাজে আসিবে । ইহারা ই আগুনের অধিবাসী, তাহারা উহাতে বসবাস করিতে থাকিবে ।

لَنْ نَغْنِيَّ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٩﴾

১৯ । যেদিন আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে পুনরুন্মিত করিবেন, তখন তাহারা তাহার সম্মুখে এইভাবেই কসম খাইবে যেভাবে তাহারা তোমাদের সম্মুখে কসম খায়, এবং তাহারা মনে করে যে, তাহারা কোন বিষয়ের উপর (ভিত্তি করিয়া) আছে । সাবধান ! নিশ্চয় তাহারা ই মিথ্যাবাদী ।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَنِيمًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَسْبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿٦٠﴾

২০ । শয়তান তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং সে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র যিকর (সম্মরণ) ডুলাইয়া দিয়াছে । ইহারা ই শয়তানের দল । সাবধান ! নিশ্চয় শয়তানের দল ই ক্ষতিগ্রস্ত ।

إِستَخَوْذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦١﴾

২১ । নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা ই লাক্ষিতদের অন্তর্ভুক্ত ।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْآلَاءِ لَٰئِنٌ ﴿٦٢﴾

২২ । আল্লাহ্ ফয়সলা করিয়া নইয়াছেন : 'নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হইব । নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী ।

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٦٣﴾

২৩ । তুমি এমন কোন কওম পাইবে না যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে এবং (অপরদিকে) তাহারা তাহাদিগকেও ভালবাসে যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, যদিও তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষ অথবা তাহাদের সন্তান-সন্ততি অথবা তাহাদের ভ্রাতৃবন্দ অথবা তাহাদের গোত্র-পাণ্ডির অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন । ঐ সকল লোক ই এমন, যাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ (প্রকৃত) ঈমান অঙ্কিত করেন এবং তিনি তাহার সম্মিধান হইতে বাণী দ্বারা তাহাদিগকে শক্তিশালী করেন, এবং তিনি তাহাদিগকে এমন জামাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের উন্নদেশ দিয়া নহরসমূহে প্রবাহিত থাকিবে । তথায তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট । ইহারা ই আল্লাহ্‌র দল, জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দল ই সফলকাম হইবে ।

لَا يَهْدِي قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنَّا ۗ وَبَدَّلْهُمُ جِبْتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ۗ أَلَا نُنزِّلُ الْخُلْدِينَ فِيهَا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦٤﴾



## سُورَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ

(৫৭)

### ৫৯-সূরা আল্ হাশর

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৫ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলেই তাঁহার তসবীহ করিতেছে, এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রভাময় ।

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

৩। তিনিই আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে কাকেরদিগকে প্রথম নির্বাসনের সময় তাহাদের গৃহসমূহ হইতে বহিষ্কার করিয়াছিলেন । তোমরা ধারণাও কর নাই যে, তাহারা বাহির হইবে এবং তাহারা ধারণা করিয়াছিল যে, তাহাদের দুর্গসমূহ আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাদিগকে রক্ষা করিবে ।

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا كُنْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا وَكُنْتُمْ أَتَاهُمْ فَلَا تَعْتَمِدُ مَدِينَهُمْ مَنْ اللَّهُ فَانْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتِجُوا وَقَدَّ فِي قُلُوبِهِمُ الزُّعْبُ يُجْرِبُونَ بِيُودِيَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

কিন্তু তাহাদের নিকটে আল্লাহ্‌ এমন দিক হইতে আগমন করিলেন যেদিক সম্বন্ধ তাহারা কল্পনাও করে নাই এবং তিনি তাহাদের অন্তরে ভ্রাসের সৃষ্টি করিলেন, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহসমূহ তাহাদের নিজ হাতে এবং মো'মেনগণের হাতে বিধ্বস্ত করিতেছিল । সূতরাং হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ! শিক্ষা গ্রহণ কর ।

৪। এবং আল্লাহ্‌ যদি তাহাদের উপর নির্বাসন অবধারিত করিয়া না দিতেন তথাপি তিনি এই পৃথিবীতেও তাহাদিগকে নিশ্চয় আযাব দিতেন । এবং পরকালে তো তাহাদের জন্য আওনের আযাব নির্ধারিত আছেই ।

وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَكُلُّكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ

৫। ইহা এই জন্য হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে; এবং যে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার জানিয়া রাখা উচিত যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কঠিন শাস্তিদাতা ।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

৬। শ্বেজুরের যে রুকুই তোমরা কর্তন করিয়াছ অথবা যেগুলিকে উহার কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়াছ, ইহা বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ীই, এবং ইহা এইজন্য যেন তিনি দুষ্টকারীদিগকে অপদস্থ করেন ।

مَا كُنْتُمْ مِنْ لَيْبَةٍ أَوْ تَرَكُّوْهَا قَابِئَةً عَلَىٰ صَوْلَتِهَا بِمَا تَدَابَّرْتُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرُ الْفَوَاحِشِ

৭। এবং যে ধন-সম্পদ (বিনাযুক্ত) আল্লাহ্ তাহাদের নিকট হইতে নিজ রসুলকে প্রদান করিয়াছেন (উহা আল্লাহ্ দান,) যাহার জন্য তোমরা ঘোড়া এবং উট দৌড়াও নাই, বরং আল্লাহ্ নিজ রসুলগণকে যাহার উপর তিনি চাহেন আধিপত্য দান করেন, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৮। আল্লাহ্ তাঁহার রসুলকে জনপদসমূহের অধিবাসীগণ হইতে বিনাযুক্ত যে ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন উহা আল্লাহ্‌র জন্য, এবং রসুলের জন্য, আশ্বীমদের জন্য, এতীমদের জন্য, মিসকীনদের জন্য এবং মুসাফেরদের জন্য, যেন ইহা তোমাদের মধ্য হইতে বিস্তারিতদের মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত না হয়। এবং রসুল তোমাদিগকে যাহা দান করে উহা গ্রহণ কর, এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে উহা হইতে তোমরা বিরত থাক। এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ শান্তি প্রদানে অতীব কঠোর।

৯। (এই ধন-সম্পদ উপরোক্ত লোক বাতীত) দরিদ্র মুহাজেরদের জন্য যাহাদিগকে তাহাদের পুহসমূহ হইতে ও ধন-সম্পদ হইতে বিভাড়াইয়া করা হইয়াছে, তাহারা আল্লাহ্‌র ফযল ও সন্তোষ কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের সাহায্য করে। ইহারাই সত্যবাদী।

১০। এবং (এই মাল) তাহাদেরও জন্য যাহারা তাহাদের (হিজরতের) পূর্বে (মদীনায়) বাসগৃহে বসবাস করিতেছিল এবং ঈমান আনিয়াছিল; তাহারা তাহাদিগকে ভালবাসে যাহারা তাহাদের নিকট হিজরত করিয়া আসে, এবং তাহারা নিজেদের বন্ধুত্বনে সেই সম্পদের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা বোধ করে না যাহা তাহাদিগকে (মুহাজেরীনকে) দেওয়া হয়, এবং নিজেদের দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়। এবং যাহাকে তাহার আহার রূপগতা হইতে রক্ষা করা হয়, তাহারা ই বস্তুতঃপক্ষে সফলকাম।

১১। এবং যাহারা তাহাদের পরে আসিল, তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের দিগকে এবং আমাদের সেই সকল ভাইকে ক্ষমা কর যাহারা ঈমানে আমাদের উপর অগ্রগামীতা লাভ করিয়াছে, এবং আমাদের অন্তরে তাহাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি করিও না যাহারা ঈমান আনিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতীব স্নেহশীল, পরম দয়াময়।'।

وَمَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوَجْفُهُمْ  
عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْكُطُ  
رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

مَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِيهِ  
وَالرُّسُولُ وَالَّذِي الْقُرْبَى وَالْبَيْتَى وَالسَّكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُنْ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
وَمَنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ  
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً  
وَيَنْصَرُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ  
مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ  
حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ  
كَانَ بِهِمْ حَصَصَةٌ لَوْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَنْ  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ  
لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا  
تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ  
رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝

১২। তুমি কি সেই সকল মোনাফেককে দেখ নাই যাহারা নিজেদের ভাইদিগকে, যাহারা আহলে কিতাব হইতে অস্বীকার করিয়াছে, বলে, 'যদি তোমাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সঙ্গে বাহির হইব, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহারও কথা মানা করিব না; এবং যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সাহায্য করিব ?' কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তাহারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

১৩। যদি তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের সঙ্গে কখনও বাহির হইবে না এবং যদি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে তাহারা কখনও তাহাদের সাহায্য করিবে না। এবং যদি তাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করেও তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে, অতঃপর তাহাদের কোন সাহায্য করা হইবে না।

১৪। নিশ্চয় তাহাদের বক্ষঃস্থলে ভয়-ভীতিতে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমরা অধিকতর ভয়ংকর। ইহা এই জনা যে, তাহারা এমন এক জাতি, যাহারা বৃশ্ণে না।

১৫। তাহারা দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত জনপদসমূহে অবস্থানপূর্বক অথবা প্রাচীরের পিছন হইতে যুদ্ধ বাতিরেকে তোমাদের সংগে কখনও সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করিবে না। তাহাদের নিজেদের মধ্যকার যুদ্ধ অতীব ভীষণ। তুমি তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ মনে কর; অথচ তাহাদের হৃদয়সমূহ বিচ্ছিন্ন। ইহা এই জনা যে, তাহারা এমন জাতি যাহারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে না।

১৬। তাহাদের উপমা সেই সকল লোকের ন্যায় যাহারা তাহাদের পূর্বে নিকটবর্তীকালে অতীব হইয়াছে, তাহারা তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিফল আশ্রয় করিয়াছে। এবং তাহাদের জনা যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

১৭। অথবা তাহাদের উপমা সেই শয়তানের ন্যায় যে একসময়ে মানুষকে বলে, 'অস্বীকার কর; অতঃপর যখন সে অস্বীকার করে, তখন সে বলে, 'আমি তোমা হইতে দায়-মুক্ত, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্কে ভয় করি, যিনি সকল জগতের প্রতি পালক।'

১৮। ফলে উভয়ের পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, তাহারা আওনে নিপতিত হয়, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল বাস করিবে। এবং ইহাই যালেমদের প্রতিফল।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٩﴾

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُولَئِن الْأُوبَاتِ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿٦٠﴾

لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦١﴾

لَا يَتْلُونَ كِتَابَكَ حَيْثُمَا إِلَّا فِي قَوْلٍ مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حُجُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

كَشَلَّ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ قَبِيحًا ذَاتُوا بَالٍ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

كَشَلَّ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ الْكُفْرَ فَلْنَا كَفَرُوا قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٦٥﴾

১৯। যে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে অগ্রণে কি প্রেরণ করিয়াছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর উহা সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বিশেষ খবর রাখেন।

২০। তোমরা সেই সকল লোকের নাম হইও না যাহারা আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে তিনিও তাহাদিগকে আশ্ববিস্মৃত করিয়া দিয়াছেন। ইহারা হই দূরুতকারী।

২১। জাহান্নামবাসীগণ এবং জান্নাতবাসীগণ সমান নহে। জান্নাতবাসীগণই সফলকাম।

২২। যদি আমরা এই কুরআনকে কোন পর্বতের উপর নাযেল করিতাম তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় উহাকে আল্লাহ্‌র ডয়ে বিনীত, বিদীর্ণ হইতে দেখিতে। এবং এই সকল উপমা, যাহা আমরা মানব জাতির জন্য বর্ণনা করিতেছি যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

২৩। তিনিই আল্লাহ্‌ যিনি বাতীত অন্য কোন মা'ব্দ নাই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্য সকল বিষয়ে পরিভ্রাত। তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

২৪। তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি বাতীত অন্য কোন মা'ব্দ নাই; যিনি সর্বাধিপতি, অতীত পবিত্র, পরম শাস্তিময়, পূর্ণ নিরাপত্তা দাতা, সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল-প্রতিবিধায়ক, অতীত গরীয়ান। তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্‌ উহা হইতে পবিত্র।

২৫। তিনি আল্লাহ্‌, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আদি-সৃনিপুণ ভ্রষ্টা, সর্বোত্তম আকৃতি দাতা; সুন্দরতম নামসমূহ তাহারই। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তাহার গুণ ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে, এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ  
لِعَدِّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ  
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰرِقُونَ ﴿٢١﴾

لَا يَتَّبِعُونَ أَصْحَابَ النَّارِ وَأَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ  
الْجَنَّةِ هُمُ الْفٰلِقُونَ ﴿٢٢﴾

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خٰرِعًا  
مُتَصَدِّقًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ  
نَضَّرِبُهَا لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٤﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ أَلَمَّكَ الْقُدُّوسُ  
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ  
سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٥﴾

هُوَ اللَّهُ الْعَالِقُ الْبَارِئُ الْغَوِيُّ ۗ لَهُ السَّمَوٰتُ وَالْأَرْضُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

## سُورَةُ التَّوْحِيدِ مَدِينَةُ

(৭১)

### ৬০-সূরা আল্ মুমতাহানা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৪ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আমার শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা তাহাদের নিকট প্রেমের বাণী পেশ করিতেছ, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে উহাকে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে; তাহারা এই রসুলকে এবং তোমাদিগকে শুধু এই কারণে বহিষ্কৃত করিয়াছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক; যখন তোমরা আমার পথে জিহাদ করার এবং আমার সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে বাহির হও, তখন তোমরা (কেহ কেহ) গোপনে তাহাদের নিকট প্রেমের বাণী দিয়া থাক, অথচ তোমরা যাহা গোপন কর এবং যাহা প্রকাশ কর সবই আমি জানরূপে জানি । এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে বস্তুত; সে সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ  
أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا  
جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ  
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي فَيُؤْذَنُوا إِلَيْهِمْ  
بِالْمُؤَدَّةِ وَإِنَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ  
وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

৩। যদি তাহারা তোমাদেরকে নিজেদের আয়ত্ব আনিতে পারে তাহা হইলে তাহারা তোমাদের (স্বের) শত্রু হইবে এবং তাহারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে নিজেদের হস্ত এবং রসনাসমূহ তোমাদের দিকে প্রসারিত করিবে; বস্তুত; তাহারা কামনা করে যেন তোমরা কাকের হইয়া যাও ।

إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُرُوا إِلَيْكُمْ  
أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالْإِسْوَاءِ وَذُو لُؤْسٍ  
تَكْفُرُونَ

৪। কিয়ামত দিবসে না তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং না তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের কখনও উপকারে আসিবে । তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন । এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ অবশ্যই উহা দেখিতেছেন ।

لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ نَوْمَ الْقَبْرِ  
يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهِ بِمَا تَكْمَلُونَ بَصِيرٌ

৫। তোমাদের জন্য অবশ্য উত্তম আদর্শ রহিয়াছে ইব্রাহীম এবং ঐ সকল লোকের মধ্যে যাহারা তাহার সঙ্গে ছিল, যখন তাহারা তাহাদের জাতিকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের হইতে এবং আল্লাহ্ বাস্তব তোমরা যাহাদের উপাসনা কর তাহাদের হইতে সম্পর্কমুক্ত । আমরা তোমাদের কথা অস্বীকার করিতেছি । এবং আমাদের এবং তোমাদের

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ  
مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُكُمْ وَمِنْكُمْ  
رِيمًا تَقْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَكُنَّا بِكُمْ وَبَدَلًا بَيْنَنَا  
وَبَيْنَكُمْ أَعْدَاءُ وَبِالْبَغْيِ ظَالِمًا إِيَّاهُ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ হইল যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন, তবে তাহার পিতার প্রতি ইব্রাহীমের এই উক্তি বাস্তবরূপে যে আমি নিশ্চয় তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন কিছু করার ক্ষমতা আমার নাই। (তাহাদের প্রার্থনা এই ছিল) 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তোমার উপর আমরা ভরসা করি এবং তোমারই প্রতি আমরা ঝুঁকি এবং তোমারই নিকট আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন;

بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝

৬। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগকে ঐ সকল লোকের জন্য পরীক্ষার কারণ করিও না যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর, হে আমাদের প্রতিপালক ! নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।'

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ عَنَّا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৭। নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য এক উত্তম আদর্শ রহিয়াছে— তাহাদের জন্য যাহারা আল্লাহ্‌ এবং পরকালের (সাক্ষাতের) আশা পোষণ করে। এবং যে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া লয়— সে জানিয়া রাখুক নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রশংসাময়।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

১৩  
৭

৮। উহাদের মধ্যে হইতে যাহাদের সঙ্গে তোমাদের (আপাততঃ) শত্রুতা রহিয়াছে, তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে অচিরেই আল্লাহ্‌ মহম্বত সৃষ্টি করিয়া দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৯। যাহারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হইতে বিভাড়াইতে করে নাই তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে সম্বাদহার এবং ন্যায়-বিচার করিতে নিষেধ করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ন্যায়-বিচারকগণকে ডালবাসেন।

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُعَاتُواكُمْ فِي الَّذِينَ وَلَمْ يُجْرُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

১০। আল্লাহ্‌ শুধু তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন, যাহারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে আর তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হইতে বিভাড়াইতে করিয়াছে, এবং তোমাদিগকে বিভাড়াইতে

إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الَّذِينَ تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

অন্যদেরকে সাহায্য করিয়াছে; এবং যাহারা তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে—তাহারাই যালেম হইবে।

১১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন মো'মেন মহিলাগণ হিজরত করিয়া তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন তোমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত। অতএব যদি তোমরা তাহাদিগকে মো'মেন মহিলা বলিয়া ভ্রাত হও তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে কাফেরদের নিকট ফিরাইয়া দিও না। কারণ তাহারা তাহাদের (কাফেরদের) জন্য বৈধ নহে, এবং তাহারা ইহাদের জন্য বৈধ নহে। তাহারা (এই মহিলাদের বিবাহে) যাহা খরচ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে উহা দিয়া দাও। এবং যখন তোমরা উক্ত মহিলাগণকে (মুক্ত করার পর) তাহাদের প্রাণ দেন মহর আদায় কর তখন তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না। এবং কাফের মহিলাদের সহিত (তোমাদের) দাম্পত্য-বন্ধনকে তোমরা বজায় রাখিও না; এবং (যখন তাহারা কাফেরদের নিকট চলিয়া যায় তখন) তোমরা যাহা খরচ করিয়াছ উহা (কাফেরদের নিকট) দাবী কর, এবং (মুসলমান মহিলাগণ কাফেরদের নিকট হইতে চলিয়া আসিলে) তাহারা যাহা খরচ করিয়াছে উহা যেন তাহারা (তোমাদের নিকট) দাবী করে। ইহাই হইল আল্লাহর ফয়সালা। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১২। এবং যদি তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্য হইতে কেহ তোমাদের হস্তচ্যুত হইয়া কাফেরদের নিকট চলিয়া যায়, (এবং তোমাদের ক্ষতি সাধিত হয়), অতঃপর (কোন কাফের মহিলা তোমাদের হাতে আসিলে) তোমরাও এইভাবে প্রতিশোধ লইতে পার যে, যাহাদের স্ত্রীগণ কাফেরদের নিকট চলিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে সেই পরিমাণ (ক্ষতিপূরণ) দাও যাহা তাহারা খরচ করিয়াছে। এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাহার উপর তোমরা ঈমান রাখ।

১৩। হে নবী! যখন মো'মেন মহিলাগণ তোমার নিকট বায়'আত করিবার জন্য আসে এই শর্তে যে, তাহারা আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না এবং চুরি করিবে না এবং বাড়িচার করিবে না এবং নিজদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, এবং কাহারও প্রতি অপবাদ আরোপ করিবে না যাহা তাহারা নিজদের হস্তসম্মত এবং পদসম্মতের মাধ্যমে মিথ্যারূপে

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُجْرِبَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِنَّهُنَّ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِهِنَّ وَأَنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَنْتُمْ قَدْ أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تَسِيكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذِكْرًا عِنْدَ اللَّهِ بِعَمَلِكُمْ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑤

وَأَنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَأَيْتُمْ فَأَتْتَا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاحُهُمْ قَتْلًا مَا أَنْفَقُوا وَأَنْفَقُوا اللَّهُ الَّذِينَ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑥

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْدٍ لِقَابِهِ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَفْصِيَنَّ فِي مَعْرِفِ

রচনা করিয়া থাকে এবং কোন সংগত বিষয়ে তোমার অবাধাতা করিবে না, তাহা হইলে তুমি তাহাদের বায়ু'আত প্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও । নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

فَبَايَعُهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٦٠﴾

১৪ । হে যাহারা ইমান আনিয়াছ ! তোমরা এমন জাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিও না যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ ত্রোখ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহারা পরকাল সম্বন্ধে এইরূপে নিরাশ হইয়াছে যেরূপে কাফেররা কবরবাসীদের সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا قَوْمًا عَصِبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ  
لَقَدْ بَيَّعُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا بَيَّعَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿٦١﴾



## سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ

### ৬৯- সূরা আস্ সাফ্ফ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৫ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলই আল্লাহ্‌র তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করে এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজাময় ।

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②

৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা কেন তাহা বল যাহা কর না ?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ③

৪। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত যে, তোমরা তাহা বল যাহা কর না ।

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ④

৫। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ভালবাসেন যাহারা তাহা পথে সারিবদ্ধ হইয়া এমনভাবে যুদ্ধ করে যেন তাহারা সীসা-গলিত প্রাচীর ।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ ⑤

৬। এবং (সত্বর কর) যখন মুসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা কেন আমাকে যাতনা দিতেছ অথচ তোমরা জান যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল ?' অতঃপর যখন তাহারা বক্রতা অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ্‌ও তাহাদের হৃদয়গুলিকে বক্র করিয়া দিলেন; বশতঃ আল্লাহ্‌ দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না ।

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ لِمَ تَقُولُونَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑥

৭। এবং (সরণ কর) যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল ! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল, উহার (ভবিষ্যদ্বাণী) সত্যায়নকারীরূপে যাহা তওরাত হইতে আমার সম্মুখে আছে, এবং এমন এক রসূলেরও সুসংবাদ দাতা রূপে যে আমার পরে আসিবে, যাহার নাম হইবে আহমদ ।' অতঃপর যখন সে তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসিল, তাহারা বলিল, 'ইহাতো প্রকাশ্য যাদু ।

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرَأْتُ لِلَّهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ سِتِ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑦

৮। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়, বশতঃ আল্লাহ্‌ কখনও যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না ।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكِبْرَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑧

৯। তাহারা চাহে যেন তাহারা নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা আল্লাহর নরকে নির্বাচিত করে, কিন্তু আল্লাহ তাহারা নিজ নরকে নিশ্চয় পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিবেন, কাকেরগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।

يُرِيدُونَ لِيُظْفَرُوا نُورَ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَاللَّهُ مَتِّمٌ  
نُورِهِ وَلُكُورِهِ الْكُفْرُؤَنُ ﴿٩﴾

১০। তিনিই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয় দেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ  
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلُكُورَهُ السُّرُكُونُ ﴿١٠﴾

১০০

১১। হে সাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে যত্নপাদায়ক আশাব হইতে রক্ষা করিবে?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُفِيحُكُمْ  
مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ ﴿١١﴾

১২। (উহা এই যে) তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ কর। ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা তান রাখ।

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُؤَدُّونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

১৩। (ফলে) তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে প্রবিশ্ত করিবেন এমন জামাতসমূহে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে এবং পবিত্র ও মনোরম আবাসসমূহে চিরস্থায়ী জামাতসমূহের মধ্যে; ইহাই পরম সফলতা।

يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ  
عَدْبُ ذَلِكَ الْقَوْمِ الْعَظِيمِ ﴿١٣﴾

১৪। (ইহা ছাড়া) আরও কিছু রহিয়াছে যাহা তোমরা ভালবাস— উহা হইতেছে আল্লাহর সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়; সূতরাং মো'মেনগণকে স্বেচ্ছাবাদ দাও।

وَأُخْرَىٰ تَحِبُّونَهَا تَصَدَّقُونَ بِاللَّهِ وَقَدْ فُتِحَ قَرَيْبٌ  
وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

১৫। হে সাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও, যেরূপে মরিয়মের পুত্র ঈসা হাওয়ারীদিগকে বলিয়াছিল, "আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী?" হাওয়ারীগণ বলিল, "আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী।" সূতরাং বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতে একদল ঈমান আনিয় এবং একদল অস্বীকার করিল। অতঃপর সাহারা ঈমান আনিয়াছিল আমরা তাহাদিগকে তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি যোগাইলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ  
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى  
اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ قَامَتِ  
طَايِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتِ طَايِفَةٌ  
فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَقْبَصُوا

بِظُهُورِنَا ﴿١٥﴾

১০০

## سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدْيَنَةَ

(৬২)

### ৬২-সূরা আল জুমু'আ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ২ রুকু আছে।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহর তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে, যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রভাময়।

يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

৩। তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাহাদেরই মধা হইতে এক রসুল আবির্ভূত করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাহারা আয়াতসমূহ আর্ভতি করে, এবং তাহাদিগকে পরিভ্রম করে, এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধা ছিল;

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَيَفِي صَلَابٍ مُبِينٍ

৪। এবং তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধা হইতে অন্য লোকের মধাও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রভাময়।

وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لِقَاءَ إِحْقَابِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

৫। ইহা আল্লাহর ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন, এবং আল্লাহ পরম ফযলের অধিকারী।

ذَٰلِكَ نَحْمَدُ اللَّهَ يَوْمَئِذٍ مِنْ شِئْءٍ وَأَلَّ اللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ

৬। যাহাদের উপর তওরাতের দায়িত্বভার নাস্ত করা হইয়াছিল কিন্তু তাহারা উহা বহন করে নাই, তাহাদের উপমা সেই গাধার উপমার ন্যায়, যে কিতাবের বোঝা বহন করিয়া চলে। সেই জাতির দৃষ্টান্ত অতি নিকৃষ্ট যাহারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। এবং আল্লাহ যানেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

مَثَلُ الَّذِينَ خُلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْغَمَارِ يَجْعَلُ أَسْفَارًا يَمْشِي مَثَلِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

৭। তুমি বল, 'হে যাহারা ইহদী হইয়াছ! যদি তোমরা মনে কর যে, সকল মানুষকে বাদ দিয়া তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, তাহা হইলে তোমরা মুত্বা কামনা কর, যদি তোমরা সতাবাদী হও।'

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَيْتُمْ أَكْثَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِنْ ذُوالنَّاسِ فَتَسْتَوُوا أَلَمْ تَرَ أَنَّ التَّوْرَةَ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

৮। কিন্তু তাহারা কখনও ইহা কামনা করিবে না, উহার কারণে যাহা তাহাদের হস্ত সম্মুখে প্রেরণ করিয়াছে। এবং আলাহ্ হালেকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

وَلَا يَسْتَوُونَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ⑤

৯। তুমি বল, 'সেই মৃত্যু যাহা হইতে তোমরা পলায়ন করিতেছ, অবশ্যই উহা তোমাদের উপর আপত্তিত হইবে। অতঃপর তোমরা গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত আলাহ্'র নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে, তখন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সেই কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিয়া আসিয়াছ।'।

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَتَرَدَّدُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلُوقٌ لَكُمْ ثُمَّ تَرَدَّدُونَ إِلَىٰ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑥

১০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমাদিগকে জুম্'আর দিনে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আলাহ্'র সম্মুখের জন্য দ্রুত আইস এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাপ কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানিতে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑦

১১। অতঃপর যখন নামায শেষ হইয়া যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড় এবং আলাহ্'র ফয়ল অনুসরণ কর এবং আলাহ্'কে বেশী বেশী সম্মরণ কর যেন তোমরা সফল কাম হও।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑧

১২। এবং যখন তাহারা কোন বাবসা-বাণিজ্য অথবা আমোদ-প্রমোদ দেখিতে পায়, তখন তাহারা তোমাকে একাকী দণ্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া উহার দিকে দৌড়াইয়া যায়। তুমি বল, 'যাহা আলাহ্'র নিকট আছে উহা আমোদ-প্রমোদ এবং বাবসা-বাণিজ্য হইতে উৎকৃষ্টতর, বস্তুতঃ আলাহ্' রিয়ক দাতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম।'।

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَهْوِ وَمِنْ تِجَارَةٍ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ⑨

## سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ مَكِّيَّةٌ

### ৬৩-সূরা আল্ মোনাক্ফকুন

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ২ রুকু আছে

১। আল্লাহর নামে, যিনি অশাচিৎ-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। যখন মোনাফেকগণ তোমার নিকট আসে, তখন তাহারা বলে, ' আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় তুমি আল্লাহর রসূল। ' এবং আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, অবশ্যই তুমি তাহার রসূল, কিন্তু আল্লাহ্ ইহাও সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মোনাফেকগণ নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَتَّبِعُكَ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ كَذِبُونَ ②

৩। তাহারা তাহাদের কসমকে চালরূপে অবলম্বন করে এইভাবে তাহারা (লোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে নিবৃত্ত করে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে উহা অতীব মন্দ।

إِن تَخَذُوا آبَاءَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَمْسُكُونَ ③

৪। ইহা এইজন্য যে, তাহারা (প্রথমে) ঈমান আনিয়াছিল, অতঃপর তাহারা অস্বীকার করিল। ফলতঃ তাহাদের হাদয়সমূহের উপর মোহর করিয়া দেওয়া হইল, অতএব তাহারা কিছুই বুঝিতেছে না।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ④

৫। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ, তাহাদের দেহাকৃতি তোমাকে মূঢ় করে, এবং যখন তাহারা কোন কথা বলে, তুমি তাহাদের কথা শ্রবণ কর (আগ্রহভরে)। তাহারা যেন (দেওয়ালে) হেনান দেওয়া কাষ্ঠ খণ্ড। তাহারা মনে করে যেন প্রত্যেকটি বিকট শব্দকারী আঘাভ তাহাদের বিরুদ্ধে। তাহারা শত্রু, সূত্রাং তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন, (সত্য পথ হইতে) তাহাদিগকে কোথায় ফিরাইয়া নইয়া মাওয়া হইতেছে।

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبَانُ مُصَنَّفَةٌ مُّخْتَلِفُونَ كُلَّ صُنِيفَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُو فَاخْذِرْهُمْ فَتَلَّهُمُ اللَّهُ أُنَى يُؤْفَكُونَ ⑤

৬। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, তোমরা আইস, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা তাহাদের মাথা ঘুরাইয়া নয়, এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা (ঘৃণা ভরে) পিছনে সরিয়া যাইতেছে এমতাবস্থায় যে, তাহারা অহংকারে সফীত।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّأُوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ⑥

৭। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর তাহাদের জন্য উভয়ই সমান; আলাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। নিশ্চয় আলাহ্ দৃষ্টিপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٣﴾

৮। তাহারা ই তো বলে, 'আলাহ্‌র রসূলের নিকট যাহারা আছে তোমরা তাহাদের জন্য খরচ করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা হুজ্জত হইয়া যায়, অথচ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সকল ধন-ভাণ্ডার আলাহ্‌র জন্য, কিন্তু মোনাফেকরা বোঝে না।'

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَيَلَهُ عَزَائِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٤﴾

৯। তাহারা বলে, 'যদি আমরা মদীনায় ফিরিয়া যাই তাহা হইলে, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে' অথচ (প্রকৃত) সম্মান আলাহ্‌র জন্য এবং তাহা‌র রসূল এবং মো'মেনদের জন্য; কিন্তু মোনাফেকরা তাহা অবগত নহে।

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَيَلَهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

১  
[৯]  
১৩

১০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আলাহ্‌র সন্মরণ হইতে উদাসীন না করে। এবং যাহারা এইরূপ করিবে— তাহারা ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٦﴾

১১। এবং তোমাদের কাহারও উপর যত্ন আসার পূর্বে আমরা তোমাদিগকে যে রিষক দিয়াছি উহা হইতে তোমরা খরচ কর যেন তাহাকে পরে ইহা বলিতে না হয় যে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি কেন আমায় কিছুকালের অবকাশ দিলে না যাহাতে আমি কিছু দান-শয়রাত করিতাম এবং সংকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ يَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٧﴾

২  
[১০]  
১৪

১২। বস্তুত আলাহ্ কাহাকেও অবকাশ দেন না যখন তাহার নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয় এবং তোমরা যে কর্মই কর আলাহ্ উহা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ بَصِيرٌ خَبِيرٌ ﴿٦٨﴾



## ৬৪- সূরা আত্ তাগাবুন

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৯ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অস্বাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহর তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে তাঁহারই জন্য আধিপত্য এবং তাঁহারই জন্য সকল প্রশংসা এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَكَ الْمُلْكُ  
وَلَكَ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ②

৩। তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ কাফের এবং তোমাদের মধ্যে কেহ মো'মেন । এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ উহার সমাক দ্রষ্টা ।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيرٌ ③

৪। তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথার্থরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদিগকে আকৃতি দিয়াছেন, এবং তোমাদের আকৃতিকে পরম সুন্দর করিয়াছেন, এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَحْسَنِ مَا هُوَ  
صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ④

৫। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তিনি সবই পরিজ্ঞাত আছেন এবং তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর সবই তিনি জানেন এবং বরুণঃ যাহা কিছু নিহিত আছে উহাও তিনি সবিশেষ অবগত আছেন ।

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرَتُونَ  
وَمَا نُعَلِّنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَدَاتِ الصُّدُورِ ⑤

৬। যাহারা ইতিপূর্বে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের খবর তোমাদের নিকট আসে নাই কি? তাহারা তাহাদের কর্মের প্রতিফল আন্বাদন করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য (অবধারিত) আছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَدْ أَتَا  
وَأَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑥

৭। ইহা এই জন্য যে, তাহাদের নিকট তাহাদের রসুলগণ উজ্জ্বল প্রমাণাদিসহ আগমন করিত, কিন্তু তাহারা বলিত, 'মরণশীল) মানুষ কি আমাদিগকে হেদায়াত দিবে? সূত্রাং তাহারা অস্বীকার করিত এবং মুখ ফিরাইয়া নইত, ফলে আল্লাহ্‌ও (তাহাদিগকে) উপেক্ষা করিলেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ, প্রশংসাজন ।

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا  
اسْتَشْفَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَفِيٌّ حَمِيدٌ ⑦

৮। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা কখনও পুনরুত্থিত হইবে না। তুমি বল, হাঁ আমার প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় তোমরা পুনরুত্থিত হইবে; অতঃপর নিশ্চয় তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করা হইবে, এবং ইহা আলাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ।

৯। সূত্রায় তোমরা ঈমান আন আলাহ্‌র উপর এবং তাঁহার রসুলের উপর এবং সেই নূরের উপর যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি এবং আলাহ্‌ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে, যাহা তোমরা কর, সবিশেষ অবগত আছেন।

১০। যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমাবেশ-দিবসের জন্য সমবেত করিবেন উহা হইবে লাড-শ্লাকসানের দিন। এবং যে আলাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তিনি তাহার সকল (কৃত-কর্মের) অনিষ্টকে তাহার নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন এবং তাহাকে এমন জাম্মাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তাহারা তথায় সदा বসবাস করিবে। ইহাই হইবে পরম সফলতা।

১১। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়্যাতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারাই আঙনের অধিবাসী, তাহারা তথায় সदा বসবাস করিবে এবং উহা কত মন্দ প্রত্যাঘর্ষণ!

১২। আলাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদ আপত্তি হয় না এবং যে আলাহ্‌র উপর ঈমান আনে—তিনি তাহার হাদয়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এবং আলাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

১৩। এবং তোমরা আলাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসুলের আনুগত্য কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমূখ হও তাহা হইলে আমাদের রসুলের উপর দায়িত্ব শুধু সম্পষ্টভাবে (বানী) পৌছাইয়া দেওয়া।

১৪। আলাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই; সূত্রায় মোমেনগণের তাঁহারই উপর নির্ভর করা উচিত।

نَعْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْمُوا قُلْ لَهُ وَرَبِّي  
لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّيُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى  
اللَّهِ يَسِيرٌ

فَأْمُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّفَافُنِ  
وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ  
سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
فِي خَالِدِينَ فِيهَا وَبئس المصيرُ

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ  
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأِنَّمَا  
عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ قَلْبُ كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ



১৫ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রীগণের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কতক তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকিও । এবং যদি তোমরা মার্জনা কর এবং উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أُولَادِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ  
عَدُوِّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا  
وَتَعَفَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥﴾

১৬ । তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) কেবল পরীক্ষার বিষয়, এবং আল্লাহ্—তাঁহারই নিকট রহিয়াছে মহা পুরস্কার ।

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

১৭ । সুতরাং তোমাদের সাধ্যানুসারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং (তাঁহার কথা] শ্রবণ কর, এবং (তাঁহার) আনুগত্য কর, এবং (তাঁহার পথে) খরচ কর, ইহা তোমাদের নিজেদের জন্যই মঙ্গলজনক এবং শাহাদিসকে তাহাদের হৃদয়ের কার্পণ্য হইতে রক্ষা করা হয়, তাহারাই সফলকাম হইবে ।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا  
وَإِنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَيْعَ نَفْسِهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٧﴾

১৮ । যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তমভাবে ঋণ দান কর, (তাহা হইলে) তিনি উহাকে তোমাদের জন্য বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন: নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় গুণগ্রাহী, পরম সহিষ্ণু ।

إِن تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ  
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَاكِرٌ حَلِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯ । তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ, মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময় ।

يَعْلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٩﴾

سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ (٦٥)

৬৫-সূরা আত্ তালাক্

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৩ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসৌম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হে নবী ! যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও, তখন তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত কাল গণনা কর এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র তাকুওয়া অবলম্বন কর । তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিও না এবং তাহারাও যেন বাহির হইয়া না যায়, যদি না তাহারা প্রকাশ্য কোন অশ্লীল কাজ করে । অতএব এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, এবং যে আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ লংঘন করে বস্তুতঃ সে নিজের উপরই যুলুম করে । তুমি জান না, হয় তো আল্লাহ্‌ ইহার পর নতুন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দিবেন ।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ  
لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ  
لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَأْجَسَةٍ مَبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي  
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ②

৩। অতঃপর যখন তাহারা তাহাদের নির্ধারিত ইদ্দতের শেষ সীমায় উপনীত হয় তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় ন্যায়-সংগতভাবে রাখ অথবা তাহাদিগকে ন্যায়-সংগতভাবে বিদায় করিয়া দাও, এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ বাজিকে সাক্ষী রাখ, এবং আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কর । সেই বাজিকে এই উপদেশ প্রদান করা হইতেছে যে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে । এবং যে আল্লাহ্‌র তাকুওয়া অবলম্বন করে— তিনি তাহার জন্য কোন না কোন উদ্ধারের পথ করিয়া দিবেন ।

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
أَوْ فَأَرْقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوْعَ عَدْلٍ  
مِنْكُمْ وَاقْبَلُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ  
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ③

৪। এবং তিনি তাহাকে এমন দিক হইতে রিয়ক দিবেন যাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না । এবং যে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, তিনি তাহার জন্য যথেষ্ট । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ নিজ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করিয়া থাকেন । আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাণ অবশ্যই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন ।

وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى  
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ  
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ④

৫। এবং তোমাদের স্ত্রীগণ হইতে যাহারা ঋতুস্রাব সম্বন্ধে নিরাস হইয়া গিয়াছে, যদি (তাহাদের ইদ্দত সম্বন্ধে) তোমরা

وَأَيُّ يَسِّنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرَبْتُمْ

সন্দেহ কর, তাহা হইলে তাহাদের ইদত কাল হইল তিন মাস এবং যাহারা ঋতুবতী হয় নাই তাহাদের জনাও (এই ইদতই)। এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদত কাল হইল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। এবং যে আলাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে, তিনি তাহার জনা তাহার বিষয়কে সহজ সাধা করিয়া দেন।

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ  
الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

৬। ইহাই আলাহ্‌র আদেশ যাহা তিনি তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন। এবং যে আলাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে তিনি তাহার নিকট হইতে তাহার (কৃত-কর্মের) সকল অনিষ্টকে দূরীভূত করিয়া দেন এবং তাহার পুরস্কারকে বর্দ্ধিত করিয়া দেন।

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ  
عَنْهُ سَيَاتِيهِ وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا ۝

৭। তোমরা তাহাদিগকে (তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে) সেইখানে বাস করিতে দিও যেখানে তোমরা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাস করিয়া থাক এবং তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দিও না যাহাতে তোমরা তাহাদের জনা সংকট সৃষ্টি কর (এবং ঘর ছাড়িতে বাধা কর)। এবং যদি তাহারা গর্ভবতী হয় তাহা হইলে তাহাদের জনা খরচ বহন কর যতরূপ পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সন্তান প্রসব করে। অতঃপর যদি তাহারা তোমাদের জনা (শিশুগণকে) স্তন্য পান করায় তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক দাও, এবং পরস্পরের মধ্যে ন্যায়-সংগতভাবে পরামর্শ (করিয়া স্থির) কর; এবং যদি তোমরা পরস্পর অসুবিধার সম্মুখীন হও তাহা হইলে তাহাকে (শিশুকে পিতার পক্ষ হইতে) অন্য স্ত্রীলোক স্তন্য পান করাইবে।

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا  
تَتَّصِرْنَ مِنْهُنَّ سَتْرَةً عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْفِقْنَ أَجْرَهُنَّ وَإِيمُوا بِبَيْنَتِكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَكَاسَرْتُمْ فَسَرِّعْ لَهُ الْآخَرَى ۝

৮। স্বচ্ছল ব্যক্তি নিজ স্বচ্ছলতা অনুযায়ী (স্তন্য-দায়িনীকে) খরচ দিবে। এবং যাহার উপর তাহার রিয়ক সংকীর্ণ করা হইয়াছে সে উহা হইতে খরচ করিবে যাহা আলাহ্‌ তাহাকে দিয়াছেন। আলাহ্‌ কাহাকেও তাহার সেই সামর্থ্য ব্যতিরেকে বোঝা অর্পণ করেন না যাহা তিনি তাহাকে দান করিয়াছেন। অচিরেই আলাহ্‌ তাহাকে অস্বচ্ছলতার পর স্বচ্ছলতা দান করিবেন।

يُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ  
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا  
شَيْئًا إِنَّمَا أَنَّهُ سَيِّعُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرِ يُسْرًا ۝

৯। এবং কত জনপদই না তাহাদের প্রতিপালকের এবং তাঁহার রসুলগণের আদেশ অমান্য করিয়াছিল, ফলে আমরা তাহাদের হিসাব গ্রহণ করিয়াছিলাম—কঠোর হিসাব এবং তাহাদিগকে আযাব দিয়াছিলাম—নিকৃষ্টতার আযাব।

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ  
فَمَا سَبَّحْنَاهَا إِلَّا بِأَسْفُودٍ وَأَعَدَّهَا عَذَابًا كَثِيرًا ۝

১০। সুতরাং উহারা উহাদের কৃত-কর্মের সমুচিত শাস্তি ভোগ করিয়াছিল এবং উহাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিকরই হইয়াছিল।

১১। আলাহ্ তাহাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করিয়াছেন; সুতরাং তোমরা আলাহ্‌র তাকওয়া অবনয়ন কর, যে বুদ্ধিমানগণ, যাহারা ঈমান আনিয়াছ। আলাহ্ নিশ্চয় তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন এক স্মারক—

১২। এক রসূল, যে তোমাদের নিকট আলাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আরুতি করে, যেন সে — যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে— তাহাদিগকে অঙ্ককাররাশি হইতে বাহির করিয়া নূরের দিকে লইয়া আসে। এবং যে আলাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে— তিনি তাহাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তথায় তাহারা সদা বসবাস করিবে। নিশ্চয় আলাহ্ তাহারা জনা উৎকৃষ্ট রিয়ক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

১৩। আলাহ্‌ই তো সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের অনুরূপ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের মাধো তাহার আদেশ নাযেল হইতেছে যেন তোমরা জানিতে পার যে, নিশ্চয় আলাহ্ সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান, এবং আলাহ্ জান দ্বারা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া

২  
[৫]  
১৮

فَدَاقَّتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا  
حُكْرًا ①

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاذْعَبُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا  
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَلَاؤُوا اللَّهَ كَمَا تَلَاؤُوا اللَّهَ الْإِلَهَ إِلَيْكُمْ  
ذِكْرًا ②

رَسُولًا يَخْرُجُ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظَّالِمَاتِ إِلَى  
الشُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  
قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ③

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ سَبْعَ  
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ④

## سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ

### ৬৬-সূরা আত্ তাহরীম

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৩ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

২। হে নবী ! তুমি কেন উহা হারাম করিতেছ যাহা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করিয়াছেন, তুমি তোমার স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি কামনা করিতেছ ? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৩। আল্লাহ্‌ অবশ্যই তোমাদের জন্য তোমাদের (এমন) কসমসমূহকে ডালিয়া ফেলা ফরয করিয়াছেন (যদ্বারা কষ্ট ও কনহ সৃষ্টি হয়), বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

قَدْ مَرَّصَ اللَّهُ لَكُمْ حِمْلَةَ آيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْكَبِيرُ ۝

৪। এবং যখন নবী তাহার স্ত্রীগণের মধ্যে কোন একজনের নিকট সংগোপনে একটী কথা বলিয়াছিল; অতঃপর সে যখন উহা অনাকে বলিয়াছিল এবং আল্লাহ্‌ নবীর কাছে উহা প্রকাশ করিয়া দিলেন, তখন সে উহার কতকাংশ (স্ত্রীকে) জানাইয়া দিল এবং কতকাংশ এড়াইয়া গেল । অতঃপর যখন সে তাহাকে (স্ত্রীকে) উহার খবর দিল তখন সে (স্ত্রী) বলিল, 'আপনাকে কে এই সংবাদ দিয়াছে ?' সে বলিল, 'সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত আল্লাহ্‌ আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন ।'

وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا بَيَّنَّاتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝

৫। যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর নিকট তওবা কর— তোমাদের ছাদয় অবশ্য পূর্ব হইতে ইহার জন্য ঝাঁকিয়া আছে— (ইহা তোমাদের জন্য কন্ম্যাগজনক হইবে), কিন্তু যদি তোমরা তাহার (রসূলের) বিরুদ্ধে একে অন্যের পৃষ্ঠপোষকতা কর, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্‌ই তাহার অভিভাবক, এবং জিবরাঈল এবং সকল সৎকর্মপরায়ণ মো'মেনও এবং ইহা ছাড়া সকল ফিরিশতাও (তাহার) পৃষ্ঠপোষক ।

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝

৬। যদি সে তোমাদিগকে তাজাক দেয়, তাহা হইলে অচিরেই তাহার প্রতিপালক তাহাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী দান করিবেন— আশ্বসমর্পণকারিণী, মো'মেনা, অনুগতা, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযা পালন কারিণী, বিধবা এবং কুমারী মহিলাগণ ।

عَنِّي رَبِّهِ إِنْ طَلَغْتُمْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنَّكُمْ فَمُؤْمِنَاتٍ مِّمَّنَّتُمْ قَبْلَ تَبْيُتِ تَبْيُتِ عِيْدَتٍ سَيُغَيَّبُ نَبِيَّتِي وَأَبْكَرًا ۝

৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদিগকে আগুন হইতে রক্ষা কর, যাহার ইচ্ছা হইবে মানুষ এবং পাথর, উহার উপর নির্মম ও কঠোর ফিরিশ্বতাগণ নিয়োজিত থাকিবে, আলাহ্ তাহাদিগকে যে আদেশ দেন উহাতে তাহারা তাহার অমান্য করে না এবং তাহারা উহাই করে যাহা তাহাদিগকে আদেশ করা হয়।

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَوَآ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ  
مَا يُؤْمَرُونَ ⑥

৮। হে যাহারা অস্বীকার করিয়াছ! আজ তোমরা কোন ওজর-আপত্তি করিও না, তোমাদিগকে কেবল সেই কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে যাহা তোমরা করিতে।

يَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْأَلُونَ اللَّهَ عَنَّا  
شَيْئًا نُنْجُوهُنَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑦

৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আলাহ্‌র সমীপে তওবা কর—খাটি তওবা। অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কর্মের অনিষ্টসমূহ তোমাদিগ হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন, এবং তোমাদিগকে এমন জাম্বাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া মহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, সেইদিন আলাহ্ এই নবীকে এবং তাহাদিগকে যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছে, অপমানিত করিবেন না। তাহাদের নূর তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডান দিকে ছুটিতে থাকিবে; তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ কর, এবং আমাদের ক্রমা কর, নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।'।

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ تُوْبَةً نُّصُوْحًا  
عَنَّا وَبِكُمْ أَن لَّكُم مِّنْ عَنكُمْ مَّجَانِكُمْ وَبِكُمْ مِّنْ  
جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِيهِ  
اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ؕ تُوْرُهُمْ يَسْمُوْنَ  
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا  
مِنَّا تُوْرًا وَاعْزِزْنَا ؕ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑧

১০। হে নবী! তুমি কাফের এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাহাদের ব্যাপারে কঠোর হও; বশতঃ তাহাদের বাসস্থান হইতেছে জাহান্নাম, এবং কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল!

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ  
عَلَيْهِمْ وَمَادَهُمْ جَهَنَّمُ وِئَسَ الْمُؤْمِنُونَ ⑩

১১। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের জন্য আলাহ্‌ নূহের স্ত্রী এবং লুতের স্ত্রীকে উপমা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা উভয়ে আমাদের বান্দাগণের মধ্য হইতে দুইজন নেক বান্দার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু উভয় স্ত্রী তাহাদের (স্বামীর) সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ফলে তাহারা উভয়ে (স্বামীদ্বয়) আলাহ্‌র বিরুদ্ধে তাহাদের কোন উপকারেই আসিল না এবং বলা হইল, 'তোমরা উভয়ে আগুনে প্রবেশকারীদের সঙ্গে প্রবেশ কর।'

صَرََبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتُ نُوحٍ وَ  
امْرَأَاتُ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا  
صَالِحَيْنِ فَفَتَنَهُمَا فَلَمْ يُفِيئَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ  
شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ⑪

১২। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য আলাহ্‌ ফেরাউনের স্ত্রীকে উপমা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যখন সে

وَصَرََبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتُ فِرْعَوْنَ

বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমার জন্য তোমার সমিধানে জাম্মাতের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ কর; এবং ফেরাউন এবং তাহার কার্যকলাপ হইতে আমাকে উদ্ধার কর এবং আমাকে এই যানেম জাতি হইতে উদ্ধার কর ।'

১৩ । এবং ইমরানের কন্যা মরিয়মকে (উপমা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন), যে স্বীয় সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল এবং আমরা তাহার মধ্যে আমাদের বাণী ফুৎকার করিলাম এবং সে সত্যায়ন করিয়াছিল তাহার প্রতিপালকের বাণীসমূহের এবং তাহার কিতাবসমূহের এবং সে অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ  
نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ  
الظَّالِمِينَ ﴿٦٦﴾

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا  
فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا  
فِي وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴿٦٧﴾

## سُورَةُ الْمُلِكِ مَكِّيَّةٌ (৭৫)

### ৬৭- সূরা আল্ মুল্ক

ইহা মক্কী সূরা, ইহাতে বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩১ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

২৯তম পাতা

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। পরম বরকত ও কল্যাণময় তিনি, যাঁহার হাতে সকল আধিপত্য, এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান;

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

৩। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে যেন তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন— তোমাদের মধ্যে কে কামে উত্তম; এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমালীন;

قَدِيرٌ

৪। যিনি শুরু করে সৃষ্টি করিয়াছেন সাত আকাশ। তুমি রহমান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না। অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তুমি কি কোন জুষ্টি-বিচ্যুতি দেখিতে পাও ?

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَقُورُ

৫। অতঃপর তুমি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, (পরিশেষে তোমার) দৃষ্টি বার্থ হইয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে এমতাবস্থায় যে উহা অতি শাস্ত-ক্লান্ত হইবে (তবু কোন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না)।

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوِثٍ فَإِرجع البصر هل ت ترىٰ من نُظُورٍ

৬। এবং নিশ্চয় আমরা নিকটতম আকাশকে প্রদীপমানা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি, এবং আমরা প্রাণনিকে সৃষ্টি করিয়াছি শয়তানকে প্রস্তারাঘাত করার জন্য; এবং আমরা তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছি প্রজ্জ্বলিত আগুন।

ثُمَّ ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئًا وهو حسيرٌ

৭। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের আযাব, এবং উহা অতি নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

وَلَقَدْ رزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين وأعدنا لهم عذاب العسير

৮। যখন তাহাদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে, তখন তাহারা উহার গর্জন শুনিবে, এবং উহা তখন উথলাইতে থাকিবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذاب جهنم ويطس العسير

৯। উহা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইবে। যখনই কোন দল উহাতে নিক্ষেপ হইবে, উহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে

إذ ألقوا فيها سيعوا لها شهيقًا وهي تفرور

تكاؤم يرمون العظام كلما آلىٰ فيها نوح



জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই ?'

سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿١٠﴾

১০ । তাহারা বলিবে, 'হাঁ, নিশ্চয় আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, কিন্তু আমরা (তাহাকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম এবং আমরা বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ্ কোন কিছু নাশল করেন নাই; তোমরা অবশ্যই এক স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত বাতীত নহ ।'

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُهُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن سَمِيٍّ إِنَّ أَسْمَرَ الْأَرَضِيِّ ضَلِيبٌ ﴿١١﴾

১১ । এবং তাহারা (আরও) বলিবে, 'যদি আমরা স্তনিতাম এবং অনুধাবন করিতাম তাহা হইলে আমরা প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না ।'

وَقَالُوا لَوْلَا نُنَكِّنَا لَنَحْنُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

১২ । এইভাবে তাহারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করিবে; কিন্তু (হে ফিরিশ্তাগণ!) প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিবাসীদের জন্য অভিশাপ অবধারিত কর !

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٣﴾

১৩ । নিশ্চয় যাহারা অদৃশ্য তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে— তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা এবং রহতর পূরকার ।

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ﴿١٤﴾ وَآجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٥﴾

১৪ । এবং তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা উহা প্রকাশ্যে বল, নিশ্চয় তিনি উহা সম্বন্ধে উত্তমরূপে অবহিত আছেন যাহা বন্ধঃস্থলে রহিয়াছে ।

وَأَسْرُورًا قَوْلِكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٦﴾

১৫ । তিনি কি জানেন না যিনি (বিশ্ব-জগতকে) সৃষ্টি করিয়াছেন ? বস্তুতঃ তিনিই স্ফুদনশী, সর্বজ্ঞাতা ।

فِي الْأَيَّامِ مِمَّنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٧﴾

১৬ । তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম এবং বসবাসের উপযোগী করিয়াছেন, সূতরাং তোমরা উহার বিস্তীর্ণ পথসমূহে পরিভ্রমণ কর এবং তাহার রিস্ক হইতে আহার কর । এবং তাহার দিকেই হইবে পুনরুত্থান ।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهَا النُّشُورُ ﴿١٨﴾

১৭ । যিনি আকাশে রহিয়াছেন, তোমরা কি তাহার সম্বন্ধে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধ্বসাইয়া দিতে পারেন ? তখন দেখ ! অকস্মাৎ উহা কাঁপিতে থাকিবে !

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴿١٩﴾ فَتَسْأَلُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ﴿٢٠﴾

১৮ । যিনি আকাশে রহিয়াছেন তোমরা কি তাহার সম্বন্ধে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তরবর্ষা ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিতে পারেন? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কেমন (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার সতর্কীকরণ !

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴿١٩﴾ فَتَسْأَلُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ﴿٢٠﴾

১৯। এবং নিশ্চয় যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল তাহারাও (আমাদের রসুলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন কিরাপ (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার শাস্তি !

وَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذِيفًا كَانَ يَكْفُرُونَ ﴿١٩﴾

২০। তাহারা কি তাহাদের উর্ধ্বদেশে পাক্ষী ঙনিকে দেখে না যে, উহারা কিরাপে ডানাসমূহ বিস্তার করিয়া উড়িতেছে এবং (শিকারের উপর ছোবল মারিবার উদ্দেশ্যে) উহাদিগকে গুটাইয়া নিতেছে ? রহমান আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কেহ তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতেছে না। নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে সর্বপ্রবীণ।

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظَّيْرِ قَوْمَهُمْ صَفَتْ وَيَقْبِضْنَ ﴿٢٠﴾  
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿٢١﴾

২১। এমন লোক, যাহারা তোমাদের সৈন্য-বাহিনী (বলিয়া অভিহিত), রহমান আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমাদিগকে কি সাহায্য করিতে পারিবে ? কাফেররা শুধু আত্মপ্রতারণায় পড়িয়া আছে।

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَمُرُّ بَكُم مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢١﴾

২২। অথবা সে এমন কে যে তোমাদিগকে রিযক্ দিবে যদি তিনি তাঁহার রিযক্ বন্ধ করিয়া দেন ? প্রকৃতপক্ষে তাহারা অবাধ্যতা ও (সত্যের প্রতি) ঘৃণায় অবিচল রহিয়াছে।

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَزُودُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِيشَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢٢﴾

২৩। তবে কি যে ব্যক্তি নিজের মুখমস্তনের উপর উপড় হইয়া চলে সে অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত, না ঐ ব্যক্তি যে সরল-সুদৃঢ় পথে সোজা হইয়া চলে ?

أَمَّنْ يَسْتَنِي مَكْبَأً عَلَىٰ ذِيئِهِ أَهْدَىٰ أَهْنًا يَتَّبِعُ سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٣﴾

২৪। তুমি বল, 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় তৈয়ার করিয়াছেন; (কিন্তু) তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। তুমি বল, 'তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে সম্প্রসারিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই সমীপে তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে (বল) এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

وَيَقُولُونَ حَتَّىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৭। তুমি বল, 'ইহার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট আছে; এবং আমি তো একজন প্রকাশ্য সত্যকারী মাত্র।'

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٧﴾

২৮। অতঃপর যখন তাহারা উহাকে নিকটে দেখিতে পাইবে, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের মুখমস্তন মর্নি

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّتَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

হইবে, এবং বলা হইবে, 'ইহা উহাই যাহার জন্য তোমরা বার বার দাবী জানাইতে ।'

وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٦٧﴾

২৯ । তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, যদি আল্লাহ আমাকে এবং যাহারা আমার সহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন অথবা আমাদের উপর দয়া করেন, তখন কাফেরদিগকে মন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে কে রক্ষা করিবে ?'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي أَلَّهُ وَمَنْ سِوَىٰ أُو۟لَٰئِكَ لَمَّا كُنَّا فِي سَكَنٍ مُّبِينٍ ﴿٦٨﴾

৩০ । তুমি বল, 'তিনিই অযাচিত-অসীম দাতা, তাঁহার উপর আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার উপরই আমরা আস্থা স্থাপন করি । এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে কে প্রকাশ্য শ্রান্তিতে পড়িয়া আছে ।'

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّارٌ بِمَا يَكُونُ ﴿٦٩﴾

৩১ । তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যদি তোমাদের (সব) পানি ভূগর্ভে উধাও হইয়া যায়, তাহা হইলে কে আছে যে তোমাদের জন্য প্রবহমান পানি আনিয়া দিবে ।'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّوْبِقٍ ﴿٧٠﴾

سُورَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ (৭১)

৬৮-সূরা আল্ কালাম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ২ রুকু আছে

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।
- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ①
- ২। দোয়াত ও কনমের এবং উহার কসম যাহা তাহারা লিখে;
- وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ②
- ৩। তুমি তোমার প্রতিপালকের নেয়ামতের দরুন উন্মাদ নহ।
- مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٌ ③
- ৪। এবং নিশ্চয় তোমার জন্য অশেষ পুরস্কার নির্ধারিত আছে।
- وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَنُونٍ ④
- ৫। এবং নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত
- وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ⑤
- ৬। অতএব তুমি অচিরেই দেখিবে এবং তাহারাও দেখিবে,
- فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ⑥
- ৭। তোমাদের মধ্যে কে যে বিকারগ্রস্ত।
- بِأَيْتِكُمُ الْكُفْرُونَ ⑦
- ৮। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাকেও সমধিক জানেন যে তাহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি হেদায়াত প্রাপ্তগণকেও সমধিক জানেন।
- إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ⑧
- ৯। অতএব তুমি মিথ্যা আরোপকারীদের আনুগত্য করিও না।
- فَلَا تَطِعِ النُّكْدِيَّةَ ⑨
- ১০। বস্তুতঃ তাহারা চাহে, যদি তুমি নমনীয় হও তাহা হইলে তাহারাও নমনীয় হইবে।
- وَدَاوُدَ الَّذِي ظَلَمَ النَّاسَ فَكَرَّمْنَاهُ إِمْرًا وَهُوَ صَالِمٌ ⑩
- ১১। এবং তুমি আনুগত্য করিও না—পরম লালিত অধিক কসমকারীর,
- وَلَا تَطِعِ عَلَىٰ خَلْقٍ مِّمَّنْ ⑪
- ১২। পশ্চাতে পরম নিন্দকারীর, ভীষণ কুৎসা রচনাকারীর,
- هَذَا زَمَانًا وَمِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ⑫
- ১৩। নেক কাজে অধিক বাধাদানকারীর, সীমাতিক্রমকারীর, পাগাচারীর,
- مَتَاعًا لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَشْيُو ⑬

১৪। রূঢ় স্বভাব বিশিষ্ট, সেই সঙ্গে তাহার জন্ম বিষয় সম্বেদজনক,

عُتِنَ بَعْدَ ذَلِكَ رَبِّهِمْ ۝

১৫। একমাত্র এইজন্য যে, সে ধন-সম্পদ এবং সম্মান-সম্বন্ধিত্বের অধিকারী,

أَنَّ كَانَ ذَا مَالٍ وَذَبْيِينٍ ۝

১৬। যখন তাহার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আরতি করা হয়, তখন সে বলে, 'এইগুলি তো পূর্ববর্তীদের কিছা কাহিনী।'

إِذْ أَنْظَعْنَا عَلَيْهِ آيَاتِنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

১৭। অচিরেই আমরা তাহার দীর্ঘ নাসিকার উপর দাগ দিব।

سَنَسِفُهُ عَلَى الْغُرُطِومِ ۝

১৮। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিব যেভাবে উদ্যানের অধিকারকারীদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যখন তাহারা কসম শ্বাইয়াছিল যে, অবশ্যই তাহারা প্রত্যয়ে উহার সব ফল পাড়িয়া আনিবে।

إِنَّا بَلَدْنَهُمْ كَمَا بَلَدْنَا آصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۝

১৯। এমন কি তাহারা আল্লাহর নাম স্মরণ নাই ('ইন্শাআল্লাহ'—যদি আল্লাহ চাহেন বলে নাই)।

وَلَا يَسْتَنْتُونَ ۝

২০। ফলে তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক ঘণি বায়ুর আঘাত উহার উপর দিয়া বহিয়া গেল এমন অবস্থায় যখন তাহারা নিদ্রিত ছিল।

فَنَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۝

২১। অতঃপর প্রভাতে উহা কর্তিত বাগানের নায় হইয়া গেল।

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۝

২২। সূতরাং তাহারা একে অপরকে প্রভাতে ডাকিয়া বলিল—

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ۝

২৩। 'তোমরা প্রত্যয়ে নিজেদের ক্ষেত্রে গমন কর যদি তোমাদের ফল পাড়ার ইচ্ছা থাকে।'

أِنِ اعْتَدُوا عَلَىٰ حَرْثِهِمْ إِن لَّكُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

২৪। অতঃপর তাহারা চলিল এবং তাহারা চুপি চুপি কথা বলিতে লাগিল—

فَانظَرُوا لَهُمْ جَمْعًا فَقَوْنُوا ۝

২৫। 'আজ যেন তোমাদের নিকট ইহাতে কোন দরিদ্র আদৌ প্রবেশ না করিতে পারে।'

أَن لَّا يَدْخُلَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ۝

২৬। এইরূপে তাহারা প্রত্যয়ে কুপনতার সংকল্প করিয়া অগ্রসর হইল,

وَقَدَّوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قُدْرِينَ ۝

২৭। কিন্তু যখন তাহারা উহা দেখিল তখন তাহারা বলিল, 'আমরা নিশ্চয় পথ ভুলিয়া গিয়াছি !

فَكَذَّبَرُوا مَا قَالُوا إِنَّا لَمَّاتُونَ ۝

২৮। বরং প্রকৃত পক্ষে আমরা (আমাদের ফল হইতে) সম্পূর্ণ বঞ্চিত !'

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। তাহাদের সর্বোত্তম লোকটি বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই, কেন তোমরা (আল্লাহর) তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছ না ?'

قَالَ أَدَّبْتُهُمْ لَمَّا قُلُوا لَكَرُوا لَا نُشْكِرُكَ ﴿٢٩﴾

৩০। তাহারা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক সকল প্রকার ক্রটি হইতে পবিত্র ! নিশ্চয় আমরাই যালেম ছিলাম !'

قَالُوا سُجُنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। অতঃপর তাহারা পরস্পরকে তিরস্কার করিয়া একে অপরের প্রতি মনোনিবেশ করিল।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَامَىٰ وَمُؤَن ﴿٣١﴾

৩২। তাহারা বলিল, 'পরিতাপ আমাদের জন্য ! নিশ্চয় আমরাই বিপ্রোহী ছিলাম,

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। (যদি আমরা তওবা করি তাহা হইলে) অচিরেই আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ইহার পরিবর্তে ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর দান করিবেন; নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের সমীপে সবিনয়ে অবনত হইতেছি।'

هَٰؤُلَاءِ رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا نَاغِبُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এইভাবেই আযাব নায়েল হয়। এবং নিশ্চয় পরকালের আযাব গুরুতর। হয় যদি তাহারা জানিত !

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। নিশ্চয় মৃত্যুকীর্ণের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে নেয়ামতে ভরপুর বাগানসমূহ রহিয়াছে।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّوْمِ ﴿٣٥﴾

৩৬। তবে কি আমরা আত্মসমর্পণকারীদিগকে অপরাধীদের ন্যায় করিয়া দিব ?

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭। তোমাদের কি হইয়াছে ? তোমরা কিভাবে বিচার করিতেছ ?

مَا لَكُمْ تَسْتَأْذِنُونَ كَيْفَ نَحْكُمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তোমাদের নিকট কি এমন কোন কিতাব আছে যাহাতে তোমরা এই কথা পাঠ করিতেছ

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। যে, তোমরা যাহা চাহিবে অবশ্যই তাহা তোমরা উহাতে পাইবে ?

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخْتَرُونَ ﴿٣٩﴾

৪০। অথবা তোমাদের জন্য কি আমাদের দায়িছে এমন কোন বাধাবাধকতামূলক চুক্তি আছে যাহা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং তোমরা যাহা কিছু আদেশ করিবে তাহাই তোমরা পাইবে ?

أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا بِاللَّيْلِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদের মধ্যে কে এই কথার জন্য জিহাদদার।

سَلِّمُوا لَهُمْ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ ﴿٦١﴾

৪২। অথবা তাহাদের জন্য কি শরীক (কল্পিত মাব্দ) আছে? তাহা হইলে তাহারা তাহাদের শরীকগুলিকে উপস্থিত করুক, যদি তাহারা সত্তাবাদী হয়।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فُلْيَا تَوَاشَرُكَاءٍ يَهْمَانِ كَمَا تَوَاشَرُكُمْ يَوْمَ يَكْتُفُ عَنْ سَائِقٍ وَيَدْعُونَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ ﴿٦٢﴾

৪৩। সেদিন চরম সংকট ঘনাইয়া আসিবে, এবং তাহাদিগকে সেজদার জন্য আহ্বান করা হইবে, কিন্তু তাহারা (সেজদা করিতে) সমর্থ হইবে না;

يَوْمَ يَكْتُفُ عَنْ سَائِقٍ وَيَدْعُونَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ ﴿٦٣﴾

৪৪। তাহাদের চক্ষুগুলি (লজ্জায়) অবনত হইবে, এবং নাস্তানা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে, অথচ তাহাদিগকে (ইতিপূর্বে) সেজদার জন্য আহ্বান করা হইত যখন তাহারা নিরাপদ ও সুস্থ ছিল।

خَائِبَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهَهُمْ ذُلًّا وَمَوْجَدًا كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٦٤﴾

৪৫। অতএব (উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য) তুমি আমাকে এবং তাহাদিগকে, যাহারা (আমার) এই বাণীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, ছাড়িয়া দাও; আমরা অচিরেই তাহাদিগকে ধ্বংসের দিকে এগমন স্থান হইতে ধাপে ধাপে টানিয়া আনিব যাহা তাহারা জানিতেও পারিবে না।

فَذَرْنِي وَمَنْ يَكْتُمُ بِهَذَا الْكُذِبِ سَنُذِرْهُمْ مِمَّنْ حَيْثُ لَا يَطَّلُونَ ﴿٦٥﴾

৪৬। এবং আমি তাহাদিগকে দীর্ঘ অবকাশ দিব; নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যধিক দৃঢ়, নিশ্চিত।

وَأُولَئِكَ لَوْ هُمْ إِنْ كِيدِي مَتِينٌ ﴿٦٦﴾

৪৭। তুমি কি তাহাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহিতেছ যাহার ফলে তাহারা দণ্ড-ভারে ভারাক্রান্ত?

أَمْ لِيْلَهُمْ أَجْرٌ أَنَّهُمْ مِنْ قَوْمٍ مُّقْتَلُونَ ﴿٦٧﴾

৪৮। অথবা তাহাদের নিকট অদৃশ্যের কোন জ্ঞান আছে কি যে তাহারা উহা লিখিতেছে?

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٦٨﴾

৪৯। সূতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের আদেশের উপর ধৈর্য সহকারে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং তুমি সেই মৎস-সঙ্গীর (ইউনুসের) মত হইও না যখন সে বিষম চিড়ে (স্বীয় প্রতিপালককে) ডাকিয়াছিল।

فَأَمْسِرْ بِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ لِكَاصِحِ الْعُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْشُومٌ ﴿٦٩﴾

৫০। যদি তাহার নিকট তাহার প্রতিপালকের নেয়ামত না পৌছিত তাহা হইলে নিশ্চয় সে এক নির্জন মরু-প্রান্তরে নিষ্ক্রিয় হইত এবং সে (লোকের দৃষ্টিতে) তিরস্কৃত হইত।

لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٧٠﴾

৫১। কিছু তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহাকে সংকর্মশীল বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

فَاَجْتَبَاهُ رَبُّهُ بِمَعْلَمَةٍ مِنَ الْقَالِحِينَ ۝

৫২। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যখন এই উপদেশ-বাণী শ্রবণ করে তখন নিশ্চয় তাহারা (রোষভরা) দৃষ্টি দ্বারা পারিলে তোমাকে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলিত এবং তাহারা বলে, 'এই ব্যক্তি তো নিশ্চয়ই পাপল।'

وَاِنْ يَّكَادُ الْكٰفِرُوْنَ اَنْ يُرِىُّوْكَ بِاَبْصَارِهِمْ  
لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝

৫৩। অথচ ইহা সকল বিশ্ববাসীর জন্য সম্মান-সূচক উপদেশ বাণী ব্যতিরেকে কিছু নহে।

۞ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

২  
[১১]  
৪



سُورَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ ﴿٧٩﴾

৬৯-সূরা আল হাক্কা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ২ রুকু আছে

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- ২। এক অবশ্যত্বাবী সত্য-সংবাদ । الْحَاقَّةُ ②
- ৩। সেই অবশ্যত্বাবী সত্য-সংবাদ কি ? مَا الْحَاقَّةُ ③
- ৪। এবং তোমাকে কিসে জানাইবে যে, সেই অবশ্যত্বাবী সত্য-সংবাদ কি ? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ④
- ৫। 'সামুদ' এবং 'আদ' জাতি প্রচণ্ড আঘাতকারী সংবাদকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল । كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ⑤
- ৬। অতএব 'সামুদ' জাতির বৃত্তান্ত হইল এই যে, তাহাদিগকে এক প্রলয়ংকর আযাব দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল । فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ ذِي الْعَيْنِ ⑥
- ৭। এবং 'আদ' জাতির বৃত্তান্ত হইল এই যে, তাহাদিগকে এক ড়য়াবহ হিম-ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল । وَأَقَامُوا بُيُوتَهُمْ لِشَتَّىٰ ظِلَفٍ ⑦
- ৮। তিনি তাহাদিগকে সম্মলে উৎপাটিত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ ঝঞ্ঝা-বায়ুকে তাহাদের উপর অবিরাম সাত রাত এবং আট দিনের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন, অতএব তুমি সেই জাতিকে তথায় ভূপতিত অবস্থায় দেখিতে পাইবে যেন তাহারা ভুলটিত খজুর রন্ধের কাণ্ড । سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَلَاثَةَ آيَاتٍ ⑧  
خُسُوفًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَوْغَىٰ كَأَنَّهُمْ أَجْنَابٌ ⑨  
تَخِلُّوا فِيهَا بِمَا كَانُوا تُحِبُّونَ ⑩
- ৯। অতএব তুমি কি তাহাদের কোন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইতেছ ? فَقُلْ تَرَىٰ لَهُمُ مِن بَابِ يَوْمَئِذٍ ⑪
- ১০। এবং ফেরাউন ও তাহার পূর্ববর্তীগণ এবং উৎপাটিত জনপদসমূহও মহা অপরাধ করিয়াছিল । وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالَّذِينَ نَسُوا آيَاتِنَا ⑫
- ১১। বস্তৃতঃ তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের রসুলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে তিনি তাহাদিগকে মৃত্ত করিলেন যাহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল । فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَابِيَةً ⑬

১২। এবং যখন (নূহের যুগে) পানি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে এক নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম,

إِنَّا لَنَّاكُفَا النَّآءَ حَمَلْنَاكُم فِي الْجَارِيَةِ ۝

১৩। যেন আমরা উহাকে তোমাদের জন্য এক শিক্ষামূলক নিদর্শন করিয়া দিই এবং যেন শ্রবণকারী কর্ণ উহাকে শ্রবণ করে।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أُنُورٌ وَإِيمَةٌ ۝

১৪। এবং যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে— কেবল একটি ফুৎকার।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۝

১৫। এবং পৃথিবী ও পাহাড়সমূহকে উৎক্ষিপ্ত করা হইবে এবং উভয়কে একই ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে।

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝

১৬। অতএব সেদিন এই মহা ঘটনা সংঘটিত হইবে।

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

১৭। এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং উহা সেদিন অকেজো হইয়া পড়িবে।

وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝

১৮। এবং ফিরিশতাসগণ উহার প্রান্তদেশে অবস্থান করিবে এবং সেদিন আটজন (ফিরিশতা) নিজেদের উপর তোমার প্রতিপালকের আরশকে বহন করিবে।

وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ۝

১৯। সেদিন তোমাদিগকে (আল্লাহর সম্মুখে) পেশ করা হইবে এবং (কোন) গুপ্ত বিষয় তোমাদের নিকট গোপন থাকিবে না।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝

২০। অতএব যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হস্তে দেওয়া হইবে, সে (তাহার সংগীগণকে) ডাকিয়া বলিবে, 'আস, আমার আমলনামা পাঠ করিয়া দেখ।'

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ رَمِيْنَةً فَيَقُولُ هَآؤُمْ أَقْرَبُوا كِتَابِيَةَ ۝

২১। আমার বিশ্বাস ছিবে যে, নিশ্চয় আমি আমার হিসাব প্রত্যক্ষ করিব।

إِنِّي لَطَنْتُكَ أَنِي مُلْكٍ حِسَابِيَةَ ۝

২২। সুতরাং সে আনন্দময়, সন্তোষজনক জীবন যাপন করিবে।

كَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝

২৩। সুমহান ও সমন্নত জামাতে।

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

২৪। উহার ফর্দরাশি স্বীকিয়া নিকটবর্তী থাকিবে (অর্থাৎ তাহাদের জন্য সহজলভ্য হইবে)।

كُلُوْفَهَا دَارِيَةً ۝

২৫। (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'অতীত দিনগুলিতে তোমরা যে সৎকর্ম করিয়াছ উহার বিনিময়ে তোমরা পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন কর ও পান কর।'

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ  
الْخَالِيَةِ ۝

২৬। কিন্তু শাহাকে তাহার আমলনামা বাম হস্তে দেওয়া হইবে সে বলিবে, 'হায় যদি আমাকে আমার আমলনামা না-ই দেওয়া হইত।'

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي  
لَمَأْوَتْ كِتَابِيهِ ۝

২৭। এবং যদি আমি জানিতে না-ই পাইতাম যে, আমার হিসাব কি।

وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيهِ ۝

২৮। হায়! যদি উহা (আমার মৃত্যু) আমাকে একেবারে শেষ করিয়া দিত।

يَلَيْتَهَا كَانَتِ النَّفَاضِيَةَ ۝

২৯। আমার ধন-সম্পদ (আজ) আমার কোন কাজে আসিল না,

مَا آغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۝

৩০। আমার আধিপত্য আমা হইতে নিঃশেষ হইয়া গেল।'

هَكَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۝

৩১। (তখন ফিরিশ্বাদিগকে বলা হইবেঃ) 'তোমরা তাহাকে ধৃত কর এবং তাহার পলায় বেড়ি পরাও।

حُدُودَهُ فَعُلُوهُ ۝

৩২। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট কর ,

ثُمَّ الْعَجِيمِ صَلْوَهُ ۝

৩৩। অতঃপর তাহাকে শিকলে বাঁধিয়া ফেল যাহার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত।'

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝

৩৪। নিশ্চয় সে মহামহিম আল্লাহর উপর ঈমান রাখিত না,

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝

৩৫। সে মিস্কীনগণকে খাবার খাওয়াইতে উৎসাহ দিত না।'

وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

৩৬। স্তরায় আজ এখানে তাহার কোন বন্ধু নাই;

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۝

৩৭। এবং যশ্বম-খোয়া পানি বাতীত তাহার আর কোন খাদ্য নাই,

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَدِينٍ ۝

৩৮। এই খাদ্য কেবল অপরাধীরাই খাইবে।'

مَهْلًا لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝

৩৯। আমি অবলাই উহার কসম খাইতেছি যাহা তোমরা দেখিতেছ ,

فَلَا أَفْسِرُ بِمَا بُئِيَهُمْ ۝

৪০। এবং উহারও যাহা তোমরা দেখিতেছ না।

وَمَا لَا بُئِيَهُمْ ۝

৪১। নিশ্চয় ইহা (কুরআন) এক সম্মানিত রসূলের (দ্বারা আনিত) কালাম ,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٦٩﴾

৪২। এবং ইহা কোন কবির কাব্য নহে, কিন্তু (পরিতাপ যে) তোমরা অল্পই ঈমান আন !

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿٧٠﴾

৪৩। এবং ইহা কোন গগকেরও কথা নহে, কিন্তু তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর ।

وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ مَغِيْلًا مَّا تَدَّكُرُونَ ﴿٧١﴾

৪৪। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে নাযেন করা হইয়াছে ।

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٢﴾

৪৫। এবং সে যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٧٣﴾

৪৬। তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত করিতাম,

لَاخِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٧٤﴾

৪৭। অতঃপর আমরা তাহার জীবন-শিরা কাটিয়া দিতাম,

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٧٥﴾

৪৮। তখন তোমাদের মধ্যে হইতে কেহই তাহার (আযাব) হইতে তাহাকে তেঁকাইয়া রাখিতে পারিত না ।

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٧٦﴾

৪৯। এবং নিশ্চয় ইহা (কুরআন) মুণ্ডাকীগণের জন্য অবশ্যই সম্মানসূচক উপদেশ-বাণী,

وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ﴿٧٧﴾

৫০। আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে অনেক (আমাদের নিদর্শনাবলীকে) প্রত্যাখ্যানকারী আছে ।

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٧٨﴾

৫১। এবং নিশ্চয় কাফেরদের জন্য ইহা আক্ষেপের কারণ ।

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٩﴾

৫২। এবং নিশ্চয় ইহা বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্বাস ।

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٨٠﴾

৫৩। সুতরাং তুমি তোমার মহামহিমামানিত প্রতিপালকের নামের তসবীহ কর ।

﴿٨١﴾ نَسِيحٌ بِأَسْمَاءِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٨١﴾

سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ

৭০- সূরা আল্ মা'আরেজ

ইহা মক্কী সূরা, বিসগিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৫ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়। بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- ২। একজন প্রম্কারী অবশ্যাব্যবী আযাব সম্বন্ধে প্রম্ করিয়াছে। سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ②
- ৩। কাফেরদের জন্য, কেহই ইহার প্রতিরোধকারী নাই। لِكُفْرِهِمْ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ③
- ৪। আল্লাহ্র নিকট হইতে, যিনি (উন্নতির) সোপানসমূহের অধিপতি। فَإِنَّ اللَّهَ ذُو الْعَرْشِ ④
- ৫। ফিরিশ্তাগণ এবং রূহুল কুদুস (বাণীবহনকারী ফিরিশ্তা) তাঁহার দিকে আরোহণ করে একদিনে, যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর। تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ⑤
- ৬। সূতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর— উত্তম ধৈর্য। فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا ⑥
- ৭। নিশ্চয় তাহারা উহাকে অনেক দূরে দেখিতেছে। إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ⑦
- ৮। কিন্তু আমরা দেখিতেছি উহাকে সন্নিহিতে। وَنَزَلَهُ قَرِيبًا ⑧
- ৯। সেদিন আকাশ হইবে বিগলিত তাম্বুর ন্যায়। يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْبَلِ ⑨
- ১০। এবং পর্বতসমূহ হইবে ধ্বনিত পশমের ন্যায়। وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ⑩
- ১১। এবং কোন বন্ধু কোন বন্ধুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে না। وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ⑪
- ১২। (যদিও) তাহাদিগকে তাহাদের (বন্ধুদের) অবস্থা পরস্পরকে দেখানো হইবে। প্রত্যেক অপরাধী কামনা করিবে, হায় ! সে যদি সেদিনের আযাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফিদিয়া (বিনিময়) হিসাবে পেশ করিতে পারিত নিজ সন্তানদিগকে, يُبَصِّرُ وَهُمْ يُودُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يُفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ⑫
- ১৩। এবং তাহার স্ত্রীকে এবং তাহার ভাইকে, وَصَاحِبَتَهُ وَأَخِيهِ ⑬

১৪। এবং তাহার জাতি-গোষ্ঠীকে যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত,

وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ اتَّخَذُوا

১৫। এবং ভূপৃষ্ঠে যাহারা আছে তাহাদের সকলকে; অতঃপর সে উহা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিত !

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ نَحْنُ بِ

১৬। কিন্তু ইহা কখনও হইবে না, নিশ্চয় ইহা অগ্নি শিখা,

كَلَّا إِنهَا لِئْلَآءِ

১৭। চামড়া পর্যন্ত তুলিয়া দেওয়ার আয়াব।

نَزَّاعَةٍ لِّلشَّوَىٰ

১৮। উহা তাহাকে ডাকিবে—যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং মুখ ফিরাইয়া লয়।

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ

১৯। এবং সে ধন-সম্পদ জমা করে এবং উহাকে সংরক্ষণ করে।

وَجَمَعَ قَاوِمِي

২০। নিশ্চয় মানমকে অর্ধৈশ-চঞ্চল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

২১। যখন তাহাকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে।

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

২২। এবং যখন তাহাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে কৃপণতা করে,

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

২৩। কেবল নামাযীগণ ব্যতিরেকে,

إِلَّا الْمُصَلِّينَ

২৪। যাহারা সতত তাহাদের নামাযে কায়ম থাকে;

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

২৫। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে নির্দিষ্ট হক,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا عَمِلُوا

২৬। তাহাদের জন্যও যাহারা (সাহায্য) চাহিতে পারে, এবং তাহাদের জন্যও যাহারা চাহিতে পারে না।

لِلسَّالِبِ وَالْمَحْرُورِ

২৭। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা বিচার দিবসের তসদীক (সত্যায়ন) করে,

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ

২৮। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের আয়াব সম্বন্ধে ভীত এবং সন্তুষ্ট থাকে—

وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ

২৯। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রতিপালকের আয়াব (হইতে কেহই) নিরাপদ নহে—

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا يُومِنُونَ

৩০ । এবং তাহারা (বাতিরেকে), যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হিফায়ত করে—

وَالَّذِينَ هُمْ يُرْوَدُونَ فِيهَا فَهُمْ فِيهَا عَصَابُونَ ﴿٦٠﴾

৩১ । কেবল তাহাদের স্ত্রীগণ অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তপণ বাতিরেকে, বস্তুতঃ এইক্ষেত্রে তাহারা তিরস্কৃত হইবে না,

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦١﴾

৩২ । কিন্তু যাহারা ইহার অতিরিক্ত চাহিবে, তাহারা অবশ্যই সীমানংঘনকারী—

فَمَنْ ابْتَدَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿٦٢﴾

৩৩ । এবং তাহারা (বাতিরেকে), যাহারা তাহাদের (নিকট গচ্ছিত) আমানতসমূহ এবং তাহাদের অংগীকারসমূহ সম্বন্ধে যত্নবান থাকে,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿٦٣﴾

৩৪ । এবং তাহারা (বাতিরেকে), যাহারা নিজেদের সাক্ষা সমূহের উপর কায়ম থাকে

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٦٤﴾

৩৫ । এবং তাহারা (বাতিরেকে), যাহারা তাহাদের নামাযের হিফায়ত করে,

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٦٥﴾

৩৬ । ইহারাই জাম্মাতসমূহে সন্মানের সহিত থাকিবে ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهِ شَٰكِرٌ ﴿٦٦﴾

৩৭ । অতএব তাহাদের কি হইয়াছে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, যে তাহারা (জোখডরে) মাথা উচু করিয়া তোমার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে—

قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّكَ لَمُهْطِعِينَ ﴿٦٧﴾

৩৮ । ডান দিক হইতে এবং বাম দিক হইতে দলবদ্ধভাবে ?

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٦٨﴾

৩৯ । তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই কি এই কামনা করিতেছে যে, তাহাকে নেয়ামতপূর্ণ জাম্মাতে প্রবিষ্ট করা হইবে;

أَيُّطِيعُ كُلُّ أُمَّرٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٦٩﴾

৪০ । কখনও নহে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে যদ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহা তাহারা জানে ।

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ وَمَا نَعْلَمُونُ ﴿٧٠﴾

৪১ । অতএব আমি অবশ্যই পূর্ব দিকসমূহের এবং পশ্চিম দিকসমূহের প্রতিপালকের কসম শাহীতেছি যে, নিশ্চয় আমরা সর্বশক্তিমান—

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَعَدِرُونَ ﴿٧١﴾

৪২ । ইহার উপর যে, তাহাদের স্থানে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম (অন্য লোক) বদল করিয়া আমি এবং এই ব্যাপারে কেহই আমাদিগকে অক্ষম করিতে পারিবে না ।

عَلَىٰ أَنْ يَبْدَلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِسَبُوءِينَ ﴿٧٢﴾

৪৩। অতএব তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তাহারা তুচ্ছ গল্প-গুজবে এবং ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকুক, এমনকি তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করুক যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে,

فَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلْقُوا يَوْمَهُمُ  
الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। যেদিন তাহারা তাহাদের কবর হইতে এমন দ্রুত গতিতে বাহির হইয়া আসিবে যেন তাহারা লক্ষ্মণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে,

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْجُدَاثِ سِرَّاءَ كَانَهُمْ رَالِي  
نُصْبٍ يُوقَعُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তাহাদের চক্ষুগুলি অবনত থাকিবে, লাক্ষনা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, ইহাই সেই দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

بِأَشْعَةٍ أَبْصَارُهُمْ تَرَهِقُهُمْ ذَلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ  
الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٥﴾



## سُورَةُ سُورٍ مَكِّيَّةٌ

### ৭৯-সূরা নূহ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৯ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। নিশ্চয় আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট এই নির্দেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলাম যে, 'তুমি তোমার জাতিকে তাহাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব অসিবার পূর্বে সতর্ক কর।'

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ②

৩। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী,

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ③

৪। যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁহার তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا تَعْبُدُونَ وَالطَّغْيُونَ ④

৫। তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ হইতে (যাহা তিনি চাহিবেন) ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন । যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, যখন আল্লাহর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয় তখন উহা বিনশিত হয় না ।'

يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ دُونِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ لَيْلٍ مُسْتَعْتَبَةٍ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑤

৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি আহ্বান জানাইয়াছি,

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ⑥

৭। কিন্তু আমার আহ্বান তাহাদিগকে (আমার নিকট হইতে) কেবল পলায়নে আরও বাড়াইয়া দিয়াছে;

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ⑦

৮। এবং যখনই আমি তাহাদিগকে আহ্বান জানাইয়াছি যেন তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তখনই তাহারা তাহাদের অঙ্গুলী তাহাদের কর্ণে রাখিয়া দিয়াছে, এবং তাহারা তাহাদের কাপড় টানিয়া নিজদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া লইয়াছে এবং (অস্বীকারে) জিদ ধরিয়াছে এবং চরম অহংকার প্রদর্শন করিয়াছে;

وَإِنِّي كَلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِيُغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْأَبَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وَاسْتَقْبَلُوا إِلَيْنَا فَيَكْفُرُوا بِمَا كَفَرُوا ⑧

৯। অতঃপর আমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে (বজ্রতীর মাধ্যমে) আহ্বান জানাইয়াছি,

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ۝

১০। অতঃপর আমি তাহাদের নিকট প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছি এবং তাহাদিগকে গোপনে গোপনেও অনেক বঝাইয়াছি।

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝

১১। এবং আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفْوًا ۝

১২। তিনি তোমাদের উপর মুম্বনধারে বর্ষণশীল মেন্ন পাঠাইবেন,

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝

১৩। এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগানসমূহ উৎপন্ন করিবেন এবং তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করিবেন।

وَيُرْسِلُ دُكْرًا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝

১৪। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহর নিকট হইতে মহত্ব ও প্রজ্ঞার আশা রাখ না ?

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝

১৫। অথচ তিনি তোমাদিগকে (ক্রমবিকাশের ধারায়) বিভিন্ন আকার এবং অবস্থার মধ্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا ۝

১৬। তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কি ডাবে স্তরে স্তরে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্গ আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন।

أَلَمْ تَرَ وَكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝

১৭। এবং উহাতে চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সূর্যকে প্রদীপাকারে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِنًا ۝

১৮। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে ভূমি হইতে উদ্গত করিয়াছেন উদ্ভিদের ন্যায়।

يَسْرَابًا ۝

১৯। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে উহাতে ফিরাইয়া নিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে সেখান হইতে উত্তমভাবে বাহির করিবেন।

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِلَيْهَا كَمَا كُنْتُمْ أُخْرًا ۝

২০। এবং আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছেন,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَسَافًا ۝

২১। যেন তোমরা উহার প্রশস্ত রাস্তাসমূহের উপর দিয়া বিচরণ করিতে পার।

فِيهَا تَسْلِكُونَ سُبُلًا مَدْبُورًا ۝

২২। নূহ বলিয়াছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক ! তাহারা আমার অবাধ্যতা করিয়াছে এবং এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছে যাহার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি রুচি বাতিরেকে আর কিছুই করে নাই,

২৩। এবং (আমার বিরুদ্ধে) তাহারা বিরাট ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

২৪। "এবং তাহারা (পরস্পরকে) বলিতেছে, তোমরা তোমাদের মাবুদদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিও না, এবং পরিত্যাগ করিও না ওয়াদুকে এবং না সুওয়াদুকে, এবং না ইয়াওসকে ও ইয়াউসকে এবং নাসরকে।"

২৫। এবং তাহারা অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, স্তরায় তুমি যালেমদিগকে পথভ্রষ্টতা বাতিরেকে অন্য কিছুতে রুচি করিও না।'

২৬। তাহাদিগকে তাহাদের পাপাচারের কারণে নিমজ্জিত করা হইল, অতঃপর তাহাদিগকে দাখিল করা হইল আওনে। তখন তাহারা নিজদের জন্য আন্বাহ্ বাতিরেকে কাহাকেও সাহায্যকারী পাইল না।

২৭। এবং নূহ বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি ভূগুষ্ঠে কাফেরদিগের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে ছাড়িও না।

২৮। কেননা, যদি তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও তাহা হইলে তাহারা তোমার বান্দাসগকেও পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহারা পাপাচারী এবং কাফের বাতিরেকে কাহাকেও জন্ম দিবে না,

২৯। হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং যে ব্যক্তি মো'মেন হইয়া আমার গৃহে দাখিল হয় তাহাকে এবং সকল মো'মেন পুরুষকে এবং সকল মো'মেন নারীকে ক্ষমা কর, এবং যালেমদিগকে ধ্বংস বাতিরেকে আর কিছুতে রুচি করিও না।'

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَالْبَعُوثَ أَمَنَ كُفْرًا  
يَزِدُّهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ الْإِحْسَانًا ﴿٢٢﴾

وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴿٢٣﴾

وَقَالُوا لَا تَدْرَأَنَّ الْإِكْرَامُ وَلَا تَدْرَأَنَّ وَذَا وَلَا  
سُوَاعًا وَلَا يَكُوثَ وَيُؤْتَى وَنَسْرًا ﴿٢٤﴾

وَتَدَّ أَهْلُوا مَكْرِيًّا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا  
ضَلَالًا ﴿٢٥﴾

وَمَا خَطَبْتَهُمْ أَغْرَبُوا فَأَنْجَبُوا نَارًا فَكُلُّهُمْ جِذَاءُ  
لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَابًا ﴿٢٦﴾

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ  
وَيَا قَوْمًا ﴿٢٧﴾

إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ مُضِلًّا لِعِبَادِكَ وَلَا تَكِدُ إِلَّا  
فَأَجْرًا كَثِيرًا ﴿٢٨﴾

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ  
لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاتُلًا ﴿٢٩﴾

## سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ ﴿٤١﴾

### ৭২- সূরা আল্ জিন্ন

ইহা মক্কী সূরা, ইহাতে বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৯ আয়াত ও ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। তুমি বল, “আমর প্রতি ওহী করা হইয়াছে যে, জিন্মদের একটি দল (এই কুরআন) শ্রবণ করিয়াছে এবং তাহারা বলিয়াছে: ‘নিশ্চয় আমরা এক বিসময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি,

قُلْ أُنذِرُكُمْ إِنَّهُ اسْمَعَ كُفْرًا مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا  
إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿٢﴾

৩। যাহা হেদায়াতের দিকে পরিচালিত করে, সূতরাং আমরা উহাতে ঈমান আনিয়াছি, এবং আমরা আমাদের প্রতিপালকের সহিত কাহাকেও শরীক করিব না ।’

يَعْبُدُنِي إِلَىٰ الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا  
أَحَدًا ﴿٣﴾

৪। ‘প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের প্রতিপালকের মযাদা অতীব মহান, তিনি কখনও নিজের জন্য কোন স্ত্রী এবং পুত্র গ্রহণ করেন নাই,

وَإِنَّهُ تَتَّانَ جَدًّا رَبَّنَا مَا الْخَلْقُ صَاحِبَةٌ وَلَا لَدَائِبُ ﴿٤﴾

৫। .এবং আমাদের মধ্যে নিবোধেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে ডাহা মিথ্যা কথা বলিত,

وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَىٰ اللَّهِ شَطَطًا ﴿٥﴾

৬। এবং আমরা অবশ্যই এই ধারণা করিয়া আসিতেছিলাম যে, মানুষ এবং জিন্ম কখনও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিতে পারে না ,

وَأَنَّا كُنَّا نَظُنُّ أَنَّ لَنْ نُكْفِرَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اللَّهِ  
كُذِبًا ﴿٦﴾

৭। এবং এই কথাও সত্য যে, মানুষের মধ্য হইতে কতক পুরুষ জিন্মদের মধ্যে হইতে কতক পুরুষের শরণাপন্ন হয় এবং এইভাবে তাহারা তাহাদিগকে আশ্চরিতায় বাড়াইয়া দিয়াছে ,

وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ  
مِّنَ الْجِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٧﴾

৮। এবং বস্তুতঃ তাহারা এইরূপ ধারণা করিয়াছিল যেভাবে তোমরা ধারণা কর যে, আল্লাহ্ কখনও কাহাকেও (নবী হিসাবে) আবির্ভূত করিবেন না,

وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُكْفَرُ بِكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِّنْ أُمَّةٍ  
لَّا تُكْفَرُ بِكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِّنْ أُمَّةٍ لَّا تُكْفَرُ بِكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِّنْ أُمَّةٍ لَّا تُكْفَرُ بِكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِّنْ أُمَّةٍ لَّا تُكْفَرُ بِكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِّنْ أُمَّةٍ لَّا تُكْفَرُ بِكُمْ

৯। এবং আমরা আকাশকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিনাম কিন্তু উহাকে অতি শক্ত প্রহরী এবং উদ্ধাসম্‌ দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতে পাইনাম,

وَأَنَّا لَنَسْتَأْتِي السَّمَاءَ نَنفِثُهَا نَهْمًا مِّمَّنْكَ حَرَكَ  
سَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٩﴾

১০। এবং আমরা শ্রবণের উদ্দেশ্যে উহার কতিপয় বসার স্থানে বসিতাম। কিন্তু এখন যে কেহ কিছু ভূনিবার প্রচেষ্টা করিবে, সে নিজের জন্য এক উদ্ধাপিণ্ডকে ৩৬ পাতিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইবে,

وَأَنَّا كُنَّا نَعْتَدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِتَسْبِيحِ نَسْنِ يَسْبِيحِ  
الآنَ يَحِيدُ لَهُ شَهَابًا رَصَدًا ﴿٦٠﴾

১১। এবং আমরা জানি না যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য কোন অমংগনের ইচ্ছা করা হইয়াছে, না তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের জন্য হেদায়াতের ফয়সালা করিয়াছেন,

وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَأَنزَلْنَا أُرْيُدَ بَيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ  
بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿٦١﴾

১২। এবং আমাদের মধ্যে কতক নেক লোক আছে এবং কতক ইহার বিপরীত— আমরা বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত।

وَأَنَّا وَمَا الضَّالِّحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ  
تِدَادًا ﴿٦٢﴾

১৩। এবং আমরা জানি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে (তাঁহার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে) বার্থ করিতে পারিব না এবং পলায়ন পূর্বকও তাঁহাকে বার্থ করিতে পারিব না,

وَأَنَّا كُنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ  
هَرَبًا ﴿٦٣﴾

১৪। সূতরাং যখন আমরা হেদায়াতের বাণী শুনিলাম তখন ইহার উপর ঈমান আনিলাম। অতঃপর যে তাহার প্রতিপালকের উপর ঈমান আনে তাহার কোন ক্ষতি বা অবিচারের ভয় নাই।

وَأَنَّا لَتَأْسَعُنَا الْهُدَىٰ أَمَّا بِهٖ فَمَنْ يُؤْمِنُ  
بِرَبِّهٖ فَلَا يَحْزَنُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿٦٤﴾

১৫। এবং আমাদের মধ্যে কতক আছে (আল্লাহর নিকট) আত্মসমর্পনকারী এবং কতক আছে অবাধা।' এবং যাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছে— ইহারাই হেদায়াতের অনুসন্ধান করে।

وَأَنَّا وَمَا الضَّالُّونَ وَمِمَّا الضَّالُّونَ فَمَنْ أَسْلَمَ  
فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿٦٥﴾

১৬। এবং যাহারা অবাধা, বস্তুতঃ তাহারাই জাহান্নামের ইন্ধন।

وَأَمَّا الضَّالُّونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿٦٦﴾

১৭। এবং যদি ইহার (মক্কাবাসীরা) নির্দেশিত সঠিক পথে কায়ম হইত তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে প্রচুর পানি পান করাইতাম,

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً  
عَذْبًا ﴿٦٧﴾

১৮। যেন আমরা তাহাদিগকে উহা দ্বারা পরীক্ষা করি। এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সন্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া যাইবে—তাহাকে তিনি কঠিন আঘাবের পথে পরিচালিত করিবেন।

يُنْفِثُهُمْ فِيهِ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ  
عَذَابًا صَعَدًا ﴿٦٨﴾

১৯। এবং নিশ্চয় সকল মসজিদ আল্লাহর জন্য, সূতরাং তোমরা আল্লাহর সংস্পর্শে অন্য কাহাকেও (মা'বুদরূপে) ডাকিও না।

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿٦٩﴾

{২০}  
১১

২০। এবং যখন আল্লাহর বান্দা তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইয়া স্বাসরোধ করার উপক্রম করে।

وَأَن تَبَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي فَرْقٍ  
فَلْيُقِضْ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَئِيْلًا

২১। তুমি বল, 'আমি কেবল আমার প্রতিপালককে ডাকি, এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না।'

كُلُّ إِنْسَانٍ أَدْعُؤُورِي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا

২২। তুমি বল, 'তোমাদের অনিষ্ট সাধন বা তোমাদিগকে হেদায়াত দানের কোন ক্ষমতা আমার নাই।'

فَلِإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا

২৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্ (অর্থাৎ তাঁহার আযাব) হইতে আমাকে আদৌ কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তিনি বাতীত আমি কখনও কোন আশ্রয়স্থল পাইব না।

فَلِإِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَئِن آجِدُ  
مِنْ دُونِهِ مَلْحَدًا

২৪। (আমার দায়িত্ব) শুধু আল্লাহর পক্ষ হইতে আগত বাণী এবং পয়গামসমূহ পৌছাইয়া দেওয়া। এবং সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের অবখাতা করে নিশ্চয় তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন রহিয়াছে, তাহারা তথায় দীর্ঘকাল বসবাস করিবে।

إِلَّا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ  
رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا

২৫। (তাহারা অস্বীকার করিতে থাকিবে) যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা উহা প্রত্যাক্ত করিবে, যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে, তখন তাহারা অবশ্যই জানিবে যে, সাহায্যকারী হিসাবে অধিক কাহারো এবং সংখ্যার দিক দিয়া অধিক কম কাহারো।

عَمَّا إِذْ أَرَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْتَعْجِلُونَ مِنْ  
أَضْعَفِ نَاصِرًا وَأَقَلِّ عَدَدًا

২৬। তুমি বল, 'আমি জানি না, তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় সন্নিবন্ধিত অথবা আমার প্রতিপালক উহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করিয়াছেন।'

كُلُّ إِن آدْرِي أَكْرِيْبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ  
رَبِّيَ أَمَدًا

২৭। তিনিই অদৃশ্য বিষয়ের পরিভাষা, অতএব তিনি কাহারও উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহন পরিমাণে প্রকাশ করেন না,

عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا

২৮। কিন্তু এমন রসূল ছাড়া, যাহাকে তিনি মনোনীত করেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একদল প্রহরী (ফিরিশতা) পরিচালনা করেন,

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ  
يَدَيْهِ وَيَحْمِي خَلْفَهُ رِصْدًا

২৯। যেন তিনি জানেন যে, তাহারা (রসূলগণ) তাহাদের প্রতিপালকের পয়গামসমূহ সঠিকভাবে পৌছাইয়া দিয়াছে।

يَعْلَمُ أَن تَدَّابِعُوا رَسُولَاتِهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا  
كُلَّمَا يَكْتُمُونَ وَأَخْضَعُ كُلُّ شَيْءٍ لِّعَدَدِ اللَّهِ

বস্তুতঃ তিনি তাহাদের নিকট যাহা আছে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন, এবং প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা গণনা করিয়া রাখিয়াছেন।

{২১}  
১২

سُورَةُ الْمُرْمِلِ مَكِّيَّةٌ ﴿٤٣﴾

৭৩- সূরা আল মূয়সাশেল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২১ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, তিনি অযাচিত-অসৌম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
- ২। হে বস্ত্ররত ব্যক্তি ! يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ﴿٢﴾
- ৩। তুমি রাত্রে (ইবাদতের জন্য) দন্ডায়মান হও, অল্প অংশ বাতীত, فَمَا آتَيْتَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣﴾
- ৪। ইহার অর্ধেক অংশ অথবা ইহা হইতে কিছু কম কর, نَصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٤﴾
- ৫। অথবা ইহার উপর কিছু বাড়াও এবং তরতীব সতকারে সুললিত কণ্ঠে কুরআন আবৃত্তি কর । أَزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٥﴾
- ৬। নিশ্চয় আমরা তোমার উপর ডরুডার কানাম নাহু করিতে চানিয়াছি । إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا ﴿٦﴾
- ৭। নিশ্চয় (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) রাত্রিকালের উপান আশ্রয় ওছির জন্য সর্বাধিক কঠিন পদা এবং বাক্যান্যাপে সর্বাধিক দৃঢ়তাদানকারী । إِن تَأْتِيَنَّكَ آيَاتُنَا فَرَّغْ مِنْهَا وَإِلَيْهَا أَعْرَضْ ﴿٧﴾
- ৮। নিশ্চয় দিবসে তুমি দীর্ঘ কাম বাস্ত্রতায় নিমগ্ন থাক । إِن لَّكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ﴿٨﴾
- ৯। সূতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং পার্থিব সম্পর্ক বর্জন করিয়া তাহারই প্রতি পূর্ণ অনুরক্তির সহিত অনুরক্ত হও । وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَمِثَّلْ إِلَيْهِ تَمْثِيلًا ﴿٩﴾
- ১০। তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক; তিনি বাতীত কোন মা'ব্দ নাই, অতএব তুমি তাহাকে অভিজ্ঞাবক হিসাবে গ্রহণ কর । رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿١٠﴾
- ১১। এবং তাহারা যাহা কিছু বলে, তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর, এবং তাহাদগকে অতি সুন্দর ভাবে বর্জন কর । وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١١﴾

১২। এবং তুমি আমাকে এবং নেয়ামতের অধিকারী (সত্যের প্রতি) মিথ্যারোপকারীদেরকে ছাড়িয়া দাও এবং তাহাদিগকে কিছুকাল অবকাশ দাও।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ  
مَقَلَّهُمْ قَلِيلًا ﴿١٢﴾

১৩। নিশ্চয় আমাদের নিকট রহিয়াছে ভারী বেড়ীসমূহ এবং  
স্বল্পত জাহামাম,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْصَالَ وَجَحِيمًا ﴿١٣﴾

১৪। এবং কষ্টরোধকারী খাদ্য এবং যন্ত্রপাদায়ক  
আযাব—

وَطَمَا مَاءٌ أُعْصِمَةٌ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٤﴾

১৫। যেদিন পৃথিবী এবং পর্বতসমূহ কম্পিত হইতে থাকিবে  
এবং পর্বতগুলি ঝুরঝুরে বালুকা-স্থূপে পরিণত হইবে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ  
كَغَيْبٍ مَّهِيلًا ﴿١٥﴾

১৬। নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছি এক  
রসূল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, ফেরাউনের  
নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম একজন রসূল,

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ  
كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٦﴾

১৭। কিন্তু ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করিল, ফলে  
আমরা তাহাকে অতি উয়ংকর ভাবে ধৃত করিয়াছিলাম।

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْدًا  
وَكَيْلًا ﴿١٧﴾

১৮। সূত্রাতঃ তোমরা যদি সেই দিনকে অস্বীকার কর, যাহা  
বালকদিগকে রুদ্ধ করিয়া দিবে, তাহা হইলে তোমরা (আযাব  
হইতে) কিরাপে রক্ষা পাইবে ?

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ  
الْوِلْدَانَ سِيبًا ﴿١٨﴾

১৯। যেদিন আকাশ উহার দরুন বিদীর্ণ হইবে, তাহার  
প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

بِالسَّمَاءِ مُنْفِطِرٍ بِهَا كَانَتْ وَعْدُهُ  
مَفْعُولًا ﴿١٩﴾

২০। নিশ্চয় ইহা উপদেশবাণী। অতএব যাহার ইচ্ছা সে নিজ  
প্রতিপালক অভিমুখী পথ অবলম্বন করুক।

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ  
إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٠﴾

২১। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি দজায়মান  
হও রাত্রের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কম এবং কখনও অর্ধেকাংশ  
এবং কখনও বা এক-তৃতীয়াংশ, এবং (দজায়মান হয়) তাহাদের  
মধ্য হইতে একদলও যাহারা তোমার সঙ্গে রহিয়াছে।  
বস্তুতঃ আল্লাহ রাব্বি ও দিবসের পরিমাণকে নির্ধারণ  
করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা কখনও (নামাযের)

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ رَادًى مِنْ ثُلُثَيْ  
الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافَةٌ مِنَ  
الْأَيَّامِ مَعَكَ وَاللَّهُ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ  
وَالنَّهَارَ يَعْلَمُ أَنْ أَنْ تُخْضَوْنَ فَبَابٍ عَلَيْكُمْ



সময় গণনা করিতে পারিবে না, সূতরাং তিনি তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। অতএব তোমরা কুরআন হইতে যতটুকু সহজসাধ্য হয় ততটুকু আৱত্তি কর। তিনি ইহাও জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কতক অসুস্থ হইবে এবং অন্য কতক আল্লাহর অনুগ্রহ অনেষণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিবে এবং অন্য কতক আল্লাহর পথে জিহাদ করিবে। সূতরাং উহা হইতে যতটুকু সহজসাধ্য হয় তোমরা ততটুকু আৱত্তি কর; এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং ষাকাত দাও এবং উত্তম ভাবে আল্লাহকে স্বপ্ন দান কর। এবং তোমরা যে কোন সৎকর্ম নিজেদের কল্যাণের জন্য আপে পাঠাইবে, আল্লাহর নিকট তোমরা উহা পাইবে। উহা অতি উত্তম এবং পুরস্কার হিসাবে অতি মহৎ হইবে; এবং তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

فَاَقْرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ اَنْ  
سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَاٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ  
فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاٰخَرُونَ  
يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَا  
اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَقْرُؤُوا اللَّهَ قَرْضًا  
حَسَنًا وَاَتَقُوا لِلّٰهِ اِلٰهًا مَوْجِبًا مِنْ خَيْرٍ حَمْدًا وَا  
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَاَعْظَمُ اَجْرًا وَاَسْتَعْفِفُوا  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْمَدَائِرِ مَكِّيَّةٌ ﴿٢٧﴾

৭৪-সূরা আল্ মুদ্দাস্‌সের

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৭ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, তিনি অযাচিত্ত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
- ২। হে পোষাকারুদ্ভ ব্যক্তি । يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿٢﴾
- ৩। তুমি উঠ এবং সতর্ক কর, فَمُقَاتِلْ ﴿٣﴾
- ৪। এবং তোমার প্রতিপালকের মহত্ব ঘোষণা কর, وَرَبِّكَ كَلْبِشْرٌ ﴿٤﴾
- ৫। এবং তুমি তোমার পোষাক-পরিচ্ছদকে সবিত্ত রাখ, وَنِيَابِكَ فَطَهِّرْ ﴿٥﴾
- ৬। এবং অপবিত্রতাকে বর্জন কর, وَالرُّجْرُ فَاهْجُرْ ﴿٦﴾
- ৭। এবং তুমি এইজন্য দান করিও না যাহাতে (বিনিময়ে) অধিক পাও, وَلَا تَمُنْ تَسْتَكْبِرْ ﴿٧﴾
- ৮। এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য ধৈর্য ধারণ কর । وَرَبِّكَ تَاصِرْ ﴿٨﴾
- ৯। এবং যখন শিংখায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٩﴾
- ১০। তখন সেইদিন হইবে বড়ই কঠিন দিন, فَإِنَّكَ يَوْمَئِذٍ لَتَمُوتُ ﴿١٠﴾
- ১১। যাহা কাকেরদের জন্য আদৌ সহজ হইবে না । عَلَى الْكُفْرَيْنِ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١١﴾
- ১২। তুমি আমাকে এবং যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাকে একাকী ছাড়িয়া দাও, فَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ﴿١٢﴾
- ১৩। এবং আমি তাহাকে বিপুল সম্পদ দান করিয়াছি, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٣﴾
- ১৪। এবং সন্তান-সন্ততি—(তাহার) সম্মুখে অবস্থানকারী রূপে, وَبَيْنَ شُهُودًا ﴿١٤﴾
- ১৫। এবং আমি তাহার জন্য প্রস্তুত করিয়াছি আরামদায়ক (জীবন-স্বাক্ষার) যাবতীয় উপকরণস্ব, وَمَهَّدْتُ لَهُ تَهْنِئًا ﴿١٥﴾

- ১৬। তথাপি সে মোত করে যেন আমি (তাহাকে) আরও  
দিই, ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝
- ১৭। কখনও নহে, সে নিশ্চয় আমাদের নিদর্শনসমূহের  
পরম শত্রু ছিল। كَلَّا إِنَّكَ كَانِ لِلْإِنْسَانِ عَنِيدًا ۝
- ১৮। অচিরেই আমি তাহাকে ক্রমবর্ধমান কঠোর  
আযাবে আক্রান্ত করিব। سَاهِرُهُ صَعُودًا ۝
- ১৯। নিশ্চয় সে চিন্তা করিল এবং আন্দাজ করিল,  
২০। অতএব ধ্বংস হউক সে! সে কিরূপ আন্দাজ  
করিল! إِنَّهُ تَكْبَرٌ وَكَذَرٌ ۝  
فَقِيلَ كَيْفَ تَكْفُرُ ۝
- ২১। ধ্বংস হউক সে আবারও! সে কিরূপ আন্দাজ  
করিল, ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ تَكْفُرُ ۝
- ২২। সে পুনরায় তাকাইয়া দেখিল, ثُمَّ نَظَرَ ۝
- ২৩। অতঃপর সে ক্রকৃষ্ণিত করিল এবং মুখ বিকৃত  
করিল, ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝
- ২৪। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল এবং অহংকার  
করিল, ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝
- ২৫। এবং সে বলিল, 'ইহা যাদু বাতীত কিছু নহে, যাহা নকল  
করা হইয়াছে; فَقَالَ إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ۝
- ২৬। ইহা মানুষের কথা ছাড়া কিছু নহে।' إِن هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝
- ২৭। অচিরেই আমি তাহাকে 'সাকার' (জাহান্নামে) নিক্ষেপ  
করিব। سَأَصْلِيهِ سَعْفَرٌ ۝
- ২৮। এবং তোমাকে কিংসে অবহিত করিবে যে সেই  
'সাকার' কি? وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَعْفَرٌ ۝
- ২৯। ইহা কিছুই বাকী রাখি না এবং ইহা কিছুই  
ছাড়ে না। لَأُنَبِّئُكَ وَلَا تَدْرِي ۝
- ৩০। ইহা মনুষ্য চামড়াকে খলসাইয়া দেয়। لَوْحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۝
- ৩১। যাহার উপর উনিশ জন (প্রহরী) আছে। عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝
- ৩২। এবং ফিরিশ্তা ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকেও  
(জাহান্নামের) আশুনের প্রহরী নিযুক্ত করি নাই। এবং আমরা  
তাহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করি নাই কিন্তু কেবল ঐ সকল وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَتَكِبَةً وَمَا جَعَلْنَا  
عَدُوَّهُمْ إِلَّا أُمَّةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ

লোকের জন্য পরীক্ষারূপে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে যেন তাহারা বিশ্বাস আনয়ন করিতে পারে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং যেন তাহারা ঈমানে রুচ্চি লাভ করে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে; এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা এবং মো'মেনগণ যেন সন্দেহ না করে; এবং ফলে যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা এবং অন্যান্য কাকুররা বলিতে পারে, 'এইরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ্ কি ইচ্ছা করিয়াছেন?' এইরূপে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন পথপ্রদী হইতে দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন পথ প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃপক্ষে তোমার প্রতিপালকের সৈন্যদলকে তিনি বাতীত আর কেহই জানে না। এবং ইহা মানুষের জন্য উপদেশ-বাণী বাতীত কিছু নহে।

[৩২]  
১৫

৩৩। কখনও নহে, ঢঙ্কর কসম,

৩৪। এবং রাতির কসম যখন ইহার অবসান ঘটে,

৩৫। এবং প্রভাতের কসম যখন উহা সমুজ্জল হয়,

৩৬। নিশ্চয় ইহা মহা বিপদসমূহের অন্যতম,

৩৭। মানুষের জন্য সতর্ককারী,

৩৮। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির জন্য যে চাহে (সৎ কাজে) অগ্রসর হইতে অথবা পশ্চাদপসরণ করিতে,

৩৯। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কৃত-কর্মের জন্য দায়ী,

৪০। ডানপার্শ্ববতী লোকগণ বাতীত,

৪১। যাহারা জামাতে থাকিবে, তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করিবে—

৪২। অপরাধীদের নিকট হইতে,

৪৩। 'তোমাদিগকে কিসে 'সাকারে' (জাহাম্মে) প্রবিষ্ট করিল ?'

৪৪। তাহারা বলিবে, 'আমরা নামাযীদের অন্তর্গত ছিলাম না,

أَوْثُوا الْكِتَابَ وَيَلْزَمُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا وَلَا يَزْنَابُ  
الَّذِينَ أَوْثُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيَقُولُ الَّذِينَ  
فِي قُلُوبِهِمْ قَرِصٌ وَانْكَرُوتُونَ مَا آدَا اللَّهُ بِهِمْ  
صَلَاةً كَذَلِكَ يُعْطَى اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ  
يَشَاءُ وَمَا يَمْلِكُ جُودُ رَبِّكَ الْإِهْوَاءَ وَمَا هِيَ إِلَّا  
بِئْسَ مَا لِلْبَشَرِ

بِئْسَ مَا لِلْبَشَرِ

كَلَّا وَالْقَمَرِ

وَالْيَلِ إِذَا دَبَّرَ

وَالصَّبْحِ إِذَا اسْفَرَ

إِنَّمَا لِخُدَى الْكُتُبِ

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَكَ مَا أَوْتَاهُ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَوِيئَةٌ

إِلَّا أَضْطَبَ الْيَمِينِ

فِي جَنَّتٍ خَالِدًا فِيهَا تُوْنٌ

عَنِ الْمُجْرِمِينَ

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ

تَالْوَالِيكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ

৪৫। এবং আমরা মিসকীনদিগকে আহাৰ্য দান করিতাম না,

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۝

৪৬। এবং বাজে-গল্পকারীদের সংগে মিলিয়া আমরা বাজে গল্প করিয়া বেড়াইতাম,

وَلَمَّا نَحْوْضَ مَعَ الْهَاطِئِينَ ۝

৪৭। এবং বিচার দিবসকে আমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতাম,

وَلَمَّا تَكَذَّبَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝

৪৮। এমন কি আমাদের উপর মুত্য়া আসিয়া উপস্থিত হইল ।

عَلَّمَ آتَانَا أَيُّوبَ ۝

৪৯। সূতরাং কোন শাফা'য়াতকারীর শাফা'য়াত তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না ।

لَمَّا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفُوعِينَ ۝

৫০। তাহাদের কি হইয়াছে যে, তাহারা উপদেশ হইতে এমনভাবে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে,

فَالَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ۝

৫১। যেন তাহারা আতংকিত গর্ভত,

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۝

৫২। যাহারা সিংহ দেখিয়া পলায়ন করিতেছে ?

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝

৫৩। বরং তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কামনা করে যেন তাহাকে উন্মুক্ত কিতাব প্রদান করা হয় ।

بَلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا

مُنشَرَةً ۝

৫৪। কখনও নহে, বস্তুতঃ তাহারা পরকালকেই ভয় করে না ।

كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝

৫৫। কখনও নহে, নিশ্চয় ইহা (কুরআন) এক উপদেশ-বানী ।

كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۝

৫৬। সূতরাং যাহার ইচ্ছা সে উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক ।

فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرَهُ ۝

৫৭। এবং তাহারা কখনও উপদেশ গ্রহণ করিবে না, যদি না আল্লাহ্ চাহেন । তিনিই একমাত্র ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমা

وَمَا يَدْعُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى

وَأَهْلُ الْعَفْوَرةِ ۝

২  
:৫] দানের অধিকারী ।

سُورَةُ الْقِيَامَةِ مَكِّيَّةٌ

৭৫-সূরা আল্ কিয়ামা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- ২। না, আমি কিয়ামত দিবসের কসম খাইতেছি । لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
- ৩। পুনরায় (বলিতেছি) না, আমি পুনঃপুনঃ উৎসনাকারী আশ্বার কসম খাইতেছি, (যে কিয়ামত দিবস অবশ্যস্বাবী)। وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْكَوَّامَةِ
- ৪। মানুষ কি ধারণা করে যে, আমরা তাহার অস্থিসমূহকে কখনও একত্রিত করিব না ? أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سَوَاءً
- ৫। না, বরং আমরা তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলিকেও পুনর্বিদ্যমান করিতে সক্ষম । بَلَىٰ فَيُدْرِينُ عَلَيَّ أَنْ تَسْؤَىٰ بَنَاتُهُ
- ৬। তথাপি মানুষ অনবরত তাহার সম্মুখে পাগাচারে লিপ্ত থাকিতে চাহে । بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ
- ৭। সে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামতের দিন কখন হইবে ?' يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- ৮। অতএব যখন চক্ষু ঝলসাইয়া যাইবে, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ
- ৯। এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে, وَحَسَفَ الْقَمَرُ
- ১০। এবং সূর্য এবং চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
- ১১। সেদিন মানুষ বলিবে, 'পানাহাঁবার স্থান কোথায় ?' يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَطَرُ
- ১২। কখনও না, কোন আশ্রয়স্থল নাই ! كَلَّا لَا وَزَرَ
- ১৩। সেদিন কেবল তোমার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল হইবে । إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ
- ১৪। সেদিন ইনসানকে অবহিত করা হইবে যাহা সে অগ্র প্রেরণ করিয়াছে এবং যাহা সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে । يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

১৫। প্রকৃতপক্ষে ইনসান তাহার নিজের সম্বন্ধে সমাক  
অবহিত,

بَلَى الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝

১৬। সে যতই ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করুক না  
কেন।

وَلَا تُلْقِ مَعَاذِيرَهُ ۝

১৭। (হে নবী!) তুমি ইহার (কুরআনের) সম্বন্ধে (আয়তে  
আনিবার জন্য) তোমার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালিত করিও  
না।

لَا تُخْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝

১৮। নিশ্চয় ইহা সংকলন করিবার ও পাঠ করিয়া ওনাইবার  
দায়িত্ব আমাদের উপর।

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝

১৯। অতএব যখন আমরা ইহা পাঠ করি তখন তুমিও ইহা  
পাঠের অনুসরণ করিও।

فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْمِعْ قُرْآنَهُ ۝

২০। অতঃপর ইহাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব  
আমাদের উপর।

ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝

২১। কখনও না, বরং তোমরা ত্বরিতগড়া (পার্থিব)  
নেয়ামতকে ভালবাস,

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝

২২। এবং পরকালের জীবনকে তোমরা পরিহার কর।

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝

২৩। সেদিন কতক মুখমণ্ডল উচ্ছ্বল-উৎফুল্ল হইবে,

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۝

২৪। স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি তাকাইয়া থাকিবে,

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

২৫। এবং কতক মুখমণ্ডল বিষন্ন হইবে,

وَوَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاسِرَةٌ ۝

২৬। তাহারা ধারণা করিবে যে, তাহাদিগকে মেরুদণ্ড  
ভঙ্গকারী শাস্তি দেওয়া হইবে।

تَنْظُرْنَ أَنْ يُفْعَلَ بِهِنَّ ذُنُوبُهُنَّ ۝

২৭। কখনও না, যখন প্রাণ-বায়ু কঠদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া  
যাইবে,

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّشْرَانَ ۝

২৮। এবং বলা হইবে, (‘তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য) কোন  
স্বাভাবিক প্রদানকারী আছে কি?’

وَقِيلَ مَنْ شَرَاتِي ۝

২৯। এবং প্রত্যেকে বিশ্বাস করিবে যে, নিশ্চয় বিদায়-মুহূর্ত  
উপস্থিত হইয়াছে,

وَكُلٌّ أَتَتْهُ الْفِرَاقَةُ ۝

৩০। এবং যখন (মৃত্যু-যন্ত্রণায়) পায়ের এক নলি অপর  
নলির সঙ্গে ঘর্ষণ করিবে।

وَالنَّفَقَاتِ السَّائِي بِالنَّسَائِي ۝

১  
[৩৯]  
১৭

৩১। সেই দিন তোমার প্রতিপালক ৯৯ দিকে হাঁকাইয়া বহিয়া  
যাওয়া হইবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَىٰ رَبِّكُمُ يُؤْمِنُ ۚ

৩২। কেননা সে (সত্যের) তুসদীকও (সত্যায়নও) করিল  
না এবং নামাযও পড়িল না;

فَلَا صَدَقَ وَلَا وَعَدَ ۚ

৩৩। বরং সে (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং  
মুখ ফিরাইয়া লইল;

وَلَكِنَّ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۚ

৩৪। অতঃপর সে নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট গর্বভরে  
গমন করিল।

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۚ

৩৫। (হে মানুষ) দুর্ভোগ তোমার জন্য! আবারও  
দুর্ভোগ।

أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَدَّىٰ ۚ

৩৬। পুনরায় (বলিতেছি) দুর্ভোগ তোমার জন্য! আবারও  
দুর্ভোগ।

ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَدَّىٰ ۚ

৩৭। ইনসান কি মনে করে যে, তা'কে বলাহীনভাবে ধূলা  
ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۚ

৩৮। সে কি (এক সময়ে) এমন গুরু-বীর্যের বিদু ছিল না  
যাহা (মাতৃগর্ভে) নিষ্কণ্ড হয়?

أَلَمْ يَكُن لَّهُ نَفْثَةٌ مِّن مِّمِّي تُمْنِي ۚ

৩৯। অতঃপর উহা এক আঁঠাল জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত  
হয়, তৎপর (উহাকে) তিনি আকৃতি দান করেন, অতঃপর তিনি  
(উহাকে) পরিপূর্ণতা দান করেন।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَتُهُ فُخْرًا ۚ

৪০। অতঃপর তিনি উহা হইতে জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি  
করেন— নর ও নারী।

فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّكَوٰةَ وَالْأُنثَىٰ ۚ

২  
[৪০]  
১৮

৪১। তথাপি কি এইরূপ এক অস্তিত্ববান (আল্লাহ্) মৃতকে  
জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُم بَشَرٌ مِّثْلِي ۚ



سُورَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ (৭৬)

৭৬-সূরা আদ দাহর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬২ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। অবশ্যই ইনসানের উপর মহাকাল প্রবাহের মধ্য হইতে এমন বিশেষ এক সময় আসিয়াছিল যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না ।

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُنُوزًا ②

৩। নিশ্চয় আমরা ইনসানকে (বিভিন্ন শক্তি) মিশ্রিত সৃষ্টি-বীর্ষ হইতে সৃষ্টি করিয়াছি যেন আমরা তাহাকে পরীক্ষা করিতে পারি; অতঃপর আমরা তাহাকে সম্যক প্রবণকারী এবং দর্শনকারী করিয়াছি ।

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَيْعًا بَصِيرًا ③

৪। নিশ্চয় আমরা তাহাকে সঠিক পথ দেখাইয়াছি; হয় তো সে কৃতজ্ঞ হইবে, নয় তো সে অকৃতজ্ঞ হইবে ।

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كَفُورًا ④

৫। নিশ্চয় আমরা কাফেরদের জন্য শৃঙ্খল, গমার বেড়ী এবং প্রজ্জলিত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি ।

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ⑤

৬। নিশ্চয় নেক বান্দাগণ এমন পানপাত্র হইতে পান করিবে যাহার মধ্যে কপূরের সংমিশ্রণ থাকিবে—

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ جِزَاجُهَا كَأْفُورًا ⑥

৭। এমন একটি বরনার মাথা হইতে আল্লাহর বান্দাগণ পান করিবে, যাহাকে তাহার প্রচেষ্টা দ্বারা উত্তম প্রবাহে প্রবাহিত করিবে ।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ⑦

৮। তাহারা নিজেদের মানত পূর্ণ করে এবং সেই দিনকে ভয় করে যাহার অকল্যাণ সর্বব্যাপী বিস্তৃত হইয়া পড়িবে ।

يَوْمُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ⑧

৯। এবং তাহার তাঁহারই প্রেম মিসকীন, এতীম এবং বন্দীকে আহার করায়;

وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ⑨

১০। (এবং তাহাদিগকে বলে) 'আমরা তোমাদিগকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহার করাই, আমরা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও না ।

إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ لَكُمُ الثَّوَابَ وَلَا نُكْفِرُكُمْ ⑩

১১। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে (আসন্ন) ভ্রুকুঞ্জনকারী এবং মুখ বিকৃতকারী দিনকে ভয় স্থরি।

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غَمًّا مَقْظُورًا ①

১২। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে সেই দিনের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে প্রকৃত্ততা এবং আনন্দ দান করিবেন।

فَوَسِّعُ اللَّهُ شِرْكَكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرًا  
وَسُرُورًا ②

১৩। এবং যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে বিনিময়ে জামাত এবং রেশমী বস্ত্র দান করিবেন।

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ③

১৪। তাহারা তথায় পালংকের উপর হেলনা দিয়া বসিবে, তথায় তাহারা না প্রখর রৌদ্র অনুভব করিবে এবং না প্রচণ্ড শীত।

فَمُكِبِّنَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِكِ لَا تَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا  
وَلَا زَمْهَرِيرًا ④

১৫। এবং তাহাদের উপর উহার ছায়াসমূহ নিকট বিরাজমান থাকিবে, এবং উহাি প্রচ্ছবন্ধ ফনরাজি তাহাদের নাগালের আওতায় আনিয়া দেওয়া হইবে।

وَأَنبِيءٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ أَعْيُنُهُمْ كَذَلِكَ ⑤

১৬। এবং তাহাদের মধ্যে রৌপ্য-নির্মিত ডোজন-পাত্র এবং পান-পাত্র পরিবেশন করা হইবে যাহা কাঁচের (মত স্বচ্ছ) হইবে।

وَيُكَلِّفُ عَلَيْهِمْ بِأَنبِيءٍ مِنْ فَضَّةٍ وَأَلْوَابٍ كَانَتْ  
قَوَارِيرًا ⑥

১৭। ব্রহ্মলি কাঁচের (ন্যায় স্বচ্ছ) হইলেও (প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মলি) রৌপ্য নির্মিত হইবে, তাহারা যথাযথ পরিমাণে ব্রহ্মলি পরিমাপ করিবে।

قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ⑦

১৮। এবং তথায় তাহাদিগকে পান-পাত্র পরিবেশন করা হইবে যাহাতে যানজাবীল (আদা) সংমিশ্রিত থাকিবে,

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ⑧

১৯। উহার এক প্রভবণ থাকিবে যাহা 'সালসাবীল' নামে অভিহিত হইবে।

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ⑨

২০। এবং তাহাদের মধ্যে পরিবেশন করিবে চির-কিশোরগণ, যখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে তখন তুমি তাহাদিগকে মনে করিবে যেন তাহারা বিক্ষিপ্ত মস্তুরাজি।

وَيُظْرَبُونَ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُعْتَدُونَ ⑩ إِذَا رَأَيْتَهُمْ  
حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنشُورًا ⑪

২১। এবং যখন তুমি অবলোকন করিবে, সেখানে তুমি এক মহা নেয়ামত এবং বিশাল রাজ্য অবলোকন করিবে।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمْرًا رَأَيْتَ عُيُنًا وَمُلَكًا مَكِينًا ⑫

২২। তাহাদের উপর সব্জ বর্ণের চিকণ রেশমী এবং ঘন রেশমী পোষাক থাকিবে এবং তাহাদিগকে রৌপ্য নির্মিত কংকণ

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا ⑬

দ্বারা অলংকৃত করা হইবে, এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পবিত্র পানীয় পান করাইবেন ।

২৩ । (তাহাদিগকে বলা হইবে) ইহাই হইল তোমাদের জন্য পুরস্কার, বস্তুতঃ তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কদর করা হইয়াছে ।

২৪ । নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি কুরআন ক্রমে ক্রমে নাযেল করিয়াছি ।

২৫ । সূত্রায় তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং তাহাদের মধ্যে কোন পাপাচারী অথবা অস্বীকারকারীকে অনুসরণ করিও না,

২৬ । এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর,

২৭ । এবং রাত্রিও তাঁহার উদ্দেশ্যে সেত্ৰদা কর এবং দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তাঁহার তসবীহ করিতে থাক ।

২৮ । নিশ্চয় এই সকল লোক সত্তর-নভা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং তাহাদের পরবর্তী কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে ।

২৯ । আমরাই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদের গঠনকে মযবুত করিয়াছি এবং যখন আমরা ইচ্ছা করিব তখন তাহাদের অনুক্রম জাতিকে তাহাদের স্থলে দাঁড় করাইব ।

৩০ । নিশ্চয় ইহা এক উপদেশ-বানী । অতএব যাহার ইচ্ছা নিজ প্রতিপালক অভিমুখী পথ অবলম্বন করুক ।

৩১ । বস্তুতঃ তোমরা কিছুই চাহিতে পার না কিন্তু কেবল উহাই যাহা আল্লাহ চাহিবেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

৩২ । তিনি নিজ রহমতে যাহাকে চাহেন প্রবিষ্ট করেন এবং যানেমদের বিষয়—তাহাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন যন্তপাদায়ক আযাব ।

أَسَاوِرِينَ فَصَاةٍ وَسَقَمَهُمْ رُبُهُمْ شَرَابًا كَهْوَرًا ﴿٢٣﴾

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٤﴾

إِنَّا نُنزِّلُ الْقُرْآنَ عَلَيْكَ تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾

تَأْمُرُ بِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِغْ مِنْهُمْ إِشْرًا أَوْ كُفُورًا ﴿٢٦﴾

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٧﴾

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٨﴾

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَآءَهُمْ يَوْمًا نَقِيلًا ﴿٢٩﴾

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذْ آتَيْنَا بَدَلًا لَنَا أَمْثَلَهُمْ تَبَدُّلًا ﴿٣٠﴾

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ ؕ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُخَدِّ إِلَىٰ رَبِّهِ يُسَبِّحْ ﴿٣١﴾

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٢﴾

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٣﴾

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ (٤٤)

সূরা আল্ মূরসালাত ৭৭

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫১ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
২। কসম কন্যাগণ । সম্প্রসারণের। নিমিত্তে প্রেরিতগণের	وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ②
৩। অতঃপর অতি দ্রুতগতিতে ধাবমানদের কসম,	فَالْعَاقِبَاتِ عَصْفًا ③
৪। এবং (সত্যকে) ব্যাপকভাবে বিস্তারকারীগণের (কসম),	وَالنَّشَارَاتِ كُنُفًا ④
৫। অতঃপর (ডাল ও মন্দের মধ্যে) পূর্ণরূপে পার্থক্যকারীদের (কসম);	فَالْفُورَاتِ قُرْفًا ⑤
৬। এবং উপদেশ-বাণীকে (দেশে-দেশে) উপস্থাপনকারীগণের (কসম);	فَالْمُغَبِّاتِ ذُكُرًا ⑥
৭। ওজর-আঁপত্তি স্বপ্নের জন্য অথবা সতকীকরণের জন্য,	عَذْرًا أَوْ تَذَرًا ⑦
৮। নিশ্চয় যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে উহা পূর্ণ হইবেই ।	إِنَّمَا تَعْعَدُونَ كُنَافًا ⑧
৯। অতএব যখন নক্ষত্ররাজি জ্যোতিহীন হইয়া পড়িবে,	فَأَيُّ الشُّجُورِ طَبِيتُ ⑨
১০। এবং যখন আকাশকে বিদীর্ণ করা হইবে,	وَإِذَا السَّمَاءُ كُفِّرَتْ ⑩
১১। এবং যখন পর্বতমালাকে (খলিকণার ন্যায়) উড়াইয়া দেওয়া হইবে,	وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ ⑪
১২। এবং যখন রসূজগণকে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করা হইবে—	وَإِذَا الرُّسُلُ أُنزِلَتْ ⑫
১৩। এইগুলি কোন দিনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে ?	إِلَّا فِي يَوْمٍ أُخِّلَتْ ⑬
১৪। এক ফয়সালায় দিনের জন্য ।	لِيَوْمِ الْقَضِيِّ ⑭

১৫। এবং কিঃস তোমাকে ক্ষয়সানার দিন সম্বন্ধে অবহিত করিবে—

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفُصْلِ ۝

১৬। এবং সেইদিন ধ্বংস (সতাকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

وَلَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

১৭। আমরা কি পূর্ববর্তীগণকে ধ্বংস করি নাই ?

أَلَمْ نُطَلِّكِ الْأَوْلِيْنَ ۝

১৮। অতঃপর আমরা পরবর্তীগণকে অবশ্যই তাহাদের অনুগমন করাইব।

فَتُؤْتِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۝

১৯। এইভাবেই আমরা অপরাধীদের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকি।

كَذَلِكَ نَفْعِلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝

২০। সেইদিন ধ্বংস (সতাকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

وَلَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

২১। আমরা কি তোমাদিগকে এক তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই ?

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝

২২। অতঃপর উহাকে আমরা এক সুরক্ষিত অবস্থান-স্থলে (মাতৃগর্ভে) রাখিলাম,

فَجَعَلْنَاهُ فِي كَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

২৩। এক পরিমিত মেয়াদ পর্যন্ত।

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝

২৪। এইরূপে আমরা এক পরিমাপ নিরূপণ করিলাম, এবং আমরা কিরূপ উত্তম পরিমাপ নিরূপণকারী !

فَقَدَرْنَا لَكُمْ فَتَعْمَرَ الْقُدْرُونَ ۝

২৫। সেইদিন ধ্বংস (সতাকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

وَلَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

২৬। আমরা কি গৃথিবীটি ধারণকারী করিয়া সৃষ্টি করি নাই—

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝

২৭। জীবিতগণকে এবং মৃতগণকে ?

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۝

২৮। এবং আমরা উহাতে অত্যুচ্চ পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে স্মিষ্ট পানি পান করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاقِي شَجَرٍ يَّسْرِ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءً  
فُرَاتًا ۝

২৯। সেইদিন ধ্বংস (সতাকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য !

وَلَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

৩০। (তাহাদিসকে আদেশ করা হইবে :) 'এখন তোমরা উহার দিকেই যাও যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে,

إِنظِرُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿٣٠﴾

৩১। হাঁ, তোমরা সেই ছায়ার দিকেই যাও যাহা ত্রিশাখা বিশিষ্ট,

إِنظِرُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شَعَبٍ ﴿٣١﴾

৩২। উহা ছায়াও দেয় না বা অগ্নিশিখার উত্তাপ হইতে রক্ষাও করে না,

لَا ظِلِّيلٌ وَلَا نُغْيِيزٌ وَمِنَ اللَّهَبِ ﴿٣٢﴾

৩৩। ইহা (প্রকাণ্ড) দুর্গের মত অগ্নিস্কুলির নিক্ৰেপ করে,

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّهَا الْفَصْرَ ﴿٣٣﴾

৩৪। যেন সেগুলি হরিষর্পের উষ্ট্রসমূহ।

كَأَنَّهُ جُنُودٌ صَفْرٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

وَيَوْمَ يُرْمَى الَّذِينَ كَذَبُوا ﴿٣٥﴾

৩৬। ইহাই সেইদিন যখন তাহারা কথা বলিতে পারিবে না,

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং তাহাদিসকে অনুমতি দেওয়া হইবে না, যাহাতে তাহারা ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করিতে পারে।

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। সেই দিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

وَيَوْمَ يُرْمَى الَّذِينَ كَذَبُوا ﴿٣٨﴾

৩৯। ইহাই রুহসালার দিন। আমরা তোমাদিসকে একত্রিত করিয়াছি এবং পূর্ববর্তাদিসকেও;

هَذَا يَوْمُ الْقِسْفِ جَعَلْنَاكَ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। যদি তোমাদের নিকট কোন কৌশল থাকে তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধে কৌশল কর।

إِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ﴿٤٠﴾

৪১। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

وَيَوْمَ يُرْمَى الَّذِينَ كَذَبُوا ﴿٤١﴾

৪২। নিশ্চয় মৃত্যুকৌশল ছায়া ও ঝরপাসমূহের মধ্যে অবস্থান করিবে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ الْعُيُونِ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং ফলরাজির মধ্যে, যাহা তাহারা চাহিবে।

وَقَرَاةٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। (তাহাদিসকে বন্যা হইবে) 'তোমরা যে কর্ম করিতে উহার বিনিময়ে তৃপ্তি সহকারে খাও এবং পান কর—

ثُمَّ وَأَسْمُوا هِيَ تَابًا كُنْتُمْ تَكْسُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণকে এইভাবে আমরা প্রতিদান  
দিয়া থাকি।

إِنَّا لَنَدْرِكُكَ تَجَزَى الْمُحْسِنِينَ ۝

৪৬। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া  
প্রত্যাহ্বানকারীদের জন্য!

وَيَوْمَ يَوْمِي لَتَكْفُرُنَّ ۝

৪৭। (হে সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাহ্বানকারীগণ!) তোমরা  
(এই পৃথিবী জীবনে) আহা কর এবং কিছুক্ষণের জন্য  
সুখ-সভোগ কর; নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।

هُؤُورًا وَسَمْعًا فَلْيَلَا إِلِكُمْ فَجُرُومُونَ ۝

৪৮। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া  
প্রত্যাহ্বানকারীদের জন্য!

وَيَوْمَ يَوْمِي لَتَكْفُرُنَّ ۝

৪৯। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা (আল্লাহর  
সম্মুখে) বিনত হও।' তখন তাহারা বিনত হয় না।

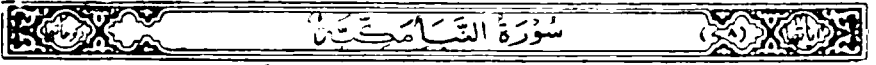
فَأَدَّأبِيلُ لَهُمْ أَنْ كَفَرُوا إِلَّا يَرْكُمُونَ ۝

৫০। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া  
প্রত্যাহ্বানকারীদের জন্য!

وَيَوْمَ يَوْمِي لَتَكْفُرُنَّ ۝

৫১। সুতরাং ইহার পরে তাহারা কোন কথার উপর ঈমান  
আনিবে?

فِي نِيَابِي حَتَّىٰ بَعْدَهُ لِيُؤْمِنُوا ۝



৭৮- সূরা আন্ নাবা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪১ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

৩০তম পাতা

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। কোন্ বিষয়ে তাহারা একে অপরকে জিত্তাসবাদ করিতেছে ?

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ②

৩। মহা সংবাদ সম্বন্ধে ।

عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ ③

৪। যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করে ।

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ④

৫। কখনও নহে, তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে ।

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ⑤

৬। পুনরায় (বলিতেছি) কখনও নহে, তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে ।

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ⑥

৭। আমরা কি করি নাই পৃথিবীকে শয্যা স্বরূপ,

الَّذِي جَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهْدًا ⑦

৮। এবং পর্বতগুলিকে কৌলক স্বরূপ ?

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ⑧

৯। এবং আমরা তোমাদিগকে জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি,

وَعَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ⑨

১০। এবং তোমাদের নিদ্রাকে আমরা আরামের কারণ করিয়াছি,

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ⑩

১১। এবং রাত্তিকে করিয়াছি আবরণ স্বরূপ,

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ⑪

১২। এবং দিবসকে করিয়াছি জীবিকা আহরণের উপায় স্বরূপ,

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ⑫

১৩। এবং আমরা তোমাদের উর্ধ্বদেশে সাতটি মঘবৃত্ত (আকাশ) বানাইয়াছি,

وَبَيْنَنَا سَبْعُ سَمَاوَاتٍ ⑬

১৪। এবং আমরা সৃষ্টি করিয়াছি (সূর্যকে) এক সমৃদ্ধল প্রদীপ স্বরূপ ।

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَقَهَاجًا ⑭

১৫। এবং আমরা নিংড়ানো ঘনীভূত মেঘমালা হইতে মুমলধারে সৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছি,

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْرُوبِ مَاءً مُّجْتَبًا ⑮



১৬। যেন আমরা উৎপন্ন করি উহা দ্বারা শস্য দানা এবং শাক-সব্জি,

لُئَلَّخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝

১৭। এবং ঘনবিনাস্ত বাগানসমূহ।

وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۝

১৮। নিশ্চয় ফয়সালার দিন নির্দিষ্ট আছে।

إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝

১৯। সেদিন যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন তোমরা দলে দলে আসিবে।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝

২০। এবং আকাশকে উন্মুক্ত করা হইবে, ফলে উহা বহু দ্বারে বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

وَنُفِخَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝

২১। এবং পর্বতসমূহকে বিচলিত করা হইবে, ফলে এগুলি মরীচিকায় পরিণত হইবে।

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

২২। নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পাতিয়া আছে,

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝

২৩। বিদ্রোহপরায়ণদের জন্য একটি প্রত্যাবর্তনস্থল।

لِلظَّالِمِينَ مَا يَأْتِي ۝

২৪। উহারা সেখায় যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে।

لِيُشِيرَ فِيهَا أَعْيَابُهُمْ ۝

২৫। তথায় তাহারা না শীতনতা আশ্বাদন করিবে এবং না পানীয়,

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝

২৬। কেবল ফুটন্ত পানি এবং দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ, অসহনীয় ঠাণ্ডা পানি ব্যতিরেকে—

رِلَاحِيْنًا وَعَسَاءًا ۝

২৭। ইহা হইবে উপযুক্ত প্রতিদান,

جَزَاءٌ وَفَاءًا ۝

২৮। নিশ্চয় তাহারা হিসাবকে ভুল করিত না,

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝

২৯। এবং আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিত।

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا ۝

৩০। এবং আমরা সব কিছুই এক কিতাবে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি।

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝

৩১। অতএব তোমরা (আযাবের) স্বাদ গ্রহণ কর, আমরা তোমাদিগকে শাস্তি ব্যতিরেকে আদৌ কিছুতে বর্জিত করিব না।

بِعَمَلِكُمْ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝

৩২। নিশ্চয় মুণ্ডাকীগণের জন্য অবধারিত আছে সফলতা—

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝

৩৩। প্রাচীর-ঘেরা বাগানসমূহ এবং দ্রাক্ষাসমূহ,

حَدَائِقٍ وَأَعْنَابٍ

৩৪। এবং সমবয়স্কা যুবতীগণ,

وَكَوَاعِبَ أَمْرًاؤُنَّ

৩৫। এবং কানায় কানায় পূর্ণ পান-পাত্রসমূহ।

وَكَأْسًا بِهَاقَائِلٌ

৩৬। সেখানে তাহারা না কোন রুখা কথা শুনিবে এবং না কোন মিথ্যা কথা,

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا بَآءٌ

৩৭। প্রতিদান স্বরূপ, যথোপযুক্ত পুরস্কার তোমার প্রতিপালকের সম্মিধান হইতে—

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا

৩৮। যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং ঐতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের প্রতিপালক, অযাচিত-অসীম দাতা; তাহার উদ্দেশ্যে কিছু বলার ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে না।

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ  
لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا

৩৯। সেদিন যখন পূর্ণ আশ্বা এবং সকল ফিরিশতা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে, তাহারা কোন কথা বলিবে না, কেবল মাত্র সে বাতীত যাহাকে রহমান আলাহ অনুমতি দিবেন, এবং সে সঠিক কথাই বলিবে।

يَوْمَ يَقُومُ الزُّوْجُ وَالنَّبِيَّةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ  
اِلَّا مَن اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

৪০। সেইদিনটি সূনিশ্চিত। সুতরাং যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল গ্রহণ করুক।

ذٰلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ مَن شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ

৪১। নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে অতি নিকটবর্তী আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছি— যেদিন মানুষ উহা প্রত্যক্ষ করিবে যাহা তাহার হস্তদ্বয় অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এবং অস্বীকারকারী বলিবে, ‘হায়! যদি আমি পূর্বেই মাটি হইতাম।

مَا تَابًا  
اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا هٗ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ  
مَآ قَدَّمَتْ يَدُوْهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يَلْبَسُوْا لَنْتُ رُؤٰبًا

سُورَةُ التَّارَاغَاتِ مَكِّيَّةٌ

৭৯- সূরা আন্ নাযে'আত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৭ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

- ১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- ২ । কসম তাহাদের যাহারা (লোকদিগকে সত্যের দিকে) পূণ মনযোগের সহিত আকর্ষণ করে, وَالشَّرِيعَةِ عَرَفًا
- ৩ । এবং (কসম) তাহাদের যাহারা (তাহাদের) প্রতিসমূহকে দৃঢ়ভাবে বাঁধে, وَالنُّطْقِ نَشْطًا
- ৪ । এবং (কসম) তাহাদের যাহারা ত্বরিত গতিতে সস্তরগ করে, وَالشَّيْخِ سَبًّا
- ৫ । অতঃপর তাহারা প্রতিযোগিতায় দ্রুত বেগে অগ্র চলিয়া যায়, فَالشِّيفَةِ سَبًّا
- ৬ । অতঃপর তাহারা (উঃমক্কে) কাযাবনী পরিচালনা করে, فَالْمَدْبَرَةِ أَمْرًا
- ৭ । যোদিন কম্পনশীল পৃথিবী কম্পমান হইবে, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ
- ৮ । (এবং) আর একটি পশ্চাদ্‌বর্তী (কম্পন) উহার অনুসরণ করিবে । تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ
- ৯ । সেই দিন অন্তরসমূহ ডয়ে কম্পমান হইবে, قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ
- ১০ । (এবং) তাহাদের চক্ষুঃগুলি অবনত থাকিবে । أَبْصَارًا خَائِبَةٌ
- ১১ । তাহারা বলে, 'আমাদিগকে কি পূর্বাভাসায় ফিরাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে ? يَعْقُوبُونَ ۚ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاغِرَةِ
- ১২ । কী ! যখন আমরা পচা-গলা অস্থিপূঞ্জ হইয়া যাইব তখনও ?' إِذَا كُنَّا عِظَامًا تَجْرَعَةً
- ১৩ । তাহারা বলে, 'তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিজনক প্রত্যাবর্তন হইবে ।' فَأَنَّا نِلْنَاكَ إِذَا كَرَّةٌ خَائِبَةٌ
- ১৪ । ইহাতো কেবল একটি ধমক্‌স্বর, وَأَنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ

১৫। তখন দেখ! অকসমাৎ তাহারা এক প্রশস্ত ময়দানে উপনীত হইবে।

وَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

১৬। তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌছিয়াছে ?

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝

১৭। যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে ‘তুওয়্যার’ পবিত্র উপত্যকায় ডাকিয়াছিলেন,

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

১৮। (এবং নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ) ‘তুমি ফেরাউনের নিকট যাও; কেননা সে বিদ্রোহ করিয়াছে,

إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝

১৯। অতঃপর বল, তোমার কি ইচ্ছা আছে যে তুমি পবিত্র হও ?

قُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزُولَ ۝

২০। এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করি যাহাতে তুমি (তাহাকে) ভয় করিয়া চল ?

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۝

২১। সূতরাং সে তাহাকে এক বড় নির্দশন দেখাইল।

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۝

২২। কিন্তু সে (তাহাকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং অব্যথা করিল,

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝

২৩। অতঃপর সে (কু-মতলব আঁটার) চেষ্টা করতঃ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল,

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْفَهُ ۝

২৪। এবং সে (লোকদিগকে) সমবেত করিল এবং ঘোষণা করিল,

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۝

২৫। অতঃপর সে বলিল, ‘আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।’

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۝

২৬। সূতরাং আলাহ তাহাকে পরকাল এবং ইহকালের আযাবে ধৃত করিলেন।

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَجْحَةِ وَالْأُولَىٰ ۝

২৭।

নিশ্চয় যে (আলাহকে) ভয় করিয়া চল তাহার জন্য এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে।

بَلْ لَئِنْ فِي ذَٰلِكَ لَوَبْرَةٌ لِّمَن يَخْشَىٰ ۝

২৮। সৃষ্টিতে কি তোমরা কঠিনতর,না আকাশ যাহাকে তিনি বানাইয়াছেন ?

أَمْ أَنْتُمْ أَمْكُ خَلْقًا أَمْ السَّمَاوَاتُ بَنِيهَا ۝

২৯। তিনিই উহার উচ্চতাকে সম্মত করিয়াছেন, এবং উহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন।

رَفَعَ سَنَامَهَا فَسَوَّاهَا ۝

৩০। এবং উহার রাগকে অক্ষবনরাম্বন করিয়াছেন এবং উহার প্রাতঃকালীন আলো প্রকাশ করিয়াছেন,

وَأَغْطَسَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَمَانَهَا ۝

৩১। এবং ইহার পর পৃথিবীকে তিনি বিস্তৃত  
করিয়াছেন।

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣١﴾

৩২। তিনিই উহা হইতে উহার পানি এবং গবাদিপশু চারণের  
তৃপ-নতা উদ্গত করিয়াছেন,

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তিনিই উহাতে পর্বতগুলিকে সংস্থাপন  
করিয়াছেন।

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٣﴾

৩৪। (এই সব কিছু) তোমাদের জন্য এবং তোমাদের  
চতুষ্পদ জন্তুদের জন্য সন্তোষের সামগ্রী স্বরূপ।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٤﴾

৩৫। অতঃপর যখন মহা প্রলয় উপস্থিত হইবে,

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْعُكْبُرَى ﴿٣٥﴾

৩৬। যেদিন মানুষ সব কিছু সম্বরণ করিবে যাহা সে চেষ্টা  
করিয়াছে,

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا كَسَبَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং জাহান্নামকে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে তাহার  
জনা যে দেশে।

وَيُزَيَّرُ الْجَهَنَّمَ لَمَنْ بَرَى ﴿٣٧﴾

৩৮। সূত্রাং যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করে,

فَأَنَّا مَنْ ظَلَمَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং এই দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়,

وَأَفْرَأَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٩﴾

৪০। পরিণামে নিশ্চয় জাহান্নামই হইবে (তাহার)  
আবাসস্থল।

فَأَنَّ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤٠﴾

৪১। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের  
মকাম-মর্যাদাকে ভঙ্গ করে এবং স্বীয় আত্মাকে নীচ  
কামনা-বাসনা হইতে নিরত্ত রাখে,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ  
الْمُتَّبَىٰ ﴿٤١﴾

৪২। পরিণামে নিশ্চয় জান্নাতই হইবে (তাহার)  
প্রাবাসস্থল,

فَأَنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤٢﴾

৪৩। তাহারা তোমাকে কিয়ামত সঙ্কল্পে জিজ্ঞাসা কার, 'কখন  
ইহা সংঘটিত হইবে ?'

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٣﴾

৪৪। উহার (আগমনের) আলোচনার সহিত তোমার কি সম্পর্ক ?

فِيمَا أَنْتَ مِنْ فَضْلِهَا ۝

৪৫। তোমার প্রতিপালকের নিকটই উহার চূড়ান্ত (জানের) সীমা।

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰ ۝

৪৬। তুমি কেবল সেই ব্যক্তির জন্য সতর্ককারী যে উহাকে ডয় করে।

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ فَضْلِهَا ۝

৪৭। যেদিন তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যেন তাহারা কেবল এক সজ্জা বা উহার এক প্রভাত (এই পৃথিবীতে) অবস্থান করিয়াছে।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوِ  
بُحُورًا ۝

## سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

### ৮০ সূরা আবাসা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৩ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

- |  |   |
|--|---|
| ১ । আল্লাহর নামে, যিনি অশাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।               | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ |
| ২ । সে জ্বকৃষ্ণিত করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল,                         | عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝                     |
| ৩ । এই জন্য যে, অন্ধ লোকটি তাহার নিকট আসিল;                          | أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝                |
| ৪ । এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, সে হয়তো পবিত্রতা অবলম্বন করিবে, | وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّه يَزِيدُ ۝      |
| ৫ । অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং এই উপদেশ তাহার উপকারে আসিবে ?      | أَوْ يَذُكَّ مَسْتَفْتَىٰ ۝             |
| ৬ । (ইহা কিরূপে হইতে পারে যে,) যে ব্যক্তি (সতাকে) উপেক্ষা করে,       | أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۝               |
| ৭ । তুমি তাহার প্রতি অভিনিবিষ্ট হইবে—                                | فَأَن تَكُ تَصْدَىٰ ۝                   |
| ৮ । অথচ সে পবিত্রতা অবলম্বন না করিলে তোমার উপর কোন দোষ বর্তায় না—   | وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزِلَّ ۝         |
| ৯ । কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার নিকট দৌড়িয়া আসে,                       | وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۝         |
| ১০ । এবং সে (আল্লাহকে) ভয় করে,                                      | وَهُوَ يَخْشَىٰ ۝                       |
| ১১ । কিন্তু তুমি তাহাকে অবহেলা কর,                                   | فَأَن تَعَنْهُ تَالِئَىٰ ۝              |
| ১২ । কখনই নহে, নিশ্চয় ইহা এক উপদেশবানী—                             | كَلَّا إِنَّمَا تَذَكَّرُ ۝             |
| ১৩ । অতএব যাহার ইচ্ছা ইহাকে স্মরণ করুক—                              | فَمَن شَاءَ ذَكَرْهُ ۝                  |
| ১৪ । ইহা সম্মানিত কিতাবসমূহের মধ্যে (উল্লিখিত) আছে;                  | فِي صُفْحٍ مَّنكُرَةٍ ۝                 |
| ১৫ । যাহা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, অতি পবিত্র,                           | مَرْفُوعٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝                |
| ১৬ । লেখকগণের হস্তে,   | بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝                    |

১৭। যাহারা সপ্রাণ, পূণ্যবান।

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝

১৮। মানুষের জন্য পরিতাপ! সে কতই না অকৃতজ্ঞ!

قَتِيلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرَهُ ۝

১৯। (সে কি চিন্তা করে না) তিনি তাহাকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝

২০। এক তুক্র-বিন্দু হইতে! তিনি তাহাকে সৃষ্টি করেন এবং পরিমিতভাবে সুগঠিত করেন;

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۝

২১। অতঃপর তিনি পথকে তাহার জন্য সহজ করেন,

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝

২২। অতঃপর তিনি তাহাকে মুক্ত্য দান করেন এবং তাহাকে কবর দেন;

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝

২৩। অতঃপর যখন তিনি চাহিবেন, তিনি তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন।

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝

২৪। কখনই নহে, তিনি তাহাকে যে আদেশ দান করিয়াছেন উহা সে এ যাবৎ সম্পন্ন করে নাই।

كَلَّا لَنَأْتِيَنَّكَ بِمَا أَمَرْتَهُ ۝

২৫। অতঃপর মানুষকে তাহার নিজের ঋণদার দিকে লক্ষ্য করা উচিত;

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝

২৬। কিভাবে আমরা পানি বর্ষণ করি— প্রচুর বর্ষণে

إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا ۝

২৭। অতঃপর আমরা ভূমিকে বিদীর্ণ করি—যথাযথভাবে বিদীর্ণ,

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَاقًا ۝

২৮। অতঃপর আমরা উৎপন্ন করি উহাতে শস্য দানা,

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝

২৯। এবং আঙ্গুর এবং শাক-সব্জি,

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝

৩০। এবং যাম্বুত্ন (জলপাই) ও খর্জুর;

وَرَبِيعًا وَنَخْلًا ۝

৩১। এবং প্রাচীর ঘেরা ঘন বাগানসমূহ,

وَحَدَائِقٍ غَنَابًا ۝

৩২। এবং ফল-ফলাদি ও তৃণ-লতা,

وَفَاكِهَةٍ وَأَنْبَاثًا ۝

৩৩। (এইসব কিছু) তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের জন্য সন্ধ্যোগের সামগ্রী স্বরূপ।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

৩৪। কিন্তু যখন কর্ণ বিদারী বিকট ধ্বনি আসিবে,

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ ۝



৩৫। সেদিন মানুষ পনায়ন করিবে তাহার দ্রাভা হইতেও,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝

৩৬। এবং তাহার মাতা ও তাহার পিতা হইতেও;

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝

৩৭। এবং তাহার স্ত্রী ও তাহার পুত্রগণ হইতেও,

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝

৩৮। সেদিন তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন হইবে যে, উহা তাহাকে অন্যদের সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিবে।

لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهَا ۝

৩৯। সেদিন কতক মুশমশুন উজ্জ্বল হইবে,

وَجُودٌ يُؤْمِنُهَا مُسُورَةٌ ۝

৪০। হাস্যোজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল।

صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝

৪১। এবং সেদিন কতক মুশমশুন হইবে ধূলি-ধূসরিত,

وَوَجُودٌ يُؤْمِنُهَا عَلَيْهِمْ غَبِيبَةٌ ۝

৪২। উহাদিগকে কালিমা আচ্ছাদিত করিয়া নাইবে।

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝

৪৩। ইহারাই হইবে কাফের, দুকৃতিপরায়ণ।

يَوْمَ أُولَئِكَ لَهُمُ الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ ۝

سُورَةُ الشُّكْرِ مَكِّيَّةٌ (Al)

৮১ সূরা আত্ তাকভীর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

- |  |  |
|--|--|
| <p>১। আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।</p>              | <p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝</p> |
| <p>২। যখন সূর্যকে আরত করা হইবে,</p>                                      | <p>وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝</p>           |
| <p>৩। এবং যখন নক্ষত্ররাজি নিপ্লাভ হইবে,</p>                              | <p>وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝</p>        |
| <p>৪। এবং যখন পর্বতসমূহকে চালিত করা হইবে,</p>                            | <p>وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝</p>          |
| <p>৫। এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলি বেকার পরিত্যক্ত হইবে,</p>        | <p>وَإِذَا الْبُيُوتُ تَعْتَثَتْ ۝</p>         |
| <p>৬। এবং যখন বনাজ্জগুনিকে সমবেত করা হইবে,</p>                           | <p>وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝</p>           |
| <p>৭। এবং যখন নদীসমূহকে শুকাইয়া দেওয়া হইবে,</p>                        | <p>وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝</p>          |
| <p>৮। এবং যখন (বিভিন্ন জাতির) লোকদিগকে একত্রিত করা হইবে,</p>             | <p>وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝</p>          |
| <p>৯। এবং যখন জীবন্ত সমাধিস্থ বাণিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে—</p>     | <p>وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝</p>       |
| <p>১০। কি অপরাধে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে?—</p>                          | <p>بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝</p>               |
| <p>১১। এবং যখন পুস্তক-পুস্তিকা (বাপকভাবে) বিস্তৃত করা হইবে,</p>          | <p>وَإِذَا الصُّحُفُ نُتِرَتْ ۝</p>            |
| <p>১২। এবং যখন আকাশের আবরণ তুলিয়া ফেলা হইবে,</p>                        | <p>وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝</p>           |
| <p>১৩। এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হইবে,</p>                     | <p>وَإِذَا الْجَهَنَّمَ سُورَتْ ۝</p>          |
| <p>১৪। এবং যখন জাহান্নামকে নিকটবর্তী করা হইবে,</p>                       | <p>وَإِذَا الْجَهَنَّمُ أُزْلِفَتْ ۝</p>       |
| <p>১৫। তখন প্রত্যেক আত্মা যাহা সে হাযির করিয়াছে উহা জানিতে পারিবে ।</p> | <p>عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝</p>       |

১৬। এইরূপ নহে (যে রূপ তোমরা ধারণা করিতেছ) আমি শপথ করিতেছি (চলিতে চলিতে) পশ্চাদপসরণকারীদের,

فَلَا أَقْسِمُ بِالْغَيْبِ ۖ

১৭। যাহারা দ্রুতগতিতে সম্মুখে চলে এবং লুকাইয়া পড়ে।

الْجَارِ الْكَاسِبِ ۖ

১৮। এবং রাত্রির শপথ যখন উহা শেষ প্রহরে পৌছে,

وَالْيَلِ إِذَا عَسَسَ ۖ

১৯। এবং প্রভাতের শপথ যখন উহা নিঃশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করে,

وَالضُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۖ

২০। নিশ্চয় ইহা এক সম্মানিত রসুলের (উপর অবতারণিত) বাণী

إِنَّكَ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ

২১। যে (রসুল) শক্তির অধিকারী এবং আরশের অধিপতির সম্মিথানে প্রতিষ্ঠিত,

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۖ

২২। অনুসরণ-যোগ্য, তদুপরি বিশ্বস্ত।

تَطَّاعٍ بِمَا أَمَرَ ۖ

২৩। এবং তোমাদের সঙ্গী উন্মাদ নহে।

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۖ

২৪। নিশ্চয় সে তাহাকে স্পষ্ট দিগন্তে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

وَلَقَدْ سَاءَ بِالْأَفْقِ الْبُعِينُ ۖ

২৫। সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কুপণ নহে।

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۖ

২৬। এবং ইহা বিভাঙিত শয়তানের কথা নহে।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۖ

২৭। তথাপি তোমরা কোথায় চলিয়াছ ?

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۖ

২৮। ইহা সকল জগতের জন্য এক উপদেশবানী বাতীত কিছু নহে—

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۖ

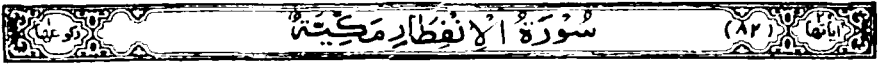
২৯। তাহার জন্য, যে তোমাদের মধ্য হইতে সরল-সুদৃঢ় পথে চলিতে চাহে।

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۖ

৩০। বস্তুতঃ তোমরা কিছুই চাহিতে পার না, যদি না সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ (উহা) চাহেন।

وَمَا تَسْأَلُونَ إِلَّا أَنْ يُسَاءَ اللَّهُ رَبِّ

عَالَمِينَ ۖ



## ৮২-সূরা আল্ ইনফিতার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২০ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- ২। যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে, إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ②
- ৩। যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ③
- ৪। এবং যখন সমুদ্রসমূহকে চিরিয়া প্রবাহিত করা হইবে (এবং পরস্পরকে মিলাইয়া দেওয়া হইবে), وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ④
- ৫। এবং যখন কবরসমূহকে উৎপাটিত করা হইবে, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ⑤
- ৬। তখন প্রত্যেক আত্মা জানিতে পারিবে, সে অগ্রে কি পাঠাইয়াছে এবং পশ্চাতে কি ছাড়িয়া আসিয়াছে । عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ⑥
- ৭। হে ইনসান ! তোমাকে তোমার পরম দাতা প্রতিপালক সম্বন্ধে কিসে প্রতারণিত করিয়াছে— يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ⑦
- ৮। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ ও সূঠাম করিয়াছেন, তৎপর তোমাকে যথার্থরূপে সূসমজস করিয়াছেন ? الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ⑧
- ৯। যে আকৃতিতে তিনি চাহিয়াছেন, তোমাকে গঠন করিয়াছেন । فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ⑨
- ১০। কখনও নহে (যে রূপ তোমরা ধারণা করিতেছ), বরং তোমরা বিচারকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছ । كَلَّا بَلْ لَعَلَّكُمْ بُرُونَ بِالذِّينِ ⑩
- ১১। এবং নিশ্চয় তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ নিযুক্ত আছে, وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحُفَظِينَ ⑪
- ১২। সম্মানিত লেখকগণ, كِرَامًا كَاتِبِينَ ⑫
- ১৩। তাহারা সবকিছু জানে যাহা তোমরা কর । يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ⑬
- ১৪। নিশ্চয় পূণ্যবানসগ্ন নেয়ামতের মধ্যে থাকিবে । إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ⑭

১৫ । এবং নিশ্চয় পাপাচারীরা জাহান্নামে থাকিবে;

وَأِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝

১৬ । তাহারা বিচার দিবসে উহাতে দক্ষ হইবে;

يُصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝

১৭ । তাহারা উহা হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না ।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝

১৮ । এবং তোমাকে কিসে জানাইবে যে, সেই বিচার দিবস কি !

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝

১৯ । পুনরায় বলি, তোমাকে কিসে জানাইবে যে, সেই বিচার দিবস কি !

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝

২০ । যেদিন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির আদৌ উপকার করিবার ক্ষমতা রাখিবে না, এবং সেদিন সকল আদেশের

يَوْمَ لَا تَنفَعُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ

অধিকার একমাত্র আল্লাহ্রই হইবে ।

لِأَمْرِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

سُورَةُ الطَّافِقِينَ مَكِّيَّةٌ (٨٣)

৮৩-সূরা আল্ মুতাফ্ফিন

ইহা মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৭ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
- ২। দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়; وَيَلِّدُ الطُّوفَانِ ۝
- ৩। যাহারা লোকদের নিকট হইতে যখন মাপিয়া গ্রহণ করে তখন পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে; الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝
- ৪। কিন্তু যখন তাহারা অনাকে মাপিয়া দেয় অথবা তাহাদিগকে ওজন করিয়া দেয় তখন কম করিয়া দেয় । وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُغْسِئُونَ ۝
- ৫। এই সকল লোক কি বিশ্বাস করে না যে, তাহাদিগকে পুনরুদ্বিত করা হইবে, أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝
- ৬। এক মহা (বিচার) দিবসের জন্য ? بِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
- ৭। যেদিন সকল মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সমীপে দণ্ডায়মান হইবে । يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
- ৮। কখনও নহে, নিশ্চয় দুষ্কৃতিপরায়ণদের আমল-নামা 'সিঙ্কীনে' থাকিবে । كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي نَجْدٍ ۝
- ৯। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে 'সিঙ্কীনে' কি ? وَمَا أَدْنَاكَ مَا سَجَدُ ۝
- ১০। উহা (আদি হইতে) এক লিখিত কিতাব । كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝
- ১১। সেদিন সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ وَيَلِّدُ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ ۝
- ১২। যাহারা বিচার দিবসকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে । الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝
- ১৩। বস্তুতঃ কেবল সীমিতক্রমকারী, চরম পাপিষ্ঠ ব্যতিরেকে কেহই ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না । وَمَا يَكْدِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝



২৯। এমন এক বরপার, যাহা হইতে নৈকটা-প্রাণগণ পান করিবে।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। নিশ্চয় যাহারা অপরাধ করিয়াছে, তাহারা তাহাদের সঙ্গে হাসি-বিদ্রূপ করিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে,

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا

৩১। এবং যখন তাহারা তাহাদের নিকট দিয়া যাতায়াত করিত, তখন তাহারা পরস্পর চোখ টিপা-টিপি করিত,

يَضْحَكُونَ ﴿٣٠﴾  
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং যখন তাহারা তাহাদের পরিবারবর্ষের নিকট প্রত্যাবর্তন করিত তখন উল্লাসের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিত,

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا إِلَيْهِمْ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং যখন তাহারা তাহাদিগকে দেখিত, তাহারা বলিত, ‘ইহারা নিশ্চয় বিপথগামী।’

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। অথচ তাহাদিগকে তাহাদের উপর সংরক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয় নাই।

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। সূতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা আজ কাফেরদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিবে,

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তাহারা সুসজ্জিত পালংকের উপর বসিয়া (চতুর্দিকে) অবলোকন করিবে।

عَلَىٰ الْأَرْبَابِكُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। (তাহারা একে অনেকে বলিবে) কাফেররা যাহা কিছু করিত তাহারা কি উহার পূর্ণ প্রতিফল পায় নাই ?

﴿٣٧﴾ هَلْ تُؤْتِيهِم الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٧﴾



سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ (۸۴)

৮৪-সূরা আল ইন্শিকাক

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৬ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

২। যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,

وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝

৩। এবং উহা নিজ প্রতিপালকের প্রতি কান পাতিয়া গুনিবে— বস্তুতঃ (ইহাই) উহার কর্তব্য নির্ধারণ করা হইয়াছে—

وَأَذِنتَ لَهَا وَحَقَّتْ ۝

৪। এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হইবে,

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝

৫। এবং মাহা কিছু ইহার মধ্যে আছে ইহা তাহা বাহির করিয়া দিবে এবং ইহা শূন্য হইয়া যাইবে,

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝

৬। এবং ইহা স্বীয় প্রতিপালকের জন্য কান পাতিবে—বস্তুতঃ (ইহাই) উহার কর্তব্য নির্ধারণ করা হইয়াছে—

وَأَذِنتَ لَهَا وَحَقَّتْ ۝

৭। হে ইনসান! নিশ্চয় তোমাকে তোমার প্রতিপালকের নিকট :পৌছিতে কঠোর সাধনা করিতে হইবে, অতঃপর তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে ।

يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا  
مُتْلُوقِهِ ۝

৮। অতএব যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে,

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝

৯। তাহার নিকট হইতে নিশ্চয়ই হিসাব গ্রহণ করা হইবে— সহজ হিসাব,

فَسَوْفَ يُمْسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝

১০। এবং সে নিজ পরিবারের নিকট উৎফুল্ল চিত্তে প্রত্যাবর্তন করিবে ।

وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا ۝

১১। কিন্তু যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার পশ্চাৎ দিকে দেওয়া হইবে,

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَّرَاءَ ظَهْرِهِ ۝

১২। সে শীঘ্রই ধ্বংসকে ডাকিবে,

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝

১৩। এবং প্রজ্বলিত আগুনে দক্ষ হইবে ।

وَيَضَعُ سَعِيرًا ۝

১৪। নিশ্চয় (ইতিপূর্বে) সে নিজ পরিবারের নিকট উৎফুল্ল  
চিত্তে ছিল।

إِنَّهُ كَانَ فِي آهْلِهِ مُسْرُورًا ۝

১৫। নিশ্চয় সে ভাবিয়াছিল যে, সে কখনও (আল্লাহর সমীপে)  
ফিরিয়া আসিবে না।

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَ ۝

১৬। হাঁ, নিশ্চয় তাহার প্রতিপালক তাহার সম্বন্ধে সর্বদ্রষ্টা  
ছিলেন।

بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝

১৭। কিন্তু নহে, আমি সজ্ঞা-গগনের লোহিত আভার কসম  
খাইতেছি,

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّقِيقِ ۝

১৮। এবং রাত্রির এবং উহার মাহাকে ইহা গুটাইয়া নয়,

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝

১৯। এবং চন্দ্রের যখন ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়,

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝

২০। নিশ্চয় তোমরা এক স্তর হইতে অন্য স্তরে আরোহণ  
করিয়া অগ্রসর হইবে।

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝

২১। সূতরাং তাহাদের কি হইয়াছে যে তাহারা ঈমান  
আনিতোছে না?

مَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

সেজদা-১৩

২২। এবং যখন তাহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়,  
তখন তাহারা সেজদা করে না,

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝

২৩। পক্ষান্তরে কাফেররা (কুরআনকে) মিথ্যা বলিয়া  
প্রত্যাখ্যান করে।

بَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بَلَىٰ كَيْدُ بُنُونَ ۝

২৪। এবং তাহারা (নিজেদের মনে) যাহা কিছু গোপন  
করিতেছে আল্লাহ্ উহা সর্বাধিক অবগত আছেন।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝

২৫। সূতরাং তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক অমাবের সংবাদ  
দাও—

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

১/৬

২৬। কেবল তাহারা বাতিরেকে যাহারা ঈমান আনে এবং  
সৎকর্ম করে, তাহাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান রহিয়াছে।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

بُخَيْرٌ مِّنْ مَّنُونٍ ۝

سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ

৮৫-সূরা আল্ বুরূজ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৩ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

২। কসম গ্রহ-নক্ষত্রের কল্পপথ-বিশিষ্ট আকাশের,

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝

৩। এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝

৪। এবং সাক্ষা দানকারীর এবং যাহার সম্বন্ধে সাক্ষা দান করা হইয়াছে তাহার,

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝

৫। ধ্বংস হইল পরিখাসমূহের অধিবাসীগণ—

قَوْلِ أَصْحَابِ الْأَحْزَابِ ۝

৬। ইচ্ছনপূর্ণ আশ্বনের (পরিখাসমূহ)—

النَّارِ ذَاتِ الْوُفُوءِ ۝

৭। যখন তাহারা উহার উপর উপবিষ্ট ছিল,

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝

৮। এবং তাহারা মো'মেনগণের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিল সে বিষয়ে তাহারা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল ।

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝

৯। এবং তাহারা মো'মেনদের সঙ্গে শুধু এই কারণে শত্রুতা পোষণ করিয়াছিল যে, তাহারা মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রশংসনীয় আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিয়াছিল,

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ

الْحَكِيمِ ۝

১০। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর আধিপত্য যাহার, বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর সাক্ষী ।

الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

১১। যাহারা মো'মেন পুরুষদিগকে এবং মো'মেন নারীদিগকে নির্যাতন করে এবং পরে তাহারা তওবা করে না, তাহাদের জন্য নিশ্চয় জাহান্নামের আযাব রহিয়াছে । এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে (হাদয়) দক্ষকারী আশ্বনের আযাব ।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لَمْ يَكُنْ

يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَرْشِ ۝

১২। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে এমন জাহান্নাসমূহ যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত আছে, বস্তুতঃ ইহাষ্ট মহাসফলতা ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝

১৩। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের 'পাকড়াও' অতি কঠোর।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝

১৪। নিশ্চয় তিনিই উদ্ভব করেন এবং তিনিই পুনরারূপিত করেন,

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِيهِ وَيُعيدُ ۝

১৫। এবং তিনিই অতীব ক্রমাশীল, স্নেহশীল,

وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝

১৬। আরশের অধিপতি, পরম মর্যাদাবান,

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝

১৭। তিনি যাহা চাহেন তাহাই করেন।

فَقَالَ لِمَ يُرِيدُ ۝

১৮। তোমার নিকট কি সৈন্য বাহিনীসমূহের রক্তাক্ত পৌছিয়াছে ?

هَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝

১৯। ফেরাউন ও সামুদের ?

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝

২০। নহে, বরং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে বন্ধপরিকর।

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝

২১। অথচ আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের পশ্চাদ্ধিক হইতে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُخِيطٌ ۝

২২। নহে, বরং ইহা অতি গৌরবময় কুরআন,

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝

[২৩] ২৩। যাহা সুরক্ষিত ফলকে রহিয়াছে।

مُحْفُوظٌ ۝

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ (٨٦)

৮৬ সূরা আত্ তারেক

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৮ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- ২। কসম আকাশের এবং শুকতারার— وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ②
- ৩। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিয়াছে যে শুকতারার কি ? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ③
- ৪। উহা অতীব উজ্জ্বল নক্ষত্র— النَّجْمِ الثَّاقِبِ ④
- ৫। এমন কোন আত্মা নাই যাহার উপর কোন হেফাজতকারী নাই । إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَنَأْمَلُهَا حَاطَةً ⑤
- ৬। সূতরাং ইনসানকে চিন্তা করা উচিত যে তাহাকে কি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে । فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ وَمِمَّ خُلِقَ ⑥
- ৭। তাহাকে সবেষে নির্গমনশীল পানি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে, خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ وَّافٍ ⑦
- ৮। যাহা মেরুদণ্ড এবং পত্ররাষ্টির মধ্য হইতে নির্গত হয় । يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ⑧
- ৯। নিশ্চয় তিনি উহাকে (জীবনকে) পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে ক্ষমতাবান; إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ⑨
- ১০। যেদিন ৩৩ রহস্যাবলী প্রকাশ করা হইবে, يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ⑩
- ১১। যাহার ফলে তাহার (নিজের উপর বিপদ অপসারণ করিবার) কোনই ক্ষমতা থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও হইবে না । فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ⑪
- ১২। পুনঃ পুনঃ বর্ষগণীর মেঘের কসম, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ⑫
- ১৩। এবং যমীনের কসম যাহা (ব্যরি বর্ষগণের পর অংকুরোদগমের কারণে) বিদীর্ণ হয় । وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ⑬

- ১৪ । নিশ্চয় ইহা (কুরআন) ফয়সালাকারী কানাম ।  
 إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ ۝
- ১৫ । এবং ইহা কোন অবান্তর কানাম নহে ।  
 وَمَا هُوَ بِأَهْزَلٍ ۝
- ১৬ । নিশ্চয় তাহারা মড়মস্ত করিবে—গভীর মড়মস্ত,  
 إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝
- ১৭ । এবং আমিও কৌশল করিব—উত্তম কৌশল ।  
 وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝
- ১৮ । সূত্রাং তুমি কাফেরদিগকে অবকাশ দাও । অবকাশ  
 [১৮] দাও তাহাদিগকে কিছু সময়ের জন্য ।  
 ۝ فَبِهِدِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهٰلَهُمْ دُوْنِهَا ۝

سُورَةُ الْأَعْلَى مَكِّيَّةٌ (٨٤)

৮৭-সূরা আল্ আ'লা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

- ১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অম্বাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞
- ২। তুমি তোমার মহামহিম প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, صَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۞
- ৩। যিনি (মানুষকে) সৃষ্টি করেন এবং (তাহাকে) পূর্ণাঙ্গ ও সৃষ্টাম করেন । الَّذِي عَلَّمَ كَلِمَاتٍ ۞
- ৪। এবং যিনি তাহার শক্তি-সামর্থ্য নিরূপণ করেন এবং তাহাকে (সধামর্থ) হেদায়াত দান করেন । وَالَّذِي كَلَّمَكَ الْغَافِقِينَ ۞
- ৫। এবং যিনি (পশু-চারণের জন্য) তুণ-রতা উদগত করেন, وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ۞
- ৬। অতঃপর উহাকে কৃষ্ণবর্ণ আরজ্‌নায় পরিণত করেন । فَجَعَلَهُ خَاقِيقًا ۞
- ৭। অবশ্যই আমরা তোমাকে (এই কুরআন) পাঠ করাইব এবং তুমি (ইহাকে) ভুলিবে না, سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ۞
- ৮। কেবল ইহা বাতীত যাহা আল্লাহ্‌ চাহিবেন, নিশ্চয় তিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য এবং যাহা গুপ্ত । إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۞
- ৯। এবং অবশ্যই আমরা তোমার জন্য সহজ পথকে সহজতর করিয়া দিব । وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ۞
- ১০। সূতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, যখন উপদেশ (মানুষের জন্য) লাভজনক হইয়া থাকে, فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ۞
- ১১। যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করিবে; سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى ۞
- ১২। কিন্তু যে একান্ত হতভাগ্য সে ইহাকে এড়াইয়া চলিবে, وَيَتَجَمَّلُ بِالْأَشْقَى ۞
- ১৩। যে বিশাল আগুনে প্রবেশ করিবে । الَّذِي يَخْلُطُ السَّاءَ الْكَبِيرَى ۞

১৪। অতঃপর সে উহাতে না মরিবে এবং না বাঁচিবে।

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝

১৫। অবশ্যই সে সফলকাম হইবে যে পবিত্রতা অবলম্বন করিবে.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۝

১৬। এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে এবং নামাম পড়ে।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝

১৭। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিতেছ,

بَلْ تُؤْتُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

১৮। অথচ পরকালই অধিকতর উত্তম এবং স্থায়ী।

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

১৯। নিশ্চয় ইহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও (উল্লিখিত) আছে—

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝

[২০] ২০। ইব্রাহীম ও মুসার গ্রন্থসমূহে।

۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝



## سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

### ৮৮- সূরা আনু গাশিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ইহাতে ২৭ আয়াত এবং ১ রুকু আছে

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- ২। তোমার নিকট কি আচ্ছন্নকারীর সংবাদ পৌছিয়াছে ? هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ②
- ৩। সেদিন কতক মুখমণ্ডল হইবে অবনত, وَجْوهٌ يُؤْمِنُونَ خَاشِعَةً ③
- ৪। কর্ম-ক্রান্ত, পরিপ্রান্ত । عَامِلَةٌ تَأْوِبَةٌ ④
- ৫। তাহারা প্রবেশ করিবে প্রজ্বলিত আগুনে, تَصَلُّونَ أَزْوَاجًا مَوْبِقَةً ⑤
- ৬। তাহাদিগকে পানি পান করানো হইবে, ফুটন্ত ঝরণা হইতে । تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آتِيَةٍ ⑥
- ৭। শুষ্ক-তিক্ত-কণ্টকময় ভূগ বাতীত তাহাদের জন্য কোন খাদ্য থাকিবে না, لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَدْرِي ⑦
- ৮। যাহা না পৃষ্টি সাধন করিবে এবং না ক্ষুধা নিবারণ করিবে । لَا يُسِرُّنَّ وَلَا يُنْفِيْنَ مِنْ جُوعٍ ⑧
- ৯। কতক মুখমণ্ডল সেদিন হর্ষোৎফুল্ল হইবে, وَجْوهٌ يُؤْمِنُونَ تَأْوِبَةً ⑨
- ১০। তাহারা তাহাদের চেষ্টা-সাধনার জন্য সন্তুষ্ট থাকিবে, إِسْتَبْرَاهَا رَاضِيَةً ⑩
- ১১। স্টুট জামাতে, فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑪
- ১২। তথায় তাহারা কোন রুধা বাক্যলাপ শুনিবে না । لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَعْيَةٍ ⑫
- ১৩। তথায় প্রবহমান ঝরণা থাকিবে, فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑬
- ১৪। তথায় থাকিবে স্টুট আসনসমূহ, فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ⑭
- ১৫। এবং সুসজ্জিত পান পাত্রসমূহ, وَآكَوَابٌ مُّوَضَّعَةٌ ⑮

১৬। এবং সারি সারি তাকিয়াসমূহ,

وَتَسَارِقٌ مِّصْفُوفَةٌ ﴿١٦﴾

১৭। এবং বিছানো গালিচাসমূহ।

وَزَرَابِيُّ مَبِثُّونَةٌ ﴿١٧﴾

১৮। তাহারা কি উল্টুগুলির দিকে লক্ষ্য করে না যে, উহাদিগকে কিরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে ?

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٨﴾

১৯। এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ইহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে ?

وَالسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٩﴾

২০। এবং পর্বতসমূহের দিকে যে, কিভাবে ইহাদিগকে সংস্থাপিত করা হইয়াছে ?

وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٢٠﴾

২১। এবং পৃথিবীর দিকে যে, কিভাবে ইহাকে সমতল করিয়া বিছানো হইয়াছে ?

وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢١﴾

২২। সূত্ররং তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ তুমি কেবল একজন উপদেশদাতা মাত্র;

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢٢﴾

২৩। তুমি তাহাদের জন্য জিন্দাদার নহ।

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُكَيِّدٍ ﴿٢٣﴾

২৪। কিন্তু যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং অস্বীকার করে,

إِلَّا مَنْ كُفِرَ وَكَفَرَ ﴿٢٤﴾

২৫। তাহা হইলে আল্লাহ তাহাকে সর্বপেক্ষা বড় আযাব দিবেন।

فِيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٥﴾

২৬। নিশ্চয় আমাদের দিকেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন।

إِنَّا إِلَيْنَا يَا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। অতঃপর নিশ্চয় আমাদের উপরই তাহাদের হিসাব-

يَوْمَ نُحْسِبُنَ عَنْ عِبَادَتِهِمْ ﴿٢٧﴾

[২৭] নিকাশের দায়িত্ব।  
১৩

## سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

### ৮৯-সূরা আন্ ফাজর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫১ আয়াত এবং ১-রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। কসম প্রভাতের,

وَالْفَجْرِ ②

৩। এবং দশ রাত্রির,

وَالْيَالِ عَشْرِ ③

৪। এবং এক জোড়া এবং এক বিজোড়ের,

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ④

৫। এবং এক রাত্রির যখন ইহা (শেষ হওয়ার পথে) চলে,

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ⑤

৬। ইহার মধ্যে বৃদ্ধিমান লোকের জনা কি কোন কসম (সাক্ষ্য) নাই ?

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حُجْرٍ ⑥

৭। তুমি কি দেখ নাই যে, তোমার প্রতিপালক আদ জাতির সহিত কি বাবহার করিয়াছেন—

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ⑦

৮। বড় বড় অষ্টালিকার অধিকারী ইরামের (গোত্র) সহিত ?

إِذْ مَرَّ ذَاتِ الْعِمَادِ ⑧

৯। তাহাদের সমতুল্য কোন জাতি এই সকল দেশে সৃষ্টি করা হয় নাই—

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ وَشَلْهَأُ فِي الْبِلَادِ ⑨

১০। এবং সামুদের সহিত, যাহারা উপত্যকাসমূহে (গৃহ নির্মাণের জন্য) প্রস্তর কর্তন করিত,

وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ⑩

১১। এবং ফেরাউনের সহিত, যে (সৈন্য শিবিরের) কীলকসমূহের অধিকারী,

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ⑪

১২। যাহারা দেশে বিদ্রোহ করিয়াছিল,

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ⑫

১৩। এবং উহাতে উপদ্রব রুদ্ধ করিয়াছিল ?

فَأَكْرَمُوا فِيهَا الْفَسَادَ ⑬

১৪। যাহার ফলে তোমার প্রতিপালক তাহাদের উপর আযাবের কশাঘাত করিলেন ।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ⑭

১৫। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রতীক্ষা-স্থানে সতর্ক রহিয়াছেন।

إِنَّ رَبَّكَ بِأَلْبَابِكَ عَلِيمٌ ۝

১৬। দেখ, ইনসান কেমন! যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে পরীক্ষা করেন এবং সম্মানে ও নেয়ামতে ভূষিত করেন তখন সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।’

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝

১৭। কিন্তু যখন তিনি তাহাকে পরীক্ষা করেন এবং তাহার রিয্ক তাহার জন্য সংকীর্ণ করিয়া দেন, তখন সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করিয়াছেন।’

وَ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝

১৮। কখনও নহে, বরং তোমরা আসলে এতীমকে সম্মান কর না,

كَلَّا بَلْ لَّا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۝

১৯। এবং মিস্কীনকে আহাির দানে পরস্পরকে উৎসাহ দাও না,

وَلَّا تَحْضُونَّ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ ۝

২০। এবং তোমরা (অন্য লোকের) ওয়্যারিশী-সম্পদ একত্রিত করিয়া অবাধে ডরুপ করিয়া থাক;

وَتَأْكُلُونَ الْغُرَاتِ أَكْلًا ثَمًا ۝

২১। এবং তোমরা ধন-সম্পদ অত্যধিক ভালবাস।

وَتُحِبُّونَ النَّالَ حُبًّا جَمًّا ۝

২২। কখনও নহে, যখন পৃথিবীকে পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হইবে,

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

২৩। এবং তোমার প্রতিপালক আগমন করিবেন এমতাবস্থায় যে, ফিরিশ্তাঙ্গ সারি সারি দণ্ডায়মান থাকিবে;

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

২৪। এবং সেইদিন জাহান্নামকে (নিকটে) আনা হইবে, সেইদিন ইনসান উপদেশ গ্রহণ করিবে, কিন্তু এই উপদেশ তাহার কি উপকারে আসিবে ?

وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بُرْهَانُهُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ ۖ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۝

২৫। সে বলিবে, ‘হায় আমার দুর্ভাগ্য! যদি আমি এই জীবনের জন্য (কিছু ভাল কর্ম) অগ্রে পাঠাইতাম।’

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدُمْتُ رِجَالِي ۝

২৬। সুতরাং সেইদিন কেহই তাঁহার আঘাবের মত আঘাব দিতে পারিবে না।

يَوْمَئِذٍ لَا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝

২৭। এবং কেহই তাঁহার বাঁধার মত বাঁধিতে পারিবে না।

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝

২৮। হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা!

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الطُّمَئِنَّةُ ۝

২৯। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

أَنْزِرِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ۝

৩০। সূতরাং তুমি আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবেশ কর,

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝

[৩৯] ৩১। এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জামাতে।

بِإِذْنِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝

سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

৯০-সূরা আল্ বালাদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২১ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। না, আমি এই শহরের কসম খাইতেছি—

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ

৩। এবং তুমি অবশ্যই এই শহরে অবতরণ করিবে—

وَأَنْتَ جَلَّ بِهَذَا الْبَلَدِ

৪। এবং কসম পিতার এবং তাহার, মাহাকে সে জন্ম দিয়াছে,

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ

৫। নিশ্চয় আমরা ইনসানকে শ্রম-সহিষ্ণু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি ।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

৬। সে কি মনে করে যে, কেহ তাহার উপর আদৌ ক্রমতাবান হইবে না ?

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يُقَدِّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

৭। সে বলে, 'আমি প্রচুর সম্পদ বিনাশ করিয়াছি ।'

يَقُولُ أَهْلَكَ كَالْأُبْدَانِ

৮। সে কি মনে করে যে, কেহই তাহাকে দেখে না ?

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَ أَحَدٌ

৯। আমরা কি তাহার জন্ম সৃষ্টি করি নাই দুইটি চক্ষু,

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ

১০। এবং একটি জিহ্বা এবং দুইটি তাঁট ?

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ

১১। এবং আমরা তাহাদিগকে (ডাল ও মন্দ) দুইটি পথ দেখাইয়া দিয়াছি ।

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

১২। তথাপি সে উচ্চশিখরে আরোহণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে নাই,

فَلَا اتَّخَمَ الْعُقَبَةَ

১৩। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, উচ্চশিখর কি ?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ

১৪। (উহা হইতেছে) গোলাম মুক্ত করা,

فَكَرُّ رِقَابٍ

১৫। অথবা, দুর্ভিক্ষ-কবলিত দিনে অন্ন দান করা,

أَوْ أَطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ۝

১৬। (যথা) নিকটাত্মীয় এতীমকে,

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝

১৭। অথবা, ভুল্লুপ্তিত মিস্কীনকে।

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

১৮। অতঃপর, সে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হয় যাহারা ঈমান আনে এবং ধৈর্য ধারণের জন্য পরস্পরকে আদেশ-উপদেশ দেয় এবং দয়া করার জন্য পরস্পরকে আদেশ-উপদেশ দেয়।

تَمَّ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَوْصُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَّصُوا بِالنَّاصِحِ ۝

১৯। ইহারা ই ডান দিকের লোক।

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْيَمِينَةِ ۝

২০। এবং যাহারা আমাদের নির্দশনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারা ই বাম দিকের লোক,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۝

[২১] ২১। যাহাদের উপর অবরুদ্ধ আওন বর্ষিত হইবে।

يُعَذِّبُهُمْ نَارًا مُّوَصَّدَةً ۝

سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

৯১. সূরা আশ্ শাম্‌স

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৬ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

- |   |   |
|---|---|
| <p>১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।</p>                                    | <p>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝</p> |
| <p>২। কসম সূর্যের এবং ইহার প্রাতঃকালীন কিরণের,</p>  | <p>وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝</p>                 |
| <p>৩। কসম চন্ডের, যখন ইহা উহার (সূর্যের) অনঙ্গমন করে,</p>                                       | <p>وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝</p>             |
| <p>৪। কসম দিবসের যখন ইহা উহাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে,</p>  | <p>وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰهَا ۝</p>        |
| <p>৫। কসম রাত্রির, ইহা যখন উহাকে (সূর্যকে) আচ্ছন্ন করে ।</p>                                    | <p>وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ۝</p>          |
| <p>৬। কসম আকাশের এবং (কসম) ইহার যে, তিনি ইহাকে (বিসময়কররূপে) সৃষ্টিত করিয়াছেন,</p>            | <p>وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَىٰهَا ۝</p>           |
| <p>৭। কসম পৃথিবীর এবং (কসম) ইহার যে, তিনি ইহাকে সৃষ্টিত দান করিয়াছেন,</p>                      | <p>وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَهَا ۝</p>            |
| <p>৮। কসম আত্মার এবং (কসম) ইহার যে, তিনি ইহাকে পূর্ণাঙ্গ-সৃষ্টাম করিয়াছেন—</p>                 | <p>وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝</p>               |
| <p>৯। অতঃপর তিনি ইহার প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন—উহার মন্দ পথ এবং উহার তাক্‌ওয়ার পথ,</p>           | <p>فَأَلَمَّهَا نُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝</p>   |
| <p>১০। সূত্রাং যে ইহাকে পবিত্র করিয়াছে সে অবশ্যই সফল কাম হইয়াছে,</p>                          | <p>قَدْ أَلَمَّكَ مَنْ زَكَّاهَا ۝</p>          |
| <p>১১। এবং যে ইহাকে (মাটিতে) প্রোথিত করিয়াছে সে অকৃতকার্য হইয়াছে ।</p>                        | <p>وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝</p>            |
| <p>১২। সামূদ জাতি তাহাদের ঔজ্জ্বল্য বশতঃ (সমাগত নবীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,</p> | <p>كَذَّبَتْ سَمُودٌ بِطُغْيَانِهَا ۝</p>       |
| <p>১৩। যখন তাহাদের সর্বাধিক হতভাগ্য বাজি দণ্ডায়মান হইল,</p>                                    | <p>إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝</p>               |



১৪। তখন তাহাদিসকে আল্লাহর রসূল বলিল, 'সাবধান হও, আল্লাহর উস্তী সম্বন্ধে এবং উহার পানি পান করা সম্বন্ধে।'

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝

১৫। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং উস্তীর হাঁটুর রঙ্গ কাটিয়া ফেলিল, ফলে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের গাপের দরুন তাহাদিসকে সম্মুখে বিনাশ করিয়া দিলেন এবং তাহাদিসকে (ভূমিতে) একাকার করিয়া দিলেন।

فَكَذَّبُوهُ فَصَبَّوْهُ فَصَبَّ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ سُوءُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

১৬। এবং তিনি তাহাদের পরিণাম সম্বন্ধে কোন পরগুসাই করিলেন না।

۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهُمْ ۝

سُورَةُ الْبَيْلِ مَكِّيَّةٌ ﴿٩٢﴾

৯২ সূরা আল্‌ লায়ল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২২ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। কসম রাষ্ট্রির, যখন ইহা (বিশ্বচরাচরকে) আত্মহন করিয়া ফেলে,

وَالْبَيْلِ إِذَا يُفْتَنُ ﴿٢﴾

৩। (এবং) কসম দিবসের যখন ইহা আলোকোজ্বাসিত হইয়া উঠে,

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿٣﴾

৪। (এবং) কসম ইহার যে, তিনি নর এবং নারী সৃষ্টি করিয়াছেন,

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٤﴾

৫। 'নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন মূখী ।

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٥﴾

৬। অতএব যে (আল্লাহর রাস্তায়) দান করিয়াছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছে,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٦﴾

৭। এবং তসদীক (সত্যায়ন) করিয়াছে উত্তম বিষয়ের,

وَصَدَقَ بِالْحُكْمِ ﴿٧﴾

৮। আমরা অবশ্যই তাহার জন্য সহজ পথ সহজ-লভ্য করিয়া দিব,

فَسَيَسِّرُهُ لِيُيسِّرَ ﴿٨﴾

৯। কিন্তু যে কুপনতা করিয়াছে এবং বেপরওয়া হইয়াছে,

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٩﴾

১০। এবং যে উত্তম বিষয়কে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,

وَكَذَّبَ بِالْحُكْمِ ﴿١٠﴾

১১। সেক্ষেত্রে অচিরেই আমরা তাহার জন্য ক্লেশের পথ সহজ-লভ্য করিয়া দিব ।

فَسَيَسِّرُهُ لِيُيسِّرَ ﴿١١﴾

১২। এবং যখন সে ধ্বংস হইবে তখন তাহার ধন-সম্পদ তাহার উপকারে আসিবে না ।

وَمَا يُفِيضُ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١٢﴾

১৩। নিশ্চয় হেদায়ত দানের দায়িত্ব আমাদের উপর রহিয়াছে ।

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴿١٣﴾

১৪। এবং নিশ্চয় পরকাল ও ইহকাল আমাদেরই  
আয়ত্বাধীন।

وَرَأٰنَا لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولٰٓئِ ۝

১৫। অতএব আমি তোমাদিগকে এক জ্বলন্ত অগ্নি সম্বন্ধে  
সতর্ক করিয়া দিলাম।

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۝

১৬। চরম হতভাগ্য ব্যক্তি বাতীত কেহই উহাতে প্রবেশ  
করিবে না,

لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقٰٓءُ ۝

১৭। যে (সতর্ক) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং পৃষ্ঠ  
প্রদর্শন করিয়াছে।

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلٰٓ ۝

১৮। কিন্তু মুত্তাকীকে উহা হইতে অবশ্যই দূরে রাখা  
হইবে,

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقٰٓءُ ۝

১৯। যে নিজ সম্পদকে ব্যয় করে যেন সে আর শুদ্ধি লাভ  
করিতে পারে,

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝

২০। এবং তাহার দায়িত্বে কাহারও এমন কোন অনগ্রহ নাই  
যাহার বিনিময় তাহাকে দিতে হয়,

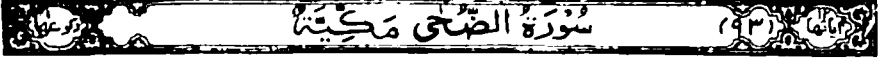
وَمَا لِاحِدٍ عِنْدَكَ مِنْ فِعْلٍ مُّجْزِئٍ ۝

২১। তবে একমাত্র তাহার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভই  
তাহার উদ্দেশ্য হয়।

اِلَّا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰٓ ۝

২২। এবং তিনি অবশ্যই (তাহার প্রতি) সন্তুষ্ট হইবেন।

يُجِبُّ وَكَسُوْفٍ يَّرْضٰٓ ۝



৯৩ সূরা আয্ যোহা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

২। কসম পূর্বাঙ্ককালীন সূর্য-কিরণের ।

وَالصُّبْحِ ۝

৩। কসম রাত্রির, যখন ইহার অঙ্ককার (চারিদিকে) ছাইয়া যায়,

وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَى ۝

৪। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং (তোমার প্রতি) অসন্তুষ্টও হন নাই ।

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا جَلَا ۝

৫। এবং নিশ্চয় তোমার পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে পরবর্তী অবস্থা তোমার জন্য উৎকৃষ্টতর হইবে ।

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰٓئِ ۝

৬। এবং তোমার প্রতিপালক শীঘ্রই তোমাকে (সবকিছু) দান করিবেন যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে ।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰهُ ۝

৭। তিনি কি তোমাকে এতীম পান নাই এবং (নিজ রহমতের ছায়াতলে) আশ্রয় দেন নাই ?

اَلَمْ يَجْعَدْكَ يَتِيْمًا فَاُوٰى ۝

৮। এবং তিনি তোমাকে (তোমার জাতির প্রেমে ) আশ্রয় পাইয়াছিলেন এবং তিনি তোমাকে (তাহাদের সংশোধনের জন্য) হেদায়াত দান করিয়াছিলেন ।

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى ۝

৯। এবং তিনি তোমাকে অভাব-গ্রস্ত পাইয়াছিলেন এবং তিনি তোমাকে সম্পদশালী করিয়াছেন ।

وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَاَنْعٰمَ ۝

১০। অতএব যে কোন এতীম হউক, তুমি তাহার সহিত কঠোরতা করিও না,

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُفْهَرُهٗ ۝

১১। এবং যে কোন প্রার্থী হউক, তুমি তাহাকে তিরস্কার করিও না,

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرُهٗ ۝

১২। এবং (তোমার উপর) তোমার প্রতিপালকের যে সকল নেয়ামত আছে তুমি তাহা প্রকাশ করিতে থাক ।

عِ ۝ وَاَمَّا بِرِغْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝



### ৯৪-সূরা আল্ ইন্শেরাহ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। আমরা কি তোমার জন্য তোমার বক্ষকে উন্মুক্ত করিয়া দিই নাই,

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

৩। এবং তোমার বোঝা তোমার নিকট হইতে অপসারিত করিয়া দিই নাই,

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ

৪। যাহা তোমার পৃষ্ঠ-দেশকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে-ছিল ?

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ

৫। এবং আমরা তোমার সম্মুখকে উন্নীত ও সম্মানিত করিয়াছি ।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

৬। নিশ্চয় কষ্ট-কাঠিন্যের সাথে সহজসাধ্যতা রহিয়াছে,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

৭। (হ্যাঁ) নিশ্চয় কষ্ট-কাঠিন্যের সাথে সহজসাধ্যতা রহিয়াছে ।

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

৮। অতএব যখন তুমি অবসর পাও, তখনই কঠোর সাধনায় ব্রতী হও ।

وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

৯। এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি (পূর্ণ একাগ্রতার সহিত) মনোনিবেশ কর ।

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

## سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ (٩٥)

### ৯৫- সূরা আত্ তীন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। কসম ডুমুর এবং জলপাইয়ের,

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ②

৩। এবং সিনাই পর্বতের,

وَطُورِ سِينِينَ ③

৪। এবং এই নিরাপদ শহরের,

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ④

৫। নিশ্চয় আমরা ইনসানকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছি ।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ⑤

৬। অতঃপর (অসৎকর্ম করিলে) আমরা তাহাকে হীন হইতে হীনতম স্তরে ফিরাইয়া দিই,

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ⑥

৭। সেই সকল লোক ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, অতএব তাহাদের জন্য রহিয়াছে অক্ষুরত্ত প্রতিদান ।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ  
غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑦

৮। অতএব ইহার পর বিচার সম্বন্ধে তোমাকে কিসে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাক্ষান করে ?

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ بِالذِّكْرِ ⑧

৯। আল্লাহ্ কি সকল বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নহেন ?

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ  
الْحِكْمَ الْعَلِيمَ ⑨

سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ (৭৭)

৯৬-সূরা আল্ 'আলাক্

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২০ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

- |  |   |
|--|---|
| ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ;  | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝   |
| ২। তুমি পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,   | إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ |
| ৩। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ইনসানকে এক আঁঠান জমাট রক্ত- পিণ্ড হইতে ।                                    | خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝         |
| ৪। তুমি পাঠ কর; কেননা তোমার প্রতিপালক পরম সম্মানিত,  | إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝          |
| ৫। যিনি কনম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন,  | الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝             |
| ৬। যিনি শিক্ষা দিয়াছেন ইনসানকে উহা যাহা সে জানিত না ।   | عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝  |
| ৭। কখনও নহে, ইনসান অবশ্যই সীমানংঘন করিতেছে,  | كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفْرٍ ۝      |
| ৮। কারণ সে নিজেকে অভাব-মুক্ত মনে করে ।   | أَنْزَاهُ اسْتَفْتَى ۝                    |
| ৯। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের সমীপেই প্রত্যাবর্তন,  | إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝        |
| ১০। তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে নিষেধ করে,  | أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝             |
| ১১। (আমাদের) এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে ?   | عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝                   |
| ১২। তুমি বল দেখি, যদি (আমাদের বান্দা) হেদায়াতের উপর অধিষ্ঠিত থাকে,                                  | أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۝  |
| ১৩। অথবা সে তাকওয়ার আদেশ দেয় ।   | أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝               |
| ১৪। তুমি বল দেখি, যদি সে (বারণকারী) মিথ্যা বলিয়া (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ? | أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝     |

১৫। সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ (সব কিছু) প্রত্যক্ষ করিতেছেন ?

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝

১৬। কখনও নহে, যদি সে বিরত না হয়, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহার সনাতের কেশগুচ্ছ ধরিয়া হেঁচড়াইব—

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَنْسِفَنَّكَ بِالنَّاصِيَةِ ۝

১৭। মিথ্যাবাদী, পাপাচারী-সনাতের কেশগুচ্ছ।

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝

১৮। সূতরাং সে তাহার পরিষদকে আহ্বান করুক।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝

১৯। আমরাও (আমাদের) শাস্তির ফিরিশ্তাদিগকে আহ্বান করিব।

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝

২০। কখনও নহে, তুমি এইরূপ ব্যক্তির আনুগত্য করিও না, বরং তুমি সেজ্জদা কর এবং (আল্লাহর) নৈকটা অর্জন করিতে থাক।

كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝



سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ ﴿٩٤﴾

৯৭ সূরা আল্ কাদর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অমর্তিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। নিশ্চয় আমরা ইহাকে 'নায়্নাতুল কাদরে' (ফয়সালার রাত্রিতে) নাযেল করিয়াছি ।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿٢﴾

৩। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে 'নায়্নাতুল কাদর' কি ?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٣﴾

৪। 'নায়্নাতুল কাদর' হাজার মাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ।

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٤﴾

৫। ইহাতে ফিরিশ্‌তাসগণ এবং কামেল রূহ তাহাদের প্রতিপালকের হুকুম অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়সহ নাযেল হয় ।

تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ  
مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٥﴾

৬। (তখন) পূর্ণ শান্তি বিরাজমান হয়, ইহা বিরাজমান থাকে যে পর্যন্ত না ফজরের (উষার) উদয় হয় ।

يَوْمَ سَلَّمَ هِيَ لَحْظَةُ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ﴿٦﴾

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ مَدْيَنَةٌ ﴿٩٨﴾

৯৮-সূরা আল্ বাইয়্যিনাহ্

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। আহলে কিতাব ও মোশরেকদের মধা হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা (অস্বীকার হইতে) বিরত হওয়ার পাত্র ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসিত—

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالشَّارِكِينَ مُنَافِقِينَ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴿٢﴾

৩। আল্লাহর তরফ হইতে একজন রসূল যে (তাহাদের নিকট) পবিত্র কিতাবসমূহ আরুতি করে,

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿٣﴾

৪। যাহার মধো স্থায়ী আদেশাবলী সন্নিবেশিত আছে ।

فِيهَا كُتِبَ قَبْلَهُ ﴿٤﴾

৫। এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পরেই বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হইয়াছে ।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ ﴿٥﴾

৬। এবং তাহাদিগকে ইহা বাতিরেকে আদেশ দেওয়া হয় নাই যে, তাহারা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করিবে, ধর্মকে তাহাদের জন্য বিস্তৃত করিয়া একনিষ্ঠভাবে, এবং নামায কায়েম করিবে এবং যাকাত দিবে এবং ইহাই (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত চির-স্থায়ী ধর্ম,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٦﴾

৭। নিশ্চয় আহলে কিতাব এবং মোশরেকদের মধা হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা জাহান্নামের আগুনে থাকিবে— তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিবে । ইহারাষ্ট সৃষ্টির মধো নিকৃষ্টতম ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالشَّارِكِينَ فِي تَارِحَتِهِمْ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে— ইহারা ই সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্টতম।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ  
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

৯। তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের সম্মিথানে— চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, সেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে। আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহা সেই ব্যক্তির জন্য যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।

جَزَاءُ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

## سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَكِّيَّةٌ

### ৯৯- সূরা আয্‌ যিল্‌যাল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

- |  |   |
|--|---|
| <p>১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।</p>                                 | <p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝</p>                            |
| <p>২। যখন পৃথিবী ইহার (প্রচণ্ড) কম্পনে প্রকম্পিত হইবে,</p>                                   | <p>إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا ۝</p>                          |
| <p>৩। এবং পৃথিবী ইহার বোঝা বাহির করিয়া দিবে,</p>  | <p>وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝</p>                              |
| <p>৪। এবং ইনসান বলিবে, 'ইহার হইল কি ?'</p>   | <p>وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝</p>                                   |
| <p>৫। সেদিন ইহা তাহার যাবতীয় সংবাদ বলিয়া দিবে,</p>   | <p>يَوْمَئِذٍ تُعَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝</p>                                |
| <p>৬। কেননা, তোমার প্রতিপালক ইহার প্রতি ওহী করিবেন,</p>                                      | <p>بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝</p>                                   |
| <p>৭। সেদিন মানুষ দলে দলে বাহির হইয়া আসিবে যেন তাহাদিগকে তাহাদের কর্মসমূহ দেখানো যায় ।</p> | <p>يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝</p> |
| <p>৮। তখন কোন ব্যক্তি এক অপূ পরিমাণও পূণ্যকর্ম করিয়া থাকিলে সে উহা দেখিবে,</p>              | <p>مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝</p>                   |
| <p>৯। এবং কোন ব্যক্তি এক অপূ পরিমাণও মন্দ কর্ম করিয়া থাকিলে সে উহা দেখিবে ।</p>             | <p>فِي مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝</p>                |

## سُورَةُ الْعَادِيَّاتِ مَكِّيَّةٌ

### ১০০-সূরা আল্ আদিয়াত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- ২। কসম উর্ধ্বাশ্বাসে ধাবমান অশ্বারোহী দলসমূহের, وَالْعِدْيَاتِ ضَجَّاتٍ
- ৩। অতঃপর যাহারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বাহির করে, فَالْمُورِيَّاتِ قَدَّحَاتٍ
- ৪। এবং যাহারা প্রভাত কালে আক্রমণ করে, فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَاتٍ
- ৫। অতঃপর উহার দ্বারা যাহারা ধূলি-মেঘ উড়ায়, فَأَنْزَلْنَ بِهِ نَقْعَاتٍ
- ৬। এবং এতদসঙ্গে তাহারা সৈন্যবাহে ঢুকিয়া পড়ে । فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَاتٍ
- ৭। নিশ্চয় ইনসান তাহার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ । إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
- ৮। এবং নিশ্চয়ই সে (নিজ আচরণ দ্বারা) ইহার উপর সাক্ষী । وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ
- ৯। এবং নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের মহব্বতে অতি মাত্রায় আসক্ত । وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْغَيْرِ لَشَدِيدٌ
- ১০। তবে সে কি জানে না যে, কবরে যাহা আছে তাহা যখন উন্মিত করা হইবে, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ
- ১১। এবং বক্ষঃদেশে যাহা কিছু (লুক্কায়িত) আছে উহা বাহির করিয়া আনা হইবে ? وَحُوتِلَ مَا فِي الْعُدُنِ
- ১২। নিশ্চয়ই সৈদিন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের সম্বন্ধে يَوْمَ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

২] সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইবেন ।

سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ ﴿١٠١﴾

১০১-সূরা আল্ কারে'আ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়। بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
- ২। একটি গর্জনকারী মহাবিপদ ! الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾
- ৩। সেই গর্জনকারী মহাবিপদ কি ? مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾
- ৪। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, সেই গর্জনকারী মহাবিপদ কি ? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٤﴾
- ৫। যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পশু পালের ন্যায় হইবে, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ ﴿٥﴾
- ৬। এবং পর্বতগুলি হইবে ধূনিত পশমের ন্যায়, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿٦﴾
- ৭। অতএব তখন যাহার (পূণ্য কর্মের) পাল্লা ভারী হইবে, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٧﴾
- ৮। সে আনন্দময় সন্তোষজনক জীবনে অবস্থান করিবে। فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٨﴾
- ৯। কিন্তু যাহার পাল্লা হালকা হইবে, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٩﴾
- ১০। পরিণামে তাহার জননী হইবে 'হাড়িয়া'। فَأَمُّهُ هَادِيَةٌ ﴿١٠﴾
- ১১। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে ইহা কি ? وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ﴿١١﴾
- [১২] ১২। ইহা একটি মেলিহান অগ্নি। فِي نَارٍ حَامِيَةٍ ﴿١٢﴾

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ (١١٢)

১০২-সূরা আত্‌ তাক্বাসূর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকু আছে

১। আল্লাহর নামে, তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। অধিকা লাভের পরস্পর প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে (আল্লাহ্‌ হইতে) উদাসীন করিয়া দেয়,

أَلْهَمُّهُمُ التَّكَاثُرُ ②

৩। যতরূপ পর্যন্ত না তোমরা কবরে পৌছ।

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ③

৪। কখনও নহে, অচিরেই (সতাকে) তোমরা জানিতে পারিবে।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ④

৫। পুনরায় বলিতেছি! কখনও নহে, অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ⑤

৬। কখনও নহে, হায়! যদি তোমরা জান-ভিত্তিক বিশ্বাস মূলে জানিতে;

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ⑥

৭। নিশ্চয় তোমরা (এই পার্থিব জীবনে) জাহান্নামকে দেখিবে।

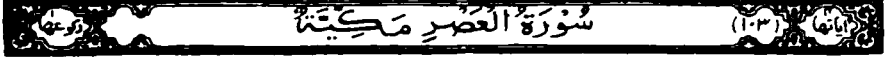
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ⑦

৮। অতঃপর তোমরা অবশ্যই (পরকালে) পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক বিশ্বাস মূলে ইহা প্রত্যক্ষ করিবে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ⑧

৯। অতঃপর সেদিন তোমরা (তোমাদিগকে প্রদত্ত) নেয়ামতসমূহ সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইবে।

ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ⑨



১০৩-সূরা আল্ 'আস্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। কসম মহাকালের,

وَالْعَصْرِ ②

৩। নিশ্চয় ইনসান বড় ক্ষতির মধ্যে আছে,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ ③

৪। তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা ঈমান আনে এবং পূণ্যকর্ম করে, এবং তাহারা একে অপরকে সত্যের উপর দৃঢ় থাকার ও ইহা প্রচার করার) তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে এবং (এই পথে কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-আগদে) একে অপরকে ধৈর্যেরও তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিকে থাকে ।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا  
بِعِيقِ الْيَأْسِ ④ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ⑤



سُورَةُ الْهُنُوتِ مَكِّيَّةٌ (১-৩)

১০৪-সূরা আল্ হোমামা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১০ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী এবং অপবাদকারীর জন্য,

وَيَلِّئُ كَيْلَ هَمَزَةٍ لُّمُزَةٍ

৩। যে ধন-সম্পদ জমা করে এবং উহা বার বার গণনা করে ।

إِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

৪। সে মনে করে যে, তাহার ধন-সম্পদ তাহাকে অমর করিবে,

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

৫। কখনও নহে, সে নিশ্চয় 'হতামা'য় নিষ্কিণ হইবে,

كَلَّا لَيُنْبِتَنَّ فِي الْخُطَمَةِ

৬। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, 'হতামা' কি ?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخُطَمَةُ

৭। ইহা আল্লাহ্র লেগিহান আগুন,

نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ

৮। যাহা অন্তরসমূহের গভীরে গিয়া পৌঁছাবে ।

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْإِنْدَادَةِ

৯। নিশ্চয় ইহাকে চতুর্দিক হইতে তাহাদের উপর বজ্র করিয়া দেওয়া হইবে,

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّصَدَّقَةٌ

[১০] ১০। সুদীর্ঘ স্তম্ভ-সমূহে ।

عُجٌّ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ (١٠٥)

১০৫-সূরা আল্ ফীল

ইহা মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

২। তুমি কি দেশ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তীর অধিপতিদের সহিত কিরূপ বাবহার করিয়াছিলেন ?

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝

৩। তিনি কি তাহাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থতায় পরিণত করিয়া দেন নাই ?

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ۝

৪। এবং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী প্রেরণ করিয়াছিলেন,

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝

৫। যাহারা (তাহাদের মৃত দেহগুলিকে ভক্ষণ করিতেছিল) কঙ্করজাত শস্ত্র পাথরের উপরে আঘাত করিয়া করিয়া ।

تَرَفِيفِهِمْ بِحِجَارٍ رَمْلِيَّةٍ ۝

৬। অতপর তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত ষড়-কুটা সদৃশ করিয়া দিনেন ।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ۝

سُورَةُ الْقُرَيْشِ مَكِّيَّةٌ (١٠٦)

১০৬-সূরা আন্ কুরায়শ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসৌম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। (তোমার প্রতিপালক হস্তীর অধিপতিদের ধ্বংস করিয়াছিলেন) কুরায়শদের (অন্তরে) অনুরাগ সৃষ্টি করিবার জন্য,

لِيَأْخُذَ قُرَيْشٌ

৩। তাহাদের মধ্যে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিবার জন্য—

إِنْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

৪। সূতরাং তাহাদের উচিত তাহারা যেন এই গৃহের প্রতিপালকের ইবাদত করে,

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

৫। যিনি ক্ষুধায় তাহাদিগকে অন্ন দান করেন এবং ভয়-ভীতি হইতে তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করেন ।

يَوْمَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُم مِّنْ خَوْفٍ

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ (١٠٤)

১০৭-সূরা আল্ মা'উন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে দীনকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে ?

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّينِ

৩। বস্তুতঃ সে-ই ঐ ব্যক্তি যে এতীমদিগকে তাড়াইয়া দেয়,

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

৪। এবং সে মিস্কীনদিগকে অন্ন দানে (লোকদের) উৎসাহিত করে না ।

وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ

৫। সূতরাং দুর্ভোগ ঐ সকল নামাযীদের জন্য,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ

৬। যাহারা তাহাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন,

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

৭। যাহারা কেবল লোক দেখায়,

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

৮। এবং যাহারা দৈনন্দিন ব্যবহারিক দ্রব্যাদি নিষেধ করে ।

وَيَسْتَعُونَ الْمَاعُونَ

سُورَةُ الْكَوْثِرِ مَكِّيَّةٌ (١٠٨)

১০৮-সূরা আন্ কাওসার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। নিশ্চয় আমরা তোমাকে 'কাওসার' দান করিয়াছি ।

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَىكَ الْكَوْثِرَ

৩। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে নামায পড় এবং কুরবানী কর ।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْزِرْ

৪। নিশ্চয় তোমার যে শত্রু, সে-ই নিঃসন্তান থাকিবে ।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ (১০৭)

১০৯-সূরা আল্ কাফেরান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকু আছে

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। তুমি বল, 'হে কাফেরগণ!

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

৩। আমি সেইরূপে ইবাদত করি না যেইরূপে তোমরা ইবাদত কর,

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

৪। এবং তোমরা সেইরূপে ইবাদত কর না যেইরূপে আমি ইবাদত করি,

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ

৫। এবং আমি উহাদের ইবাদত করি না যাহাদের ইবাদত তোমরা কর,

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ

৬। এবং তোমরা তাঁহার ইবাদত কর না যাঁহার ইবাদত আমি করি,

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ

৭। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন।

فِي لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَكِّيَّةٌ ﴿١١٠﴾

১১০-সূরা আন নাসর

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহা:ত ৪ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসিবে,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿٢﴾

৩। এবং তুমি লোকদিগকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে,

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٣﴾

৪। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রসংশাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি পুনঃ পুনঃ তওবা গ্রহণকারী ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَغْفِرُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٤﴾

سُورَةُ الْأَهْبِ مَكِّيَّةٌ

১১১-সূরা আন্ নাহাব

ইহা মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসৌম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আব্ নাহাবের দুইটি হাত ধ্বংস হউক এবং সে নিজেও ধ্বংস হউক !

بَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ②

৩। তাহার ধন-সম্পদ এবং যাহা সে উপার্জন করিয়াছে উহা তাহার কোন কাজে আসিল না,

مَا أَخَذَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ③

৪। সে অচিরেই লেলিহান অগ্নিতে দক্ষ হইবে,

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ④

৫। এবং তাহার স্ত্রীও যে বার বার ইক্কন বহন করিয়া আনে,

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ⑤

৬। তাহার গলায় খর্জুর-আঁশের রশি পঁচানো হইবে ।

يُنْفِئُ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ⑥





১১২- সূরা আল্ ইখলাস

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তুমি বল, তিনিই আল্লাহ্  
একক-অদ্বিতীয় ।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ②

৩। আল্লাহ্ স্বনির্ভর এবং সর্বনির্ভর-স্থল।

اللَّهُ الصَّمَدُ ③

৪। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই;

لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْ ④

⑤ ৫। এবং তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই ।

عِ ⑤ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ⑤

سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ (۱۱۳)

১১৩-সূরা আল্ ফালাক

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তুমি বল, 'আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় চাই,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ②

৩। তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন উহার অনিষ্ট হইতে,

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ③

৪। এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারী অনিষ্ট হইতে, যখন উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে,

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ④

৫। এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকার-কারিণীদের অনিষ্ট হইতে,

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ⑤

৬। এবং হিংস্কের অনিষ্ট হইতে, যখন সে হিংসা করে ।

يُعْ وَيَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑥

## سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

১১৪- সূরা আন্‌ নাস

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। তুমি বল, 'আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকট,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

৩। যিনি মানুষের অধিপতি,

مَلِكِ النَّاسِ

৪। মানুষের মা'বুদ,

إِلَهِ النَّاسِ

৫। সোপানে কুমন্ত্রপাদানকারী, পন্দাদপসরণকারীর অনিষ্ট হইতে,

مِنَ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

৬। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রপা দেয়,

الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

৭। সে জ্বিলের মধ্য হইতে হউক বা মানুষের মধ্য হইতে ।

عَلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ

## دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْآنِ

কুরআন পাঠ সমাপ্তির দোয়া

হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার কবরে আমার অস্বস্তিকে স্বস্তিতে রূপান্তরিত কর। হে আল্লাহ্ ! তুমি মহান কুরআনের বরকতে আমার উপর রহম কর এবং ইহাকে আমার জন্য ইমাম, নূর, হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ কর। হে আল্লাহ্ ! আমি ইহা হইতে যাহা কিছু ডুলিয়া গিয়াছি উহা আমাকে সম্মরণ করাইয়া দাও এবং ইহার যাহা কিছু আমি অজ্ঞাত আছি উহা আমাকে শিক্ষাইয়া দাও। এবং দিব্যরাত্রির বিভিন্ন মুহূর্তে ইহার তেলাওয়াতকে আমার জীবনোপকরণ করিয়া দাও। হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক ! তুমি ইহাকে আমার জন্য দনীল স্বরূপ করিয়া দাও।

اللَّهُمَّ اِنْسِ وَحْشَتِي فِي قَبْرِي  
 اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ  
 وَاجْعَلْهُ لِي اِمَامًا وَ نُورًا  
 وَ مَدَى وَ رَحْمَةً اللَّهُمَّ  
 ذَلِّلْنِي مِنْهُ مَا لَيْسَتْ وَ  
 عَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهَلْتُ  
 وَ اَمُرُّفِي بِاَدْوَتِهِ اِنَاءَ الْاَيْلِ وَ  
 اِنَاءَ النَّهَارِ وَ اجْعَلْهُ لِي  
 حُبَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ